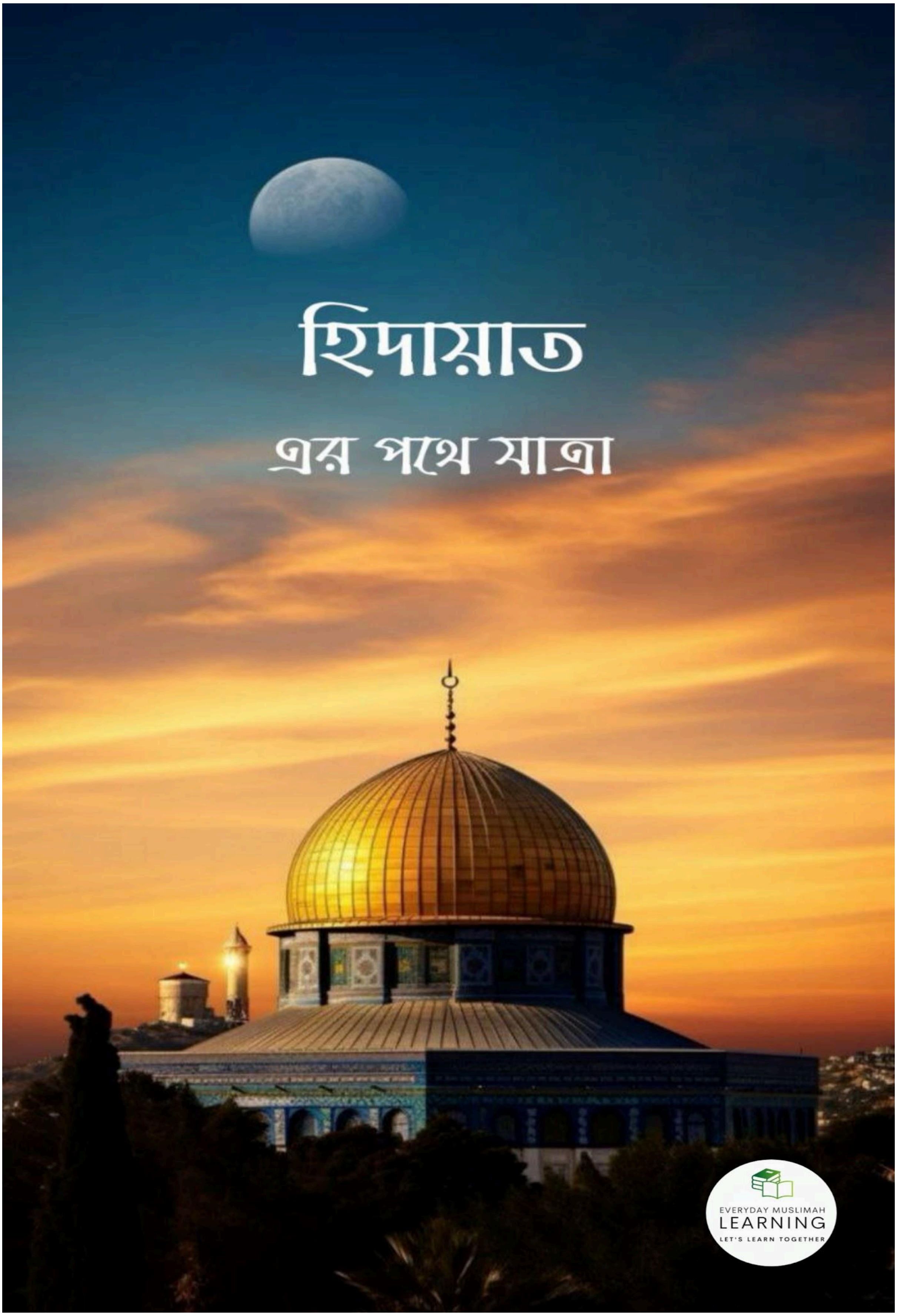
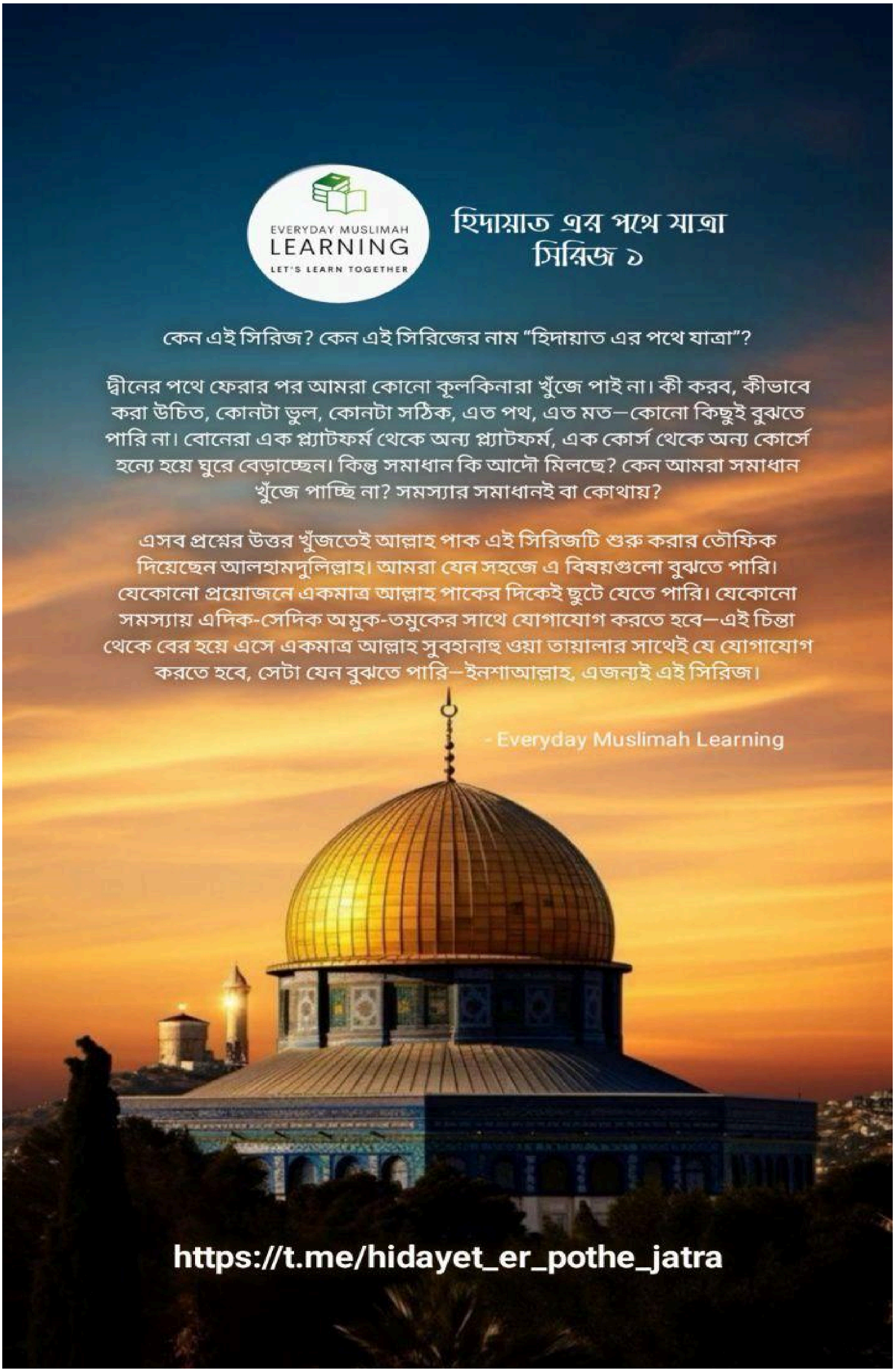
হিদায়াত

এর পথে যাত্রা




EVERYDAY MUSLIMAH
LEARNING
LET'S LEARN TOGETHER
হিদায়াত এর পথে যাত্রা
সিরিজ ১
কেন এই সিরিজ? কেন এই সিরিজের নাম "হিদায়াত এর পথে যাত্রা"?
দ্বীনের পথে ফেরার পর আমরা কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাই না। কী করব, কীভাবে করা উচিত, কোনটা ভুল, কোনটা সঠিক, এত পথ, এত মত—কোনো কিছুই বুঝতে পারি না। বোনেরা এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্ম, এক কোর্স থেকে অন্য কোর্সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সমাধান কি আদৌ মিলছে? কেন আমরা সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না? সমস্যার সমাধানই বা কোথায়?
এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আল্লাহ পাক এই সিরিজটি শুরু করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যেন সহজে এ বিষয়গুলো বুঝতে পারি। যেকোনো প্রয়োজনে একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই ছুটে যেতে পারি। যেকোনো সমস্যায় এদিক-সেদিক অমুক-তমুকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে—এই চিন্তা থেকে বের হয়ে এসে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথেই যে যোগাযোগ করতে হবে, সেটা যেন বুঝতে পারি—ইনশাআল্লাহ, এজন্যই এই সিরিজ।
- Everyday Muslimah Learning
https://t.me/hidayet_er_pothe_jatra

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে এ সিরিজ শুরু করার তৌফিক হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ।

কেন এই সিরিজ? কেন এই সিরিজের নাম "হিদায়াত এর পথে যাত্রা"?

দ্বীনের পথে ফেরার পর আমরা কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাই না। কী করব, কীভাবে করা উচিত, কোনটা ভুল, কোনটা সঠিক, এত পথ, এত মত—কোনো কিছুই বুঝতে পারি না। বোনেরা এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্ম, এক কোর্স থেকে অন্য কোর্সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সমাধান কি আদৌ মিলছে**?** কেন আমরা সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না? সমস্যার সমাধানই বা কোথায়?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আল্লাহ পাক এই সিরিজটি শুরু করার তৌফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যেন সহজে এ বিষয়গুলো বুঝতে পারি। যেকোনো প্রয়োজনে একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই ছুটে যেতে পারি। যেকোনো সমস্যায় এদিক-সেদিক অমুক-তমুকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে—এই চিন্তা থেকে বের হয়ে এসে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথেই যে যোগাযোগ করতে হবে, সেটা যেন বুঝতে পারি—ইনশাআল্লাহ, এজন্যই এই সিরিজ।

সবকিছুর আগেই দেখতে হবে আমার সাথে আমার রবের সম্পর্ক কেমন। রবের সাথে যদি সম্পর্ক ভাল না থাকে তাহলে দুনিয়ার কোন ডাক্তার, কাউন্সিলর, বই, কোর্স, উস্তাদ, আলেম উলামা কারো কোন পরামর্শ, কেউ কোন দিক থেকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। রবের সাথে সম্পর্ক কেমন? কিভাবে বুঝতে পারব? রবের হক, পরিবারের হক, নিজের হক ইত্যাদি এত এত হক কিভাবে আদায় করব? দ্বীন মেনে চলা মানে কি শুধু একাই মেনে চলা? অন্যদের ভূমিকা কোথায়? কিভাবে সব বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব? কোথায় আমরা ছিটকে যাচ্ছি এ সব কিছুর উত্তর জানার চেষ্টা করতেই এই সিরিজ আল্লাহ পাক শুরু করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

এই সিরিজ একজন বোন যাকে আল্লাহ পাক একজন মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হিসেবে কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ ওনার কিছু কথা থেকে অনুপ্রানিত হয়ে লেখা। লেখার পরে সেই বোন নিজে লেখাগুলো বারবার পড়েছেন, কোথাও পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে সেগুলো পরিবর্তন করতে বলেছেন। সে অনুযায়ী পরিবর্তন, সংযোজন বিয়োজন করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তারপরও লেখাতে ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার এবং সবাই সে বোনের জন্য বারাকাহর দুআ করার বিনীত অনুরোধ।

এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, বা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হল, কোন অবস্থাতেই বইয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন সবার নিকট উপকারী বিষয় পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করেন, আফিয়াহ দান করেন, বদ নজর থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নেন, আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার নেক বান্দাদের যা দিয়ে থাকেন তার সর্বোত্তমটি নিজ অনুগ্রহে আমাকে, আমাদের দান করুন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। ইয়া রব্বুল আলামীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হিদায়াত এর পথে যাত্রা চ্যানেল:
https://t.me/+Yfj2OW6stHxkMzJl

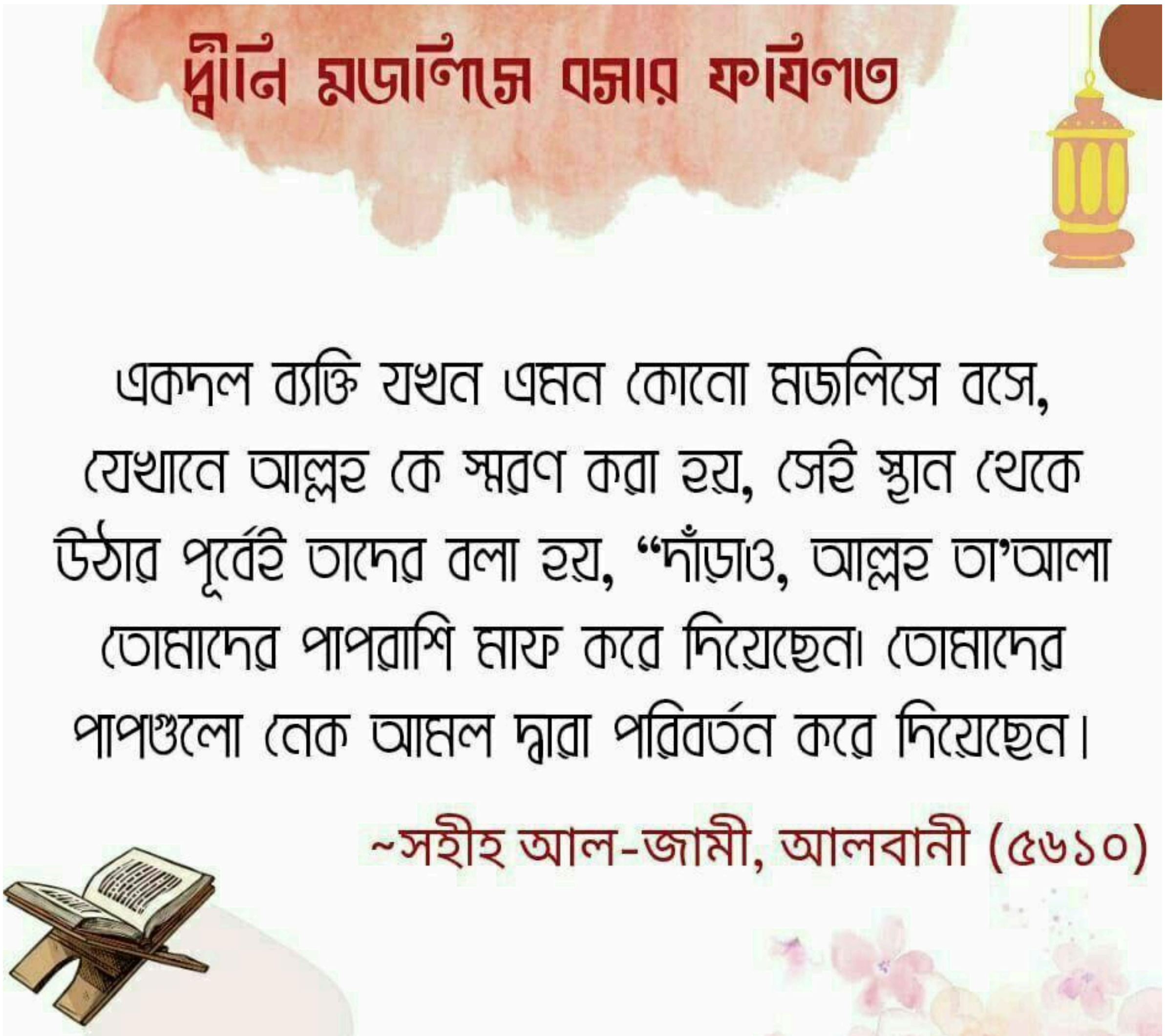
https://t.me/hidayet_er_pothe_jatra

FacebookPage:
https://www.facebook.com/61578687004963/posts/pfbid0wTJauaHBXLAyGrzyVAkhpHxH2DBkD5znfYQJ3XZrZWLkcNmeUL6rjWaFVKJE8Edsl/

অডিও লেকচার সিরিজ (শুধুমাত্র বোনদের জন্য) : Everyday Muslimah Learning, Inshirah টেলিগ্রাম চ্যানেলে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। টেলিগ্রাম চ্যানেল শুধুমাত্র বোনদের জন্য। এজন্য লিংক পাবলিকভাবে শেয়ার করা হয় নি।

তারিখ: ৩ মুহররম,১৪৪৭ হিজরি
Everyday Muslimah Learning

সূচীপত্র



যে মজলিসে বসবেন, সে মজলিসে আল্লাহর জিকির করতে ও তাঁর নবী (ﷺ) এর উপর দরূদ পড়তে ভুল করবেন না। যেহেতু রাসুল (ﷺ) বলেন, "যে সম্প্রদায়ই এমন কোনো মজলিসে বসে যেখানে তারা আল্লাহর জিকির করে না এবং নবীর (ﷺ) উপর দরূদ পাঠ করে না, সেই সম্প্রদায়েরই ক্ষতিকর পরিণাম হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন।"[১]

আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন, "যে কোনো সম্প্রদায় কোনো মজলিস থেকে আল্লাহর জিকির না করেই উঠে গেল, তারা যেন মৃত গাধার মতো কোনো কিছু হতে উঠে গেল। আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষতি (ও পরিতাপ)।"[২]

অবশ্য উচ্চস্বরে, সমস্বরে বা জামাআতী দরূদ-জিকিরের কথা বলা হয়নি। আসলে জামাআতী দরূদ-জিকির হলো বিদআত।

আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলা হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়ার একটি কারণ। আর এমন হৃদয় আল্লাহর নিকট থেকে অনেক দূরে।[৩]

অতএব যে মজলিস আল্লাহর কথা আলোচনার জন্য নয়, সে মজলিসে অংশগ্রহণ করে অযথা সময় নষ্ট করলে মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে। কোনো নসিহতে সে হৃদয় নরম হবে না, কারো ব্যথায় সে হৃদয় ব্যথিত হবে না। আর কিয়ামতে হবে বড় পরিতাপ ও আফসোসের বিষয়।

তাছাড়া যে মজলিসে আল্লাহর জিকির করা হয়, কুরআন ও হাদিসের কথা আলোচিত হয়, দ্বীন ও ইলমের কথা বলা হয়, সে মজলিস আল্লাহর নিকট বড় পছন্দনীয়। আর এই শ্রেণীর মজলিসে যারা বসে, তারা জিকির না করলেও, আলোচনা না শুনলেও, কেবল সেখানে বসার জন্য তাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে আহলে জিকির খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহর জিকিররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা একে অপরকে আহ্বান করে বলতে থাকেন, ‘এসো তোমাদের প্রয়োজনের দিকে।’ সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) তাদেরকে নিজেদের ডানা দ্বারা নিচের আসমান পর্যন্ত বেষ্টিত করে ফেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমার বান্দারা কী বলছে?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আপনার মহত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা ও গৌরব বয়ান করছে।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি আমাকে দেখেছে?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘জী না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি।’ আল্লাহ বলেন, ‘কী হতো, যদি তারা আমাকে দেখত?’

ফেরেশতারা বলেন, ‘যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরও বেশি বেশি ইবাদত, গৌরব বর্ণনা ও তাসবিহ করত।’ আল্লাহ বলেন, ‘কী চায় তারা?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি জান্নাত দেখেছে?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।’ আল্লাহ বলেন, ‘কী হতো, যদি তারা তা দেখত?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা তা দেখলে তার জন্য আরও বেশি আগ্রহান্বিত হতো। আরও বেশি বেশি তা প্রার্থনা করত। তাদের চাহিদা আরও বড় হতো।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারা কী থেকে পানাহ চায়?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা দোযখ থেকে পানাহ চায়।’ আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি দোযখ দেখেছে?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।’ আল্লাহ বলেন, ‘কী হতো, যদি তারা তা দেখত?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা তা দেখলে বেশি বেশি করে তা হতে পলায়ন করত। বেশি বেশি ভয় করত।’ তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।’

ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, 'কিন্তু ওদের মধ্যে অমুক ওদের দলভুক্ত নয়। সে আসলে নিজের কোনো প্রয়োজনে সেখানে এসেছে।' আল্লাহ বলেন, '(আমি তাকেও মাফ করে দিলাম! কারণ,) তারা হলো এমন সম্প্রদায়, যাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত (হতভাগা) থাকে না।'[৪]

[১]. আবু দাউদ, সহীহ তিরমিযী হা/২৬৯১, আহমদ, ইবনে হিববান, সিলসিলাহ সহীহাহ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা। হা/৭৪, আর হাদিসের শব্দাবলী তিরমিযীর।
[২]. আবু দাউদ ৪৮৫৫, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা। হা/৭৭
[৩]. তিরমিযী হা/৩৩৪০
[৪]. মুসনাদে আহমাদ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা। হা/৭৩৭৬, বুখারি তাওহীদ পাবঃ হা/৬৪০৮, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/২৬৮৯, তিরমিযী হা/৩৬০০

হালাকা শুরুর দুআ

১) ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতায়িনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া নাউযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যিআতি আমালিনা মাই ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মাই ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ: নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমার নিজ কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে এবং আমার নাফসের কুমন্ত্রণা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে হিদায়াহ দিয়েছেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কেউ তাকে হিদায়াহ দিতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, কোন প্রভু নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী এবং আমাদের প্রিয় রাসূল।

২) যারা এটি পড়তে পারবেন না তারা চাইলে ছোট এ প্রশংসা করতে পারেন। আর তা হলো:

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

উষ্চারণ : নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম।

অর্থ: আমরা তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করি এবং আমরা তাঁর সম্মানিত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করি।

* "নাহমাদুহু" - আমরা তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করি।
* "ওয়া নুসল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম" - এবং আমরা তাঁর সম্মানিত রাসূলের (সাঃ) ওপর সালাত (দরুদ) পাঠ করি।

৩) স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির দোয়া:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا উষ্চারণ- ‘রাব্বি যিদনি ইলমা’ (৩ বার)
অর্থ- হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

৪) রাব্বিশ-রাহলি ছাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল ওক্কদাতাম মিল্লিসানি ইয়াফকাহু ক্কাওলি।

-رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

🔶হে আল্লাহ! আমার জিহ্বা তে যত জড়তা রয়েছে আপনি সেটা দূর করে দিন। এবং আমাদের সকলের বক্ষকে, আমাদের ক্কলবকে অন্তরকে আপনি প্রশস্ত করে দিন যেন আপনার দ্বীন থেকে আনিত,আপনার প্রেরিত সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা থেকে আনিত যে কল্যান, উপকার,সাফল্য রয়েছে তার সবটুকু আমরা যেন আমাদের মাঝে ধারন করতে পারি এবং আমাদের সাথে আখিরাহ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। আল্লাহুমা আমিন।

৫) আল ফাত্তাহ, আল ফাত্তাহ, আল ফাত্তাহ।

অর্থ: "আল ফাত্তাহ" (الفتاح) আরবি শব্দ, যা আল্লাহর ৯৯টি নামের মধ্যে অন্যতম। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে, যেমন: বিজয়দানকারী: যিনি বিজয় দান করেন। শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী: যিনি সর্বোত্তম ফয়সালা করেন। প্রারম্ভকারী: যিনি সবকিছুর শুরু করেন। এছাড়াও, "আল ফাত্তাহ" বলতে সেই সত্তাকে বোঝায়, যিনি তার বান্দাদের জন্য বন্ধ দরজা খুলে দেন, তাদের সমস্যা সমাধান করেন এবং তাদের জীবনে সাফল্য নিয়ে আসেন।

৬) আল্লাহুম্মা ফাক্কিহনী ফিদ দীন।
আরবি: اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ
অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে দ্বীনের পান্ডিত্য দান করুন।

৭) রাব্বি ইয়াসসির, ওয়ালা তু'আসসির ওয়া তাম্মিম 'আলাইনা বিল খাইর।
আরবি: رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ
অর্থ: হে আমার রব, সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও।

৮) ইবনু ‘আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য নিম্নের দু‘আঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

উচ্চারনঃ আঊযু বিকালিমা তিল্লাহিত তাম্মাহ, মিন কুললি শয়ত্বানিও ওয়া হাম্মাহ, ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লাম্মাহ।

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।

পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)- ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্য দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন। (বুখারিঃ ৩৩৭১,আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩১২১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩১২৯)

৯) যতবার মনে হবে "পারছি না, হচ্ছে না" ততবার নিজেকে মনে করাতে হবে যে "আমার একজন রব আছেন যিনি সব সহজ করে দিতে পারেন।"

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

আল্লা-হুম্মা লা সাহ্‌লা ইল্লা মা জা'আলতাহু সাহ্‌লান, ওয়া আনতা তাজ্‌'আলুল হাযনা ইযা শি'তা সাহ্‌লান।

“হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয়। আর যখন আপনি ইচ্ছা করেন তখন কঠিনকেও সহজ করে দেন। (হিসনুল মুসলিম)

১০) পড়া মনে রাখার দুআ (আরবি) :

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

বাংলা উচ্চারণ : সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা, ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকিম।

অর্থ : (হে আল্লাহ) আপনি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হিকমতওয়ালা। (২/৩২)

১১)ইব্রাহীম (আঃ) এর বিশেষ দোয়া

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَۙ

হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দিন।

রব্বি হাবলি হুকমাও ওয়া আল হিকনী বিছেছা-লিহীন্। (সূরা শুআরা: ৮৩)

🔶 "বিসমিল্লাহ" বলে আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহ।

১২) বৈঠকের শেষে কাফ্ফারা হিসেবে দুআ: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো মজলিসে বসেছেন, অথবা কুরআন তেলাওয়াত করেছেন, অথবা সালাত আদায় করেছেন, তখনই একে কিছু বাক্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন [১],

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ছাড়া হক্ক কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট তওবা করি। [২]

সুব্হা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

[১] হাদীসটি নাসাঈ তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ গ্রন্থে নং ৩০৮ এ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আহমাদ, ৬/৭৭, নং ২৪৪৮৬। আর ড. ফারুক হাম্মাদাহ, ইমাম নাসাঈ এর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ গ্রন্থের তাহকীকের সময় এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। পৃ. ২৭[৩]
[২] হাদীসটি সুনান গ্রন্থকারগণ সবাই সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, নং ৪৮৫৮; তিরমিযী, নং ৩৪৩৩; নাসাঈ, নং ১৩৪[৪] আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী ৩/১৫[৩]

🔶যা কিছু বলেছি তাতে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে তবে তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল কিছু বলে থাকি তাহলে তা আমার নফসের দায় এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১: একটি রুহের আত্মকথন

১)রাব্বি যিদনি ইলমা رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (৩বার)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

উষ্চারণ : রাব্বিশ-রাহলি ছাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল ওক্কদাতাম মিল্লিসানি ইয়াফকাহু ক্বাওলি।

২)إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতায়িনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু,ওয়া নাউজুবিল্লাহি মিন শুরুরি আন ফুসিনা,ওয়া মিন সাইয়্যিআতি আ'মালিনা, মাই ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মাই ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ: নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আমার নিজ কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে এবং আমার নাফসের কুমন্ত্রণা থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে হিদায়াহ দিয়েছেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কেউ তাকে হিদায়াহ দিতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, কোন প্রভু নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী এবং আমাদের প্রিয় রাসূল।

৩)اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً
(আল্লা-হুম্মা লা সাহ্‌লা ইল্লা মা জা‘আলতাহু সাহ্‌লান, ওয়া আনতা তাজ্‌‘আলুল হাযনা ইযা শি’তা সাহ্‌লান)।

“হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয়। আর যখন আপনি ইচ্ছা করেন তখন কঠিনকেও সহজ করে দেন।

৪) আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।(৩ বার)

কোথাও আলোচনা করতে গেলে প্রশ্ন আসে যিনি বক্তা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি। এ বিষয়ে কুরআনের একটা আয়াত স্মরণে আসছে বারবার।

৫)তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে; বস্ততঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেহই উপলব্ধি করতে পারেনা।(সূরা বারাকাহ: ২৬৯)

[1] حِكْمَةً 'হিকমত'এর অর্থ কেউ করেছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা। কেউ করেছেন, সঠিক মত বা সিদ্ধান্ত, কুরআনের 'নাসেখ-মানসুখ' এর জ্ঞান এবং বিচার শক্তি। আবার কারো নিকট 'হিকমত' হল, কেবল সুন্নাতের জ্ঞান অথবা কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান। অথবা উপরোক্ত সব অর্থই 'হিকমত'-এর আওতাভুক্ত। সহীহ বুখারী ও মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, ''দুই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ। এক ব্যক্তি হল সেই, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা সৎপথে ব্যয় করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হল সে, যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন যার দ্বারা সে বিচার-ফয়সালা করে এবং মানুষদেরকেও তা শিক্ষা দেয়।'' (বুখারী, অধ্যায়ঃ ইলম, মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাতুল মুসাফেরীন)

৬) আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন। কিভাবে আল্লাহ পাকের দেয়া সেই বিশেষ জ্ঞান দ্বারা নিজে উপকৃত হচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সে বিষয়ে বলার জন্যই এখানে উপস্থিত হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

আমরা একেকটা রুহ।প্রত্যেকের দুনিয়ার আসার যাত্রা একই ধরনের।মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে সবকিছু। দুনিয়ায় আসার পর থেকেই আমরা কি যেন খুঁজছি। কিন্তু কোথাও শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

হিদায়াত এর পর থেকে বিষয় গুলো একই ধরনের থাকে না কখনোই।হিদায়াত এর পরে সে বুঝতে পারে যা হচ্ছে তার গুনাহের কারনে হচ্ছে। মানুষ গুনাহের দিকে ধাবিত হয়।গুনাহ করে।গুনাহের পরে সে বুঝতে পারে যে কাজ টা ঠিক হয় নাই।গুনাহের নিয়ে চিন্তা বাড়তে থাকা,মৃত্যু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকা।এভাবেই তার মর্যাদা বাড়তে থাকে আল্লাহর কাছে।আল্লাহ পাকে খাস রহমত সে লাভ করা শুরু করে তখন থেকেই। সুবহানাল্লাহ।একটা মানুষ কখন বুঝতে পারবে যে তার হিদায়াত হয়েছে। যখন তার গুনাহ নিয়ে চিন্তা হবে।এসব গুনাহের বোঝা নিয়ে মারা গেলে কেমন হবে?

প্রত্যেকের হিদায়াত এর পদ্ধতি কিন্তু একই।মনে হতে থাকে কোন আলেম/ উস্তাদের সাথে যোগাযোগ করলে কথা বললে হয়ত ভাল লাগত।কাউকে জিজ্ঞেস করে করে কাজ গুলো করতে পারলে ভাল হত।কাউকে কোথাও পাওয়া যায়না।কেউ নেই।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী তে আমরা ঠিক যেমন দেখতে পাই শুরুর দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে দ্বীন প্রচার। আমাদেরও শুরুর দিন গুলো এমনই। আমরাও চাইতে থাকি লুকিয়ে লুকিয়ে দ্বীন মেনে চলতে পারলেই হলো। সীরাহ থেকে আমরা জানতে পারি যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর নির্দেশ আসে নিকট আত্নীয়দের সতর্ক করার বিষয়ে। আমাদের উপরেও সেই দায়িত্ব চলে আসে। আমাদের নিকট আত্নীয়।

আমি দাওয়াতী কাজ না করলেও তারা আমার কথা বার্তা, চালচলন, কাজকর্ম দেখেই বুঝতে পারে যে আগের আমি আর নেই। আসলেই তো,আমি আগের মত থাকতে চাচ্ছিই তো না। আমি নিজেকে পরিবর্তন করতে চাই। কিন্তু এই পথে সাহায্য করবে কে?কোথাও কেউ নেই। কেউ থাকবেও না। এই পথে আপনাকে আল্লাহ পাকের কুরআনকে আঁকড়ে ধরেই অগ্রসর হতে হবে। আমরা খুঁজতে থাকি কোন কোর্স করব কি করব কোথায় যাবো কিন্তু বুঝতে পারি না কি দিয়ে শুরু করব। নামাজ ঠিক করতে হবে বুঝতে পারছি কিন্তু সূরা গুলো তো সহীহ নেই। মাখরাজ তো ঠিক নেই। এসব পারছি না এজন্য তো বাদ দিয়ে দেয়ারও কোন অপশন নাই। নামাজ তো পড়তেই হবে।

আমরা নামাজ পড়ি,কিন্তু নামাজে তো স্বাদ পাই না। আবার খুঁজতে থাকি কি করব। কোন বই পড়ব কি করব না করব। আল্লাহ পাক সামনে নিয়ে আসলেন "কুরআন"।

বাসায় যে কুরআন ছিল যার অর্থ খুবই কঠিন ভাষায় লেখা,সেটাই পড়া শুরু করে দিলাম। আমার তো যাওয়ার জায়গা নেই। সাহায্য চাওয়ার জন্য একমাত্র জায়নামাজ এর জায়গা টা আছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে উপলব্ধি করাচ্ছেন যে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করে আল্লাহ পাকের কিতাব,কুরআন ই পড়তে হবে।

বাসায় থাকা কঠিন ভাষার সেই কুরআন আল্লাহ পাক আমাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার তৌফিক দেন। আলহামদুলিল্লাহ। রুহ টা আস্তে আস্তে শান্ত হওয়া শুরু করেছে। কি যেন ভাল লাগা শুরু করেছে। কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু কিছু একটা ভাল লাগছে। এতদিন এটা ছিল না।

আমি পড়ে যাচ্ছি আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। যে ভাষা আমি বুঝতে পারি না,তারপর ও এতে কি আছে যার কারনে আমার এমন অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ একজন আমার সাথে কথা বলছে। এতদিন যাকে খুঁজছিলাম, সে যেন আমার সাথে কথা বলছে। আল্লাহু আকবার!

৭) এই হলো শুরুর কথা। শুরুতেই ছিল সালাত, কুরআন। এই ২ টা বিষয়কে নিয়েই আল্লাহ পাক পথ চলা শুরু করার তৌফিক দেন। আলহামদুলিল্লাহ। দিন যত যাচ্ছে একটা বিষয়

একটু একটু করে বুঝতে পারছি যা আমার অন্তর প্রশান্ত করবে,আমি এতদিন ধরে এটাই তো খুঁজছিলাম।

সব আগের মত চললেও আমি আর আগের মত থাকব না।হিদায়াত এর রাস্তা এটাই।সেই গুনাহের জীবনে তো আর যাওয়া যাবে না।রুহ টা এখন আর আগের মত নেই।

৮) আল্লাহ পাক আমাকে উপলব্ধি করার তৌফিক দিলেন যে, "কুরআন কে আঁকড়ে ধরো,নামাজকে সহিহ করো"। কুরআনকে সহীহ কিভাবে করব?কিভাবে কি করব?সেই থেকে দুআ করা শুরু করে যাচ্ছি। আজকের দিন পর্যন্ত।এই দুআ করে যাওয়া।

আল্লাহ আপনিই আমাকে পথ দেখান।আমি তো বাসায় কাউকে বলতে পারব না একটা বই কিনে দিন বা কোন কিছুর ব্যবস্থা করে দিন।তাহলে সাহায্য করবে কে?সারাজীবন একটা কথা তো শুনে এসেছি যে,আল্লাহ আছেন।তাহলে সবকিছু তাঁর কাছেই চাইব।

আমি তো বুঝতে পারছি যে আমি ঠিক নাই।দুআ করার কারনে আল্লাহ পাক অলৌকিক ভাবেই আমার সামনে বিভিন্ন বিষয় আনতে থাকেন।বিভিন্ন দ্বীনি পেইজ বা লেখা ইত্যাদি। এগুলো আগে এড়িয়ে যেতাম।আল্লাহর তরফ থেকেই অন্তরে সেই আগ্রহ তৈরি হলো ইলম অর্জনের জন্য।

আমার দুনিয়াবি ভাষায় বলতে গেলে একজন সফল নারী ছিলাম। ইনকাম, স্ট্যাটাস ইত্যাদি সবই ছিল কিন্তু অন্তরে শান্তি নেই। আমি যখন দুনিয়া চাচ্ছিলাম আল্লাহ আমাকে দুনিয়াই দিচ্ছিলেন। একটা মুহূর্তে যখন সবই ছিল,নচাকরীতেও খুব ভাল অবস্থান। সবকিছু আছে। ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি আর নেই। তখনই চাকুরি ছেড়ে দেই। আমি নিজেকে আমার রব যেভাবে বলেছেন সেভাবেই গড়তে চাই। হাদীসে বলা আছে যে ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম হয় সে ঘর সবচেয়ে বেশি রহমত প্রাপ্ত হয়।এই কথাটা আগে থেকে জানতাম।কথাটা খুব ভালও লাগত। কিন্তু বাস্তবের সাথে তো কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না। সর্বত্র তো নারী মানেই নির্যাতিত।

আমার অনেক বেতন, চারদিকে অনেক প্রশংসা সবই ছিল। কিন্তু ঘরে এসে আর কিছু ভাল লাগত না। দুনিয়ার চোখে সব ঠিক থাকলেও সত্যিকার অর্থে কিছুই ঠিক নেই। স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না, সন্তানকেও দেখতে ইচ্ছে করে না। কেমন যেন অস্থিরতা কাজ করছে।

যখন আমি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেই তখন আমি নিকাব বোরকা হাত মোজা পরি না। শুধুমাত্র নিজের মনে কথাগুলো। আমার রবের সাথেই কথাবার্তা। আমি যখন যা চাচ্ছি করতে পারছি, কিনতে পারছি। সবকিছু আছে।নকিন্তু আমার রুহ টা অশান্ত। আমি সুখী না। আমার ঘরে অশান্তি লাগে। আমার আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে। আমার যতই প্রশংসা থাকুক, যা খুশি থাকুক, এই রাস্তায় আর একদিনও না। আমার শান্তি দরকার।

স্বামীকে নিচু মনে হতে শুরু হলো। অথচ তিনি কোয়ালিফাইড। সন্তানের জন্মের আগেই বিভিন্ন কোর্স করা, রান্না ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা শেষ। কিন্তু বাচ্চা তো কোনভাবেই সামলাতে পারছিনা। তাহলে আমার পড়াশুনা, ডিগ্রি কোনোকিছুই তো কোন কাজে আসছে না। আমি স্বামীর সাথে সুখী না, সন্তান নিয়ে সুখী না, শ্বশুর বাড়িতে সুখী না, বান্ধবীদের সাথেও সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল। এই কি অবস্থা। কোথাও শান্তি তো নেই। বাচ্চার জন্য সময় দেই, যত্ন নেই। কিন্তু বাচ্চা দিনের পর দিন অসুস্থ হচ্ছে। কোনকিছু করেই শান্তি নেই।

৯) আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার একজন রব আছেন। যার হুকুম ছাড়া যমীনে কোন কিছু হয়না। এই জায়গাতেই আমার ভুল ছিল।

আল্লাহ পাক আমার জন্য বিষয় গুলো এত দ্রুতই সহজ করে দিচ্ছিলেন। আমি বাসা থেকে তখনও বের হতাম। বের হওয়ার সময় এভাবে আর বের হবো না। বোরকা বাসায় আগে থেকেই ছিল।সেটার সাথে নিকাব পরে বের হওয়া শুরু করলাম। একসময় স্বামীকেও সাহস করে বললাম এভাবে ক্লিনসেভ না করলে ভাল হয়। আগে তার পোশাক, জিনিসপত্র আমি পছন্দ করে নিজের মত প্রকাশ করতাম। তাহলে দ্বীনে ফেরার সময় সাহস করে ভালোর জন্য কেন বলব না। আমার পরিবর্তন, নিকাব দেখে আমার স্বামীও খুব অবাক হলেন।

১০) আমি যখন আল্লাহর রাস্তায় চলতে চাই,আল্লাহ ওয়ালা হতে চাই তখন ভয় কেন পাবো।আসলে প্রত্যেকটা রুহ দ্বীনের রাস্তায় চলা শুরু করলে ভয় পাবেই। সে বাঁধাগ্রস্ত হবে। কিন্তু তার দুআ। সে যদি দুআ চালিয়ে যায়,নসে অলৌকিক ভাবেই সাহায্য প্রাপ্ত হবে। অলৌকিক ভাবে বিষয় গুলো সহজ হয়ে যাবে।

১১) আল্লাহ আমি একমাত্র আপনাকে চিনি।আমি দুনিয়ার কোন বান্দা কে চিনি না যে আমাকে হিদায়াত এর পথে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।আল্লাহ কে ছাড়া আমার কাউকে চিনার দরকারও নাই।আমার রবই আমাকে খুঁজে নিয়েছেন। আল্লাহু আকবর! রবের চোখে যে বান্দা গুলো বিনা হিসাবে জান্নাতি হবে সেই দলেই চলে এসেছি আমরা। আল্লাহ এবং আমার মাঝে মৃত্যু ছাড়া আর কোন দুরত্ব নেই।

তাহলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি কেমন হবে?এই হলো শুরুর কিছু কথা।কিভাবে আমার শুরু ছিল।আমার ভিতরের কিছু কথা।এ কথাগুলো আপনার ভিতরেও আসবে।

১২) যাকে তাকে বিশ্বাস করে ঈমানি কথা না বলা।সুযোগ করে না দেওয়া নিজেকে অপমান করে দেয়ার।এটা এমন একটা জায়গা যেখানে সবাই আপনাকে বুঝবে না।অথচ সবাইকে আপনি আপন মনে করা শুরু করবেন।কিন্তু কেউ আপনাকে বুঝবে না।মা বাবা,ভাই বোন, স্বামী,বান্ধবী কেউ ই না।কারো কাছেই আপনি সেই বিশ্বাস এর জায়গা টা পাবেন না।আমিও

কারো সাথেই কিছু বলতাম না। শুরু থেকেই চুপ। আমি শুরু থেকেই একমাত্র আমার রবের সাথেই কথা বলতাম।

১৩) আমাদেরও একমাত্র আমাদের রবের সাথে কথা বলতে হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন সেটা জানতে হবে। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকা,আল্লাহ! কেন তিনি আপনার এত প্রিয় বান্দা ছিলেন,আমার চোখের সামনে আপনি তুলে ধরেন। আমাকে আপনি বুঝিয়ে দিন।

১৪) শুরু থেকেই আল্লাহর কাছে এই দুআ করা,আমাকে আপনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে চলতেন সেই শিক্ষা দান করুন।

১৫) আমি শুরু থেকেই কুরআনের কিছুই জানতাম না। শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা, শেষের ১০ টা সূরা,আয়াতুল কুরসি। এতটুকুই জানতাম। কিছুই জানতাম না। শুরুর দিকের অবস্থা এমনই ছিল। যাকে তাকে আমার রুহের অস্থিরতার কথা বলব না। একমাত্র আমার রব কেই বলব। আপনি যখন সবকিছুই একমাত্র রবকে বলতে থাকবেন তখন দেখবেন আপনি না চাইতেই অনেক উপায় উপকরণ আপনার সামনে সহজেই চলে আসছে। আমাদের সবার ঘটনা একে অপরের সাথে মিলবেই। জার্নি সবার একই। মিলতেই হবে বিষয় গুলো। এর বাইরে কিছু নেই। ঘুরে ফিরে বিষয় গুলো এমনই।

আমরা সবাই জান্নাতুল ফেরদৌসের যাত্রী। আল্লাহ পাক আমাকে কিভাবে তৈরি করছেন সেই বিষয়ে বলব ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

যার অন্তরে যত অস্থিরতা দুরূদ ফাতিহা পাঠ করে দুআ করব। আল্লাহর কাছে দুআ করব,আমার কাজগুলো যেন আল্লাহর পছন্দের হয়।

১৬) সমস্যার কথা বলতে গেলে অনেক কিছু আসবে। কিন্তু সমস্যার কারন কি?কারন হলো,আমাদের সালাত ঠিক নেই। আমার এত সমস্যার কারন হলো আমার নামাজ ঠিক নেই। নামাজকে ঠিক করতে হবে।

আমরা আমলের নিয়তে জানার পর নিজেরা আগে আমল করব। আমল করে তারপর সেটা ছড়ানোর চেষ্টা করব। আগেই না। আগেই দাওয়াত থাকবে নিজের আমলের মাধ্যমে।

আমল করেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ খুঁজে নিতে হবে। আমল করেই নিজের জীবনকে সহজ করে নিতে হবে। আমার বুঝতে হবে কেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সম্মানিত, এত বরকতময়। কেন আমরা তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ করব।

১৭) আমরা যে যেখানেই আছি নিজের কুরআনকে সহিহ করা,নিজের নামাজকে সহিহ করা জরুরি।সমস্যা সমাধানের জন্য দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করা।দুআ কবুল হয় তারই যার নামাজ ঠিক হয়।

আমাদের সেই বিশ্বাস থাকতে হবে যে আমাদের দুআ কবুল হবেই। আমার অন্তর স্থির থাকতে হবে। আমরা আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা দেখেই তিনি আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন।আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা যেন প্রিয় থাকতে পারি আমৃত্যু। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে যেন মৃত্যুর ফয়সালা হয় এটাই দুআ করব।

যা কিছু বলেছি তাতে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল কিছু বলে থাকি তাহলে তা আমার নফসের এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

১৮)سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

সুব্হা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। যদি কোন প্রশ্ন থাকে আল্লাহর কাছে দুআ করে নিয়ে সাহায্য চাইবেন ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

পর্ব ২: দুআ কবুল ও নজরের হেফাজত

খেয়াল রাখবো কোন ৮ বছরের ছেলে বাচ্চা যেন কন্ঠস্বর না শুনে। মনে হতে পারে যে এই দলিল কোথায় পেয়েছি। আল্লাহ পাক আমাকে আরব দেশে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এখানে কোন লেডিস পার্কে ৬ বছরের বেশি কোন ছেলে বাচ্চার প্রবেশ করা সম্পূর্ন নিষেধ। আল্লাহু আকবর!কেন? জিজ্ঞেস করার কোন অবকাশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র মেয়েরা তার মায়ের সাথে/নারী সদস্যদের সাথে অবস্থান করতে পারে এমন ব্যবস্থা। আমিও ৬ বছরের বাচ্চাদের কাছ থেকেও পর্দা করার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ। আরব দেশে অবশ্যই তারা বিধিনিষেধ জানা বুঝার পরই এমন নিয়ম তৈরি করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই এরমধ্যেই নারীদের জন্য কল্যান আছে।

কোন নারী যখন কোথাও বের হয় সে স্বাভাবিক ভাবেই সাজগোজ করে যায়। একজন ছেলে মানুষ খুব ছোট থেকেই নারীদের বিষয় গুলো বুঝতে পারে কার কন্ঠ কেমন,কে কেমন সুন্দর, কোনটা ব্যতিক্রম ইত্যাদি। আমি আমার জন্য সকল ধরনের ফিতনার দরজা বন্ধ রাখব ইনশাআল্লাহ।

তাকওয়াবান বান্দার বিষয়টাই এমন যে, সে নিজের জন্য সকল ফিতনার দরজা বন্ধ করে রাখবে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবর কাবিরা।

৬ বছর থেকে শুরু করে বাচ্চারা খুব উৎসাহী থাকে কেউ কিছু করতে বা শুনতে লাগলে। এজন্য এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করে সহজতা চেয়ে নিয়ে তারপর তাদের কাছ এ বিষয় আড়াল(কন্ঠের পর্দা যে বিষয়ে আগে বলা হয়েছে) করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে দুআ করলে তিনি অবশ্যই সহজ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ পাক হিদায়াত এর পথে যাত্রা নিয়ে কথা বলার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সে বিষয় নিয়েই আবার বলতে আসা আলহামদুলিল্লাহ। যা কিছু উত্তম ও কল্যানকর শুধুমাত্র সে বিষয় গুলোই আল্লাহ পাক যেন বলার তৌফিক দেন। আমি যেন ফিতনা না ছড়াই। আমি যেন একজন তাকওয়ার দায়ী হই। যার কথা স্মরণ হলেই তাকওয়ার কথা মনে হবে,আল্লাহর কথা মনে হবে এবং আল্লাহ কে ভয় করতে ইচ্ছে করবে।

কেন আল্লাহকে ভয় করব?এ বিষয় বর্ননা করে শেষ করা যাবে না। আমি আল্লাহর একজন বান্দা,একজন দাস। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে দ্বীনের প্রচার প্রসার করেছেন, যেভাবে পথচলার বিষয়ে বলে গিয়েছেন,দেখিয়ে গিয়েছেন সেভাবেই চলতে হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা অনুযায়ী আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করব।

আমি কোন মাদ্রাসায় পড়ি নি,দ্বীনি বড় বড় ডিগ্রি সার্টিফিকেট নেই।তাহলে কোন সাহসে এখানে কথা বলতে এসেছি?সাহস একটাই,আল্লাহ পাক আমাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হিসেবে কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। কখন উপলব্ধি করলাম আমি একজন মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ?

একজন রুটিওয়ালার গল্পটা সবাই জানেন আলহামদুলিল্লাহ। ওনার কোন ডিগ্রি সার্টিফিকেট ছিল না।তাহলে ওনি কিভাবে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হলেন?যার শুধুমাত্র নামাজ,হালাল ইনকাম এতটুকুই ছিল।এরচেয়ে বেশি কিছু ছিল বলে আর কোন তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।তাহলে আমি কেন আমার জায়গা থেকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হতে পারি না?আমি কেন বলতে পারি না যে আমার সকল হালাল দুআ কবুল হয়?সেই রুটিওয়ালার সাথে আমার কি পার্থক্য?সেই রুটিওয়ালার কোন দিক থেকে এত পবিত্র হতে পারল যে তার সকল দুআ আল্লাহ পাক কবুল করেছেন?ওনার দুআ এতই শক্তিশালী ছিল যার কারনে একজন নামীদামী আলেমকে ওনার দরজায় আসতে হলো।আল্লাহু আকবার!

🟢রুটিওয়ালার দুআ কবুলের ঘটনা: ইস্তিগফার নিয়ে একটি ঘটনা পাওয়া যায় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর জীবনীতে। সারাটা জীবন তিনি হাদিস সংগ্রহে কাটিয়েছেন।একবার তিনি একটা শহরে যাচ্ছেন। পথে এশার নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি কাছের একটি মসজিদে ঢুকলেন। রাত হয়েছে, তাঁকে অনেক দূর যেতে হবে। তিনি চিন্তা করলেন ফজরের নামাজ পড়েই এ মসজিদ থেকে আবার যাত্রা শুরু করবেন। তিনি নামাজ পড়ে মসজিদে বসে থাকলেন। তাঁকে নামাজের পরও মসজিদে বসে থাকতে দেখে মসজিদের দ্বাররক্ষী এসে বললেন, রাতে মসজিদে থাকা যাবে না। আহমাদ ইবনে হাম্বল নিরুপায় হয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়লেন।

মসজিদের বাইরেই ছিল একটা রুটির দোকান। আহমাদ ইবনে হাম্বল যুবক দোকানদারকে সালাম দিয়ে বললেন, ‘শীতের রাত। আমি কি তোমার কাছে আগুন পোহাতে পোহাতে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারি?’দোকানদার বললেন, ‘এখানে আগুন পোহাতে পোহাতে রাত কাটালে আমার কোনো সমস্যা নেই।’

আহমাদ ইবনে হাম্বল লক্ষ করলেন, যুবকটি রুটির খামির তৈরি করতে করতে বলছেন, ‘আসতাগফিরুল্লাহ’, বেলুন দিয়ে রুটি বানাতে বানাতে বলছেন, ‘আসতাগফিরুল্লাহ’, ক্রেতার হাতে রুটি তুলে দিতে দিতে বলছেন, ‘আসতাগফিরুল্লাহ’, টাকা নিতে গিয়েও বলছেন, ‘আসতাগফিরুল্লাহ’। অর্থাৎ সব কাজেই যুবকটি শুধু বলছেন, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’।

আহমাদ ইবনে হাম্বলের কৌতূহল বেড়ে গেল। বললেন, ‘যুবক! আমি আসার পর থেকেই দেখছি আপনি কিছুক্ষণ পরপর শুধু পড়ছেন‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’। কেন আপনি এত ইস্তিগফার করছেন?’

যুবক বলল, ‘আমি সব সময় ইস্তিগফার পড়ি।

এই আমলের ফলে আল্লাহ আমাকে 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ' (দোয়া করলেই তা কবুল হয়ে যায়) বানিয়ে দিয়েছেন। যখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন।

🟢এই ঘটনা জানার পর থেকে একটা বিষয় মনে হতে শুরু করে যে,যার দুআ আল্লাহ পাক কবুল করে নেন দুনিয়ার বিভিন্ন বিপদ আপদে/সমস্যায় তার কিসের ভয়?তারপর চিন্তা করা শুরু করলাম আমি এ পর্যন্ত কি কি বিষয় সম্পর্কে জানি?কোন আমল সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলোর একটা তালিকা তৈরি করি। তালিকা তৈরি করা শুরু করে দেখলাম অনেক আমল সম্পর্কে আমি জানি। আল্লাহু আকবর!

যেমন: সালাম দেয়া,যেকোন ভাল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ইত্যাদি। আমলের তালিকা করতে করতে একটা বিষয় দেখলাম তালিকায় আছে। নারী ঘরে অবস্থান করবে। নারী বাইরে বের হবে না। এই একটা বিষয় আমি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না। এটা ছাড়া বাকী সবগুলো বিষয় ধরে ধরে লক্ষ্য নির্ধারন করা শুরু করলাম যে আমল করতে হবে। এজন্য দুআ করা শুরু করলাম। ঘুম থেকে উঠার পর থেকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত সুন্নাহ আছে অর্থাৎ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদ্ধতি আছে যা তিনি শিখিয়ে গিয়েছিলেন।

একজন মুসলিমের ঘুম থেকে উঠা আর একজন অমুসলিমের বিষয় কখনো এক হতে পারে না।আমরা প্রতিটা কাজ কিভাবে করব সেসব রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।আল্লাহু আকবার! যেসব সুন্নাহ গুলো সম্পর্কে আমি জানি সেগুলোর ও তালিকা করেছি। তালিকা করার পরে দেখলাম আমি অনেকগুলো সুন্নাহ সম্পর্কে জানি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু তার কোনটাই/বেশিরভাগই আমি আমল করি না।এই যে আমি আমল করি না এই কারনেই আমার এবং আমার আল্লাহর মধ্যে এত দুরত্ব।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন?নবী রাসূলগন কেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন?আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেভাবে যা বলেছেন তারা সেভাবেই জীবনযাপন করতেন।তাহলে আমরা কেন আল্লাহর প্রিয় হতে পারছি না?আমলে যদি না আসি তাহলে প্রিয় হবো কিভাবে?

যখন আমল করার নিয়ত করলাম তখন দেখলাম উচ্চারণ সহিহ না।এ্যাপের মাধ্যমে আল্লাহ পাক অনেক কিছু মিলিয়ে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ।ঘুম থেকে উঠার দুআ থেকে শুরু করে সব দুআ শুনতে থাকতাম। কারন তখন তো উচ্চারণ সহিহ ছিল না।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় টা সম্পর্কে আমি তখন জানতে পারি সেটা ছিল সকাল সন্ধ্যার আমল। এটাকে কোনোভাবেই বাদ দেয়া যাবে না। তখন আমার কাজই ছিল আমি দুআ গুলো শুনতাম হিসনুল মুসলিম এ্যাপ থেকে।

তারপর থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকি,আল্লাহ আমার তো এসব শিখতে হবে।আপনি সর্বোত্তমভাবে এসব বিষয় সহজ করে দিন,শিখার ব্যবস্থা করে দিন।তখন সর্বপ্রথম একটা কোর্সে ভর্তি হই "দুআ ও সুন্নাহ"।কিন্তু শুধুমাত্র দুআ গুলো ঠিক করাই যথেষ্ট না।নামাজকে সহিহ করতে হলে কুরআন সহিহ করতে হবে।এটা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।এজন্যও দুআ করতে থাকি।

সেই সময় আল্লাহ পাক আমাকে একজন কুরআন শিক্ষিকা মিলিয়ে দেন।তিনি সবসময়ই কুরআন পড়া নিতেন।কোন ওযর শুনতেন না।কোন ধরনের শর্ত তিনি দিতেন না।আমি আমার সেই উস্তাযার ফতোয়া অনুযায়ী নিয়মিত কুরআন পড়তে থাকি।কুরআন থেকে কখনোই দূরে থাকিনা আলহামদুলিল্লাহ।শুরু থেকেই কুরআন পড়াকে আল্লাহ পাক আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।তখন থেকে কুরআনকে আমি আমার সাথে সাথে রাখতাম সারাক্ষণ।কুরআনকে বুকে ধরে নিয়ে কাঁদতাম,কুরআন তিলাওয়াত শুনতাম।তখন থেকেই কুরআন কোনদিনও আমার হাতছাড়া হয় নি।আল্লাহু আকবার!

এ্যাপস থেকে দেখে দেখে বিভিন্ন দুআ গুলো আমল করতে থাকি আলহামদুলিল্লাহ। ঝড়তুফান হলে দুআ পড়া,বিভিন্ন ছোট ছোট কারনে দুআ পড়ার কথা আল্লাহ পাকই যেন আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবর!

আমি আল্লাহর কাছে আরো গভীরের জ্ঞান এর জন্য দুআ করতে থাকি।

প্রতিটা জায়গায় আমার নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুসরণ করতে হবে।যেমন,দস্তরখান বিছিয়ে খেতে হবে। আমি শুরুর দিকে এত আদব সম্পর্কে জানতাম না। যতটুকু জানতাম ততটুকু আল্লাহ পাক আমল করার তৌফিক দিতেন আলহামদুলিল্লাহ।

আপনার দ্বীনে ফেরার অবস্থা যদি একদম শুরুর দিকে হয়,বা দীর্ঘদিন ধরেই আছেন তাহলে আপনার জন্যও সেটাই করনীয়।আগে বুঝতে হবে আমরা গাফেল কোন জায়গায়।

১)শুরুতেই দ্বীনের বুঝ আসার পর আমার কাজ হলো আমাকে বুঝতে হবে যে আমার রুহ টা আগের মত আর নেই।

২)এ বিষয়ে কারো সাথে কিছু শেয়ার করব না।কারো কাছে জানতেই চাইব না, কিছুই না।শুরুতেই একান্তে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবো।আল্লাহর সাথে সময় পার করা শিখব।

৩)কুরআন শুনতে থাকবো।কুরআন শোনা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪)নিজেদের আমলের একটা তালিকা থাকা।এ বিষয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দেখিয়ে গিয়েছেন।

৫)আমাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হতেই হবে।এছাড়া আর কোন গতি নেই দ্বীন নিয়ে টিকে থাকার, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর,স্বামী সন্তানের সাথে,মা বাবার সাথে,প্রতিবেশী ইত্যাদি সবার সাথে ঠিকমত দিন পার করার।

দ্বীনে ফেরার সময়,পরে ঈমানের পরীক্ষা হবে।এর মধ্যেও একজন মানুষ সাকিনা খুঁজে পাবে। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ অনুসরণ করতে চাইবে।কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে।কটুকথা,অপমান ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।এসব কিছুর পরও দ্বীনের প্রতি আপনার মোহাব্বত বাড়বে।আপনি আরো আঁকড়ে ধরতে চাইবেন।

৬)দিন যত যাবে আপনি ততই বুঝতে পারবেন এতটুকু জ্ঞান অর্জন যথেষ্ট না আরো জানতে হবে,আমলে আসতে হবে।নিজেকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৭)একটা সময় পর আল্লাহ পাক ঘরে থাকার বিষয়টা বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তার আগ পর্যন্ত আমার মেয়েকে নিয়ে দ্বীন শেখার জন্য উস্তাদের কাছে যাওয়া হত।তারপর সেটা বন্ধ করে দেই।সম্পূর্ন ঘরমুখো হয়ে যাওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মেয়ের বয়স ছিল তখন মাত্র ৬ বছর।

৮)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। ঘরেই দ্বীন শেখার ব্যবস্থা,উপায় উপকরণ সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। ঘরে থেকেই তিনি হিকমাহ শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।ইলম অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

৯)আপনি যখন দ্বীন মেনে চলতে শুরু করবেন তখন দেখবেন মানুষ আপনাকে অহেতুক প্রশ্ন করে, কথাবার্তা বলে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে তারা বুঝতে পারছে না। এজন্যই এমন করছে। একটা বাচ্চা যখন এটা সেটা ধরে তখন সে কিন্তু গুনাহ করার জন্য ধরে না।সবাই করে এজন্য সেও করে এমন।মানুষও তেমনই।দ্বীনে ফেরার মানুষটার যে রুহ পবিত্র হয়েছে এটা সে মানুষগুলো বুঝতেই পারছে না।এসব বিষয় নিয়ে কষ্ট পাবেন না।আপনি ভাববেন আপনি নিজের আমল দ্বারা দাওয়াত ও তাবলীগ এর কাজ করছেন। প্রত্যেকটা আমল আপনার কবরে পৌঁছে যাচ্ছে। সম্পদ আকারে জমা হচ্ছে। আল্লাহু আকবার!

১০)আমার অন্তরে প্রশ্ন ছিল যে, চারদিকে এত মত এত পথ,আমি কোনদিকে যাবো কোনটা অনুসরণ করব?তখন কিভাবে যেন আমার সামনে একটা লেখা চলে এসেছিল যার

মূলভাবটা ছিল এমন, "সত্যি জানতে হলে কুরআনকে আঁকড়ে ধরো, কুরআনের অর্থ বুঝে পড়ো।" আল্লাহু আকবর!

এই কথাটাকে আমি অন্তর থেকেই মেনে নেই। আমি সারাক্ষণ দুআ করতাম,"আল্লাহ আমি তো সঠিক ভুল কিছুই জানি না।আমি আমাকে একমাত্র হকের রাস্তা দেখান।কিভাবে চললে আমার সব নেক দুআ কবুল হবে,আপনি আমাকে সিরাতুল মুস্তাকীম এর পথ দেখান।আমি তো আপনার নৈকট্যশীল বান্দা হতে চাই।"

আল্লাহর প্রিয় হওয়া খুবই সহজ কিন্তু মানুষের প্রিয় হওয়া খুবই কঠিন। এটা ধরে রাখাও কঠিন। আল্লাহু আকবর!

১১)আপনি একটা ভুল করে ফেললে আল্লাহ আপনাকে মুখের ওপর অপমান করবে না। কিন্তু মানুষ অপমান করবে। কিন্তু এতে ক্ষতি নেই। মুমিনের হারানোর কিছুই নেই। আল্লাহু আকবার! সেই অপমানের কষ্টের কারনে আপনার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবর!

১২)মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিলেই দুটা কাজ।যদি আপনার কাজটা ভুল হয় তাহলে সাথে সাথে সংশোধন করে নিবেন।আল্লাহর কাছে দুআ করা।আল্লাহ এ বিষয়ের সঠিক জ্ঞান কি আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।নিজের ভুল জানার পর কোন দেরী না করে সাথে সাথেই সংশোধন করে নিতে হবে।

আর যদি এতে আপনার কোন ভুল না থাকে তাহলে এ বিষয় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেয়া।কথা বাড়ানো যাবে না।কেন কিভাবে হলো এসব বিষয় ভেবে সময় নষ্ট করবেন না।আপনি শুধু ভাববেন আপনি আর আপনার রবকে নিয়ে,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা নিয়ে।

১৩)আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকা,"আল্লাহ কোনটা সহিহ,কোন কাজ করলে আপনি খুশি হবেন আপনি আমাকে সেটা করার তৌফিক দিন।আমাকে আপনার নৈকট্যশীল বান্দায় পরিনত করুন।"

১৪)মাঝেমধ্যে সবদিকের পরীক্ষার কারনে,কষ্টের কারনে মনে হতে পারে আগের জীবনেই তো ভাল ছিল।সারারাত পার্টি করে এসে ঘুমিয়ে যেতাম ফজর মিস হত।যখন খুশি ঘুরতে যেতাম, যা খুশি তাই করতাম ইত্যাদি।এই চিন্তা গুলো শয়তানের স্পষ্ট কুমন্ত্রণা এটা বুঝতে হবে।

কুরআনে এসেছে,"তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি

মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।" (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২১৪)

আমাদের জীবন কি আসলেই এত কঠিন?আমাদের পরীক্ষা গুলো এত কঠিন না।আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব, "আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা সহজ করে দিন।আমাদের ইবাদতগুলো কবুল করুন, আপনার প্রিয় হওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিন।"

আমাদের জন্য আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের মত করে পরীক্ষা দিবেন না।এটা আল্লাহর ওয়াদা।এ বিষয়ে আমরা সূরা আল বাকারাহ এর শেষ ২ আয়াত থেকে জানতে পারি।আল্লাহ পাক নিজেই আমাদের এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন।আমাদের ও উচিত সূরা বাকারাহ'র শেষ ২ আয়াত নিয়মিত পড়া।আল্লাহ পাক আমাদের নিয়মিত আমল করার তৌফিক দান করুন।আমিন।

রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা বাকারাহ: ২৮৫)

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা বাকারাহ: ২৮৬)

১৫)এই রাস্তায় টিকে থাকা সহজ,আবার কঠিনও।একটা সময় আপনার মনে হবে যে আর পারছিনা।সব ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করবে।তখন বুঝতে হবে এটা শয়তানের চক্রান্ত।

১৬)শুরুর দিকে শপিং মল এ ঘুরতে যেতাম স্বামীর সাথে।তারপর যখন জানতে পারলাম যে বাজার হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা তখন চিন্তা করা শুরু করলাম কেন বাজার সবচেয়ে নিকৃষ্ট?এখানেই তো প্রয়োজনীয় সবকিছু পাওয়া যায়।

তখন যেহেতু বাজারে যাওয়া বন্ধ করতে পারি নি,এজন্য বাজারে প্রবেশ করতে দুআ পড়েই প্রবেশ করতাম।তারপর থেকে কখনো দুআ ছাড়া বাজারে প্রবেশ করি নি।একটা সময়

আল্লাহ পাক আমাকে বাজারে যাওয়া/শপিং মল থেকেও দূরে থাকার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি এ জন্যও দুআ করেছি।আমার বাজারে যাওয়াও বন্ধ হলো আলহামদুলিল্লাহ। আমার আশেপাশে আলেম উলামা আছেন।কখনো মনে হয়নি যে প্রশ্ন করি গিয়ে। আমি শুরু থেকেই আল্লাহর কাছে সবকিছুর জন্যই দুআ করতাম।সাহায্য চাইতাম।

আমি তখনও বুঝতে পারি নি যে আমার দুআ কবুল হচ্ছে। না হলে বাজারে যাওয়া বন্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না কখনোই।নারী বাইরে যাবে না।এ বিষয়ক অনেক হাদিস আছে। সেগুলো দেখে চিন্তা করতাম, দুআ করতাম। এখানে নির্দিষ্ট করে পর্দানশীল বা বেপর্দা নারী কারো কথা বলা নেই। সব নারীদের জন্যই বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নারীগণ আপাদমস্তক ঢেকে রাখার বস্তু। যখনই সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তার প্রতি উঁকি ও কুদৃষ্টি দিতে থাকে।” (জামে তিরমিযী, হা. ১১৭৩)

এ বিষয় নিয়ে স্বামীর সাথে কথা হয়।যার পরে তিনি আমার ঘর থেকে বের হওয়ার বিষয় নিয়ে আর কিছু বলেন নি।হকের রাস্তায় অটল অবিচল থাকতে হবে।কারো কথায় ভয় পাওয়া যাবে না।

আমি নিজে বিষয় টা অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি যতবার ঘর থেকে বের হয়েছি ততবারই আমার নজর হেফাজত করা সম্ভব হয়নি। এ কারনে নামাজে মনযোগ থাকে না।

১৭)একসময় আলেমদের বাসায় যাওয়া হয়, তারা দাওয়াত দিয়েছেন। আমি এই নিয়ত করে গিয়েছিলাম আমি যেন জানতে যে তাদের পরিবারের সদস্যরা কিভাবে পর্দা করে,তাদের পরিবেশ কেমন সেটা জানতে।আমি যেন শিখতে পারি সেই নিয়তেই যাই।

আমার স্বামী তখনও বিভিন্ন দাওয়াতে নিয়ে যেতেন।এ বিষয় গুলো তখনও বন্ধ হয়নি।ঘর থেকে বের হলে নজর হেফাজত করা সম্ভব হয়না।এ বিষয়ে কিছু বললেও ওনাকে পুরাপুরি বুঝানো সম্ভব হয়নি।

১৮)নজরের হেফাজত করে কিভাবে?আগের দিনের নারীরা ঘর থেকে কোন প্রয়োজনে বের হলেও পালকি তে করে যেতেন বা এমন ভাবে তাদের বাহন চারদিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হত যে তাদের নজর হেফাজত করতে কষ্ট হত না।কিন্তু আমি তো দুনিয়া দেখতে দেখতে বের হই।এ নিয়ে অভ্যস্ত।আমি নজর হেফাজত কিভাবে করব?

নজর হেফাজত করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো কৌতূহল না থাকা।আমার স্বামী আমাকে রেখে গাড়ির কাছে গেলেন বা কোথাও গেলেন ফিরে আসার আগ পর্যন্ত একটু পরপর আমি কারো পায়ের শব্দ পেলেই যে তাকাচ্ছি এইখানেই তো নজরের হেফাজত হলো না।সেটা

অন্য কেউ হতে পারে। সুবহানাল্লাহ। আমার স্বামী আসলে তো তিনি এখানে আসবেনই।আমার তো বারবার তাকানোর দরকার নেই।

ঘর থেকে বের হয়ে সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে কারো ঘরের সামনে জুতা দেখলেও সেটা সুন্দর হলে সেখানেও একজন নারীর চোখ আটকে যায়।একজন নারীর যা ভাল লাগে তার সবকিছুই তার লাগে। আল্লাহু আকবর! জান্নাতে এজন্য নারীর পুরষ্কার এর কথা নির্দিষ্ট করে বলা নেই।আল্লাহ ভাল জানেন।

১৯)আল্লাহর দেয়া প্রতিটা অঙ্গ প্রতিটা ইন্দ্রিয় যেন একমাত্র আল্লাহর পছন্দের কাজেই ব্যয় হয়।কান দ্বারা যেন শুধুমাত্র হালাল বিষয়ই শোনে।আল্লাহর কালামের তিলাওয়াতই যেন কানে যায়।জবানেও যেন আল্লাহর পছন্দের কথাগুলো থাকে।প্রতিটা কথায় কাজে আল্লাহর পছন্দের বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

কেউ যদি নিজেকে এভাবে গড়তে পারে যেখানে সে এটা বলতে পারে যে,সে কোন নন মাহরাম দেখে না বা শোনে না।তার জন্য নামাজে মনযোগ রাখা একদম সহজ।আল্লাহু আকবার!

২০)কোন জায়গায়/কারো বাসায় দাওয়াতে গেলেও একই অবস্থা। স্থিরতা নেই।নামাজে মনযোগ নেই।অন্যের বাসার দিকে নজর যাওয়া, সেখানকার কিছু দেখা সবকিছুর প্রভাব পড়বে এই নামাজেই।শুরু থেকে একটা বিষয় বলা হয়েছে,যার নামাজ ঠিক তার সব ঠিক।যার নামাজ ঠিক নেই তার কোন কিছুই ঠিক থাকবে না।আল্লাহু আকবার!যার নামাজ ঠিক হবে তার দুআও কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

২১)একটার সাথে একটা বিষয় সম্পর্কিত।নিজের ইন্দ্রিয়কে সকল ধরনের কৌতুহল থেকে বাঁচাতে হবে।নিজের দৃষ্টিকে সম্পূর্নভাবে পরপুরুষ দেখা থেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে।

২২)আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিলাম এসব বিষয় কিভাবে আমল করব।আমি তো ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করতে পারছি না।

হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা (ক্বলব) আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীর তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরাটি হলো কলব।’ (বুখারি শরিফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০, হাদিস: ৫০)।

তাই যাবতীয় গুনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করে যাওয়া।নিজেকে পবিত্র করে কিভাবে?শুধুমাত্র ওযু গোসল দিয়ে? বোরকা হাত মোজা পা মুজা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে

যাওয়া যাবে?এতে আমি পবিত্র থাকব?আল্লাহ পাক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে পবিত্রতার শিক্ষা দিতে।সেটা কিভাবে?কি সেই পবিত্রতা?

২৩)পবিত্রতার বিষয় শুধুমাত্র বোরকা হাত মুজা পা মুজা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না।নিজের ইন্দ্রিয় গুলো কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, কোথায় ভুল হচ্ছে সেসব একটা একটা করে খোঁজ করা।পুরুষদের জন্যও একই বিষয় প্রযোজ্য।কেন বারবার দৃষ্টি সংযত রাখার কথা বলা হচ্ছে?এই আয়াত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।কিভাবে নিজেকে পবিত্র করা যায়?

🟢সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে।(সূরা আশ শামস: ৯)

২৫)আমি কখন সফলকাম হবো?যখন আমার উত্তম মৃত্যু হবে।তার আগ পর্যন্ত আমি কখনোই সফলকাম না।শয়তান বারবার বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য মেহনত করতেই থাকে।আমি সেসব খুঁজতে চেষ্টা করি কোথায় সে চেষ্টা করছে আমাকে ব্যর্থ করতে।প্রতিদিনেরই আমার কোন না কোন ব্যর্থতার গল্প আছে।আমি আমার ভুল খুঁজতে থাকি।কিভাবে সেসব শুধরানো যায় সেসব খুঁজতে থাকি।আল্লাহকে প্রশ্ন করতে থাকি।তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ।

২৬)সবার আগে আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দেন যে আমার ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।চোখ কান জবান এগুলো হেফাজত করতে হবে।

আমি যে সময়টায় বোরকা নিকাব পরে বাইরে যেতাম আমার কেমন যেন মনে হতো কেউ আমাকে বলছে যে "কথা বলো না।" আমি বুঝতে পারতাম যে আমাকে চুপ থাকতে হবে।অথচ কোথাও গেলেই মানুষ পরিচয় করিয়ে দিত ওই যে অমুক ভাবি।পুরুষরা কাছে এসে খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করত।কি বিরক্তিকর একটা বিষয়। কোনমতে সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। বা মাথা ঝুঁকিয়ে কোনমতে উত্তর দেয়া।আর কোন কথা না।

এমন মজলিসে আজকেই শেষদিন। আল্লাহর কাছে আমি দুআ করেছি আল্লাহ এমন মজলিসে আর না।আর কোনদিনও যেন আমার না আসতে হয় এমন কোন জায়গায় যেখানে নারী পুরুষ সব একসাথে।

আমি যেদিন থেকে নিকাব পরা শুরু করেছি আমার মনে হতো আমি একজন বোবা।আমার কথা বলা যাবে না।অথচ এই নিকাব পরেই আমরা বাজারে,পথে ঘাটে যাচ্ছি, দরদাম করছি।অনলাইনে এসে শর্ত দিয়ে দিচ্ছি গলার আওয়াজ যেন পুরুষরা না শোনে।অথচ এই আমরাই দৌড়ে বাজারে,ফার্মেসী তে চলে যাচ্ছি। পুরুষদের সাথে দরদাম করে যাচ্ছি।এ বিষয় গুলো আমার ধোঁকাবাজি মনে হতে শুরু হলো।

২৭)আমরা যখন কোন দাওয়াতে যেতাম তখন দেখতাম মানুষ বেডরুমে গিয়ে সবাইকে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। এমন অবস্থা আমারও ছিল,আমিও অন্যের বেড রুমে চলে গিয়েছি।আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।সেই রকম অবস্থা থেকে আল্লাহ পাক আমাকে সম্পূর্নরূপে পর পুরুষ থেকে মুক্ত (তাদের সাথে দেখা করা, কথা বলা, শোনা, সবদিক থেকে) করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। যখন থেকে আমি আমার চোখ কানকে হেফাজত করার মেহনত শুরু করেছিলাম তখন থেকেই আমার প্রতিটা নেক দুআ কবুল হতে শুরু করে আলহামদুলিল্লাহ।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন।আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন।যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন।আমিন।

استودع الله আস্তাওদিউল্লাহ

🟢'আস্তাওদিয়ুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার লক্ষ্যে সোপর্দ করা।

صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم

পর্ব ৩: পর্দার পোশাক

আজকে যে বিষয়ে বলার জন্য আল্লাহ পাক নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা হলো পর্দা। কিভাবে আল্লাহ পাক আমার ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করলেন। শুরুর দিকের সময়টায় আমি কিছু কিছু বিধিবিধান মেনে নিতে পারলেও কিছু বিধান মেনে নিতে পারছিলাম না। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

পর্দার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন: "আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"(সূরা নূর: আয়াত ৩১)

🟢শুরুর দিকে আমি হিজাব পরা শুরু করলেও নিকাবে তখনও অভ্যস্ত হইনি। একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, নিকাব ছাড়া বের হলে মানুষ আমাকে দেখলেই খোঁজ খবর নেয়ার জন্য কথাবার্তা বলে। আমার চেহারা অংশ খোলা থাকার কারনেই আমাকে চেনা সহজ হচ্ছে এবং আমার পরিচিতি সবার কাছে তুলে ধরছি। তখনও আমি মনে করতাম আমার জন্য নামাজ রোজা পর্দা (নিকাব ছাড়া) করে গেলেই যথেষ্ট। নিকাব ছাড়া চলাই যথেষ্ট, এটা ছাড়াই আমার দুআ কবুল হবে।

কুরআনের এই আয়াত আল্লাহ পাক আমাকে আগেই পড়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমার নিকাব ব্যবহার করার জন্য অন্তর টানতই না। আমি সেসব ফতোয়া দেখতাম যেখানে নিকাব পরা বাধ্যতামূলক না বলা হতো। নিকাব না পরার পিছনে আমার কিছু কারন ছিল। আমি এমন সব মানুষদের দেখেছিলাম যারা নিকাব ব্যবহার করত গুনাহ করার জন্য। যার মাধ্যমে নিজেদের লুকিয়ে রাখা যায়। চেহারা দেখা যায়না,এজন্য গুনাহ করতে সহজ হয়। আমি দুনিয়াকে যে দৃষ্টিতে দেখব আল্লাহ পাক আমাকে সে দৃষ্টিতেই দুনিয়া দেখাবেন।

আমি যখন বাইরে বের হতাম তখন সবাই যে কথাবার্তা বলত এসব বিষয় থেকে উপলব্ধি করলাম যে এভাবে চলাফেরা করা যাবে না। শুরুর দিকে নিকাবের ব্যবহার বাধ্যতামূলক না এমন কথাবার্তা,মন্তব্য আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু আল্লাহ পাক যখন আমাকে সঠিক বিষয় বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন বুঝতে পারলাম কোনটা আমার জন্য

আসলেই সঠিক। এজন্য যত আলেম উলামা যা ফতোয়া দিক, আমরা যেন আল্লাহর বিধান নিয়ে এমন কিছু না বলি,কোন মন্তব্য না করি যার জন্য কিয়ামতের দিন আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে। আমাদের কোন যুক্তিতর্কে কেউ যেন উল্টা পথে হাঁটা শুরু না করে। দ্বীনের গভীরের জ্ঞান না থাকলে বিষয় গুলো বুঝতে পারা যায়না কখনোই। এজন্য যেকোন কর্থাবার্তা,মন্তব্য, কমেন্ট,লেখা ইত্যাদি সবকিছুর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

একজন বুজুর্গ/ আলেম একবার বলেছিলেন যে ব্যক্তি সকালে ফজরের নামাজের পরে ঘুমায় তার প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। সে যত নামাজী,তাবলীগ যত যাই করুক তিনি সে ব্যক্তির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

এখন আল্লাহ পাক আমাকে ঘরে রাখার মাধ্যমে এমনভাবে দ্বীন শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি যখন শুনি কোন নারী ঘর থেকে বের হয় তখন আমি তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কি কারনে একজন নারীকে নিয়মিত বের হতে হচ্ছে?যে নারী ঘর থেকে বের হয় সে তো অনেক কিছু হারিয়ে ঘরে ফেরত আসে। নজর হেফাজত করতে পারছে না,পরিপূর্ণ পর্দা মেনে চলতে পারছে না।

🟢নারী ঘর থেকে বের হবে না,আমাকে ঘরে থাকতে হবে এই বার্তা কিভাবে আমি অন্তরে ধারন করলাম?

এ বিষয়ে এর আগেও বলা হয়েছিল আমি যখন নিকাব পরে বের হতাম তখন আমার মনে হতো কেউ যেন আমাকে বলছে "চুপ থাকো,কথা বলো না।"এটা একটা নিদর্শন ছিল আমার জন্য। এবং আমার অন্তরে বারবার করে চিন্তা আসছে যে "নামাজ ঠিক করো"। বিভিন্ন কিতাবাদী পড়ে আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিলেন যে নামাজে মনযোগ ধরে রাখতে হলে নামাজের আগে পরে অর্থাৎ সারাদিন আল্লাহর স্মরনে থাকতে হবে। একটা কাজে নিমগ্ন থেকে মাঝপথে হঠাৎ এসে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলে সে নামাজে মনযোগ থাকবে না।

আমার তওবা ইস্তেগফার করতে মনে থাকছে না। আমি কিভাবে কি করব?তখন কোন এক আলেমের লেখা আমার সামনে পড়ে যায়। যার মূলভাব ছিল এমন, "রাস্তায় চলাচল করার সময় তার নজর কোন এক নারীর পায়ের গোড়ালির দিকে পড়ে যায়,যে কারনে তিনি কয়েকশ হাদিস ভুলে যান।"

কুরআনের আয়াত, বিভিন্ন হাদিস,তারপর আলেমের এই ঘটনা জানার পর থেকে আমার ভিতরে যুদ্ধ চলছে। কোনটা আল্লাহর পছন্দের রাস্তা?আমি কিভাবে বুঝতে পারব?কোনটা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা,কোনটা সাহাবা আজমাইনদের তরিকা?আমি সবসময় দুআ করতাম,অন্তর থেকে চাইতাম আল্লাহ পাক আমাকে যেন পরিপূর্ণভাবে সেই দ্বীনের পথ প্রদর্শন করেন যেখানে কোন প্রশ্ন থাকবে না।

আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে,এটা ঠিক না,আমি বেশি কঠোর করে ফেলছি ইত্যাদি তখন আমি প্রশ্ন করতে চাই আমি কি তাদের অনুসরণ করতে পারি?সে কি আমার জন্য আদর্শ হবে?সে কি নিজের জীবনে সুখী? আমি যেই দ্বীন পালন করি, সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে হলে আমাকে আর্দশ হয়ে দেখাতে হবে। কেমন আদর্শ? নামাজ, রোজা, পর্দা, সংসার, শ্বশুড় বাড়ি, বাবার বাড়ি, প্রতিবেশি, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি সর্বদিক দিয়ে অগ্রগামী হতে হবে।

যখন কেউ বলে আমি একজন আলেম/উস্তাদ/উস্তাযা কিন্তু আমার পরিবারের লোকজন কথা শোনে না,মানে না ইত্যাদি তখন আমি তার বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এই কুরআনই তো আমাকে বাঁচাচ্ছে। এই দ্বীন ইসলামই তো আমাকে বাঁচাচ্ছে। তাহলে তার জন্য কেন ভিন্ন হলো?

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন,কোন কিছু করতে বলতেন সাহাবীরা কে কার আগে করবেন সেটা নিয়ে প্রতিযোগীতা করতেন।আল্লাহু আকবার!আমরা কোন কথা বললে সেটা মানুষকে ইসলামের দিকে আকর্ষিত করে না কেন?আমাদের কথা কেন মানুষকে কুরআনের মজলিসে,পর্দার দিকে টানে না?নিশ্চয়ই আমার কোথাও ভুল আছে?এটা আমার অন্তরের উপলব্ধি। কেন পরিবারের হালত এমন?আপনি যখন আমার সম্পর্কে জানতে পারবেন আপনি আমার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাইবেন।আমার মা বাবা স্বামী সন্তান পরিবার পরিজন ইত্যাদি তারা কেমন।

আপনি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলতে চান,এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন তাহলে আল্লাহ পাক অবশ্যই আপনাকে নিদর্শন দিবেন।আপনি যদি গাফেল হয়ে থাকেন তাহলে সেটা ধরতে পারবেন না।

আমি যখন ঘর থেকে বের হতাম তখনই এমন কিছু হতো যা সাধারণত আমার সাথে হওয়ার কথা ছিলনা।এমন অনেক ঘটনা আছে।কয়েকটা বলছি।নিকাব পরে বাচ্চাকে নিয়ে বের হয়েছি। বাচ্চা টান দিয়ে নিকাব খুলে ফেলে শপিং মলে।আমার এতটাই খারাপ লাগছিল সেটা বুঝানোর মত না।আবার কখনো বাজারে গেলাম নিকাব পরেই।কেউ শিস দিচ্ছে, কারো গায়ে ধাক্কা লাগছে।বিষয়গুলো খুব খারাপ লাগতে শুরু করে।বাইরে তো কাউকে আলাদা করার সুযোগ নেই যে কে নেককার আর কে গুনাহগার।আমি স্বামীর সাথে কিতাব কিনতে গিয়েছি, ওনি বিভিন্ন কিতাব দেখছেন,আমিও।দোকানের লোক বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতে আমার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে যাচ্ছে। দিন যত যাচ্ছিল একটা বিষয় বুঝতে পারছিলাম যে ঘর থেকে বের হওয়া আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি পর্দা করছি পুরুষ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য কিন্তু পথেঘাটে চলতে গিয়ে আমার পুরুষের সাথেই যদি ধাক্কা লাগে এটা কেমন পর্দা হলো?দুনিয়ার এমন জিনিসপত্র

কেনার জন্য আমার ঘরের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। এটা বন্ধ করতে হবে। এটা আল্লাহ পাকের পছন্দের তরিকা না। বিভিন্নভাবে আল্লাহ পাক আমার অন্তরে ঢেলে দিচ্ছিলেন।

পর্দার পোশাক, এটা মর্যাদাবানের পোশাক। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর সবাইকে একটা কালো পোশাক দেয়া হয়। সেটা সম্মানের পোশাক। সেটা সবার থেকে আলাদা। পর্দার পোশাক, সেটা তো আরো সম্মানের। আল্লাহু আকবার!তাহলে এই পোশাক পরার পরও পরপুরুষের গায়ের সাথে ধাক্কা লাগবে?তাহলে আমি কেমন পর্দা করি?চিন্তা ভাবনা করি। পর্দার পোশাক কোন ধরনের ডিজাইন ছাড়া একদম কালোই হবে,মোটা কাপড়ের। অন্য কোন রং এর না। ঘর থেকে কোন কারনে যদি বের হতে হয় এমন পর্দার পোশাক পরে বের হতে হবে যাতে শরীরের গঠন,আকার আকৃতি কিছুই বুঝা না যায়। এভাবেই আল্লাহ পাক আমাকে ঘরে থাকার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে বাইরে বের হতে হলে এভাবেই পর্দা করার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

তারপর থেকে দেখলাম আমার অনেক দুআ কবুল হতে শুরু করে। দ্বীনের পথে ফেরার পর দেখলাম যে আমার সাথে এমনি এমনি কোন কিছু হয়না। প্রত্যেকটা বিষয়ের কোন গভীরের জ্ঞান আছে। প্রতিটা বিষয়ে আল্লাহ পাকের কোন ইশারা আছে,বার্তা আছে।

এতদিন আমি ভাবতাম আমি ঠান্ডা পানি খেয়েছি এজন্য কাশি হয়েছে,বৃষ্টিতে ভিজেছি এজন্য জ্বর হয়েছে। বিপদগুলো হয় আমাদের গুনাহের কারনে। এ বিষয়ে কুরআনে উল্লেখ আছে।

মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে। (সূরা রুম: আয়াত ৪১)

আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা আর শূরা: ৩০)

দ্বীনের ফেরার পর চিন্তা ভাবনা গুলো পরিবর্তন হতে শুরু করে। কেমন যেন অন্যরকম কোন বার্তা খুঁজে পাচ্ছি আল্লাহর তরফ থেকে। যেদিন আমি কোন পুরুষ অনলাইন অফলাইনে দেখি নি,সেদিনটা যে কেমন ছিল সেটা আমি বুঝাতে পারব না। আমার মনে হচ্ছিল আমি সারাদিন সিজদাহেত থাকি। আমার দুনিয়াতে আমার মাহরাম পুরুষরাই শুধু। আর কেউ নেই।

সূদুর চীনের জ্ঞান আল্লাহ পাক আমাকে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবর!

আমার সববিষয়ের জন্যই ২ রাকাত করে সালাত আদায় করতাম আলহামদুলিল্লাহ। দুআ করে তারপর স্বামীর সাথে কথা বলতাম ঘরে থাকার বিষয়ে,নিকাব পরার বিষয় সহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। আমি তখন আলেম উলামাদের ইংরেজি লেকচার শুনতাম। যখন নিকাব পরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না যে কি করব তখনও ২ রাকাত সালাত পড়ে দুআ করি। আল্লাহ আপনি আমাকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমি কি করব আমাকে সঠিক বিষয় বুঝার তৌফিক দিন।

প্রত্যেকটা বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাকে আগে আমল করিয়েছেন তারপরে হাদিস বা কোন উদ্ধৃতি দেখিয়েছেন। আল্লাহু আকবর! আমি ৮ বছরের ছেলে বাচ্চাদের কন্ঠ শুনতে দেইনা। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে বাচ্চাদের বাসায় নাটক সিনেমা দেখা হয় তারা ৪ বছর বয়স থেকেই যথেষ্ট পরিপক্ক। তারা অনেককিছু বুঝতে পারে। এ ছেলে বাচ্চারা আমার ঘরে প্রবেশ নিষেধ। আমি তাদের জন্য (তাদের আম্মুর মাধ্যমে যখন তারা আমার বাসায় আসতেন) হাদিয়া পৌঁছে দিয়েছি। আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে দিয়ে আমল করিয়েছেন। জানতে পেরেছি আরো পরে। জানা বিষয়ে আমল করলে আল্লাহ পাক অজানা বিষয়ের জ্ঞান দান করেন।

আমি যেকোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নিতে পারলেই ২ রাকাত নামাজ পড়তাম। অনেক পরে গিয়ে আমি ইস্তিখারা সালাত সম্পর্কে জানতে পারি। সুবহানাল্লাহ! অথচ আল্লাহ পাক আমাকে আমল করিয়ে নিচ্ছিলেন অনেক আগে থেকেই। আল্লাহু আকবার!

নামাজ পড়ার পর আমি অবশ্যই কোন না কোন নিদর্শন দেখতে পেতাম। আমি যদি নিজের সুবিধামত ইসলাম পালন করি তাহলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। আল্লাহ যে একজন আছেন,তিনি সে সবসময় আমাকে পথ প্রদর্শন করে যাচ্ছেন এটা একদম স্পষ্ট। আপনার রুহটাকে সঠিক গাইডলাইন দেয়ার জন্যই আল্লাহ পাক হিদায়াত দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার!এজন্যই আল্লাহর কাছে সম্পূর্নভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এজন্যই তো পর্দা,এজন্যই তো ঘরে থাকা।

আমি সম্পূর্ন নিজের উপলব্ধি বলার চেষ্টা করছি। আমার অন্তরের কথা। শুরুর দিকে আমার চিন্তা ভাবনা কেমন ছিল। কিভাবে একটু একটু করে হিদায়াত এর পথে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দিলেন। কিভাবে আল্লাহ পাক আমাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হিসেবে কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সেগুলোই বলতে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ।

🟢সূরা বুরুজ এর তাফসীর থেকে আমরা একজন বালক সম্পর্কে জানতে পারি। সে বালক কিন্তু ঈসা (আ:) এর মত কোন নবুওত/মুজিজা পায়নি। কিন্তু সে কারো জন্য দুআ করলেই দুআ কবুল হতো। এ ঘটনা আমাকে খুব ভাবাতো। আমি কেন এমন বান্দা হতে পারি না?আমি কেন বলতে পারি না কারো মুসিবতে যে আমি দুআ করে দিবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক

ঠিক করে দিবেন।আগে তো নিজেকে বাচাঁতে শিখতে হবে।আমি দ্বীন পালন করে তো নিজেকেই বাঁচাতে পারছিনা।

আমার ভিতরে যেন স্বেচ্ছাচারীতা না থাকে।শুরুতে যেমন আমার মধ্যে ছিল।পর্দা করব না,নিকাব করব না,বোরকা পরে বাইরে যাবোই, পাখির মত স্বাধীন জীবন যাপন করব,যে যাই বলুক আমার যা ভাল লাগে আমি সেটাই করব।এমন করা যাবে না।আমার যদি কারো মতামত ভালো না লাগে আমি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে যেন জিজ্ঞেস করি। "ইয়া রব আপনি কোনটা পছন্দ করেন?" আল্লাহর পছন্দের বিষয় গুলো একদম স্পষ্ট।

ফেসবুক থেকে শুরুর দিকে অনেক বিষয়ে জানতে পারলেও এখন আমার জীবনে ফেসবুক নেই।তাই বলে কি হিদায়াত এর রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে?যখন থেকে বুঝতে পেরেছি যে এখানে শুধুমাত্র সময় নষ্ট হয়, তখন থেকেই আল্লাহর জন্যই এসব বন্ধ। আলহামদুলিল্লাহ।যে জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু আমল করতে পারে না তার মত দুর্ভাগা আর একজন ও নেই।আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন হওয়া থেকে হেফাজত করুন।আমিন।

🟢এ জাতির বাঁচার উপায় তিনটা:

১. জাতির বাচ্চাদের মাদ্রাসামুখী অর্থাৎ কুরআন মুখী করা।
২. এ জাতির নারীদের ঘরমুখী করা।
৩. এ জাতির যুবক ও বৃদ্ধদের মসজিদমুখী করা।(মুফতি মুশতাকুন্নবি হাফিযাহুল্লাহ)

এই লেখাটা পড়ার পর অন্তরে প্রশ্ন আসতে পারে ঘরে থেকে সবকিছু কিভাবে সম্ভব,ইলম অর্জন কিভাবে সম্ভব?যতই প্রশ্ন আসুক,আপনার রবকে প্রশ্ন করুন।

আল্লাহ পাক আমাকে ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতে কিছুদিন বাইরে ছিলাম তারপর থেকেই আলহামদুলিল্লাহ ঘরে থেকেই আল্লাহ পাক আমাকে এমন জ্ঞান দিচ্ছেন।৪ বছরের বাচ্চার সাথে কখন পর্দা করতে হবে,৮ বছরের বাচ্চার সাথে কখন পর্দা করতে হবে, কোন হিকমাহ প্রয়োগ করে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে,দাম্পত্য সম্পর্ককে কিভাবে মধুর করতে হবে ইত্যাদি সকল বিষয় আল্লাহ পাক আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আগে আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন, পরে কোন আয়াত/হাদিস/ কিতাবে/ লেখা আকারে সামনে এনে দিচ্ছেন।আল্লাহু আকবর কাবিরা!আল্লাহ পাক যেন আমাকে টিকে থাকার তৌফিক দেন,আমল করার তৌফিক দেন।

প্রত্যেকটা আমলই খুব কঠিন।কোন বিষয় কঠিন/ভাল না লাগলে আল্লাহর কাছ থেকে সহজতার দুআ করে নিবেন।আমি কোনদিন কোন বিষয়ে কাউকে প্রশ্ন করি নি কিভাবে পরিবারে দাওয়াহ দিতে হয়,স্বামীকে বশ করতে হয়,সন্তানকে বাধ্য করতে হয় ইত্যাদি।আমি

কখনো কোন তারবিয়াত এর কোর্সও করি নি।আল্লাহু আকবার!প্রতিটা বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া।

🔶জানা বিষয়ে আমল করলে অজানা বিষয় এর জ্ঞান আল্লাহ পাক দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

আমার জানা বিষয় কোনটা ছিল?নজরের হেফাজত করা।মুমিন ব্যক্তির নজর থাকবে নিচে।নারী থাকবে ঘরে।ইয়া রব,আমি এই ২ টা বিষয়ে আমল করে যাচ্ছি আপনি আমাকে সকল অজানা বিষয় এর জ্ঞান দান করুন।আমাকে আপনি জ্ঞানীদের মজলিসে নিয়ে আসুন যেখানে আমি আমৃত্যু দ্বীন শেখার সাথে লেগে থাকতে পারব আমার বয়স যতই হোক।আমাকে আপনি সেই শারীরিক মানসিক আত্নিক শক্তি দান করুন।

আল্লাহু আকবর কাবিরা! সেই ২০১৬ থেকে আল্লাহ পাক কোন দারস থেকে দূরে রাখেন নি,নিয়মিত থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার এমন কখনো হয়নি যে মাখরাজ আমি জেনে গিয়েছি আমার আর দরকার নেই।আমি যত জেনেছি আমার আগ্রহ আরো বেড়েছে। আল্লাহু আকবর!যতটুকু জানতে পেরেছি আল্লাহর দেয়া বিধানকে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাহকে তত জানার তৃষ্ণা আরো বেড়েছে।আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমৃত্যু অটল অবিচল থাকার তৌফিক দেন।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত কালবি আলা দ্বীনিক’।(সম্ভাব্য উচ্চারণ)

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন’।

🟢আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন হকের দায়ী হিসেবে গড়ে তুলুন যেভাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে মানুষ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হতো।আমাদেরকেও আমল করে তারপর কথা বলতে হবে।আমল না করে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া যায় এই মতে আমি বিশ্বাসী না।আমাকে আগে আমল করে দেখতে হবে এর বিষয়বস্তু কেমন,গভীরের জ্ঞান কি।আমি যেন প্রতিটা বিষয়ের সূক্ষ্ণ থেকে সূক্ষ্ণ জ্ঞান আল্লাহর কাছ থেকে পাই।আল্লাহু আকবার কাবিরা!

আমার নিজের অনেক ভুল আছে। সারাক্ষণ নিজের নফসের সাথে যুদ্ধ চলছে। রুকইয়াহর চিকিৎসা, হিজামার চিকিৎসা চলতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা অনুযায়ী চলার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। রবকে চিনার পরও নিজের কেন কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে সেসব

শুধরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে প্রতি মুহূর্তে রাস্তা দেখাচ্ছেন।

যার যত প্রশ্ন আছে আল্লাহর কাছ থেকে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিবেন। এত অলৌকিক এই রাস্তা, এত অলৌকিক এই কুরআন। সুবহানাল্লাহ! আগে নিজে আমল করে প্রমান দেখুন আসলে এগুলো সত্যি কিনা। আসলেই আল্লাহকে ভয় করলে রিজিকের ফয়সালা হয় কিনা।

সুস্থতা সর্বোত্তম রিযিক। এখন একটা ঘরেও সুস্থতার দেখা নেই। অথচ আমরা একেকজন দ্বীনের দায়ী। অসুস্থতা আমারও আছে। সুস্থতার জন্য আমার নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা অনুসরণ করার চেষ্টা করি রুকইয়াহ, হিজামা করার মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ। কোনকিছুই আমাকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারছে না কারন স্বয়ং আল্লাহ আমার সাহায্যকারী। দুনিয়ার কোন শক্তি নেই আমাকে রুখে দেয়ার একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। আল্লাহু আকবার কাবিরা! মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহুমা বারিক লাহা।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৪: দুআর মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উত্তম ধারণা পোষণ উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ ৪৯৯৩)

১)আমরা মুমিন বান্দা সম্পর্কে সুধারনা রাখব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যখন সহজ করে দেন তখনই একমাত্র বিষয় গুলো সহজ হয়।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা চাইলে কঠিনকেও সহজ করে দিতে পারেন।তাহলে আমাদের করনীয় কি? সহজতার জন্য দুআ করতে থাকা।

২)মুমিন ব্যক্তির সারাদিনের কাজকর্মের রুটিন থাকতে হবে।আমলের চেকলিস্ট থাকবে।সব কাজকর্ম গুছানো থাকবে। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া,নজরের হেফাজত,জবানের হেফাজত, পর্দার বিষয় সহ দ্বীনের বিষয়ে মুমিন ব্যক্তি কখনোই কোন ছাড় দিবে না,কখনোই নড়বড়ে হবে না।সে যতই অসুস্থ থাকুক,যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস চলমান থাকবে সে অবশ্যই নামাজের সময়ে নামাজের জন্য দাড়িয়ে যাবে।কোন কিছুই তাকে বিছানায় রাখতে পারে না,নামাজ থেকে দূরে রাখতে পারে না।

৩)কোন কারনে দেখা গেল আমি সারাদিন ভাল সুস্থ সবল থাকার পরও নামাজের সময়ের একটু আগেই আমি নড়াচড়া করতে পারছি না,অসুস্থতা অনুভব করছি।তাহলে কি করব?সাথে সাথেই সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে ফু দিতে থাকব/পড়তে থাকব।আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকব।

৪)দুরদ,সূরা ফাতিহা, দুরদ অন্তত এই আমলকে নিয়মিত করা।সারাদিনে পানি পান করা থেকে শুরু করে রান্না, খাবার সবকিছুতে দুরদ ফাতিহা পড়ে ফু দেয়া।নিয়ত করে সেটা খাওয়া। ইয়া রব**!** এই খাবার যারা খাবে তাদের আপনি হিদায়াত দিন। ইত্যাদি নিয়ত করে নিজে খাওয়া**,** পরিবারের সদস্যদের জন্য দুআ করা।

৫)আল্লাহ পাক তাকেই সাহায্য করেন যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। সবকিছুতে একমাত্র আল্লাহর দিকেই ছুটে আসে। যার ইখলাস আছে সেই আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আল্লাহু আকবার! আমরা কেউ ই কোন আমল করার যোগ্যতা রাখি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যদি কোন কিছুর তৌফিক না দেন আমরা কেউ কোন কিছুই করতে পারিনা। কখনোই না। আল্লাহর কাছে আমরা তৌফিক চেয়েই দুআ করব। প্রশ্ন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সেই তৌফিক কখন দেন? যখন আমার ইখলাস থাকবে। অন্তর থেকে দুআ করতে হবে। আল্লাহর কাছে না চাইলে তিনি রাগান্বিত হন।

৬)আমি যখন অসুস্থতা বোধ করি তখন সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে ফু দিলেই আমি আবার সুস্থতা অনুভব করি আলহামদুলিল্লাহ। যত শক্তিশালী জাদু হোক,যত অসুস্থতাই হোক না

কেন কোন কিছুই আমাকে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া থেকে আটকে দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। আমাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সিজদাহ্ অবনত হতেই হবে। একমাত্র আমার যখন হুশ জ্ঞান নেই,আমি হাসপাতালে ছিলাম তখন ছাড়া। কিন্তু যতক্ষণ আমার হুশ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ আমি বারবার জানতে চেয়েছিলাম কখন নামাজের ওয়াক্ত শুরু,কখন আমি নামতে পারব আমাকে নামাজ পড়তে হবে। বারবার আমার অন্তরে আসছিল যে আমাকে নামাজ পড়তে হবে।

৭)একজন মুমিন ব্যক্তি সবার আগেই নিজের নামাজ ঠিক করবে। ৫ ওয়াক্ত নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে পড়া। এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পর পরবর্তী নামাজের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত দুআ করতে থাকা আউয়াল ওয়াক্তে যেন নামাজ পড়তে পারি। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকতে হবে। এর বাইরে কোন পথ নেই।

৮)আমি অসুস্থ হলেই ফালাক, নাস পড়ে ফু দিলেই আমি সুস্থ হয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ। আমি বিষয়টা অনুভব করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ।

৯)দ্বীনে ফেরার আগের সময়ের কথা বলছি। তখন আমি ফ্রি মিক্সিং, আড্ডাবাজি, যখন যা মন চায় করে বেড়ানো ইত্যাদি করতে পারলাম। তখন আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম না কেন? আর এখন আমি আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়তে চাই সেটা আমি পারব না? দ্বীন মেনে চলতে চাই, পর্দায় থাকতে চাই সেটা আমি পারব না কেন? মুখ থুবড়ে পড়ে যাব? ভাল কাজে কেন আল্লাহর সাহায্য আসবে না? ভাল কাজেই তো আল্লাহর সাহায্য আসে। সুবহানাল্লাহ।

১০)গত সপ্তাহে সূরা কাহফের এই আয়াত টা পড়ছিলাম।

নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম। (সূরা কাহফ: আয়াত ৭)

🟢এখানে বলা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা করা হবে যে কে কর্মে উত্তম? আল্লাহু আকবার! তাহলে কর্মে উত্তম আমরা হবো কিভাবে?যারা দ্বীনের পথে এ মুহূর্তে আছে তাদের সবার থেকে আমাকে সর্বোত্তম হতে হবে। সেটা কিভাবে হবো?ভাল কাজ করতে গেলেই তো ছিটকে পড়ে যাচ্ছি। যখন আমি গুনাহ করছিলাম তখন তো ছিটকে যাই নি। তাহলে এখন কেন এমন হচ্ছে?

'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ভরসা নেই; কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই। ' অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও সাহস যত বেশিই থাকুক না কেন আল্লাহ তায়ালা তাওফিক না দিলে তা কোনো ধরনের উপকারে আসবে না।

এতদিন খারাপ কাজ করার সময়েও শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিল।ভাল কাজ করার সময়ও শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে।খারাপ ভাল সবকিছু বুঝতে পারার মত বিবেক বুদ্ধি আমাদের আছে। আমরা স্বতন্ত্র ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।আমাদের বুঝতে হবে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ।

১১)সত্যি টা বুঝতে হলেই কুরআন পড়তে হবে।কুরআন পড়তে গিয়ে বারবার সামনে এমন কিছু আয়াত আসছিল।

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০২)

তোমরা যদি মুমিন-ই হয়ে থাক, তাহলে তাদেরকে নয় আমাকেই ভয় কর। (সূরা তাওবা, আয়াত, ১৭৫)

তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর। (সুরা আল মায়িদা, আয়াত, ৪৪)

আর ভয় কেবলমাত্র আমাকেই কর। (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৪০)

আল্লাহ ভীতিকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,'তারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত'। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত, ২৮)

মহান রাব্বুল আলামীন আরও বলেন, তারা ভয় ও আশা নিয়ে আমাকে ডাকতো এবং তারাই ছিলো আমার কাছে বিনয়ী। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত, ৯০)

এ হলো শয়তান, সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের দ্বারা ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক তাহলে তাদেরকে ভয় করোনা; বরং আমাকেই ভয় করো''। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৭৫)

যারা আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, এই ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে (জান্নাতে) দুটো বাগান। (সূরা আর রাহমান, আয়াত, ৪৬)

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন।এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।(সূরা আত তালাক ২-৩)

যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তার জন্য মানুষের মোকাবেলায় আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করে মানুষেরা আল্লাহর মোকাবেলায় তার কোনো উপকারে আসবেনা।

আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে নফ্সের অনিষ্ট হতে বাঁচান, সে হারাম কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে এবং দুষ্ট লোকদের শত্রুতার উপর ধৈর্য ধারণ করে। এতে করে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়। যেমন হয়েছিলেন নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ।

🟢কুরআনে অসংখ্য বার আল্লাহকে ভয় করার বিষয়ে আয়াত এসেছে।আল্লাহকে ভয় কিভাবে করতে হয়?আল্লাহকে যদি ভয় করতেই হয় তাহলে গুনাহ আবার কিভাবে করে?যে গুনাহ করে সে কি আল্লাহকে ভয় করে?গুনাহও করে আবার যদি বলি যে আল্লাহকে ভয় করি তাহলে এর চেয়েও বড় মুনাফেকি আর কি আছে?আল্লাহ মাফ করুন আমাদের।

১২)কুরআন যখন পড়তাম তার পরে সারাক্ষণ একটা কথা মাথায় ঘুরত। কুরআনে এই কথাটা বারবার বলা হয়েছে "একমাত্র আল্লাহকে ভয় করো"। এই ভয় কিভাবে করব? কবে আমি ইলম অর্জন করব, কবে কি করব এগুলোর মধ্যে কি আমার জীবন থেমে থাকবে? স্বামী, সন্তান, সংসার, আত্নীয়, প্রতিবেশী ইত্যাদি সবই তো চলমান। কোন কিছুই তো থেমে নেই।

হিদায়াতের পর পরীক্ষা বাড়বে।আমি দেখতে পেলাম ঈমানের পরীক্ষার চেয়ে আমার নিয়ামত প্রাপ্তির পরীক্ষা বেশি।আল্লাহু আকবার! জীবনে পরীক্ষা তো থাকবেই। দ্বীনে ফেরার আগেও সেসব থাকে, থাকবেই। দুনিয়া তো জান্নাত না। কিন্তু হিদায়াতের পরে দেখলাম নিয়ামতের পরীক্ষা বাড়ছে।রনিয়ামত এত বেড়েছে। সুবহানাল্লাহ। এত নিয়ামত। আল্লাহু আকবর! মনে হয় সবাইকে গিয়ে বলি সবাই যেন একমাত্র আল্লাহর দিকেই ঘুরে যায়। আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। এখন পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমাকে যতটুকু মেনে চলার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিয়ামত দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ।

🟢সাময়িক কিছু ঈমানী পরীক্ষা ছিল।সেসব কেন হয়েছে? আমি যাতে শক্তভাবে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে পারি।আমি যেন রবকে ভালভাবে চিনতে পারি।এজন্য আল্লাহ আমার ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে একা বানিয়ে দিলেন।দ্বীনে ফেরার পর বুঝতে পারলাম কোথাও মুখ খোলার মত অবস্থা নেই।আগে মা ছিল, বান্ধবী ছিল।এখন কারো সাথেই কিছু শেয়ার করা যায়না।সবদিক থেকে সম্পূর্ন একা।কুরআন পড়তে পড়তে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে,চুপ থাকতে হবে।আমরা আগে যা শিখে এসেছি সব ভুল।কোন কিছু জানা শোনার পরেই একটা কথা বলে দেয়া,জ্ঞান জাহির করা ইত্যাদি এসব করা যাবেনা।

🟢সত্যি টা হলো,ততক্ষণ পর্যন্ত মুখ খোলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি পরিপূর্ণ তাকওয়াবান বান্দা হবো।

১৩)কখন মুখ খুলব তাহলে? এটা কিভাবে বুঝতে পারব?এটার মানদণ্ড হলো ফরজ ইবাদত ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা, সুন্নাহ পালন ঠিকমত হচ্ছে কিনা এবং দুআ করলে কবুল হয় কিনা।আমলের স্বাদ বেড়ে যাবে বহুগুণে এবং নিজের গুনাহের জন্য এত পরিমান কান্না পায়।আল্লাহু আকবার!

আগে চিন্তা করতাম অনেকেই গুনাহ করে,আমিও করছি। অনেকের চেয়ে ভাল আছি, অনেকেই তো আরো গুনাহ করে ইত্যাদি। এসব চিন্তা ভাবনা গুলো ঠিক না।নিজের গুনাহের কথা ভাবতে হবে। নিজের গুনাহকেই বড় মনে করে দেখতে হবে।আমি কত নিকৃষ্ট, আমার কত গুনাহ এসব ভাবতে হবে।

কেন আমার এত ভুল হচ্ছে,কেন আমি আমলে টিকে থাকতে পারছি না এসব নিয়ে চিন্তা করা।নিজের ভুল গুলো দেখা, সেসব শুধরানোর জন্য দুআ করা,বেশি করে তওবা করার তৌফিক প্রাপ্ত হওয়া। তওবার পরই আল্লাহ পাক আমাকে নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারার মত নিয়ামত দান করেছেন। আমি যে বুঝতে পারছি যে আমার ভুল হচ্ছে, এটা একটা নিয়ামত। সুবহানাল্লাহ। কুরআনের সরল অনুবাদ পড়তে পড়তেই আল্লাহ পাক আমাকে উপলব্ধি করার তৌফিক দিচ্ছেন যে আমি এতদিন যা দেখে এসেছি পরিবারে,সমাজে এত এত ভুল।আমরা ভুলের মধ্যেই ছিলাম,আছি।আল্লাহু আকবার! কুরআনের সরল অনুবাদ পড়া আমি কখনোই থামাই নি।

১৪)কুরআনেই সবকিছুর সমাধান আছে।যে কোন সমস্যার জন্য সমাধান আমি কার কাছে খুঁজতে যাবো?আমার এই মুহুর্তেই সমাধান দরকার। সংসার, স্বামী, সন্তানের অসুস্থতা, শ্বশুর বাড়ি ইত্যাদি সবদিকের সমস্যা গুলো আমি আর নিতে পারছিনা। আমার সমস্যার সমাধান দরকার। কে আমাকে সাহায্য করবে এই মুহূর্তে? কেউ আমার জন্য ফ্রি তে বসে নেই। আল্লাহু আকবার!

একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আছেন সবসময়। যেকোন বিপদে, প্রয়োজনে নামাজে চলে গিয়েছি, সিজদাহেত চলে গিয়েছি। আল্লাহ পাক যখন যা শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো আমল করার চেষ্টা করা। আমল করার মাধ্যমেই অন্তরে নূর তৈরি হয়ে যায়। অন্তরে বারবার করে আসছিল যে দুআ করতে হবে। যেটা নিয়েই পেরেশানি আছে, সেটার জন্যই দুআ করতে থাকা।

১৫)আমার পথচলা তো স্বামীর সাথে। ওনার তো অনেক বিষয় তখনও ঠিক নেই। কারন আমি বিয়ে করেছিলাম স্যুট বুট থেকেই। যখন আমার বিয়ে হয়েছিল তখন আমি এমন না হলে বিয়ে করতামই না। আমার দ্বীনে ফেরার পর যখন বুঝতে পারলাম ওনার অনেক বিষয়

ঠিক নেই। তাহলে আমার করনীয় কি? আল্লাহ পাক বুঝে দিলেন যে, স্বামীর জন্য আমার প্রচুর দুআ করতে হবে। তখন আরেকটা বিষয়ে অন্তরে আসলো যে আমি এখন থেকে স্বামীর কাছে আর কিছুই চাইব না। বিয়ের পর থেকে তো অনেক কিছুই চেয়েছি। এখন থেকে আর কিছুই চাইব না। এ বিষয়ে আমি একদম দৃঢ় হয়ে গেলাম। আল্লাহ পাক আমাকে এ বিষয়ে একদম দৃঢ় করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

"স্বামী**,** সে একজন মানুষ। আমি একজন মানুষের কাছে কি চাইব**?** একজন মানুষ**,** যে আমার মতই। সে আমাকে কি দিতে পারবে**?** আমি তার বিভিন্ন প্রয়োজন**,** বিপদ আপদ দেখতে পাচ্ছি। তার কাছে আমি আমার জন্য কি চাইব**?"**

আগে তো কোন কিছু প্রয়োজন হলেই চাইতাম। আগে যেমন বাবার কাছে চলে যেতাম কোন কিছু লাগলে, বিয়ের পর স্বামীর কাছে। এখন চাওয়ার বিষয় টা সম্পূর্ন বন্ধ। এমন হয়েছে কোন কিছু প্রয়োজন। সেটা বলার জন্য স্বামীর কাছে চলে গিয়েছি, কিন্তু মুখ খুলে আর বলতে পারি নি। এমনিতেই চলে এসেছি। আল্লাহ পাক আমার জবানকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমি আর কোন মানুষের কাছে চাইবো না। আমার যা প্রয়োজন, আমি আমার একমাত্র রবকেই বলব। আমি দেখতে চাই যে তিনি আমাকে আমার প্রয়োজন পূরন করে দেন কিনা। আমি যখনই আল্লাহর কাছে কোন কিছু চেয়েছি, তখনই তিনি আমাকে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

১৬)আমি এবার আল্লাহর কাছে চাইতে লাগলাম যে, হে আল্লাহ! উত্তম স্ত্রী কিভাবে হতে হয়? নেককার কিভাবে হতে হয়? জান্নাতী নারী কেমন হয়? আপনি আমাকে তেমন বানিয়ে দিন।

১৭)জীবনে চলার পথে অনেক কিছুই তো প্রয়োজন হয়। সেসব প্রয়োজন পূরনের জন্য আমি একমাত্র আল্লাহকেই বলতে লাগলাম। তালিকা করে আর দিতে পারি না স্বামীকে। স্বামী যখন জানতে চাইতেন "কি লাগবে"? আমি তখন কোন উত্তর আর দিতে পারতাম না। কি যে লাগবে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কিছুই বলতে পারতাম না। ফ্রিজে, রান্নাঘরে চেক করা এটা সেটা চেক করতে গেলে দেখতাম সবই তো আছে, আবার যখন কাজ করতে যেতাম তখন দেখতাম নেই বা কম পড়েছে।

সংসার জীবনের শুরুতে এমন হয়েছে যে কিছু লাগলে নোট করে রাখতাম। নোট যে করে রাখবো সেটাও তো মনে নেই। রুম থেকে বের হয়ে অন্য রুমে আসতে আসতেই আর মনেই নেই। মনে তো থাকতে হবে।

🟢মানুষের দেয়া কোন সাজেশনই গ্রহনযোগ্য না। যদি না সে নিজে আমল করে।

১৮)মানুষ ভুলে যাবেই। তবে সেই বান্দা না যে তার নজর কে হেফাজত করা শিখে গিয়েছে। আমার কেন মন ভুলা রোগ? কারন আমার নজর (অতীতে) পরপুরুষ দেখে।

ভুলে যাওয়ার কারনেই ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে, ওষুধ দিলেও খেতে মনে থাকছে না। কত যে পেরেশানি আল্লাহু আকবর! আমি সবদিকেই হেরে যাচ্ছি। আমি কারন হিসেবে খুঁজে পেলাম আমার নজর হেফাজতে নেই। আমি অগনিত পুরুষ দেখেছি। আল্লাহ মাফ করুন। নজর হেফাজতে না থাকলে কোনদিনও স্মরনশক্তি ঠিক থাকবে না। কিয়ামতের মাঠে যদি বলা হয়, এই নারী হিদায়াত এর পরও এতজন পরপুরুষ দেখেছে। পুরুষরা নারীদের দেখত সেটা বলি নি। নারীরা যে পুরুষদের দেখে সেটার কথা বলেছি।

আমি যখন থেকে নিজেকে পরপুরুষ দেখা থেকে হেফাজত করা শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ, সবার মধ্যে আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর। বাসায় এ বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেল। কোনটা শেষ, কি লাগবে সবই মনে আছে। কিন্তু আমি আমার স্বামীকে বাজার বা কোন প্রয়োজনে তালিকা তৈরি করে দিবো না। আমার দুনিয়ার কোন কিছুই আর প্রয়োজন নেই। আমি এখন কি চাইবো? একমাত্র আখিরাত।

১৯)আমাকে যখন আমার স্বামী জিজ্ঞেস করতেন,ওনি বাজারে যাচ্ছেন কি প্রয়োজন সেটার তালিকা দিতে। আমি দিতাম না। বলতাম, আমার কিছুই লাগবে না। আমি মানুষের কাছে কোন কিছুই আর চাই না। ওনি বাজারে চলে যেতেন। আমি নামাজের জন্য চলে যেতাম জায়নামাজে। আল্লাহকেই বলতাম। আল্লাহ আমি তো জানি না আমার কতটুকু লাগবে। বেশি আনলে নষ্ট হয়, কম আনলে আবার কম পড়ে যায়। আল্লাহ আপনি তো জানেন আমার কতটুকু প্রয়োজন। আপনি বরকতময়ভাবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই পাঠিয়ে দিন, আমার স্বামী আবার পরবর্তীতে বাজারে যাওয়ার আগে ততটুকুই যেন যথেষ্ট হয়ে যায়।

করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে বাজার করতে হতো। ওনি যখন ব্রাউজিং করতেন আমি দুআ করতাম আল্লাহ পাক আমার যা প্রয়োজন ওনার হাত সেখানেই পৌঁছে দিন, সেটাই যেন অর্ডার করা হয়।

🟢বাজার সদাই**,** কেনাকাটা কতটুকু কি লাগবে এসব হিসাব নিকাশে সময় দেয়ার মত সময় আমার নেই। আমার এখন নিজেকে গড়তে হবে। ইলম অর্জন করে আমল করতে হবে। আমাকে আল্লাহর রাস্তায় দৌড়াতে হবে।

রান্নাবান্না যতটুকু না করলেই না, মেহমানদারী আপনি যতটুকু করলে খুশি আল্লাহ পাক ততটুকুই ব্যবস্থা করে দিন। উপায় উপকরন সহজ করে দিন। অল্পের মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দিন। এই হলো আমার বাজার সদাই, স্বামী সন্তান সংসার নিয়ে দুনিয়াবি চাহিদা।

২০)ঈদের সময় আমার স্বামী যখন আমাকে জিজ্ঞেস করতেন কি লাগবে। তখনও আমি বলতাম আমার এবং আমার সন্তানের কিছুই লাগবে না। ওনি তো বুঝতে পারতেন, স্ত্রী কে কিছু হাদিয়া দিতে হবে। ওনি আমার ড্রেসের সাইজ বা এ বিষয় গুলো ঠিকমত বুঝতে পারেন না। এগুলো না জানলে তো কিনতে পারবেন না। তখন আমি মনে মনে বলেছি আমার দরকার নেই। না কিনতে পারলে নেই। ওনার কথার উত্তরে সরাসরি শুধু এতটুকু বলেছি, "আলহামদুলিল্লাহ"।

আমি দুনিয়াকে এত বেশিই দেখে ফেলেছি, আমার আর দুনিয়ার কিছুই দরকার নেই। আমার কাছে এখন আর দুনিয়ার কোন কিছুই কাম্য না। মুহুর্তের মধ্যেই আল্লাহ পাক আমার অন্তরে আখিরাতের স্বাদ এতগুনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার!

২১)আমার স্বামী যখন প্রশ্ন করতেন কি লাগবে?আমি দুনিয়াবি কোন চাহিদার কথাই বলতাম না আলহামদুলিল্লাহ। একটা কথা বলতাম। আমার লাগবে **"** তাকবীরে উলার সাথে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ**"।**ওনি একটা সময়ে বিরক্ত হয়ে যেতেন। আমি শুধু এতটুকু বলেছি, আমি দুনিয়া চিনে ফেলেছি। আমার দুনিয়ার কিছুই লাগবে না। আপনি আপনার আখিরাত ঠিক করার চেষ্টা করুন। আমাকে আমার আখিরাত ঠিক করতে সাহায্য করুন। দুনিয়া আসবেই। সেটার জন্য আমাদের এত পেরেশানির কিছু নাই।

🟢আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা’আতে নামায আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়ঃ জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি। -জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৪১

২২)জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে।যখন যেটা হয় আমার স্বামী আমাকে বলতে থাকেন।আমি কিছুই বলিনা।আমি শুধু আসমানের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আল্লাহ কে বলতে থাকি, আল্লাহ আপনার কাছেও কি নেই**?**আমি এটা নিয়ে চিন্তা করব কেন**?**

একবার দেখি পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। বাজারে কোথাও পেঁয়াজ নেই। হঠাৎ করেই দেখি আমার এক প্রতিবেশি কার্টুন ভর্তি করে পেঁয়াজ হাদিয়া দিয়েছে ১০ কেজির বেশি। আল্লাহু আকবর! নিয়ামতের বর্ননা করে আমি শেষ করতে পারব না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে যেই নিয়ামতের রাস্তায় নিয়ে এসেছেন সেটা আপনি একটু বুঝার চেষ্টা করুন বোন। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই নিয়ামতের রাস্তা কেমন।আল্লাহু আকবার!

কখনো কখনো আমারও সবর পরীক্ষা হয়। আমি তখন আল্লাহর কাছে উত্তম সবর চেয়ে দুআ করি। আল্লাহ আপনি আমাকে আফিয়াহর সাথে উত্তম সবর দান করুন। আমি জানি

আমি এটা পাবো, আমি আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখি। তাহলে আমি এসব নিয়ে টেনশন কেন করব?

২৩)আমার স্বামী যতই বলুক বাজারে নেই, দাম বেড়েছে ইত্যাদি আমি এসব নিয়ে চিন্তা করি না। এগুলো তো মানুষের কথা। আল্লাহর কাছে তো কোন কিছুর অভাব নেই। আল্লাহ পাক আমার জন্য যুহদ গ্রহন করা সহজ করে দিয়েছেন। নিজের বিষয়ে, সন্তানদের বিষয়ে, মেহমানদারি সহ সব বিষয়ে। আলহামদুলিল্লাহ।

স্বামীর নামাজের বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাকে নিয়মিত ওনাকে ম্যাসেজ করার তৌফিক দিচ্ছিলেন। ওনি যখন অফিসে থাকতেন, নামাজের আগে তখন ম্যাসেজ করতাম দুআ করতে করতে। আল্লাহ, ওনি যেন রাগান্বিত না হন ম্যাসেজ দেখে। আউয়াল ওয়াক্তে তাকবীরে উলার সাথেই যেন নামাজ টা পড়েন। আমি দেখতাম ওনি মিটিং এ থাকলে কখনোই নামাজের জন্য মিটিং ছেড়ে উঠে যান না। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, ওনি রিযিক কার কাছে চায়? বসের কাছে? এজন্য মিটিং থেকে উঠছে না? অথচ আযান হয়ে গিয়েছে তাকবীরে উলা হয়ে গিয়েছে তবুও মিটিং ছেড়ে নামাজের জন্য উঠছেন না।

আমি নামাজে আল্লাহর কাছে দুআ করতাম। আল্লাহ, এরা কার কাছে রিযিক চায়? বসকে নারাজ করতে পারবে না, এজন্য মিটিং ছেড়ে উঠবে না। কিন্তু আসমান জমিনের মালিককে নারাজ করে যাচ্ছে? অন্তর একটু কেঁপে উঠছে না? আল্লাহু আকবার!

২৪)আমি একটা বিষয় বুঝতে পেরেছিলাম একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পারেন অন্তর পরিবর্তন করে দিতে। আমার অন্তর কে পরিবর্তন করে দিয়েছে? আমাকে আমার স্বামীর ভুল গুলো শুধরানোর জন্য মেহনত করতে হবে। সেটা কিভাবে? স্বামীর ভুল ধরে, বকবক করে,রাগ করে? কোনদিনই না। কারন এতদিন এই ভুলের মধ্যেই আমি ছিলাম। আল্লাহ পাক আমাকে আমার স্বামীর জায়গায় রাখতে পারতেন। ওনার হিদায়াত আগে হতে পারত। আমি আগের মতই থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন, সম্মানিত করেছেন। আমি দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করব। আমি আমার স্বামীর সাহায্যকারী হবো। তাকে ত্যাগ করব না।

আমি আস্তে আস্তে একটা বিষয় উপলব্ধি করার তৌফিক পাচ্ছিলাম যে আমার দুআ কবুল হচ্ছে। আমার স্বামীর একটা একটা বিষয় একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামীর জন্য করা দুআ অনেক দেরীতে হলেও কবুল হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।আমি দুআ করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি। আমাকে দিতেই হবে আল্লাহ। মূসা (আ:) এর একটা গল্প আশা করি সবাই জানেন। গল্পটা উল্লেখ করছি ইনশাআল্লাহ।

॥ দুআর শক্তি ॥

দুআর শক্তি অতুলনীয়। ইসরাঈলি রেওয়ায়েতে দুআ নিয়ে মূসা (আ.)-এর একটি সুন্দর ঘটনা আছে। যেহেতু ঘটনাটি আমাদের ধর্মের কোনো শিক্ষার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তাই আমি ঘটনাটি বর্ণনা করছি। [১]

মূসা (আ.) ছিলেন কালিমুল্লাহ, তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারতেন। একদা এক মহিলা মূসা (আ.)-এর কাছে এসে অনুরোধ করল, যাতে তিনি আল্লাহর কাছে তার ব্যাপারে ফরিয়াদ করেন। ওই মহিলা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, মূসা (আ.) যাতে আল্লাহকে অনুরোধ করেন আর আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেন। মহিলাটির বিবাহের পর অনেকদিন হয়ে গিয়েছিল, মনেপ্রাণে তিনি মা হতে চাচ্ছিলেন। মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে চাইলেন। আল্লাহ জবাব দিলেন, সেই মহিলা বন্ধ্যা, সে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। মূসা (আ.) মহিলাকে এ কথা জানালে সে চলে গেল।

আমি বা আপনি যদি আল্লাহর কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে পারতাম, আমরা হয়তো থেমেই যেতাম। আমরা অনেকে তো কিছুদিন দুআ করেই হতাশ হয়ে যাই আর নালিশ জানাই। অনুযোগ করে ফেলি—আল্লাহ কখনোই আমাদের দুআ শুনেন না। কিন্তু ওই মহিলা ক্রমাগত আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিল। সে সকাতরে, বিনীত ও বিনম্রভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকল। কখনও দুআ করা বাদ দিলো না। এরপর একদিন তিনি দ্বিতীয়বার মূসা (আ.)-এর কাছে গিয়ে বললেন, “আপনার প্রভুকে বলুন, হে মূসা!” আল্লাহ একই জবাব দিলেন।

এভাবে তিনি তিনবার মুসা (আ.)-এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন। এবারও একই উত্তর পেলেন তিনি বন্ধ্যা, সন্তান জন্মদানে অক্ষম। তিনি চতুর্থবার মূসা (আ.)-এর সাথে দেখা করলেন। কিন্তু এবার তার কোলে একটি ফুটফুটে শিশু ছিল। তার হাত ধরেছিল আরেকটি শিশু। তিনি বললেন, "দেখুন মুসা! আল্লাহ আমাকে দুটো সন্তান দান করেছেন।”

মুসা (আ.) বিব্রত বোধ করলেন। আল্লাহকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহ। আপনি তিনবার আমাকে জানালেন যে, সে বন্ধ্যা, তার সন্তান হবে না। কিন্তু তারপর আপনি তাকে সন্তান দান করলেন!”

আল্লাহ জবাব দিলেন, “প্রত্যেকবার যখন আমি লিখে রাখি যে সে বন্ধ্যা, তখনই সে দুআ করছিল আর বলছিল : “হে দয়াময়! হে দয়াময়! হে দয়াময়!' হে মুসা! আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।”

তাই যখন আপনি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইবেন, মনে রাখবেন—আল্লাহ আপনাকে তা দিতে সক্ষম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তো কিছুই হয় না। তাই আপনার উচিত ধৈর্যের মাধ্যমে আপনার দুআকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। আমরা কোনো কিছু ঘটলে রাগান্বিত হই না,

হতাশও হই না। এর কারণ শুধু এটাই না যে, এসব তো তাকদীরে লিখে রাখা আছে। বরং এর কারণ হলো, এগুলো যে আল্লাহ-ই লিখে রেখেছেন! আল্লাহ বলেন, "পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর এমন কোনো বিপদ আসে না, যা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও, তজন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য বেশি উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" [২]

তাই বিপদ আসলে ধৈর্য ধরুন। বিপদের সময়ে কেউ অভিযোগ করে, কেউ পশ্চাদপসরণ করে, আবার কেউ ধৈর্য ধরে। যারা ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর প্রশংসা করে তারাই সর্বোত্তম। আল্লাহ জানেন আপনার জন্যে কোনটি ভালো। আল্লাহ সব সময় আপনার জন্যে ভালো জিনিসই নির্ধারণ করবেন। সব সময়!

যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি বলুন, “আল হামদু লিল্লাহ!” নবীরা বলতেন, “আল হামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল!”

আপনি কি জানেন এর মানে কী? এই দুআর মানে হচ্ছে, সব সময়, সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করা। কারণ আল্লাহ-ই তো তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্তর থেকে সবকিছু বের করে দেন। শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করুন। আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। কখনও দুআ করা ছেড়ে দেবেন না।

.

ফুটনোটঃ-

[১] এভাবে শিক্ষা লাভ করার জন্যে ইসরাইলিয়াত থেকে ঘটনা নেওয়া যায়, যদি তা ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ না হয়ে থাকে।
[২] সূরা হাদীদ, ৫৭; ২২,২৩

~শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল

২৫)আমিও আমার স্বামীকে ত্যাগ না করে দুআ করেই ভাগ্য পরিবর্তন এবং একসাথে জান্নাতে যাওয়ার মেহনত করব ইনশাআল্লাহ।আল্লাহ পাক অনেক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।এতবছরে অনেক কিছু ঘটেছে।এত ঈমানের পরীক্ষা ছিল।এক সময় মনে হয়েছে আমি আর এমন জীবন ব্যবস্থা চাই না।আমি আর পারছিনা।অন্তরে বলতাম।মুখে কখনো বলতাম না।

স্বামীর খারাপ আচরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি চারদেয়ালের মাঝেই। কখনো ফোন করে মা, বান্ধবী বা কাউকে কিছু বলি নি।কারন আমার স্বামীর

সম্মান আমার সম্মান।আমার স্বামীর অসম্মান আমার অসম্মান।আমার যদি তার সাথেই সংসার করতে হয় তাহলে কেন আল্লাহর কাছে দুআ করে তাকে উত্তম বানানোর জন্য বলছিনা।অবশ্যই তার মধ্যে কল্যানকর বিষয় আছে।আল্লাহ পাক আমার উপর জুলুম করতে পারেন না।

আল্লাহর প্রতি সুধারনা রেখে দুআ করে করে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলাম।স্বামীর টাখনুর উপরে প্যান্ট,জুব্বা, দাড়ি টুপি,সুন্নাহ পালন ইত্যাদি সবই আল্লাহ পাক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।তবে সময় লেগেছে।সেটাই স্বাভাবিক কারন আমি তো তার জুব্বা টুপি দেখে বিয়ে করি নি।তখনকার মন মানসিকতা আমার অন্য ধরনের ছিল।আল্লাহ মাফ করুন।তাহলে এখন তো বিষয় গুলো বলার সাথে সাথেই পরিবর্তন হয়ে যাবে না।চোখের পানি দিয়ে দুআ করে করেই পরিবর্তন করে নিতে হবে সবর করে।

২৬)স্বামীর দ্বারা বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পরে ওনার সাথে স্বাভাবিক হতে পারতাম না, কষ্ট হতো।তারপর কুরআন থেকে চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করলাম।সম্মানিত আল্লাহ করেন,অপমানিতও তিনিই করেন।আমি দুআ করতাম,"আল্লাহ আমি আমার স্বামীকে মাফ করে দিয়েছি তার খারাপ আচরনের জন্য।আপনি আমাকে তার সেবা যত্ন করার, তৌফিক দিন।আমার অন্তরকে দৃঢ় করে দিন।আমি যখন রান্নাঘরে যেতাম,কোন কাজ তার জন্য করতে পারতাম না।এভাবে আমি কতদিন অভিনয় করব?মন থেকে আমার অন্তরে ঘৃনা চলে আসতেছে তার প্রতি।আমি আর পারছিনা।কিন্তু যখন এই আয়াতের কথা স্মরণ হতো,জান্নাতে কোন কটু কথা শুনবে না(সূরা মারইয়াম: আয়াত ৬২)।পরবর্তীতে আমার এমন হয়েছে আমার স্বামী আমার সাথে খারাপ আচরন করেই যাচ্ছে আমি কোন টু শব্দ না করে,কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি।(আকাশের দিকে তাকানো মানে যে সরাসরি আকাশ দেখতেই হবে বিষয় টা এমন না।উপরের দিকেই তো আকাশ।)ওনি আমার কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে একটা সময় নিজেই আমার সাথে খারাপ আচরন করা বন্ধ করে দেন।আল্লাহু আকবার!

২৭)একটা সময় আমার স্বামী নিজেই বুঝতে পারছিলেন যে আমার দুআ কতটা শক্তিশালী। আমার অমতে কোন বিষয় করতে গেলেই ওনি এমন পরীক্ষার স্বীকার হচ্ছেন,আল্লাহু আকবার! কথাগুলো বলতে ১০ মিনিটও লাগে নি।কিন্তু এ বিষয় গুলো হতে অনেক সময় লেগেছে।আমি আর আরাম করতে পারতাম না।সবাই ঘুমিয়ে গেলেই আমি নামাজে চলে যেতাম।ওনি সজাগ থাকা অবস্থায় যদি আমি নামাজে কান্নাকাটি করি এটার কারনে আমি আবার কটু কথা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারি।এজন্য আমি সবাই ঘুমানোর অপেক্ষা করতাম।আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে ছুটে যেতাম।আমার নিজেকেও বাঁচাতে হবে।আমার স্বামীকে বাঁচাতে হবে।এই মানুষকেই আমার জান্নাতে লাগবে। আমি দুআ করে গিয়েছি।আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে এই পরীক্ষার মাধ্যমেই দৃঢ় করে দিয়েছেন যা কোন চোখ দেখে নি কোন কান শুনে নি।আল্লাহু আকবার!আলহামদুলিল্লাহ,আল্লাহু আকবার কাবিরা!

সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে এমন দৃঢ় করে দিলেন যে আমি জানি আমার রবের মত একজন বন্ধু আমার আছেন যার কাছে আমি চাইলেই পাবো।

একটা সময় আমার স্বামী যখন কোন বিষয়ে দেখতেন আমার সাথে তার মতামত মিলছে না, তখন ওনি আর আমাকে জোর করতেন না সে বিষয়ের জন্য। ওনি চুপ হয়ে যেতেন। আল্লাহু আকবার!সে বুঝে যেত আমি নিশ্চয়ই এটা দুআ করে চেয়েছি।

আল্লাহ পাক আমাদের স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কে যেন জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেন। আমরা যেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাদিজা (রা) এর মত একে অপরের সঙ্গী হয়ে এ সম্পর্ককে একদম শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি আল্লাহর জন্য। উত্তম বংশখান্দান, মুত্তাকীদের ইমাম যেন আমাদের দান করেন। যারা এখনো অবিবাহিত তাদেরকে আল্লাহ পাক চক্ষুশীতলকারী নেককার আল্লাহর বান্দা দান করুন। এবং এজন্য নিজেকেও সেই পরিমান প্রস্তুতি নিতে হবে যে সে আমাকে পেয়েই যেন মনে করে যে এর মত চক্ষুশীতলকারী নারী হতেই পারে না। মৃত্যু ছাড়া আমার বিচ্ছেদ আমার স্বামী যেন সহ্যই না করতে পারে এমনভাবে আমার নিজেকে গড়তে হবে। সেভাবে আমরা যেন নিজেকে গড়তে পারি। ফরজ,সুন্নাহ,নফল আমলে নিয়মিত হওয়া। আল্লাহর হক ঠিকমত আদায় করা। নজর হেফাজত করা। কঠোর পর্দা মেনে চলা। আল্লাহর আনুগত্য করা সহজ। কিন্তু স্বামীর আনুগত্য করা কঠিন কাজ,তার জন্য না যে নজরকে পরিপূর্ণ রূপে হেফাজত করে চলে। নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা যে, আমার চোখ কোন মাহরাম ছাড়া কোন গায়ের মাহরামকে দেখে না। মাহরামের লিস্ট এখান থেকে দেখে নিতে পারি ইনশাআল্লাহ https://www.hadithbd.com/mahram/

আল্লাহ পাক আমাকে যা তৌফিকে দিচ্ছেন সেসবকে আরো বরকতময় করুন। আমি যেন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারি। শহীদ হিসেবে মৃত্যুর আশায় প্রতিটি দিন পার করে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক কবুল করবেন। যারা এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাক বরকতময় করুন এবং এর চেয়েও উত্তম ভাবে তৌফিক দিন। যা আপনার কল্যানকর সেটা আফিয়াহর সাথে দান করুন।

আমার ভাল কাজগুলোকে আল্লাহ পাক প্রত্যেক কবরবাসীকে পৌঁছে দিন। যারা ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের কবরকে আপনি নূরে পূর্ন করে দিন। যারা জীবিত,আমাকে চিনেন বা আমার সাথে সম্পর্কিত তাদের প্রত্যেককে আপনি মর্যাদাবান করে দিন। এই মর্যাদা অবশ্যই যেন হিদায়াত এর সাথেই হয়। আমার যত উস্তাদ আমাকে ইলম শিক্ষার জন্য লেখার মাধ্যমে বা দারসের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন(যাদের লেখা পড়েছি,পড়ছি এখনো কিতাবে বা বিভিন্ন মাধ্যমে,যাদের কাছ থেকে সরাসরি আল্লাহ পাক শেখার তৌফিক দিচ্ছেন তারাই আমার উস্তাদ। তারা নির্দিষ্ট সংখ্যক না,বরং অগণিত)তাদের প্রত্যেককেই যেন আল্লাহ পাক এই ভাল কাজের নেকী পৌঁছে দেন। তাদেরকে এবং তাদের

পরিবারকে মর্যাদাবান করুন।তাদের ভুল ত্রুটি আল্লাহ পাক রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে তাদেরকে শুধরানোর তৌফিক দিন।আগে আল্লাহ পাক আমার নিজেকে,আমার পরিবারকে শুধরানোর তৌফিক দিন।আমিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আপনি কি জানেন পানি পান করার আগে সুরা ফাতিহা পড়ার বিস্ময়কর উপকারিতা।

প্রথম ধাপ পানির বোতল খুললে বা গ্লাসে পানি নিলে সম্পূর্ণ সুরা ফাতিহা পড়ুন। তারপর বসে থেকে পানি পান করুন।

আপনি কি জানেন সুরা ফাতিহা পড়া পানি বন্ধ ধমনী খুলতে সাহায্য করে। মন–হৃদয় প্রশান্ত করে। শরীরকে ইতিবাচক শক্তি দেয়। কিডনি, কোলন, লিভার, পিত্তথলি ইত্যাদি অঙ্গকে আরাম দেয়। কারণ কুরআন সম্পূর্ণটাই শিফা।

আপনি কি জানেন সুরা ফাতিহা হলো একটি রুহানী শক্তি, আপনার আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন আনে।

আপনি কি জানেন সুরা ফাতিহা স্বামী–স্ত্রীর সমস্যা, সন্তানদের সমস্যা,
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা, সবকিছুর সমাধান আল্লাহর ইচ্ছায়।

শুধু দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে পড়ুন।

আপনি কি জানেন সুরা ফাতিহা রোগ, জীবাণু, বিদ্বেষ, ঘৃণা—সব দূর করে। ঘরকে সুরা ফাতিহার তিলাওয়াতে সুগন্ধিময় করুন। বিছানায় পড়ুন। পানি পান করার সময় পড়ুন। বারবার পড়ুন।

আপনি কি জানেন সুরা ফাতিহা কথাবার্তা ও আচরণ সঠিক করে। হৃদয়ের রোগহিংসা, অহংকার, আত্মপ্রশংসা, রাগ—এসবের চিকিৎসা। স্নায়ুর উত্তেজনা থেকে মুক্তি দেয়। নেগেটিভ আচরণ দূর করে।

আপনি_কি_জানেন সুরা ফাতিহার ফজিলত?

আপনি কি কখনো সুরা ফাতিহা ধীরে ধীরে, গভীরভাবে পড়েছেন? নাকি দ্রুত পড়ে ফেলেন, অর্থ অনুভব না করে?

কুরআনের পরিচয়:

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم}
“আমি তোমাকে সাতটি পুনরাবৃত্ত আয়াত (সুরা ফাতিহা)

এবং মহান কুরআন দিয়েছি।”

এখানে ওয়াও (و) সমানতার অর্থে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুরা ফাতিহার মর্যাদাকে কুরআনের সমান স্থানে উল্লেখ করেছেন।

আলেমদের কথা: কেউ কেউ বলেন— পুরো কুরআনকে সংক্ষেপ করলে হয় সুরা ফাতিহা, আর সুরা ফাতিহাকে সংক্ষেপ করলে হয়; ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন।

🔸 নামাজে সুরা ফাতিহার গুরুত্ব: ফরজ নামাজেই প্রতিদিন আমরা অন্তত ১৭ বার সুরা ফাতিহা পড়ি।
এ পুনরাবৃত্তির মধ্যে রয়েছে বিশেষ রহস্য।

যদি নামাজে সুরা ফাতিহা ভুলে যাই?

সিজদায়ে সাহু চলবে না। বরং নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। কারণ এটি নামাজের একটি রুকন।

এটি নামাজের শুরু— তাই এটির নাম ফাতিহা।

রাসুল ﷺ সুরা ফাতিহাকে বলেছেন—

◈ শিফা
◈ কাফিয়া (পর্যাপ্ত)
◈ কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা

সাহাবারা অসুস্থের মাথায় হাত রেখে
সুরা ফাতিহা ৭ বার পড়তেন আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী সুস্থ হয়ে যেতেন।

সুরা ফাতিহা কুরআনের মা। সুরা ফাতিহা— হল উম্মুল কুরআন,
কুরআনের ভিত্তি, আলোকরশ্মি।

এটি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনে, দুঃখ–কষ্ট, দুশ্চিন্তা দূর করে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রশান্তি দেয়।

সূরাতুল ফাতিহা জ্ঞান লাভের, হিদায়াত গ্রহণের জন্য প্রতিটি মানুষের নিজের পরিবারের, দেশ, জাতি তথা সারা বিশ্ববাসীর জন্য অতীব কল্যাণকর এক মহাসাগর। উক্ত কল্যাণের এই

অথৈ পারাবার হতে স্বীয় আগ্রহে তাড়িত হয়ে এক সার্বিক পথ নির্দেশনা গ্রহণ করার অবারিত ও উন্মুক্ত সুযোগ মানব জাতির জন্য উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে আছে। যে কারণে উক্ত সূরাখানি মহাপবিত্র কুরআনের ভূমিকা হিসেবে কুরআনের শুরুতেই সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সুতরাং এর গভীর ও তাত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ বলেছেনঃ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কেবল এই একটি মাত্র সূরাই যথেষ্ট, যদি সে নিরপেক্ষ অনাবিল মন মানসিকতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। সুতরাং ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আববাস (রাঃ) সহ অন্যান্য সহাবায়ি কিরাম আলোচ্য সূরাটিকে আল্লাহ তা‘আলার শ্রেষ্ঠ দান ও অপূর্ব নি‘মাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সূরা ফাতিহা দু’বার নাযিলকৃত সূরা বটে। প্রথমবার মক্কাহয় ওয়াহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থায় এবং দ্বিতীয়বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনাহয় হিজরাতের পরবর্তী সময়ে নাযিল হয়। যথা সহীহ হাদীসভিত্তিক তাফসীরের গ্রন্থসমূহে সনদ সহকারে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন তাফসীরে ‘ফাতহুল ক্বাদীর’ ১ম খন্ড, ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় আছে।

আবূ সা’ঈদ ইবনু মু’আল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নাববীতে সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকেন। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেন- (সূরাহ আনফাল ৮/২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের এক অতি মহান সূরাহ্ শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেননি যে আমাকে কুরআনের অতি মহান সূরাহ্ শিক্ষা দিবেন? তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেয়া হয়েছে। [৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪১১৯)

পর্ব ৫: নেককার স্ত্রী

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতের কারনেই আল্লাহ পাক আবার আমাদের একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।প্রতিটা মুহূর্তেই আমাদেরকে যেন রহমতের ফেরেশতারা ঘিরে রাখেন।যে যেখানে আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে যেন ঈমানের সাথে,আফিয়াহর সাথে বরকতময় জীবন দান করেন।যারা নতুন দাম্পত্যজীবন শুরু করতে যাচ্ছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে বারাকাহ দান করুন।যারা অবিবাহিত তাদেরকে আল্লাহ পাক যেন উত্তম জীবনসঙ্গী মিলিয়ে দেন।যাদেরকে আল্লাহ পাক বিবাহিত জীবনে কবুল করেছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক যেন বরকত,রহমত বর্ষনের জীবন দান করেন যেখান থেকে মুত্তাকীদের ইমাম তৈরি হবে,দ্বীনের হকের দায়ী হবে নারী ও পুরুষ। আল্লাহু আকবর! আমাদের ভাল কাজগুলো আল্লাহ পাক কবরে পৌঁছে দিন,যারা ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের কবরে পৌঁছে দিন, আল্লাহ পাক যেন তাদের কবরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দেন।আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে নূরকে বৃদ্ধি করে দিন।আমিন ইয়া রব্বুল আলামীন।

১)আমার হিদায়াত এর যাত্রা শুরু হয়েছিল বিয়ের পরে।একেকজনের হিদায়াত একেক সময় হতে পারে।কারো বিয়ের আগে,কারো পরে।একেকজন এর পরীক্ষা গুলো একেকধরনের।এখান থেকে জানতে পারা বিষয় গুলো প্রত্যেকেই নিজেদের জায়গা থেকে চিন্তা করব,সেখান থেকে আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে শিক্ষা নিতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আগে বুঝার তৌফিক দিন,কুরআনের হিকমাহ আমাকে আগে শিখার তৌফিক দিন।আমি যেন সেই সঠিক জ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি।

২)কুরআন পড়ার সময় একটা বিষয় উপলব্ধিতে বারবার আসছিল যে এতদিন ধরে যা শিখে এসেছি সবই তো ভুল ছিল। কিভাবে কোন কথার উত্তর দিতে হয়,কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে আচরন করতে হয় কোনকিছুই তো আমার জানা নেই।আমি যখন পরিবার পরিজন এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য কল করতাম বা দেখা হতো কি যে বলব বুঝতে পারতাম না।ভাল কিছু শুনলে আলহামদুলিল্লাহ, খারাপ কিছু জানতে পারলে ইন্না-লিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকিল্লাহু খাইরন ইত্যাদি এসব শব্দই বলা হত।বাড়তি কোন কথা বলা হত না তেমন।এক সময় আমি জানতে পারলাম যে,মুখের কথাই জান্নাত মুখের কথাই জাহান্নাম।আল্লাহু আকবার! তাহলে কথা বলার সময় আমাদের কতটুকু সতর্ক থাকতে হবে?এই মুখের কথা দিয়েই জান্নাতে যাওয়া সম্ভব আবার জাহান্নামেও।এই মুখের কথা দ্বারাই এতদিন আমি জাহান্নামের দিকেই ছুটে যাচ্ছিলাম।অথচ আমি বুঝতে পারি নি।আল্লাহু আকবার!

৩)আমার কথা,পরামর্শ দেয়া সব বিষয়ই আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী কিনা সেটা দেখতে হবে।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ অনুযায়ী কিনা সেটা দেখতে হবে।আমি যেকোন কথা বলতেই ভয় পাচ্ছি যে কোনটা আমার ক্ষতির কারন হবে আমি

কিছুই জানিনা। আমার কথা বলার পরিমান একদম কমে গেল। আল্লাহর জিকির গুলো ছাড়া আমি তেমন কোন কথাই বলতে পারতাম না।

৪)‘আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে। তারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন’।(সূরা মায়িদা: আয়াত ৮৩)

🟢এই আয়াত থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে।সত্য জানতে পারার পর আমাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে এ বিষয় আল্লাহ পাক কুরআনেই উল্লেখ করে দিয়েছেন।আল্লাহু আকবার!

৫)কথা কম বলার চেষ্টা করা।আমি যখন কথার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, ইন্না লিল্লাহ ইত্যাদি এসব যিকির এর ব্যবহার করা শুরু করেছি খেয়াল করে দেখলাম বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কথা এমনিতেও কমে গিয়েছে।কথাবার্তা মনমত না হলে অনেক সময় অপমানের সম্মুখীন হতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে আল্লাহ পাক যদি অপমানের সম্মুখীন করেন এর পিছনেও কল্যান আছে। সুবহানাল্লাহ।

৬)স্বামীর বিষয়ে আল্লাহ পাক যা বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ ওনার চিকিৎসা প্রয়োজন।সূরা ফাতিহা সকল বিষয়ের চিকিৎসা। স্বামীর সাথে সাথে আমারও চিকিৎসা প্রয়োজন।এই চিকিৎসা হল কুরআন দিয়ে চিকিৎসা যার নাম রুকইয়াহ।

৭)দুরদ না পড়লে কোন দুআ কবুল হয় না।দুরদ, ফাতিহা, দুরদ পড়ে খাবারে ফু দেয়া, পানিতে ফু দেয়া। স্বামী ঘরে আসার আগে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে দুআ করা।আল্লাহ পাক আমাদের একে অপরের আচরনের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।স্বামী ঘরে প্রবেশ করলে তার সাথে কোন দু:খ কষ্টের আলাপ আলোচনা না করা।সূরা ফাতিহা হলো সকল রোগের শিফা।আল্লাহু আকবার!

৮)স্বামীর সাথে আমার অন্তরের কোন মিল নেই।দিন দিন বিষয় গুলো আরো খারাপ হতে শুরু করে।যখন মনে হচ্ছিল সম্পর্ক হয়ত টিকবে না।চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসা প্রয়োজন কুরআন দ্বারা।আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে কুরআনের দিকেই ঝুঁকিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। স্বামীকে কোন খাবার পানি রুকইয়াহ ছাড়া দেয়া হয় না।দুরদ,ফাতিহা,দুরদ পড়ে ফু দেয়া।নিজে সহ পরিবারের সবার ক্ষেত্রেই।সাথে ৩ কুল এর আমল।সূরা ফালাক, নাস এতই শক্তিশালী। আল্লাহু আকবার!অথচ আমরা এর গুরুত্ব বুঝতেই পারিনা।

৯)আমল করার জন্য মনে থাকে কিভাবে?নজরের হেফাজতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক স্মরন করিয়ে দেন।যে যত বেশি নিজের নজরকে হেফাজত করবে তার স্মরনশক্তি, মেধাশক্তি তত বেশি প্রখর হবে ইনশাআল্লাহ।নজরের হেফাজতের মাধ্যমে নামাজও সহীহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।আল্লাহ পাক আমার অভিভাবক হিসেবে যথেষ্ট।আমি আমার সন্তানদের আমলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে কে মনে করিয়ে দিবে?আমার জন্য আমার রবই যথেষ্ট। আমার কাজ হলো আমার পরিবারকে শিক্ষা দিয়ে যাওয়া।আল্লাহ পাক যাকে হিদায়াত দেন সে পরিবারের জন্য একজন দায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা তার যাকে পরিবারে প্রথমে হিদায়াত দেয়া হয়।প্রত্যেকটা বান্দার আমলের নেকী আল্লাহ পাক তাকে আগে দিবেন।আল্লাহু আকবার!

১০)স্বামী হলেন ঘরের কর্তা।স্বামী সবচেয়ে জ্ঞানী/শায়েখ।আমি যেহেতু দ্বীনদার দেখে বিয়ে করি নি এসব বিষয়ের অনেককিছুই অনুপস্থিত ছিল।আমার হিদায়াত এর পর বিষয় গুলো এত দ্রুতই যে পরিবর্তন হয়ে যাবে এমন না।সবর এর সাথে দুআ প্রয়োজন।

১১)স্বামীর জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নেককার স্ত্রী।আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে শুরু করলাম আমি কিভাবে নেককার স্ত্রী হবো?আল্লাহর কাছে আমি একজন পবিত্র নারী কিনা সেটা মূল বিষয়। আমাকে যে আল্লাহ পাক তওবা করার সুযোগ দিচ্ছেন,আমলের তৌফিক দিচ্ছেন, হিকমাহর শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ এর মাধ্যমে আমাকে আমার স্বামীর সাহায্যকারী হতে হবে।একজন স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে সবচেয়ে উপভোগ্য হয়ে থাকে তাহলে আমার স্বামী তো আমার সাথে তেমন সময় কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।তাহলে আমার কমতি কোথায়? আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকলাম আল্লাহ পাক আমাকে সেই জ্ঞান ও হিকমাহ দান করুন কিভাবে আমি আমার স্বামীর জন্য কল্যানকর স্ত্রী হতে পারি।

যে পরিমান জ্ঞান ও হিকমাহ প্রয়োজন সংসার করতে সেটা আমার নেই।এখানে কিন্তু ডিগ্রি সার্টিফিকেট এর কথা বলা হচ্ছে না।আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে শুরু করলাম।আল্লাহ পাক আমার জ্ঞানে দিয়ে দিলেন নিজের উপর নিজেই দুরূদ ফাতিহা, ফালাক,নাস পড়ে ফু দেয়া,খাবারে ফু দেয়া।নিজের উপর রুকইয়াহ করতে থাকা।যে নারী আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও হিকমাহ অর্জন করে সে নারী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবে নিজের সাথে স্বামীর সম্পর্ক ঠিক করার।

১২)আম্বিয়া (আ:) এর সাথে যা হয়েছিল সেটা আমাদের সাথে হবে না।আর কখনোই ফিরাউন আসবে না।পূর্ববর্তীদের মত পরীক্ষা আমাদের উপর আসবে না।আমাদের জন্য আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের মত করে পরীক্ষা দিবেন না।এটা আল্লাহর ওয়াদা।এ বিষয়ে আমরা সূরা আল বাকারাহ এর শেষ ২ আয়াত থেকে জানতে পারি।আল্লাহ পাক নিজেই আমাদের এই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন।আমাদের ও উচিত সূরা বাকারাহ'র শেষ ২ আয়াত নিয়মিত পড়া।আল্লাহ পাক আমাদের নিয়মিত আমল করার তৌফিক দান করুন।আমিন।

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।(সূরা বাকারাহ: ২৮৫)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِين

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।(সূরা বাকারাহ: ২৮৬)

১৩)কুরআনে আল্লাহ তাআলা বার বার তাঁর নেয়ামতের জন্য বান্দাদের শোকর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান হতে নিষেধ করেছেন।শোকর শুধু মুখে বলার নাম নয়, অন্তরে, মুখে ও কাজের মাধ্যমেও শোকর আদায় করতে হয়। প্রকৃত শোকর হলো মুখে নেয়ামতদাতার প্রশংসা করা ও নেয়ামতের কথা স্বীকার করা, অন্তরেও নেয়ামতের কথা স্বীকার করে নেয়ামতদাতার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এবং কাজে নেয়ামতদাতার আনুগত্য করা, তার নির্দেশ মেনে চলা। কুরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে; "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেবো, আর যদি তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে আমার আজাব অবশ্যই কঠিন।"(সুরা ইবরাহিম: ৭)

আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে শুরু করলাম, আল্লাহ আমি কিভাবে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব আমাকে আপনি শিখিয়ে দিন।আমাকে শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দিন।আমি নিজের জন্য এবং স্বামীর জন্য যখন রুকইয়াহ করা শুরু করলাম, খাবার পানিতে সবসময় দুআ পড়ে ফু দিতে থাকলাম তখন থেকে আমি নিয়ামত গুলো উপলব্ধি করা শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ।আগে এ বিষয় টা গোপনেই ছিল।এরপরে এটা প্রকাশ্যে চলে

আসে। স্বামী দেখছেন ওনাকে খাবার,পানি দেয়ার আগে কিছু পড়ে ফু দিচ্ছি। ওনি মন্তব্য করে বসলেন যে আমি কি নিয়ে যে ঝাড়ফুক করা শুরু করেছি।

১৪)স্বামী এটা বুঝতে পেরেছেন আমি কিছু পড়ে ফু দিচ্ছি কিন্তু তার মনে নেগেটিভ কিছু আসে নি যে আমি মনে হয় কুফুরি করেছি। এর কারন কি? কুরআন অবশ্যই শিফা।এর বরকত রহমত আমার স্বামী অবশ্যই বুঝতে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ। বিগত সময়ের তুলনায় এখন তিনি শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতা অনুভব করছেন যা আগে ছিল না।আর্থিকভাবে তিনি বরকতের বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ।একজন নেককার স্ত্রী তার স্বামীর জন্য কল্যানকর। স্বামী খারাপ আচরন করলেও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই স্বামীর খেদমত করে যাওয়া কঠিন কাজ।একাজ করতে গেলে নাফসের উপর অনেক চাপ পড়ে।সুবহানাল্লাহ। এতে করে মনে যা চায় তাই করা যায় না।

১৪)আমি আগে আমার স্বামীকে তুমি বলে সম্বোধন করলেও পরবর্তীতে আপনি সম্বোধন করা শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ। তুমি থেকে সহজেই তুই তোকারি করা যায়।আপনি থেকে এটা সহজে করা যায় না।আমি এ বিষয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করি।আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার স্বামীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের তৌফিক দিন।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনভাবে আমাদেরকে অনুসরণ করার তৌফিক দিন।সুন্নাহ বিষয় গুলো সম্পর্কে আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। স্বামী স্ত্রী এক পাত্রে চুমুক দিয়ে পান করা,কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়া,একে অপরের দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকানো ইত্যাদি বিষয় গুলো আমলের জন্য দুআ করতে করতে আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

১৫)দ্বীনে ফেরার আগের বিষয় গুলো কেমন যেন ছিল।চাহিদা গুলো অন্যরকম।স্বামী আমার নামে ফ্ল্যাট কিনে দিবে,পছন্দের জিনিস কিনে হাদিয়া দিবে ইত্যাদি।কিন্তু দ্বীনের বুঝ আসার পর বিষয় গুলো পরিবর্তন হতে শুরু করলো।একে অপরের জন্য চক্ষুশীতলকারী হতে তো ফ্ল্যাটের প্রয়োজন হয়না।দামী জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়না।এক পাত্রে খাবার খাওয়া, হাড্ডি খাওয়ার সময় শেয়ার করার মত ছোট ছোট বিষয় যেগুলো সুন্নাহতে উল্লেখ করা আছে সেসব যথেষ্ট। আল্লাহু আকবর! আমি যখন এসব সুন্নাহ আমল জোরালো ভাবে আমল করার নিয়ত করলাম এবং এমনভাবে করা শুরু করলাম যেন বাদ না যায় আল্লাহ পাক তৌফিকে দিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। অন্তর থেকে দুনিয়াবি বিষয় গুলো বের করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলাম আমরা স্বামী স্ত্রী একে অপরকে যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভালবাসি।যে এ আমলগুলো করে বিষয় গুলো উপলব্ধি না করবে,চক্ষুশীতলকারী স্বামী কেমন হয় তাকে কখনোই বলে বুঝানো সম্ভব না।

১৬)এসব জানার পর অনেকেই বলবেন যে আমার পরীক্ষা অন্যরকম অনেক কঠিন এজন্য পারছিনা ইত্যাদি। কারো পরীক্ষা কারো সাথে মিলবে না সেটাই স্বাভাবিক।আল্লাহর রহমত সবার জন্যই আছে এটা একদম সাধারণ বিষয়। আমাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে সেই

রহমত চেয়ে নিতে হবে।এই চেষ্টা মেহনত করতে হবে।নিজে আমলের নিয়ত না করলে,নিয়মিত থাকার চেষ্টা না করলে কখনোই সম্ভব না।এগুলো তখনই সম্ভব যখন একজন নারীর রুহ স্থির থাকবে। একজন নারীর তাহাজ্জুদ কখনোই সহজে বাদ যাবে না।একজন নারী তার স্বামীর জন্য,পরিবারের জন্য দুআ করার জন্য তাহাজ্জুদ এর সময়টাকেই বেছে নিবে।যে ব্যক্তি আখিরাতের চিন্তা করে কাজ কর্ম করে,আল্লাহ পাক দুনিয়ার সব বিষয় তার জন্য সহজ করে দেন।আল্লাহু আকবার!

১৭)আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাবো না’ *(*আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৭২*)*।

১৮)আমার সাথে যদি স্বামীর সম্পর্ক ঠিক না থাকে তার মানে আমি তার জন্য চক্ষুশীতলকারী না।নিজেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই স্বামীর জন্য চক্ষুশীতলকারী হওয়ার মেহনত করতে হবে। সেটা কিভাবে?আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করে।যার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক নেই সে কখনোই কোন সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারবে না।মা বাবা,স্বামী সন্তান,পরিবার পরিজন ইত্যাদি কোথাও পারবে না।আমরা সবসময় নিজের দোষ খুঁজব।সেগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করব।আমরা সাহাবীদের তালাকের উদ্ধৃতি ধরে নিয়ে নিজেদের সম্পর্ক ভাঙার চিন্তা করব না।নিজেরা যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারি।নিজেরাই সেই উদ্ধৃতি হতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১৯)যখন আমি নিজে ঠিক হতে পারব তখন আল্লাহ পাক এ বিষয় গুলো পরিবারের সবার সামনে তুলে ধরবেন।আল্লাহর আনুগত্য কিভাবে করতে হয়,নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ পালন কিভাবে করতে হয় নিজে আমল করেই অন্যকে শিখাতে হবে।সবকিছুর উপরে আল্লাহ পাক।নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদার খেলাফ করে এমন কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরতে হবে।

২০)চক্ষুশীতলকারী স্বামী সন্তান, পরিবার পরিজন থাকার পর তাদের প্রতি যেন অন্তর অতিমাত্রায় ঝুঁকে না যায় এ বিষয়ে খেয়াল করতে হবে।ততটুকুই তাদের প্রতি ভালবাসা থাকবে যতটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পছন্দ করেন।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে সব বিষয়।

২১)সম্পর্ক গুলো কখন চক্ষুশীতলকারী হবে?আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ,নজরের হেফাজত,জবানের হেফাজত,ঘর থেকে বের না হওয়া(অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ ছাড়া

একজন নারী ঘরেই অবস্থান করবে),সকল বিষয়ে দুরূদ,ফাতিহা,দুরূদের আমল করা এবং তাহাজ্জুদ এ চোখের পানি ফেলে দুআ করার মাধ্যমেই হবে ইনশাআল্লাহ।

২২)আমরা নারীরা ঘর থেকে বের হয়েছি কেন?দুনিয়া কামাই করার জন্য।অথচ যে আখিরাতের কথা চিন্তা করে দুনিয়া তার জন্য সহজ।আল্লাহু আকবার! আমরা আল্লাহর কাছে ঘরে থাকার জন্য দুআ করব।উপায় উপকরণ সবকিছুর ব্যবস্থা যেন ঘরেই হয়ে যায় এজন্য দুআ করব। আল্লাহ পাক মারইয়াম (আ) এর জন্য যদি রিজিকের ব্যবস্থা ঘরেই করে দেন তাহলে আমাদের জন্যও তো অসম্ভব না।

২৩)আমাদের ঘরগুলোকে জান্নাতি ঘর বানাতে হবে।কিভাবে? আগে নিজেকে শুধরানোর চেষ্টা করে।নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের চক্ষুশীতলকারী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করার মাধ্যমে। আমি যদি একজন চক্ষুশীতলকারী নারী হই আমার দিক থেকে আমার স্বামীর চোখ ফিরবে না।সে ঘরে এসে আমাকে খুঁজবেই।আমার সৌন্দর্য যেমনই হোক না কেন।আল্লাহ পাক আমার মধ্যে অন্তর জুড়ানো বিষয় আমার স্বামীর জন্য দিয়েই রাখবেন যে কারনে সে অন্য নারীর দিকে ঝুঁকে যাবে না,সে ডিভাইস এ বুঁদ হয়ে থাকবে না।স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সৌন্দর্য বা বাহ্যিক বিষয় টা কোন ব্যাপারই না।স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ পাক মুহাব্বত বৃদ্ধি করে দেন।আল্লাহু আকবর! কিন্তু এগুলো হচ্ছে না কেন?নিজেকে প্রশ্ন করি?আমি কেন এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত? এ ধরনের কথা বলতে গেলে একটা কথা আসে, আমার পরিবারের তো দ্বীনের বুঝ জ্ঞান নেই,স্বামী তো বুঝে না ইত্যাদি। কেন এসব কথা আসবে? কেন স্বামীকে বুঝতে হবে?কেন অন্যদের বুঝতে হবে? আগে আপনি চিন্তা করুন আপনি কতটুকু বুঝতে পারছেন?আপনি কতটুকু চক্ষুশীতলকারী হতে পেরেছেন?নাকি আপনি ধরেই নিয়েছেন যে আপনি এমনই?

২৪)যারা এখনো অবিবাহিত তাদেরকে আল্লাহ পাক তাকওয়াবান হওয়ার তৌফিক দিন,তাকওয়াবান বান্দা মিলিয়ে দিন।মুত্তাকীদের ইমাম হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করুন।যারা বিবাহিত তারা যেন নিয়ামতের কদর করি।সংসার টা ভাঙার আগে যেন চিন্তা করি।আমি যেন সময় থাকতেই ঘুরে দাঁড়াই।

২৫)একজন বুজুর্গ নারীর স্বামী বলেছিলেন তাদের স্বামী স্ত্রীর কখনো কোন ঝগড়া হয়না।এর কারন হিসেবে স্ত্রী বললেন স্বামী যদি কোন কারনে রাগ হয়ে যান স্ত্রী চুপচাপ থাকেন।স্ত্রী যদি কোন কারনে রাগ হয়ে যান স্বামী চুপচাপ থাকেন।সুবহানাল্লাহ। আমরা আমাদের স্বামীর বিষয়ে এটা বলতে যাবো না যে সে তো এমন করে না।আমরা কি তার রাগের সময় চুপ থাকতে পারছি?আমাদের উস্তাযা যখন কোন কারনে বকা দেন আমরা কি ওনার সাথে কোন জবাব দেই?অনেক সময় আমাদের কোন দোষ না থাকলেও বকা শুনতে পারি।তখন আমরা কোন প্রতিউত্তর দেইনা।

তাহলে স্বামী হচ্ছেন শাইখ,যদিও তার দ্বীনের বুঝ জ্ঞান নেই।আল্লাহ পাক হয়ত চাচ্ছেন সেই দ্বীনের বুঝ জ্ঞান আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমেই দিবেন যাতে তিনি কোনদিনই আমাকে ভুলতে না পারেন।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একাধিক স্ত্রী ছিলেন।কিন্তু তিনি খাদিজা (রা:) কে কখনোই ভুলতে পারেন নি।আল্লাহু আকবার!আমরা কি সেই জায়গাটা নিতে পারি না আমাদের স্বামীদের জন্য?

২৬)আমার অবস্থা কেউ বুঝতে পারে না এ কথা আমি কখনোই বলব না।আমার অবস্থা বুঝার জন্য আমার রবই যথেষ্ট। কিন্তু আমাকে ঘরের প্রত্যেকের অবস্থা বুঝতে হবে।মা বাবা, স্বামী সন্তান, শ্বশুর বাড়ি,বাবার বাড়ি এতকিছু আমি কিভাবে সামলাতে পারবো?সবার অবস্থা কিভাবে বুঝতে পারব?আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়ে দিবেন। কিভাবে?নামাজ ঠিক করার মাধ্যমে। যার নামাজ ঠিক তার সব ঠিক।নামাজ কিভাবে ঠিক করতে পারবো?নামাজ ঠিক করতে হলে সবকিছুই ঠিক করার জন্য চেষ্টা মেহনত করতে হবে।

জানা বিষয়ের আমল করার মাধ্যমে অজানা বিষয় এর জ্ঞান লাভ হয়।জানা বিষয়ের আমল কোনটা?একজন নারীর জন্য ঘরের বাইরের জগতকে পুরাপুরি হারাম মনে করা(অতি প্রয়োজন না হলে বের না হওয়া), নজরকে নিচু করে চলা।আত্নীয় স্বজনের বাসাতে যেতে হলেও হিকমাহ অনুযায়ী যেতে হবে। যত্রতত্র চলে যাওয়া যাবে না।নজরকে কঠোরভাবে হেফাজত করতে হবে যেন আমি অন্ধ।নজর নিচু করে কিভাবে হাঁটে?আমিই যেন সবার জন্য আদর্শ হয়ে যাই,আমাকে দেখে যেন আরো দশটা নারী শিখতে পারে নজর নিচু রেখে কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেও কিভাবে হাঁটতে হয়।

🔶নজর নিচু করে হাঁটতে হলে মাহরামের পায়ের গোড়ালি লাগবে।মাহরামের পায়ের গোড়ালির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হবে।আপনার অবস্থা যদি এসব বিষয় মেনে চলার বিপরীতে হয় আপনি আল্লাহর কাছে সহজতার দুআ করে জীবনকে সহজ করে নিন।আল্লাহ পাক হও বললেই হয়ে যায়।

২৭)সুরা নূর এর ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা সকল মুমিনকে (নারী ও পুরুষ) উদ্দেশ্য করে দৃষ্টি নত রাখতে বলার পরও পরের আয়াত অর্থাৎ ৩১ নং আয়াতে শুধু আলাদা করে মুমিন নারীদের বলেছেন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং গোপন অঙ্গের হেফাযত করে। প্রশ্ন হলো মুমিন নারীদের কে আলাদা করে কেন বলা হলো? তাফসীরে আহসানুল বায়ান থেকে সুরা নূর এর ৩১ নং আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর উল্লেখ করে দিচ্ছি।

“যদিও মহিলারা দৃষ্টি সংযত রাখা ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযত করার প্রথম আদেশেই শামিল, যা ব্যাপকভাবে সকল মু'মিনদেরকে দেওয়া হয়েছে; যেহেতু মু'মিন মহিলারাও ব্যাপকার্থে মু'মিনদেরই অন্তর্ভুক্ত। তবুও এখানে বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষভাবে মহিলাদেরকেও দ্বিতীয়বার সেই একই আদেশ দেওয়া হচ্ছে। যার উদ্দেশ্য হল তাকীদ ও গুরুত্ব

আরোপ। এখান হতে কিছু উলামাগণ দলীল গ্রহণ করে বলেছেন যে, যেরূপ পুরুষদের জন্য বেগানা মহিলাদেরকে তাকিয়ে দেখা নিষিদ্ধ, অনুরূপ মহিলাদের জন্যও বেগানা পুরুষদেরকে তাকিয়ে দেখা ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ।"

২৮)আমরা আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে সম্মানের জায়গা চাইবো।নারীর সম্মান কোথায়?সালাতে,পর্দায়,লজ্জায়,ঘরে।এর মাধ্যমে নারী অলসতা মুক্ত হবে,হিকমাহ অর্জন করবে।জীবনকে সহজ করার মত উপায় উপকরণ আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে নিবে।আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে নেককার নারী হিসেবে কবুল করুন।আমাদের সন্তানদেরকে আমরা যেন হকের দায়ী হিসেবে গড়ে দিয়ে যেতে পারি।প্রথমেই আমাকে আদর্শ হয়ে দেখাতে হবে।আমরা কোন মানুষের মধ্যে আদর্শ খুঁজতে যাবো না।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মুল মুমিনীন, সাহাবায়ে কেরাম হলেন আমাদের জন্য আদর্শ।নিজের ক্ষেত্রে দুআ করব আল্লাহ যেন আমাকে,আমার পরিবারকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৬: সুন্নাহ পালনে গাফেলতি

🔶"যে মুমিন বান্দা আল্লাহর সাথে সৎ থাকে, মানুষের মাঝে তার জীবনধারা হয় সবচেয়ে সেরা, মানসিকতা হয় সবচেয়ে উন্নত, মনের দিক থেকে সবচেয়ে ধনী এবং অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে সুখী। আসল জান্নাতে প্রবেশের আগেই সে জান্নাতে বাস করতে থাকে।" -ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.); সূত্র: আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়াহ, ১/৪৫৯

১)আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির আলামত: ইমাম গাযযলী রহ. বলতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির একটা আলামত আছে, অসন্তুষ্টিরও একটা আলামত আছে। সন্তুষ্টির আলামত হল, যার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তাকে নিজের দোষ দেখার ব্যাপারে চক্ষুষ্মান করে দেন। আর যে ব্যক্তির ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট সেটার আলামত হল, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ অন্যের দোষ দেখার ব্যাপারে চক্ষুষ্মান করে দেন।

২)স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে আল্লাহ পাক অনেক বিষয় সহজ করে দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সহজ হয়ে গেলেও সবই কি সহজ হয়ে যায়?সবরের বিষয় থাকে সেখানে।আমি কি সবসময় সবর করতে পেরেছিলাম?আমি শুরুর দিকে একদম চুপচাপ বিষয়গুলো মেনে নিতে পারলেও একসময় আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না।কিছু সময় দেখা যেত কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বেড়ে যেত বা সেখানে উত্তর দিতেই হত।আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে কথা বলা বা এমন কোন বিষয় যেখানে আসলে চুপ থাকা যায়না।তখন মনে হতো যে তাকে এ বিষয়ে বুঝাতে হবে।যখন কথা বলতে হতো খেয়াল করে দেখতাম কথা বেড়েই যেত।স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তর্ক বির্তক(দ্বীনি বিষয় নিয়ে) করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেত।তখন দেখতাম হয় আমার সন্তান আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, না হয় দরজায় কেউ নক করে যাচ্ছে ইত্যাদি। আল্লাহর তরফ থেকেই যেন আমি ইশারা বুঝতে পারছিলাম যে আমার এখন আর কথা বলা উচিত না।থেমে যেতে হবে।আমি তখন বুঝতে পারলাম যে কখন একটা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা বন্ধ করে দিতে হবে।যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন বুঝতে পারতাম তখন আমি সাথে সাথে চুপ হয়ে যেতাম।একজন গাফেল বান্দা এসব নিদর্শন বুঝতে পারবে না।সে তর্ক করতেই থাকবে,উত্তর দিতেই থাকবে। এতে সমস্যা আরো বাড়বেই।

আমার স্বামীর অনেক বিষয়েই আল্লাহ পাক নিয়ামত দিয়েছিলেন।কিন্তু আমার আরো চাই।শুধুমাত্র আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ হলেই তো হবে না।একজন মুমিন ব্যক্তির যা যা প্রয়োজন সবই ওনার থাকতে হবে।আল্লাহর কাছ থেকে সবকিছু দুআ করে চেয়ে নিতে হবে।সব কি একবারে পাওয়া সম্ভব? কুরআন ও একবারে সম্পূর্ন নাযিল হয় নি।আস্তে আস্তে নাযিল হয়েছে সময় নিয়ে।বান্দার পরিবর্তনও আস্তে আস্তে হবে।এজন্য সবর করতে হবে।

৩)আমি আমার স্বামীর সাথে দ্বীনের কথাই তো বলতাম।তারপরও অপমানিত হতে হতো।এক সময় দেখা গেলো আমাদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্তাও প্রায় বন্ধ হয়ে

গেলো।যতটা সম্ভব একে অপরকে এড়িয়ে চলার মত অবস্থা একই ঘরে অবস্থান করার পরেও।অথচ ফেরেশতারা সে নারীর উপর লানত বর্ষন করে।আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে না আসে তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, সে স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতারা ভোর হওয়া পর্যন্ত লানত করতে থাকে। **(মুসলিম: ৩৪৩৩)**

আমাকেই সবর করতে হবে।এমন পরিস্থিতিতে আমাকেই আমার স্বামীর প্রতি আরো বেশি যত্ন নেয়া বাড়িয়ে দিতে হবে।এসব কাজে নাফসের উপরে অনেক চাপ পড়ে। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই একজন বান্দা আল্লাহর তরফ থেকে দ্বীনের নূর প্রাপ্ত হবে। যাকে হিদায়াত দেয়া হলো,নূর দেয়া হলে তাকে সবই দেয়া হলো। আল্লাহু আকবার! এরপর থেকে আমি আমার স্বামীর সাথে তর্ক করা বন্ধ করেছি।তার বেশি করে যত্ন নেয়া শুরু করলাম।স্বামীর সাথে মুখ দেখাদেখি বন্ধ এমন পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয় সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।এজন্যই আল্লাহর দেয়া তৌফিক অনুসারে আমি তর্ক বিতর্ক বন্ধ করে স্বামীর সাথে আরো বেশি আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করলাম।

৪)সব সময়ই চুপ থাকা মানে হেরে গেলাম না।চুপ থাকা মানে আমি জিতে গেলাম।তাকে জিতিয়ে দিয়ে গেলাম।দ্বীনের বিষয়ে আমরা কিভাবে বিষয় গুলো সামলাবো?আমরা যদি সব কথার উত্তর দিতেই থাকি ফেরেশতারা কখন উত্তর দিবেন?আমি কটু কথার বিপরীতে চুপ থাকতে পারলেই তো ফেরেশতারা আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিবেন।আমার চুপ থাকার কারনে একসময় অপরপক্ষ সত্য উপলব্ধি করারও তৌফিক লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

🔶একদিন এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি-গালাজ করছিলেন। উভয়েই (বিশ্বনবী ও আবু বকর) চুপচাপ (গালি-গালাজ) শুনছিলেন। যখন সে ব্যক্তি গালি-গালাজ করে চুপ হলো। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জবাব দিতে শুরু করলেন।আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাব দেয়া শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে ওঠে চলে গেলেন। অতপর তিনি (আবু বকর) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওঠে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যতক্ষণ তুমি চুপচাপ ছিলে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিল। আর তুমি জবাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা চলে গেল। আর সেখানে শয়তান উপস্থিত হলো।এ জন্য আমি চলে এসেছি।(আবু দাউদ)

৫)স্বামী স্ত্রীর বনিবনা না হওয়া।সংসার ভাঙ্গার চিন্তা ভাবনা করতে থাকা।ডিভোর্সের পর অন্যজন।এভাবে মানুষ হয়ত বদল হতে থাকবে কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না।এরমধ্যে যদি দুনিয়াতে সন্তান এসে থাকে তাহলে সন্তানের জীবনটা নষ্ট হবে।এজন্য সময় থাকতে নিজে আল্লাহর কাছে দুআ করে আল্লাহর দেখানো পথে চলার চেষ্টা করে হিকমাহ অর্জন করার চেষ্টা করুন।

সব কিছু আমাকেই করতে হবে কেন?এমন চিন্তা অন্তরে আনা যাবে না।এগুলো শয়তানের তরফ থেকে ওয়াসওয়াসা। সবর আমাকেই করতে হবে কারন আল্লাহ পাক আমাকে সম্মানিত করার জন্য মনোনীত করেছেন। এখন বনিবনা হচ্ছে না,হক কথা বলার পরেও প্রচন্ড ঈমানের পরীক্ষা চলমান তার মানে হলো খুব দ্রুতই এমন দিন আসছে যেখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ন বিপরীতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে সবর করতে হবে সাথে দুআ।আমরা তো এমন ইসলাম এমন দ্বীন পালন আশা করতে পারি না যেখানে কোন অপমান থাকবে না, পরীক্ষা থাকবে না।এটা তো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যও ছিল না।আল্লাহু আকবার! দুনিয়ার জীবনে ঈমানের পরীক্ষা থাকবেই।সেগুলোকে মেনে নিয়েই চলতে হবে।

৬)আমাদের ঈমান নবী রাসূলদের মত না।আমাদের পরীক্ষা গুলোও নবী রাসূলদের মত না।আমাদের উপর পরীক্ষা আসলে আমরা কেমন আচরন করব সেটা বুঝতে হবে।আমরা যাচ্ছে তাই আচরন করতে পারব না।দলিলের পর দলিল দিয়ে কথা বলে যাবো, কুরআন খুলে দলিল দেখিয়ে তর্ক চালিয়ে যাবো এই শিক্ষা দ্বীন আমাকে দেয়না।দ্বীনের শিক্ষা হলো বিনয়ী হওয়া।হিদায়াতের পর দ্বীনি সার্কেলের মধ্যে যদি সম্মান বেড়ে যায়,আন্তরিকতা বেড়ে যায় তাহলে এটা তো পরিবারের মধ্যে, মা বাবা,স্বামী সন্তানের মধ্যে সবার আগে হওয়া উচিত ছিল। এটা কেন হলো না?কারন আমরা বিনয়ী না।

৭)হিদায়াত এর পর একজন মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতি মুহূর্তেই নিদর্শন থাকে, যদি না সে গাফেল বান্দা হয়, সে সেসব নিদর্শন বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ।আমাকে বুঝতে হবে কখন আমাকে আল্লাহর জন্যই থেমে যেতে হবে,চুপ হয়ে যেতে হবে।চুপ হয়ে যেতে পারলেই আল্লাহ পাক আমাকে সম্মানিত করবেন।আল্লাহ পাক যাকে হিদায়াত দিয়েছেন তাকেই সম্মানিত করেছেন।যাকে হিদায়াত দেয়া হলো তাকে এর চেয়ে কল্যানকর কিছু কি আর দেয়া হয়?তাহলে এই নিয়ামতের মর্যাদা তো আমাকে রাখতে হবে।পর্দা করেই মন চাওয়া মাত্রই টুপ করে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না,ইলম অর্জন করার জন্যও না।ঘরেই থাকতে হবে।ঘরে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।এর মাধ্যমেই আল্লাহর তরফ থেকে সেই নূর আসবে।

৮)আমি এবং আমার মেয়ে যদি বাইরে ছুটতে থাকতাম কখনোই এই হিকমাহ,স্থিরতা,নিয়ামত,নূর লাভ করতে পারতাম না।আল্লাহর তরফ থেকে নিদর্শন বুঝতে হলে অন্তরকে স্থির থাকতে হয়।যে সারাক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে তার স্থির হয়ে চিন্তা করার মত সময় কোথায়?এজন্য আল্লাহ পাক আমাকে এবং আমার মেয়েকে ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন। ঘরে থেকেই ইলম অর্জন করা।শুরুর দিকে আমার মাত্র ১ টা কোর্স ই ছিল। আমার স্বামীর সাথে সম্পর্ক ঠিক করতে হবে।সেদিকে মনযোগ দিতে হয়েছে। যার যেদিকে সম্পর্ক খারাপ সেদিকে সে মনযোগ দিবে।আমার মেয়েকে আল্লাহ পাক ঘরে রেখেই কুরআন শেখা, হিফয শুরু করা,ঘরের কাজকর্ম,মা বাবার খিদমত করার তৌফিক দিচ্ছেন

আলহামদুলিল্লাহ। মা বাবা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার একটা মাধ্যম। তাদের খিদমত করতে হবে।এ বিষয়ে ছোট থেকেই শিক্ষা দিতে হবে।যাদের মা বাবার সাথে সম্পর্ক ভাল নেই তারা সে বিষয় ঠিক করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।

৯)মা বাবা,শ্বশুর বাড়ি,আত্নীয় স্বজন ইত্যাদি প্রত্যেকের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে ঠিক করার জন্য মেহনত করুন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।আমি এবং আমার মেয়ে কুরআন শিখে সর্বপ্রথম আমার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের কুরআন শিখানোর জন্য মেহনত করা শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যদি বাইরে যেতাম তাহলে এটার তৌফিক কোনদিনও কি হতো?তার পরিবারের সদস্যরা যখন ফ্রি থাকে তখনই আমরা কুরআন শেখানোর জন্য সময় দিতে প্রস্তুত আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে আমার স্বামী দেখলেন তার স্ত্রী সন্তান তার জন্য চক্ষুশীতলকারী হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবর! তাকেও বিনয়ী হতে হবে।আল্লাহ পাক আমার স্বামীর অন্তরও পরিবর্তন করে দিতে শুরু করলেন আলহামদুলিল্লাহ।

১০)যদি এমন হত আমি আর আমার মেয়ে সারাদিন ইলম অর্জনের পিছনে ছুটেই যাচ্ছি, খরচ করেই যাচ্ছি পরিবারে খিদমত করার সময় নেই তাহলে কেমন হতো?ইলম অর্জনের বিষয় টা কেমন?শুধু সার্টিফিকেট অর্জন করা? ইলম অর্জন করে সেটাকে আমলে পরিনত করা এবং সেই ইলমকে ছড়িয়ে দেয়া।সেই ইলম জানার অধিকার কার বেশি?আমার পরিবারের নাকি অনলাইনে বোনদের?অনলাইনে পেইজ খুলে দাওয়াহ দিলেই দায়িত্ব শেষ?নিজের পরিবার পরিজন কোথায়?চিন্তা ভাবনা করি বিষয় গুলো নিয়ে।

১১)নিজে কুরআন শিখে নিজের পরিবারকে শিখানোর মেহনত করতে হবে।কখন শিখানো যাবে?যখন উস্তাযা অনুমতি দিবেন তখন শিখাতে পারবেন,তার আগে না।এর জন্য কি ইযাযা লাগবে?ইযাযার প্রয়োজন নেই।পরিবারের সদস্যদের যখন কল দিয়ে বলতাম আপনারা যখন ফ্রি থাকেন জানাবেন আমরা একসাথে কুরআন প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ।কোন ধরনের কোন বিনিময় ছাড়া,একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু তারা কি নক করেছেন?বিষয় গুলো এত সহজেই হয় নি।এজন্য আমার সাদাকা,নফল রোজা,দুআতে চোখের পানি ফেলতে হয়েছে।অনলাইনে পেইজ খুলে জুমে ক্লাস করা বা নেয়া সহজ কাজ।কঠিন হলো পরিবারে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিবেশীদের মধ্যে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করা।আমি দুআ করতাম,"আল্লাহ আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা আমার পরিবার পরিজন প্রতিবেশীদের মধ্যে।"

১২)হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।(সূরা আত তাহরীম: আয়াত ৬)

🔶এ আয়াতে কি আমরা দূরের মানুষদের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি? নিজে এবং নিজের পরিবার।মা বাবা,স্বামী সন্তান,বাবার বাড়ি,শ্বশুড় বাড়ি,নানার বাড়ি,দাদার বাড়ি ইত্যাদি নিজেদের মানুষদের দাওয়াহ দিতে হবে।এবং এটা খুবই কঠিন কাজ।কারন তারা খুব কাছ থেকে আমাদের চিনে। তাদের দ্বারা পরীক্ষাও বেশি।আল্লাহু আকবার! এজন্য দুআ করে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তাদের জন্য হিদায়াত।

১৩)একটা সময় আমার পরিবারের প্রতিটা সদস্যকে আল্লাহ পাক কুরআনের মজলিশে নিয়ে আসেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিটা প্র্যাকটিসে তাদের নিয়ে আসেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি যেদিন প্রথম তাদের সবাইকে একসাথে জুম মিটিং এর লিস্টে দেখতে পাই আমার এত কান্না পেয়েছে।আল্লাহু আকবার! আমি দুআ করি,এই নামের লিস্ট কিয়ামতের দিন যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়।অপরিচিত মানুষের মাঝে পেইজ খুলে দাওয়াহ দেয়া সহজ।সেই লিস্ট আর শ্বশুরবাড়ি, বাবার বাড়ি,নানার বাড়ি, দাদার বাড়ি সব আত্নীয় স্বজনের লিস্ট,তাদেরকে দাওয়াহ দেয়া কোনটা আল্লাহর কাছে বেশি গ্রহনযোগ্য, কোনটার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি?চিন্তা ভাবনা করি আমরা।কিসের পিছনে সময় দিচ্ছি, কিসের পিছনে ছুটছি।সময় থাকতে যেন চিন্তা ভাবনা করি।

১৪)কুরআন সহীহ শুদ্ধ করে পড়তে শেখার পরই অনলাইন এ শেখাতে যে চলে আসা হচ্ছে, এতই কি সহজ বিষয় গুলো? আল্লাহর পাকড়াও কে ভয় করুন বোন।নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সব বিষয় ভেঙে ভেঙে বুঝাতে হয়।কুরআন কিভাবে জীবন সহজ করেছে, নিজের জীবন থেকে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতে হবে।তাহলে বুঝা যাবে যে একজন ব্যক্তি হকের দায়ী।মাখরাজ,তালিম,কুরআন কোনকিছুই তো আমার জীবনকে সহজ করছে না।আমার তো জীবনকে সহজ করার মত শিক্ষা প্রয়োজন। সেটা কি কোথাও দেয়া হচ্ছে? কেন দেয়া হচ্ছে না?কারন নিজেরাই তা থেকে উপকৃত হতে পারছে না।নিজেরাই হক আদায় করতে পারছে না।তাহলে এ বিষয়ে কি আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না?আল্লাহু আকবার!

১৫)আমি একজন কুরআনওয়ালা। কুরআনকে নিজের সীনাতে একটু একটু করে ধারন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি যেখানেই যাবো সেটাই রহমত বরকতময় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কুরআন অনুযায়ী নিজের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে যাচ্ছি।যে চরিত্র দেখে আশপাশের লোকজন সবার আগে আমার দিকে আকৃষ্ট হবে। আল্লাহু আকবার!

১৬)আমরা যেন নূহ (আ:) এর পরিবারের বা লূত (আ:) এর স্ত্রীর উদাহরণ দিবো না।যে তারা নবীর পরিবার হয়েও হিদায়াত প্রাপ্ত হন নি।এই উদ্ধৃতি আমরা আমাদের ক্ষেত্রে টেনে আনবো না।এই উদ্ধৃতি আমরা শাফায়াত এর বিষয় টা বুঝতে ব্যবহার করব।যেমন: মা বাবা যেভাবে খুশি সেভাবে চলাফেরা করে,তার সন্তানকে কুরআন হাফেজ পড়াচ্ছেন। তারা আশা করেন তাদের কুরআন হাফেজ সন্তান কিয়ামতের দিন তাদের শাফায়াত করবে।যাদের জন্য শাফাআত করবে তাদের তো নূন্যতম যোগ্যতা থাকতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা

আল্লাহর অনুমতি থাকতে হবে।আসলেই কি বিষয় গুলো এত সহজ?আল্লাহু আকবার! এ ক্ষেত্রে আমরা নূহ (আ:) এবং লূত (আ:) এর বিষয় টা উদ্ধৃতি নিয়ে চিন্তা করতে পারি।নবীর পরিবার হয়েও ওনারা কি ওনাদের পরিবারের জন্য শাফায়াত/রিকোয়েস্ট করতে পারবেন আল্লাহর কাছে তাদের পরিবারের সদস্যদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য?আমরা যেন এই চিন্তা করে গাফেল না হয়ে যাই যে পরিবারের অমুক ইবাদত করলেই হবে, তার শাফায়াত এ আমরা পার পেয়ে যাবো।এমন চিন্তা ভাবনা যেন না করি,এজন্য আমরা নবীদের উদ্ধৃতি দেখবো ইনশাআল্লাহ।

১৭)দ্বীনের সৌন্দর্য, সুন্নাহ পালনের সৌন্দর্য যদি পরিবারে দেখানো সম্ভব হয় তারা অবশ্যই দাওয়াহ গ্রহন করবে ইনশাআল্লাহ।এগুলো পরীক্ষিত আমল।আল্লাহু আকবার!শুধুমাত্র কুরআন সহীহ করা, এরজন্য একজনের কাছে পড়া শুরু করলাম। পড়া শেষ লাইন কেটে দিলাম।এতটুকুই দ্বীন?এটা কোনদিনই দ্বীন হতেই পারে না।পরিপূর্ণ বিষয় কোথা থেকে কার কাছ থেকে শিখবে?কে শিখাবে?আলেমা কোর্স করে?আল্লাহু আকবার! এটা কখনোই তাকওয়ার জিন্দেগী হতেই পারে না।আমাকে ধরে ধরে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে যে কিভাবে আমল করব,কিভাবে সুন্নাহর জিন্দেগী কায়েম করব।

একটু একটু করে হলেও পড়ার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীর অন্তর প্রশান্ত হয় এমন বিষয় গুলো ধরিয়ে দিতে হবে।মাখরাজ সঠিক হওয়ার পাশাপাশি আমার অন্তর প্রশান্ত হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে।শুধুমাত্র পড়াটুকু পড়িয়ে লাইন কেটে দিলাম,এমন শিক্ষা সঠিক দ্বীনের শিক্ষা না।দ্বীনে ফেরার পর তো কুরআন, মাখরাজ,আমল, ব্যক্তিগত জীবনের পরীক্ষা সবই তো কঠিন এবং ভারসাম্যহীন লাগছে।তাহলে এগুলো সহজ করার পথ কোথায়? এগুলোই করতে হবে।এই দায়িত্ব নিতে হবে।যদি এ বিষয় গুলো বুঝিয়ে দিতে ভয় পান তাহলে তো আপনার দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি সঠিক না।বিষয় গুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব ইনশাআল্লাহ।

১৮)আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বীয় নে‘মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এত নে‘মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বাহাদুর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে ইলম শিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ তাকে তাঁর নে‘মত স্মরণ করাবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, এ নে‘মতের জন্য

তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছ যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। তোমাকে বিদ্বান ও ক্বারী বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ বিপুল সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ প্রথমে তাকে তার নে‘মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন এত কিছু নে‘মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তা হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য সবক্ষেত্রেই সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ জন্য দান করেছ যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫; বাংলা মিশকাত হা/১৯৫ ’ইলম’ অধ্যায়)।

আলোচ্য হাদীসে তিন শ্রেণীর মানুষ ভাল আমল করেও জাহান্নামে যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (১) এমন মুজাহিদ যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করেনি। বরং দুনিয়াবী স্বার্থে নিজের বীরত্ব প্রমাণ করার জন্য জিহাদ করেছে এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি লাভ করেছে। (২) এমন আলেম বা ক্বারী, যিনি দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা অর্জন করেছে এবং সমাজে নিজের সুনাম ছড়ানোর জন্য বিভিন্ন ভঙ্গিতে জাল হাদীছ ও বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনী বলে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে। সমাজে সুখ্যাতি লাভের আশায় বিভিন্ন ক্বায়দায় কুরআন তিলাওয়াত করেছে। এরূপ বক্তা ও ক্বারী বর্তমান সমাজে প্রচুর দেখা যাচ্ছে। যাদের থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (৩) এমন দানশীল, যে সমাজে সুনাম অর্জনের জন্য দানবীর হিসাবে খ্যাতি অর্জনের জন্য দান করে। হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এ তিন শ্রেণীর মানুষ যতই কুরআন -হাদীস সম্বলিত আমল করুক জান্নাতে যাবে না।

🔶আল্লাহ পাক আমাদের,আমাদের বংশধরদের যেন তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।আমাদের পূর্ববর্তীদের কোন ভুল ত্রুটি থাকলে সেগুলো মাফ করুন।আল্লাহ পাক আমাদের সঠিক বুঝার তৌফিক দিন,সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন।আমরা যেন সঠিক বিষয় শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমরা, আমাদের পরিবার পরিজন একে অপরের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যেন চক্ষুশীতলকারী হই।আমাকে সবার আগে আমার পরিবারে চক্ষুশীতলকারী হতে হবে। নিজে আমল করতে হবে। নিজে আমল করে বুঝতে হবে,বুঝাতে হবে যে এগুলো পরীক্ষিত আমল।

১৯)তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা- ভাবনা করে না**?** নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে**? (**সূরা মুহাম্মদ**:** আয়াত ২৪**)**

🔶এই আয়াত পড়ার পর চিন্তা করলাম আমি সারাদিন কত চিন্তা ভাবনা করি কিন্তু কুরআন নিয়ে তো চিন্তা ভাবনা করি না।আমরা কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব।এই কুরআন যেন আমার নূরকে বৃদ্ধি করে।আমার আশেপাশের সব বিষয়কে আলোকিত করে।আমার সাথে যারা সরাসরি জড়িত, যারা আমাকে সার্বক্ষনিক দেখছে তাদেরকে যেন আগে প্রভাবিত করে।

২০)আমরা কখনোই কোন বান্দার দিকে ধাবিত হবো না।আমার কোন সমস্যার সমাধান কোন বান্দার কাছে নেই।আমার রব তো জানেন আমার কি সমস্যা। আমি আমার রবকেই বলব।তিনিই সমাধান দিবেন ইনশাআল্লাহ।রবের সাথে সম্পর্কটা মজবুত তো করতে হবে।সেটা না করে আমরা শুধু বান্দার দিকেই ছুটে যাই।আমাদের সব সমস্যার সমাধান একমাত্র কুরআনে আছে। কুরআন পড়তে পড়তে আমি দুআ করতাম, "ইয়া রব! আপনি আমাকে কুরআন থেকে সঠিক বিষয় বুঝিয়ে দিন।" আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে প্রতিটা বিষয়ই বুঝার তৌফিক দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

২১)আমরা কেউ নির্ভুল না,শতভাগ পবিত্র না।একমাত্র রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ভুল,নিষ্পাপ ছিলেন।আমরা নিজেদের জায়গা থেকে চেষ্টা করতে পারি ইখলাসের সাথে।আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়া বুঝতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সবার জন্যই একটা বোঝা। টাকা ইনকাম করলে আমি কখনোই বোঝা হতাম না,এমন চিন্তা কখনোই করা যাবে না।এটা সম্পূর্ন ভুল চিন্তা। একজন তাকওয়াবান বান্দা সারাক্ষণ ইনকাম করতে থাকে।আল্লাহু আকবার! রাতে জলদি ঘুমাচ্ছি,কারন এটা সুন্নাহ।মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি আমার কি কি লাগবে।কারন তখন তিনি ডাকতে থাকেন।আল্লাহু আকবার! এগুলোই তো আমার ইনকাম।আল্লাহু আকবার! কিন্তু এভাবে আমাদের ইনকাম করতে ভালো লাগে না।আমরা যতটুকু পারব করব, না পারলে করব না।নিজের মনমত চলতে চাই।আমরা বাজারে গিয়ে দরদাম করে মিষ্টি কথা বলে দোকানদার এর কাছ থেকে কিছু টাকা কমে জিনিস কিনতে চাই,যাচাই বাছাই করে কেনাকাটা করতে চাই ইত্যাদি এগুলোকে আমরা ইনকাম মনে করি।অথচ আল্লাহ যে আমাকে ডাকছেন,অথচ আমি ঘুমে এটা কেমন কথা হলো?

২২)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের জন্য রাসূলদের পাঠিয়েছেন,কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।আমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন।আমাদের নিয়ামতরাজি ঢেলে দিয়েছেন।কিন্তু বরাবরের মতই আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে এড়িয়ে গিয়েছি।এতকিছুর পরও তিনি আমার,আপনার খোঁজে প্রতি রাতে সর্বশেষ আসমানে চলে আসেন।তিনি আমাদের ডাকতে থাকেন।বান্দা তোমার কি কিছু লাগবে?তোমার কিছু প্রয়োজন,তুমি আমাকে বলো,আমি তোমার প্রয়োজন পূরন করব।আর আমরা সেই রবকেই ভুলে গেলাম!

🔶আবূ হুরাইরাহ **(**রাঃ**)** সূত্রে বর্ণিত। রাসূল **(**সঃ**)** বলেছেন**;** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ**'**লা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করে বলেন**, '**কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে**,** আমি তার ডাকে সাড়া দিবো**?**কেউ কি আছে যে আমার কাছে চাইবে**,** আমি তাকে দান করবো**?**কেউ কি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে**,** আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।**'(**বুখারী হাঃ ১১৪৫**)**

২৩)দ্বীনে ফেরার পর আমার এত দূরাবস্থা কেন হলো?এখনো কি বুঝতে পারছি না?প্রতিটা ঘরের লাইট রাত ৯ টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা।রাত ১২ টার পরে লাইট জ্বলে উঠার কথা। এটা কেন হয় না?কারন আমরা সুন্নাহ মেনে চলি না। সুন্নাহর বাইরে আমলের কথা,সারারাত জেগে আমলের কথা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন?কেন আমি সারারাত জেগেই কুরআন হাদিস নিয়ে গবেষণা করব সুন্নাহর খেলাফ করে? অবশ্যই রাত ৯ টার মধ্যে ঘুমিয়ে যাবো।রাত ১২ টায় ঘুম থেকে উঠে সুন্দরভাবে পড়াশোনা করতে পারি কুরআন হাদিস নিয়ে, তাহাজ্জুদ পড়তে পারি।এ সময়টা সবচেয়ে উত্তম চিন্তা গবেষণার জন্য,গুনাহ মাফের জন্য,মাখরাজ সহীহ করার জন্য,নিজের ভুল কোথায় সেসব বুঝতে পারার জন্য।যা কিছু কল্যানকর সকল বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে।আল্লাহ পাকের বিশেষ এই রহমত আমাদের উপর যেন দীর্ঘস্থায়ী করেন।আল্লাহ পাক আমাকে যতদিন কল্যানকর ততদিন জীবিত রাখুন।যখন মৃত্যু কল্যানকর তখন যেন দুনিয়া থেকে নিয়ে যান।আল্লাহুমা আমিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৭: হেফাজতের আমল

১)সর্ব বিষয়ে আল্লাহকে ভয় না করলে নূর আসবে না।আমরা যখন কোন কোর্সে যুক্ত হই তখন শর্ত দেয়া থাকে রেকর্ডিং বা নোট বাইরে শেয়ার করা যাবে না ইত্যাদি। অনেকের সময় সুযোগ না হতেই পারে সেগুলো দেখার বা শোনার।তাই বলে অনুমতি না নিয়ে সেগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখার মত দু:সাহস আমরা যেন না করি।ইলম হলো নূর।আদবের খেলাফ করে আমরা কখনোই সেই নূর হাসিল করতে পারব না।আল্লাহকে ভয় করার বিষয়টা সব ক্ষেত্রেই থাকতে হবে।আল্লাহর ভয় ছাড়া নূর কিভাবে আসবে?আল্লাহু আকবার! রেকর্ডিং সংরক্ষন করে রাখা, সেগুলোর আমানত রক্ষা না করার কারনে যে পরিমান ক্ষতিগ্রস্ত আমরা হই সেটা আমরা বুঝতেও পারি না।এই যে বারবার পড়ার পরেও ভুলে যাওয়া, কঠিন লাগা,অসুস্থতা ইত্যাদি একের পর এক বিপদ এসব প্রত্যেকটা বিষয় আমানতের খিয়ানত এর সাথে জড়িত।আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দিন।

২)হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতা। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না, আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।(সূরা আত তাহরীম: আয়াত ৬)

🔶প্রথমেই নিজেকে বাঁচাতে হবে।তারপর নিজের পরিবার পরিজন। অথচ আমরা বাহির নিয়ে ব্যস্ত।বাইরের ফিকির আমাদের বেশি।সেখানে মেহনত বেশি,বিনয়ী আচরনের বহিঃপ্রকাশ বেশি।বিষয় গুলো তো নিজের পরিবারে হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে বেশি।যে কারনে আমাদের ঘরগুলোর এ অবস্থা। দাওয়াতি কাজের মানে কি?বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব।

৩)শারীরিক সমস্যার জন্য মানুষ ডাক্তারের কাছে যায়।মানসিক সমস্যার জন্য যেতে চায় না কারন এটা বেশ ব্যয়বহুল।আত্মিক বিষয় টা?আমরা খেয়াল করে দেখব আমাদের পরিবারের সদস্য বা আশেপাশের যারা আছেন তাদের মধ্যে মিল নেই,স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ,সন্তানের বিয়ে হচ্ছে না,রিযিকের পেরেশানি ইত্যাদি একের পর এক বিপদ আপদ চলমান।পরিবারের হক,আত্নীয়র হক ইত্যাদি এতকিছু কিভাবে কি করবে?রাস্তাঘাটে প্রায় দেখবেন এক ধরনের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, "এখানে সব সমস্যার সমাধান আছে।৭ দিন হাজিরা দিতে হয়।" কেমন যেন উদ্ভট কথাবার্তা। এখন সোশাল মিডিয়ার যুগে অহরহ এর বিজ্ঞাপন ও দেখা যায়।এবং মানুষ এদিকে আকৃষ্ট ও হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত।আল্লাহ মাফ করুন।এই যে বিজ্ঞাপন গুলো দেয়া হচ্ছে এর পিছনে কাজ করে কারা?এরা কি শরীয়াহ অনুযায়ী কাজ করে?কখনোই না।আল্লাহু আকবার!এখানে যা কিছু করা হয় সবকিছু জ্বীন জাতিকে বশ করে, জাদু টোনার সাহায্যে, কুফুরির মাধ্যমে করা হয়।কুরআন হাদিসের আমলের মাধ্যমে নিজেদের জীবনের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।যাদের

তাকওয়ার জ্ঞান নেই তারা জাদু টোনার দিকেই ছুটে যাবে।মানুষের জীবনে শান্তি দরকার। সমস্যার সমাধান দরকার। সমাধান কোথায় পাবে?মানসিক ডাক্তার এর কাছেও এর সমাধান নেই।সমাধানের জন্য কুফুরি হলেও টাকা ধার করে হলেও ছুটে যাবে,যাচ্ছে। এই হলো বাস্তবতা।

৪)আমরা যখন কুফুরির মাধ্যমে চিকিৎসা নিতে যাবো স্বাভাবিক ভাবেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। ঘরের পুরুষকে বশে আনার জন্য স্বামী হোক বা ছেলে, নারীরা এদিকে ছুটে যাচ্ছে।এতে করে ঘরের পুরুষেরা দিন দিন শারীরিক মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। নারীরা এই যে বশ করার পিছনে ছুটে যাচ্ছে, উপকার কি আদৌ পাচ্ছে?সর্বদিক দিয়ে ক্ষতি গ্রস্তই করছে পুরো পরিবারকে।নারীদের ঋতুস্রাব এর রক্ত দিয়েও জাদু টোনা করা হয়,খাবারে মিশানো হয়।এসব নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদি আপনি এসবে যুক্ত থাকেন তাহলে এখনই থেমে যান।আর যদি আপনি এসবে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য করনীয় কি সেসব বলার জন্যই এসেছি আলহামদুলিল্লাহ।

৫)ঘরের ভিতরে যত দামী জিনিসপত্র থাকে ঘরের বাইরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তত বেশি জোরদার করা হয়।আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করুন।আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা,পরিপূর্ণ পর্দা করা,নজর হেফাজত করা,জবান হেফাজত, নিয়মিত মাসনুন আমল করার মত বিষয় গুলোর জন্য এই মুহূর্তেই নিয়ত করে ফেলুন।এই মুহুর্তেই আপনি এমন এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে চলে যাবেন। আল্লাহু আকবর! এসব করার ফায়দা কি? ফায়দা হলো জ্বীন জাতি আপনাকে খুঁজেই পাবে না। আমরা জ্বীন জাতিকে দেখতে পাইনা।হাজারে কয়েকজন মানুষ হয়ত দেখতে পারে সেটা ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য জ্বিন জাতিকে দৃশ্যমান করে দেন নি।জ্বিন জাতি আমাদের দেখতে পায়।তারা আমাদের কিভাবে দেখতে পায়?তারা আমাকে খুঁজে পায় কিভাবে?তার মানে আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত দুর্বল, আমাকে খুঁজে পেয়ে ক্ষতি করা খুবই সহজ। আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী কিভাবে হবে?এই আমলগুলোর মাধ্যমেই হবে ইনশাআল্লাহ।

৬)আমরা সমাধানের দিকে না ফিরে এসে সমস্যা কি হয়েছে সেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে সময় নষ্ট করি।কে যাদু করেছে,কেন করেছে,লক্ষন মিলে গিয়েছে এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে ভেঙে পড়ি।এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলি।সবাই শুধু আপনার ক্ষতিই করতে আসছে।কি এমন আছে আপনার কাছে**?**আসমান জমিনের মালিকের ধনভাণ্ডার আছে আপনার কাছে**?**এসব চিন্তাই আপনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ঈমান কি চুরি করা যায়? কি এমন আছে আপনার কাছে যে কারনে আপনাকে শুধু যাদুই করে। আল্লাহর রহমত কোথায়?রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা কোথায়?এগুলোর কাজ কি?আমি যদি পরিপূর্ণ তাকওয়াবান বান্দা হতে পারি কেউ যদি আমার সম্পর্কে সামান্য ক্ষতি করারও চিন্তা করে সে সেখানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।আমার কাজ কি**?**কে কি করেছে সেসব নিয়ে চিন্তা করতে থাকা**?**নাকি নিজের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক মজবুত করা**?**আমার

সাথে কি আমার আল্লাহর সম্পর্ক মজবুত**?** এই সম্পর্ক মজবুত কিভাবে হবে**?**আল্লাহ পাক যেভাবে চলতে বলেছেন তার উল্টা কাজ করে**?**নিজেদের প্রশ্ন করি।

৭)জাদুর কারনে বিছানা থেকে উঠতেই পারছিনা, নড়তে পারছিনা,বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি এসব আসে কোথা থেকে?সূরা ফালাক নাস পড়ার কারনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর করা জাদুর গিট খুলে গেল।তাহলে ফালাক নাস পড়লে আমার উপর করা জাদুর গিট কেন খুলে না?আমি এত আক্রান্ত কেন?আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতই দুর্বল যে আমাকে আক্রমন করা সবচেয়ে সহজ।তাহলে আমার করনীয় কি?একমাত্র রবের দিকেই ঝুঁকে যাওয়া। আমার আল্লাহর বাহিনী সবচেয়ে শক্তিশালী। আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই সর্বাবস্থায় আমাকে সাহায্য করবেন।আমরা জাদুর বিষয় টা বিশ্বাস করব।কিন্তু পয়েন্ট মিলিয়ে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে বিছানায় পড়ে থাকবো না।তাহলে তো আরো ক্ষতি গ্রস্ত হবো। যেদিন আমি অসুস্থ থাকি সেদিন আমার নিজেকেই তো নিজের ভাল লাগেনা।সারাদিন কোন কাজ ঠিকমত করতে পারিনা।এমন রোগাক্রান্ত অবস্থা কি আমাদের ভালো লাগে?জাদুর বিষয় আছে।সেটা বিশ্বাস করা এক বিষয়। আমি আল্লাহর দিকে দৌড়াচ্ছি**,** আল্লাহর কাজের জন্য অগ্রগামীদের দলভুক্ত হতে চাচ্ছি**,**আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়তে চাচ্ছি**,**কুরআনের মজলিসে যুক্ত থাকতে চাচ্ছি**,** ইলম অনুযায়ী আমল করতে চাচ্ছি আর আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন না**?**আমি জাদুগ্রস্ত হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবো**?**এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা।

৮)দিন যত যাচ্ছে আমার বয়স তত বাড়ছে, কিন্তু আমার ঈমানকে বৃদ্ধি করছে কে?আমার রব।আমার এবং আমার রবের মধ্যে যে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে তাকে হিদায়াত দেয়া বা ধ্বংস করা যার জন্য যা প্রয়োজন সেটার জন্য তো আমার রবই যথেষ্ট।সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন?আমি আমার নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা মাসনুন আমল, অন্তর পবিত্র রাখার চেষ্টা করব।আমি আমার বালিশের মধ্যে তাবিজ খুঁজে পেলেও খোঁজ করতে যাবো না যে কে এটা রেখেছে।আমি দুআ করব,"আল্লাহ আপনি তো জানেন।আপনি এটাকে ধ্বংস করে দিন।"আমি চিন্তা করব,যে এই কাজ করেছে সে কিভাবে আমাকে ভয় করলো না? আমাকে কেন ভয় করবে**?**কারন**,**যে আল্লাহকে ভয় করে তাকে সৃষ্টিকুলের সবকিছুই ভয় করে। মানুষ**,**পশুপাখি**,** পোকামাকড়**,** জ্বীন জাতি ইত্যাদি সবকিছুই সে ব্যক্তিকে ভয় করে চলে যে আল্লাহ কে ভয় করে।এসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখেছেন**?**কেন এসব পরীক্ষা করে দেখেন না**?**

৯)আমার সাথে যা কিছু হয় সব আল্লাহর হুকুমেই হয়।তাহলে আমার আল্লাহ কেন অনুমতি দিলেন আমাকে ক্ষতি করার?সেটা জ্বীন জাতি দিয়ে হোক,মানুষ বা পোকামাকড় দিয়ে হোক।এটা চিন্তা করতে লজ্জা করে না?আমার রব আমার কোন ক্ষতি চাইতেই পারেন না।আমি দুনিয়ার কোন বান্দার ক্ষতি,গীবত,তাদের সম্পর্কে কু ধারনা করা থেকে নিজের অন্তরকে বারবার পবিত্র রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি।বারবার তওবা ইস্তিগফার করে যাচ্ছি।বারবার আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছি, "আল্লাহ আমি কোথায় ভুল করছি

কিনা,আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। আমাকে শুধরানোর তৌফিক দিন।" আমি যদি সারাক্ষণ নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার মেহনত করতে থাকি তাহলে আমার কেন এত আতংক, কেন জাদু টোনার এত ভয়?কোন অসুস্থতা বোধ করলে ফালাক, নাস পড়া।এই চিকিৎসার বিষয় আসমান থেকেই এসেছে। তাহলে এই আসমানী চিকিৎসা ব্যবস্থাও কেন আমার জন্য কাজ করছে না?এ বিষয় গুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব।

১০)উকবাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, একদা আমি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (বিপদাপদে পড়লে) আমি কি 'সূরা হুদ' পড়ব, না 'সূরা ইউসুফ'? তিনি উত্তরে বললেন, এ ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহর কাছে কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক-এর চেয়ে উত্তম কোন সূরা পড়তে পারবে না। ইবনে হিব্বান-৭৯৫, আহমাদ-১৭৪৫৫

যাদের জীবনের সবকিছুতেই একেরপর এক বাঁধা লেগেই আছে, তাদের জন্য ছোট্ট একটি পরামর্শ। উঠতে বসতে সারাদিন যতবার সম্ভব ‘সূরা ফালাক’ পড়ুন।আমি যেকোন সমস্যায় ফালাক,নাস পড়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর তরফ থেকেই সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি।

সবসময় আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া,নজর হেফাজত, জবান হেফাজত,সারাক্ষণ নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার মেহনত।কে আমাকে তৌফিক দিচ্ছেন? আমার রব।আমার এবং আমার রবের মধ্যে যারা আসছে তাদের যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য কি আমার রবই যথেষ্ট না?আমি কখনো তাদের ধ্বংসের কথা বলিনা।দুআ করি আল্লাহ যেন তাদের হিদায়াত দিন।আমি আমার নফস ছাড়া আর কাউকেই শত্রু মনে করিনা।আমার নফস আমাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে।আমার নফসের মত ক্ষতি আমাকে আর কেউ করে না।

১১)হিদায়াত এর আগে দুনিয়ার সবার দোষ দেখতে পেতাম।অমুকের দোষ,তমুকের দোষ,সবাই শুধু আমার ক্ষতি করে।একমাত্র আমিই ভাল।আল্লাহ মাফ করুন।আমার চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে যে,আমিই গুনাহগার।আমাকে ক্ষতি করার জন্য পেয়ে বসল কিভাবে?সে চিন্তা করতে হবে।

১২)একটা সময় জানতে পারলাম আয়না ব্যবহারের কারনে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এ বিষয়ে রুকইয়াহ সেন্টারের একটা লেখা শেয়ার করেছি।

🟢আয়নাবাজি ও জিন যাদু

আয়না ঘরে থাকা একটি প্রয়োজনীয় আসবাব। ছোট বেলায় দেখতাম মা-খালারা আয়নার উপর হাতের কাজ করা কাপড় ঝুলিয়ে ঢেকে রাখত। এখনো হয়ত গ্রামে করে। ছোট আয়নাগুলি ড্রয়ার বা বাক্সে ঢুকিয়ে রাখত। প্রয়োজন হলে পরদা সরিয়ে আয়নার কাজ করে আবার ঢেকে রাখা হত।ছোট বেলায় প্রায়ই ভাবতাম এমন কেন করে? উত্তর খুঁজে নিতাম

নিজে নিজেই যে আয়না ময়লা হবে বা হাতের কাজের কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে সৌন্দর্য বা আভিজাত্য বাড়বে।

কিন্তু জিন যাদু নজরের দুনিয়ায় ঢুকার পর এটা বুঝতে পারছি যে আয়না কতটা ভয়াবহ। আপনি আয়নায় আপনার চেহারা দেখলেন। দেখলেন আপনার চুল। কেমন যেন ভালো লাগা তৈরি হল। নিজের অজান্তেই নিজের সৌন্দর্যের প্রতি বিমোহিত হয়ে গেলেন। ব্যাস, আপনার নজর আপনার উপর পড়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন। বাকি শুধু আল্লাহর আদেশের।

আপনার শরীরের ভিতর জিন আছে ধরে নেন (আল্লাহ মাফ করুন)। সেই জিন যাদুর জন্যও আসতে পারে। এখন সে তাই দেখে যা আপনি আপনার চোখ দিয়ে দেখেন। আপনি আয়নার সামনে গিয়ে দোয়া না পড়ে আয়নায় নিজেকে দেখলেন, জিন ও দেখল। সে তো মানুষের চোখে মানুষকে আগে দেখেনি। ভালো লেগে গেল। প্রেমে পড়ে গেল। আশিক হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

যাদুর জিন। সে নিজেই যাদুকর। আপনার চোখ দিয়ে আপনার দিকে আয়নার মাধ্যমে তাকিয়ে যাদু করতে পারে। যাদু করার জন্য আপনার ব্যবহৃত আয়না যাদুকররা ব্যবহার করতে পারে। আয়না চালান বা আয়নার মাধ্যমে যাদু করে হ্যালুসিনেশন এর মাধ্যমে আপনার চোখ দিয়ে পরাবাস্তব বা অলীক কিছু বা এমন কিছু যা আপনার দেখার কথা না তা দেখাতে পারে। অনেক জিনের রুগী বা কবিরাজ আয়নার দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু বলে দেয়। আমার পরিচিত একজনের টাকা চুরি গিয়েছিল। কবিরাজ তার বাসার আলমারির আয়নায় সরিষার তেল সহ কি কি জানি দিয়ে মন্ত্র বা কিছু একটা পড়ে আয়নায় তাদেরকে তাকাতে বলেছিল। তারা তাকিয়ে দেখে যে কে কিভাবে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। সব দেখে! ছায়াছবির মত। এক্ষেত্রে কবিরাজ আয়নার মধ্যে কি টিভি ফিট করেছিল? না, সে জিন দিয়ে তাদের দেখিয়েছে এবং তাদের শরীরে জিন প্রবেশ করিয়েছে।

অনেকে আয়নার দিকে তাকিয়ে নানা রিচুয়াল প্র্যাক্টিস করে। যেমন পশ্চিমে আয়নার দিয়ে তাকিয়ে রাতের ১ টার সময় একটা সংখ্যক বার ব্লাড ম্যারি বলে ডাকলে নাকি আত্না হাজির হয়! আমাদের অনেকেই আবার কষ্ট পেয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে কান্না করে এবং নানা রকম কথা বলে (জিনে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝেই এটা বেশি দেখা যায়)। ফলে তারা জিন দ্বারা পজেস হবার হুমকির মুখে থাকেন। (বাথরুমেও এ ধরনের কাজ করলে পজেস হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে)। ক্রিস্টাল বল বা এ ধরনের সকল কিছুই এই একই সূত্রে পড়ে। পানির ভিতর দেখাও সেম কাহিনী।

আয়না দিয়ে নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে অনেকে মেডিটেশন করে বা সম্মোহিত করে। জানেন কি এটা জিনের কারবার? জিন আক্রান্ত ব্যক্তি যদি এমন করে তবে তার জিন আসক্ত হবে তো হবেই, এমনকি তার মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ নেয়ার ক্ষমতা বা পথ বা উপায় বেড়ে যাবে। এটা যে কত ভয়াবহ তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। আপনি বুঝার আগেই আপনি সম্পূর্ণ পাগল

হবার পথে অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে ফেলবেন। এ ধরনের পেশেন্টের আয়না দেখার পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে সবার চোখেই তা অস্বাভাবিক লাগবে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় হারিয়ে যাওয়া, নানা আকৃতি দেখা, আয়নার সামনে বসলে সময় কোন দিক দিয়ে পার হয় তা না বুঝা, অতীত বা ভবিষ্যতের কিছু দেখে ফেলা ইত্যাদি সুস্পষ্ট জিন দ্বারা আক্রান্তের লক্ষন। আয়নার সামনে মোম জ্বালিয়ে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বেশ সাধারণ। এছাড়া আয়নায় লাল বা কালো কালার দিয়ে মন্ত্র বা কিছু লিখে যাদু করাও সাধারণ বিষয়। এমনকি জিনেরাও আয়নার উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য কিছু লিখে বা একে যেতে পারে।

যাই হোক, অকারণে আয়না দেখা বা অস্বাভাবিক আয়নার প্রতি আসক্তি এবং সেল্ফিবাজি যদি আপনি করে থাকেন সাবধান হয়ে যান। আয়না ঢেকে রাখবেন। দোয়া পড়ে আয়না দেখবেন। নইলে আয়নাবাজিও অতি মারাত্মক হতে পারে।

🔶আয়না দেখার সুন্নাত: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আয়না দেখতেন তখন এই দোয়া পড়তেন, (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৮৩০২)

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ اَوْسِعْ فِيْ رِزْقِيْ

(আল্লাহুম্মা হাসসানতা খলক্বি ফাহাছিছন খুলুক্বি ওয়া আওছি'ফি- রিঝক্বি)

অর্থ, হে আল্লাহ! আপনি যেমন আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তেমন আমার চরিত্রকেও সুন্দর করেদিন এবং আমার রিজিকে প্রশস্ততা দান করুন।(যদিও এই দোয়া পড়ার সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে)

[৭:২৭] আল আরাফ: হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না।

১৩)ঘর থেকে আয়না বের করে দিয়েছি।আল্লাহ এবং আমার মাঝে বাধা তৈরি করবে এমন কোন কিছু আমার দুনিয়ায় দরকার নেই।আর সেই বাধা যদি হয় কোন মানুষ,তার জন্য দুআই যথেষ্ট। আমার দুআর কারনে সে কখনোই কোন ক্ষতি করার চিন্তাই করতে পারবে না।আমার আল্লাহই যথেষ্ট। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কে রক্ষা করেছেন**?**আল্লাহ রক্ষা করেছেন।তাহলে আমাদেরও রক্ষা করবেন কে**?**আল্লাহ কি যথেষ্ট নন**?**আল্লাহ হও বললেই হয়ে যায়।এই ঈমান আকিদা আপনার ভিতরে আসে না

কেন?আপনার এত সার্টিফিকেট থাকার পরও আপনি কেন বুঝতে পারেন না?দ্বীনে ফেরার পর আমার কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়নি,আমার কোন সার্টিফিকেট নেই।আমি শুধুমাত্র কুরআন পড়েই আল্লাহ আমার বুঝে দিলেন যে আল্লাহর সাথে আমার কেমন সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।তাকওয়ার আদলে গড়তে হবে নিজেকে।তাকওয়ার ভিত্তিতে হবে সবকিছু। সর্ববিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে হবে।ভয় পাওয়ার মত ভয় পাওয়া। সেই মেহনত করার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ।আমি দুনিয়ার কোন ক্ষতি, যাদু, কোন কিছু কেই ভয় করিনা।

১৪)আমি শুধু আমার রবকে ভয় করি।ভয় যদি একমাত্র আল্লাহ কে করি,তাহলে আমার এত দুরবস্থা কেন?আমি সারাক্ষণ এত আতংকিত কেন?আপনি এত ভয়ে থাকেন কেন?আপনি কি অন্য কারো ক্ষতির চিন্তা করেন**?**আপনার অন্তরের কি হালত**?**আপনি কি কারো গীবত করেন? আপনি যদি আল্লাহর দেয়া বিধান পালন না করতে থাকেন তাহলে আপনার সবসময় ভয় লাগতে থাকবে।এই বুঝি কেউ ক্ষতি করল।এই বুঝি বিপদ হলো ইত্যাদি।

১৫)আয়না একটা অহেতুক বিষয়।খেয়াল করে দেখবেন আগের দিনের নানী দাদীরা আয়না ব্যবহার করতেন কিনা। আর করলেও সেটাকে ঢেকে রাখতেন।এখন তো সব আসবাব পত্রে আয়না।সারাক্ষণ শুধু নিজেকেই দেখতে হবে।আল্লাহু আকবার!আয়নার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।এবং ঘরে অবস্থান করতে হবে।

১৬)উক্ববাহ ইবনে আমের **(**রাঃ**)** হতে বর্ণিত**,** তিনি বলেন**,** আমি নিবেদন করলাম**,** ’হে আল্লাহর রসূল**!** কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব**?’** তিনি বললেন**,** তুমি নিজ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। **(**অর্থাৎ**,** অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।**)** আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর। **(**তিরমিযী ২৪০৬**,** হাসান সহীহ**)**

সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে তার জিহবাকে বশীভূত রাখে**,** স্বগৃহে অবস্থান করে এবং স্বকৃত পাপের উপর কান্না করে। **(**সহীহুল জামে’ ৩৯২৯**)**

🔶আমাদের জন্য করনীয় কি?

১)জিহবা সংযত করা
২)প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়া
৩)নিজের পাপের জন্য কান্না করা,আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া।

🟢আমাদের বিভিন্ন বিপদ আপদ যা কিছুই হয় সেটা আমাদের নিজেদের কারনেই।<u>নজরের হেফাজত,জবানের হেফাজত, ঘরের বাইরে যাওয়া</u> এই ৩ টা পয়েন্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অনুরোধ।আমাদের নারীরা আজকে সর্বত্র অপমানিত। কেন**?**কারন নিজেরা কারন খুঁজে দেখি।

১৭)নামাজকে আউয়াল ওয়াক্তেই পড়তে হবে।কোন বাহানা চলবে না যে আমি পারি না।আমরা কোন কিছুই পারিনা।আমরা সূরা ফাতিহা অন্তত শুদ্ধ করে কি পড়তে পারি?আল্লাহর হুকুম ছাড়া জবান থেকে একটা মাখরাজ কি বের করতে পারি?আল্লাহর হুকুম ছাড়া জমিনের কোন কিছু হয়না।তাহলে আল্লাহর হুকুম কেন হয় না?আউয়াল ওয়াক্তে নামাজের তৌফিক কেন আপনার হয়না?আমি বিভিন্ন কাজের কারনে নামাজের সময় যে হয়েছে সেটা ভুলেই যাই। কিন্তু নামাজের সময়ের আগেই আল্লাহ পাক স্মরন করিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াক্তের আগেই নামাজের জন্য হাজির।আমার আল্লাহ কে আমার দেখাতে হবে, আল্লাহুমা লাব্বাইক। আমি হাজির আল্লাহ।

১৮)আপনি যদি যাদু থেকে বাঁচতে চান,অদৃশ্য জগতের ক্ষতি থেকে বাঁচতে চান তাহলে আপনাকে পরিপূর্ণ খাস পর্দা করতে হবে।এমনভাবে নজরের হেফাজত করতে হবে যেন আমার নজর কোন পুরুষকে না দেখে।এই ধাপ গুলো আপনি যদি পার না করতে পারেন,তাহলে আল্লাহ আপনাকে কেন এত প্রটেকশন দিবেন?আল্লাহর বন্ধুত্ব আপনি কিভাবে নিবেন?আল্লাহর অবাধ্যতা করে?আল্লাহর হুকুম মানার জন্য মেহনত করবেন না।মেহনত করবেন কে কোন দিকে ক্ষতি করল,কোন আত্নীয় করল,কার কি দোষ ইত্যাদি। সারাজীবন তো এসবই করে আসলেন।দ্বীনে ফেরার পরও কি এসবই করবেন?দ্বীনে ফেরার পর এখন আত্নীয়র হক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।কার কতদিন হলো কোন খোঁজ খবর নেই নি?সেসব খুঁজে বের করে খবর নিতে হবে।আখিরাতের কামাই করার জন্য,জান্নাতুল ফিরদাউসের লোভে আপনি নিজেই সবাইকে খুঁজে বের করবেন।সবার খোঁজ খবর নিবেন।এটাই তো ইসলামের সেই সৌন্দর্য। আমার মৃত্যুর পরে যেন কেউ বলতে না পারে যে সে আমাদের সাথে কোন যোগাযোগ রাখে নি।শ্বশুর বাড়ি,বাবার বাড়ির প্রত্যেক নারী সদস্যের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।(নারীরা নারীদের সাথে,পুরুষরা পুরুষদের সাথে)প্রতি সপ্তাহে না পারলে মাসে অন্তত একদিন হলেও যোগাযোগ করতে হবে।তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের ফোন দিন।তাদের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করুন।আত্নীয়তার হক আদায় করুন।আত্নীয়দের সাথে যোগাযোগ না করলে আপনি দ্বীনের দাওয়াত কিভাবে দিবেন?অনলাইনে পেইজ খুলে বসে?আল্লাহু আকবার!তাদের সাথে যোগাযোগ করুন।এর মাধ্যমেই তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হবে ইনশাআল্লাহ।শুরুতেই আত্নীয়দের সাথে ঈমানের আলোচনা ছিল না।কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে আল্লাহর কাছে দুআ করে হিকমাহ চেয়ে নিন।আমাকে আল্লাহর হক আদায় করতে হবে।

১৯)আল্লাহ পাক আমাকে পর্দার তৌফিক দিলেন,নজর হেফাজত করার তৌফিক দিলেন,সকাল সন্ধ্যার মাসনুন আমল করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সকাল সন্ধ্যার দুআ যিকির এর জন্য **"**রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৈনন্দিন দুআ যিকির**-** শায়েখ আহমদুল্লাহ**"** এর ছোট একটা বই কার্ড আছে।সেটা খুবই উপকারী।এছাড়াও হিসনুল মুসলিম বই, এ্যাপ আছে।সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

সারাক্ষণ জবানে যেন ইস্তেগফার, দুরদ জারি থাকে। আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার জীবনে কোন শত্রু নেই। আমি নিজে ছাড়া। আমি নিজেই তো নিজের শত্রু। আমার নফসই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। আমিই অধম। আমিই পারছি না নেককার নারী হতে। আমার এত ব্যর্থতার গল্প কেন?কেন আমার এত নাই নাই এর গল্প,হা হুতাশ?কেন আমার এত শত্রুর গল্প?কেন আমি বলতে পারি না যে আমার কোন শত্রু নেই?বিতাড়িত শয়তান এবং আমার নফস ছাড়া আমার আর কোন শত্রু আসলেই নেই। আমি নিজেই তো নিজেকে ধ্বংস করে যাচ্ছি। আপনি যে আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে চারদেয়ালের মধ্যে আছেন আপনি কি রোগবালাই, বিপদ আপদ থেকে মুক্ত আছেন?শান্তিতে আছেন?আপনার লজ্জা হয় না?আমার তো লজ্জা করে। কেমন মানুষ যে আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে রাখে,ফোনে পর্যন্ত যোগাযোগ করে না। যাদু টোনার ভয়ে হক আদায় বন্ধ করে দিয়েছি আমরা?কোন যাদু টোনাই আমার ক্ষতি করতে পারবে না। যে ক্ষতি করতে আসবে উল্টা সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব বুঝতে চেষ্টা করি। সংসারগুলোকে সুন্দর করে সাজাই। বিবাহিত না হলে এসব বুঝে অগ্রসর হই। বিবাহিত হয়ে থাকলে এসব বুঝে আমল করার চেষ্টা করি। ঈমান আকিদা এদিক থেকে ঠিক করার চেষ্টা করি।

২০)আপনি যদি নিজে এসব বিষয়ে আমল না করেন তাহলে কিভাবে রুকইয়াহর মত পেইজের এডমিন?কিভাবে মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন? মানুষ তো আরো ভয় পাবে। আপনি তো মানুষকে আরো আতংকিত করবেন। আপনার মাধ্যমে মানুষের ঈমান আকিদা আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। কোন পর্যায়ে এসে শিখানো যাবে**?**নিজে পরিপূর্ণ শিখে আমল করার পর। পরিপূর্ণ জ্ঞান না থেকে যদি শিখাতে যায় তাহলে সে বরবাদ করবে আরো বেশি। যারা এ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন,তারা কেন মানুষকে বলেন না যে নিজের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক মজবুত করুন। নিজের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক মজবুত থাকলে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া**,**পর্দা ঠিক করা**,**নজর হেফাজত**,**জবান হেফাজত**,** ঘরে অবস্থান করা**,**বাসায় থেকে নিজের নামাজ ঠিক করা এসবই তো সমাধান। আমল করেই দেখুন। কি পরিমান আসমানের বাহিনী আসতেই থাকে আপনার ঘরে। আপনি অবশ্যই অনুভব করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

সারাক্ষণ যিকিরে থাকুন,তওবা ইস্তিগফারে লেগে থাকুন,উস্তাদ/উস্তাযার(নারীরা উস্তাযার সাথে,পুরুষরা উস্তাদের সাথে) সাথে কুরআনের মজলিশে থাকুন। এখন তো অনলাইনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক অনেক সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে যেই শক্তি সামর্থ্য দিচ্ছেন সেটা কেন আপনি পাচ্ছেন না?

২১)বিষয় গুলো বুঝে আমল করার চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দিন। এক কথায় বিষয় টা হলো আপনি আপনার রবের সাথে ঠিকমত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নাই। আপনার ঘরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা টা দুর্বল। এজন্যই ঘরে একটার পর একটা বিপদ আসছে। রোগ বালাই,যাদু টোনা ইত্যাদি থামার নাম নেই। আল্লাহু আকবার! তাহলে আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার মাধ্যমে, তাকওয়ার শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে এবং

অন্যকে এই শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া সুরক্ষা সেল এ চলে যাবো।আল্লাহ স্বয়ং আমার ঘরের দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।আল্লাহর বাহিনী দিয়ে আমাকে সার্বক্ষনিকভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।এটা কি আমার জন্য জরুরি না?মূল বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করে কে কি করেছে,তাবিজ একটা খুঁজে পেলেও এটা কে করেছে সেই চিন্তা করাটাও আমি ফাহেশা কাজ মনে করি।ঘরে যদি তাবিজ পাওয়া যায় ফালাক নাস পড়ে ফু দিন,আগে পরে দুরদ পড়ে নিয়ে পানিয়ে ভিজিয়ে রাখুন।এরপরে এগুলো পুড়ে ফেলবেন।মেটাল ধরনের জিনিস হলে ধ্বংস করে দিন।এগুলো নিয়ে এত টেনশন করার কিছু নেই।টেনশনের কারন আমি নিজে,আমার নিজের আদব আখলাক,আমার জীবন যাপনের পদ্ধতি,আমার সুন্নাহ পালন করার তরিকা,আমার আল্লাহ পাকের জীবন বিধানকে মেনে চলা।আমি এসব বিষয়ে ব্যর্থ।বিষয় টা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত।মূল বিষয় ঠিক করতে পারি নি এজন্য বারবার মনযোগ অন্য দিকে ঘুরাচ্ছি।অমুক ক্ষতি করেছে তমুক ক্ষতি করেছে। এগুলো করে আত্মপ্রতারনার আশ্রয় নিচ্ছি।এতে কার লাভ?আপনিই দিনে দিনে ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছেন। বোরকা নিকাব টাই আপনার জীবনে।আর কিছুই নেই।দিন শেষে আপনি সেই শূন্য হাতেই আছেন।না আছে ঈমানের কোন শিক্ষা, না সংসার গঠন,না স্বামী স্ত্রীর মজবুত সম্পর্ক কোন দিক থেকে আপনি সফল?সবদিক থেকে আপনি ব্যর্থ।এবং সেগুলো একটার পর একটা প্রকাশ হয়েই যাচ্ছে।আর আপনি যদি মূল বিষয় ধরতে পারেন তাহলে সেটা নিয়ে কাজ করুন।

২২)আমি রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে আমার নিজেরই ভাল লাগেনা।আমার স্বামী ঘরে এসে আমাকে সে অবস্থায় দেখবে এটা আমার জন্য লজ্জাকর বিষয়।এটা আমি আমার চেহারার ভাবে প্রকাশ করতেও লজ্জা পাই।কারন আমি চাই সে সারাদিন পরে এসে আমাকে একদম ফিট,স্মার্ট,আকর্ষনীয়ভাবে দেখুন।আমি বিছানায় কাতরাচ্ছি,বিছানায় তিড়িং বিড়িং করছি এভাবে আমাকে দেখুক এটা ভাবতেই আমি লজ্জা বোধ করি।আপনার লজ্জা করে না? আপনি যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েই থাকেন কিভাবে দায়িত্ব পালন করবেন?কিভাবে উম্মাহর খেদমত করবেন?আপনি কিভাবে মা হবেন?উম্মতের বড় বড় খলিফা আবার দুনিয়ায় কিভাবে এই কোলেই বড় হবে?কিভাবে সম্ভব?এই শরীর দ্বারা সম্ভব?আপনি তো কালো যাদুতেই আক্রান্ত।তাহলে আপনি বিয়ের মত বন্ধনের জন্য অগ্রসর হবেন না।আগে আপনি নিজের ঈমান আকিদা ঠিক করুন।নিজের শরীরকে সর্বাবস্থায় ঠিক করুন।এটা আগে নিশ্চিত করুন যে আমি ফিট,আল্লাহর কালাম আমার জন্য যথেষ্ট। গা ঝাড়া দিয়ে উঠেন।রুকইয়াহর গোসল করেন।এখন এসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা খুবই সহজ।অনলাইনে বই ও কিনতে পাওয়া যায়। "রুকইয়াহ- আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ" বইটা দেখতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

🔶২৩)প্রশ্ন: রুকইয়াহ কিভাবে করব?সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আমরা এভাবে রুকইয়াহ করতে পারি ইনশাআল্লাহ:

দুরূদ

সূরা ফাতিহা
সূরা ইখলাস
সূরা ফালাক
সূরা নাস
আয়াতুল কুরসী
বাকারাহ ২৮৬,২৮৬
দুরুদ

ইনশাআল্লাহ ১/৩/৫/৭ বার করে পানিতে ফু দিয়ে রুকইয়াহর গোসল করতে পারি। পানিতে ফু দিয়ে খেতে পারি,পানি ছিটিয়ে দিতে পারি শরীরে,ঘরে। শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতার জন্য নিয়ত করতে পারি,বা যেকোন সমস্যার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সহজ করুন।

২৪)যেকোন সমস্যা হোক শারীরিক মানসিক অসুস্থতা,স্বপ্নে জ্বীন দেখা বা অন্য কোন ক্ষতি যাই হোক রুকইয়াহ করে নিন।রুকইয়ার গোসল করুন।ফালাক নাস পড়ুন।আলহামদুলিল্লাহ আমি তো এভাবেই ফিট হয়ে যাই।দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে আমি পর্দার বিষয়, নজর হেফাজত ইত্যাদি বিষয় গুলো বুঝতে পারতাম না।এজন্য আমি বিভিন্ন ভাবে বিপদগ্রস্ত হচ্ছিলাম।

যখনই বিষয় গুলো স্পষ্ট হয়ে গেল তখন থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকেই আমার জন্য বিষয় গুলো সহজ হতে শুরু করল আলহামদুলিল্লাহ। ঘুমের মধ্যে মাঝে মধ্যে এ্যাটাক হয়।আমি আয়াতুল কুরসি পড়তে থাকি।আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিক হয়ে যায়।আপনার ২৪ ঘন্টার চিত্র কেমন?সুন্নাহ পালন কেমন?এটা যদি ঠিকমত আল্লাহর সামনে পেশ করতে পারেন তাহলে গায়েবের বিষয় নিয়ে টেনশনের কিছু নেই।কোন কিছু আপনার ধারে কাছে আসতে পারবেনা।কিছু ঈমানের পরীক্ষা আল্লাহ পাক নিবেন।এর মাধ্যমে আপনার ঈমানের পরীক্ষা হবে যে আপনার ঈমান কেমন।ঈমান মজবুত থাকলে সেটা শরীরেও চলে আসবে।শরীরের মজবুত ভাব সেটাও ঈমান থেকেই আসে। আমার ঈমান মজবুত, শরীরও মজবুত।আমার ঈমান দুর্বল শরীরও দুর্বল।প্রতিটা বিষয়ের সাথে ঈমান সম্পর্কিত। যেদিন থেকে আমার চোখ দিয়ে কোন পরপুরুষ যেন না দেখা হয় এই মেহনত করে যাচ্ছি সেদিন থেকে আমার চোখের যেকোন রোগবালাই(চোখের এলার্জি,চোখ ব্যাথা বা অন্য কোন সমস্যা) আর নেই।আল্লাহু আকবার! শুধুমাত্র চোখের রুকইয়াহ করা হয় আলহামদুলিল্লাহ। প্রতি ফরজ নামাজের পরে এই দুআ পড়া।তারপরও যদি ভুলে যাই যখন মনে পড়ে তখনই পড়ে নেই আলহামদুলিল্লাহ।কোন কিছুই যদি জানা না থাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ফু দিন।আল্লাহ আপনি আমার চোখের নূর কে বৃদ্ধি করুন।এই নূর আল্লাহ কাকে দিবেন?যে চোখ পরপুরুষ দেখে বেড়ায় তাকে দিবেন?মাহরাম ছাড়া চলাফেরা করে তাকে আল্লাহ এই নিয়ামত দিবেন? কোনদিনই না।যেদিন থেকে আপনি এ বিষয় জানার পর থেকে আমল করার নিয়ত করবেন নিজেই এর বরকত রহমত বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। চিকিৎসা ব্যবস্থা গুলো প্রচন্ড

ঝামেলার। সারাদিন চশমা পড়ে থাকা,ঘুম আর গোসল ছাড়া সারাদিন চশমা ব্যবহার করতে হবে।৬ মাস পর পর চেকাপ করানো,পাওয়ার পরিবর্তন করা।এটা কোন কথা?আল্লাহু আকবার!আমার যখনই মনে হচ্ছে তখনই আমি রুকইয়াহর আয়াত পড়ে ফু দিয়ে দিচ্ছি চোখে।কোনটা সহজ?ডাক্তারের কাছে দৌড়ানো সহজ নাকি দুআ পড়ে ফু দেয়া সহজ**?**আল্লাহ আমাকে আযাব গজবের জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

🟢২৫)চোখের সমস্যার জন্য রুকইয়াহ:

চোখের সমস্যায় সুরা ক্বফ ২২নং আয়াতের শেষাংশ বেশ উপকারী। এর সাথে সূরা ফাতিহা।

🔶আয়াতের অংশটি হচ্ছে-
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ
অনুবাদঃ আমি তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, তাই আজ তোমার দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। (সূরা ক্বফ ২২)

❓কিভাবে এই আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করবেন?নামাজ শেষ করার পর সূরা ফাতিহা এবং এই আয়াতটি পড়ুন, এরপর মুখের কাছে এক হাত নিয়ে ফুঁ দিন, যেন ফুঁ চোখে লাগে। অথবা আঙ্গুলের মাথায় ফু দিয়ে চোখ মুছে নিন। এভাবে প্রতি নামাজের পরেই করুন।

অফটপিকঃ সালাতের পরে করতে বলার কারণ হচ্ছে, ওই সময় দোয়া কবুল হয়। রুকইয়াহ যেহেতু এক প্রকার দোয়া, তাই নামাজ শেষে রুকইয়াহ করলে উপকার বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া অন্য সময়েও আপনি করতে পারেন, কোন সমস্যা নেই।

২৬)নামাজের উদ্দেশ্যে ঘরে থেকে বের হয়ে মসজিদে দিকে হেঁটে যেতে যেতে চমৎকার একটি দোয়া পড়তেন নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।তাঁর এ দোয়ায় আবেদনগুলো ছিল হৃদয়গ্রাহী ও অনেক উপকারী।সত্যিই প্রত্যেক নামাজির জন্য কার্যকরী এ দোয়া।কী আবেদন আছে এই দোয়ায়?

اَللّهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِى نُوْراً وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْراً وَمِنْ أَمَامِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْراً وَ مِنْ تَحْتِىْ نُوْراً اَللّهُمَّ أَعْطِنِىْ نُوْراً

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজআল ফি ক্বালবি নুরাও ওয়া ফি লিসানি নুরাও ওয়াজআল ফি সাময়ি নুরাও ওয়াজআল ফি বাসারি নুরাও ওয়াজআল মিন খালফি নুরাও ওয়া মিন আমামি নুরাও ওয়াজআল মিন ফাউক্বি নুরাও ওয়া মিন তাহতি নুরা। আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনি নুরা।'

অর্থ : হে আল্লাহ**!**আমার অন্তরে নূরের ব্যবস্থা করে দিন**;**আমার জিহ্বায় নূর দিন**;**আমার কানে নূর দিন**;**আমার চোখে নূর দিন**;**আমার পেছনে নূর দিন**;**আমার সামনে নূর দিন**;** আমার

উপর থেকে নূর দিন;আমার নিচ থেকে নূর দিন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন।'(বুখারী ৭/১৪, মুঃ ১/৫৩০)

🔶এই দুআ আমরা যেকোন সময় পড়ার চেষ্টা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

২৭)আমি যদি আমল না করি আমি উপকার পাবো কিভাবে?আমার যদি অসুস্থতার লিস্ট থাকে গ্রীষ্মকালীন অসুস্থতা,শীতকালীন অসুস্থতা এ ধরনের মানুষকে কে পছন্দ করে?আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের এভাবে দেখতে চান?আপনি নিজে তো সেটাই হচ্ছেন।অসুস্থ আর অসুস্থ।আল্লাহর দ্বীন আমাকে এ থেকে বের করে নিয়ে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ।আমি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত একজন বান্দা। রহমানের বান্দারা সর্ববিষয়ে বলিষ্ঠ। তাকে যেখানে রাখা হবে সেখানেই ফিট।শারীরিক মানসিক আত্মিক সবদিক থেকেই সে ফিট।সে কোনদিক থেকেই অভাবগ্রস্ত না।কারন সে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়।সে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত পেতে থাকে।আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহন করব।আল্লাহ সহজ করুন।

এভাবেই আমরা জীবনকে সহজ করা শিখবো।আমাদের জীবন যেন সবসময় আল্লাহর নিয়ামতে পূর্ন থাকে।

🔶আমি কোন কষ্ট ছাড়া যে ঈমান পেয়েছি,ইব্রাহিম (আঃ) সারাজীবন দোয়া করেছেন) কিন্তু তাঁর বাবা ঈমান পায়নি।নুহ (আঃ) সারা জীবন দোয়া করেছেন কিন্তু তাঁর ছেলে ঈমান পায়নি।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন দোয়া করেছেন কিন্তু তাঁর চাচা আবু তালিব ঈমান পায়নি।আপনি কোনদিন দোয়া করেননি কিন্তু আপনি পেয়ে গেছেন।এত উঁচু স্তরের নবীদের প্রত্যাশিত জিনিস আপনি বিনা পরিশ্রমে পেয়ে গেছেন। গুনাহের মাধ্যমে এটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অধিকার আমার আপনার আছে? আর তা হেফাজতের ব্যাপারে আমরা কত উদাসীন ভাবার সময় এসেছে।- মাওলানা আব্দুল মাজিদ হাফিযাহুল্লাহ

আমি যেন সবসময় এটা টের পাই যে ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা আমাকে নিয়ামতের জীবন দিচ্ছে। আমরা দিন দিন রোগা,যাদুগ্রস্ত হচ্ছি এসবের ওয়াজ করে করে নিজের আমলের ঘাটতি এগুলো বলে বেড়াবো না।এসবের মাধ্যমে নিজেদের আমলের ঘাটতি,সুন্নাহ পালনের ঘাটতি প্রকাশ পায়।আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ একদিনও হয় না ঠিকমত,নজর জবান হেফাজত হয়না,তাহাজ্জুদ নিয়মিত হয়না,সকালে ফজরের পর জেগে থাকা হয়না,জলদি ঘুমানো হয়না ইত্যাদি এসব বলা বন্ধ করি।

সকল কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই।আমার আল্লাহ পাক আমাকে এসব আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি কোনকিছুই করার যোগ্যতা রাখিনা।আমি আল্লাহকেই বলতে থাকি আল্লাহ আপনি আমাকে সাহায্য করুন।সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে।আমি সাথে সাথেই টের পাই আল্লাহর সাহায্য আসছে।আল্লাহু আকবার!আপনি টের পান

না**?**আপনি কেন পান না**?**এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরগুলো ব্যাধিমুক্ত করে দিন।আমিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৮: সার্টিফিকেট বনাম বাস্তবতা

১)আপনি যদি বুঝতে পারার মত জ্ঞান রাখেন, কুরআনকে পড়েন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার জীবনের যত সমস্যা শারীরিক, মানসিক,পরিবেশগত ইত্যাদি যা কিছু হোক সেগুলো এক পাশে থাকবে।আরেক পাশে থাকবে আল্লাহর ভয়,নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ।জীবনের মধ্যে এই দুটা ভাগ।প্রতিটা ঘরে সমস্যা আছে,আবার প্রতিটা ঘরে কুরআন আছে,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ সুন্নাহ আছে।ঘরের মধ্যে দুটা ভাগ হয়ে গেল।একপাশে সমস্যা আরেক পাশে কুরআন ও সুন্নাহ।তাহলে আপনার হিসাব করতে সুবিধা হবে যে আপনি জীবনটাকে কিভাবে দেখবেন।তাই যতই সমস্যা থাকুক, সেগুলো কে অন্তরে জায়গা দেয়া যাবে না।যখনই চিন্তায় আসবে তখনই দুআ করে নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে যদি বিষয় গুলো হালাল হয়।এছাড়া আর কোন বিষয় নাই।মূল বিষয় যদি ধরতে পারেন তাহলে বিষয়বস্তু বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। এত হাদীস,দলিল,কিতাব ইত্যাদি আমি কোনদিকে যাবো?আপনার যত ধরনের সমস্যাই থাকুক শারীরিক,মানসিক,পরিবার, সন্তান,স্কিন,চুল ইত্যাদি আমি যদি সমস্যা নিয়ে জানতে চাই সেগুলো হাজার রূপে আসবে।সমস্যা জেনে বা বলে কোন কল্যান নেই।কল্যান কোথায়?সমস্যার সমাধান কোথায় সেটা জানার মাধ্যমে।আপনি যদি আল্লাহ কে চিনতে পারেন,নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ মেনে চলতে পারেন তবে তার মধ্যেই আছে সমাধান।যা কিছু আমার আল্লাহ ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্য বাধা হয়ে আসবে সেটাকে বের করে দিতে হবে। বের করে দেয়া কি এতই সহজ?জ্বি সহজ।বরং সেগুলোকে অন্তর থেকে বের না করে দিলেই বিপদ।যার সাথেই যোগাযোগ করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ,শুরুতেই জানতে পারি তারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।আমাদের সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।সমাধান কোথায়?কুরআন এবং সুন্নাহতে।আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত করার মধ্যে সমাধান রয়েছে।খুব দ্রুত আমাদের এই বিষয় বুঝতে হবে।

২)যখন কোন সমস্যা আমি বুঝতে পারবো,আমার চিন্তায় আসবে তখনই সাথে সাথে দুআয় লেগে যেতে হবে। প্রথমেই সমস্যাটা অন্তরে যায়না।চিন্তা আকারে থাকে।আস্তে আস্তে সেটা অন্তরের ব্যাধি আকারে রূপ নিবে।যখনই সমস্যা দেখবো,চিন্তায় আসবে সাথে সাথে সেটা নিয়ে দুআ করা।সেটাকে আল্লাহর দায়িত্বে দিয়ে দেয়া।আল্লাহ এই বিষয়ে আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব না।আমি কোন কিছু করার ক্ষমতাও রাখি না।আমরা এক কাপ চা বানাতে গেলে যদি সব উপকার থাকে আশা করি সবাই বানাতে পারব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু বিষয় যদি হয় আমার বিয়ে,রোগ বালাই,স্কিনের সমস্যা,চুলের সমস্যা,শুচিবাই, পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি এগুলো চা কফি বানানোর মত সহজ বিষয় না।যদিও যে চা কফির কথা বলা হচ্ছে সেটাও আল্লাহর হুকুম ছাড়া সহজ না।লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।চা বানানোর জন্য পানি আনতে গিয়ে গ্লাস থেকে পানি পড়েই

গেলো। চা বানাতে গিয়ে হাত পুড়ে গেল ইত্যাদি এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে। এসব বিষয় কখন ঘটে?যখন আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা(মাসনুন আমল,আল্লাহর সাথে সম্পর্ক) দুর্বল থাকে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সঠিক থাকার পরও সমস্যা হলে সেটা থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া সম্ভব আল্লাহর হুকুমে। সেগুলোর পিছনেও হিকমাহ থাকে হয়ত আমরা বুঝতে পারিনা। যখন সেটা দুর্বল থাকে তখন সামান্য সমস্যা থেকে মহামারী রূপ নিতেও সময় লাগে না। সামান্য একটু পিছলে পড়ার মাধ্যমেই পঙ্গুত্ব চলে আসবে,সামান্য কাটা থেকেই ধনুষ্টংকার এ রূপ নিবে। সামান্য বিষয় ছিল কিন্তু কি ভয়ংকর রূপ ধারন করল। আল্লাহু আকবার!

৩)আমরা আল্লাহর কাছে চাইবো,আল্লাহ আপনি আমাদের সিরাতুল মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত করুন। আল্লাহর ওয়াদা তিনি আমাদের সঠিক সরল পথ প্রদর্শন করবেন। তাহলে আমরা কেন সে পথে নেই?আমরা এখন খুব বেশি সার্টিফিকেট নির্ভর দুনিয়ায় চলে এসেছি। যখন হিদায়াত এর পথে ছিলাম না তখনও আমি সার্টিফিকেট খুব ভালবাসতাম। এখনও হিদায়াত এর পরেও সার্টিফিকেট খুব ভালবাসি। নিজের বিয়ের বিষয় হোক,নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা হোক সব বিষয়ে আমি সার্টিফিকেটই খুঁজি। যখন আল্লাহ পাক আমাকে বুঝে দিলেন যে আমি কোনভাবেই আমার মেয়েকে সার্টিফিকেট অর্জনের পিছনে মেহনত করাবো না,করব না। মেহনত করব তাকওয়া অর্জনের পিছনে,আল্লাহকে ভয় করার পিছনে। দ্বীনে ফেরার আগে আমার মনে হতো যারা নামাজ কালাম পড়ে তারাই তো তাকওয়াবান। যখন থেকে আল্লাহ পাক কুরআন বুঝে পড়ার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যেও ভন্ডামী আছে। নামাজী মানেই তাকওয়াবান না। বাহ্যিক পোশাকের সাথেই তাকওয়া সীমাবদ্ধ না। বাহ্যিক বিষয়ের সাথে অভ্যন্তরীন বিষয় ও অন্তর্ভুক্ত। তাকওয়ার মানে হলো প্রতিটা মুহূর্তে আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন। এই বিষয় কি বাইরে থেকে দেখানো সম্ভব? পোশাক হলো একটা মানদন্ড যে আমি সুন্নাহ পদ্ধতি গ্রহন করলাম। কিন্তু তাকওয়া বুঝানোর জন্য অন্তরের যে হালত আছে এটা আমার সার্টিফিকেট নষ্ট করে দিচ্ছে।

৪)সার্টিফিকেট দিয়ে আমাকে অনেক নিচু দেখানো হচ্ছে। সার্টিফিকেট কোনভাবেই আমার তাকওয়াকে তুলে ধরতে পারছে না। আমি সার্টিফিকেট দেখে যেখানেই অগ্রসর হচ্ছি সেখানেই বিভ্রান্ত হচ্ছি। কুরআন পড়ে আমাকে আল্লাহ পাক যেই নবী সাহাবীওয়ালা তাকওয়া শেখার তৌফিক দিচ্ছেন সেটা এখন কোথায় যার কারনে আসমান থেকে রহমত,বরকত,রিযিকের বর্ষন হয়?তাকওয়াবান বান্দার উপরে আল্লাহর বিশেষ রহমত বরকত রিযিক আসমান থেকে বর্ষিত হয়। আমি কেন আমার জন্য এটা পাচ্ছি না?আমি চিন্তা করলাম যার অনেক সার্টিফিকেট তার কাছে মনে হয় এই তাকওয়া আছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসলাম। বুঝতে পারলাম যে তাকওয়ার এই বিষয় সার্টিফিকেট দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব না। সার্টিফিকেট আপনাকে ধোঁকায় ফেলবে। তাকওয়ার মানদণ্ড নিয়ে ধোঁকায় ফেলা যায়না। আমি যখন তাকওয়ার মানদণ্ড অনুযায়ী চলাফেরা করব তখন সেটা যেকোন সার্টিফিকেটকে ছাড়িয়ে যাবে। এখন প্রত্যেক দ্বীনি ঘরেই দুনিয়াবি সার্টিফিকেট এর মানদন্ডে মুফতি মাওলানা আছে। আগে যেমন দেখতাম ঘরে ঘরে বিবিএ এমবিএ আছে এমন। সার্টিফিকেট এর অভাব নেই জীবনে। তাহলে অভাব কিসের?কেন এত দু:খ কষ্ট জীবনে?কেন মুসলিমরা সবদিকে

বিপদগ্রস্ত?কারন যেই তাকওয়ার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেছেন সেটা একটা ঘরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।একটা ঘরেও না।আমি সেই তাকওয়া অর্জনের জন্য ছুটেছি।যদিও এখনো পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি।পরিপূর্ণ না হওয়ার পরও আমি এত রহমত প্রাপ্ত হচ্ছি কেন, কিভাবে সেসব আপনাদের জানানোর জন্যই এসেছি।আপনি কি এ রহমত বরকত প্রাপ্ত হচ্ছেন কিনা।আপনার সাথে আপনার রবের বন্ধুত্ব টা এমন পর্যায়ে আছে কিনা।আপনার কাজগুলো সহজ হচ্ছে কিনা।আল্লাহকে আপনি সাহায্যকারী হিসেবে পাচ্ছেন কিনা।নাকি আপনি এখনো সেই হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আছেন?আপনার এত সার্টিফিকেট থাকার পরও যেই তাকওয়ার নূর আপনার মধ্যে প্রজ্বলিত হওয়ার কথা ছিল সেটা দেখা যাচ্ছে না।যা আছে সেটা নিভু নিভু পর্যায়ে আছে, কখনো আছে কখনো নেই।

৫)"যে দুনিয়ায় মান-সম্মান ও হালাল রিযক অর্জন করতে চায়, আর আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে চায়, তার কর্তব্য হচ্ছে সে যেন তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরে"।- শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায [রাহ.] [মাজমূঊ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত: ২/২৮৫]

তাকওয়া অর্জনের জন্য মেহনত মৃত্যু পর্যন্ত করতে হবে।তাকওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায় কোনটা,সেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকার মেহনত আমার সবসময় করতে হবে।এর মাধ্যমেই আপনি বুঝে ফেলবেন যে আপনার চেয়ে আরেক বান্দা তাকওয়ার দিক থেকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।এমন ক্ষেত্রে এটা বলার আর অবকাশ রাখে না সেই ব্যক্তি দৈহিক,মানসিক,আত্মিক দিক থেকে প্রশান্তিতে,আল্লাহর রহমত বরকত, ক্ষমা, নূর প্রাপ্তির দিক থেকে সে সর্বদিক থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।তাকওয়াবান বান্দা হওয়ার মেহনত করতে থাকলে আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে। আল্লাহু আকবর!আমাদের কি আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমার প্রয়োজন নেই?আমরা প্রত্যেকে এত গুনাহগার।আমাদের তো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহর ক্ষমা।আল্লাহর যদি আমাদের ক্ষমা করে দেন তাহলে আসমান থেকে রিযিকের বর্ষন হবে।যে সমস্যায় আমরা জর্জরিত সে সমস্যার সমাধান হবে।কেউ আমার কাছে আসলেও তো আমি তাকে কিছু বুঝাতে পারব না কারন আমি নিজেই তো ঠিক নেই।কারন আমার তাকওয়ার জায়গা নবী রাসূল সাহাবাদের মত পরিপূর্ণ করে এখনো হয় নি।আমি এখনো পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারি নি।আমার কোন কাজ এখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে হয় নি।আমার মধ্যে কোথাও ঘাটতি আছে।এত সুন্দর সমাজব্যবস্থা, এত সুন্দর সবকিছু তারপরও আমাকে কেন সারাক্ষণ অভাবী মনে হয়?আমি যখন যা কিছু নিয়ে চিন্তা করি সেটা পরিবার, উত্তম স্বাস্থ্য, উত্তম সঙ্গ,সম্পদ যাই হোক সবকিছুরই আমার অভাব।আমার অন্তর থাকতে হবে প্রশস্ত,প্রশান্ত।আমি কোন কিছুর দিকে তাকালে,কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করলে অভাব মনে হবে না।আমার কোন অভাব নেই।আমি সর্ববিষয়ে নিয়ামতে পূর্ন।আপনি যদি আমার বিষয়ে জানতে চান আমি কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ?পরিবার,আত্মীয়,স্বাস্থ্য, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আল্লাহ পাক আমাকে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।যতটুকু বাকি আছে সেটা এতই সামান্য সেটা বলার মতও না।অধিকাংশ বিষয় যেহেতু আল্লাহর কাছ থেকে পেয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ বাকি বিষয়ও আল্লাহ পাক কল্যানকর ভাবে দিয়ে দিবেন।

৬)কিন্তু আপনার বিষয় টা লক্ষ্য করুন।একটু একটু পাচ্ছেন, অধিকাংশ হলো অপূর্ণতার গল্প।প্রাপ্তির বিষয় কি এমন হওয়ার কথা ছিল?আমার ঝুলি ভর্তি সার্টিফিকেট আর সার্টিফিকেট কিন্তু প্রাপ্তির জায়গা শূন্য।প্রাপ্তির জায়গা আমার সবচেয়ে বেশি হওয়ার কথা। সার্টিফিকেট দেখে আমি নিজে যেন প্রতারিত না হই,অন্যকেও প্রতারিত না করি। কারন তাকওয়ার মানদণ্ড সবচেয়ে স্পষ্ট। এখানে কোন গোঁজামিল নেই। হতে পারে আপনার সার্টিফিকেট আছে কিন্তু সেই পরিমাণ জ্ঞান আপনার নেই।হতেই পারে আপনি পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমে ভাল রেজাল্ট করে এসেছেন।আপনার অন্তরে বিষয় গুলো এখনো বসতে পারে নি।দ্বীনের উদ্দেশ্য সার্টিফিকেট অর্জন করা না,তাকওয়া অর্জন। সার্টিফিকেট বান্দাকে কতভাবে প্রতারিত করে যাচ্ছে। যার চরিত্র খারাপ সেও একটা চারিত্রিক সনদ পেয়ে যাচ্ছে।যে মুক্তিযোদ্ধা না সেও একটা মুক্তিযোদ্ধা সনদ পেয়ে যাচ্ছে।সার্টিফিকেট এর ব্যবহার গুলো সমাজে কিভাবে হয় একটু চোখ খুলে দেখেছি আমরা?দ্বীনের পথে আসার পরেও আমরা সার্টিফিকেট এর লোভ করেই যাচ্ছি,বিয়ের জন্য পাত্র পাত্রী খুঁজতে গেলেও সার্টিফিকেট দেখে যাচ্ছি।এগুলো দেখে যেন ধোঁকায় না পড়ি।আমরা যেন তাকওয়া বুঝতে পারি।

৭)অন্যের তাকওয়া বুঝতে হলে নিজের তাকওয়া আগে ঠিক হতে হবে। রান্নার মশলা কম বেশি আপনি যেমন বুঝতে পারেন যে লবন কম বেশি হয়েছে, সেলাই খারাপ হলে বুঝতে পারেন সেলাই টা এখানে কম বেশি হয়েছে কারন আপনি সে বিষয় টা জানেন।যদি সে বিষয় সম্পর্কে আপনি না জানতেন এসব বিষয় ধরতে পারতেন না।নিজের মধ্যে যখন যোগ্যতা থাকবে তখন যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা চলে আসবে।নিজে দক্ষ না হলে কোন বিষয় যাচাই বাছাই করা যায় না।আজকে আপনার বিয়ের প্রয়োজন না হতে পারে,তাই বলে কি আপনার সন্তান,পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিয়ের প্রয়োজন নেই?তখন যাচাই বাছাই করবেন কিভাবে?তাকওয়ার মানদণ্ড বিচার করে।সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাকওয়া কে প্রাধান্য দেয়া অথচ প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে সার্টিফিকেট,সৌন্দর্য,সম্পদকে।আপনি যখন তাকওয়ার বিষয়ে যাচাই বাছাই করবেন তখন কোন বান্দা মুখ খোলার পর ৩ টা লাইন বললেই আপনি বুঝতে পারবেন যে তার সাথে আপনার পার্থক্য কোথায়।যদি আপনি বুঝতে পারেন তার তাকওয়ার বিষয়ে সমস্যা আছে তাহলে আপনি দুআ করতে থাকুন।আল্লাহ পাক আপনার জন্য অকল্যান কিছু করবেন না।তাকে আপনার জীবন থেকে সরিয়ে দিবেনই।তাকে আপনার জন্য চাপিয়ে দেয়া হবে না।কিন্তু যদি আপনি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, যেমন সে দেখতে অনেক সুন্দর, কথা বলে সুন্দর করে,তার সম্পদ ইত্যাদি তাহলে বিপদগ্রস্ত হবেন।আপনি যদি নিজে তাকওয়াবান না হয়ে থাকেন তাহলে কোন না কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে যাবেনই এবং সেটাই আপনার জন্য পরীক্ষার কারন হবে।

৮)আল্লাহকে ভয় করে চললে শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাজতে থাকা যায়।এ বিষয়ে কুরআনেও উল্লেখ করা আছে।আমাদের সামনে বিভিন্ন প্রতারনার ফাঁদ পাতা হচ্ছে। আমরা

বুঝব কিভাবে? নিজে তাকওয়াবান হওয়ার মেহনত করার মাধ্যমে।কয়েকটা কথার মাধ্যমেই বুঝতে পারবেন অপরপক্ষের তাকওয়ার হালত কেমন।এটা কখনোই সার্টিফিকেট দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না।সার্টিফিকেট আপনাকে ধারনা দিবে যে সে কেমন। আসলে সেটা ধারে কাছেও যায়না।তাকওয়ার বিষয় টা এত উচ্চমাপের বিষয়,আল্লাহু আকবার! একজন বান্দা যখন সজ্ঞান অজ্ঞান অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ভয়ের কথা চিন্তা করে,আল্লাহ আমি আপনাকে ভয়ের মত ভয় করতে চাই।এটা এত মধুর, এটার জন্য এত পরিমান সম্মান,এত পরিমান রিযিক আসমানে ফয়সালা হয়।এই বান্দার সাথে পেরে উঠাও তো কঠিন।আমি যখন আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমার চলার পথ সহজ করা শিখে ফেললাম,আমি বুঝতে পারলাম যে জীবনের সকল বিষয় তাকওয়ার মানদণ্ড দিয়েই বিচার করে অগ্রসর হতে হবে।

৯)নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনকে সহজ করেছেন কুরআন দিয়ে।তিনি জীবন্ত কুরআন ছিলেন।মাত্র কয়েকবছরের ব্যবধানে কীভাবে একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব- তা জানার জন্য আমাদেরকে রাসূলের সুন্নাহ জানতে হবে। তাঁর চরিত্র আমাদেরকে ধারণ করতে হবে। তাঁর গ্রহণ করা পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত হতে হবে। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে হযরত আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, আল কুরআন। (সহীহ মুসলিম।) আল কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম একটি অন্ধকার যুগে এসেও সেই অন্ধকার সময়কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ হিসেবে পরিণত করেন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে আমার এই যুগটি হলো শ্রেষ্ঠ যুগ। তারপরের যুগ শ্রেষ্ঠ, তারপরের যুগ শ্রেষ্ঠ। (বুখারী, মুসলিম।) এটি সম্ভব হয়েছিল রাসূলের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে।তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।(সূরা ক্বলাম : ৪)

১০)নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনকে সহজ করেছেন কুরআন দিয়ে।আমরা সবকিছু চিন্তা করি ইসলামকে বাদ দিয়ে। নিজের মন যা চায় সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেই।অন্তরের বিষয়কে যদি আমি আগেই প্রাধান্য দেই তাহলে আমি ভুল করে বসব।আমি সেই আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার কারনেই মার খেয়ে যাবো।সেই নূরানী চেহারা যা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম,বিয়ের পরে তার কাছেই মার খেয়ে যেতে হবে।কারন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার নূরানী চেহারা দেখে।আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।অনেকে না দেখেও বিয়ে করে। দেখা যায় সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় ছেলের সম্পদ,প্রতিপত্তি।ছেলে আমেরিকায় থাকে।দ্বীনি বোনদের অন্তরে এসব এসে যাচ্ছে। দ্বীনের পথে চলতে গেলেও তো টাকাই লাগবে।টাকা ছাড়া তো আমার চলার পথ খুবই কঠিন।তার সম্পদ আছে, টাকা আছে।এতে আমরা খুব ভাল ভাবে চলতে পারব।এভাবেই মানুষ সার্টিফিকেট এর ধোঁকায় পড়ে যায়।সার্টিফিকেট এর ধোঁকায় পড়বেন না।সার্টিফিকেট দিয়ে ধোঁকা দেয়া সম্ভব, কিন্তু তাকওয়া দিয়ে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না।এই বিষয় টা হলো আল্লাহ পাকের পছন্দের সার্টিফিকেট।এই তাকওয়া হলো এমন বিষয় যা মুমিন বান্দাকে মুত্তাকী বানিয়ে দেয়।আমি তো ঈমান এনে মুমিন হলাম।তারপর তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মুত্তাকী হবো।

১১)ঈমান আনার পরে কাজ কি**?**প্রতিটা বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলা।প্রতিটা বিষয়ে আল্লাহর কালেমা কে প্রতিষ্ঠা করে চলা।প্রতিটা বিষয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা।আমরা এগুলো ছাড় দিয়ে ডিগ্রি খুঁজতে থাকি।দুনিয়াবি সকল বিষয় মাটির সাথে মিশে যাবে।একমাত্র আমার চরিত্র, তাকওয়া,আখলাক, সুন্নাহ পদ্ধতি এগুলোই তো আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের অন্তরে রেখে দিবে।কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারন হলো নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে যত জায়গায় আমার পরিচিতি সেসব জায়গায় কেন আল্লাহ পাক আমাকে কবুল করছেন না?আমি কেন সেই দুআর জায়গা নিতে পারছি না যে এই বান্দার মাধ্যমে(তার কাছ থেকে কুরআন সুন্নাহর বিষয় গুলো শেখার মাধ্যমে) আল্লাহ আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।আমি কেন অনুসরণীয় না কুরআন সুন্নাহ আদব আখলাক সবদিকে?কেন আমার পরিবার পরিজন আমাকে অনুসরণ করে না?আমি কেন তাদের কাছে সেই জায়গা করে নিতে পারছি না?কেন আমার শুধু সমস্যা আর সমস্যা?আমি যেন সমস্যা থেকে বের হয়ে এসে নিজেকে তাকওয়ার মানদণ্ডে গড়ে তুলতে পারি।এর পাশাপাশি নিজের বিয়ের ফিকির,সন্তানের বিয়ের ফিকির সবই করতে পারি(যার যেটা প্রয়োজন) এতে কোন বাধা নিষেধ নেই।কারন তাকওয়া এমন একটা বিষয় এটা যেকোন মুহূর্তেই নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করা সম্ভব। আপনি এখনই ঈমান এনেছেন। এখন থেকেই আপনি সর্ববিষয়ে সচেতন হওয়ার নিয়ত করলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সম্পর্কে।আপনি চেনা পরিচিত সেসব জায়গা ছেড়ে জান্নাতের দিকে ছুটে চলার পথে চলে এসেছেন।আল্লাহু আকবার! আপনি এভাবেই তাকওয়া অর্জনের পথে চলে আসলেন আল্লাহর তরফ থেকে বাছাইকৃত হয়ে।আল্লাহু আকবার!

১২)আমরা প্রতিটা বিষয়ে কেন চিন্তা করি না যে আল্লাহ কি চান আমার কাছ থেকে?যেমন: বাচ্চাকে কোথায় পড়াবো?এভাবে কি চিন্তা করেন,নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নিতেন**?**সাহাবীরা বাচ্চাদের কিভাবে পড়াতেন?এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি।দুআ করি,মুরাকাবাতে বসি,আল্লাহর সাথে একান্তে সময় পার করি।সবকিছুকে নিয়ে যেতে হবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায়**,**সাহাবাদের জামানায়।তাহলে আপনি নিজের জীবনে সুখ**,**প্রশান্তির হাতছানি দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।না হলে দুনিয়াকে যত গভীরে দেখবেন ততই মনে হবে অন্ধকার আর অন্ধকার।অথচ এখানে চারদিকে সার্টিফিকেট আর সার্টিফিকেট।যদি এসবের মোহে কোন সিদ্ধান্ত নেন,বিয়ে বা সন্তানকে কোথায় পড়াবেন তাহলে আপনি ক্ষতি গ্রস্ত হবেন।আগে আমার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাকওয়া।নিজের মধ্যে তাকওয়া না আনতে পারলে আপনি ধরা পড়ে যাবেন।আপনি বেশিদূর আগাতে পারবেন না।আমরা অন্যের মধ্যে কুরআন সুন্নাহর বিষয় গুলো দেখতে চাই**,**নিজের মধ্যে ধারন করতে চাইনা।কারন নিজের মধ্যে আনা অনেক মেহনতের বিষয়।প্রতিটা সেকেন্ড আল্লাহ কে দেখাতে হবে যে, আল্লাহ আমি কত নিরলস ভাবে চলার চেষ্টা করছি,প্রতিটা সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত কিভাবে আল্লাহর রাস্তায় পার করার চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনার সন্তুষ্টির জন্য।আল্লাহু আকবার! আল্লাহর রাস্তায় বলতে আমি ঘর থেকে বের হয়ে যাই নি।আমি ঘরে থেকেই আল্লাহ পাক যা যা করার সেগুলোর তৌফিক

দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সে বিষয়ে বলা হয়েছে। আমি মন চাইলেও অলসতা করে দিনটা পার করে দিচ্ছি না,এটাই তো আমি আল্লাহর রাস্তায় আছি।

১৩)আমার যখন ১ টা হরফ শেখার,সহীহ করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন আমি দুআ করা শুরু করলাম আল্লাহ আমার এবার এটা শিখাতে হবে।আমি যে অপেক্ষা করব সম্পূর্ন কোর্স শেষ করতে হবে কায়দা,হিফয ইত্যাদি বিষয় টা এমন না।একটা হরফ যথাযথ ভাবে শেখার তৌফিক হলে সেটাই অন্যকে শেখানোর মেহনত করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাকে এটাই বুঝে দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। ১ টা আয়াত,১ টা হাদিস শিখলেও সেটা প্রচার করো।আমি বেছে নিলাম ফেসবুক।১ টা শেখার পরে একটা পোস্ট করে দিলাম হয়ে গেলো প্রচার।এত সস্তা না ইসলাম।তাহলে কিভাবে করব প্রচার? আল্লাহ পাক আমাকে ১ টা হরফ সহীহ করে শেখার তৌফিক দিলেন,আমার মর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ সেটাই আমাকে পরিচিতদের শিখাতে হবে যারা আমার কথা শোনে।অবশ্যই নারী হতে হবে।কোন পুরুষ না।মাহরাম পুরুষ না হলে ৬ বছরের ছেলে বাচ্চাও যদি হয় সেটাও না।এই ছেলে বাচ্চা যদি আমার খালাত মামাত ভাইও হয় আমি সে দায়িত্ব নেই না।পুরুষ মানেই আমি বুঝতে পারছি সে নারীর জন্য ফিতনা।সে আমাকে অন্য নজরে দেখে,অন্য নজরে খোঁজ করে।আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিলাম কখন থেকে আমি নিজেকে ছেলে বাচ্চাদের(যারা মাহরাম না) কাছ থেকে গুটিয়ে নিব।আল্লাহ পাক বুঝে দিচ্ছিলেন যে যত দ্রুত সম্ভব ৪/৫/৬ বছরের মধ্যেই নিজেকে তাদের থেকে গুটিয়ে নেয়া।আমি যে পোশাক পরে আছি সেই সৌন্দর্য সে যেন না দেখতে পায়।

১৪)আমি যখন ১ টা হরফ সহীহ শুদ্ধ করে শেখার তৌফিক পেলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রথমেই আমার মা কে টার্গেট করলাম।মা,খালা,ফুফু,চাচী,বান্ধবী ইত্যাদি কার সাথে আমার সম্পর্ক ভাল। জীবনে চলার পথে এতগুলো বছর কার সাথে আমার সম্পর্ক ভাল তাদের নাম ধরে ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করে দিলাম।আগেই কিন্তু তাদের ফোন দেই নি।আগে দুআ করা শুরু করেছি।আল্লাহ আপনি যে আমাকে হরফ শেখার তৌফিক দিলেন এবার আমি এটা শেখাতে চাই।আমি কাকে শিখাবো আপনি আমাকে বুঝতে পারার তৌফিক দিন।আল্লাহ পাক আমাকে বুঝে দিলেন যে আমার মা'কে আগে শিখাতে হবে।সবার এই নসীব নাও হতে পারে।যার ক্ষেত্রে যার সাথে সম্পর্ক ভাল তাকেই টার্গেট করে শুরু করবে ইনশাআল্লাহ। হতে পারে সেই ব্যক্তি আপনার শাশুড়ি,চাচী,খালা,বান্ধবী ইত্যাদি।আপনি দুআ করে তারপর অগ্রসর হবেন।আপনি যে শিখেছেন সেটা অন্যকে শিখাতে হবে।সেই হক আদায় করতে হবে।হক আদায় এর বিষয় অনলাইন এ পেইজ খুলে বসা না।আগে নিজের পরিবার পরিচিতজনেরা যাদের সাথে সম্পর্ক ভাল তারা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এক্ষেত্রে।আপনি নিজে আগে সম্পূর্ন কোর্স শেষ করে আসবেন তারপর শিখাবেন এই প্রক্রিয়ায় আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।তখন সংসার গঠন,সন্তান লালন পালন এর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যাবেন।দাওয়াহ দেয়ার পদ্ধতি এটাই।বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করার সুযোগ নেই।কখন কোর্স শেষ হবে ততদিন অপেক্ষা করার সুযোগ নেই।যখন শিখবেন তখনই শিখাবেন।নিজের কাছের মানুষদের।অনলাইন পেইজ খুলে কোর্স চালু করে বসে যাবেন না। এ ধোঁকায় পড়বেন

না। সবাই কি শিখানোর জন্য তৈরি থাকে,তৌফিক পায়, আর শিখার জন্যও কি অন্যরা তৈরি থাকে?সবকিছুর জন্যই দুআ করতে থাকা।আমি আর আমার মেয়ে একসাথে বসলাম। একসাথে বসে মাশওয়ারা করলাম যে কাকে কাকে পড়াতে হবে,অনুশীলন এর জন্য নিয়ে বসতে হবে।তোমার দাদুকে তুমি পড়িও,তোমার নানুকে আমি পড়াবো।তাদেরকে টার্গেট করার আগে আল্লাহর কাছে দুআ করে নিয়ে সাহায্য চেয়ে নিয়ে তারপর কাজ শুরু করেছি।আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সম্ভব না।আল্লাহ পাক কতভাবে যে বিষয় গুলো সহজ করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তাদেরকে একে একে কুরআন মজলিশে নিয়ে আসলেন।আল্লাহু আকবার!তারা ১/২ ঘন্টা থেকে শুরু করে দীর্ঘসময় পর্যন্ত এ কথাগুলো শুনেছে,মেহনত করে যাচ্ছে।

১৫)দ্বীনের খেদমতের জন্য আগে পরিবারে মেহনত করতে হবে।তাহলেই তো একজন নারী সফলকাম। না হলে এই ডিগ্রি সার্টিফিকেট কিভাবে কাজে লাগছে?কোন উপকার করছে?পরিবারের নারীদের সাথে নারীদের যোগাযোগ করতে হবে।খালাত ভাই মামাত ভাই কথা শুনলেও তাদেরকে দাওয়াহ দেয়া যাবে না।পর পুরুষদের সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ন বন্ধ করতে হবে।ম্যাসেজ দেয়া,ফোন দেয়া সম্পূর্ন বন্ধ করতে হবে।হতে পারে তাদেরকে কোলে নিয়েই লালন পালন করেছি কিন্তু তারা আমার জন্য মাহরাম না।তাদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে না।দুআ করে নিয়ে তাদের কে ব্লক ই করতে হবে। তারা যেন আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে।

১৬)পর্দার বিষয়টাই এমন।পর্দার মাধ্যমে অন্তরের মধ্যকার নূর প্রজ্বলিত হতে থাকে।আল্লাহু আকবার! গায়ের মাহরাম এর সাথে পর্দা যত জোরালো হয় আল্লাহর সাথে নৈকট্যশীলতা তত বেড়ে যায়।এই পর্দা যত জোরালো হয় আল্লাহর সাথে আমার নূরের পর্দা,জ্ঞানের পর্দা সবকিছু একসময় সরতে সরতে আমার উপর এসে স্থির হতে থাকে।আমার বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্ত করে দেন এই পর্দার মাধ্যমে।এই কথাগুলো অন্যের অন্তর স্পর্শ করে। কখন? যখন আমার আল্লাহ আমাকে আল্লাহর পছন্দের জায়গায় পৌঁছানোর মেহনত করার তৌফিক দিচ্ছেন।আমাকে মেহনত করার তৌফিক আল্লাহ দিচ্ছেন আবার সম্মানিত হওয়ার মর্যাদায় পৌঁছে দিচ্ছেন ও আল্লাহ।আল্লাহু আকবার!

১৭)এই পর্যায়ে এসে আমার মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো আপনার অন্তরে এমনভাবে প্রবেশ করবে যে আপনি সারাক্ষণ এই কথাগুলো নিয়েই চিন্তা ভাবনা করতে থাকবেন। আরে! আমি তো এমনই সমাজব্যবস্থা চাই।এমন পরিবারই চাই।কিন্তু আমার হাতটা খালি।কেন আমি এসব পাচ্ছি না।কেন আমি এত গুমরে গুমরে কাঁদি।ঐ দিন আর থাকবে না।আমি এর পরিবর্তে এমন মুচকি মুচকি হাসবেন।আল্লাহর সাথে আপনার বন্ধুত্ব বুঝতে পারার পর থেকে আপনি মুচকি হাসবেন।ঐ যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ হলো মুচকি হাসা।কেন মুচকি হাসি?এখন আল্লাহ পাক বুঝতে পারার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবর! এতদিন তো আমার কপাল ভর্তি ভাঁজ,চোখ মুখ কুঁচকানো। যে কেউ আমাকে দেখলে বুঝতে পারবে যে আমি চরম বিরক্ত অবস্থায় আছি।মুচকি হাসি আসবে

কখন**?**যখন আপনি আল্লাহকে চিনে ফেলবেন তখন**।**যখন আপনি বুঝে ফেলবেন আপনার রবের বন্ধুত্ব।যখন আপনি বুঝে ফেলবেন দুনিয়ার ভাষা।যখন আপনি বুঝে ফেলবেন সমস্যার সংজ্ঞা আর সমাধানের উপায়।

১৮)সমস্যাকে কোথায় রাখব?চিন্তায় আসার সাথে সাথেই দুআ করব।দুআ করার সাথে সাথেই সেই বিষয়টা কে আল্লাহর দায়িত্বে দিয়ে দিলেন।এরপর থেকে একটার পর একটা অলৌকিক পথ খুলতে থাকবে।এরপর মাখরাজ সহীহ হবে।টার্গেট করে করে কাছের নারী সদস্যদের জন্য দুআ করবেন।কুরআন শিখানোর চেষ্টা করবেন। গায়ের মাহরাম এর লিস্টে যদি ৬ বছরের বাচ্চা থাকে সেটাও থাকা যাবে না।ছেলেদেরকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে পরিকল্পনা করবেন।নারীদের যদি এসব বিষয় শিখাতে পারেন তাহলে পুরুষরা একেকজন উমার (রা), সহ যত খলিফা ছিলেন তাদের মত,সালাউদ্দিন আইয়ুবী হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।তাদের মধ্যকার গুনাবলী সম্পন্ন সন্তান আল্লাহ পাক আমাদের গর্ভ থেকে আবার বের করবেন ইনশাআল্লাহ। যদি আমাদের গর্ভ থেকে নাও আসে যাকে আপনি রেখে যাচ্ছেন দুনিয়ায় তাকেও আল্লাহ পাক তেমনভাবেই পরিবর্তন করে দিবেন,তাদের বংশধরদের আল্লাহ পাক তেমন করে দিবেন।

১৯)আমাকে কে এভাবে ধরে ধরে দ্বীন শেখাচ্ছেন?আমি তো এখন বার্ধ্যকের দিকে যাওয়ার কথা ছিল।আমার মনে হচ্ছে আমি পরিপূর্ণ যৌবনের স্বাদ পাচ্ছি। আল্লাহু আকবর! আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শারীরিক, মানসিক,আর্থিক ইত্যাদি সর্বদিক থেকে এত প্রশান্তির জিন্দেগী। আল্লাহু আকবর! এবং প্রতিদিন আমার মৃত্যুর চিন্তা। জীবনের স্বাদ আল্লাহ পাক এত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমি যেন মৃত্যুকে ভয় না করি।আমি যেন সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকি।খাবারের স্বাদ বেড়ে গেলে আমরা আরো খেতে চাই।জীবনের স্বাদও বেড়ে যাবে।তখন আমরা যেন দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে থাকতে না চাই।রবের সাক্ষাৎ এর জন্য যেন বিলম্ব কামনা না করি।ঈমানের স্বাদ বেড়ে গেলে দুনিয়ায় আর এক মুহুর্তও না। আল্লাহ যদি আজকেই মৃত্যুর ফয়সালা করেন,তাহলে আজকেই আলহামদুলিল্লাহ।আমি তো তাহলে বেঁচে গেলাম এই ফিতনার জীবন থেকে,গুমরে কাঁদার দিনগুলো থেকে,অসুস্থতার দিনগুলো থেকে।কিন্তু যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন নূর ছড়িয়ে দিয়ে যাবো।মুমিন যতদিন জীবিত থাকে ততদিন নূর প্রজ্বলিত হতে থাকে।এটা কোথায় কোথায় যে পৌঁছে যাবে**,**আল্লাহু আকবার**!** আপনার জন্য যে কত কত সাদাকায়ে জারিয়া তৈরি হয়েছে সেটা একমাত্র কবরে গেলেই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ পাক কিছু নমুনা হয়ত দেখাবেন।এমন সব বার্তা আল্লাহ পাক আপনার কাছে পৌঁছে দিবেন যে মুহূর্তে আপনি ভেঙেচুরে গিয়েছেন সে মুহূর্তে এই বার্তাগুলো আল্লাহর তরফ থেকেই আপনার নিকট পৌঁছে যাবে।আল্লাহু আকবার!

২০)দ্বীনের শুরুতে আমি চিন্তা করতাম যে দ্বীনের কোন বিষয়টা কঠিন?দাওয়াত দেয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ।অনলাইন এসে জুমে ক্লাস করানো এগুলো তো খুবই সহজ।এখানে কোন প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই,অপমানের সুযোগ নেই।আল্লাহু আকবার! পরিবারে,আত্মীয়দের

মধ্যে মুখ খোলা খুবই কঠিন কাজ।আমি এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে খুবই কান্না করতাম।আল্লাহকে বলতাম,আল্লাহ আপনি আমাকে এই দায়িত্ব কেন দিলেন। আমি নিজে নামাজ,কুরআন,পর্দা ইত্যাদি বিষয় মেনে চলার চেষ্টা করে যাচ্ছি।আমি জান্নাতে চলে গেলাম।বিষয়টা তো এমন হতে পারত। এটাই কি আমার জন্য যথেষ্ট না?আমার মুখ খোলার দরকার নেই।দাওয়াতি কাজ করার দরকার নেই।এমন করলে কি হতো না?এগুলো কি হচ্ছে যে আমি হকের কথা বললে তারা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্রের মনে করে যাচ্ছে।আমাকে ফিতনাবাজ মনে করে যাচ্ছে।আমি গালাগালি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা সম্মুখীন হচ্ছি তাদের দ্বারা।আমার রুহ আর নিতে পারছে না আল্লাহ। আমি তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ কুরআনে বর্নিত নবীদের বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতাম।তাঁরা কত কষ্ট করেছেন।দাওয়াতের কাজ খুবই কঠিন।আল্লাহ এটা তো খুবই কঠিন।আমি কিভাবে করব?আমার যেন এসব না করা লাগে।এমন চিন্তা ভাবনা করে যাচ্ছিলাম।এভাবে চললেই তো হয়।না হলো না,এভাবে হবে না।কারন,আমরা জানি না কোথায় আমাদের কল্যান অকল্যান রয়েছে।আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন। আমরা যা নিজের জন্য উত্তম মনে করি সেটা উত্তম না ও হতে পারে। এ বিষয়ে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।আল্লাহ পাক যিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ এর মালিক,আমাদের রুহ অটলকারী তিনিই সবচেয়ে বেশি ভাল জানেন যে আমাদের কিসের মধ্যে কল্যান রয়েছে।

২১)মৃত্যু পর্যন্তই আমি ত্বলিবুল ইলম।কিন্তু যখনই আল্লাহ পাক আমাকে প্রতিটা হরফ শেখানোর ক্ষমতা দান করলেন নিজের মা, খালা,শাশুড়ি,বান্ধবী সহ অন্যান্যদের তখন থেকে আল্লাহ পাক আমার জীবনকে এত রহমতে পূর্ন করে দিলেন,রিযিকের প্রশস্ততা আরো বহুগুনে বেড়ে গেল।আল্লাহু আকবার! আমি যখন কুরআন শেখার মধ্যেই ছিলাম,শেখানো শুরু করি নি তখন শুধু দুআই করে যাচ্ছিলাম।কখন আমার শিখানো উচিত হবে আল্লাহ আপনি আমাকে নিদর্শন দেখান।যখন আমার জন্য আল্লাহ পাক এই রাস্তা খুলে দিলেন তখন বুঝতে পারলাম যে কেন দাওয়াত ও তাবলীগ।ঈমানের দাওয়াত এর সাথে সাথে কিতাব থেকে আল্লাহ পাক যা শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা পৌঁছে দিতে হবে অন্যদের মধ্যে।

২২)যখন আমি চিন্তা করলাম আমার সন্তানদের মধ্যে এ শিক্ষা পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে কারন মৃত্যুর তো কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।আমাকে আমার কাজ করে দিয়ে যেতে হবে।আল্লাহ পাক আমাকে বুঝে দিলেন যে ছেলে সন্তানদের ফজরের নামাজের সময় যদি মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস করে দিতে পারি,দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে প্রয়োজনীয় সুন্নাহ পালন যেমন পানি পানের দুআ ও সুন্নাহ,ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআ, কাপড় পরিবর্তন এর দুআ,বাথরুমে যাওয়ার দুআ ইত্যাদি দুআ গুলো নিজে জোরে জোরে পড়ে তাদের যেন অভ্যাসে পরিনত হয় সেই মেহনত করে দিয়ে যেতে পারি, ঘরে দুআ স্টিকার,লিখে পোস্টারের মত লিখে টানিয়ে রাখতে পারি তাহলে এরাই আমার প্রধান সাদাকায়ে জারিয়া হবে ইনশাআল্লাহ।সাদাকায়ে জারিয়া হবে আমার সন্তান,আমার পরিবার পরিজন।

২৩)আল্লাহ পাক আমাকে বুঝে দিলেন যে আমার সন্তান একজন দায়ী হবে।যেদিন আমার সন্তানের গায়ে পাঞ্জাবি উঠলো,মাথায় টুপি উঠল,কদম বের হচ্ছে ঘর থেকে মসজিদ এর উদ্দেশ্যে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি এবং সিজদাহয় চলে যাই।এ কদমই তো দায়ীর কদম।আল্লাহু আকবার! এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক প্রতিটা মুসল্লিকে দেখাচ্ছেন যে, দেখো একটা ৫ বছরের বাচ্চা ফজরের সময়ে প্রতিদিন মসজিদে।প্রথমদিনই আল্লাহ পাক আমাকে বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন যে এই তো দায়ীর কাজ।আমি যে তাকে দায়ী বানাতে চাই ইনশাআল্লাহ, সে তো সেটা হয়েই গিয়েছে।আল্লাহু আকবর!

২৪)ফজরের সময়ে,এশার সময়ে মসজিদে নামাজে যে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় সেটা জোরে পড়া হয়।অন্য নামাজে আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করেন ইমামরা।এই বিষয়ে আমি যখন উমরা করতে গিয়েছিলাম তখন জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। এই শিক্ষাটাও দুনিয়া আমাকে দেয় নি।আমার বাচ্চা আমাকে জানালো যে,আম্মু আমি যে সূরা পারি হুজুর আজকে নামাজে সেই সূরা পড়েছে।সূরা ফাতিহা এর সাথে আরেকটা সূরা।আল্লাহু আকবার! আমি আগে থেকেই মনে মনে তার হিফজ এর বিষয় নিয়ে চিন্তা করতাম।যখন তার মসজিদের ঘটনা জানতে পারলাম তখন বুঝতে পারলাম যে তার ফজরের নামাজ মসজিদে নিশ্চিত করতে হবে।কারন তার রুহ একদম খালি।সেটা কোন কিছু দিয়েই পূর্ন না।সে যা শুনবে যা দেখবে সেটাই শিখবে।আমাকে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে তাকে যদি আমার হিফজ এর জন্য দিতে হয় তাহলে তার ফজর ও এশা মসজিদে লাগবেই।সে মসজিদ থেকে এসে আমাকে এটা বলতে পারত সূরা বাকারাহ'র কত নাম্বার আয়াত পড়া হয়েছে কিন্তু তার বাবা এটা বলতে পারতেন না।তাহলে কার নামাজ বেশি গ্রহনযোগ্য?প্রশ্ন রেখে গেলাম।এসব নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব।

একটা ঘর আল্লাহ পাক যে কত সুন্দর করে পরিকল্পনা করে তৈরি করে দিয়েছেন।কুরআন, নবীর সুন্নাহতে যে কত প্রশান্তি,কত হিকমাহ এসব আমি বলে বুঝাতে পারব না।পরিবারগুলোকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা করব।বেশি করে দুআ করব, আল্লাহ আমি এতদিন পারি নি এখন আপনি আমাকে তৌফিক দিন।আজকে থেকেই শুরু করতে হবে। আপনি আমাকে তৌফিক দিন।আপনি তৌফিক না দিলে কোন কিছুই সম্ভব না।আল্লাহর কাছে দুআ করে চেয়ে নেয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ আমার রাস্তা সহজ করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার বিশ্বাস আমার মত গুনাহগার বান্দাকে যদি আল্লাহ পাক এভাবে সাহায্য করেন,এত নূরে পরিপূর্ণ করে দেন তাহলে আল্লাহ পাক আপনাদের এর চেয়েও বেশি দিতে পারেন ওয়াল্লাহি।আল্লাহ পাক যেন আমাকে বরকতময় করেন। আপনাদেরকে যেন আল্লাহ পাক এর চেয়েও অনেক বেশি দান করেন।আমিন ইয়া রব্বুল আলামীন।

২৫) তোমার সময়গুলো অবহেলায় কাটানো ঠিক নয় যে—যখন যেটা মন চায় সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। বরং উচিত হলো, তুমি নিজের হিসাব নিবে; তোমার দিন- রাতের কাজগুলো সময় অনুযায়ী বিন্যস্ত করে নিবে। প্রতিটি সময়ের জন্য যে কাজ নির্ধারণ করবে;

সে সময় সেটা বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে লেগে যাবে না এবং নির্ধারিত কাজের উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্যও দিবে না। এভাবে চললে তোমার সময়ে বরকত হবে। বিপরীতে যে ব্যক্তি নিজেকে চতুষ্পদ জন্তুর মতো অহেতুক অবহেলায় ছেড়ে দেয়; প্রতিটি সময়ের জন্য যার থাকে না নির্ধারিত ব্যস্ততা, তার অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়েই যায়। -ইমাম গাযালী রহ. [বিদায়াতুল হিদায়াহ : ৪১]

হাতেম আল-আছাম রহ. বলেন, কেয়ামতের দিন ঐ আলেমের চেয়ে বেশি আফসোসকারী কেউ হবে না, যার কারণে অন্যরা ইলম শিখেও এর ওপর আমল করে সফল হয়ে গিয়েছে, অথচ সে নিজে আমল না করার কারণে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

ইবনে সিমাক রহ. বলেন, কত মানুষ এমন আছে যে, যারা অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অথচ নিজেরা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে থাকে। অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ভয় প্রদর্শন করে, অথচ নিজেরাই আল্লাহ তাআলার ওপর দুঃসাহস দেখায়। অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ তাআলার থেকে অনেক দূরে। অন্যদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করে, অথচ নিজেরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পলায়ন করে। [ফাযায়েলে সাদাকাত]

"যতদিন ইচ্ছে বাঁচো, একদিন তুমি মরবেই। যাকে ইচ্ছা ভালোবাসো, একদিন তাকে হারাবেই। যা ইচ্ছা করো, একদিন অনুরূপ প্রতিদান পাবেই। আরে, মুমিনের সম্মান তো রাতের কিয়ামে। আর তার ইজ্জত মানুষদের কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন গুটিয়ে নেওয়াতে।" (ইমাম গাযালী রহ:)

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৯: রুকইয়াহ

১)ব্যক্তিগত কিছু কারনে সব জায়গা থেকে(উস্তাযার ক্লাস,প্র্যাকটিস ইত্যাদি কাজ) ছুটি আল্লাহ পাক মিলিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। ভেবেছিলাম এই আলোচনার দায়িত্ব থেকেও হয়ত ছুটি নিবো কিছুদিনের জন্য।কিছুটা সময় পর থেকে আবার নিয়মিত করব আল্লাহর তৌফিক অনুসারে ইনশাআল্লাহ।দুআর বিনিময়ে আল্লাহ পাক যে বিষয় বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ হায়াত যতদিন আছে ততদিন আল্লাহর জন্য কিছু ভাল কাজ করে যাই ইনশাআল্লাহ। বোনদেরকে আল্লাহর জন্যই কিছু বিষয় শিখিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ যে কোন বিষয় গুলো আল্লাহ পাক আমাকে শিখাচ্ছেন।এটা একটা হকের পর্যায়ে চলে যায় অন্যদেরকে শিখানো।আল্লাহ পাক যেন আমাকে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করার তৌফিক দান করেন আমিন।আল্লাহু আকবার!

🔶২) সুনান আত তিরমিজি: আবূ মূসা আনসারী (রহঃ) ... শাহর ইবন হাওশাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ আমি উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বললামঃ হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন তখন অধিকাংশ সময় তিনি কি দুয়া করতেন? তিনি বললেনঃ তাঁর অধিকাংশ দু'আ ছিলঃ
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
উষ্চারণঃ ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত কালবী আলা দীনিক। অর্থঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারি! আমার অন্তর তুমি তোমার দীনে সুদৃঢ় রাখ।

তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অধিকাংশ সময় এই দু'আ কেন করেন যে, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত কালবী আলা দীনিকা? তিনি বললেনঃ হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লহ ত'আলার অঙ্গুলীসমূহের দুই অঙ্গুলের মাঝে নেই। যাকে তিনি ইচ্ছা তাকে তিনি দিনের উপর কায়েম রাখেন, যাকে ইচ্ছা তিনি সরিয়ে দেন। রাবি মুআয (রহঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
হে আমাদের রব্ব! হেদায়তের পর তুমি আমাদের অন্তর বক্র করে দিও না। (আল-ইমরান ৩ঃ ৮)।

🔶দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্যে দুআঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
"রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা, অহাব লানা মিল্লাদুন্‌কা রাহমাহ, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহহাব।"
অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়ো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। (আলে ইমরানঃ ৮)

৩)আল্লাহ পাক আবারো কথাগুলো উপস্থাপন করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের এত শোকরগুজার হতে হবে যে আমার উপর যেন নিয়ামতের বর্ষন হতে থাকে। এই যে আমাদেরকে আল্লাহ পাক বিষয় গুলো জানার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ,পরবর্তীতে আমার এ সম্পর্কে জানতে হলে এই নিয়ামত প্রাপ্ত হতে হলে আমাকে প্রচুর পরিমানে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। যেই নিয়ামত প্রাপ্ত হবো,আমাকে আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হতে হবে। যত শুকরিয়া আদায় করব তত রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হবে।"যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব"।(সূরা ইব্রাহিম: আয়াত ৭) আমি যত শুকরিয়া আদায় করব তত বেশি এই নিয়ামত প্রাপ্ত হতে থাকবো। আল্লাহ পাক আবারো এখানে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দিবেন,আমলের তৌফিক দিবেন,সেটাকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দিবেন ইনশাআল্লাহ। দুনিয়াতে মানুষের যে পরিমান প্রশংসা করা হয় আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া ততটুকু আদায় করা হয়না। অথচ কোন মানুষের কি কোন সাধ্য আছে আমাদের কোন সাহায্য/কল্যান করার?আমাদের আল্লাহর নিয়ামতের বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা,শুকরিয়া সিজদাহ্ এর মত বিষয় গুলো আমলে থাকা উচিত। আমি যত বেশি শুকরিয়া আদায়কারী হবো তত বেশি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবো। আমাদের সিজদাহ্ গুলো শুধুমাত্র ৫ ওয়াক্ত নামাজ,নফল নামাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৪)মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হলো সে যার দ্বারা উপকৃত হয়, তাকে পছন্দ করে-এটা আল্লাহ তাআলাই মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। মানুষকে কেউ যদি সামান্য হাদিয়া দেয় বা চাকরি পেতে সাহায্য করে, তাহলে সে উপকারকারীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকে, তার প্রশংসা করে। অনেক সময় এর চেয়েও ছোট ব্যাপারে মানুষ কারো প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তো বেহিসাবে দান করেন। তিনি এমন সব নিয়ামত দেন-যা আর কেউ দিতে পারে না। শ্রবণশক্তি, জিহ্বা, দৃষ্টিশক্তি, আকাশ, পৃথিবী, রাত আর দিনের ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত আছে। কুরআনের এসব আয়াতের উদ্দেশ্য কী? যাতে করে আল্লাহর রহমত আর নিয়ামতের স্মরণ আমাদের অন্তরে দৃঢ় হয় এবং আল্লাহর প্রতি আশা, আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমাদের অন্তর আলোকিত হয়। আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে আপনি যত বেশি জানবেন, যত বেশি অনুধাবন করবেন-আল্লাহর কাছে শুকরিয়া প্রকাশের ইচ্ছা আপনার মধ্যে তত বেশি প্রবল হবে। প্রত্যেক দিন আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করুন। আর আপনার চারপাশে এমন সব মানুষদের দেখুন-যাদের কিছুই নেই। আল্লাহর নিয়ামতের কথা ভাবুন, এভাবেই আপনার ভিতরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি ঘুম থেকে নির্বিঘ্নে উঠলাম যখন অনেকেই কারাগারে বন্দী, অনেকের উপরই বোমা বর্ষন করা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি সুস্থ আছি। আলহামদুলিল্লাহ! আজ সারাদিন চলার জন্য আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। নবীজি (স:) এর এই হাদিসটি স্মরণ করুন, "ব্যক্তি নিজ ঘরে ঘুম থেকে নিরাপদে এবং সুস্থভাবে উঠল, এবং এমনভাবে উঠল যে তার কাছে ঐ দিনের জন্য রিযিক আছে, তবে সে যেন দুনিয়ার সকল কিছু পেয়ে গেল।"

৫)নারীদের নামাজ বন্ধকালীন কিছু সময়ে নামাজের জন্য সিজদাহ্ দেয়া সম্ভব হয়না।সেক্ষেত্রে আমরা কুরআন তিলাওয়াত বেশি বেশি শুনতে পারি।শোনার মাধ্যমে সিজদার আয়াত গুলো যখন আসবে তখন আমরা সিজদাহ্ দিতে পারি ইনশাআল্লাহ। এতে করে শয়তান আমাদের অন্তরে যে ওয়াসওয়াসা দেয়,রাগ বেড়ে যাওয়া বা আচরনের অনিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলো, অন্তরের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় গুলো নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। সিজদাহ্ আমাদের গুনাহ গুলোকে ঝরিয়ে দেয়।আমরা যখন রুকুতে যাই তখন গুনাহগুলো কাঁধে চলে আসে।সিজদাহ্ তে চলে যাওয়া মাত্রই গুনাহগুলো জমিনে চলে যায়। সুবহানাল্লাহ!আল্লাহু আকবার! অপবিত্র হালতে এই যে অন্তরের পরিবর্তন, অনিয়ন্ত্রিত আচরণ দ্বারা ক্ষতি এসবকে প্রশমিত করার মাধ্যম হলো সিজদাহ্ করা।আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করা এবং নিজের গুনাহ মোচন করার জন্য সিজদার মত উপকারী আর কোন কিছুই নেই।আল্লাহু আকবার!এছাড়াও আমরা সকাল সন্ধ্যার মাসনুন আমল গুলো করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এজন্য "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৈনন্দিন দুআ ও যিকির- শায়েখ আহমদুল্লাহ" এই বইটি দেখতে পারি ইনশাআল্লাহ।হিসনুল মুসলিম এ্যাপ থেকে উচ্চারণ সহ শোনা যাবে।

🔶ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর হলে বলবেঃ

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর। (১০ বার)

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও রাজত্ব আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (তিরমিযী, আহমাদ ও নাসায়ী)

৬)সারা দিনের নিরাপত্তায় তিন সময়ে ‘তিন কুল’ পড়ার কথা হাদিসে এসেছে। তিন কুল হলো—১. সুরা ইখলাস, ২. সুরা ফালাক ও ৩. সুরা নাস। আর তিন সময় হলো—১. ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার করে। ২. জোহর, আসর ও ইশার পর একবার করে। ৩. রাতে শোয়ার আগে বিছানায় তিন কুল তিনবার করে পাঠ করবে।

🔶পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর সুন্নত আমল হলো, জোহর, আসর ও এশার সালাতের পর সুরা ইখলাস সহ সুরা ফালাক ও সুরা নাস একবার করে পাঠ করা।

উকবাহ ইবনে আমির (রা.) থেকে বলেন, রাসুল (সা.) আমাকে প্রত্যেক সালাতের পর মুআওয়াজাত তথা আশ্রয় প্রার্থনার সুরাগুলো পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫২৩)

ওই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, ‘ওই হাদিসে মুআওয়াজাত তথা আশ্রয় প্রার্থনার সুরাগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনটি সুরা।

সুরা নাস ও ফালাকের সঙ্গে সুরা ইখলাসকেও শামিল করা হয়েছে ‘তাগলিব’ (আরবি ব্যাকরণরীতি)-এর ভিত্তিতে।

🔶আর ফজর ও মাগরিব সালাতের পর অথবা সকাল বিকালে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস তিনবার করে পাঠ করা।

একবার (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা.)-কে বলেন, ‘তুমি প্রতিদিন বিকেলে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে সুরা কুল হুআল্লাহু আহাদ অর্থাৎ সুরা ইখলাস এবং মুআওবিজাতাইন অর্থাৎ সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করবে, তাহলে তা তোমার প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৭৫)

🔶ঘুমানোর আগে হাত দ্বারা মাসাহ করার কথা হাদিসে এসেছে। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) যখন বিছানায় আসতেন, তখন তিনি তাঁর দুই হাতের তালুতে সুরা ইখলাস এবং মুআওব্বিজাতায়ন পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর উভয় তালু দ্বারা আপন চেহারা ও দুই হাত শরীর যত দূর পৌঁছায় মাসাহ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৭৪৮)

প্রতি রাতে বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) এই আমল তিনবার করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০১৭) ।

অসুস্থ অবস্থায় যেকোনো সময় এ আমল করা যায়।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখনই নবী (সা.) অসুস্থ হতেন তখনই তিনি ‘সুরা মুআব্বিজাত’ পড়ে নিজের ওপর ফুঁ দিতেন। যখন রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বরকত অর্জনের জন্য আমি এই সুরা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০১৬)

৭)মুআয বিন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ’ক্বুল হুঅল্লা-হু আহাদ’ শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক মহল নির্মাণ করবেন। এ কথা শুনে উমার বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন, তাহলে আমরা বেশি বেশি করে পড়ব হে আল্লাহর রসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহও বেশি দানশীল ও বেশি পবিত্র। (আহমাদ ১৫৬১০, প্রমুখ, সিসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯)

৮)এই আমল গুলো যেন বাদ না পড়ে যায়। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। দ্বীনের পথে আসার পর আমাদের দিকে অনেক ধরনের তীর নিক্ষেপ করা

হয়।কিসের তীর?বদনজরের তীর।যখন দেখবেন শারীরিক মানসিক যা যেকোনো ভাবেই খারাপ লাগছে সাথে সাথেই ফালাক নাস পড়া শুরু করবেন।

৯)দোয়া হিসেবে, রুকইয়াহ হিসেবে, হেফাজতের আমল হিসেবে সুরা ফালাক ও নাসকে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন এটা আমাদের কল্পনার অতীত। আমাদের অনেক ভাই চিন্তা করেন, রুকইয়াহ করার জন্য অনেক অনেক আয়াত জানা দরকার, অনেক দোয়া মুখস্ত থাকা দরকার, অথবা প্রত্যেক খুঁটিনাটি সমস্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আয়াত দরকার। এই ভ্রমের পেছনে পড়ে হীনমন্যতায় ভোগেন। নিজে নিজে রুকইয়াহ করার সাহস পাননা। পেশাদার রাকিদের কাছে ছোটেন। কিংবা ইউটিউবে খুঁজে প্রতিদিন নতুন নতুন রুকইয়ার অডিও শোনেন।নিজের অভিজ্ঞতা বলি? আমাদের উস্তাযদের দেখেছি সুরা ফালাক নাসের অনেক গুরুত্ব দিতে, কেউ কেউ বলতেন মানুষের জন্য রুকইয়াহ করতে চাইলে প্রথমে লম্বা সময় শুধু আয়াতুল কুরসি আর তিনকুল পড়েই রুকইয়াহ করো। এরপর অন্য কিছু। শুরুতে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ মনে হয়নি। কিন্তু কয়েকবছর পড়াশোনা এবং রুকইয়াহ করে দুনিয়া দেখার পরে বুঝেছি আসলে ওটাই ভাল পরামর্শ ছিল।

[খ]
কিভাবে রুকইয়াহ করবেন?
আপনি শুধু নিয়ত করবেন, কিসের জন্য রুকইয়া করতে চান। কোন সমস্যা থেকে আরোগ্য চান। এরপর এই সুরাগুলো পড়বেন। ৩বার, ৭বার, ১০বার। যতবার ইচ্ছা। চাইলে একটা সুরা ৩বার/৭বার করে পড়তে পারেন, চাইলে সবগুলো একবার করে পড়ে আবার প্রথম সুরা থেকে পড়তে পারেন। পড়ে পড়ে নিজেকে ফুঁ দিবেন। তেল বা পানিতে ফুঁ দিয়ে খাবেন, ব্যবহার করবেন।এটাই যথেষ্ট। প্রতিদিন পড়েন। সমস্যা বেশি হলে প্রয়োজনে কয়েক বেলা পড়েন। প্রয়োজনে ডাক্তারের চিকিৎসা নেন, সাথে এগুলো পড়ে পড়ে রুকইয়াহ করেন।আপনি যদি ইয়াকিনের সাথে রুকইয়াহ করেন। সুস্থতার জন্য আল্লাহর দিকে মনযোগী হন। আপনার জন্য সকালসন্ধ্যার দোয়াগুলো, আয়াতুল কুরসি আর তিনকুল পড়ে রুকইয়া করলেই অনেক! মাসনুন রুকইয়া ঝুঁকিহীন। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। উপকার দীর্ঘমেয়াদি। আর ইনশাআল্লাহ আখিরাতের প্রতিদান বিবেচনাতেও এটা বেশি ভারি হবে।

[গ]
যাই হোক, চলুন এবার আমরা কিছু হাদিস পড়ি -

১. তিরমিযির একটা হাদিস আছে, “আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে জিনের ক্ষতি থেকে এবং মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন। (নাসাঈর বর্ণনায় আছে, নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে জিনের বদনজর এবং মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন।)এক সময় সূরা ফালাক

এবং সূরা নাস নাজিল হলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে গ্রহণ করলেন এবং অন্য সবকিছু বাদ দিলেন।”

২. নাসাঈর আরেকটা হাদিস আছে, একই অধ্যায়ের।আবদুল্লাহ্ ইবন খুবাইব তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্জনে পেয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, বল। আমি বললাম, কি বলবো? তিনি বললেন, বল, আমি বললাম কি বলবো? তিনি বললেন, বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার...। (কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক।) তিনি পুরোটা পড়লেন। এরপর বললেনঃ কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। এই সূরাও শেষ করলেন। আমিও উনার সাথে সাথে পড়লাম। এরপর তিনি বললেনঃ এ দু'টির চেয়ে উত্তম কিছু দিয়ে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। (অন্য বর্ণনায় আছে, এগুলোর চেয়ে উত্তম আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যম কেউ অনুসরণ করে না।)

৩. আরেকটা হাদিস আছে,
ইবন আবিস জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ হে ইবন আবিস! যা দ্বারা লোকেরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, এদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে উত্তম, তা কি আমি তোমাকে বলবো না? সাহাবি বললো, হ্যাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ তা হলো, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস -এই দু'টি সূরা।

৪. নাসাঈর আরেকটা হাদিস,
উকবা ইবন আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত আর কোন আয়াত দেখা যায় না, আর তা হলো 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক' শেষ পর্যন্ত এবং কুল আউযুবিরাব্বিন নাস' শেষ পর্যন্ত।

৫. শেষের এটা তিরমিযির হাদিস, নাসাঈতেও আছে,“আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক বর্ষণমুখর অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুঁজতে বের হলাম, যেন তিনি আমাদের নিয়ে সালাত পড়েন। তার সাথে যখন সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন, 'قُلْ' (বলো)। আমি নিশ্চুপ
থাকলাম। তিনি আবার বললেন, 'قُلْ'। আমি নিশ্চুপ থাকলাম। তিনি আবার বললেন, 'قُلْ'। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! কী বলব? তিনি বললেন, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ..' 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক..' 'কুল আউযুবিরাব্বিন নাস..' — সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার। এটা সব কিছু থেকে তোমার হেফাজতের জন্য যথেষ্ট হবে।”উল্লেখিত সবগুলো হাদিসের মান সহিহ। -আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

১০)আপনি কোন একটা ভাল কাজ করতে পেরেছেন,কোন কোর্স বা ক্লাস শেষ করতে পেরেছেন, কোন নোট করতে পেরেছেন কাজ শেষে বা সেখান থেকে বের হয়ে সাথে সাথে ফালাক নাস পড়ে গায়ে ফু দিন।ভাল কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তৌফিক না দিলে কখনোই সম্ভব না।কারা লেগে থাকতে পারছে?আল্লাহর সুনজর প্রাপ্ত বান্দারা।আমরা কেন আল্লাহর সেই সুনজর প্রাপ্ত বান্দা হতে পারি না?আমার আল্লাহর তরফ থেকেই সেই সুনজর পেতে হবে যাতে আমি সকল কল্যানকর কাজে লেগে থাকতে পারি এবং সুন্দরভাবে শেষ করতে পারি। যখনই কল্যানকর কাজগুলো করার তৌফিক পাবো তখনই শুকরিয়া আদায় করব।ফজর নামাজ আদায় করার তৌফিক পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া আদায় করব।দুরূদ পড়ার তৌফিক পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া আদায় করব।এভাবে প্রতিটা কাজের জন্যই শুকরিয়া আদায় করব। আল্লাহ যদি আমাদের শারীরিক যেকোন একটা অসুস্থতা বা যেকোন ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন করতেন আমরা কি আমলগুলো করতে পারতাম?এজন্য প্রতিটা আমল নিয়ে, প্রতিটা রিযিক নিয়ে খুব বেশি ফিকির করা,দুআ করা।দুআয় লেগে থাকা।দুআর কথা বারবার কেন বলা হয়?দুআ করা সবচেয়ে সহজ আমল কিন্তু সবচেয়ে অবহেলিত।আমরা চিন্তা করি যে দুআ করতে পারি না,জানি না।পারি না,জানি না এমন মনোভাব অন্তরে আনার কোন অবকাশ নেই।

১১)আপনি মানুষকে যেভাবে ছোট ছোট ভাল কাজ এর জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছেন, ঠিক সেভাবেই আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত প্রতিটা নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন।আল্লাহ যে আমাকে সুস্থ ভাবে ঘুম থেকে উঠার তৌফিক দিলেন, সুন্দর শারীরিক গঠন দিলেন,আমার ইন্দ্রিয়গুলো সব কাজে লাগানোর তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ এজন্য আমরা আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করব না?আমাদের সবচেয়ে বেশি শুকরিয়া আদায় করা উচিত কার?সৃষ্টির নাকি সৃষ্টিকর্তার?সৃষ্টিকর্তার শোকরগুজার কিভাবে করা উচিত?কতটা বিনয়ী কতটা আবেগের সাথে করা উচিত?আমরা চিন্তা ভাবনা করি না।আমরা আমাদের নিয়ামত গুলো নিয়ে ভাবি যে এগুলো তো সবারই আছে।মোটেও না।সবাই মোটেও এসব নিয়ামত পাচ্ছে না।যে কোন বিষয় এর জন্য আমরা বাংলা ভাষাতেই/যার যার ভাষাতেই দুআ করতে পারি।হিসনুল মুসলিম বই বা এ্যাপ থেকে দুআ গুলোর বাংলা অর্থ গুলো পড়বেন।এখান থেকেও পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ।দুআ গুলো পড়তে পড়তে আপনার কান্না আসবে,অন্তর বিগলিত হবে।আল্লাহু আকবার।

🔶দুআ পিডিএফ গুগল ড্রাইভ:
https://drive.google.com/drive/folders/1-VaMbVPBeM-hpImYnmMqUuO-113jiAB-

১২)দ্বীনের বুঝ জ্ঞান আসার পরে আমার চিন্তায় আসত যে আমার বিপদআপদ গুলো কি আযাব গজব নাকি আল্লাহর তরফ থেকে আমার জন্য পরীক্ষা? আমি সারাদিনই আল্লাহকে প্রশ্ন করতাম।আল্লাহ এটা কি আযাব নাকি পরীক্ষা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বিষয়টা আমাকে স্পষ্ট করে বুঝার তৌফিক দিলেন যে বিপদ আপদ আমার জন্য আযাব গজব তখনই

যখন আমার রুহ অস্থির হয়ে যাবে।যখন আমি বিনয়ী,দুআ,চুপচাপ হয়ে যাওয়া,আল্লাহর জন্য সময় বের করা,আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করার জন্য আরো শক্তভাবে পদক্ষেপ নিতে শুরু করব এই হলো রহমত।ঈমানের পরীক্ষায় পড়লে বান্দা যদি সবরকারী হয়ে যায় (সবরকারী মানে হলো নিষ্ক্রিয় থাকা না।এর মানে হলো দুআ করা,দান সাদাকা করা, যথাসম্ভব আল্লাহর সাথে সময় পার করবেন) তাহলে সেই বিপদ হলো বান্দার জন্য পরীক্ষাস্বরুপ।এর ফলাফল এত মধুর।আল্লাহু আকবার!কারন আপনি ঈমানের পরীক্ষায় পড়েছেন এবং ঈমানের শক্তির মাধ্যমে সেই পরীক্ষা পার করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।আল্লাহু আকবার! এই ঈমানের পরীক্ষা হতে পারে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক,রোগ বালাই,পারিবারিক,মানসিকভাবেও হতে পারে।যেকোন ভাবেই আমরা আক্রান্ত হতে পারি।তাহলে এটা কি গজব নাকি পরীক্ষা?আযাব গজব তখনই যখন আমি অস্থির।ঈমানের পরীক্ষায় পড়ার পর আপনি যদি চুপ হয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যান,আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন তাহলে সেই বিপদ আপনার জন্য গজব না,পরীক্ষা।অনেক সময় বিপদআপদ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ারও তৌফিক হয়না।তারপরও আপনি আল্লাহর কাছে একাগ্রতার সাথে তৌফিক চাইতে থাকুন।আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব যে আল্লাহ আপনি ঈমানের পরীক্ষা সহজ করে দিন।সবসময় সহজতার দুআ করব আল্লাহর কাছে।ঈমানের পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে।আমি এটা বুঝতে পারি যে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন। আল্লাহর বন্ধুত্বের উপলব্ধি আমি প্রতিটা মুহূর্তে পাই।ঈমানের পরীক্ষার মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যান ও হিকমাহ লুকায়িত রয়েছে।এই ঈমানের পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে যে শিক্ষা দান করেন,যে নূর দান করেন সেটা জমিনে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে হবে।দ্রুতই ঈমানের পরীক্ষা থেকে আল্লাহ পাক পরিত্রান দান করবেন।ঈমানের পরীক্ষার মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহর প্রতি সুধারনা বাড়তে থাকে।

১৩)হাসপাতাল গুলো রোগী দিয়ে পূর্ন হয়ে আছে কেন?এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা।আমাদের প্রত্যেকের উপর দিয়ে পরীক্ষা যাচ্ছে। যারা হাসপাতালে আছে খেয়াল করে দেখবেন কজন নামাজ পড়ে? অথচ দুআ চায় সবাই যে দুআ করবেন।দুআ কবুল হবে কখন?দুআ কাজ করবে কখন?আমি যখন আল্লাহকে চিনব দুআ তখন কাজ করবে।আমার জন্য অন্যদের দুআ তখন কাজ করা শুরু করেছে যখন আমি নিজের জন্য দুআ করা শিখলাম,আল্লাহর সাথে একান্তে সময় পার করা শিখলাম।তখন দেখলাম আমার জন্য করা আমার মা বাবা,স্বামী সন্তান ইত্যাদি সবার দুআ কবুল হয়ে যাচ্ছে।আল্লাহর যেকোন বান্দা আমার জন্য দুআ করে যাচ্ছে এবং সেই দুআ কবুল হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার! মানুষের দুআও কবুল হওয়া দরকার, নিজের দুআও কবুল হওয়া দরকার। তাহলে ভুল কোথায় করে যাচ্ছি?শুরুর দিকে ফিরে যাচ্ছি। নামাজ ঠিক করতে হবে। নামাজ ঠিক না হলে বিপদআপদ সব আযাব গজব, হাতের কামাই।নজর ঠিক না রাখতে পারলে নামাজ ঠিক হবেই না।আমাদের নজর যদি বিপরীত লিঙ্গের মানুষ দেখে,শুনে অভ্যস্ত হয়,আল্লাহ অনুমতি দেন নি এমন কিছু দেখে অভ্যস্ত হয় তাহলে নামাজ কোনদিন ঠিক হবে না।আমি যদি মাহরামের পায়ের গোড়ালি দেখা ছাড়া রাস্তায় বের হওয়ার জন্য যদি এক কদমও দেই,যখন তখন

বাইরে বের হয়ে যাই আমার নামাজে কখনোই মনযোগ আসবে না।নামাজে মনযোগ এর জন্য নারীকে ঘরেই থাকতে হবে পরিপূর্ণ পর্দায়।কেন মানুষ এসব কথাগুলো বলে না?অনলাইন অফলাইনে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বহু তালিমে আল্লাহ পাক অংশগ্রহণ করে দ্বীনি আলোচনা শোনার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ,কিন্তু কখনোই কারো মুখে এই বিষয়ে শুনি নি।কেউ কোনদিন কেন বলল না যে একজন নারী থাকবে ঘরে,পরিপূর্ণ পর্দায়। প্রয়োজনে যদি ঘর থেকে বের হতে হয় তাহলে মাহরামের পায়ের গোড়ালি দেখে চলাফেরা করতে হবে। এই দাওয়াত কেন দেয়া হয় না?অথচ আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম' (আলে ইমরান ১০৪)। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (সূরা আল আহযাব: আয়াত ৭০)। যতদিন পর্যন্ত উম্মাহর নারীরা এভাবে আমল করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত উম্মাতের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে না।সকল বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন।

১৪)আমি কোন আমল করতে রাজি না কিন্তু নিয়ামত ভোগ করার জন্য ব্যস্ত।আমি কেন পাচ্ছি না, কেন এটা ওটা হচ্ছে না।অমুক বোন তো দ্বীনদার না সে ভাল স্বামী,ধনী পরিবার পেয়েছে আমি কেন পেলাম না ইত্যাদি। বোন আপনি কি সেসবের মধ্যে তার জন্য আযাব গজব দেখতে পান?আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি সত্ত্বেও দুনিয়ায় ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় শাস্তি।অন্যটার দেখে কখনোই চাইবেন না।চাইবেন কুরআন হাদীসের আলোকে,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকামত চাইবেন,সাহাবাওয়ালাদের মত চাইবেন।আপনি যদি আমার মত হতে চান তাহলে আপনি আমার খারাপ বিষয় গুলোও পেয়ে বসবেন।আল্লাহু আকবার!আল্লাহ মাফ করুন।একমাত্র রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত যারা তারা ছাড়া সবার মধ্যেই খারাপ বিষয় আছে।তারা কারা?সাহাবায়ে আজমাইন,উম্মুল মুমিনগণ।যেকোন বিষয়ের জন্য আমার পিছনের দিকে ফিরে যেতে হবে।এমন পরিস্থিতিতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সিদ্ধান্ত নিতেন?সাহাবীরা কি করতেন?উম্মুল মুমিনগণ কি করতেন?এভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।এটাই একমাত্র সঠিক পথ।

১৫)আমি আল্লাহর কাছে দুআ করেছি আল্লাহ কেমন পর্দা আপনি চান?আমার বিদেশে আসা যাওয়া করতে হয়েছে, স্বামীর পায়ের গোড়ালি দেখে।নামাজ ঠিক করতে হলেই নজর হেফাজত করতে হবে। নামাজ ঠিক হলেই দুআ কবুল হবে।দুআ কবুল হলে আপনি রহমানের বান্দা হয়ে যাবেন।একটার সাথে একটা ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত।আপনি নিয়ামতগুলো কেন পাচ্ছেন না?কারন আপনার নামাজ ঠিক নেই।যার নামাজ ঠিক তার সব ঠিক। আমি নামাজ ঠিক করার জন্য মেহনত করে যাচ্ছি এজন্য দুনিয়াকে আল্লাহর জন্য কুরবানী করে দিয়েছি।আমি দুআ করেছি আল্লাহ আপনি আমাকে এমনভাবে গড়ে দিন যাতে আমি কোন পরপুরুষ এর ছায়া পর্যন্ত না দেখি।আমি আল্লাহকে বলেছি আল্লাহ আপনি আমাকে ঘরে সবকিছু মিলিয়ে দিন,আমি ঘর থেকে বের হতে চাইনা।ঘর থেকে বের হলে নজর হেফাজত করা সম্ভব না।যেকোন মূল্যে আমার নামাজ ঠিক হতে হবে।নামাজ ঠিক না করতে পারলে

কোনকিছুই ঠিক হবে না।নামাজ ঠিক করতে পারলেই শারীরিক,মানসিক,আত্মিক,পারিবারিক ইত্যাদি সবদিক ঠিক।আমি ঠিক নাই দেখেই তো আমার সব এত এলোমেলো। তাহলে আমার ঠিক হওয়ার রাস্তাটা কোথায়?

১৬)আমি দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি আল্লাহ আপনি আমার ঘরের পুরুষদের দ্বীনের গভীরের জ্ঞান দান করুন।যেদিন থেকে আমি পরপুরুষদের কথা নিজের কানে শোনা বন্ধ করলাম সেদিন থেকে আমি আমার ঘরের মাহরাম পুরুষদের মাঝে নূর দেখা শুরু করলাম।আল্লাহু আকবার!আমি যেই নূরের জন্য আমার পরিবারের পুরুষদের জন্য দুআ করতাম সেই দুআ কবুলের জন্য বাধা ছিল আমি যে পুরুষের দারসে উপস্থিত হচ্ছি এ বিষয়টা।আমি তখন ১ টা কোর্সে যুক্ত ছিলাম যেখানে উস্তাদ ছিলেন।প্রায় ১ বছর ধরে আমি সেখানে নিয়মিত ছিলাম।কিন্তু একটা সময় পর সেখানে আমি নিয়মিত থাকতে পারছিলাম না।কেন যেন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলাম।এতদিন তো এমন হয়নি।আমি কখনোই কোন দারস থেকে মাহরুম হইনা।কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে পুরুষদের দারস থেকে মাহরুম করলেন।সাথে সাথে দেখলাম আমার স্বামী সন্তান সহ পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের মধ্যে দ্বীনের গভীরের জ্ঞান,তাকওয়ার জ্ঞান আল্লাহ পাক দিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমি আস্তে আস্তে পুরুষ উস্তাদদের দারস গুলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম।আমি বুঝতে পারলাম যে পুরুষের দারসে বসার কারনে আমি যে নূর উপলব্ধি করতে পারছিলাম,যে হারে দুআ কবুল হচ্ছিল সেটা হচ্ছে না।আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে যাবতীয় পুরুষের দারস থেকেও সরিয়ে নিয়ে আসলেন।তাহলে দ্বীন শেখার জায়গা কোথায় আমার?এ বিষয়ে আগেও বলা হয়েছে।দ্বীন শিক্ষা হলো নারীবান্ধব পরিবেশে ঘরের ভিতরে।এখন কিন্তু আমার সার্টিফিকেট অর্জনের মেহনত নেই।নিজের জন্যও না,নিজের সন্তানের জন্যও না।সার্টিফিকেটের পিছনে ছুটতে গেলে বরকত রহমত কি এগুলো আপনি বুঝতে পারবেন না,নজরের হেফাজত কি এবং কেন,কেন বিপরীত লিঙ্গের কারো দারসে বসা যাবে না,কোন কারনে ঘরের বাইরে গেলে কেন মাহরামের পায়ের গোড়ালি দেখে চলতে হবে এসব বিষয় আপনি বুঝতে পারবেন না।আপনি সবদিক থেকেই ব্যর্থ ব্যর্থ এবং ব্যর্থ।আপনি বড়জোড় এতটুকু বলতে পারবেন যে আপনার অমুক তমুক ডিগ্রি আছে,আপনি অমুক তমুক নামি দামী প্রতিষ্ঠানে পড়েছেন বা মাদ্রাসায় পড়েছেন।কিন্তু এসব আপনার কি কাজে এসেছে?কেন আপনি নিজে আলোকিত হচ্ছেন না?আমার ডিগ্রি সার্টিফিকেট দরকার নেই।আমার দরকার আলোকিত একটা ঘর,আলোকিত রুহ যা আল্লাহর নূর দ্বারা আলোকিত। এই নূরের মাধ্যমেই স্বামী সন্তান, আত্মীয়, প্রতিবেশি কার সাথে কোন হিকমাহ অবলম্বন করে কাকে কিভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে সেসব আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিবেন।এই নূর হলো যা আমাকে টেনে নিয়ে তাদের নিকটবর্তী করবে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য।আমাকে কেউ দ্বীনের দাওয়াত দিলে আমি তার ধারে কাছেও ঘেঁষতাম না।সে ব্যক্তির উপস্থিতি আমি কোনভাবেই কামনা করতাম না।কিন্তু এমন কি হওয়ার কথা ছিল?আল্লাহর দেয়া নূর যদি নিজেকে আলোকিত করতে পারে তাহলে সেটা অন্যকেও আলোকিত করতে পারবে।আমার

কোন সার্টিফিকেট চাই না,আমার সেই আলোকিত রুহানি পরিবেশ চাই।সার্টিফিকেট দিয়ে আমি কি করব যদি আমার ঘরে রুহানি পরিবেশ না থাকে?ঘরের ভিতরে রুহানি পরিবেশ আনতে হবে। বিষয় টা এমন না যে আমাকে কেউ দ্বীনের কথা বলতে এসেছে আর আমি তাকে দেখতে পারছিনা সহ্যই করতে পারছিনা।এই কেমন ইসলাম?দ্বীনের দাওয়াত কেমন হওয়ার কথা ছিল?আমরা কি সেই নূর পাচ্ছি? নিজের মধ্যে? এবং সেই নূর অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারছি?দ্বীনের সৌন্দর্যই এমন যা দেখে মানুষ দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট হবে,দৌড়ে পালিয়ে যাবে না।এ বিষয় কোন ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট এর সাথে জড়িত না।আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।**(সূরা ফাতির: আয়াত ২৮)**

১৭)আমি একজন নারী হয়েও যদি সার্টিফিকেট এবং বড় বড় ডিগ্রি অর্জনের এর পিছনে দৌড়াই তাহলে রবের হক,পরিবারের হক,মা বাবার হক,স্বামী সন্তানের হক,প্রতিবেশি,আত্নীয় ইত্যাদি হক কখন কিভাবে আদায় করব?আমি নারীদের উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষে কথা বলছি না।বিষয় টা বুঝার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। উচ্চ শিক্ষা মানে কি?এই যে আল্লাহ পাক আমাদের দ্বীনের পথে চলার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ,এর মাধ্যমে আমরা জ্ঞানী হতে চাই।জ্ঞানী শব্দের আরবি হলো আলেম।আল্লাহু আকবার! আমরা আসমানে আল্লাহর কাছে আলেম হতে চাই।আমি জাহেল,মুর্খ হতে চাই না।আমরা জালিম হতে চাই না।আমাদেরকে জ্ঞানীদের পথ বেছে নিতে হবে। এটা কোন পথ?আপনি যদি একজন তাকওয়াবান নারী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন যার কারনে আপনার আমল ইবাদত, কাজ কর্মের ধরন সবকিছুই এমন ভাবে হবে যার কারনে পরিবারে প্রত্যেকেই আপনার দিকে ঝুঁকে যাবে।আপনার কাছ থেকে দ্বীন শেখার জন্য আগ্রহী হবে।কিভাবে আমল করতে হয়,কিভাবে কাজগুলোকে গুছানো যায় সেগুলো শিখতে চাইবে।আপনার মত করে তারা তৌফিক প্রাপ্ত না এজন্যই তারা আপনার মত করে সহজতার পথ খুঁজতে চাইবে।কিভাবে আল্লাহর দিকে আসা যায়,কীভাবে আল্লাহওয়ালা বান্দা হওয়া যায়,কিভাবে সব কাজে তাকওয়াকে প্রাধান্য দেয়া যায় সেসব নিয়ে চিন্তা করবে।এইভাবে করে কিভাবে দ্বীনকে বুঝা সম্ভব, কিভাবে এমনভাবে নজর হেফাজত সম্ভব, কিভাবে হক আদায় করা সম্ভব এসব শিখতে চাইবে।আপনার চলাফেরার ধরনের কারনেই তারা দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট হবে।এমনটাই কি হওয়ার কথা না?এসব বাদ দিয়ে আমরা প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছি কার কত ডিগ্রি আছে,কার কত সার্টিফিকেট,পিএইচডি আছে,কে কত নামী-দামী প্রতিষ্ঠানে পড়েছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। জ্ঞানের পরিধি এসব দিয়ে যাচাই আদৌ কি করা সম্ভব?পিএইচডির পিছনে ছুটতে থাকলে এই মেহনত গুলো আদৌ করা সম্ভব? কিভাবে?নিজেরা চিন্তা ভাবনা করি।

দ্বীনি লাইনে নারীদের আরো উচ্চতর ডিগ্রি দরকার কেন?নারীরা হলো উম্মতের অর্ধেক, তাদের গর্ভ থেকেই বাকী অর্ধেক এর আগমন হয় দুনিয়ায়।নারীরা ঘরে অবস্থান করে সন্তানদেরকে মুত্তাকী বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার মেহনত করে যাচ্ছে যারা উম্মাহর সম্পদ। এরচেয়ে বড় ডিগ্রি সার্টিফিকেট আর কি হতে পারে একজন নারীর জীবনে?তাকওয়াবান একজন নারী তাকওয়াবান প্রজন্মের জন্ম দিচ্ছে যেখান থেকে খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবে।এর

সাথে সার্টিফিকেট এর কি সম্পর্ক? জেনারেল লাইনেও আমরা সার্টিফিকেট অর্জনের পিছনে ছুটে চলেছি,দ্বীনি লাইনেও যদি একই কাজ করি তাহলে আমাদের ঘর সংসার সন্তানের দায়িত্ব কে পালন করবে?মুত্তাকী পরিবার গঠনের মেহনত কারা করবে?এর জন্য যে পরিমান চোখের পানি আল্লাহর কাছে ফেলে দুআ করা দরকার,যে পরিমান স্থিরতা একটা রুহের দরকার সে পরিবেশ কিভাবে একজন নারী ঘর থেকে বের হলে পাওয়া সম্ভব যেখানে নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে।ঘর থেকে বের হলেই এসব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।সেই পরিবেশে নিজেকে বের করে কিভাবে নিজের পরিবারে দ্বীন কায়েম,খিলাফত কায়েম করা সম্ভব?পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে নারীদের ঘর থেকে বের করে আনার প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে আমরাও তো দ্বীন মেনে চলা বোনদের সেভাবেই ডিগ্রি সার্টিফিকেট অর্জনের নামে ঘর থেকে বের করে আনার প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছি।আমরা কেন তাদের অনুকরণ করব?আমরা আমাদের নারীদের ঘরে থেকে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করব।আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সহজ করুন।

১৮)নারীদের পড়াশোনা কতদূর পর্যন্ত হবে?মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ইলম অর্জনের সাথে যুক্ত থাকতে হবে।আল্লাহর কাছে সেই বিশেষ জ্ঞান চাইতে হবে।আমি তো সারাক্ষণ ইলম অর্জনের সাথে লেগেই আছি সুবহানাল্লাহ। স্বামী সন্তান নিয়ে চলার হিকমাহ কি,পরিবারের হক আদায় করার হিকমাহ কি,সন্তান বিয়ে দেয়ার হিকমাহ কি,ফরজ পরিমান ইলম অর্জন করে আমলে পরিনত করার মেহনত এবং সেই ফরজ পরিমান ইলম পরিবারে,আত্নীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মেহনত চলমান।আমি তো এক মূহুর্ত ইলম অর্জনের পথ থেকে দূরে নেই,এক মুহূর্ত অবসর নেই।আমি কোন ভাষায় দাওয়াহ দিবো পরিবারে,কুরআনের সেই ভাষার প্রয়োগ কেমন হবে কিভাবে কখন হবে।সারাক্ষণই তো আমি ইলমের সাথেই,আল্লাহ পাক আমাকে ইলম অর্জনের পথে কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক যদি আমার জন্য এই রাস্তা গুলো সহজ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে চিন্তা করে দেখুন কে জ্ঞানী? অবশ্যই আল্লাহ পাক যার জন্য এ পথ সহজ করে দিচ্ছেন সেই জ্ঞানী।যে এ বিষয় গুলো করতে পারার মত তৌফিক লাভ করেছে এবং টিকে থাকতে পেরেছে সেই জ্ঞানী। দ্বীনের পথে আসার পর দ্বীনে টিকে থাকতে পারা সবচেয়ে কঠিন।

১৯)শুরুর দিকে অনেক আবেগ অনুভূতি কাজ করে।অনেক আমল করা হয়,তাহাজ্জুদ প্রতিদিন হয়,নামাজে দীর্ঘ সময় পার করা ইত্যাদি বিষয় চলমান থাকে।কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই আবেগ অনুভূতিতে ভাটা পড়ে যায় শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং নাফসের ধোঁকার কারনে।আমাদের দ্বীনে আমৃত্যু টিকে থাকার জন্য মেহনত করে যেতে হবে।দ্বীনে টিকে থাকার মেহনত কয়েকদিনের যাত্রা না,বরং আজীবনের। এজন্য সবর প্রয়োজন।কখন কিভাবে কি করা প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে নিতে হবে। সারাদিন নামাজ, কুরআন নিয়ে বসে থাকলেই হবে না।ঘরে যদি মা থাকেন,নারী সদস্যরা থাকেন যাদের দ্বীনের বুঝ জ্ঞান নেই তাদের কাজে কি সহযোগিতা করতে হবে না?আমার দ্বীনের বুঝ জ্ঞান আসার পরে আমি যদি গর্তে লুকিয়ে থাকি, আমার নামাজ,আমার কুরআন ক্লাস, সারাদিন ক্লাস আর ক্লাস নিয়েই ব্যস্ত থাকি তাহলে পরিবারের হক আদায় করার বিষয়

কিভাবে সামলানো সম্ভব?কোন জায়গায় কোন জ্ঞান প্রয়োজন সেটা কি আপনার আছে?আপনি যদি পরিবারে মেয়ে হয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপযোগী জায়গা কোনটা?স্ত্রী হয়ে থাকলে উপযোগী জায়গা কোনটা ইত্যাদি। পরিবারে যদি সম্পদ নিয়ে আলোচনা হয়,তালাক নিয়ে আলোচনা হয় সেই জ্ঞান কি আপনার আছে?অথচ এগুলো ফরজ পরিমান ইলম এর অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটা পরিবারের এত সমস্যা,রোগ বালাই থেকে শুরু করে ঝগড়াঝাটি,সম্পদ, তালাক ইত্যাদি সব কিছু বিদ্যমান।তাহলে সমাধান কোথায়?আমি সারাদিন আমার ক্লাস নিয়েই পড়ে থাকবো?হক আদায় কিভাবে করব?সমস্যার সমাধান কে করবে?কেউ বসে নেই এসব সমস্যার সমাধান করার জন্য।আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য মেহনত আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।কিভাবে করব?এজন্য সঠিক জ্ঞান আল্লাহর কাছ থেকে নিতে হবে।সেই জ্ঞান নেয়ার পদ্ধতি কি সার্টিফিকেট এর পিছনে, পিএইচডি ডিগ্রির পিছনে ছুটতে থাকা?আমার করনীয় কি?কুরআনের অর্থটা পড়া শুরু করি।আল্লাহর কাছে জ্ঞান গুলো চাইতে থাকি।আল্লাহ, পরিবারে এত জটিল সমস্যা এসবের সমাধান কোথায় আপনি আমাকে পথ দেখান।আপনি যদি আল্লাহর প্রদত্ত সেই নূরকে নিজের মধ্যে ধারন করতে পারেন প্রতিটা বিষয়ের জ্ঞান আপনার দিকে আসবে।যত জটিল মাসআলা মাসায়েল হোক সমস্যার সমাধান করার জন্য সেগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যাবেই।এগুলো আপনি স্বপ্নের মাধ্যমে,মুরাকবার মাধ্যমে,চিন্তার মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।আল্লাহর প্রতি মননিবেশ করলেই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক আমাকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

২০)কিন্তু আপনি কি করে যাচ্ছেন?ঘর থেকে যখন মন চায় তখন বের হয়ে যান।বোরকা নিকাব পরেই বের হন এবং সেটাকেই পর্দা মনে করেন।নজর হেফাজতের বিষয়ে আপনি বুঝতেই পারছেন না,বুঝার পরও আমলে আনার জন্য কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।আপনি পরিবারে সময় দিবেন না,কারন পরিবারে সময় দিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়।তাদের দ্বারা আমি প্রভাবিত হই।এগুলো হলো ভুল শিক্ষা।বরং আমাকে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে,আল্লাহ আমাকে আপনি ভারসাম্য করার হিকমাহ দান করুন।আমাদের অতীতের অনেক কাযা রোজা থাকতে পারে।সেগুলো কখন কিভাবে রাখব এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করব,আল্লাহ আপনি আমাকে কাযা গুলো আদায় করার তৌফিক দিন।কবরে গেলে আমার যেন এমন হিসাবের সম্মুখীন না হতে হয় যে তোমার নামাজ কোথায়, রোজা কোথায়,পর্দা কোথায়। আল্লাহ আপনি আমার আমল ইবাদত ঠিক করে দিন।এগুলো কখন হবে?আবার পরিবারের হক আদায়ও কিভাবে হবে?সবকিছুই সহজ হবে তখন যখন আমার নামাজ ঠিক হবে।আর নামাজ কখন ঠিক হবে?যার নজর, জবান,কান পর পুরুষ থেকে হেফাজতে থাকবে।একজন পুরুষের জন্যও একই বিষয়। যার নজর,জবান,কান পরনারী থেকে হেফাজতে থাকবে।একমাত্র নামাজ ঠিক করার জন্য এসব বিষয় চলে আসবে সুবহানাল্লাহ।এসব মেনে না চললে দ্বীনের পথে টিকে থাকা কঠিন।আপনি সারাক্ষণ একটা আতংকের মধ্যে থাকবেন।কিন্তু আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন নাফসে মুতমাইন্না বলে একটা নাফস আছে।একে মুতমাইন্না (مطمئنة) বলা হয়েছে, যেহেতু সে তার রবের ইবাদত ও ভালোবাসায় মুতমাইন্ন তথা প্রশান্ত।

২১)আমি কিভাবে প্রশান্ত হবো?যখন আমি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব তখন।কোন বিপদআপদ হলেও আমি আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট।নিশ্চয়ই এর মধ্যে কল্যান ও হিকমাহ আছে।মুমিন ব্যক্তির সাথে অকল্যানকর কিছুই হয় না।এই বিষয় এর উপরে আমরা কেন আমল করতে পারিনা?দেখলেই সব বিরক্ত লাগে,সবকিছু অসহ্য লাগে,কোনকিছু মেনে নিতে পারিনা,কোনকিছু দেখলেই শরীরে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়।তাহলে আমার করনীয় কি?কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করা।কুরআন হাদীসে বর্নিত চিকিৎসার মধ্যে প্রতিদিনই থাকতে হবে।আপনি যদি ইয়াকিনের সাথে রুকইয়াহ করেন,শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতার জন্য আল্লাহর দিকে মনযোগী হন আপনার জন্য সকালসন্ধ্যার দোয়াগুলো, আয়াতুল কুরসি আর তিনকুল পড়ে রুকইয়াহ করলেই যথেষ্ট হবে।তিরমিযির একটা হাদিস আছে, “আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বে জিনের ক্ষতি থেকে এবং মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন। (নাসাঈর বর্ণনায় আছে, নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে জিনের বদনজর এবং মানুষের বদনজর থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন।)এক সময় সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাজিল হলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে গ্রহণ করলেন এবং অন্য সবকিছু বাদ দিলেন।”

২২)আমরা রুকইয়াহ কেন করব?আমরা যেন শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতা ও উত্তম আখলাকের সাথে দিনগুলো পার করতে পারি।উত্তম আখলাকের কারনেই মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে দ্বীন শেখার জন্য।পরিবার পরিজন, স্বামী সন্তান ও আপনার কাছে আসবে দ্বীনের এ বিষয় টা কেমন সেটা যেন আপনি শিখিয়ে দেন তাদের।আমরা কি এমনটা চাই না?নাকি আমরা চাই শুধু ভাঙ্গন,বাবা মার সাথে খারাপ সম্পর্ক, বিয়ে না হয়ে থাকলে বিয়ে হয় না কেন এজন্য সারাক্ষণ কান্নাকাটি করা,বিয়ে হয়ে গেলে কান্নাকাটি আরো বেড়ে যায়,যেখানেই যাই সেখানেই আমি বিপদগ্রস্ত,ব্যর্থ।একজন মুমিন নারীর জীবনে ব্যর্থতার গল্প থাকার কথা ছিল না।সে প্রতিটা বিষয়ে সফল হওয়ার কথা ছিল।প্রতিটা বিষয়ে তার নূরের গল্প,আল্লাহর তরফ থেকে রহমত বরকতে পরিপূর্ণ এমনসব অলৌকিক গল্প থাকার কথা ছিল যা কোন কান শোনে নি চোখও দেখে নি।এই নূর কি পরপুরুষ দেখতে শুনতে থাকলে আমরা পাবো?

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব,আল্লাহ আপনি আমাদের মাহরাম পুরুষদের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান শেখার ব্যবস্থা করে দিন,তাদের সেই জ্ঞান দান করুন।যতদিন সে ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন ঘরে অবস্থান করে নারীবান্ধব পরিবেশে দ্বীন শিখতে হবে।ভুলেও নিজের নজর কোন বিপরীত লিঙ্গের কারো দিকে যাবে না এমনভাবে নজরকে হেফাজত করতে হবে।আমাদের বিল্ডিং গুলো এমন যে এক বাসা থেকে আরেক বাসা খুব সহজেই চোখে পড়ে।তাহলে নজর হেফাজত কিভাবে হবে?আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকা যে আল্লাহ আপনি আমার নজর হেফাজত করা সহজ করে দিন।নজর হেফাজত না করলে তো নামাজ ঠিক হবে না। নামাজ ঠিক না হলে আমার সব কিছু ঝুলন্ত থাকবে।যেকোন মূল্যে নামাজ ঠিক

করতেই হবে। এজন্য আল্লাহর কাছে যত চোখের পানি ফেলে দুআ করা প্রয়োজন সেটা আপনি করতে থাকুন। আল্লাহর কাছ থেকে আমার শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতা,পারিবারিক বিষয় ইত্যাদি সব বিষয় এর সমাধান নিতেই হবে।সবকিছু আমি নিয়ামতে পরিপূর্ণ চাই।আল্লাহ পাক এ ওয়াদা করেছেন যে আল্লাহকে ভয় করে তাকে আল্লাহ পাক নিয়ামতে পরিপূর্ণ করে দেন।নিয়ামতে পরিপূর্ণ মানে কি?এর মানে হলো আপনার মা বাবা,স্বামী সন্তান,পরিবার, শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতা,প্রতিবেশি আত্মীয় ইত্যাদি বিষয় সবকিছুই উত্তম। যদি এসব না থাকে তার মানে আপনি নিয়ামতে পরিপূর্ণ না।এর জন্য বাধা আপনি নিজেই।আপনি নিজের নজর হেফাজত করুন।ঘরে থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করুন।এ কথাগুলো অন্য নারীদের নিকট পৌঁছে দিন।এ কথাগুলো আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে যে প্রকাশ করার তৌফিক দিচ্ছেন এগুলো প্রত্যেকটা পরীক্ষিত।নারীরা আজকে ঘর থেকে বের হওয়ার কারনেই তারা অপমানিত, বিপদগ্রস্ত।আমাদের সন্তানরা বিপথে চলে যাচ্ছে, আমরা তাদের দোষ দিচ্ছি।অথচ দোষ আমাদের।সন্তানরা গর্ভে নিষ্পাপ হয়েই এসেছিল।দ্বীনি পরিবারের সন্তানরাও বিপথে যাওয়ার দু:সাহস কিভাবে পায়?এর কারন হলো মা।একজন মা নিজে কেমন তাকওয়াবান তার উপরই এসব নির্ভর করে।মা হিসেবে সে নারী নিজে কখনো সেভাবে নজর হেফাজত করে নি যে কারনে সন্তান এমন উচ্ছৃঙ্খল।মা র দোষ সবার আগে।আমি যদি মেয়ে হয়ে থাকি, মায়ের আগে যদি আমার হিদায়াত হয়ে থাকে তাহলে মা'র জন্য সারাক্ষণ দুআ করতে হবে।মা'র দোষ দিয়ে বেড়াবো না।আল্লাহ আপনি আমার মাকে হিদায়াত দিন।আমার মা এসব বিষয় জানতেন না,বুঝতেন না।আপনি আমার মা কে মাফ করুন। আমি আমার মাকে কোন ভাবেই ঘৃনা করতে পারি না।হাদিসে ৩ বার এসেছে মার কথা,একবার এসেছে বাবার কথা।আমার সাথে সম্পর্কিত কোন মানুষকে আমি ঘৃনা করতে পারি না।কারন আমি চিনে ফেলেছি নূরের রাস্তা কোনটা।আমি নিজে যদি সেই নূর ধারন করতে পারি সবার আগে আমি নিজেই উপকৃত হবো।অন্যরা স্পষ্ট সেসব দেখতে ও বুঝতে পারবে যে আমি কিভাবে দ্বীনে চলার কারনে উপকৃত হচ্ছি আল্লাহর দেয়া রহমত বরকত প্রাপ্ত হয়ে।যে সময়গুলো ঘন্টার পর ঘন্টা ডাক্তারের কাছে পার করতে হত সে সময়গুলো এখন কুরআনের সাথে,উস্তাযার সাথে,আত্মীয় স্বজন এর সাথে, বাবা মার সাথে ওনাদের দ্বীন শেখানোর জন্য আল্লাহ পাক পার করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ পাক এভাবেই ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।কে তাহলে উত্তম ব্যবসায়ী?আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা হাসপাতালে থাকেন আর আমাকে আল্লাহ পাক রাত ২/৩ টা থেকে শুরু করে সারাদিন কুরআনের খিদমতের জন্য কবুল করে নিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।আল্লাহ আপনার নূর অবশ্যই প্রজ্জলিত।আমরাই এর যোগ্য না।আমরা এই নূর আপনার কাছ থেকেই চাই।আপনি আমাদের এই নূর দান করুন।আমাদের প্রতিটা ঘরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। আমার সকাল/দিন শুরু হয় রাত ২ টায়। আপনার দিন কখন শুরু হয়?কার সময়ে বরকত বেশি?আমার জীবনে সময়ে বরকত নেই,এমন কোন শব্দ নেই।আল্লাহু আকবার! সময়ের বরকত আমারই তো সবচেয়ে বেশি থাকবে।কারন আমি কাফের না।আমি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে কাফের মনে করতাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহর নূর দেখতে পাইনি।আমি আগে

কাফের ছিলাম,আমি এটাই বলি।এখন আমি আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী হওয়ার মেহনত করো যাচ্ছি।

২৩)আপনি চিন্তা ভাবনা করে দেখুন কিভাবে আমার প্রতি নিয়ামতের বর্ষন করা হচ্ছে।আমি এত নিয়ামত গ্রহন করেও কুলিয়ে উঠতে পারছিনা। আল্লাহু আকবর! আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া প্রশংসা আমি কিভাবে আদায় করব।আল্লাহ পাক যে আমাকে নিয়ামতের জন্য বাছাই করলেন এর মর্যাদা আমি কিভাবে দিবো।আল্লাহু আকবার! আমি নিয়ামত এর শুকরিয়া আদায় করতে করতে ভাষা হারিয়ে ফেলি।আমরা যত বেশি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব আল্লাহ পাক তত বেশি নিয়ামত বাড়িয়ে দিবেন।বিষয়বস্তু একটু বুঝার চেষ্টা করুন।এগুলো এত কঠিন কিছু না।কিন্তু আমরা সবকিছুকে কঠিন বানিয়ে রেখেছি।মূল বিষয় কি**?**শুধুই আল্লাহর ভয়।আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া**,**নজর ও জবান হেফাজত করার মেহনত করা।

উম্মু ফারওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন্ আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৬।

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি, আর একটি অঙ্গীকার করেছি যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে আদায় করে উপস্থিত হবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে না, তার জন্য আমার কোন অঙ্গীকার নেই।ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৩০, সনদ হাসান।

২৪)যে নারী আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করবে,নজর ও জবান হেফাজত করবে তার জন্য আল্লাহ পাক সব বিষয় সহজ করে দিবেন। আমাকে আল্লাহ পাক সম্পূর্ন ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।আমি আমার সন্তানদের নিয়ে রাত ৮ টার মধ্যেই এশার নামাজের পর সাথে সাথে ঘুমের জন্য বিছানায় চলে যাই।স্বামী কাজের জন্য কিছুটা দেরি হতে পারে।রাতের খাবার মাগরিবের আগে বা পরে করা হয়।আমি সম্পূর্ন অন্ধের মত চলাফেরা করি।ঘর থেকে কোন কারনে বের হতে হলে স্বামীর পায়ের গোড়ালি দেখে হাঁটি।কোথাও যদি বসা অবস্থায় থাকি তাহলে চোখ বন্ধ করে আল্লাহর যিকির করা অবস্থায় থাকার চেষ্টা করি।হাতে সবসময় কুরআন থাকে, সেই কুরআনের দিকে চোখ রাখা থাকে আমার।সফররত অবস্থায় হাতে কুরআন, কানেও কুরআন(হেডফোন দিয়ে শোনা)। আশেপাশের পুরুষদের গলার আওয়াজ, হাসাহাসি কথাবার্তা কোনকিছু আমি কানে শুনি না। আমি শুনি একমাত্র আল্লাহর কুরআন। সফরে থাকাকালীন সময়ে হেডফোন দিয়ে জোরে আওয়াজ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনে শেষ করা যায়। এসব মেহনত করতে কি ধরনের আনন্দ এগুলো পরীক্ষা করে দেখুন না।ঘর থেকে যদি বের হতে হয় তাহলে এমনভাবে বের হবেন যেন আপনার সাথে পথেঘাটে কেউ কোন কথা না বলে। আপনার

ডিভাইস কে পরিপূর্ণ চার্জ করে নিন।হেডফোন দিয়ে এবার সূরা ফাতিহা থেকে তিলাওয়াত শোনা শুরু করুন।একটা সফর চলাকালীন সময়ে আপনি কুরআনের অনেকাংশ শুনে শেষ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এমনও হতে পারে যে আপনি সম্পূর্ন কুরআন শুনে শেষ করে ফেলেছেন। রামাদানের আগেই আপনার সম্পূর্ন কুরআন পড়া ও শোনা শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।এর থেকে সহজ আমল আর আছে?আল্লাহু আকবার!আল্লাহ পাক আমাকে যা বুঝার তৌফিক দিচ্ছেন সেসব আল্লাহর জন্যই বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১০: নামাজ

১)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অশেষ রহমতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরো একবার আলোচনার জন্য নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ।আল্লাহর জন্য কিছু উত্তম কথা বলা যা আল্লাহ আমাকে শিখাচ্ছেন একদম দ্বীনের শুরু থেকেই। দ্বীনের পথে চলা,এত বড় নিয়ামতের রাস্তা এটা বুঝতে পারাও বিশাল নিয়ামত।আমরা আমাদের দুনিয়া আখিরাত,ব্যক্তিগত জীবন,পড়াশোনা ইত্যাদি কোনকিছু নিয়েই বুঝে উঠতে পারি না কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করব।সকল বিষয়ের সমাধান এক জায়গাতেই।আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।আল্লাহ, কিভাবে হিকমাহ অবলম্বন করলে আমার জায়গা থেকে আমি কাজগুলো সহজভাবে করতে পারব।যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি জীবনকে সহজ করার রাস্তা কোনটা সেটা বুঝতে শিখতে না পারবেন না আপনি এই দ্বীনকে গ্রহন করতে পারবেন না এই দ্বীনকে ত্যাগ করতে পারবেন।নিজের কাছেই খারাপ লাগবে যে আমি কদিন আগে নিকাব পরে চলাফেরা করেছি,এখন আবার ছেড়ে দিব!ছাড়তেই পারবেন না,আবার ছেড়ে দেয়ার পরেও যে শান্তি সেটা খুঁজে পাবেন না।শান্তি কোথাও পাবেন না।অনেককেই দেখতে পাবেন যারা আগে দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করত,হিজাব নিকাব পরে চলাফেরা করত।তারপর তারা সেসব ছেড়ে দিয়ে সাধারণভাবে চলাফেরা করে যাচ্ছে। তারা পরিপূর্ণ ভাবে আযাব গজবের মধ্যে আছে।তাদের জন্য আমরা প্রচুর দুআ করব।তারা জাহান্নামী কিনা এমন ধরনের কোন ধরনের মন্তব্য করব না কখনোই।যারা হিদায়াত প্রাপ্তির পর গোমরাহির পথে ফিরে যায় আল্লাহ পাক তাদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন।"আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায়। আর সে অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সকল নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে। এই লোকেরাই হল জাহান্নামের অধিবাসী, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।" (সূরা বাকারা ২১৭)

২)কে কিভাবে চলাফেরা করেছে কি করেছে সেসব নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই।চিন্তা ভাবনা যদি অন্তরে চলেও আসে তাহলে সেই বান্দার জন্য দুআ করা।আমার করনীয় হলো নিজে যেন দ্বীনে টিকে থাকতে পারি যে জন্য মেহনত করা।আল্লাহ আমি যেন দ্বীনে টিকে থাকতে পারি। আমাকে আপনি দ্বীনে টিকে থাকার তৌফিক দিন।শেষ জামানায় ঈমান নিয়ে টিকে থাকার খুবই কষ্টের।এ বিষয়ে হাদিস আছে।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের উপর এমন একটি যুগের আগমন ঘটবে যখন তার পক্ষে ধর্মের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে।(সুনান আত তিরমিজি: ২২৬০)

আমরা এখন শেষ জামানায় অবস্থান করছি।হাতে জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে চলতে পারা অসম্ভব/কষ্টকর কিন্তু ঈমান নিয়ে চলতে পারা আল্লাহ পাক যদি রহমত বরকত এর সাথে সহজ করে দেন তাহলে এটা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। সেই রহমত বরকত এর ঘটনাগুলো একটু একটু করে বর্ননা করে যাচ্ছি আল্লাহর জন্যই আপনারা যেন এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন সহজ করতে পারেন এবং অন্যকে শিক্ষা দিতে পারেন।আগেই অন্যকে শিক্ষা দেয়ার চিন্তা ভাবনা করা যাবে না।আগে নিজে আমল করার প্রতি মেহনত করতে হবে।আমি নিজে কি তাকওয়ার বিষয়টা বুঝতে পারছি কিনা,মেনে চলতে পারছি কিনা এটা গুরুত্বপূর্ণ।তারপর অন্যকে শিখানোর বিষয় আসবে।আপনি নিজে যখন বিষয় গুলো বুঝতে পারবেন তখন কোনভাবেই আগের মত চিন্তা ভাবনা, চলাফেরা করতে পারবেন না।সব বিষয়ে আদব আখলাক সম্পূর্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে।কারন এই রাস্তা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।আপনি সারাক্ষণ নিজের বিষয়ে নির্দেশনা পেতে থাকবেন,অন্তরে উপলব্ধি আসতে থাকবে।কোথায় শুধরানো প্রয়োজন,কিভাবে কি করা প্রয়োজন।আপনি নিজের ভুল দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে যাবেন।তাকওয়া অর্জনের রাস্তা সহজ হয় ইস্তেগফার,দুরদ এর মাধ্যমে। ইস্তেগফার, দুরদ কার কবুল হয়?যার নামাজ ঠিক হয়।সবকিছু নামাজকে কেন্দ্র করে।আমরা যখন একমাত্র আল্লাহকে সিজদাহ্ করি সেখানেই আমাদের গুনাহগুলো ঝরে যায়।গুনাহ থেকে মুক্তির অনেক সুযোগ আছে।কিন্তু আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হল বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহকে সিজদাহ্ দেয়।

৩)আমি এক সময়ে সবার সাথেই কথাবার্তা সাধারনভাবে বলতে পারতাম না।একদম চুপ হয়ে যাই।কারন সারাজীবন যা শিখেছি সবই তো ভুল।আমাকে তো কুরআনের ভাষায় কথা বলতে হবে।কুরআনে আল্লাহ পাক যা শিক্ষা দিচ্ছেন সেভাবে সবকিছু করতে হবে। আমার উত্তর গুলো এখান থেকেই নিতে হবে।আমি যে পরিস্থিতিতে যাই সেটা রোগবালাই,আর্থিক সংকট ইত্যাদি যাই হোক না কেন সবকিছু কুরআনে উল্লেখ করা আছে।আমি দুনিয়াবি বিষয়ে একদম চুপ হয়ে যাই,এখনো চুপ আলহামদুলিল্লাহ।একটা সময়ে আমার স্বামীর সাথে আমার তর্ক বির্তক হয়ে যেত দ্বীনি বিষয় নিয়ে।কখনোই দুনিয়াবি কোন বিষয় নিয়ে তর্ক বির্তক হতো না।কোন কিছু চাইতাম না।আগে যেসব বিষয় ছিল সেগুলো আল্লাহ পাক আমার জীবন থেকে একদম ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছেন।পরবর্তীতে দ্বীন শেখার সাথে সাথে বিষয় গুলো আমি যখন মেনে নিতে পারছিলাম না তখন আমি আমার স্বামীকে প্রশ্ন করতাম যে তাহলে আমাকে আল্লাহ পাক যে জ্ঞান, যে নিদর্শন দিচ্ছেন সেসব কি ভুল?আল্লাহ পাক আমাকে যে জ্ঞান দিচ্ছেন সেটা আমি যাচাই করব কিভাবে।আমার তো আর কোন জায়গা নেই।পরিবারে যখন মুখ খুলতাম তখন কেউ মেনে নিতো না বিষয়গুলো।কারন তারা এই দ্বীন,ইসলামের এই সৌন্দর্য দেখে বড় হয় নি।আমরা শুধু শুনেছি জেনেছি যে কুরআন হাদিসে,নবী রাসূল,সাহাবীদের জীবনে এই বিষয় গুলো আছে।কিন্তু আমরা বিষয় গুলো বুঝে উঠতে পারিনা।নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি না।কিভাবে বুঝতে পারব?আগেই নামাজ ঠিক করতে হবে।নামাজ ঠিক করার মেহনত করলেই এসব বিষয় বুঝতে পারা সহজ হবে। আমার নামাজে মুনাফেকির লক্ষন আছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে।

৪)প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। এ সব নামাজের ভেতরে আবার মানুষের মুনাফিকির আলামতও রয়েছে। নামাজ পড়া সত্ত্বেও যাদের নামাজকে মুনাফিকির নামাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়। মুনাফিকির নামাজের সেই ৬ আলামত কী?নামাজের ভেতর মুনাফিকির আলামত ৬টি।

১. যখন নামাজে দাঁড়ায়, অলসতার সঙ্গে দাঁড়ায়।
২. অন্যকে দেখানোর নিয়তে নামাজ পড়ে।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে দেরি করে।
৪. নামাজ শেষ করতে তাড়াহুড়ো করে।
৫. নামাজের ভেতর খুব কমই মন থেকে আল্লাহকে স্মরণ করে।
৬. সুন্নত ও নফল নামাজ খামখেয়ালি করে ছেড়ে দেয়।

এ বিষয়গুলোই মুনাফিকির নামাজের আলামত। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহমাতুল্লাহ তাঁর 'হুকমু তরিকুস সালাত' গ্রন্থে এ বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তাই সব মুমিন মুসলমানের উচিত, এ আচরণগুলো থেকে বিরত থাকা। একনিষ্ঠ মনে নামাজ আদায় করা।আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

৫)আমি মুমিন না মুনাফিক এ বিষয়ে যে যাই বলুক না কেন সবচেয়ে বড় সাক্ষী হলেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। আমি যখন নামাজের জন্য উপস্থিত হচ্ছি তখনই আল্লাহ পাক বুঝে নেন সেটা মুমিন মুত্তাকী নাকি মুনাফিকের সালাত। এ বিষয় টা দুনিয়ার কোন বান্দা বুঝতে ও পারবে না।আমার নামাজে অলসতা চরমভাবে ছিল।অমুক তমুক কাজ টা শেষ করে তারপর নামাজ পড়ব এমন অবস্থা। এ বিষয় থাকা মানেই মুনাফিক এর সালাত। আমার ভিতরে স্পষ্ট সব লক্ষন ছিল।আল্লাহর অশেষ রহমতে দুআ করতে করতে আল্লাহ পাক আমাকে নামাজে মন ফেরানোর তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহকে আমার এই বিষয় বুঝাতে হবে যে আল্লাহ আমার নামাজ মুনাফিকের নামাজ না।আমি মুনাফিক না এটা আমার আল্লাহ কে বুঝাতে হবে।আমার প্রতিটা বিষয় আমার আল্লাহকে দেখাতে হবে।কে কি দেখেছে মনে করেছে সেসব নিয়ে আমার চিন্তা করার দরকার নেই।প্রতিটা বিষয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য,রাসূলের তরিকা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা আমার সেসব খেয়াল করতে হবে।এর মাধ্যমেই বুঝতে পারা যাবে যে আমি মুত্তাকী না মুনাফিক।

৬)বিয়ের পরে মাঝে মধ্যে আমার মা ফোন দিয়ে খোঁজ খবর নিতেন যে আমি নামাজ পড়েছি কিনা।মা কে বিষয় টা জানাতে হবে সেই চিন্তা করে আমি নামাজ পড়ে রাখতাম।আমার সাথে মুনাফিকের নামাজ এর ২য় পয়েন্ট ও মিলে গেল।আমি তো লোকদেখানো নামাজই পড়তাম।আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।নামাজ পড়তে হবে আল্লাহকে ভালবেসে।কিন্তু আল্লাহকে ভালবেসে নামাজ কিভাবে পড়ে?আমি তো নামাজ পড়ে যাচ্ছি আম্মুর কাছে জবাবদিহির ভয়ে।আবার কখনো এমন হত নামাজ কাযা হয়ে গেলে সব একসাথে পড়ে

নিতাম। সারাদিন ঘুরাঘুরি নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও কোন নামাজের জায়গা আছে কিনা জানি না,খোঁজ ও করি না। আমার অনেক কাজ,সেগুলো গুছাতে হবে। আমার সব গুছানোর পর আল্লাহর কাজ করতে পারলে করব না হলে নেই। এই ছিল অবস্থা। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

৭)নামাজে দেরি করা আর আলসেমি করা এক বিষয় না। অলসতা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়। আল্লাহ আপনি আমাকে অলসতা, অপারগতা থেকে হেফাজত করুন।

🔶অলসতা থেকে মুক্তির দুআ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ».

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া ‘আউযু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ‘উযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল্ ‘উমুরি, ওয়া আ‘ঊযু বিকা মিন্ ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আযা-বিল ক্বাবরি।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আর আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে।” বুখারি, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৫, নং ২৮২২ ও নং ৬৩৯০।

৮)নামাজে তাড়াহুড়ো করা। আমার নামাজ এমনই ছিল। যেকেউ দেখলে বলত এত জলদি নামাজ কিভাবে পড়ে?সূরা কখন পড়ে?তখন তো আমি মুনাফিক এর নামাজ কেমন মুত্তাকীর নামাজ কেমন এসব বিষয় বুঝতে পারতাম না। আমি সিজদাহেত গেলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। এমনকি যখন আমি বোরকা নিকাব পরা শুরু করেছিলাম তখনও আমি সিজদাহ্ তে শান্তি পেতাম না,সিজদাহ্ দীর্ঘ করতে পারতাম না। নামাজে খুশু খুজু বিষয়টা কি সেটাও বুঝতে পারতাম না। খুশু খুজু শব্দটা অনেকবার পড়েছি পড়ার পরে স্কল করে চলে যাচ্ছি এমন অবস্থা। আমার মনে হত যে আমার এত কঠিন কঠিন শব্দ শেখার দরকার নেই। ইসলাম অনেক সহজ। সত্যিটা হলো ইসলাম এতটাও সহজ না যে আসল বিষয় বাদ দিয়েই আমি দ্বীন পালন করে পার পেয়ে যাবো। খুশু খুঁজু,তাকওয়া,তাকওয়াক্কুল এগুলো হলো ইসলামের মূল বিষয়। অথচ এগুলোকেই আমি এড়িয়ে যেতাম। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমি যে বিষয় বাদ দিতে চেয়েছি বা এড়িয়ে যেতে চেয়েছি আল্লাহ কিন্তু আমাকে সেগুলো বাদ দিতে দেন নি। বারবার এ বিষয় গুলো আল্লাহ পাক সামনে নিয়ে এসেছেন কোন না কোন ভাবে। তখন আমি বুঝতে পারলাম এগুলো হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন। আল্লাহ পাক চাচ্ছেন আমি যেন এসব বিষয় নিয়ে সময় থাকতেই সতর্ক হই।

৯)যাকে আল্লাহ পাক কাছে টেনে নিতে চান তাকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ পাক পথ দেখিয়ে দেন।আমি পড়ার সময় বারবার স্ক্রল করে চলে যাচ্ছি, বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছি কিন্তু আমি তো সেটা বাদ দিতে পারলাম না।আমাকে ঠিকই সেটার জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে।আমাকে জানতে হয়েছে খুশু খুজু বিষয়টা আসলে কি।জীবনে কি আমাদের বই খাতায় এসব ছিল?কোনদিনও না।এসব আমাদের জানতে হবে।কোন কিতাব পড়বেন,কিভাবে জ্ঞান অর্জন করবেন আল্লাহর কাছে সব বিষয়ের জন্য সাহায্য চাইতে থাকুন।আল্লাহ পাক অবশ্যই পথ দেখাবেন।খুশু খুঁজুর বিষয় জানার সময় আমি জানতে পারলাম নামাজে রুকু এবং সিজদাহ্ দীর্ঘ করা।নামাজে আপনি যদি আল্লাহর ধ্যানে না থাকেন তাহলে রুকু সিজদাহ্ দীর্ঘ করা আসলেই কঠিন।এতদিন তো আমি নামাজে বসেও রান্নার চিন্তা, স্বামী সন্তান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতাম।আল্লাহ মাফ করুন।মুনাফিক এর নামাজ এর পরবর্তী পয়েন্টগুলো ছিল নামাজে খুবই কম আল্লাহকে স্মরণ করা।সুন্নাত ও নফল নামাজ এ খামখেয়ালি করে ছেড়ে দেয়া।আমরা নিজেদের সাথে মিলিয়ে দেখব আমাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য আছে কিনা।নিজেরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এবং দুআ করব আল্লাহর কাছে যেন এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে না থাকে।নামাজের মধ্যে হঠাৎ করে এদিক সেদিক এর কথা মনে হয়ে যেতে পারে,কিন্তু একজন মুমিন ব্যক্তির নামাজ কখনোই এমন হবে না যে সে সেসব এদিক সেদিক এর চিন্তায় হারিয়ে যাবে।আল্লাহ পাক ঠিকই স্মরণ করিয়ে দিবেন যে আমাকে দ্রুত নামাজেই মন ফেরাতে হবে।

১০)দ্বীনে ফেরার পরে এমন অনেকবার হয়েছে যে আমি নামাজ পড়েছি শুধু তাকবীরে তাহরীমা মনে আছে আর সালাম ফিরানোর বিষয় মনে আছে। মাঝে কি যে পড়েছি কিছুই মনে নেই।পরে আবার সেই নামাজ পড়েছি।আমি দীর্ঘদিনই একবার সালাত পড়ার পর পুনরায় সেই সালাত আবার পড়তাম।আমি আল্লাহর কাছে বলতাম আল্লাহ আমি এগুলো কি নামাজ পড়ি,কিছুই তো মনে রাখতে পারছিনা,নামাজে একদমই মনযোগ নেই।কারন আমি তো সারাজীবন এভাবেই নামাজ পড়ে এসেছিলাম।সেই পুরাতন অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে পারছিলাম না।এজন্য আবার চিকিৎসা শুরু করলাম।দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে পানিতে ফু নিয়ে নিয়ত করে পান করা।আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।দুআ করা,মুরাকবা করা।আল্লাহ আপনি আমার নামাজ ঠিক করে দিন।নামাজ ঠিক না হলে তো আমার কিছুই ঠিক হবে না।আমার ঘর সংসার, স্বামী সন্তান, সবার সাথে সম্পর্ক সবকিছু এলোমেলো।এগুলো ঠিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা করতে পারেন।আমি দুআ করে ফালাক নাস পড়ে শরীরে ফু দিয়ে যখন সালাতে দাঁড়ানো শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে আমার নামাজ আল্লাহ পাক দীর্ঘ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। রুকু সিজদাহ্ দীর্ঘ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। মনে হতো ফজরে সিজদাহ্ দিয়ে যোহর পার করে দেই,যোহরে সিজদাহ্ দিয়ে আসর পার করে দেই।আল্লাহু আকবার!সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠাতেই ইচ্ছা করত না।এই সিজদাহ্ যে এত প্রশান্তির।আল্লাহু আকবার!আপনার গুনাহ গুলো ঝরে পড়ে যাচ্ছে সেই অনুভূতি যে কত প্রশান্তির এটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না।আপনাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আপনার প্রিয় কাজ কোনটা? আপনি তখন নির্দ্বিধায় বলবেন যে

আল্লাহর জন্য সিজদাহ্ দেয়া।নামাজ ঠিক করতে হলে কুরআন সহীহ করতে হবে।একটার সাথে একটা বিষয় ওতোপ্রোতো ভাবেই জড়িত।সুবহানাল্লাহ।

১১)জীবনকে সহজ করতে হলে প্রথমেই লাগবে নামাজ।নামাজ ঠিক করতে হলে অবশ্যই কুরআন প্রয়োজন।কুরআন সুন্নাহ মেনে চলা প্রয়োজন।নজর ও জবান এর হেফাজত করা প্রয়োজন।সবকিছু আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক ঠিক করার সাথেই জড়িত।সুবহানাল্লাহ। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে স্বামী/শ্বশুর বাড়ির বিষয় নিয়ে কিছু বলার জন্য।যত সমস্যাই থাকুক না কেন আপনি প্রথমেই দেখবেন আপনার নামাজ ঠিক আছে কিনা। পর্দার মত ফরজ বিধান আপনি মেনে চলেন কিনা।অন্যরা মেনে চলছে কিনা সেটা দেখার বিষয় না।আপনি আপনার নিজের বিষয় টা আগে নিশ্চিত করুন।আপনি কি নজরের, জবানের হেফাজত করতে পারেন কিনা।আপনার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কেমন?যে ঘরের নারী পরিপূর্ন পর্দায় নিজেকে আবৃত করতে পারবে সেখানে সবকিছু সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।আমি আমার স্বামীকে বলেছি আমাদের বাসার মূল দরজায় পর্দা লাগাতে। আমার বাসার দরজাও অন্য কেউ দেখবে, যে দরজা আমি দেখি সেটাও আমার লজ্জা লাগে।দরজা যখন খোলা হয় তখন ভিতরে তো আমি থাকি।ঘরের ভিতরে যেন দেখা না যায় এজন্য মূল দরজায় পর্দা লাগাতে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।পর্দা এমনভাবে দরজার দু পাশে গিট দিয়ে লাগানো যেন দরজাও কেউ দেখতে না পারে।আমার স্বামী যখন ঘরে ওনার পরিচিত মানুষদের নিয়ে আসতেন আমি আমার স্বামীকে প্রশ্ন করতাম যে,আমার গলার আওয়াজ কি শোনা গিয়েছে? আমার পর্দা হচ্ছে কিনা সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না।এসব বিষয় আমি আমার স্বামী কে প্রশ্ন করতাম।এসব প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমার স্বামীও বিষয় গুলো সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ।একজন নারীকে কিভাবে পরিপূর্ন পর্দার পরিবেশে রাখতে হয় এই বিষয়টা আমার স্বামী আমার কাছ থেকে শিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমি কোন কারনে ঘর থেকে বের হলে বাহনে থাকলেও কোন পুরুষ আমাকে কোনভাবে দেখুক সেটা আমি চাচ্ছিলাম না। এজন্য দুআ করে যাচ্ছিলাম আল্লাহর কাছে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক বিষয় গুলো সহজ করে দিয়েছেন।আমার গায়ে কোন লোহার পোশাক নেই,কোন পালকির ব্যবস্থা নেই কিন্তু আমার অন্তরের হালত যেন আমি আল্লাহকে দেখাতে পারি।হয় পালকির ব্যবস্থা থাকতে হবে,না হলে উটের পিঠে নারীদের জন্য যেভাবে বসার ব্যবস্থা করা হত তেমন কিছু।সেগুলোর কোন কিছু যেহেতু আমার নেই তাহলে আমার পর্দার বিষয় কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।আল্লাহ আমি সফরকালীন বিষয়টা ঘৃনা করি কারন এখানে আমি সেভাবে পর্দা করতে পারছি না যেভাবে উম্মুল মুমিনগণ পর্দা করতেন।ঠিক যেমন লোহার পোশাক পরলে বা পালকির ভিতরে থাকলে আমাকে কেউ দেখতে পেত না বা আমি বাইরে দেখতে পেতাম না এমন পর্দা আমি করতে চাই বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে।আমি আমার পক্ষ থেকে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে শুরু করি।

১২)আমার পরিবার পরিচিত গায়ের মাহরাম ব্যক্তিরা আমাকে এত বছর দেখেছে,তাদের কাছ থেকে আমার আরো কঠোর ভাবে পর্দা করতে হবে। আমার ছায়া পর্যন্ত যেন তারা না

দেখে। এজন্য অনেক দুআ করতে হবে। আল্লাহর কাছে দুআ করে করে হিকমাহ চেয়ে নিয়ে কাজ গুলো করতে হয়। ঘরে দেবর বা অন্য কেউ থাকলেও একইভাবে মেনে চলার চেষ্টা করি। একজন নারী আগে সবার সাথে দেখা করেছে এখন পর্দা মেনে চলার কারনে দেখা করবে না সামনে আসবে না এসব জানার পর কিছু ধাক্কা আসবেই। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু করার নেই। দ্বীন নিয়ে টিকে থাকতে হলে শক্ত হতে হবে। অনেক দ্বীনি বোনেরা এমন আছে যারা বাবার বাড়িতে গিয়ে দুলাভাই এর সাথে কথা বলে অথচ শ্বশুর বাড়িতে উল্টো। আল্লাহকে ভয় করি বোনেরা। ইসলামে এমন চালাকি করার কোন জায়গা নেই। এমন কাজ করলে একদম ফেঁসে যাবেন। দ্বীন পালন করতে হলে সব জায়গায় কঠোরভাবে পালন করতে হবে। আমি গাড়িতে উঠতে হলে স্বামীকে বলা হয়েছে গাড়ির জানালা যেন একদম কালো হয়, বাইরে থেকে যেন আমাকে একদম দেখা না যায়। গ্লাস নিচে নামালে আমাকে দেখে বা শুনে ফেলবে। এসব বিষয় স্বামীকে বলতে বলতে তিনি এসব বিষয় সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ অবগত হয়েছেন। নারীর পর্দা রক্ষায় কিভাবে কঠোর হতে হয় এসব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক আমার স্বামীকে এভাবে অবগত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। ঈদের সময় আমার মেয়ে আবদার করেছে সে নিজের জামা নিজে পছন্দ করে কিনতে চায়। আমার স্বামী সাইজের বিষয়ে বুঝতে পারেন না এজন্য বলেছেন যে ওনি এসব কিনতে পারবেন না। এজন্য আমি নিজের জন্য কোন কিছু কিনি নি। ঘরের বাইরে গিয়ে আমার যদি জামা কিনতে হয় এমন জামা আমার কেনারই দরকার নেই। আমার দরকার পর্দা। আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের যেই প্রশান্তি,ঈমানের যেই স্বাদ পেয়ে গিয়েছি সেটা আমি দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়ে ছাড়তে পারব না। আমি সারাজীবন দেখে এসেছি মানুষ দুনিয়ার জন্য দ্বীনের অনেক বিষয়(নামাজ,রোজা,পর্দা ইত্যাদি) ছাড় দিতে থাকে। আমাকে এখন আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিচ্ছেন যে তাদের দুর্বলতা কোথায়। আমি এমন দুর্বল ঈমানদার হতে পারবনা। আমাকে শক্তিশালী ঈমানদার হতে হবে। আমাদের ঈমানী দুর্বলতা বা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয় এগুলো শয়তানের কুমন্ত্রণার কারনেই হচ্ছে। আমাদের শয়তান থেকে বাঁচতে হবে। শয়তান থেকে বাঁচতে হলে কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। আমাকে এমন হতে হবে যেন যে কেউ আমাকে দেখলে বলে যে, আরে এ তো সেই কুরআনওয়ালা। যে চিন্তা ভাবনা কাজ কর্ম সর্বদিক দিয়েই একজন কুরআনওয়ালা।

১৩)আমার মেয়ে তখন ছোট,সে যখন বাবার সাথে বাইরে যেত আমি বাসা থেকে তার বাবাকে বলে দিতাম বাইরে তার সাথে কোন কথা বলা যাবে না। মেয়েকে সরাসরি বিষয় গুলো বলা যায় না,মানাও করতে পারি নি। এতে সে দ্বীনের বিষয় গুলোতে বাড়তি চাপ হিসেবে ধরে নিবে। দ্বীনের বিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি নেই। "লা ইকরাহা ফিদ্দীন": দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। আমি এজন্য অনবরত চোখের পানি ফেলে দুআ করে যাচ্ছিলাম। আরো বেশি বিনয়ী হওয়া, বেশি বেশি জাযা দেয়া,সালাম বিনিময়,প্রতিটা কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ ইত্যাদি এসব চলমান থাকবে। দ্বীনে ফেরার পর সত্যি অনুধাবন করতে পারার পর আমার রক্ত গরম হয়ে গিয়েছে। সারাজীবন আমি কি করে এসেছি,দুনিয়া আমাকে কি শেখাচ্ছে আর কুরআন, সুন্নাহ আমাকে কি শেখাচ্ছে। কিভাবে কি হওয়া উচিত,সবই তো দেখছি ভুল। বিষয় গুলো আমি মেনে নিতে পারছিলাম না এজন্য রাগে কষ্টে আরো ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা

হত। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে সবরের রহমত ঢেলে দিয়ে শান্ত করে দিলেন। আমি যদি রাগে ক্ষোভে ফেটে যেয়ে এমন কোন আচরন করে বসি তাহলে আমার থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। আমার কথা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনবে না। তারা যেন মনযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনে এজন্য আমাকে আরো বিনয়ী হতে হবে। বিনয়ী আচরনের কারনেই তারা কেবল আমাকেই খুঁজবে বিষয় গুলো বুঝতে পারার জন্য। সবার আগেই তো আমার পরিবার,আমার নিকটের লোকজন। আপনি বিবাহিত,অবিবাহিত আপনি যেখানেই থাকুন তাদেরকে কাছে টেনে আনার মূলমন্ত্র হলো তাকওয়া।

১৪)আমার মেয়েকে একদম ছোট থাকতে বিষয় গুলোতে ছাড় দিলেও আল্লাহ পাক তাকে নিজে থেকেই বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মেয়ের বয়স যখন ৭ বছর তখন থেকেই তাকে তার ফুফা,খালু অর্থাৎ গায়ের মাহরাম কোন আত্নীয় তাকে দেখে নি। সে দেখতে কেমন,গড়ন কেমন সেটা তারা কেউ জানে না। আল্লাহু আকবার!এভাবেই আল্লাহ পাক আমার মেয়েকে পরিপূর্ণ পর্দায় রাখার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরকে আল্লাহ পাক যেহেতু ঘরের ভিতরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, এজন্য আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা পুরুষ সদস্য আছে তারাও জানে না আমার মেয়ে কতটুকু বড় হয়েছে দেখতে কেমন ইত্যাদি। যে সময়ে মানুষের কৌতুহল থাকে যে সে দেখতে কেমন হয়েছে সেই উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ পাক আমার মেয়েকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে শুধু দুআ করতাম, আল্লাহ আপনি আমাকে মেয়ে তো দিলেন আপনিই আমাকে শিখিয়ে দিন তার হক আমি কিভাবে আদায় করব। তাকে লালনপালন করার তরিকা কি আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। যেখানেই যাচ্ছি ভর্তি করানোর জন্য সেখানেই ছবি দিতে হবে। কোন জায়গার পরিবেশ আমার পছন্দ হচ্ছে না। পুরুষের গলার আওয়াজ,পুরুষেরা পড়াচ্ছেন কোনকিছুই আমার পছন্দ হচ্ছে না। মেয়েকে পড়ানোর জন্য তাকওয়াপূর্ণ পরিবেশ কোথাও পাইনি। যেখানে কোন পুরুষ থাকবে না,শুধুমাত্র নারীরা নারীদের শিক্ষা দান করবে। এমন পরিবেশ কোথাও পাইনি। এমন পরিবেশ পাওয়া গিয়েছে যে সেখানে হিফয করানো হবে সম্পূর্ন নারীবান্ধব পরিবেশ। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে আসা যাওয়া করতে হবে বাসে। বাসে পুরুষ চালক থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণভাবে তাকওয়া অর্জনের জন্য মেয়েকে সেভাবে দ্বীন শেখার জন্য ঘর থেকে বের করে দেই নি। আল্লাহ পাক এটা করতে দেন নি। আলহামদুলিল্লাহ।

এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক আমার সাথে একটা লেখা নিয়ে আসলেন। সেই লেখার মূলভাব এমন ছিল: যিনি লিখেছেন তার সম্পর্কে শালী হয়। তার বয়স সাত বছর বয়স। তাকে যখন ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সর্বত্র ছবি চাওয়া হচ্ছিল। এসব দেখে তাকে ঘরে নিয়ে আসা হয়। আর কোথাও ভর্তি করানো হয়নি। ৭ বছর বয়সের পর থেকে আমি আমার শালীকে কখনো দেখি নি,তার গলার আওয়াজ শুনি নি। আল্লাহু আকবার!

পর্দার বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাকে আরো একটা লেখা পড়ার তৌফিক দিয়েছিলেন। সেটা হলো: আমরা ছোটবেলা থেকে নানুর পর্দার বিষয়টি খুব গভীরভাবে অনুভব করেছি। পর্দার

বিষয়ে তিনি ছিলেন অতি সতর্ক। বাইরের তো দূরের কথা ভিতরের কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ নানুর আঁচলও দেখতে পারেনি কোনো দিন। আমার ওয়ালিদে মুহতারাম হযরত মাওলানা হারুনুর রশীদ দামাত বারাকাতুহুম হলেন নানুর বড় জামাতা। তিনি তাঁর শাশুড়ির পর্দার বিষয়টি এভাবে বলেছেন- 'আমার বিয়ের পর প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমার শাশুড়ি আমার সামনে আসেননি। জামাতা হিসাবে আদর-আপ্যায়নের সবটুকুই করতেন। কথাও বলতেন। তবে সামনে আসতেন না। ছোট থাকতেই 'মা'-কে হারিয়েছি, এদিকে শাশুড়িকেও দেখতে পাই না, এটা আমাকে পীড়া দিত। আমার শাশুড়ী ছিলেন বিচক্ষণ। তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরে একদিন পর্দার আড়াল থেকে বললেন, 'বাবা! আমি তো কোনো দিন কোনো পরপুরুষের সামনে যাইনি, কথাও বলিনি, তাই আপনার সামনে যেতে সংকোচ লাগে। ধীরে ধীরে এটা ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি কষ্ট নিবেন না।'

এ কারণেই আমার এক দুলাভাই আপাকে বলেছেন, তোমাদের পর্দার ভিত্তি হিমালয় পাহাড়ের মত মজবুত। প্রবল বন্যার স্রোত কোনো কোনো পরিবারের পর্দায় আঘাত হানলেও তোমাদের পর্দায় আঘাত হানতে পারেনি।

এ লেখা পড়ার পর আমাকে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে আমাকেও আমার মেয়েকে এভাবে গড়ে তুলতে হবে।এমন পর্দা আমার মধ্যে, আমার মেয়ের মধ্যে আনতে হবে এবং ইলম অর্জনের সাথেও যুক্ত থাকতে হবে। আমার মেয়েকে এভাবে দ্বীন পালন করার জন্য বাধ্য করতে হয় নি।তাকে আমার বলতে হয় নি কত পার্ট নিকাব পরতে হবে,কিভাবে চলতে হবে ইত্যাদি।সে বিষয় গুলো দেখে দেখেই শিখেছে আলহামদুলিল্লাহ।আল্লাহ পাক তাকে আরো বারাকাহ দান করুন।বদনজর থেকে হেফাজত করুন।আমিন।

১৫)আল্লাহ পাক আমাকে আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমার সন্তান সেটা দেখে দেখে শিখেছে আলহামদুলিল্লাহ।কত সহজ না ইসলাম?অথচ আমরা সারাজীবন কি দেখে এসেছি?বকা দিয়ে,মারধর করে বাধ্য হয়ে নিয়মকানুন পালন করাতে হয়।বাচ্চারা অনুকরণ প্রিয়।তারা দেখে দেখে শিখবে।বাচ্চারা কখনোই আপনার কথা শুনে সেটা অনুসরণ করবে না।তারা যা দেখবে সেটাই করবে।সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করানোর পর নিজে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে যদি মনে করি আমি জান্নাত কিনে ফেলেছি তাহলে কোনদিনও হবে না।আল্লাহ মাফ করুন আমাদের।আমি মাদ্রাসায় পড়লাম আর আমার বাবা মা জান্নাতি হয়ে যাবে, কিয়ামতের সময় আমি সুপারিশকারী হয়ে যাবে এত সহজ না বিষয়গুলো।প্রত্যেককেই যথাযথভাবে দ্বীন পালন করতে হবে, মেহনত করতে হবে। ঘর সংসার,স্বামী সন্তান,পরিবার পরিজন কখন ঠিক হবে?যখন আপনি নিজের ভুল কোথায় সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা শুরু করবেন তখন।

১৬)আমার বিয়ে হয়েছিল নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করার মত পরিবেশে,ছবি তোলা,সাজসজ্জা ইত্যাদি সবই ছিল।যেখানে বিয়ে হয়েছিল সম্পূর্ন ইসলামের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে সেই সংসারে শান্তি কেন কীভাবে থাকবে?বিয়ের রাত থেকেই শান্তি ছিল না।যে

বোনেরা প্রশ্ন করেন শ্বশুর বাড়ি নিয়ে তারা চিন্তা করবেন যে আপনার বিয়ে টা হয়েছিল কিভাবে।আপনার বিয়ে পরিপূর্ণ সুন্নতি তরিকায় হয়েছিল নাকি দুনিয়াবি তরিকায় হয়েছিল?তার উপরে বিয়ে হয়েছিল ব্যাংক ঋন নিয়ে।সেই সুদের আজাব গজব।আল্লাহু আকবার!আল্লাহ্ তা'আলা সুদখোরের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যা অন্য কোন পাপীর সাথে দেননি।"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন করো যদি তোমরা মু'মিন হওয়ার দাবি করে থাকো। আর যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও"। (বাক্কারাহ্ : ২৭৮-২৭৯)।সমস্যা নিয়ে যখন কথা বলবেন সাথে এর কারনও বলবেন।বিয়ের পরে শান্তি নেই সে বিষয়ে বলার আগে বলবেন বিয়েটা হয়েছিল কিভাবে।অর্ধেক অর্ধেক কথা বলবেন না।তাহলে আপনি সহজেই সমাধান এর দিকে আসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।যাদের বিয়ে হয়েছিল সুন্নতি তরিকায় তারপরও পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন তাহলে বুঝে নিবেন যে আপনার ঈমানের পরীক্ষা চলমান।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আপনাকে সর্বোত্তমভাবে এর প্রতিদান দিবেন।আপনি সবর করে দুআ করে যেতে থাকুন।সমস্যার সমাধান আল্লাহ পাক অবশ্যই করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আমি যখন বিষয় গুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম তখন থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করেছি আল্লাহ আপনি আমাকে পথ দেখান।আল্লাহ বলেছেন তওবা করার পরে অতীতের গুনাহ তিনি মাফ করে দিবেন এবং গুনাহ গুলোকে নেকীতে পরিপূর্ণ করে দিবেন।তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান: আয়াত ৭০)

১৭)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার মত আর কে পারে এভাবে গুনাহ গুলোকে নেকিতে পূর্ন করে দিতে?আমরা কি আমাদের সন্তানদের ভুলগুলোকে পুরষ্কার দিয়ে পূর্ন করে দিতে পারি?কিন্তু আমার রব,যিনি রহমানুর রহীম,দয়ার সাগর তিনি পারেন যার বান্দা আমরা।আল্লাহু আকবার!আমাদের জন্য কেমন জান্নাতকে লুকায়িত রাখা হয়েছে যার পরিধি আসমান ও জমিনের সমান।আল্লাহু আকবার! আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা আল ইমরান: আয়াত ১৩৩)

আমার নিজের মধ্যে সেই জান্নাতি অনুভূতির বিষয়টা আনতে হবে।সেটা কিভাবে হবে?নিজের ভুল দেখা।নিজেকে শুধরানোর মেহনত করা।সবসময় নিজেকে গুনাহগার ভাবা।সবসময় নিজেকে ধিক্কার দেয়া যে আমার আজকে এই আমল ভাল হয় নি।আমার এই বিষয় আজকে উত্তম হয়নি।আমি আজকে তিলাওয়াত এর সময় মনযোগী ছিলাম না।আমার আচরন সেই সময়ে আরো উত্তম হতে পারত ইত্যাদি।আমি যখন নিজের ভুল খোঁজ করে সেগুলো সংশোধন করার মেহনত করতে থাকবো আমার আশেপাশের সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকেই ঠিক হতে শুরু করবে।আল্লাহু আকবার!

১৮)আমি, আমার পরিবারের সদস্যরা যতই শ্বশুড়বাড়ির সদস্যদের সাথে সম্পর্ক ভাল রাখার চেষ্টা করেছি সবই বৃথা হয়েছে। কোনকিছুই কোন কাজে দিচ্ছে না। আমার হাতে টাকা থাকলে আমি হাদিয়া কিনে দিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বলতাম বাবার বাড়ি থেকে দিয়েছে,বাবার বাড়িতে বলতাম শ্বশুর বাড়ি থেকে দিয়েছে। এই বাড়ির লোকদের বলেছি ওই বাড়ি থেকে দিয়েছে আবার ওই বাড়িতে বলেছি তারা দিয়েছে। কত ধরনের বুদ্ধি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি কোনভাবে যদি সম্পর্ক ভাল রাখা যায়। কিন্তু আমি সবদিক থেকেই ধসেই পড়েছিলাম। শাশুড়ীর জন্য অনেক বেশি বেশি হাদিয়া কিনে নিয়ে যেতাম,এমনকি বাবার বাড়ির কথা ভুলেই যেতাম। আমার বাসায় কেউ আসলে আমি বিমানবন্দর থেকে ঘরে ফিরেই রান্নাঘরে প্রবেশ করতাম। জানপ্রাণ দিয়ে মানুষের মন রক্ষার জন্য করে গিয়েছি। যা যা প্রয়োজন সব কিছু কিনে ঘরে তৈরি করে দিয়ে গিয়েছি। এমন যেন মনে না হয় যে ছেলে বিয়ে করানোর পরে বউ ছেলেকে বিদেশে নিয়ে সব ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি তো এসবের জন্য দায়ী ছিলাম না। ছেলেকে আমি বিদেশ আসতে বলি নি। তারাই বিদেশ পাঠিয়েছেন। বিয়েও সেভাবেই হয়েছে। আমি সব ধরনের মেহনত করেছি। কিন্তু ফলাফল ছিল শূন্য। সবকিছু যে আল্লাহর জন্য করতে হয় সেটা তো আর জানতাম না। আল্লাহ মাফ করুন আমাকে। আমি তো সবকিছু শাশুড়ীর চোখে ভাল হওয়ার জন্য করে গিয়েছি। কিন্তু ফলাফল দিন শেষে বউ ভাল না। কিন্তু বুঝতে পারতাম না ভুল কোথায় হচ্ছে। জানতে চাইতাম যে আমার ভুল কোথায় হচ্ছে আমাকে জানান, আমি ভুল শুধরে নিবো। কিন্তু কিছুই হত না। কারন,মানুষকে সন্তুষ্ট করা কোনদিন সম্ভব না। ভালবাসা, অন্তরের টান এগুলো আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। সুবহানাল্লাহ। আমার মূল জায়গা ঠিক ছিল না। এজন্য আমার সব ধরনের মেহনত বৃথা যাচ্ছিল।

১৯)প্রতিটা ঘরের গল্প একই ধরনের। কিন্তু যারা তাকওয়াবান বান্দা তাদের গল্প কখনোই একই ধরনের না। আমরা কোন সমস্যার সমাধান করতে পারব না। সমাধান একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহর কাছে যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্নসমর্পণ করবে তার জন্য সব কিছু সমাধানের রাস্তা সহজ। আমি যখন থেকে কুরআন শিখার মেহনতে লেগে গেলাম,পরিপূর্ন পর্দায় থাকার মেহনতে লেগে গেলাম,এমনকি আমি যে রুমে থাকি সে রুমের পর্দা দু পাশ থেকে গিট দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া যেন খোলার সুযোগ না থাকে,পুরুষরা যে রুমে বসে সেখানেও একইভাবে পর্দা দিয়ে দেয়া ভুলেও যেন দেখা না যায়। আমি যতকিছু নিজেকে শুধরানোর জন্য করেছি অন্যদিক থেকে আমার কানে আল্লাহ পাক খবর পৌঁছে দিচ্ছেন যে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন বাবার বাড়ির লোকজন একত্রিত হচ্ছে। আমরা এতদিন ধরে পরিকল্পনা করে যাচ্ছিলাম কোনদিন করতে পারলাম না,অথচ এখন তারা নিজেরাই একত্রিত হচ্ছে? আল্লাহু আকবর! এসব কিভাবে কে করেছেন?আমরা প্রতি বছর দেশে চলে যেতাম এটা চিন্তা করে বাবার বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির লোকজনের একত্রিত করতে হবে, কত ধরনের কত চেষ্টাই আমরা করেছি কিন্তু সব বৃথা গেল। কিন্তু যখন থেকে আমি আমার নিজের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা শুরু করলাম,আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক ঠিক করা শুরু করলাম,নিজের নামাজ,কুরআন,নজর হেফাজত, জবান হেফাজত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সতর্ক হতে শুরু করলাম তখন থেকে আমার আশেপাশের সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকেই গুছাতে শুরু করল। আল্লাহু আকবার!অথচ এতদিন আমি আমার টাকা পয়সা শ্রম সম্পদ কোথায়

কিসের জন্য ব্যয় করে যাচ্ছিলাম?আল্লাহু আকবার!কতই না মুর্খ আমরা।আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লা-আংতা সুবহা’-নাক, ইন্নি কুংতু মিনায-যোয়ালিমিন।

অর্থঃ (হে আল্লাহ!) আপনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই, আপনি পবিত্র ও মহান! নিশ্চয় আমি জালিম (অত্যাচারী বা অপরাধী ব্যক্তির) অন্তর্ভুক্ত।

২০)আমি নিজের উপর যে কি পরিমান জুলুম করেছি এই শ্বশুর বাড়ি শ্বশুড়বাড়ি করে।আল্লাহু আকবার!আমি নিজে নিজের উপর জুলুম করেছি,আমার শ্বশুর বাড়ির উপরও জুলুম করেছি।একজন বান্দা যখন তাকওয়ার বিষয় বুঝতে পারে না তখন সে নিজে এবং নিজের সাথে যুক্ত সবাইকেই বিপদগ্রস্ত করে,জুলুম করে।আমি তখন বিষয় গুলো বুঝতে পারতাম না।কিন্তু এখন আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।আমার রবই তো ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবর! আমি খুশিতে শুকরিয়া সিজদাহ্ দিতাম।তারা নিজেরা নিজেরাই যোগাযোগ করে যাচ্ছে,সুস্থতা অসুস্থতার খোঁজ খবর নিচ্ছে,হাদিয়া বিনিময় করছে।আল্লাহু আকবার!এ বিষয় গুলো কোনদিন আমি কি করতে পারতাম?কোনদিনও না।এই প্রত্যেকটা বিষয় আমার রবের পক্ষ থেকেই হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! এজন্য আমাকে কি করতে হয়েছে? শুধুমাত্র নিজের সাথে আমার রবের সম্পর্ক মজবুত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। নিজের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করতে হয়েছে। আমি আল্লাহকে প্রশ্ন করতাম আল্লাহ আপনার কেমন ইবাদত পছন্দ? আপনি কেমন নামাজ,কেমন পর্দা পছন্দ করেন?কাজগুলো কিভাবে হলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন?

২১)কিভাবে সাহাবীরা তাদের পরিবারগুলো গঠন করে গিয়েছেন,তারা যেকোন প্রয়োজন,বিপদ,অসুস্থতায় ২ রাকাত নামাজ পড়লেই সমাধান হয়ে যেত।সূরা পড়ে ফু দিলেই সমাধান হয়ে যেত।এই জীবন কেন আমি পাচ্ছি না?আমাকে কেন ডাক্তার, হাসপাতাল,পেরেশানির গল্প। যেখানেই যাই পেরেশানির গল্প।এসব ছেড়ে কোথায় যাবো।এসব নিয়েই তো থাকতে হবে।বাবার বাড়ি,শ্বশুর বাড়ি,নিজের ঘর কোনকিছুই ঠিক নেই।বাবার বাড়িতে ফোন দিলে মা কথা বলতেন না।কারন আমি আমার বাচ্চার সাথে রূঢ় , নির্দয় আচরণ করতাম।বাচ্চা যখন হাঁটা শুরু করেছে তখন থেকেই আমি এমন করতাম।কারন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কি যে হচ্ছে আর আমি করব টা কি।যখন থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে বুঝার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে সন্তান লালন পালন করার মত বিষয় গুলো আল্লাহর তরফ থেকেই সহজ হয়ে গেল।আমার মনে হতে শুরু করল যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে বলে দিচ্ছেন যে তুমি এভাবে এভাবে কাজগুলো করো তাহলে তুমি কাজগুলো সহজে করতে পারবে,সময়ে অঢেল বারাকাহ পাবে।আল্লাহু আকবার!আমি আমার নিজের কাজ দেখলে অবাক হয়ে যাই।দ্বীনের পথে আসার আগে আমি কোন কিছুই পারতাম না।না রান্না বান্না,না সেলাই,না বেকিং কোন কিছুই না।এই বিষয় গুলো একজন নারীর জন্য জানা জরুরি।আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়াতাআ'লা আমাকে প্রতিটা বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন আলহামদুলিল্লাহ। শীতকালের সময়টায় আমি সব জায়গা থেকে ছুটি নিয়ে নেই। উস্তাযার দারস থেকে শুরু করে সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ ছুটি। এই সময়টা আমি শুধুমাত্র আমার পরিবারকে দেই। যে রান্না,সেলাই আল্লাহ পাক শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো পরিবারে,প্রতিবেশিদের করে দিবো ইনশাআল্লাহ। কোন জিনিসটা কিভাবে করব,কাকে দিবো এসবের বিষয় যদি আপনি না জানেন তার মানে আপনার প্রজ্ঞা, হিকমাহ নেই। হিকমাহর অভাবে আপনি এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

২২)প্রথমেই আপনি চাচ্ছেন নামাজ ঠিক করতে। নামাজ ঠিক করার পাশাপাশি আপনার অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান ও প্রয়োজন। নারীদের লাশ গোসল করানো এর কাজ, রুকইয়াহ, হিজামা, রান্নাবান্না, সেলাই, পেইন্টিং, গ্রাফিক্স, সুইসুতা, উলের কাজ ইত্যাদি কাজ যদি আপনার জানা থাকে তাহলে এসব দক্ষতা আপনার কাজে লাগতে পারে। বেশি ডিভাইস কেন্দ্রিক যেন না হয় বিষয় গুলো যে সারাদিন ডিভাইস নিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। আপনি এমন একজন ভারসাম্যপূর্ন নারী হয়ে যান যার যখন যেটা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আপনার মধ্যে বিদ্যমান আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে এই ভারসাম্যপূর্ন হওয়ার জন্য দুআ করতে থাকুন। এই দুআর কারনে আপনার মধ্যে সবদিকের ভারসাম্য করার মত একটা বিষয় চলে আসবে। আপনি সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবেন তখন দুআ করবেন, আল্লাহ আজকে সারাদিন আমি কিভাবে কোন কাজ করলে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন?রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি থাকতেন তিনি আমাকে কিভাবে চলার জন্য বলতেন?আপনি এভাবে দুআ করে দেখুন যে আপনি পথের নির্দেশনা পাচ্ছেন কিনা। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার সামনে কিভাবে বিষয় গুলো একদম স্পষ্ট হয়ে সামনে চলে আসে। প্রতিটা কাজের হিকমাহ আপনি বুঝতে পারবেন। বাচ্চার নখ আগে কাটতে হবে নাকি স্বামী ওদিকে ডাকছেন তার কাছে আগে যেতে হবে,অথচ বাচ্চার নখ কাটাও জরুরি কারন সে অন্যকে খামচি দিচ্ছে। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। দুআ করতে থাকুন। জবানে যিকির চলমান থাকতে হবে। তওবা ইস্তেগফার দুরূদ চলমান থাকবে। অথচ আমরা যিকির বাদ দিয়ে অনবরত কথা বলতেই থাকি,চিল্লাতেই থাকি। এরপরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকি। এরপরে বাচ্চাদের সাথে কড়া আচরণ করা শুরু করি পরিবেশ ঠান্ডা করতে গিয়ে। অথচ এগুলো সম্পূর্ন ভুল পদ্ধতি। আমাদের রুহ সবসময় স্থির থাকবে। যদি কোন কারনে রুহ অস্থির হয়ে যায় যেমন চুলায় রান্না পুড়ে যাবে এমন অবস্থা কিন্তু আপনি নামাজে,বা বাচ্চা গিয়ে ছুরি টা ধরবে আপনি কি করবেন?সাথে সাথে দুআ করা শুরু করে দিন। ফালাক নাস পড়ে ফু দিন। এই দুআ পড়ে ফু দিন।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক।
অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি।

উপকার: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া তিনবার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত প্রাণী, বিশেষ করে সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। **(তিরমিজি, হাদিস : ৩৬০৪)**

বর্ণিত আছে, এটি সকল বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া। এই দোয়ার মাধ্যমে সকল অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা চাওয়া হয়েছে।

২৩)আপনি এসব দুআ পড়তে থাকুন।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআগুলো শিখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।দুআ পড়তে থাকুন,আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখুন যে আমার রব আমার কোন অকল্যান চান না।আপনি বাচ্চার ভয়ে ঘরের জিনিসপত্র কোন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখবেন?তাকের পর তাক কত উপরে উঠিয়ে রাখবেন?এগুলো কি ব্যবহার করতে হবে না?আল্লাহু আকবার!

আমার জন্য প্রতিটা মৌসুম প্রতিটা ঋতু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত।শীতকালে আমাদের বাসায় মেহেদী দেয়ার একটা বিষয় চলমান থাকে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের মা মেয়েকে মেহেদী দিয়ে দেয়ার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিটা প্রতিবেশিকে তাদের হাতের মেহেদীর রং উঠার আগেই ফ্রি তে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার কাছ থেকে তারা কোন প্রকার কোন টাকার বিনিময়ে কোন সেবা নিবে না।তাদের জন্য সবকিছু ফ্রি তে করে দেয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি দেশ থেকে ফেরার সময় গজ কাপড় কিনে এনেছিলাম সেটা দিয়ে তাদেরকে হিজাব সেলাই করে হাদিয়া দিয়েছি।আমি কুরআন পড়া,শেখানোর পাশাপাশি ২৪ ঘন্টা একটা খিদমতে নিয়োজিত থাকব এজন্য আমাকে বাড়তি দক্ষতা জানা থাকতে হবে।বোনেরা এমন কথা বলে যে শীতকালে পিঠা বানাতে জানি না,সময় নেই ইত্যাদি।এ কারনে স্বামী সন্তান কি মাহরুম হচ্ছেন না?সন্তানরা কি এটা শিখতে পারছে যে প্রতিটা বিষয়ে আমার উপকারী জ্ঞান থাকবে,সেগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে সেই জ্ঞান থাকবে।প্রতিটা বিষয়ে আমি দক্ষতা অর্জন করব।আল্লাহু আকবার! সবকিছু না হোক সাধারনভাবেই যেগুলো চলমান, যেমন শীতকালে বাংলাদেশে যে পিঠাগুলো বানানো হয় আপনি কি সেগুলো বানাতে পারেন?শিখতে হবে না এগুলো?যতটুকু প্রয়োজন ভারসাম্য রক্ষা করে সেগুলো করতে হবে, এজন্য দুআ করে যেতে হবে।

২৪)কুরআন পড়া,পড়ানোর পাশাপাশি আপনি দেখবেন আপনার অনেক অবসর সময় থাকবে।কারন সময়ে তখন বারাকাহ চলে আসবে।তখন আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, আল্লাহ আপনি আমাকে উপকারী ইলম শিক্ষা দিন।আমি কিভাবে এই সময়কে কাজে লাগাতে পারি।প্রতিদিন আত্নীয়,প্রতিবেশীর খোঁজ নেয়ার মত বিষয় থাকে না।আপনি যেই বয়সের হয়ে থাকুন আপনি আপনার বয়স অনুযায়ী যেটা প্রয়োজন সে দক্ষতা শিখে নিবেন।আমার মেয়েকে আল্লাহ পাক ৮ বছর বয়সে সেলাই শেখার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সে নিজের জামা কাপড় নিজে সেলাই করে পরে।আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।আল্লাহ পাক বদনজর মুক্ত রাখুন।আল্লাহ পাক আমার

মেয়েকে পর্দা করার তৌফিক দিয়েছেন দেখে দেখে শিখে আলহামদুলিল্লাহ। মেয়েকে নিয়ে যখন বাংলাদেশে গিয়েছি কোন কিছু বলে যাই নি,এভাবে চলাচল করবে ওভাবে করবে না। কারন আমরা যা বলব করব সবই বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। আমি দুআ করেছি। আল্লাহ আমরা যেখানে যাচ্ছি আপনি আমার পরিবারের সদস্যদের এমনভাবে চলার তৌফিক দিন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন,তাদেরকে আপনি জ্ঞানীরূপে উপস্থাপন করুন। তাদেরকে আপনি সকল বিষয় এর উত্তম ও কল্যানকর বিষয় এর জ্ঞান দান করুন। আমার জন্য যেন সবকিছু সহজ হয়।

২৫)আপনার জন্য যদি সব বিষয় সহজ না হয় আপনি তখন আত্নহত্যার মত পথ বেছে নিবেন। আপনার কাছে কোনকিছুই তখন ভাল লাগবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজতা আসলেই সব কিছু সহজ। যখন আমি বিষয় গুলোর দায়িত্ব নিজে নিতে গিয়েছি যে বাচ্চাকে নিজে পালতে হবে,স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে হবে ইত্যাদি কতকিছু তখন সব বিষয় কঠিন ছিল। এখন প্রতিটা বিষয় আমি আল্লাহর কাছে চাই। আল্লাহ আপনি আমাকে এ কাজগুলো দিয়েছেন আপনি আমাকে পথ দেখান আমি এগুলো কিভাবে করব। আপনার পক্ষ থেকে আপনি আমাকে হিকমাহ দান করুন, আপনার পক্ষ থেকে আমার সন্তানদের শিক্ষা দিন। আপনার পক্ষ থেকে কাজগুলো সহজ করে দিন। আল্লাহ পাক সেটাই করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। কে কি কাজ করবে সেটাও আমি আল্লাহর কাছে চাই। আল্লাহ আমি চাই আমার মেয়ে এই কাজটা এভাবে করে শেষ করবে,আমি চাই আমার ছেলে এটা করবে। আপনি সহজ করুন। আমি চাই আমার স্বামী এ বিষয় টা করবে। আপনি তার জন্য কল্যানকর ভাবে সহজ করুন। আফিয়াহর সাথে তাকে তৌফিক দিন। এমন অনেকবার হয়েছে যে আমি চিন্তা করেছি যে কাজটা আমিই করে ফেলব কিন্তু গিয়ে দেখি সে কাজ করা শেষ। আল্লাহু আকবার!এ সময়ের বরকত আপনি আল্লাহর কাছ থেকে নিতে পারছেন না তো। সময়কে কাজে কিভাবে লাগাবেন আপনি সেটাও তো পারছেন না। কারন আপনি ব্যস্ত অন্যরা কে কি করেছে সেসব নিয়ে। নিজের দোষ খুঁজে দেখি না,শুধরানোর চেষ্টা ও করি না।

২৬)অন্যের দোষ খুঁজতে থাকলে অন্তর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। নিজের দোষ খুঁজতে থাকলে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। মৃত্যুর ফেরেশতা যখন আসবেন,সূরা আল ফাজর এর শেষ ৪ টা আয়াত পড়বেন, যে প্রশান্ত আত্মা বলে ডাকবেন। দুনিয়ার জীবনেও তো এই আত্না প্রশান্ত থাকবে।"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।"(সূরা ফাজর ২৭-৩০)

দুনিয়ার চলমান জীবনে যদি এই আত্না প্রশান্ত না থাকে তাহলে আপনি কিভাবে আশা করেন যে মৃত্যুর সময় এই আত্না প্রশান্ত থাকবে। আমরা যেন এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আসলেই কি আমার রুহ টা স্থির থাকে?এত পেরেশানি, এত উত্তেজিত অবস্থায় আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবো?আল্লাহু আকবার! মৃত্যুর চিন্তা, বিনয়ীতা থাকতে হবে। আল্লাহ আমার হাতে কিছুই নেই। আপনার হাতে সব। আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন। হিদায়াত আপনার হাতে। আপনি আমাকে কল্যানকর দুআ করার তৌফিক দিন। দুআর

মাধ্যমেই একটার পর একটা পথ তৈরি হতে থাকবে।আপনি তখন প্রতিটা অন্ধকারেও আলো দেখতে পাবেন।এগুলো কখন হবে?যখন আপনি নিজের গুনাহের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবেন।নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন।আল্লাহ আমি তো নিজেকে ধরে রাখতে পারছিনা।আমি তো দ্বীন থেকে ছিটকে যাচ্ছি। আমার তো আমল ছুটে যাচ্ছে। নিজের ফিকির করতে হবে। আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে।আমি নিজে তেমন হতে পারছি না যার কারনে সবাই আকৃষ্ট হয়ে নিকটবর্তী হবে।দ্বীনের সেই সৌন্দর্য আমি দেখাতে পারছিনা।নিজের চরিত্র, নিজের আমল আখলাককে সুন্দর করার দায়িত্ব আমার নিজের,কিন্তু হিদায়াত আল্লাহর হাতে।

২৭)আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করেন,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা অনুসরণ করে চলতে চান তাহলে আপনি একটা চানাচুর এর বাদামও মুখে দিতে পারবেন না।এমনভাবেই আল্লাহর ভয় আসবে অন্তরে।আমি যে পানি পান করছি এটা কি আমার জরুরত নাকি নফসের খেয়াল খুশির কারনে পান করেছি?সারাক্ষণই আপনি চিন্তা ভাবনা করতে থাকবেন নিজের কাজ নিয়ে।এভাবেই আল্লাহকে ভয় করতে হবে।আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরে একমাত্র আল্লাহর ভয় ঢেলে দিন,তাকওয়াবান বান্দা হিসেবে কবুল করুন।আমিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১১: অগ্রবর্তী কারা

১)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অশেষ রহমতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরো একবার আলোচনার জন্য নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ।আল্লাহর জন্য কিছু উত্তম কথা বলা যা আল্লাহ আমাকে শিখাচ্ছেন একদম দ্বীনের শুরু থেকেই।আমি কোন উস্তাযা নই,একজন ত্বলিবুল ইলম।আল্লাহ পাক আমাকে যখন থেকে বিষয় গুলো শেখার জানার বুঝার তৌফিক দিতেন তখন থেকেই অন্তরে আসতো যে বিষয় গুলো অন্যদের শিখানো প্রয়োজন।আল্লাহ পাক আমাকে যে এত এত বান্দাদের সাথে যুক্ত করে দিবেন সেটা আমার জানা ছিল না।আমি শুরু থেকেই সবার আগে আমার পরিবার পরিজন, আত্নীয়, কাছের মানুষদের জন্য কান্না করে দুআ করতাম।আল্লাহ তাদেরকে এগুলো কে শিখাবে,তারা এসব কবে বুঝতে পারবে।আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক এজন্য আমাকে কবুল করেছেন।আল্লাহ পাক আমাকে যে বিষয় গুলো আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন,পরিবারকে শিক্ষা দেয়ার তৌফিক দিচ্ছেন সেসব বিষয় আপনাদেরও জানানো হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য।এ মুহূর্তে আমার একটা আয়াতের কথা খুব বেশি করে স্মরণ হচ্ছে। অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপর তোমরা ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।(সূরা আরাফ: আয়াত ১৫৮)

এই সত্যের জ্ঞান অর্জনের জন্যই আমরা অবিরত ছুটে চলেছি।এজন্য আমি শুধু দুআই করেছি।দুআর মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে প্রতি মুহূর্তে পথ প্রদর্শন করে যাচ্ছেন। অনেক সময় বোনেরা প্রশ্ন করেন দুআ কিভাবে করব?আমার অন্তরের হালত কিছুটা এ ধরনের যে, দুআর বিষয়ে কুরআন হাদিসের দলিল ইত্যাদি আমি কিছুই জানিনা।আমি জানি শুধু আমার একজন রব আছেন।যিনি আমার অন্তরের প্রতিটা চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে অবগত।শুধুমাত্র এই বিষয় জেনেই আমি আমার রবের কাছে দুআ করে যাচ্ছি।আল্লাহ আপনি আমাকে হিদায়াত দিন।জ্ঞান অর্জনের পথ আল্লাহ পাক আমার জন্য কখনোই বন্ধ করেন নি।জ্ঞান অর্জনের সব উপায় উপকরণ আল্লাহ পাক আমার ঘরেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।দুআ করার আগে এসব চিন্তা করার প্রয়োজন নেই আদব জানি না,নিয়ম জানি না ইত্যাদি। কিছুই জানেন না সমস্যা নেই।শুধুমাত্র এতটুকু বুঝতে পারলে হবে যে দুআ করতে হবে।শুধু দুআ করুন।এ বিশ্বাস নিয়ে দুআ করুন যে আপনার দুআ কবুল করাতে হবে।এক হলো দুআ করা।আরেক হলো কবুল করানো।আমার রব কেন আমার দুআ কবুল করছেন না?

কেউ যদি আমাদের কাছে অল্প কিছু চাল চায় আমরা তাকে পারলে কয়েক কেজি দিয়ে দেই।তাহলে আমাদের রব তিনি হলেন আল গনী,অমুখাপেক্ষী ধনী।আমরা যদি আল্লাহর কাছে চাই তিনি আমাদের বেহিসেবী দান করবেন।এটা আল্লাহর ওয়াদা।দুআর আদব বলতে দুআ করার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা, দুরূদ এবং দুআ শেষে দুরূদ পড়ে নিবেন।এমন যদি হয় যে আপনি এমন ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে বসে আছেন আগে পরে দুরূদ পড়ার মত হিতাহিত

জ্ঞান আপনার নেই।দ্বীনে ফেরার পরে একেকটা ধাক্কা অনেক কঠিন। আল্লাহ আমাদের ঈমানের পরীক্ষা সহজ করুন। আমিন। দ্বীনে ফেরার পর ধাক্কা এ কারনেই আমি যখন গুনাহগার ছিলাম তখন কেউ কিছু বলে নি।এখন আমি যখন শুধরানোর মেহনত করে যাচ্ছি তখন উঠতে বসতে কথা শুনতে হয়।এই ধাক্কা টা সবচেয়ে বড়।প্রতি মুহূর্তে অপমানিত হতে হচ্ছে। এই ধাক্কাটা সহ্য করা যায় না।আমি এত চিন্তা ভাবনা করে দুআ করার তৌফিক খুব কমই হয়েছে দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে।শ্বশুরবাড়ি ঠিক নেই,বাবার বাড়ি ঠিক নেই,সন্তান ঠিক নেই,সবদিকে ঠিক নেই কারন আমি নিজে ঠিক নেই।গুনাহ করতে করতে অন্তরে কালো দাগ পড়তে থাকে।ইস্তিগফার দুরূদ এর মাধ্যমে সেই দাগ পরিষ্কার করতে হয়।এক সময় দেখবেন আপনি ঘুমের মধ্যেও ইস্তিগফার দুরূদ পড়তে থাকবেন।

আপনি যদি আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়তে পারেন,ঘরে থাকার তৌফিক পেয়ে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এটা আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ রহমত।আমরা যে নামাজ পড়ি সেটাই তো দুআ সুবহানাল্লাহ। আমরা অর্থ বুঝে পড়ি না এজন্য কিছু বুঝতে পারি না।নামাজে আমরা পুরোটা সময় দুআই তো করি।আমি সিজদাহ্ তেও বাংলাতে দুআ করেছি।(ফরজ নামাজ ছাড়া অন্যান্য নামাজে মাতৃভাষাতে দুআ করা যায় এ বিষয়ে আলেমদের মতামত আছে।)নামাজের মধ্যে মাতৃভাষাতে দুআ করা যাবে কিনা সেটা নিয়ে আমার চিন্তা ছিল না।আমার অন্তর এতটাই ভেঙে চুরে টুকরো টুকরো অবস্থা একমাত্র নামাজ ছাড়া আমি কোথাও আর শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।আমি নামাজের মধ্যে সিজদাহর মধ্যেই দুআ করেছি।কুরআন থেকে দুআ শেখার মেহনত চলমান আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমি আমার রবকে ডাকার জন্য কোন ভাষার অপেক্ষা করব?আমার রুহ যে আর নিতে পারছে না, পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাচ্ছে। এমন অবস্থা থেকে একমাত্র আমাকে আমার রবই উদ্ধার করতে পারেন।এরজন্য সেই মুহুর্তে কোন দুআ দরকার সেটা খুঁজতে যাওয়ার দরকার নেই।নিজের ভাষায় রবকে ডাকতে থাকুন।ইয়া রব! আপনি আমাকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে এ বিষয় দান করুন।

দোয়া কখনও বৃথা যায় না। তিন পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন। যখন কোনো মুমিন ব্যক্তির দোয়ায় কোনো পাপ থাকে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে দোয়া কবুল করেন।

পদ্ধতি তিনটি হলো—১. সে যে দোয়া করেছে, হুবহু তা কবুল করে দুনিয়াতে দেওয়া হয়। ২. তার দোয়ার প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ৩. দোয়ার মাধ্যমে তার অনুরূপ কোনো অমঙ্গলকে তার থেকে দূরে রাখা হয়।' (মুসনাদে আহমদ: ১১১৩৩)

তবে, দোয়া করার সময় তা কবুল হওয়ার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত। কেননা হাদিস শরিফে এসেছে, 'তোমাদের কেউ (দোয়ায়) এমন কথা বলবে না যে হে আল্লাহ! আপনি যদি চান, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি যদি চান, তাহলে আমার ওপর দয়া করুন। আপনি যদি চান, তাহলে আমাকে জীবিকা দান করুন; বরং দৃঢ়তার সঙ্গে (আত্মবিশ্বাস নিয়ে)

দোয়া করবে। মনে রাখবে, আল্লাহ যা চান, তা-ই করেন, তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।' (বুখারি: ৭৪৭৭)।

২)এ বিষয়ে জানার পর থেকে আমি নিজের সাথে বিষয় গুলো মিলাতে শুরু করলাম যে কখন থেকে আমার দুআ কবুল শুরু হয়েছে। যখন থেকে আল্লাহ পাক আমাকে ঘরে থাকার তৌফিক দিলেন এবং নজর হেফাজত করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে খেয়াল করলাম আমার নেক দুআগুলো আল্লাহ পাক কবুল করে নিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় বিগত ১ বছরে আমার প্রাপ্তি কি?আমি বিগত ১ বছরে কোন পরপুরুষ অনলাইন বা অফলাইনে দেখি নি।কোন পরপুরুষ এর ছায়াও না।তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ(যে দুআ করা মাত্রই আল্লাহ কবুল করে নেন) হতে হলে কি করনীয়।এই বছরে আমার এত দুআ কবুল হয়েছে। আল্লাহু আকবার! লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম।অনেকক্ষেত্রে আল্লাহ পাক আমার দুআ সাথে সাথে কবুল করেছেন,অনেক ক্ষেত্রে আমাকে সবর করার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সবর করার পরেও সেখানে দেখা গিয়েছে আমি যা চেয়েছিলাম তার উল্টা কিছু ঘটেছে কিন্তু সেখানেও নিয়ামতের কোন কমতি ছিল না।

আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছি ১ ফোঁটা আল্লাহ পাক আমাকে এত নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহু আকবার! যা আমি বলে শেষ করতে পারব না।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেভাবেই আমার দুআ কবুল করেছেন সেটা তাৎক্ষণিক বা দেরিতে, যা চেয়েছি তার পরিবর্তে অন্য কিছু যেভাবেই হোক সেটার নিয়ামত আমি বর্ননা করে শেষ করতে পারব না।আমার দুআগুলো ছিল আমার হিদায়াত, স্বামীর হিদায়াত, সন্তানদের হিদায়াত, বাবার বাড়ি, শ্বশুড় বাড়ি,প্রতিবেশীদের হিদায়াত, দ্বীনে টিকে থাকা সহজ হওয়া। প্রতিটা বিষয় ছিল আখিরাতকে কেন্দ্র করে।কোন বিষয় টা আমার দুনিয়ায় না হলেও চলবে?একটাও না।আমার প্রত্যেকটাই প্রয়োজন।আল্লাহ পাক সবগুলো বিষয় দুনিয়াতেই দিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার দুআ কবুল হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।এর মাধ্যমই আল্লাহ পাক আমার ঈমানকে আরো মজবুত করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

৩)দুআ কবুলের কি যে আনন্দ এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।দুআ করে সৃষ্টির এক নগন্য বান্দা আর দুআ কবুল করেন সৃষ্টিকর্তা এটার মধ্যে এত যে প্রশান্তি, আল্লাহু আকবার।দুনিয়ার কোন আনন্দের কারনে আমার সিজদাহ্ তে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে নি,কোনদিনও না।আর এখনকার প্রতিটা ঘটনা এমনভাবে ঘটে যেকারনে আমি সিজদাহ্ আমার রবের প্রশংসা করতে লুটিয়ে পড়ি।আল্লাহু আকবার কাবিরা! আমরা যখন কোন বান্দার নিয়ামতের সম্পর্কে জানতে পারব তার জন্য বরকতের দুআ করে দিবো।ইয়া রব! আপনি তাকে বদনজর মুক্ত রাখুন,আমাকে এর চেয়ে উত্তম ভাবে তৌফিক দিন।আমিন।এভাবে দুআ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। আমার সাথে পরিচিত বান্দা যারা আমাকে চিনে,আমি যাদের সম্পর্কে জানি আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক তাদেরকে আরো

উত্তম ভাবে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম, আল্লাহুমা বারিক লাহা।

আমি এখন পর্যন্ত আমার ক্ষেত্রে কোন কিছু এমন পাই নি যা আল্লাহ পাক জান্নাতে দিবেন,বা পরে দিবেন অর্থাৎ দুনিয়ায় সে দুআ কবুল হয়নি। আল্লাহ পাক দুনিয়াতে আমার দুআ কবুল করেছেন। কারন আমার তো এমন কোন বিষয় নেই যা আমার দুনিয়াতে না হলে হবে না। এমন হয়েছে আমি বাচ্চাকে বলেছি তুমি মসজিদে যাও। বাচ্চা বলেছে সে মসজিদে গেলে তাকে চকলেট দিতে হবে। অথচ আমার ঘরে কোন চকলেট নেই। আমি তারপরও আল্লাহর উপর বিশ্বাস নিয়ে ঘরে খোঁজ করা শুরু করেছি। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ পাক চকলেট মিলিয়ে দিলেন। আল্লাহর কসম! আমার ঘরে কোন চকলেট ছিল না। আমি শুধু আল্লাহর উপর ভরসা নিয়ে খোঁজ করা শুরু করেছিলাম কারন বাচ্চাকে কথা দিয়েছি। আমি মুখ দিয়ে এ কথা বের করে ফেলেছি সেটা মিথ্যা যেন না হয়। আল্লাহ পাক যখন চকলেট মিলিয়ে দিলেন আমি তখন কান্নায় ভেঙে পড়ি, আল্লাহু আকবার! বান্দা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি বান্দাকে ছোট হতে দেন না। আমার রবও আমাকে সম্মানিত করলেন। তিনি আমাকে ছোট হতে দেন নি আমার সন্তানের সামনে। আমার বাচ্চাও জানত যে ঘরে চকলেট নেই। এজন্যই সে আমাকে বলেছে। আমি বলেছি, আচ্ছা ঠিক আছে। আল্লাহর কাছে বলব। আমাদের কোন কিছু প্রয়োজন হলে প্রথমে আল্লাহকে বলব। যদিও বাচ্চাদের বলা আছে যে যদি ব্যবস্থা না হয় সেটা তাকদীরের ফয়সালা।সেটা মেনে নিতে হবে। বাচ্চাদের বুঝানো হয়েছে বিষয় গুলো আলহামদুলিল্লাহ। তারপরও বাচ্চারা এত বিষয় সবসময় বুঝবে না। ওদের বিষয় টা এমন যে আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ দিয়ে থাকেন। এটা আমি বলেছি, তার মানে সেটার প্রমান দিতে হবে। আল্লাহ পাক প্রতিটা ছোট বড় বিষয় এত চক্ষুশীতলকারী করে আমার সামনে এনে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো বলে আমি বুঝাতেও পারবনা।

৪)গত সপ্তাহে আমি অনলাইনে ছিলাম না। আমার ডিভাইস এর ক্যাবল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমি সেটা ব্যবহার করতে পারছিলাম না। রাতে আমি আমার স্বামীর ডিভাইস এর ক্যাবল টা দেখলাম সেটা এদিক সেদিক থেকে ফাটা। সেটা দেখে আমি চিন্তা করলাম আমার ক্যাবল টা সুন্দর আছে। আমি নিজেই নিজের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি,নিজের বদনজরের স্বীকার হয়েছি। যত ধরনের রুকইয়াহ আছে সব কিছু করা শুরু করলাম ক্যাবল কে। দুআ পড়ে ফু দিচ্ছি। যেভাবে হোক ডিভাইস তো চালাতে হবে। আমি দুআ করে যাচ্ছিলাম কিন্তু ক্যাবল এর ছেড়া ফাটা বিষয় বেড়ে গিয়েছে। আমরা দুআ করব সেটা ঠিক আছে। সবসময় সাথে সাথে যে কবুল হবে সেটা না। দুআ কবুল না হওয়ার মাধ্যমেও আল্লাহ আমাদের ঈমানের শিক্ষা দিতে চান। এক পর্যায়ে আমার ডিভাইস এ চার্জ হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। আমার ক্যাবল নষ্ট হয়েছে সেটা আমার স্বামী নিজে থেকে খেয়াল করার কারনে জানতে পেরেছেন। না হলে আমি নিজে থেকে কোন বিষয় এর জন্য কারো কাছে চাই না। একমাত্র আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকি।

শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা আমার স্বামীকে কল দিয়ে জানিয়েছেন যে তারা আমাকে ফোনে পাচ্ছেন না।তাদের সাথে আমার কুরআন প্র্যাকটিস ছিল।আমি ঠিক আছি কিনা এসব জানতে চেয়েছেন।এ কারনে আমার স্বামী জানতে পেরেছেন আমার ফোনের বিষয় টা।একজন বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছিলেন, "তুমি যদি চুপ হয়ে যাও,পাহাড়ও রাস্তা দেখাবে।" আমি তখন এ বিষয় টা বুঝতে পারতাম না।আমি চুপ থাকলে পাহাড়ের সাথে আমার কি কাজ? শ্বশুর বাড়ির লোকজন ফোন দিয়েছেন তারপরে আমার স্বামী জানতে পেরেছেন আমার ডিভাইস এর বিষয়ে। সবদিকের ফোন আমার স্বামীর ফোনে আসা শুরু করেছে।আমাকে ওনার ডিভাইস দিতে হচ্ছে। ওনারও ডিভাইসে কাজ থাকে।ওনাকে বাধ্য হয়েই ক্যাবল নিয়ে আসতে হয়েছে। তবে সেটা সেদিন হয় নি। কিন্তু ওনি জানেন প্রতি শুক্রবারে আমার আলোচনা থাকে এই সময়ে।আগে আমি কোন মজলিসে উপস্থিত হলে ওনাকে জানাতে পারতাম না।লুকিয়ে লুকিয়ে উপস্থিত থাকতে হতো।প্রতিটা বিষয় আমার দুআ কবুলের গল্প। জুম মিটিং এ্যাপ কিভাবে ব্যবহার করতে হয় কিভাবে কি করে আমি শুরু থেকেই কিছু জানতাম না।সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকেই এসেছে।এসব তখন আমার স্বামীর আড়ালে ছিল।

৫)এখন আমার স্বামী বিষয় গুলো জানেন আলহামদুলিল্লাহ।আমার ডিভাইস সচল না থাকার কারনে আমার আলোচনার সময়ে তিনি নিজের ডিভাইস আমাকে দিলেন ব্যবহার করার জন্য।বাসার অন্য ডিভাইস ও দেয়া হলো।কিন্তু আমার একাউন্ট থেকে আমি কোনভাবেই অন্য ডিভাইস দিয়ে মিটিং এ যুক্ত হতে পারলাম না।সেদিন আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছি।কিন্তু সম্ভব হয়নি।তাকদীরের ফয়সালা মেনে নিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এখান থেকে একটা বিষয় লক্ষ্য করুন আমাকে সাহায্য করার জন্য কীভাবে সবাই এগিয়ে এসেছিল।আমার কাজ দুআ করা।আসমান থেকে ফয়সালা হবে।আমার কাজ আসমানকে কেন্দ্র করে।জমিনে আমার কোন কাজ নেই।আমার রব আসমানে। আমি আমার রবের সাথেই কথা বলে যাচ্ছি। আর জমিনে তারা সবাই আমার সহযোগিতা করার জন্য পেরেশান। আমি চুপ হয়ে শুধু হাসছি। পরিবারের সবাই অস্থির। হায়! এই সময়ে তার আলোচনা। সে যুক্ত হতে পারছে না। আমি অস্থির না।আমি স্থির হয়ে বসে আছি। সেদিন আসলেই সম্ভব হয় নি।পরে আমার স্বামী সন্তান নামাজের জন্য চলে যায়। আমার আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ পাকের সেদিন ফয়সালা হয়নি। এটা কেন হয় নি সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি।

আমার বান্ধবীর বাবা সেদিন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। ওনার জন্য প্রতি মুহূর্তেই দুআ করে যাচ্ছিলাম কিন্তু একটু বসে যে স্থির হয়ে দুআ করব সে তৌফিক হচ্ছিল না।আল্লাহ পাক আমাকে ঠিক সেই সময়টায় ওনার জন্য আমাকে দুআ করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। ওনি আর দুনিয়ায় নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।হে আল্লাহ্‌, তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে দয়া করুন, শান্তিতে রাখুন, তার থাকার স্থানটিকে মর্যাদাশীল করুন, তার কবরকে প্রশস্থ করে দিন। বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ থেকে এমন ভাবে পরিস্কার করে দিন যেমন

সাদা কাপড় পরিস্কার হয় ময়লা থেকে, তাকে দুনিয়ার বাসস্থানের চেয়ে উত্তম বাসস্থান, পরিবার ও সঙ্গী দান করুন, হে মাবুদ, তাকে জান্নাতে দাখিল করুন, তাকে কবর আর দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করুন।আল্লাহ পাকের বান্দা আল্লাহপাকের কাছে চলে গেছেন।সবাই ওনাকে দুয়াতে রাখবেন।

৬)আপনি যদি আল্লাহ পাকের নিদর্শন বুঝতে পারেন এবং মেনে নিতে পারেন যে এর মধ্যে কল্যান আছে তাহলে আপনার পথচলা একদম সহজ। সে সময়ে আমি আলোচনায় যুক্ত হতে ওয়াদাবদ্ধ। অন্য সময়ে হলে আমি অস্থির হয়ে যেতাম। ক্যাবল এখনই লাগবে।কিন্তু এখন,আমার রুহ একদম স্থির। আমি জানতে চাই আমার রব কি চান। আমার চিন্তা চেতনা দুআ সব আল্লাহর কাছে। আমি চলাফেরা করি দুনিয়ায় কিন্তু আমার রুহ আল্লাহর কাছে। যখন কোন অপ্রিয় আলোচনা বা গীবত হয় তখন আমার রুহ আল্লাহর কাছে। আমি সেখানে গা ভাসিয়ে দিতে পারিনা।আমাকে আমার আল্লাহই নিয়ে যান তার স্মরণ করার জন্য। স্বামীর সাথে রাগ হলে আমি ঝগড়া করার জন্য ছুটে চলে যাই রুমে কিন্তু সেখানে গিয়ে আর কথা বলতে পারি না একদম চুপ হয়ে যাই।বাচ্চাকে মারতে চলে যাই কিন্তু পারিনা।আমার হাত অবশ হয়ে আসে।আমি বুঝতে পারলাম যে আমার অঙ্গ প্রতঙ্গ আল্লাহ পাক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছেন।আল্লাহু আকবার! হাদিসে রাগ দমন করার কথা বলা আছে।কিন্তু আমার নিজে থেকে রাগ দমন করতে হচ্ছে না।আমি রাগ নিয়ে যাই কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকেই সেটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়।

৭)আমি যদি আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করার বিষয় টা বুঝতে পারি, এটাই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা যদি বুঝতে পারি তাহলে দুনিয়ার কোন কিছু আর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। দ্বীনে ফেরার পর বিভিন্ন পরীক্ষা আসবে।মনে হতে পারে এই বুঝি পরিবার পরিজন স্বামী দ্বারা নির্যাতনের স্বীকার হতে হবে, অপমানিত হতে হবে ইত্যাদি। আপনি কেন নিজের রুহ কে স্থির করছেন না?আপনি কেন বুঝতে পারেন না যে কোন কিছুর ফয়সালা এখন জমিনে হবে না।সবকিছুর ফয়সালা আসমান থেকেই আসবে।আমার কাজ হলো কোন বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা না করা।আল্লাহর প্রতি সুধারনা রেখে নিজের দায়িত্ব অনুযায়ী আল্লাহর জন্য কাজগুলো করা। দ্বীনে চলার শুরুর দিকে আমার বারবার করে মনে হতো এই বুঝি অমুক তমুক আমাকে অপমান করবে,বকা দিবে ইত্যাদি। একটা সময়ে বুঝতে পারলাম এগুলো আমার অহেতুক চিন্তা ভাবনা। আমি এসব চিন্তা না করে আমি দুআ করব।আল্লাহ, সে আমাকে যেন না মারে,আমাকে যেন অপমান না করে। আল্লাহ আপনি আমার জন্য কুরআন শিখার পথ সহজ করে দিন।আমি আমার কুরআন শিক্ষার ক্লাসের সময় গুলো বেছে নিতাম মধ্য রাতের পরে।যখন আমার স্বামী ঘুমিয়ে যেতেন,ওনার চোখের সামনে সহজে বসতাম না।তখন শুধু শুনতাম ক্লাসে।পড়া দেয়ার বিষয় গুলো ছিল স্বামী অফিসে যাওয়ার পরে।এক সময় তো বিষয় গুলো প্রকাশিত হয়ে গেল।ইলম অর্জনের পথ বন্ধ নেই।ঘরে বসেই আল্লাহ পাক বিভিন্ন ভাবে সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।আমার দুনিয়াবি চাওয়ার কিছু নেই।আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে আমার কি চাহিদা। আমার উত্তর একটাই। আমি

আমৃত্যু হিদায়াত এর উপর অটল অবিচল থাকতে চাই। ইয়া রব! আপনি আমাকে আমৃত্যু হিদায়াত এর উপর অটল রাখুন। আমিন।

৮)অনেকেই জানতে চেয়েছেন এই সিরিজ কতদিন চলমান থাকবে। এটা আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমার মৃত্যুর সাথেই এই সিরিজ বন্ধ হবে। আপনি যদি আমার মৃত্যু না জানেন,আমার মৃত্যু কিভাবে হলো সেটা যদি না জানেন তাহলে আমার চলার পথ জেনে আপনার লাভ কি। এই চিন্তা করেই এতদিন আমি অনলাইন এ আসি নি বিষয় গুলো প্রকাশ করতে। তারা যদি আমার মৃত্যুর কথা না জানতে পারে তাহলে আমার ঈমান আমলের কথা তাদের জেনে লাভ কি?আল্লাহু আকবার! আমার প্রধান ফোকাস হলো মৃত্যু। ইয়া রব! আপনি আমাকে শহীদি মৃত্যু দান করুন। আমি আপনার কাছে একটি কামিয়াবি মৃত্যু চাই। এটা তো গায়েবের বিষয়। এটা কখন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে কেউ আমরা জানিনা। তার আগ পর্যন্ত নিজের আমল ইবাদত নিয়ে মেহনতি হতে হবে। আমি কোন আমল করার তৌফিক পেলে আল্লাহর কাছে দুআ করতাম ইয়া রব! আপনি আমার এই আমল গোপন রাখুন। প্রকাশ করে দিয়েন না। আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করত নাস্তা করেছো। আমি বলতাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যখন হুকুম করেছেন খেয়েছি। আমি রোজা সেটা আমি প্রকাশ করতাম না। আমলকে গোপন করার মেহনত আপনাকে করে যেতে হবে। আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে আল্লাহ আমার পর্দা,আমার চিন্তা ভাবনা, আমাকে আপনি যে জ্ঞান দিচ্ছেন সবকিছুকে আপনি অন্যের চোখের আড়াল করুন। আমি যত বেশি আমল গোপন করার চেষ্টা করেছি আল্লাহ তত বেশি আমার আমল কে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আল্লাহর নামের সাথেই এ বিষয় টা আছে। আজ-জ'হিরالظاهر যার অর্থ সম্পূর্নরূপে-প্রকাশিত, প্রকাশ্য, আল-বাত্বিনالباطن যার অর্থ দৃষ্টি হতে অদৃশ্য, গোপন। আল্লাহু আকবার! আপনার বিষয়ও একই ধরনের। আপনার বিষয় যখন আল্লাহ পাক প্রকাশ করতে চাইবেন তখনই করবেন। এসব নিয়ে আপনার ফিকির করতে হবে না।

৯)এমন হয়েছে যে আমি ইস্তিগফার করছি সেটা আমার স্বামীর কাছ থেকেও গোপন করে যাচ্ছি। একটা বিষয় বুঝতে হবে আমার স্বামীরও তো ইস্তেগফার দরকার। ওনি তো করেন না। তার ইস্তেগফার করার অভ্যাস নাই। আমি নিজে যদি জোরে না বলি তাহলে ওনি তো সেটা করবেন না। কোন হিকমাহ অনুযায়ী আমল প্রকাশ করব সেটা বুঝতে হবে। এজন্য দুআ করে নিতে হবে যে আল্লাহ আমি কি চুপ থাকব নাকি বলব। দেখা গিয়েছে আমি কোন কাজ করছি বা ওনি কোন কাজ করছেন। আমি একটু জোরেই বলে যাচ্ছি أَسْتَغْفِرُ الله 'আস্তাগফিরুল্লাহ', আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আমার দেখাদেখি ওনি করতেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি যখন যেখানে যেতাম সেখানে নারী সদস্যরা আমার যিকির করার বিষয়ের দেখাদেখি তারাও করতেন। সেখানে গীবত চলমান থাকলেও দেখা যেত যিকিরের কারনে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহু আকবার কাবিরা! আল্লাহর যিকিররত অবস্থায় চেহারার ধরন নিজে থেকেই পরিবর্তন হয়ে যায়। আমি জানি না আমার চেহারা তখন কেমন হয় কিন্তু কোন নারীদের মজলিসে আমার যিকির করার বিষয়টা দেখা মাত্রই সবাই একদম চুপ হয়ে যায়। যেখানে গীবত হয়ে যেত। আমাকে যখন ঘর থেকে বের হতে হতো

তখন দুআ করতাম,আল্লাহ আমি তো আপনার হুকুমে ঘর থেকে বের হচ্ছি, স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য যেতে হচ্ছে। আমার কানে যেন কোন গীবত না আসে। গীবতের মজলিস চলমান থাকলে সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়ার বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষা দিলেন।কিন্তু আমি অন্য রুমে কোথায় কিভাবে যাবো সেখানে তো পর্দার পরিবেশ নেই।সবসময় আপনি চাইলেও উঠে চলে যেতে পারবেন না। তাহলে আপনি বসে বসে দুআ করুন, যিকির করুন। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকুন। আল্লাহ আপনি আমার সব ইন্দ্রিয়কে পবিত্র রাখুন।আমাকে এগুলো পবিত্র রাখার মেহনত করার তৌফিক দান করুন। আপনি আমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যান যেখানে গেলে আমার ইন্দ্রিয় গুলো পবিত্র থাকে। অনাকাঙ্ক্ষিত কোন পরিবেশে থাকলে আপনি যিকির করতে থাকুন। আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকুন।এগুলো সব আমাদের হাতের কামাই।

১০)অনেক বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন আমি রুকইয়াহ কিভাবে করি?দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে নেই।সময় বেশি থাকলে পড়ার সংখ্যার পরিমাণ বেড়ে যায়।যেকোন বিষয়ের জন্য আমি এভাবে রুকইয়াহ করে থাকি।যেদিন স্বামীর/নিজের/সন্তানের আচরনে সমস্যা মনে হয়েছে সেদিন সব খাবারে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে ফু দিয়ে দিবো।বদ নজরের আশংকা করলে ৩ কুল পড়ে ফু দেয়া।ধাপে ধাপে বাড়বে।তবে শুরুর দিকে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে ফু দেয়া।প্রাথমিক অবস্থায় কাজ হয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ না হলে আরো সময় বাড়িয়ে দেই।আগে নিজের চিকিৎসা করে নিজেকে ঠিক থাকতে হবে।অনেক বোনেরা এ প্রশ্নও করেন যে দ্বীনে ফেরার পরে কি ঈমানের পরীক্ষা বেড়ে যায় কিনা।সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। জ্বি, ঈমানের পরীক্ষা অনেক বেড়ে যায়।কুরআন হাদিস থেকেও দেখতে পাবেন যে সবচেয়ে বেশি ঈমানের পরীক্ষা হলো নবী রাসূলদের।তারপর নবী রাসূলদের সাথে যারা ছিলেন তাদের পরীক্ষা বেশি।তারপর যে আল্লাহর যত প্রিয় তার পরীক্ষা তত বেশি।আমাদের কাজগুলো আল্লাহ পছন্দ করে নিয়েছেন তাই পরীক্ষা কিছু বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব,আল্লাহ আপনি ঈমানের পরীক্ষা সহজ করে দিন।আমরা একদম ভয় পাবো না।আল্লাহ সহজ করে দিবেন।আল্লাহ চাইলে কঠিনকেও সহজ করে দেন।আমরা যা চাই সেটা না,বরং আল্লাহ পাক যা চান সেটাই কল্যানকর। আল্লাহ ছাড়া কেউ কোন কিছু করার কোন ক্ষমতা রাখে না।আল্লাহ পাক এভাবেই আমাকে আমল করার, দ্বীন নিয়ে টিকে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের জ্ঞান দিয়ে তিনি আমার কাজকে সহজ করে দেন।আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি আল্লাহ আপনি আমাকে সাহায্য করুন।আল্লাহ পাক আমাকে শেষ পর্যন্ত যেন ঈমান নিয়ে টিকে থাকার তৌফিক দান করেন এজন্য মেহনত এবং দুআ করে যাচ্ছি। কে টিকে থাকতে পারবে কি পারবে না সেটা জানি না। তবে এতটুকু জানি, আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। (সূরা ওয়াকিয়াহ: আয়াত ১০)

১১)প্রশ্ন হলো অগ্রবর্তী কারা?যাদের আল্লাহ নিজে সাহায্য করেন তারাই তো অগ্রবর্তী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন বান্দা অগ্রবর্তী হতে পারবে না।আমি নিজেই তো বাচ্চাকে মারতে গেলে মারতে পারি না,স্বামীর সাথে ঝগড়াঝাটি করার প্রস্তুতি নিয়ে গেলেও মুখ দিয়ে

কথা বের হয়না। আল্লাহর তরফ থেকেই আমার অঙ্গ প্রতঙ্গ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে এভাবেই তো সাহায্য করেন।আল্লাহু আকবার! আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে নিয়েছি,আল্লাহ আমার জন্য কখন কোন কথা বলা উত্তম, কোন কথা আমার জন্য নাজাতের উসিলা হবে শুধুমাত্র ততটুকু কথা আমাকে বলার তৌফিক দান করুন। আল্লাহু আকবার! প্রতিটা বিষয় একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। কেউ যদি আপনাকে কষ্ট দিতে আসে আপনি এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। আল্লাহ আমাকে এই বিষয় থেকে হেফাজত করুন। প্রতিটা বিষয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। আল্লাহর প্রতি সুধারনা রেখে দুআ করুন। আপনি আল্লাহ সম্পর্কে যেমন ধারনা করবেন তেমনই হবে। আল্লাহু আকবার। প্রতিটা পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে হিকমাহ চেয়ে দুআ করুন। আল্লাহ এই পরিস্থিতিতে আমার কোন হিকমাহ অবলম্বন করা উচিত আপনি আমার বুঝার তৌফিক দান করুন। দুআর কারনে আপনি এমন ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হবেন,আল্লাহু আকবার!

এমন হয়েছে যে আমার বাচ্চা তখনও ফিডিং করে,ঘরের কাজের অনেক চাপ ছিল।একা সামলাতে খুব কষ্ট হত।আমি অনেকগুলো রুটি বানাচ্ছি,ওদিকে স্বামীর অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। আমি যে একটু খেয়ে নিবো সে সুযোগ নেই।কিন্তু প্রচন্ড ক্ষিদা লেগেছে।কিছু খেতেও পারছি না।ক্ষিদায় অবস্থা খারাপ। ওদিকে বাচ্চা কান্নাও করছে।কোনদিকে যে যাবো। আমার সাহায্যের প্রয়োজনে আমি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু কখনোই বলি নি। আমি এদিকে আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছি। ওদিকে স্বামী একটু পরে রান্নাঘরে আসলেন।ওনি এসে দেখলেন আমার এ অবস্থা।ওনি আমার খাবার একটু খাইয়ে দিলেন।এবং বললেন যে ওনার রান্নাঘরে আসার কোন পরিকল্পনা ছিল না।কেন এসেছেন সেটাও জানেন না।ওনি কেন এসেছেন সেটা তো আমি জানি।ওই যে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিলাম।আল্লাহর তরফ থেকেই তো আল্লাহ আমার জন্য সাহায্য কারী পাঠিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার! ওনি যখন আমাকে ২ লোকমা খাবার খাইয়ে চলে গেলেন আমার এমন কান্না পেয়েছিল আল্লাহু আকবার!

১২)আমার ক্যাবল নষ্টের বিষয়েও একই ঘটনা ঘটেছে। আমি দুআ করেছি আল্লাহর কাছে। কারো কাছে সাহায্য চাই নি। আত্নীয়রা ফোন দিয়ে জানিয়েছেন তারপর স্বামী জানতে পেরেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার হাত গুলো আমাদের জন্য ভালবাসার হাত হবে, মমতার হাত হবে। এগুলো কখন হবে? যখন আপনি আল্লাহর কাছ থেকে নিতে পারবেন। তার আগ পর্যন্ত এগুলো শুধু যন্ত্রণা, কষ্ট,অপমানের কারনই হতে থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সহজ করুন। আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাক তাকওয়ার জ্ঞান দান করুন। প্রতিটা হাত আমার জন্য যেন কল্যানকর হয়ে যায়।

তার আগে আমার নিজের বিষয় টা খেয়াল করতে হবে যে আমি নিজে তাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী কিনা। আমি এ প্রশ্নটা সবসময় আল্লাহকে করতাম।আল্লাহ আমি কি এ পরিবারের জন্য চক্ষুশীতল কারী? আমি আমার স্বামী সন্তানকে বলতাম,এখনো বলি আমার ভুল গুলো আমাকে বলার জন্য। আমি সেগুলো শুধরে নিতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমার স্বামী আমাকে কখনোই আমার ভুল গুলো বলে দিতেন না।শুধু বলতেন যে আপনি চিন্তা করে দেখুন,আপনি নিজেই যথেষ্ট আপনার ভুল বুঝতে পারার জন্য।

১৩)আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট।তিনিই আমাকে আমার ভুল গুলো বুঝার তৌফিক দেন এবং শুধরানোর তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ।
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ
উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান-নাসির'।

অর্থ : আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক; আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা ৩ঃ আয়াত ১৭৩, সূরা ৮ঃ আয়াত ৪০)

১৪)স্বামীর জীবনে একজন স্ত্রীর ভুমিকা হতে হবে স্ট্রেস রিলিফ এর মত। স্বামীর ঘরের বাইরের চিন্তা, মা বাবার চিন্তা, সংসারের চিন্তা। স্ত্রীকে এমন জায়গা হতে হবে যেখানে স্বামীর জন্য স্বস্তি ছাড়া আর কোন কিছুর অবকাশ নেই। খাদিজা (রা) থেকে আমি এই শিক্ষা বুঝতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামী ঘর থেকে বের হওয়ার আগে অলিভ অয়েল আগে থেকে রুকইয়াহ করে রেখে দেই,সেটা দিয়ে ম্যাসাজ করে দেই। অলিভ অয়েল এর ব্যবস্থা হওয়ার আগে সরিষার তেল দিয়ে কোমরে মালিশ করে দিতাম। ওনার জন্যই অলিভ অয়েল লাগতো। কিন্তু সেটাও ওনাকে বলতাম না।আমি আল্লাহর কাছেই বলতাম। আল্লাহ পাক অলিভ অয়েল এর ব্যবস্থা করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আপনার স্বামীর দু:শ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য কি করেন? আমি তো দেখেছি স্বামী ঘরে আসার পর থেকে এটা লাগবে সেটা লাগবে এসবই হত। দ্বীনের ফেরার পর থেকে আলহামদুলিল্লাহ এ ধরনের কোন বিষয় আল্লাহ পাক আমার মুখ থেকে বের করতেন না। এবার আপনি আপনার নিজের জায়গা চিন্তা করুন।আপনার স্বামী কি আপনার বিষয়ে অন্তরে সেই প্রশান্তি অনুভব করেন? আপনি যদি আল্লাহর জন্য আপনার স্বামীর জন্য এই চক্ষুশীতলকারী জায়গা নিতে পারেন তাহলে তিনিও আপনার জন্য চক্ষুশীতল কারী হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার! দাম্পত্য সম্পর্ক চক্ষুশীতলকারী হতে হবে। প্রতিটা বিষয় দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। এরচেয়ে সহজ বিষয় সম্পর্কে আমার জানা নেই।

আপনি কোনো পুরুষকে বদলাতে পারবেন না। কারণ তারা জেদী, একরোখা এবং নিজের বিশ্বাসে অটল। কিন্তু আপনি তাকে ভালোবাসলে, সে নিজ থেকেই বদলে যাবে। তার আচরণ, কথার টোন অটোম্যাটিক পরিবর্তন হবে। নারী শক্তিশালী কেউ না, সে শক্ত হতে গেলে ভেঙে যাবে। প্যাচাতে গেলে কেটে যাবে। সে মূলত কোমল, পানির মতো তরল। এতটাই কোমল যে, তার পরশে পৃথিবীর সবচে শক্ত পুরুষও গলে যেতে বাধ্য।

কখনো সংসারে অমিল দেখা দিলে একবার নিজেকে যাচাই করুন। দেখুন, আপনার আচরণ নারীসুলভ আছে কি না। আপনি কারো শখের নারী হওয়ার আগে ভাবুন, কারো শখের হওয়ার মতো করে তাকে ভালোবাসতে পারছেন কি না। তালাক হয়ে যাবে; সবাই উপস্থিত, সালিশ চলছে। তখনও কোনো স্ত্রী 'নারী' হয়ে উঠলে, কোমল স্বরে একবার পুরুষকে চাইলে, স্বামীর পাহাড়সম রাগ নিমিষেই বরফশীতল পানি হয়ে যায়। এটাই দাম্পত্যের রসায়ন। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া পৃথিবীর কেউ এর মূল কারণ বোঝে না।

সেজন্য বলি, সমস্যা হলেই মায়ের কাছে ফোন নয়। আপনার পুরুষকে বুঝুন। সে বাহিরে থাকে, টাকা ইনকাম করে। বহুরকম লোকজনের সাথে তার উঠাবসা, লেনদেন। কোনো কারণে তার মেজাজ বিক্ষিপ্ত হতে পারে। নারীর কাজ যত কঠিনই হোক, সে সমাজ ফেস করে না। ফলে নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা তার পক্ষে সম্ভব। তাই, আপনার পুরুষ বাইরে থেকে এলে তার যত্ন নিন। চেহারা ফ্যাকাশে দেখলে তখনই কী হয়েছে জিজ্ঞেস না করে তাকে পানি দিন। বলুন একটু গোসল করে আসেন খাবার দিই। পরে ঠান্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করুন কী হলো।

পুরুষ কখনো জেতে কখনো ঠকে। তার জেতাটা যেমন ইনজয় করেন, ঠকাটাও মেনে নিন। সে কোথাও লস করেছে মানেই তাকে বকাঝকা করবেন, এমন নয়। হেরে যাওয়ার অনুভব তারও আছে। বরং সাপোর্ট দিন। সহজ করুন। সময় বুঝে পরামর্শ দিন। এই যে ম্যানেজ করার ব্যাপার, এটা নারীদের আছে। আম্মাজান খাদিজার কথা ভাবুন। কীভাবে নবুওয়াতের প্রথম আগমন তিনি সামাল দিয়েছেন। নবিজির কথাটা মনে করুন, খাদিজা! আমি বোধহয় মারা যাব, কে আমাকে বিশ্বাস করবে? খাদিজা শান্ত গলায় নবিজির বুকের বোঝা নামিয়ে দিলেন। তাঁর প্রশংসা করলেন। ব্যক্তিগত আমল উল্লেখ করলেন। কেন খাদিজা সর্বশ্রেষ্ঠ, এই এক ঘটনা তার উপযুক্ত প্রমাণ।

ঠিক এজন্যই নারী সুকুন, নারী শান্তি, নারী পুরুষের মোহ। যে নারীর কন্ঠ পুরুষের চেয়ে উঁচু, চলাফেরা অতি-আধুনিক, পুরুষোচিত, সে নারী ময়ূর থেকে কাক হতে চায়। নিজের মোহনীয় সৌন্দর্য ছেড়ে বিদঘুটে হতে চায়। এমন নারী যত সুন্দরীই হোক, তার সংসার হয় না। হলেও মরচে ধরে যায়। বাচ্চাকাচ্চা বা সামাজিকতার জন্য কোনরকম টিকে থাকে। একে জীবন বলে না, বলে ঘানি টেনে যাওয়া। সুতরাং নারী, আপনি বরং নারীই হোন। কোমল হোন, শান্ত হোন। নরম হোন, সুকুন হোন। দেখবেন পাথরের মতো পুরুষও, আপনার ফোঁটা ফোঁটা ভালোবাসার সামনে নিজেকে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

১৫)ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে (আরোহী অবস্থায়) ছিলাম। তিনি বললেন, হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দেই-- (তুমি) আল্লাহ তাআলার বিধানের হেফাজত করবে। তাহলে তিনিও তোমার হেফাজত করবেন।- আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়ে সর্বদা খেয়াল রাখবে। তাহলে তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) তোমার সামনে পাবে।- যখন সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তখন

আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে।(হে বালক! মনে রাখবে, গোটা দুনিয়ার) সব মানুষ যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়, তবে আল্লাহ তকদিরে যা লিখে রেখেছেন, ততটুকু ছাড়া কেউ তার কোনো উপকার করতে পারবে না।আর সব মানুষ যদি একত্রিত হয়ে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে তবে আল্লাহ তোমার তকদিরে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা ব্যতিত অতিরিক্ত কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কেননা কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, কাগজগুলো শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি)

🟢আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।" (বুখারী ও মুসলিম)

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১২: বদঅভ্যাস

১)আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আবারও নিয়ে এসেছেন।আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থ শরীরে ঈমানে আমলের সাথে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যে বিষয় গুলো উপস্থাপন করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো আমরা অনেক সময় দ্বীনে চলার পথে ধরতে পারি না। আল্লাহ পাক আমাকে হিদায়াত দেয়ার পরে মনে হলো যে এর মত সহজ বিষয় আর নেই।যে জিনিসটা মানুষের দিকে তাকালে কঠিন মনে হয়েছে, আল্লাহ পাকের দেয়া হিদায়াতের পথে আল্লাহ পাক আমাকে যখন নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ তখন মনে হতে লাগলো যে বিষয় গুলো আসলে সহজ। আল্লাহ পাক আমাকে শুরু থেকেই আল্লাহর দ্বীন যে সহজ, কুরআন সহজ, এগুলো বুঝতে পারা অনুধাবন করা বিষয় গুলো যে সহজ সেগুলো বুঝার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমরা বিষয় গুলো বুঝে উঠতে পারি না কিভাবে কি করব। আমরা এখানে একেকজন একেক অবস্থায় আছি। কেউ হয়ত মা বাবার সাথে থাকি, কেউ হয়ত বিবাহিত জীবনে আছি, কেউ হয়ত সংসার জীবন ত্যাগ করে চলে এসেছি। আল্লাহ পাক আমাকে যখন বুঝে দিচ্ছিলেন যে হিদায়াত এর পথ বুঝতে পারলে সবকিছু সহজ। এখানে বেহিসাবে রিযিক, সম্মান সবকিছু আছে। আল্লাহু আকবার! আমি যদি পরিপূর্ণ ভাবে বিষয় গুলো ধরতে না পারি তাহলে আমি কোন নিয়ামত ভোগ করতে পারব না। আল্লাহ পাক আমাকে যে বিষয় গুলো শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, সেগুলো আল্লাহর জন্যই আপনাদের ও জানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে চেষ্টা করুন তাহলে সমন্বয় করা খুবই সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকেই আলহামদুলিল্লাহ।

২)আমি কিভাবে দুআ করায় অভ্যস্ত হতে পারি? আল্লাহ পাক আমাকে যেভাবে বুঝে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, সকালে ঘুম থেকে উঠেই দুআ পড়তে হয়। আমরা আমাদের দিন শুরু করব রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী। দুআ পড়ার মাধ্যমেই দিন শুরু করা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এক হলো সুন্নাহভিত্তিক দুআ। আরেক বিষয় হলো চলমান জীবনে আমি কি কি বিষয়ে দুআ করতে পারি জীবনকে সহজ করার জন্য। এই যে আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি ঘরে বাজার আনা হচ্ছে, একজন বাজার এনেছেন। আরেকজন রান্না করেছেন। রিযিক আসে আল্লাহর তরফ থেকেই। বাজার হাতে পাওয়া মাত্রই আমরা দুআ করব, ইয়া রব! এই বাজার আমার হাতে পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত যতজন বান্দা কাজ করেছেন তাদের প্রত্যেককে হিদায়াত দিন, হিদায়াত বাড়িয়ে দিন। এর মধ্যে একজন হলেন আমার স্বামী। শুরু থেকে আপনারা এ সিরিজ যারা পড়েছেন তারা জেনে থাকবেন যে, শুরু থেকে আমি স্বামীর কোন ভাল বিষয় খুঁজে পেতাম না। দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিক রাখতে হলে একে অপরের ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা, দুআ করা প্রয়োজন। অথচ আমি তো স্বামীর ভাল দিকই খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে যখন দুআ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন বুঝতে পারলাম যে ঘরের মধ্যে আল্লাহর দেয়া তৌফিক অনুসারে স্বামীর ভাল কাজই তো সবচেয়ে বেশি। আল্লাহু আকবার! আমার দ্বীনি

পড়াশোনা ইত্যাদি কাজকর্ম সম্পর্কে স্বামী শুরুর দিকে অবগত না থাকলেও সব উপায় উপকরণ এর ব্যবস্থা আল্লাহ পাক আমার স্বামীর মাধ্যমেই তো করাচ্ছেন। যেমন: ইন্টারনেট এর ব্যবস্থা, ডিভাইসের ব্যবস্থা ইত্যাদি যা কিছু কল্যানকর সবকিছু আল্লাহ পাক স্বামীর হাত দিয়ে ব্যবস্থা করাচ্ছেন। আল্লাহু আকবার! এ বিষয় থেকে আল্লাহ পাক আমাকে আমার স্বামীর জন্য দুআ করা শিখালেন আলহামদুলিল্লাহ। অথচ তার আগে তো স্বামীর জন্য অন্তর থেকে ঘৃনা আসছিল। ফিরাউন এর সাথে তুলনা করে যাচ্ছিলাম। ঈমানের পরীক্ষায় পড়লে আপনিও কিছু বুঝে উঠতে পারবেন না। আপনার খালি মনে হবে ঘরের সবাই এভাবে কেন উঠে পড়ে লেগেছে। আপনি শুধু সবর করে যান। আপনি দুআ করে যান। দুআ করা শিখে ফেললে আল্লাহর তরফ থেকেই সবকিছু সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

৩) আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বাবার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যাদের মা বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। যারা এখনো আছেন আলহামদুলিল্লাহ, তাদের জন্য দুআ করুন। তাদের প্রতিটা বিষয় ধরে ধরে দুআ করুন। জীবনের কোন পর্যায়ে গিয়ে মা বাবা যদি ভয়ংকর ধরনের অভিশাপ ও দেন দ্বীন পালন করার জন্য এসব নিয়ে কখনো ভয় পাবেন না। তারা এখন বিষয় টা বুঝতে পারছেন না। তাদেরকে আল্লাহর জন্যই মাফ করে দিন। তাদের ভালো দিক গুলো চিন্তা করে তাদের জন্য দুআ করুন। আমার বাবা আমাকে ভাল ইংরেজি শিখিয়েছেন। আরো অনেককিছু শিখিয়েছেন। এই যে আমাদের ঘরে বিভিন্ন জিনিস পত্র, রান্নাবান্না এসব বিষয় আপনা আপনি চলে এসেছে? সব রান্না বান্না সবই কি ইন্টারনেট দেখেই শিখেছি? প্রতিটা বিষয় কারো না কারো হাত ধরে এসেছে। এই রেসিপি কে শিখিয়েছেন, কার মাধ্যমে হয়েছে সেসবের জন্য দুআ করা। এভাবে দুআ করার কারনে দেখা গেলো আমার বাবার বাড়ি,শ্বশুর বাড়ির সবাই অনেক অনেক দুআ পেয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহু আকবার! আমি যখন কাপড় হাতে নেই, সেটার সাথে কে কে সম্পর্কিত তাদের সবার জন্যই আল্লাহ পাক দুআ করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। নির্দিষ্ট করে জানা থাকলে ভাল, জানা না থাকলে আপনি যে এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন এর মাধ্যমেই তো সেই বান্দা দুআ পাচ্ছে। আল্লাহু আকবার! আমাদের কে দুআয় অভ্যস্ততা গড়ে তুলতে হবে। দেখা যাচ্ছে আমাদের মন, মস্তিষ্ক, মুখ সব চুপচাপ ই থাকছে। আমরা কাজকর্ম করে যাচ্ছি, ঘুরাফেরা করে যাচ্ছি জবান না ব্যস্ত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- জবান যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত-সতেজ থাকে। -সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭৫

৪)দুআই হলো ইবাদত। কিন্তু দুআ করব কিভাবে? কুরআন হাদিসের জ্ঞান হলো প্রয়োগ করার বিষয়। এটা পড়া লেখা, পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। এর সম্পূর্নটাই বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মাধ্যমে ফলাফল পেতে হবে। কিভাবে? তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি যে যে বিষয় এর সাথে জড়িত সেগুলোর জন্য দুআ করা। বাজার কার হাত দিয়ে এসেছে, এর সাথে কারা জড়িত। পোষাক টা কে হাদিয়া দিয়েছে, এটা কে বানিয়েছেন। রান্না কে করেছেন, এর সাথে কে জড়িত ইত্যাদি ঘরে যত জিনিস সবকিছুর জন্য সেভাবে ধরে ধরে দুআ করুন। এই জিনিসের সাথে সম্পর্কিত যদি হয় আপনার

ভাইয়ের স্ত্রী। তাহলে তার সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকের জন্য দুআ করে যান। এই একজনের সাথে কি একজন জড়িত? তার পুরা খান্দান এর জন্য দুআ করে দিন। এভাবে দুআ করার ফলে দেখবেন, খুব কষ্ট দিচ্ছে যাদের আচরণ গুলো তাদের আচরনগুলো পরিবর্তন হয়ে যেতে শুরু করেছে। এভাবে দুআর কারনে খেয়াল করে দেখলাম যে স্বামী এখন আর সে আচরন করে না যা আগে করত, শ্বশুর বাড়ি, বাবার বাড়ি,আত্নীয় স্বজন ইত্যাদি তাদের আচরন পরিবর্তন হয়ে গেলো। আল্লাহ পাক এভাবে আমাকে দুআ করা শিখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিটা মুহুর্তে আপনি যে নিয়ামত প্রাপ্ত হচ্ছেন তার জন্য দুআ করুন, উম্মতের সবার জন্য দুআ করুন। যেমন: ঘুম থেকে পানি পান করার জন্য পানি পাচ্ছি, পানি ব্যবহার করার জন্য পানি পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। এই পানি যদি না থাকত তাহলে আমার কত কষ্ট হতো। তাহলে এই পানির সাথে কারা জড়িত? আমার স্বামী এর সাথে জড়িত। আমার স্বামীর সাথে তার পুরা খান্দান জড়িত। যারা লাইন ঠিক করে দিয়ে গিয়েছেন তারাও জড়িত। সবাই দুআগুলো পাচ্ছে। দুআর কারনে ঘরগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। দুআই হলো ইবাদত। সব পরিস্থিতিতে আমাদের করনীয় একটাই, দুআ করা। দুআ কিভাবে করব সেটাই আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আমরা যদি এভাবে চিন্তা ভাবনা করি তাহলে সহজেই প্রতিটা বিষয়ের জন্য দুআ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

৫) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুআ হলো নিজের নফস যেন পবিত্র থাকে। আপনি দুআয় অভ্যস্ততা করে ফেলার কারনে মনের ভেতরে চিন্তা ভাবনা আসতে থাকে যে অমুক তমুক কষ্ট দিয়েছে, এটা সেটা করেছে ইত্যাদি এসব বিষয় নিজের মধ্যে রাখতেই পারবেন না। এগুলো একদম অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে বের হয়ে যাবে। অন্তরে যে পাওয়া না পাওয়ার যে চাহিদা তৈরি হয় সেগুলো যেন অন্তরে না আসে এসবের জন্যও দুআ করা। নারীদের যুহদ গ্রহন করা খুবই কঠিন। নারীরা খুব সহজেই বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রতি আগ্রহী। তাদেরকে তৈরিই করা হয়েছে এমনভাবে। আল্লাহর কাছে আমরা দুআ করব, আল্লাহ আমি আপনার কাছে মুসাফির এর জিন্দেগী চাই। কোনটা আমার জন্য কল্যানকর কোনটা অকল্যানকর সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কারো কোন কিছু দেখলেই মনে হয় সেটা আমার প্রয়োজন, সেটা উত্তম। আমার নিজের গুলো উত্তম না। মুমিন ব্যক্তি তারাই যারা আল্লাহর দেয়া রিযিকে সন্তুষ্ট। আমাকে আল্লাহর কাছে এই জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় আমাদেরকে অপছন্দের বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। যেমন ধরেন আপনি মাল্টা খেতে পছন্দ করেন না। কিন্তু বাসায় অনেক বেশি পরিমানে মাল্টা হাদিয়া এসেছে। তখন আপনি মন খারাপ করবেন না। দুআ করবেন। আল্লাহ আপনি যে এগুলো পাঠিয়েছেন এর হক কিভাবে আদায় করব আপনি আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। যে বান্দা দিয়েছে তার জন্য দুআ করা। এমন চিন্তা করব না যে অন্য কিছু দিতো, তাহলে কত খুশি হতাম। এসব চিন্তা আমাদের নারীদের অন্তরে অনেক বেশি পরিমানে কাজ করে। এগুলো আমরা অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে বের করে দিবো। আমরা আল্লাহর দেয়া রিযিককে মেনে নিবো। আল্লাহর দেয়া রিযিক, আল্লাহ আমার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি এতেই সন্তুষ্ট আলহামদুলিল্লাহ। এবং আল্লাহর কাছে দুআ করব আল্লাহ আমি এ জিনিসের হক কিভাবে আদায় করব, কাকে দিবো। প্রতিটা বিষয়ে এভাবে চিন্তা করা।

৬)আপনি যদি রান্না করেন তাহলে চিন্তা করবেন প্রতিবেশির হক আদায় করার বিষয়ে। প্রতিবেশিদের দেয়ার বিষয়ে হাদিসেও এসেছে প্রয়োজনে ঝোল বাড়িয়ে দিয়ে হলেও যেন প্রতিবেশীকে দেয়া হয়। অথচ আমরা কি করি? দরজা জানালা বন্ধ করে খেলেও আল্লাহ কি দেখছেন না? সব বাসাতে না পাঠাতে পারলেও অন্তত ১ টা বাসায় হলেও যেন দেই। উত্তম টা দিতে হবে। আমরা যা অপছন্দ করি সেটা না, যা পছন্দ করি সেটা দিয়ে যেন এভাবে দুআ করি ইয়া রব! এ খাবার যারা খাবে আপনি তাদের হিদায়াত দিয়ে দিন। প্রতিবেশীর হিদায়াত ছাড়া তো নিজেদের দ্বীনে চলার পথও কষ্টকর। আমি নিজে যে বিষয় গুলো পছন্দ গুলো সেগুলো দিয়েই প্রতিবেশিদের বাসায় হাদিয়া দেয়া শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিবেশি, আত্নীয় স্বজন ইত্যাদি যে কেউ হোক, আপনি যখন রান্না করবেন এত দুআ করতে করতে রান্না করবেন যেন সেই খাবার খেয়ে তাদের মধ্যে হিদায়াত চলে আসে। আপনি কোন একটা পরিবারকে টার্গেট করবেন যে আপনার অনেক কষ্টের কারন। তারা যদি আপনার কাছাকাছি থাকেন তাহলে তাদের আপনি প্রচুর খাবার হাদিয়া দিন। কাছাকাছি যে মানুষেরা থাকেন তারাই বেশি কষ্টের কারন হয়। দূর থেকে মানুষ বেশি কষ্টের কারন হতে পারে না। কিন্তু কাছের মানুষগুলোই কষ্টের কারন হয়। সীরাহ থেকেও আমরা এ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটজনেরাই ওনার সবচেয়ে বেশি কষ্টের কারন হয়েছে। আমাদেরকে আমাদের কাছের মানুষদের টার্গেট করে করে দুআ পড়ে ফু দিয়ে, রুকইয়াহ করে তারপর দিতে হবে। এভাবে দুআ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই খাবার যারা খাবে তাদের সবাইকে আপনি হিদায়াত দিন এবং হিদায়াতকে বাড়িয়ে দিন। যদি আপনার হাতে টাকা আসে তাহলে আপনি এসব মানুষদের জন্য খরচ করার নিয়ত করুন। যারা আপনার কষ্টের কারন, যারা ফিতনা তৈরি করে, যারা আপনার সাথে ঝগড়া করে তাদের জন্য খরচ করুন বেশি। আল্লাহ আমার হাতে আপনি যে হালাল ইনকামের টাকা পৌঁছে দিয়েছেন এই থেকে আমি তাকে দিচ্ছি আপনি আমাকে হিদায়াত দিন, হিদায়াত বাড়িয়ে দিন এবং তাকেও হিদায়াত দিন। এই ছোট ছোট আমলে এত বরকত রহমত। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার! এসব আমল ১/২ দিন করলেই কিছু বুঝতে পারবেন না। আল্লাহর জন্যই নিয়মিত করে যান এবং বিশ্বাস রাখুন আমার আল্লাহ অবশ্যই এর ফল দিবেন। গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য কোথায় ব্যয় করব,কিভাবে কি করব, কি দুআ করব আপনিই আমাকে শিখিয়ে দিন। আপনার সামনে যে রিযিক আসবে সেটাকে আপনি একা ভোগ করার জন্য বসে থাকবেন না। সাথে সাথে দুআ করা শুরু করে দিন। আল্লাহ আমি এটা কোথায় কাকে দিবো, আপনি কোথায় পাঠালে খুশি হবেন আপনি আমাকে সেখানে পাঠানোর তৌফিক দিন, ব্যবস্থা করে দিন, সহজ করে দিন। যারা দেশের বাইরে আছেন তাদের তো প্রতিবেশি ছাড়া দেয়ার মত জায়গা নেই। কারন সেখানে খাদিমা নেই, দারওয়ান নেই, নিজের গাড়ি নিজের ড্রাইভ করতে হয়। যদি ব্যাচেলররা থাকে তাহলে তাদের জন্য খাবার হাদিয়া পাঠানোর চেষ্টা করুন স্বামীর মাধ্যমে। আশেপাশে যদি ইমাম থাকেন তাদের হাদিয়া, খাবার পাঠানোর চেষ্টা করুন। যেকোন উপায়ে ঘরে আসা রিযিক অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে না নিলে আল্লাহর তরফ থেকে আসা রিযিকের হক আদায় করা সম্ভব হয় না।

৭)একাএকা বাচ্চাদের নিয়ে দরজা বন্ধ করে ভাল খাবারগুলো খেয়ে ফেললেই হবে না। আমার আল্লাহ পাক আমার ঘরে বিভিন্নধরনের খাবার পাঠাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি দরজা বন্ধ করে খেয়ে নিলেও অন্যরা জানবে না। তাই বলে আমার রব ও কি জানবেন না? এগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ঈমানের পরীক্ষা হচ্ছে সেগুলো আমি বুঝতে পারতাম না। খাবার সামনে নিয়ে আমার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ত। আমি খাবার গিলতে পারতাম না। মনে মনে বলতাম, আমি খাবার প্রতিবেশিকে দেয়ার কথা বাসায় বলব কিভাবে। বললেই কথা শুনতে হবে যে, খাবার এনেছি নিজেরা পরিবার নিয়ে খাওয়ার জন্য আর আপনি প্রতিবেশিকে দেয়ার জন্য বলেন। আমি কিন্তু দুআই করে যাচ্ছি। বাসার দরজায় প্রতিবেশির বাচ্চা নক করেছে খেলার জন্য। বাসা থেকে দেখা গেল সেই বাচ্চাকেই হাদিয়া দেয়ার জন্য বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনিও অনেক সময় বলতে পারবেন না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও থাকবে। আপনি শুধু দুআ করে যান। আপনি খেতে বসেছেন এমন সময় কেউ এসেছে, যে এসেছে সে কি জানে যে আপনি খেতে বসেছেন? আল্লাহই তো তাকে পাঠিয়েছেন। সে যদি ছোট বাচ্চাও হয় তার হক আদায় করতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তাহলেই দেখবেন কোন না কোন ঝুলন্ত বিপদ আল্লাহ পাক কাটিয়ে দিবেন। এসব সূক্ষ্ণ সূক্ষ্ণ বিষয় দিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে ঈমান শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই ছোট ছোট আমল করার তৌফিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যখন দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন কি সে প্রশান্তি অন্তরে অনুভূত হয় সুবহানাল্লাহ। অনেক সময় দেখা যায় বাসায় ভাল খাবার বাচ্চারা নিয়ে বসেছে, তারা অন্য কাউকে দিবে না। তারা এমন চিন্তা প্রকাশ করে ফেলেছে যে আজকে আমরা এটা একাই খাবো। তারা এমন কিছু বলার পরে আমার চোখে মুখের অবস্থা দেখলে তারা আর কোন বাক্য উচ্চারণই করতে পারে না। তারা এটা বুঝতে পেরেছে যে, এই ঘরে যা আসবে তা কখনো অন্যের সাথে ভাগাভাগি করা ছাড়া ভোগ করা যাবে না। যতটুকুই সম্ভব যত কম বা বেশি ততটুকুই ভাগাভাগি করে দিতে হবে।

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (সূরা আল ইমরান: ১৩৪)

যার অনেক বেশি আছে সেখান থেকে কিছু দিয়ে দেয়া আর যার কম আছে সেখান থেকে কিছু দিয়ে দেয়া সমান না। কম থেকে দিয়ে দেয়া কষ্টকর। আপনার আছে ১০০ টাকা সেখান থেকে ১০/২০ টাকা সাদাকা করতে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। অথচ সেটাই যে আল্লাহর কাছে কত প্রিয়, সুবহানাল্লাহ। কম আছে দেখে এমন চিন্তা করা যাবে না, খাবার তো মাত্র এইটুকু এখান থেকে কি আর দিবো। অল্প হলে সেখান থেকে অল্পই দিতে হবে। অনেকেই অনেক প্রশ্ন করে থাকেন। আসলে এত কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করে আমাদের নিজের চরিত্রের সংশোধন করতে হবে। এটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। নারীরাই সবচেয়ে বেশি জাহান্নামী কারন তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং কৃপন। হাদিসে এসেছে, রাসূল (صلى الله عليه وسلم) বলেন, "আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হল মহিলা।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা

করলেন, তা কী জন্য হে আল্লাহর রসুল? তিনি বললেন, “তাদের কুফরীর জন্য। তারা বললেন, ‘আল্লাহর সাথে কুফরী? তিনি বললেন, “(না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে বলে বসে, তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!” (বুখারী, মুসলিম)।

৮)এই হাদিস পড়ার পর আমার অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। কারন আমিই তো সেই নারী। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমার মুখের ভাষা, অন্তরের হালত এমনই ছিল যে আমি দেখে তার মত স্বামীর সংসার করেছি না হলে অন্য কেউ করত না ইত্যাদি। আমার মত নারীর কথাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন যার বাসস্থান হবে জাহান্নামে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে। আমার কাছে ১ টাকা হোক ৫ টাকা হোক খালি জমা রেখেই দিবো, জমাবো। দিলেই তো শেষ হয়ে যাবে। এমন কুসংস্কার ও শুনেছি যে ব্যাগ থাকলে সেখানে টাকা রাখতে হয় না হলে অভাবী হয়ে যায়। এগুলো সব শিরক। নারীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি শিরকের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। নিজেকে সম্পূর্নরূপে সব ধরনের শিরক বিদআত থেকে মুক্ত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথে চলার জন্য মেহনত করতে হবে পরিচ্ছন্ন একটা অন্তর নিয়ে। ঈমানের মত পরিচ্ছন্ন জিনিস নোংরা অন্তরে থাকে না। নারীদের মধ্যে শুচিবায়ু অভ্যাস আছে। সে খালি পরিষ্কার করতেই থাকে। এ অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এর মাধ্যমে সে পানির অপচয় করে যাচ্ছে। একজন অপচয়কারী যতই আমল ইবাদত করুক সেখানে কখনোই বরকত পাবে না। কারন সে তো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাচ্ছে। অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই আর শয়তান তো তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।(সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত ২৭)

৯) নিজের মধ্যে যদি এসব দোষ না থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। যদি থাকে তাহলে নিজেকে এসব দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত করতেই হবে। যদি অন্যের মধ্যে থাকে তাহলে তার জন্য দুআ করতে হবে। সে ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা করবেন না, চোগলখোরি করবেন না। এসব বৈশিষ্ট্য নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহুম্মাগফিরলি, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আরেকটা বদঅভ্যাস হলো একটু পর পর খাবারের অভ্যাস। মুখ খালি চলতেই থাকে। টুকটাক এটা সেটা সারাদিন খালি খেতেই থাকবে। চানাচুর, চিড়া, মুড়ি, বিস্কিট এটা সেটা খেতেই থাকে। এ ধরনের অভ্যাস যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে আপনার মধ্যে কখনোই আল্লাহর তরফ থেকে সেই নূর আসবেই না। কখনো না। এখন বলতে পারেন এগুলো কি গুনাহ? অবশ্যই গুনাহ। কেন গুনাহ না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনীর দিকে লক্ষ্য করুন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয় বেলা খাবার খেতেন? আর আমরা সারাদিন খালি খেতেই থাকি খেতেই থাকি। আল্লাহু আকবার! আল্লাহুম্মাগফিরলি। এগুলো কি গুনাহ না? আমরা কি অপচয়কারীর দলভুক্ত না? অবশ্যই আমাদেরকে এসব থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এগুলো মানুষের গোপন সমস্যা।

আপনি একটা মানুষের সাথে দীর্ঘদিন মিশলেও বুঝতে পারবেন না যে তার মধ্যে এসব সমস্যা রয়ে গিয়েছে।

১০) খাবার খাবেন সকালে ফজরের পরে। সকাল শুরু করবেন খালি পেটে সুন্নাহ খাবার দিয়ে। খেজুর খাবেন। খেজুর না থাকলে মধু সামান্য একটু গরম পানিতে মিশিয়ে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে ফু দিয়ে খাবেন। যা খাবেন দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে খাবেন। দুআ করবেন, আল্লাহ এই খাবারের মাধ্যমে আপনি আমাকে সুস্থ সবল রাখুন। এরপরে আপনি যে খাবার খেতে চান খেয়ে নিন। ভাত যদি খান, খেয়ে নিন। ততটুকু পরিমান খাবেন যতটুকু খেলে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। তারপর দীর্ঘ বিরতি নিন। এমন ভাবে বিরতি নিন যেন আমি রোজা অবস্থায় আছেন। তারপর মাগরিবের আগে বা পরে রাতের খাবার খেয়ে নিন। খাবার খেতে হবে ২ বেলা। একটু পরপর খেতে মন চাইলেই খাওয়া যাবে না। আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তিকে দমন করা শিখতে হবে।

অথচ আমরা পারি না। নারীরা অধিকাংশ সময়ে হয় পান খাচ্ছে, না হলে এটা সেটা খাচ্ছে। সারাদিন খালি খেয়েই যাচ্ছে। ঘরে এটা সেটা আছে। সামনে পাচ্ছে আর মুখে দিচ্ছে। এসব আচরন কিভাবে একজন তাকওয়াবান নারীর হতে পারে? আল্লাহু আকবার! আপনার স্বভাব চরিত্রের মধ্যে কোন না কোন বদ অভ্যাস রয়ে গিয়েছে যার কারনে আপনার মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে সেই নূর স্থির হচ্ছে না। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে কোন দৃশ্যমান বদ অভ্যাস ছিল না। আপনি যদি তাকওয়াবান হতে চান তাহলে আপনার মধ্যে কোন দৃশ্যমান বদ অভ্যাস থাকতে পারবে না। আপনি খেয়াল করে দেখুন এসব বদ অভ্যাস আপনার মধ্যে আছে। রান্না করতে গিয়েছেন চাল। চাল চিবাতে চিবাতে যাচ্ছেন। আপনার কি খাওয়ার হুকুম হয়েছে আপনি যে খাচ্ছেন? তাকওয়াবান বান্দার আচরন কেমন হবে? তাকওয়া ছাড়া আপনি আমি সম্পূর্নরূপে মূর্খ। খাবারের বদ অভ্যাস এর কারনে দেখা যাচ্ছে দাঁতে, পেটে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন এসব হচ্ছে। সমস্যা কি দিয়ে শুরু হয়েছে, এসবের সূত্রপাত আমিই ঘটিয়েছি সেসব আর বলতে আগ্রহ প্রকাশ আমরা করি না। শুধু বলতে থাকি আমার সমস্যা আর সমস্যা। আগে বুঝতে হবে যে এসব তো আমার কারনেই হচ্ছে।

১১) কয়েক বছর আগে আমার একটা অপারেশন হয়। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার ভুল কোথায় হচ্ছে। আমার কোন বিপদ আপদ হলে আমি আল্লাহর কাছে বলতে থাকি, আল্লাহ এই বিপদ আমার কোন গুনাহের কারনে হয়েছে আপনি আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। আপনি যখন নিজেকে গুনাহ মুক্ত রাখার মেহনত করবেন, নিজের রুহকে পবিত্র রাখার মেহনত করবেন তখন আপনার ছোট ছোট বিষয়ের হিসাব ও কঠিন হবে। কেন কঠিন হবে? কারন আল্লাহ পাক আপনাকে গুনাহ মুক্ত ভাবে দুনিয়া থেকে যাওয়ার সুযোগ দিতে চাচ্ছেন, ভুল গুলো শুধরানোর সুযোগ দিতে চাচ্ছেন এজন্য। আপনার মধ্যে কোন বদ অভ্যাস থাকতেই পারে না। এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে সে নারীর দ্বারা কোন কল্যান নেই। আপনার মনে হতে পারে এসবে কি সমস্যা? অবশ্যই সমস্যা আছে। মাঝে মধ্যে সামান্য

টুকটাক কিছু খেয়ে ফেলার মত বদ অভ্যাসের কারনেই তো আমার অপারেশন থিয়েটার পর্যন্ত যেতে হলো। ভাত তরকারি খাওয়ার কথা বলা হচ্ছে না এখানে। মাঝে মধ্যে টুকটাক যখন তখন যে খাওয়া হচ্ছিল সেসব এর কথা বলা হচ্ছে। আমার অপারেশন এর পরও আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কি কারনে আমার অপারেশন পর্যন্ত হয়ে গেল। কিন্তু দুআ চলমান ছিল। দুআ করতে করতে আল্লাহ পাক আমার সামনে সেই সমস্যা নিয়ে একটা লেখা পড়ার তৌফিক দিয়েছিলেন যেখানে খাদ্য অভ্যাস এর একটা পয়েন্ট ছিল। সেই পয়েন্টে আমার চোখ আটকে গেল। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দিলেন যে, আমি তো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা মত খাবার খাইনা। আমার যখন মন চায় তখন খেতে থাকি। আমার এই অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। এই যে পেটে পাথর হওয়া বা বিভিন্ন রোগ বালাই, বিপদ আপদ যা কিছু সবকিছু আমাদের হাতের কামাই। আমি আমার নিজেকে দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি এগুলো সব আমার গুনাহের কারনে হয়। কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে। (সূরা রুম: আয়াত ৪১)

১২) তারপরও আমরা সত্যি বুঝতে পারি না। আমাদের নারীদের মধ্যেই এসব বদঅভ্যাস সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ পাক আমাদের যেন এসব বদঅভ্যাস থেকে বের করে নিয়ে আসেন। আগে যেন আমাকে তৌফিক দেন। যেসব বিষয় আল্লাহ পাক উপস্থাপন করার তৌফিক দিলেন এসব প্রতিটা বিষয় আমাদের মধ্যে আছে। এগুলো দুনিয়ার কেউ জানে না। শুধু আল্লাহ জানেন, আর ব্যক্তি নিজের টা নিজেই জানে। আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যান তখন এসব কিন্তু বলেন না যে আপনি বারবার করে খেতে থাকেন। আপনি শুধু বলেন পেটে ব্যাথা পেটে ব্যাথা। ডাক্তার তো এসব জানে না। সমস্যার সূত্রপাত কোথায় সেটা কেন খোঁজ করেন না? আপনি যদি পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীনে ফেরেন, পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর নিকট আত্নসমর্পণ করেন তাহলে আল্লাহ পাক আপনাকে সকল বিষয়ের কল্যানকর জ্ঞান দিয়ে দিবেন। কোনটা কতটুকু কিভাবে প্রতিটা জ্ঞান আল্লাহ পাক দিয়ে দিবেন।

১৩) খাবারের বদঅভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইলে নিজেকে ২ বেলা খাদ্য গ্রহনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। বেশি বেশি ক্ষিদা লাগার বিষয় তো থাকতে পারে না। আমরা নিজেদের সাপ্তাহিক নূন্যতম ২ টা, মাসে ৩ টা (আইয়ামে বীজ) রোজা রাখার অভ্যাসও যদি করতে পারি তাহলে দিনের দীর্ঘ একটা সময় না খেয়ে থাকা নতুন করে অভ্যাস করার কষ্ট করতে হবে না। আমাদের শরীর আগে থেকেই রোজা রাখায় অভ্যস্ত আলহামদুলিল্লাহ। আমি খাবারের বিষয়বস্তু চোখের সামনে থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। বারবার চোখের সামনে পড়লে খেতে ইচ্ছে করবে। মনে হবে এটা একটু খেয়ে দেখি। নারীদের এই স্বভাব টা একটু বেশি। কারন তারা রান্নাবান্না নিয়ে কাজ করে থাকে। আমরা ঘরে থাকি খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করি। চট করে খেয়ে ফেলি। খেতে খেতে বানাচ্ছি, মুখে দিয়ে ফেলছি ইত্যাদি প্রতিটাই বদ অভ্যাস। এসব কারনেই অন্তরে নূর স্থায়ী হয় না। আপনি যদি আল্লাহ প্রদত্ত নূর নিজের মধ্যে স্থায়ী করতে চান তাহলে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু আপনি শুধু

সমস্যার আলোচনা করতেই পছন্দ করেন। স্বামী এমন, শ্বশুর বাড়ির লোকজন তেমন ইত্যাদি। কিন্তু নিজের আচরন যে কেমন সেগুলো কোনদিন চিন্তার মধ্যেই আনি না। এগুলো যে খারাপ অভ্যাস। এগুলো আল্লাহ পাক পছন্দ করছেন না। শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে যে, এগুলো একটু আধটু খেলে কি হবে এগুলো কি হারাম খাবার নাকি। সারাদিন এটা ওটা মুখে দেয়া, উল্টা পাল্টা কাজ করা কেমন যেন আপনার নেশায় পরিনত হয়েছে। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, মুমিন বান্দার ভালোবাসার জায়গা হলো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এবং আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনি খেয়াল করে দেখুন খাবার খাওয়ার মত বিষয়টাও নেশার মত একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছে। যারা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে যাচ্ছে আমাদের অবস্থাও তো তেমন হয়ে যাচ্ছে। এগুলো ছাড়া টিকতেই পারছিনা। ওই নির্দিষ্ট খাবার ছাড়া হবেই না। আল্লাহু আকবার! আল্লাহুম্মাগফিরলি। এগুলো প্রত্যেকটা খারাপ অভ্যাস। এগুলোর প্রত্যেকটাই আমাকে মারাত্মক হুমকির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসব অভ্যাস আমাকে দ্বীন থেকে, আমল থেকে একটু একটু করে বের করে দিচ্ছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।

১৪) যখন তখন খাবার গ্রহন করার মাধ্যমে আমার শরীরে সেই খাবারের প্রভাব পড়ছে। আল্লাহ পাক আমাকে যেমন অঢেল নিয়ামতের বর্ষনে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ, তেমনি ছোট ছোট বিষয়ের জন্য পাকড়াও তেমনই কঠিন করেছেন। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ পাক আমাকে যখন ঈমানের পরীক্ষায় ফেলেন তখন আমি বুঝে ফেলি আমার নির্দিষ্ট কোন অভ্যাস এর কারনেই আমি বিপদগ্রস্ত। কোন অভ্যাসের কারনে যদি আমি আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ, তাহাজ্জুদ এর তৌফিক সহ বিভিন্ন আমলের তৌফিক হারাতে থাকি, অসুস্থ থাকি তাহলে সেই বদ অভ্যাসকে ছেড়ে দেয়াই কি আমার জন্য বেশি কল্যানকর না? যে সুস্থ না সে তো দ্বীনের দায়ী হিসেবে যোগ্যই না। আমরা দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কাজ করতে চাই বা না চাই যখন থেকে ঈমান এনেছি তখন থেকেই আমরা প্রত্যেকেই একেকজন দ্বীনের দায়ী। এখন আমাকে নবীর তরিকামত করে এই কাজকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। কিন্তু গোপন যে সমস্যা গুলো যেগুলো আপনি জানেন আর আপনার রব জানেন এগুলো যদি আপনার মধ্যে থেকে যায় তাহলে এগুলো কিভাবে আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে দিবে? প্রতি পদে পদে আপনি অপমানিত হবেন। কিন্তু আপনি এগুলো কোন গুরুত্বই দেন না। আপনার অনেক হাত খরচ লাগে, আপনি হাত খরচ ছাড়া চলতে পারেন না। এসব কথাবার্তা তো দুনিয়ালোভী। একজন নারী কিভাবে বলে যে তার দুনিয়ায় চলতে প্রচুর হাত খরচ লাগে। আল্লাহু আকবার! এই নারী তো বিয়ের জন্য যোগ্যই না। স্বামী সংসার সন্তানের মত নিয়ামতকে আমি নিজেই তো বাধাগ্রস্ত করে যাচ্ছি। আবার আমি যদি সেসব নিয়ামত পেয়ে যাই তাহলে সেটার কদর করতে পারছি না। কিভাবে আমি এখন থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা ভোগ করব, তাকওয়ার পরিবেশ ভোগ করব আমি সেসবের মধ্যে নেই। আমি আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় যদি করতাম, আল্লাহকে লজ্জা করার মত যদি লজ্জা করতাম তাহলে এসব কি নিজের মধ্যে থাকত? লজ্জার বিষয়টা বলতে গেলে বলা হয় শুধুমাত্র বাথরুম ব্যবহার করতে গেলে পোষাক খুলবেন এছাড়া পোষাক খুলবেন না। কিন্তু এতক্ষণ যেগুলো বলা হল সেসব বিষয়ে কি আল্লাহকে লজ্জা করার দরকার নেই? আপনি ধুতেই থাকবেন পানি নষ্ট করতেই থাকবেন,

কোমড় পর্যন্ত ধুয়ে ধুয়ে বাথরুম থেকে বারবার বের হতে থাকবেন সকল বিষয়েই আল্লাহকে লজ্জা করতে হবে। আমার মধ্যে কোন ধরনের কোন খারাবি আছে কিনা। এসব বিষয় প্রকাশ্য। সবাই টের পেয়ে যাবে। প্রকাশ্য কোন বদ অভ্যাস যদি থাকে, দুনিয়া যদি টের পেয়ে যায় যে ওর তো এমন একটা স্বভাব আছে বারবার খাবার খায়, শুচিবায়ু সমস্যা আছে ইত্যাদি প্রতিটাই শয়তানের পক্ষ থেকেই আসবে। প্রতিটাই শয়তানের কুমন্ত্রণা। আমরা এখন এতটাই ভাল থাকার উপায় উপকরণ পেয়ে গিয়েছি যে নিজেকে রোগী না বানালে ভালই লাগে না। নিজেকে রোগী বা বিপদগ্রস্ত বানানোর মাধ্যমে আমরা মানুষের মনযোগ আকর্ষন করতে চাই।

১৫) দ্বীনে ফেরার পরে আমরা আরো বেশি মনযোগ আকর্ষন করতে চাই এই বলে যে আমি যাদুগ্রস্ত। আপনি যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা বুঝে ফেলেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এগুলো কোনকিছুই আপনার ক্ষতির কারন না। আপনি নিজেই আপনার ক্ষতির কারন। আপনার সাথে যা হচ্ছে এগুলো আপনার হাতের কামাই। আপনার গুনাহের কারনেই ঘটে চলেছে। আপনি আল্লাহকে ভালবাসেন, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন তাহলে শয়তান অবশ্যই আপনার পিছনে মেহনত করে যাচ্ছে কোন না কোন বিষয়ে। সেটা আপনার খুঁজে বের করতে হবে। যদি খুঁজে না পাই তাহলে তো আমি তার মধ্যেই চলব, থাকব। না আমার ঈমানের উন্নয়ন হবে, না আমার তাকওয়ার উন্নয়ন হবে, না আমার বেহিসাবে রিযিকের ফয়সালা হবে, না আমার বিষয় গুলোর ফয়সালা আসমান থেকেই হবে, না আমার ঘরটা জান্নাতের একটা টুকরা হবে। কোনকিছু দ্বারাই আপনি রোল মডেল হতে পারবেন না। দ্বীন মানেই তো আপনাকে রোল মডেল হয়ে দেখাতে হবে। আমার মত সবলতা কারো মধ্যে নেই। শারীরিক মানসিক আত্মিক সর্ববিষয়ে আল্লাহ পাক আমাকে স্বয়ং সম্পূর্ন করে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এসব কখন হবে? যখন আপনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসতে পারবেন তখন। যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে শয়তান আপনার সাথে কোনদিক দিয়ে খেলা করে। আপনাকে এমন হতে হবে যে দুনিয়ার কোন চোখ দেখবে না, কান শুনবে না আপনার কোন সমস্যার কথা যা আপনার মুখ দিয়ে বের হয়। কারন আল্লাহ পাক তো রহমতের চাদর দিয়ে সমস্যা গুলো ঢেকে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনার চরিত্রের মধ্যেও তো খারাপ বদঅভ্যাস গুলো আর নেই। এগুলো নিয়ে অনেকে অনেক কথাবার্তা বলে, গোড়ামি আচরন করে। বলে যে খাবার তো হালাল। খাবারে কোন ক্ষতি নেই। এসব কথা কখনোই শুনবেন না। এগুলো সুস্পষ্ট ভাবে আত্ন প্রতারনা। আল্লাহ পাক কুরআনে আমাদের বলেছেন আমরা যেন আত্নপ্রতারনার আশ্রয় না নেই। আল্লাহু আকবার!

খাবার কোন ক্ষতির কারন না। কিন্তু আমার খাদ্য গ্রহনের তরিকা যদি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত না হয় তাহলে সেটা অবশ্যই ক্ষতির কারন। চলাফেরা, উঠাবসা, কথাবার্তা সবকিছু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত হতে হবে। যদি না হয় তাহলেই সেটা আমার ক্ষতির কারন হবে। আল্লাহু আকবার! আশা করি বিষয়বস্তু গুলো বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সহজ করুন।

১৬)এক বোন প্রশ্ন করেছেন, নফল/ সাপ্তাহিক রোজা রাখতে গেলে আম্মু নিষেধ করেন। সেক্ষেত্রে করনীয় কি? আপনার সাথে আপনার মায়ের সম্পর্ক কেমন সেটা দেখতে হবে। আপনি আপনার মায়ের খেদমত করেন কিনা। আপনি ঘুম থেকে উঠেন কয়টা বাজে। একজন মুমিনের দিন শুরু হবে তাহাজ্জুদ দিয়ে। আপনি ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে চলে যাবেন। মা'র জন্য খালি পেটে সুন্নাহ খাবার তৈরি করুন। হালকা গরম পানিতে মধু মিশিয়ে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে মা'র সামনে তৈরি করে দিন। রুটি বানানো শুরু করুন। যা খাবেন সকালে সেটা বানানো শুরু করুন। রোজা রাখবেন কখন? রোজা রেখে আপনি যদি সারাদিন শুয়েই থাকেন, কোন কাজ করবেন না তাহলে কিভাবে হবে। রোজা রেখে চাকরি ঠিকই করতে পারে, বাইরে কেনাকাটা করতে যেতেও পারে কিন্তু ঘরের কাজ করতে পারে না। আমি আমার নিজেকে দিয়ে যতটুকু বুঝতে পেরেছি। এটা রোজার সময় হোক, বা নারীদের যে সময়ে নামাজ বন্ধ থাকে তখন এত শরীর খারাপ থাকে যে ঘরের কাজ করতে পারি না। কিন্তু সে সময়ে আমাকে চাকরিতে যেতে দিন আমি চলে যেতে পারব। আমি একদম তৈরি। আমি সব কাজই করতে পারি। আমার কোন সমস্যা নেই। আমার যত সমস্যা সব হলো ঘরের কাজ করতে। আমি ঘরের কাজ করতে পারি না। আল্লাহু আকবার! আল্লাহুম্মাগফিরলি।

১৭) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হলে তাদের উপকারে আসতে হবে না? মা যদি দেখেন যে মেয়ে শুধু আমলই করে, কেউ আসলে রুমে ঢুকে বসে থাকে কোন কাজকর্ম করতে চায় না তাহলে কিভাবে হবে? আপনাকে তো সেই হিকমাহ অবলম্বন করতে হবে যে কেউ আসলে সবার আগে সকাল সকাল সব কাজ গুছিয়ে দিবো, আবার মাগরিবের আগে সব কাজ গুছিয়ে দিবো। মেহমান আসা যাওয়ার আগে পরে সুযোগ বুঝে কাজগুলো গুছিয়ে দেয়া। আল্লাহ পাক আমার মেয়েকে দিয়ে সেটাই করিয়ে নিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মেয়ে ১০ বছর বয়সে এসব শিখে ফেলেছে আলহামদুলিল্লাহ। ১০ বছর বয়সে সে রোজা রাখতে যথেষ্ট আগ্রহী, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। কিন্তু আমি তাকে ১০ বছর বয়সে নফল রোজা রাখতে বাধ্য করি না। আমার মেয়ে আমার খেদমত করে আমার রুহ থেকে দুআ নিবে। একজন মেয়ের জন্য করনীয় কি? সে কি তার মা'য়ের জন্য কল্যানকর, কাজে সহযোগী হবে না? দ্বীনের রাস্তা খুব সহজ। মেয়ে যদি মা'য়ের খিদমত করার পরে সুযোগ পায় তাহলে নফল রোজা রাখবে। একই বিষয় শ্বাশুড়ির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নফল রোজার ক্ষেত্রে বিষয়টা এমন হবে। আল্লাহ ভাল জানেন। পরিবারে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর খুশির জন্য পরিবারের সবার হক আদায় করার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। তাহলেই তো তারা এই দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এমন পর্যায়ে যেতে পারলে খেয়াল করে দেখবেন আপনি সামান্য একটু করলেই তারা অনেক সন্তুষ্ট হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ। আমাদের কিন্তু সারাদিন রান্নাঘরে কোন কাজ থাকে না। সকালে কিছু কাজ থাকে। তারপরে কাজ শেষ আলহামদুলিল্লাহ। এরপর সারাদিন নিজের পড়াশোনা, ইলম অর্জন, আত্নীয়কে পড়ানো, প্রতিবেশিকে পড়ানো, সেলাই করা, মাঝে মধ্যে বিশেষ কোন খাবার রান্না করা এসবের মধ্যে দিন পার হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিন রান্নাঘরে কোন কাজ নেই। শুরুতে কখনোই

এমন ছিল না। আল্লাহর কাছে দুআ করতে করতে আল্লাহ পাক এমন করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতে ছিল যে, দুপুরে খাবার দিতে হবে, বিকালে নাস্তা তৈরি করে দিতে হবে, রাতে আবার নতুন করে খাবার তৈরি করে দিতে হবে। এমন জায়গা থেকে বের হয়ে আসলাম কিভাবে? যতবেশি আমি আল্লাহমুখী হবো, আল্লাহর কাছ থেকে দুআ করে করে কাজের সহজতা চেয়ে নিবো, তত বেশি সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। এই দুআ করতে করতে আল্লাহ পাক পরিবারে বুঝ জ্ঞান দিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। পরিবারের মুখ থেকেই এমন পরামর্শ আসা শুরু করেছে যে এক বেলা রান্না করলেই তো সারাদিন খাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই কথাটা পরিবারের তরফ থেকে আসার আগ পর্যন্ত তাদের জন্য খেদমত করে যেতে হবে। আল্লাহু আকবার! চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর জন্যই বিষয় গুলো সহজভাবে তুলে ধরার। আপনি নিজের দিকে তাকান। কোন আমল কখন কিভাবে করবেন। অনলাইন আসলেই অনেক ক্লাস থাকে, কোর্স থাকে। এভাবে মা'র হক আদায় করা হয় না, স্বামীর হক, সন্তানের হক, পরিবারের হক আদায় করা হয় না। পরিবারের হক আদায় করার পাশাপাশি চেষ্টা করব ইলম অর্জন করতে। নিজের মধ্যে যত ধরনের খারাবি আছে সেসব বের করে দিতে হবে। আমার মধ্যে যেন দৃশ্যমান খারাপ অভ্যাস না থাকে। আসমানের মালিকও যেন না দেখেন, দু কাঁধের দু ফেরেশতাও যেন না লিখেন, ঘরের লোকজন ও যেন না দেখে। ঘরের লোকজন যদি সাক্ষী থাকে আপনার খারাপ অভ্যাসের তাহলে এই বরবাদির জন্য আপনি নিজেই দায়ী। এটুকুই আপনার বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর প্রতিটা বিষয়েই দুআ করব। আল্লাহ পাক আমাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন সেটার শুকরিয়া আদায় করা এবং সেটা উম্মতের সকল মুমিনের জন্য চেয়ে দুআ করা। যেমন: আজকে সকালে খাবার খেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য দুআ করা। আল্লাহ আপনি আমাকে আরো বারাকাহ দান করুন। আমার সাথে আমার বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেকেই জড়িত। এই নিয়ামত মুসলিম উম্মাহকে দান করুন। উস্তাদদের দান করুন। অমুসলিমদের আল্লাহ আপনি হিদায়াত দিন। এভাবেই প্রতিটা বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে।

১৮) কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফে যিকির ও যিকিরকারীদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন- অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। -সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

আরেক স্থানে ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ এবং নারী... বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ এবং নারী এদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত এবং বিরাট আজর প্রস্তুত করে রেখেছেন। -সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৫

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে উত্তম, তোমাদের রবের নিকট সবচেয়ে প্রিয়, তোমাদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি উন্নতকারী, স্বর্ণ রৌপ্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চেয়েও বেশি উত্তম এবং শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রুকে হত্যা করা এবং শত্রুর হাতে তোমাদের শহীদ হওয়ার চেয়েও বেশি উত্তম আমলের কথা বলব?সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই ইয়া

রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যিকির। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭৭

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুফাররিদরা অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, মুফাররিদ কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ এবং নারী। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৯১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামে তো অনেক বিষয় আছে (সবগুলোর উপর আমল করা হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হবে না) সুতরাং আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যাতে আমি সবসময় লেগে থাকতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-তোমার জবান যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত-সতেজ থাকে। -সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭৫

আমাদের অবস্থাও যেন হয় এমন। আল্লাহ সবার হালত এমন করে দিন। আমাদের যবান যেন সিক্ত থাকে যিকিরের বৃষ্টিতে!

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দোয়াই ইবাদতের মগজ। ’ (তিরমিজি, হাদিস নং: ৩২৯৩)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ‘দোয়াই ইবাদত।’ (তিরমিজি, হাদিস নং: ৩৩৭০)

ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। দোয়া যে ইবাদত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দোয়া সম্পর্কে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহর নিকট বান্দার দোয়া অপেক্ষা অধিক মূল্যবান জিনিস আর কিছু নেই।’ তিরমিজি, হাদিস নং: ৩২৯২)

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, ‘যার জন্য দোয়ার দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ যাকে দোয়া করার তাওফিক দান করা হয়েছে) তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।’ (তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৫৪৮)

আবূ যার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবূ যার! যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ। অন্য এক বর্ণনায় আবূ যার বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসিয়ত করে বলেছেন যে, যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।(মুসলিম ৬৮৫৫-৬৮৫৬)

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মরফূ' হিসেবে বর্ণিত, "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।" **[সহীহ]** - [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)]

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকা সবার সেরা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন- অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সদকা)। আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১৩: রাতের ঘুম গুরুত্বপূর্ণ

১)আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বিশেষ রহমত না থাকলে এখানে আসা সম্ভব হত না। আশা করি আল্লাহ পাক সবাইকে রহমত ও বরকতের মধ্যে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের আসমান জমিন এত এত নিয়ামতে পরিপূর্ণ সুবহানাল্লাহ, আমরা এসব নিয়ামত দেখিইনা। যে কারনে একেকটা দিন যাচ্ছে আর আমরা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি। একেকটা সপ্তাহ পার হয় আমরা যেন আরো দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহু আকবার! যখন থেকে আল্লাহ পাক আমাকে এই নিয়ামত গুলো দেখার, বর্ননা করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, তখন থেকে আল্লাহ পাক এই নিয়ামত গুলো বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবর কাবিরা! মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিকুম। আশা করি আপনাদের জীবনেও সেই রহমত বরকতের বর্ষন হবে ইনশাআল্লাহ।

গত সপ্তাহে আল্লাহ পাক বদঅভ্যাসের বিষয়ে কিছু কথা বলার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। বদ অভ্যাস যেমন; পান, জর্দা, গুল, বারবার করে খাবারের অভ্যাস, দাঁত নিয়ে নখ কাটা, দাঁত দিয়ে চুল কাটা, প্রতিদিনই চা কফি পান করতে হবে এমন ইত্যাদি যাবতীয় যত কিছু আছে। নিয়মিত খাদ্যাভাসে রাখতে চাইলে মধু, কালিজিরা, খেজুর, বাদাম এগুলোকে রাখতে পারি ইনশাআল্লাহ। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন ধরনের বদঅভ্যাস থাকলে সেসব কারনে অন্তরে আল্লাহ প্রদত্ত নূর স্থায়ী হয়না। নিজেকে সকল ধরনের বদঅভ্যাস মুক্ত রাখতেই হবে। আমাকে যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে হয় তাহলে দুনিয়ার সবকিছুর মোহ ত্যাগ করতে হবে। অন্তরকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে যেখানে অন্তর কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না বা দুর্বলতা তৈরি হয় না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমন হতে পারবে না যে এটার প্রতি আমি কাবু। এটা ছাড়া আমার চলবেই না। এটা জীব ও জড় বস্তু যাই হোক না কেন। জড় বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় আমাদের ডিভাইস। ডিভাইস থেকে আমরা যদি বরকত রহমত পেতে চাই, কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হতে চাই ডিভাইস এর দ্বারা আল্লাহ পাক আমাকে যা বুঝে দিলেন যে আমি ডিভাইসে ব্যক্তিগত কোন ছবি তুলি না। নিজের ছবিও তুলি না, সন্তান বা অন্য কারো ছবিও তুলি না। নিজেদের পরিচিতদের অনেক ছবি, নতুন বাচ্চা হয়েছে তার ছবি, বিয়ের ছবি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখতে ইচ্ছে করে এমতাবস্থায় না কখনো নিজে ছবি তুলি না অন্যের কাছে কখনো আবদার করেছি যে ছবি দেখাও। নিজেও ভাল কাজ করব এবং অন্যকেও খারাপ থেকে বাঁচাবো, ভালোর দিকে আহবান করব। আমার এক দ্বীনি বোনের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওনার স্বামী আমার স্বামীকে তার মেয়ের জামাই এর একটা ছবি দিয়ে বলেছেন আমাকে দেখানোর জন্য। ওনার বাচ্চাদের একসময় আমি পড়াতাম। কিভাবে আল্লাহ আমার জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ আমার গোপন আমল কিভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছেন আল্লাহু আকবর কাবিরা। আমি যতই নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছি আল্লাহ আমাকে তত বেশি প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহু আকবর। আমার স্বামী তখন ওনাকে বললেন, ওনি তো মাহরাম ছাড়া কাউকে দেখবেন না। আপনার মেয়ের জামাই তো ওনার মাহরাম না। আল্লাহু আকবর! তারা মনে করেছেন যে তাদের মেয়েকে আমি ছোট বেলায়

পড়িয়েছি, এজন্য তাদের মেয়ের জামাইকে আমার দেখার অধিকার আছে। ওয়াল্লাহি সে আমল ভুলে গিয়েছে। সে কিন্তু দ্বীন মানে, পর্দা করেন। আল্লাহু আকবর! কোন বিষয়ে আবেগের জায়গা নেই। নতুন বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে, ছবি তুলে একটু দেখি এগুলোর কোন সুযোগ নেই। এসব করতে গেলেই দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন বারবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফেটে যাচ্ছে, বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে। ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। সব যে আমার হাতে কামাই এটা আর বুঝতে চাই না। এগুলো খুব ভাল করে খেয়াল করব। যারা পর্দা করে না তাদের ছবিও দেখা যাবে না। আমি যাদের পড়িয়েছিলাম তাদের অনেকের বিয়ে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। তারা সবাই পর্দা করে। কিন্তু সবার পর্দার স্তর তো এক না। তারা বিয়ের দিন পর্দা করে নি। তারা আমাকে বিয়ের দিনের ছবি পাঠাচ্ছে স্বামী সহ। তারা আমার বিষয়টা বুঝতে পারে নি যে আল্লাহ পাক আমাকে কিভাবে আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। সে বুঝতে পারছে না, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে তো জ্ঞান দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো তাকে সরাসরি বলতে পারি না যে তুমি আমাকে ছবি দিও না। আমি তার আইডি আনফলো/আর্কাইভ/লুকিয়ে রেখেছি, সে ছবি পাঠানোর পরে দেখি নি। সব বিষয়েই আল্লাহ আমার ঈমানের পরীক্ষা নেন। যেটা আল্লাহর পছন্দের না সেই বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কি করব সেটা আল্লাহ জানতে চান। আমি কি উদ্যোগ নিয়েছি বিষয়টাকে থামানোর জন্য। কোন মানুষের প্রতি ভালবাসা, অন্তর ঝুঁকে যাওয়ার প্রবনতা তৈরি হলেই আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ এই ভালবাসার সীমা কতটুকু আপনি আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। সীমা বুঝতে না পারলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। আমরা যেহেতু মানুষ, ভুল হবেই। অন্তর একটু হলেও ঝুঁকে পড়বেই। ছোট একটা বাচ্চা কোলে আসলে বারবার চোখ যাবে, ছবি তুলতে ইচ্ছা করবে। চোখ পড়া মাত্রই রুকইয়াহ করে দিবেন। আমি বুঝতে পারতাম না বদনজর এত কঠিন এত খারাপ কিভাবে হয়। এখন বুঝতে পেরেছি এটা কত মারাত্মক কত খারাপ। সুবহানাল্লাহ। বিগত আলোচনায় ডিভাইস চার্জের ক্যাবলের কথা বলা হয়েছিল। আমার ডিভাইস এর ক্যাবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার নজর এখন যে কি পরিমান খারাপ হয়েছে, আল্লাহু আকবর! কারন এখন আমি দুনিয়া দেখি না। আমি কারো বাসায় যাই না। আগে তো আমি শপিং এ যেতাম, ঘুরতে যেতাম, যা ভাল লেগেছে দেখেছি যা ভাল লাগে নি তাকিয়েও দেখি নি। এখন একটা বাচ্চা আসলে তাকিয়ে থাকি। এখন আমি তাকাতেও ভয় পাই, আল্লাহু আকবর। আমার কোলে আসলে আমি ফালাক নাস পড়ে ফু দেই এবং দুআ করি। আল্লাহ আমার দ্বারা যেন তার ক্ষতি না হয়। কারো কোন ভাল খবর শুনলে আগে নিজেকে বাঁচানোর দুআ করি। আল্লাহ আমার অনিষ্ট থেকে আপনি তাকে বাঁচান। বাচ্চার মা ফোন দিয়ে যখন বলে যে বাচ্চা অসুস্থ হয়েছে তখন আমার মনে হয় আমার বদনজর এর জন্য এটা হয়েছে। কোন দোষ কোন খারাপ কিছু আমরা নিজের দিকে নিতেই চাইনা। নিজের দিকে নিলেই আমি গুনাহগার। আমি যে গুনাহগার চিন্তাই তো আমাকে নেককার বানিয়ে দিবে।

২) এক ব্যক্তি আয়েশা **(**রাঃ**)** কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন**, "**আমি কখন জানতে পারবো যে আমি দ্বীনদার**?"** আয়েশা **(**রাঃ**)** উত্তর দিয়েছিলেন**, "**যখন আপনি উপলব্ধি করবেন যে আপনি একজন গুনাহগার।**"** সে জিজ্ঞাসা করেছিল**, "**আর আমি কখন বুঝবো যে আমি একজন

গুনাহগার**?"** আয়েশা **(**রাঃ**)** উত্তর দিয়েছিলেন**, "**যখন আপনি মনে করবেন আপনি একজন দ্বীনদার।**" [**তানবিহ আল**-**গাফিলিন**,** ২৫১**]**

কতই না উত্তম কথা। আল্লাহু আকবার! আমরা যেন নিজেকে কখনোই নেককার না ভাবি। সবসময় নিজেকে গুনাহগার ভাবতে হবে। সবসময় তওবার মধ্যে থাকতে হবে। আমার দ্বারাই অনিষ্ট হচ্ছে, এটাই চিন্তা করতে হবে। আমার দ্বারাই ভুল হচ্ছে, আমার দ্বারাই ক্ষতি হচ্ছে। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আসতে হবে। বাসায় কোন সমস্যা হলে আগে আমি স্বীকার করতে চাইতাম না। স্বীকার করলে কতগুলো বকা খেতে হবে। দেখা যেত কাজটা করেছি আমি কিন্তু আমি বলব না। গা ঢাকা দিয়ে থাকার প্রবনতা ছিল। এখনকার বিষয় হলো যত ভুল যারই হোক, বাচ্চাদের ভুলও আমি স্বীকার করি। আমি বলি যে আমি এই ভুল করেছি। আল্লাহু আকবর! নিজের ভুল স্বীকার করার যে অভ্যস্ততা এটাই তো আমার মধ্যে নাই। কোনদিন ছিলই না। এটার জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হতে হবে। কোন ঘটনা ঘটে গেলে সেটার জন্য আমি নিজে সেটার দায়ভার মাথা পেতে নিবো। এতে করে আমি তওবাকারী হবো এবং বান্দা এতে বিনয়ী হয়ে যায়। বান্দার কোন দু:সাহস হয় না আমাকে বকাবকি করার যখন আমি স্বীকার করে নেই। এই যে স্বীকার করার পদ্ধতি এটা এতই কার্যকরী আল্লাহু আকবার! অপর পক্ষ থেকে এমন উত্তর আসে, এটা আপনি করেছেন, আচ্ছা থাক এটা কোন বিষয়ই না। এত সহজ হয়ে গেল বিষয় গুলো? আল্লাহু আকবার! কারন কি? আমাদের দুই কাঁধে দুইজন ফেরেশতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যখন দু’জন লিপিবদ্ধকারী (ফেরেশতা) লেখক ডানে ও বামে বসে (মানুষের আমল লিখছে। যে কথাই মানুষ উচ্চারণ করে (তা সংরক্ষণের জন্য) তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী আছে। -(সুরা কফ আয়াত, ১৭-১৮)

আমরা যখন চিন্তা করি কোন ভাল কাজ করব, তখন ডান কাঁধের ফেরেশতা সাথে সাথেই লিখতে শুরু করে দেন। চিন্তা করার সাথে সাথেই লিখা শুরু, আমরা এটা জানি কিন্তু ভুলে যাই। অদৃশ্যের বিষয় গুলো বারবার স্মরনে আনতে হবে। বাম কাঁধের ফেরেশতার কাজ কি? যখনই বান্দা ভুল কাজ করার নিয়ত করে তখন তিনি অপেক্ষা করেন। সাথে সাথে লেখা শুরু করেন না। যদি কাজটা বান্দা করেও ফেলে তাহলে সেটা লিপিবদ্ধ করার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করা হয়। বান্দা যদি তওবা করে তাহলে সেটা লিপিবদ্ধ করা হয়না। আল্লাহ ভাল জানেন। আমি হয়ত চিন্তা করলাম বাচ্চাকে বকা দিবো বা স্বামীর সাথে ঝগড়া করব। সাধারনত এমনটা করা হয় না। তবে আমি তো মানুষ, ভুল হতে পারে। মুমিন ব্যক্তির ভুল হলো পা পিছলে পড়ার মত। ভুল করার পরে আমি বুঝতে পারছি যে এ কাজটা আমার ঠিক হয় নি। আমি যদি বাচ্চাকে বকা দিয়ে ফেলি এবং এজন্য তওবা না করি তাহলে বাম কাঁধের ফেরেশতা লিখে ফেলবেন। বাচ্চাকে বকা না দিয়ে, পাপ কাজ না করে যদি সবর করি, সেটা থেকে বাঁচার জন্য যদি আল্লাহর কাছে দুআ করি তাহলে আপনি আমি ফেরেশতার চেয়েও উত্তম আল্লাহর কাছে। আল্লাহু আকবার! আমাদের মধ্যে অধিকাংশ সময় সবর করার, রাগ গিলে ফেলার আমলই যেন বেশি থাকে। এক আধা দিন যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে আমরা যেন ক্ষমা চাই। ছোট ভুল থেকেই বড় বড় ভুল হয়ে যাবে। ভুল কাজ করার

পরপরই সেটা লিপিবদ্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ পাক আমাদের এত ছাড় দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার এত সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহু আকবর!

আজকে যদি আমি চিন্তা করি যে আজকের দিনে কোন রাগ করব না, ভাল ব্যবহার করব। চিন্তা করার সাথে সাথেই নেকি লেখা শুরু হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ। অবশ্য নিয়ত করার সাথে সাথে ঈমানের পরীক্ষাও বেড়ে যায়। আল্লাহু আকবর! চিন্তার সাথে সাথে আল্লাহ পাক পরীক্ষা নিয়ে দেখবেন যে আমার নিয়ত কতটুকু পরিশুদ্ধ।

৩) আগের বিষয় টা এমন ছিল যে আশেপাশে কিছু হলেই, সব দোষ খালি আমারই। আর কারো কোন দোষ নাই? আমি মাফ কেন চাইব? তওবা করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। আমি জানি তওবার আমল কিন্তু আমি তওবা করব না। তওবা করার মত কাজ আমি করি নি। ভুল আমার না। এই ছিল আমার গোঁড়ামি আচরন। কুরআনে আল্লাহ পাক মানুষের এই ঝগড়াটে স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। **"**আর আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার উপমা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী।**"(**সূরা কাহফ**:** আয়াত ৫৪**)**

বিনয়ী হয়ে গেলে অপরপক্ষের আচরন পরিবর্তন হয়ে যায়। আগে যেই মানুষটা খিটখিটে আচরন করত এখন সেই মানুষটাই এমন বিনয়ী আচরনের কারনে বলবে যে, না ঠিকই আছে। আপনি তো অনেক সবর করেন, এই টুকু তো কোন ব্যাপার না ইত্যাদি। আমি খুব অবাক হই। আমি তো আগের আমিই আছি। আমি কোথায় পরিবর্তন হয়েছি। আমি যেই পর্যায়ে সাহাবীওয়ালা আমল করতে চাই সেটা করতে পারছিনা। সাহাবীরা কখনোই বাচ্চাদের বকাঝকা করতেন না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকা দেখুন। কিভাবে বাচ্চাদের তরবিয়ত করতেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বাচ্চাকে ধমকের স্বরে কথাও বলেন নি, এমনকি বাচ্চাকে এমন প্রশ্নও করেন নি,কেন এটা করেছো? আল্লাহু আকবার! এগুলো আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের আদব আখলাক এসবের ধারে কাছেও নেই। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আল্লাহু আকবার! আমি তো পারতেছি না। অনেক কিছু আল্লাহ পাক করতে পারার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। তওবা করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। তওবা করার কারনে বাম কাঁধের ফেরেশতা গুনাহ লিখেন না। সে গুনাহ টা মুছে যায়। যে মানুষগুলো আমার ভুলগুলো দেখে ফেলল তারাও আমার সে ভুলগুলো ভুলে যায়। তারা বরং আমার পক্ষে কথা বলা শুরু করে। যেমন ধরেন: আজকে আমি জোরে কথা বলে ফেলেছি, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি। আমার স্বামীকে বললাম আমার জন্য একটু দুআ করবেন আমার আজকে রাগ নিয়ন্ত্রণ হয়নি। তখন আমার স্বামী বলতে থাকেন যে এইটুকু তো ঠিকই আছে, আপনি কোন দোষ করেন নি ইত্যাদি। অথচ আমার তো মনে হচ্ছে ওনি আমাকে ইচ্ছা মত বকা দিক। কেন আপনি এমন করেছেন, আপনি তো তওবার মধ্যে, কুরআনের মধ্যে থাকেন আপনার কাছ থেকে এমন ভুল মানায় না। দেখুন, একই মানুষ কিন্তু আচরনগত কত পার্থক্য। এই মানুষগুলোই দুদিন আগে বকাঝকা করত যে, এত বকাঝকা করেন বাচ্চাকে, এভাবে করেন ওভাবে করেন ইত্যাদি।

আপনি আপনার ভুলের জায়গাগুলো দেখুন। আপনি তওবা করে নিন। এই বান্দারাও আপনার কোন ভুল দেখবে না। আল্লাহু আকবার! পা পিছলে যদি ভুল করেও ফেলেন সেটার জন্যও দেখবেন তারা কিভাবে আপনার পক্ষে সাফাই গাইতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আপনার অন্তরে থাকবে যে আমি তো আরো ভাল হতে চাই। এইটুকু ভুলও বা কেন দেখল আমার পরিবার। আমার সন্তান এইটুকুই বা কেন দেখল যে মা রেগে গেলো। এইটুকু কথাও বা কেন শুনল যে আমি তোমাকে মারব। আপনি যখনই বিনয়ী হয়ে যাবেন, আল্লাহর প্রতি আপনার অন্তরে এতটাই ভয় চলে আসবে যে ছোট থেকে ছোট বিষয়ও আপনার কাছে বড় বড় পাহাড়ের সমান বোঝা মনে হতে শুরু করবে। বাম কাঁধের ফেরেশতার জন্য আল্লাহ এমন নিয়ম নির্ধারন করে দিয়েছেন যে বান্দা যদি ভুল করেও ফেলে তাহলে সে তওবা করার আগ পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করা হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টি করেছেন জান্নাতে নেয়ার জন্য। কারো জন্য জান্নাতের পথে চলা সহজ হয়ে যাচ্ছে, কেউ এখনো বুঝে উঠতে পারছি না যে কোনটা আসলে সহজ রাস্তা। আমাদের বিভিন্ন বদঅভ্যাস, ঈমানের পরীক্ষা, সবর রাখতে না পারার কারনে আমরা টিকে থাকতে পারি না। আমাদের সার্বক্ষনিক দুআর মধ্যেই লেগে থাকতে হবে। যে দুআ করে না তার প্রতি আল্লাহ রাগ করেন। আমি যখন কোন কথা বলি, যদি কোন মতামত প্রকাশ করি বা কোন মানুষের সাথে কোন কাজ হোক যাই হোক আমরা কি দুআ করার পর কথা বলি? ধরেন, আমি আমার মেয়েকে বলেছি যে কাজটা করো। কাজটা তাকে করতে বলার আগ পর্যন্ত আমি দুআ করতে থাকি। তারপর কাজটা তাকে বলেই সাথে সাথে জাযা দিয়ে দেই। কাজটা বলার আগেই তাকে সালাম দিয়ে নেই। এটা যদি আমাদের কাজ করানোর পদ্ধতি হয় তাহলে কাজটা উত্তম না হয়ে কি পারে? আল্লাহু আকবার।

৪) খাদেমাদের সাথে আমরা কি করি? সামান্য কিছু টাকা দেই বিনিময়ে আমরা সবকিছু একদম যথাযথ ভাবে চাই। আমরা নিজেরা সবচেয়ে ভাল ভাল সব ভোগ করছি, আর যিনি খাদেমা তার সবকিছু খারাপ মানের। বস্তিতে থাকে, বাসি পঁচা খায়। কিন্তু তাকে সুস্থ থাকতেই হবে যাতে সে কাজে প্রতিদিন উপস্থিত থাকতে পারে। আমি সবকিছু উৎকৃষ্ট মানের ভোগ করেও আমি হলাম সবচেয়ে রোগা, দুর্বল, ননীর পুতুল, ঘরের কাজকর্ম করার ক্ষমতা আমার নেই। এই হচ্ছে আমাদের শরীরের অবস্থা। এগুলো নিয়ে যে আমাদের পুরুষরা সংসার করে যাচ্ছে এটাই তো অনেক কিছু। আল্লাহু আকবর! স্বামীর প্রতি শুকরিয়া আদায় তো নাই আমাদের। তার উপরে আমাদের রোগ বালাই এর বাহানার অভাব নাই। খাদেমার সাথে খিটমিট আচরণের অভাব নেই। নবীর তরিকামত আপনি জীবনযাপন করার চেষ্টা করুন দেখবেন আপনার সবকিছু কেমন স্থির হয়ে যায়, দেখবেন কাজগুলো কত উত্তম ভাবে হয়ে যায়। সেটা হোক আপনার মেয়ে, খাদেমা বা অন্য যে কেউ সবার সাথেই সবকিছু উত্তম ভাবে হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক সাহায্যকারী হিসেবে একেকটা নিয়ামত পাঠাতে থাকেন আর আমরা নিজেদের বদ আখলাক, অকৃতজ্ঞ আচরণের মাধ্যমে সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দেই। এসবের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হই না, বান্দার কাছে মাফও চাই না। অনেক সময় মাফ চাইলেও কাজটা সেই বান্দাকে বলার আগের পদ্ধতি কেমন ছিল? আমি কি তাকে কাজটা বলার আগে দুআ করেছিলাম? সালাম দিয়ে, জাযা দিয়ে তারপর কাজটা করার জন্য

দিয়েছিলাম সে ব্যক্তি বুঝতে পারুক বা না পারুক। আল্লাহ তো বুঝতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার সাথে সবকিছুর লেনদেন তো আমার আল্লাহর। আমার কাজগুলো তো একমাত্র আমার রবকে দেখানোর জন্য, দুনিয়ার কারো জন্য না। মানুষ বুঝতে পেরেছে কিনা সেটা আমার দেখার বিষয় না। সেই শব্দের অর্থ সামনের জন বুঝতে না পারলেও সমস্যা নেই, বরং আল্লাহর জিকিরের দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয়। রূহ টা তো আল্লাহর। আপনি আমাকে Thanks দিলে আমি বুঝতে পারি এর অর্থ কিন্তু আমার রূহ কি শান্ত হলো? যারা আমাদের সাহায্যকারী, যাদের সাথে আমাদের চলাফেরা উঠাবসা তাদের সাথে আমরা কেমন শব্দগুলো ব্যবহার করি? অনলাইনে আমরা যেভাবে জাযা দিয়ে অভ্যস্ত বাস্তব জীবনেও কি সেটা করি? বিষয় গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা যদি এই বান্দাগুলোর উপর জুলুম না করে বসি। তাহলে তারা মাজলুম হয়ে যাবে আর আমরা জুলুমকারী। আল্লাহ মাফ করুন। আমার কাজে যেই বান্দাই সাহায্য করুক সে আমার স্বামী সন্তান, পরিবার পরিজন, খাদেমা ইত্যাদি তাদের জন্য দুআ করব, সালাম দিয়ে, জাযা দিয়ে তারপর করার জন্য দিবো। দুআ এমন ভাবে করব, আল্লাহ কাজটা এমনভাবে করার তৌফিক দিন যেন কেউ কোন ভুল খুঁজে না পায়। মেয়ে যখন রান্না করে ওর বাবা মাঝে মধ্যে কিছু ভুল খুঁজে পান। যেমন লবন টা একটু বেশি হয়েছে ইত্যাদি। আমি তখন বলি, আল্লাহকে ভয় করে চুপ হয়ে যাই আমরা। দুদিন পরে ছেলের বউরা আসবে। তখনও যদি এসব কথা বলা হয় তারা এসব সহ্য করবে না। পরের ঘরের মেয়েরা সহ্য করবে না। আমাদেরকে এখনই নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আমরা যেন কোন মন্তব্য না করি। ভাল আচরন করার চেষ্টা করি। একে অপরকে আল্লাহর জন্যই সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাই বলে আমরা কি ফেরেশতা? ভুল তো হয়েই যায়। ভুল হলে গেলে কি করনীয় সে বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। মাঝে মধ্যে আমি আমার মেয়েকে বকা দিয়ে ফেলি। মেয়ে আমাকে বলে যে ভুল হয়ে গিয়েছে, মাফ চেয়ে নিচ্ছে। অথচ আমি কেন তাকে বকা দিয়েছি এজন্য আমিই অনুতপ্ত। সে তো ভালমতই কাজ করে যাচ্ছিল। আমি কেন বকা দিলাম। সে তো মানুষ। একদম সবকিছু ১০০% ঠিকমত হবে না। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে তার দিক থেকে অনুতপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা কখন? যখন আপনি তওবা করেছেন, দুআ করেন এবং বিনয়ী থাকার চেষ্টা করেন সবসময়। মাঝে মধ্যে পা পিছলে পড়ার মত করে কিছু ভুল হয়ে যায়, রাগ হঠাৎ করে গিলতে পারেন না তখন হয়ত একটু প্রকাশ হয়ে যায়। বিষয় গুলো যখন এমন হবে তখন সে বান্দা দুনিয়াতেও সম্মানিত, আসমানেও সম্মানিত হয়ে যায়। অন্তরকে সবসময় স্থির রাখতে হবে। ছোট ছোট বিষয় গুলো এত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা বুঝতে না পারার কারনে সব হযবরল করে ফেলি। যেমন, আপনি কোন জিনিস খোঁজ করছেন। এক্ষেত্রে ২ টা দিক খেয়াল করবেন। এই জিনিসটা কি আপনার এখনই দরকার? জিনিস টা যদি হয় চাবি। চাবি তো এখনই দরকার। যদি সম্ভব হয় সেই মুহূর্তেই ওযু করে নামাজে দাঁড়াবেন। খোঁজ করার কোন দরকারই নেই। নামাজ শেষ করে উঠেই চাবি কোথায় আছে সেখানেই আল্লাহ আমার হাত নিয়ে গিয়েছেন। এত বড় একটা ঘরে চাবি খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। আল্লাহু আকবর! সাহাবীওয়ালা আমল কেমন ছিল?

৫) কোন এক সাহাবীর ঘটনা খুব সম্ভবত। তিনি জাহাজে ছিলেন। সে সময়ে তিনি সুই দিয়ে কাজ করছিলেন। সে সময়ে সুই টা তার হাত থেকে পানিতে পড়ে যায়। জাহাজ থেকে সুই যদি পানিতে পড়ে যায় সেটা কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? আমাদের কাছে তো সেটা অসম্ভবই মনে হবে। তিনি তখন কি করেছিলেন জানেন? তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করলেন, আল্লাহ আপনি তো জানেন এই সুই আমার কাজকে সহজ করে দিচ্ছিলো, আপনি এই সুই আমাকে মিলিয়ে দিন। সাথে সাথেই সুই টা পানির উপরে ভেসে উঠে। ওনি সেই সুই টা নিয়ে আবার সেলাই করা শুরু করেন। আল্লাহু আকবর! তাহলে আমাদের এত দুরত্ব কেন আল্লাহর সাথে? আল্লাহু আকবার! এই দুরত্ব কিভাবে কমাবো আমরা? বিষয় গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি।

নারীদের বিভিন্ন জিনিস খোঁজাখুঁজি করতে হয় সবচেয়ে বেশি। কোন জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না। সবাই খুঁজতে থাকুক। আপনি সোজা সালাতে দাঁড়িয়ে যান। আমার জন্য সালাতে দাঁড়ানো বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে এজন্য সেটাই বলেছি আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চারা চাবি নিয়ে খেলতে খেলতে কোন ড্রয়ারে নিয়ে ফেলেছে সেটা তো আমি জানি না। সালাত শেষ করার পরে সেখানেই আল্লাহ পাক আমার হাত পৌঁছে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনি যদি নামাজের অবস্থায় না থাকেন তাহলে মুরাকবায় থাকুন। ধ্যানমগ্ন হয়ে দুআ করতে থাকুন। আল্লাহ আপনি সামনে এনে দিন। আপনি যদি অস্থির হয়ে চিল্লাচিল্লি করতে থাকুন তাহলে পরিস্থিতি বরং খারাপই হবে যেগুলো সাধারণত আমরা করি। আমরা বিপদে পড়ার সাথে সাথেই দুআ করব। প্রতিদিন কত জিনিস আমাদের খুঁজতে হয় সুবহানাল্লাহ। কোন জিনিস যা আমার এখনই দরকার যদি তার কোন বিকল্প থাকে তাহলে সেটা দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব। যেমন কেচি দরকার এ মুহূর্তে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না। তখন এমন হয়েছে ছুরি দিয়েই কাজ করা শুরু করেছি। বাচ্চাদের কোন একটা একটিভিটির জন্য কাগজ কাটতে হবে। কিন্তু একটাও কেচি খুঁজে পাচ্ছি না। দুআ পড়তে পড়তে যেখানে থাকার কথা গিয়ে খুঁজে এসেছি কিন্তু খুঁজে পাই নি। পাওয়ার দরকার ও নেই। সময় খুবই মূল্যবান। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে এত সময় নষ্ট করার কিছু নেই। সাথে সাথে ছুরি নিয়ে বসেছি। ছুরি দিয়েই কাগজ কেটে কাজ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। যখন যে বিষয় নিয়ে আটকে যাবেন সেটা নিয়েই দুআ করবেন। আল্লাহ পাক তো আমাকে দুআর মাধ্যমেই সাহায্য করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। কোনকিছু খুঁজে না পেলে দুআর কারনে চোখের সামনে এনে দিচ্ছেন না হলে বিকল্প পদ্ধতি সহজ করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। গায়েবের জ্ঞান তো আমার জানার কথা না। কোন কিছু খোঁজ করা মানে কি? সেটা তো গায়েবের জ্ঞান। আমাকে সাহায্য করবে কে? আমার রবই তো যথেষ্ট, আল্লাহু আকবর। আমরা নিজেরা যখন এই বিষয় গুলোতে অভ্যস্ত হতে পারব, আমাদের দেখাদেখি সন্তানরাও অভ্যস্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বাচ্চারা যখন কোন খেলনা খুঁজে না পায়, আমাকে এসে বলে। আমাকে আল্লাহ পাক বলার তৌফিক দেন, তুমি খুঁজে পাচ্ছো না সেটা আল্লাহ কে বলো। আল্লাহ কোথায় আছে খুঁজে দেন, খুঁজে পাচ্ছি না। বাচ্চারা খাটের নিচে, এদিক সেদিক খুঁজছে আর বলে যাচ্ছে, আল্লাহ কোথায় আছে খুঁজে দেন, কোথায় আছে খুঁজে দেন। সে কি খুঁজে পেলো কিনা সেটা আমার দেখার বিষয় না। সে যে এই কথাগুলো বলেছে সেটাই তো আমার জন্য চক্ষুশীতল কারী। যে বিষয়ে সূরা ফুরকান এর ৭৪

নং আয়াতে বলা হয়েছে। আমার সন্তান আমার জন্য চক্ষুশীতল কারী। আল্লাহু আকবর! নিজের রুহ যেন অস্থির না হয়। ঘর যেন পেরেশান মুক্ত থাকে। ঘরে সবার জবান থাকবে আল্লাহর জিকিরে সিক্ত। প্রত্যেকের রুহ আল্লাহর মুহাব্বতের দিকে ধাবিত থাকবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। এরকম যদি না হয় তাহলে এটা কি রহমত বরকত প্রাপ্ত ঘর হলো? এই ঘর থেকে শিক্ষার কিছু আছে? যে ঘরে উঠতে বসতে খিটমিট করতেই থাকে। এসব হয় কারন আমরা নারীরা সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করি। আপনি আমি যদি ঠিক হয়ে যাই তাহলে ঘরের অন্যরাও ঠিক হয়ে যাবে।

৬) আপনি একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না, বিকল্প জিনিস দিয়ে কাজ করবেন। খুঁজতে খুঁজতে দিন পার করে দিবেন না। আমি আমার আগের জীবনে যা করে এসেছি। সারাদিন খুঁজতে খুঁজতেই পার করে দিয়েছি। এমন কোন জিনিস জীবনে থাকবে না যার গুরুত্ব এত বেশি যার জন্য দিন পার হয়ে যাবে। আপনি আমার প্রতিযোগী, আমি আপনার প্রতিযোগী। কারা প্রতিযোগীতা করবে? কিসের জন্য প্রতিযোগীতা করবে? জান্নাতের জন্য। জান্নাতের জন্য প্রতিযোগীতা করতে হলে অহেতুক কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করে মাথায় হাত দিয়ে থাকলে হবে? আল্লাহু আকবার!

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা আল ইমরান: আয়াত ১৩৩)

আমার যদি কোন কিছু রান্না করতে হয়, সেই রান্নার জন্য যদি কোন কিছু খুঁজে না পাই সেটা খুঁজতে যদি সময় বেশি লাগে তাহলে আমি প্রয়োজনে সেই খাবার রান্না না করে অন্য কিছু রান্না করব। কিন্তু এর জন্য আমি সময় নষ্ট করব না। সময় নষ্ট না করে সময়কে কিভাবে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো যাবে আমরা সে চিন্তা করব।

রাতে দ্রুত ঘুমাবেন। রাতকে দেয়া হয়েছে বিশ্রামের জন্য। "আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ ও নিদ্রাকে আরামপ্রদ করেছেন এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়।" (সূরা ফুরকান: আয়াত ৪৭) আর আমরা রাতে সজাগ থাকি, দিনে ঘুমাই। ফজরের পরে ঘুমাই। এ কারনে আমাদের মন মেজাজ, শরীর খারাপ থাকে। সুন্নাতের খেলাফ কাজ করলে কখনোই বরকত পাওয়া যাবে না। সুন্নতের মধ্যে এত বরকত রহমত আছে সুবহানাল্লাহ। যে আমল করার তৌফিক পাচ্ছে একমাত্র সেই বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ। যে সুন্নাহ পালন করতে পারছে না তার সুস্থতার নিয়ামত নেই, কোন কাজেই বরকত রহমত নেই। ছোট ছোট আমল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব, আমল গুলো করব এবং সেগুলো নিয়মিত করব। এতদিন ধরে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, আমল করা শুরু করে দেন তাহলে আপনার রামাদান এবার খুবই সুন্দর পার হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছে দিন ও রামাদানের হক আদায় করার তৌফিক দিন। আমিন।

আল্লাহু আকবর কাবিরা। এভাবেই আমরা একটা পরিবারকে চক্ষুশীতল কারী করে তৈরি করব। আগে নিজেকে। আল্লাহর কাছে বারবার প্রশ্ন করব, আল্লাহ, আমি কি চক্ষুশীতল কারী? নিজে ঠিক না হলে কখনোই আমি দুনিয়া ঠিক করতে পারব না। আমি নিজে যদি ঠিক হয়ে যাই, আমার বংশ খান্দান যতদূর পর্যন্ত যাবে ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। সূরা কাহফ আয়াত ৮২ তে একটা ঘটনা আছে। বাচ্চাদের বাবা সৎকর্মশীল ছিলেন। বাচ্চারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তাদের কাছে তাদের সম্পদ পৌঁছে যাবে। আমাদেরও রিযিকের প্রয়োজন, নিজেদের জন্য নিজেদের বংশধরদের জন্যও। আজকে আমি যদি আমার নিজের জায়গা ঠিক করে যাই, পরবর্তীতে যারা আসবে তারা যদি আমাকে না দেখে তারপরও তারা সেই রহমত বরকত প্রাপ্ত হবে। ঠিক যেমন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমরা দেখি নি কিন্তু তাঁর প্রতিটা দুরুদের বরকত, প্রতিটা কাজের বরকত কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটা মুমিন বান্দা পেয়ে যাবে। এভাবেই আমরা আমাদের ঘরগুলোকে গড়ে তুলব।

৭) দুনিয়াতে যে রত্নগর্ভা বলে জানি না এই রত্নগর্ভা কারা। ছেলে মেয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে বলেই রত্নগর্ভা হয়ে গেলাম? এত সহজ না। আমাদের ঘরগুলো হতে হবে একেকটা জান্নাতি ঘর। একেকটা ঘর দেখে যেন ঈর্ষান্বিত হতে হয়। একে অপরের সাথে জান্নাতের জন্য প্রতিযোগীতা করি। আমি যেন প্রতিযোগীতায় হেরে না যাই। এই প্রতিযোগীতা অদৃশ্য জগতের প্রতিযোগীতা। আমার আগে যে রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠতে পারে সে তো আমার থেকে এগিয়ে গেলো। এই বান্দা আমি না কেন? আমি যদি প্রতিটা নামাজের জন্য আউয়াল ওয়াক্তে উপস্থিত থাকতে পারি তাহলে আপনি কেন পারবেন না? আমি যদি ঘরে থেকে ইলম অর্জনের পথে থাকতে পারি তাহলে আপনার কেন রাস্তায় বের হতে হচ্ছে? আল্লাহু আকবার! সকল বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে কল্যানকর ভাবে সহজ করে চেয়ে নেই। দেখবেন দুনিয়া কত সুন্দর।

পুরুষরা ঘরে ফিরে কেন খিটমিট করতে থাকে? কারন তারা বাইরে থেকে নারী দেখে আসে। তারা নিজেদের নজর হেফাজত করতে পারছে না। পুরুষদের জন্য নারী সবচেয়ে বড় ফিতনা। যে পুরুষ তাকওয়ার বিষয় বুঝতে পারে, মেনে চলার চেষ্টা করে তার জন্য পর্দানশীল নারী সবচেয়ে বড় ফিতনা। কারন বেপর্দা নারীর দিকে তো তাকানো যাবে না সেটা সে জানে। কিন্তু পর্দানশীল নারী? সে নিজের নজর হেফাজত করতে পারে না। এজন্য ঘরে ফিরে তার মেজাজ খারাপ থাকে। তার মন মস্তিষ্ক সব বিক্ষিপ্ত থাকে। একজন পুরুষ এসব চিন্তা ভাবনা দমন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে। এসব বিষয় গুলো বুঝতে চেষ্টা করব। ঘরের পুরুষদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করব। রহমতের দরজা আল্লাহর কাছে দুআ করে খুলে নিবো।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১৪: পরিশুদ্ধ অন্তর

১) একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই আমরা এখানে এসেছি। এত ধরনের এত ব্যস্ততা এত পরীক্ষার মধ্যে থেকেও আল্লাহ পাক আমাদের এখানে যে উপস্থিত হওয়ার দেন আলহামদুলিল্লাহ, এটা যে আল্লাহর কত বড় নিয়ামত। আল্লাহু আকবর! প্রতিটা কাজ, কথাকে আল্লাহ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কবুল করে নেন। যারা যেখানে যে পেরেশানির মধ্যে দিন পার করছি তাদের পেরেশানি গুলো কে আল্লাহ পাক যেন রহমতে পরিপূর্ণ করে দেন। এ পেরেশানির মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদের যেন ঈমান শিক্ষা দেন, ঈমানকে মজবুত করে দেন। এই পেরেশানি গুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা গুলো যেন আমাদের দুআ কবুলের গল্প হয়, এই পেরেশানির ঘটনাগুলো থেকেই আমরা যেন ঈমান বুঝতে পারি, অন্যদের বুঝাতে পারি। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবর! আমল তো আমরা গোপন করতেই চাইবো, কিন্তু ঈমানের পরীক্ষা কি, কেন আল্লাহ পরীক্ষা নিচ্ছেন, আল্লাহ কি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এসব নিয়ে আমরা যেন চিন্তা ভাবনা করি। আমাদের আল্লাহ পাক শুধু বিপদ আপদের জন্যই দুনিয়ায় পাঠান নি। বরং অনেক বেশি সম্মান, রহমত, বরকতের একটা পরিবার গঠন, উম্মতের হাল ধরার জন্য, উম্মতের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সেই মেহনত আপনি আমি থেকেই আল্লাহ পাক কবুল করে নিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

২) জাহিলিয়াতের যুগে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে ইসলাম যেভাবে ছিল সেভাবেই যেন এখন ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি। দ্বীনে যাকে যখন থেকেই আল্লাহ পাক ফেরার তৌফিক দিয়েছেন সবার বয়স, পরিস্থিতি এক হবে না স্বাভাবিক। যে যেখান থেকেই ঈমানকে চিনতে পেরেছি, যার যার জায়গা থেকেই আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবো, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকবো। আল্লাহ পাক যে এই পদ্ধতি গুলো শিক্ষা দিচ্ছেন, দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলোর জন্য শুকরিয়া আদায় করব। আমার দ্বীনের পথে ফেরার পর কখনোই মনে হয় নি যে কেন আরো আগে হিদায়াত হলো না। গুনাহের কথা চিন্তা করে কষ্ট লাগে। আমি তো গুনাহগার হিসেবে দুনিয়ায় আসি নি। এত এত গুনাহ কেন হলো আমার দ্বারা। এই গুনাহের যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়। এই গুনাহ আমি পর্যন্তই যেন শেষ হয়ে যায়। এই গুনাহের প্রাদুর্ভাব আমি, আমার পরিবার পরিজন, বংশধর, আমার নাগালের মধ্যে, উম্মতের মধ্যে আর যেন না থাকে। এই থাকবে আমার দুআ। দ্বীনে ফেরার বয়স যদি এমন হয় যে আমি একজন বৃদ্ধ, আমার দুআ কি কবুল হবে? অবশ্যই কবুল হবে। এ বিয়ের আগে কেন হিদায়াত হলো না, আরো আগে কেন হলো না ইত্যাদি এসব চিন্তা করে হতাশ হবো না, সময় নষ্ট করব না।এসব চিন্তার মাধ্যমে আমাকে যেন শয়তান পেয়ে না বসে। এসব চিন্তা করে বরং তওবা ইস্তিগফার বাড়িয়ে দিবো। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে চাইতে আল্লাহর আরো নৈকট্যশীল বান্দা হতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

শয়তান সবসময়ই আমাদের পিছনে মেহনত করে যাচ্ছে। এজন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে শয়তান কোন বিষয় নিয়ে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে, হতাশ করে দিচ্ছে। আমি হতাশাগ্রস্ত বান্দা না। আমার জীবনে হতাশা বলে কিছু নেই। আমার জীবনে এখন শুধু আল্লাহ প্রদত্ত নূর আর নূর। এই নূর কে প্রতিষ্ঠিত করা, আল্লাহর জন্যই ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া এবং নিজেকে আমৃত্যু টিকিয়ে রাখা। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন। ইনশাআল্লাহ, বিইজনিল্লাহ, ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ অর্থ "যদি আল্লাহ চান" বা "আল্লাহর ইচ্ছায়"। বিইজনিল্লাহ এর অর্থ "আল্লাহর অনুমতিতে"। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ এর অর্থ "আমার সাফল্য আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত নয়"। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তৌফিক দান করুন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়ার পরপরই আমাদের দায়িত্ব হলো উম্মতের সবার জন্য দুআ করা। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে এই নূর দিয়ে দিন, প্রত্যেক উস্তাদ উস্তাযা, আলেম উলামা, উম্মতের সবাইকে আপনি এই নিয়ামত দান করুন। এই দুআর কারনে আপনার সফর আরো বরকতময় হবে ইনশাআল্লাহ। দুআ হলো ইবাদতের মগজ। যার দুআ যত সুন্দর তার জীবন তত সুন্দর। আল্লাহু আকবার! দুআর মাধ্যমেই জীবনকে সহজ করে নিতে হবে। একমাত্র আল্লাহ পাক আমার সাহায্যকারী। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আমি কারো মুখাপেক্ষী না। দুআর দ্বারা আমার সব অসম্ভব পথ আল্লাহর কাছ থেকে খুলে নিতে হবে। যেসব বিষয় আমি অসম্ভব মনে করে যাচ্ছিলাম যে এই কাজের জন্য এই নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় ইত্যাদি। এসব বলতে কিছুই নেই যদি আপনি আল্লাহর সাথে সেই ধরনের একটা সম্পর্ক তৈরি করে নিতে পারেন। আল্লাহ পাক দুনিয়ার যেকোন নিয়মের বাইরেও যেকোন কিছু ঘটিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহু আকবার! এই বিশ্বাস আমাদের থাকতে হবে। আল্লাহর প্রতি সুধারনা রেখে দুআ করতে হবে। প্রতিটা বিষয়ে যেখানে আমাদের মনে হবে যে এখানে আর সম্ভব না ঠিক সেখানেই আমি দুআর কারনে আল্লাহর তরফ থেকে রহমতের বর্ষন দেখতে পেলাম। আল্লাহু আকবার!

মুসিবত এর সাথে রহমতের দরজাও আল্লাহ পাক খুলে দেন। কখনো কখনো সাথে সাথেই রহমতের দরজা খুলে দেন, কখনো কখনো সবরের পরীক্ষা নেন। তিনি দেখতে চান বান্দা যে কেমন আচরন করে, তার মধ্যে ইখলাস, নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ কতটুকু। আমার যত ধরনের কষ্ট, না বলতে পারা অস্বস্তিকর বিষয় আছে সেগুলোকে দুআতে রুপান্তর করে দিবো। অন্তরকে হালকা করে দিবো। ছোট বাচ্চা খেলতে গেলে পড়ে গিয়ে গায়ে ধুলাবালি লেগে গেলে আমরা কি করি? হাত দিয়ে ধুলাবালি গুলো ঝেড়ে দিয়ে বলি যে, কিছু হয় নি কিছু হয় নি। মুসিবতের বিষয় টা ঠিক এমন হবে। মুসিবতের প্রতি আমাদের মন মানসিকতা ঠিক এমনই থাকবে যে কিছুই হয় নি। আমি একদম সুস্থ শরীরে আছি আলহামদুলিল্লাহ, আমি স্বজ্ঞানে আছি তার মানে আমাকে আল্লাহ পাক কল্যানের জন্যই রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার দ্বারাই কল্যানকর বিষয় গুলো সহজ করে দিবেন। আমার মাধ্যমেই আল্লাহ পাক উম্মতকে তাকওয়ার শিক্ষা দিবেন। আমি যদি ঘরের মধ্যেই আদর্শ না হতে পারি, উম্মতের জন্য কিভাবে মেহনত করব?

৩) আজকে আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে বাচ্চাদের বিষয়ে কিছু কথা বলব ইনশাআল্লাহ। যেমন; আমি যদি আমার মেয়েকে বলি আমার জন্য একটু পানি নিয়ে এসো। তার আগে তাকে আমি সালাম দেই, জাযা দেই, দুআ করি সে যেন ভালমত কাজটা করতে পারে, তারপরে কাজের কথা বলি। এটা হলো যেকোন কাজ সফলভাবে করতে পারার মূলমন্ত্র। আল্লাহু আকবার! সকল বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন। হতে পারে বাচ্চাটা অসুস্থ। একজন মা হিসেবে আপনার কি ধরনের হিকমাহ হবে? হিকমাহর প্রয়োগ হবে বাচ্চার বয়স অনুযায়ী। নবজাতক বাচ্চার অসুস্থতা সামলানোর পদ্ধতি আর যে বাচ্চাগুলো মোটামুটি সব খাবার খেতে পারে ৬ মাস বয়সী বা তার বেশি তাদের অসুস্থতা সামলানোর পদ্ধতি একই ধরনের না। নবজাতকের জ্বর হলে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুছে দিতে হবে। জ্বর হলে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি দিয়ে ঠান্ডা করতে বলেছেন।

'আয়িশাহ্ ও রাফি' ইবনু খদীজ (রাঃ)হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

আমরা সুন্নাহ পদ্ধতি অনুসরণ না করে ওষুধ সেবন করি, বাচ্চাদেরও ওষুধ সেবন করাই, এন্টিবায়োটিক, সাপোজিটর ইত্যাদির দিকে ঝুঁকে পড়ি। আমি যখন বাচ্চাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতাম আমাকেও বলা হতো এত শরীর মুছে দেয়ার দরকার নেই। ওষুধ খেতে দিলেই হবে। বাচ্চাকে ওষুধ দিয়ে দিলেই আমি আরামে ঘুমাতে পারব, মাঝে মধ্যে উঠে একটু শরীর মুছে দিলেই হবে। একজন মা কখনোই রাতে আরামে ঘুমাতে পারবে সেই চিন্তা করে মা হতে পারে না। আল্লাহ পাক আমাকে একজন মায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন যার জন্য এত বেশি রহমত, বরকত, রিযিকের দরজা খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক আমাকে এমন এক সন্তান দান করবেন যে আমার কথার উপরে কথা বলতে পারবে না উচ্চস্বরে অর্থাৎ চক্ষু শীতলকারী সবকিছু দুনিয়াতেই দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের আশপাশ গুলো কেমন যেন মা বাবার সাথে সন্তানের কেমন যেন আদবহীন একটা সম্পর্ক। আগে হয়ত চিন্তা করতাম যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তারা এমন আচরন করে কিন্তু যাদের এত এত ডিগ্রি, সার্টিফিকেট তারা কেন মা বাবার সাথে এমন আচরন করে, ধমক দিয়ে ফেলে? বাবা মা এক সময় বাচ্চাদের সাথে কড়া আচরন করেছে, সন্তানরা বড় হওয়ার পরে বাবা মার সাথে রোগ বালাই বা যেকোন বিষয় নিয়ে চড়াও হয়ে যাচ্ছে। তারা যেমন করেছে সেগুলোই যেন তারা ফেরত পাচ্ছে তাদের নিজেদের হাতের কামাই হিসেবে। আল্লাহু আকবার! আল্লাহুম্মাগফিরলি।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত নারী সাহাবী উম্মে সালামা রা. কে বলেছিলেন- তোমাদের কেউ কি এতে খুশি নয় যে সে যখন স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকে, তখন (এই গর্ভকালীন) সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারারাত নফল ইবাদকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে। তার যখন প্রসব ব্যাথা শুরু হয়, তখন তার জন্য নয়ন শীতলকারী কি কি নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা

আসমান জমিনের কোনো অধিবাসীরাই জানে না! সে যখন সন্তান প্রসব করে, তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার পরিবর্তে একটি করে নেকি দেওয়া হয়! আর-এই সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (অসুখ ইত্যাদির কারণে বিরক্ত করে মাকে ঘুমাতে না দেয়) তাহলে সে আল্লাহর পথে ৭০ টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে। -বায়হাকি ৬৯০৮

৪) আমিও কি আমার জন্য এমন এক জীবন চাই যেখানে আমার সন্তানেরা যখন বড় হবে আমি যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবো তারা আমার সাথে খারাপ আচরন করবে? অথচ কুরআন হাদিস আমাদের এমন জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছে যেখানে সন্তান তার মা বাবার সাথে জোরে কথা পর্যন্ত বলবে না। যেখানে বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা আছে। অথচ আমরা সাধারনরা কি করে এসেছি সারাজীবন? মা বাবার সাথে জোরে কথা বলে, ধমকের স্বরে কথা বলে কষ্ট দিয়ে এসেছি। হয়ত কোন কল্যানকর বিষয় মা বাবাকে বলা হয়েছে কিন্তু ধমকের স্বরে। এমন দুরবস্থা আর কোন বান্দার জীবনে যেন না হয়। আমাদেরকে কুরআন হাদিসের মত করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে, সন্তানকেও সেই শিক্ষা দিতে হবে। আমার খেয়াল রাখতে হবে যে আমি আমার মা বাবা, শ্বশুর শ্বাশুড়ির সাথে কি আচরণ করে যাচ্ছি। তাদের আড়ালে তাদের নিয়ে কি কথা বার্তা বলে যাচ্ছি এসব বিষয় বাচ্চারা খুব ভাল করে লক্ষ্য করে। আপনি যদি সন্তানকে আদব আখলাকওয়ালা হিসেবে গড়ে তুলতে চান, আপনাকে আগে সেই আদব আখলাকওয়ালা হতে হবে। নিজের মধ্যে সেসব গুন আনতে হবে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমার শাশুড়ী যখন আমাদের বাসায় এসেছিলেন ওনার রুকইয়াহ বাসাতে করা হতো আলহামদুলিল্লাহ। হিজামা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় ওনার বোরকা পরিয়ে দেয়া, জুতা পরিয়ে দেয়ার মত কাজগুলো আমি, আমার স্বামী আল্লাহর জন্যই করতাম। আমার শাশুড়ি চলে যাওয়ার পরে আমার ছেলে আমার পায়ে জুতা পরানোর জন্য নিয়ে আসত। আমাকে বলত, আম্মু তুমি দাদীকে জুতা পরিয়ে দিয়েছো, বাবাও দাদীকে জুতা পরিয়ে দিয়েছে আমিও তোমাকে পরিয়ে দিবো। আল্লাহু আকবার কাবিরা!

আমি বুঝতেই পারি নি যে বাচ্চারা এত অনুকরণ প্রিয়। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার! আমি বুঝতেই পারি নি এটা আমার হাতের কামাই হয়ে যাবে। আমি বুঝাতে পারবনা এ কেমন অনুভূতি। আমার চোখে পানি চলে আসত, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যেত। আমি যখন কোন জরুরতের কারনে ঘর থেকে বের হতে যেতাম তখন আমার সন্তান সবকিছু গুছিয়ে দিত। বাচ্চারা আমার প্রতিটা বিষয় অনুকরণ করে। কতইনা ভাগ্যবান সেই মা বাবা যাদেরকে আল্লাহ পাক কুরআন হাদিস অনুযায়ী তাকওয়ার আলোকে পরিবার গঠনের তৌফিক দিচ্ছে। আমাদেরকে এমন একটা ঘর গড়ে তুলতে হবে যেখানে আমাদের সন্তানদের চোখ, কান যেন কখনোই কোন তাকওয়া বিবর্জিত কর্মকান্ডের সাক্ষ্য না দিতে পারে। আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি। ফেরেশতারা যেন আমার গুনাহ লেখার সুযোগই না পান। আমার বাচ্চারা কখনোই বলতে পারবে না যে আমার মা ঘরে একা থাকলে নানার বাড়ি, দাদার বাড়ি বা অন্য কারো সম্পর্কে কোন কটু কথা বলে। সন্তানেরা যেন এমন এক চরিত্র দেখতে পায় যেখানে সবাই শুধু সবার জন্য দুআ করে।

৫)সন্তানেরা আত্নীয়স্বজন বা পরিচিত কারো মধ্যকার কোন খারাপ বিষয় থাকলে সেটাও ধরে ফেলবে। প্রশ্ন করে বসবে, চাচা তো বাবার সাথে জোরে কথা বলেছে, বা মামী তো মার সাথে এমন কথা বলেছে ইত্যাদি। তখন বিষয় গুলোকে হিকমাহর সাথে বুঝিয়ে দেয়া যে অমুক তো আসলে বুঝতে পারে নি। ভুল হয়ে গিয়েছে। ইত্যাদি কিন্তু এমন কোন কিছু নিজেদের কথায় বা আচরনে কখনোই প্রকাশ করা যাবে না যার দ্বারা সন্তানেরা এটা বুঝতে পারবে যে অমুক তো খারাপ, ষড়যন্ত্রকারী ইত্যাদি। একজন মাকে সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতে হবে, সন্তানের তরবিয়ত এর মধ্যে যেন খারাপ বিষয় গুলো না আসে। সন্তান যেন দুনিয়াতে শয়তান ছাড়া, কাফের গোষ্ঠী যারা মুসলমানদের ক্ষতি করে তাদের ছাড়া আর কাউকে কখনো ধিক্কার না দিতে পারে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে।

পরিবারের ছোট সদস্যরা একে অপরের আড়ালে কটাক্ষ করা শিখে যায়। আমি আমার নিজের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছি আমার মা যাদের পক্ষে থাকতেন আমিও তাদের পক্ষেই থাকতাম। মা যদি কোন খেলায় কোন দলকে সমর্থন করতেন আমিও সেটাই করতাম। কেন সেটা জানি না। পরবর্তীতে আল্লাহ পাক আমাকে যখন চিন্তা ভাবনা করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি বুঝতে পারলাম যে আমার প্রতিটা পছন্দ অপছন্দ আমার মা'র উপর নির্ভরশীল, মায়ের দ্বারা প্রভাবিত। মা যা করবেন, আমিও সেটাই করব। ওনি যা খাবেন আমিও সেটাই খাবো, মা যা পছন্দ করেন, অপছন্দ করেন আমিও সেটাই করি। আমি যে একজন মা, বাচ্চারা আমাকে যে কি পরিমান অনুকরণ করে সেটা আমি আমার জীবনের এত সময় পর এসে বুঝতে পারলাম, আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। একজন সন্তান যখন দুনিয়ায় আসে তখন তার বেশিরভাগ সময়ই কাটে মায়ের সাথে, মায়ের কোলে কোলে। সেই সন্তানের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে যার মধ্যে সম্পূর্ন মায়ের প্রভাবই থাকে। একজন মা সবকিছুর জন্য দায়ী। একজন সন্তান যাদের অপছন্দ করে বা পছন্দ করে, কার সাথে কিভাবে আচরন করে সবকিছুই মায়ের দ্বারা প্রভাবিত। আমিও কি এমন মা হতে চাই? আমার সন্তান ও তার অন্তরে একটা তালিকা তৈরি করে নিক যেখানে সে দাদা বাড়ির লোকজন দেখতে পারে না, নানা বাড়ির লোকজন দেখতে পারে না, এমনকি ঘরের খাদেমাকেও দেখতে পারে না। খাদেমা না আসলে আমি এমন মন্তব্য করে বসি যে, আজকে মেহমান আসবে এজন্য সে কাজে আসে নি ইচ্ছা করে। বাসায় মেহমান আসলে এটা খাদেমাকে বলা যাবে না। লুকিয়ে রাখতে হবে। যেন সে অনুপস্থিত থাকার সুযোগ না পায়। আমার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটা কথা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে।

৬) একবার এক বাসায় গিয়েছিলাম, সেখানে একটা বাচ্চা আমাদের বলল, আপনারা যে আসবেন আমরা খাদেমাকে বলি নি, বললে আজকে সে আর কাজে আসবে না। বাচ্চার বয়স মাত্র ৩ বছর। আস্তাগফিরুল্লাহ, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এত ছোট বাচ্চা এই চিন্তা ভাবনা করার শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছে? স্পষ্ট গীবত করা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শয়তানের চাল এগুলো আমরা বুঝতেই পারি না। অন্তরে যদি এমন কোন বিষয় আসেও আমরা দুআ করব। আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই তার কোন সমস্যা ছিল সে এজন্য হয়ত আসতে পারে নি। আমি কখনোই আমার সন্তানের সামনে কারো সম্পর্কে এসব কথা বলি না যে অমুক আত্নীয় সম্পদ

নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে, অমুক যাদু করেছে, অমুক কুটিল ইত্যাদি। কখনোই বলি না। আমি যা বলার একমাত্র দুআতেই বলি। কখনো যদি আচরণের ভুলগুলো বাচ্চাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায় যেমন, বাবা চাচারা একে অপরের সাথে জোরে কথা বলে ফেলেছে, আমি কখনো কারো সাথে জোরে কথা বলেছি বা কেউ আমার সাথে এমন করেছে আমি সাথে সাথেই মাফ চেয়ে নেই। বাচ্চাদের কাছেও মাফ চাই। বুঝাই যে এটা একটা ভুল কাজ ছিল, আমাদের এটা করা উচিত হয়নি। ওনারা কেউ খারাপ না, শয়তান আমাদের মধ্যে চলে এসেছে। প্রত্যেকেই ভাল, আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা। শয়তান আমাদের মধ্যে চলে এসেছে। তুমি আমাদের কাউকেই খারাপ বলার সুযোগ নেই। আমার মুখ থেকে ভুল বের হয়ে গেলে আমি মাফ চেয়ে নেই। আমি আমার বাচ্চাদের বলি, তোমরা তাদেরকে খারাপ ভেবো না। আমি মারা যাওয়ার পরে তোমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করো, হাদিয়া দিও, তোমাদের চাচা ফুফুর খবর নিবে। এসব শিখানোর দায়িত্ব একজন মায়ের। একজন মা সন্তানের অন্তরের কল্যানকর বিষয়ের বীজ বপন করে দিয়ে যাবে।

৭) অনেক সময় বাচ্চা এসে বলতে পারে অমুক বন্ধু ভালো না, নিজের খেলনা লুকিয়ে রাখে আর আমার টা দিয়ে খেলে। আল্লাহ পাক এমন পরিস্থিতিতে আমাকে এভাবে বলার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ, তুমি তোমার খেলনা গুলো নিয়ে চলে যাও, তোমার গুলো দিয়েই খেলো একসাথে। বাচ্চারা অনেক সময় বিষয় গুলো বুঝতে পারে না। খেলতে গেলে তো খেলনা নষ্ট হতে পারে ইত্যাদি। বাচ্চা বুঝতে পারুক বা না পারুক আপনি একজন মা হিসেবে তাকে কুরআন, হাদিসের শিক্ষা দিয়ে যান।

আনাস **(**রাঃ**)** থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে**,** আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন**,‘**তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তোমার জন্য যা পছন্দ করো তোমার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করবে।**”[**সহিহ আল বুখারি**]**

বাচ্চার অন্তরটাকে স্বচ্ছ পবিত্র রাখতে হলে একজন মাকে মেহনতী হতে হবে। বাচ্চাকে বুঝাতে হবে যে, তুমি তোমার নতুন খেলনা গাড়িটা পছন্দ করো, সেটা তোমার বন্ধুকে সাথে নিয়ে খেলো। এটা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। এরপরে সেটা যদি ভেঙে যায়, তুমি পেরেশান হয়ো না। আল্লাহ পাক উত্তম ব্যবস্থা করে দিবেন। দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হবে। আমরা কবরে চলে যাবো। তোমার খেলনাটাও একদিন ভেঙে যাবে। তুমি এগুলো নিয়ে মন খারাপ করো না, ঝগড়া করো না। আল্লাহ পাক আমাকে সবসময় এসব বিষয় বাচ্চাদের বলার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি যেন অন্তর আকৃষ্ট না হয়ে যায়। যদি অন্য কোন কিছু সেই প্রিয় জায়গা দখল করে নেয় সেটা নিয়ে ঈমানের পরীক্ষা হবে। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই এ শিক্ষা দিতে হবে। সন্তান মা বাবাকে কেন ভালবাসবে, এই শিক্ষাও আমাকে দিতে হবে। কোন কারনে যদি বাবা মার আচরনের ভুল বাচ্চার সামনে ধরা পড়ে তাহলে কি করব? যেমন বাচ্চা বলল, মা তুমি তো ঠিক বলেছো। বাবা ভুল বলেছে। আমি এমন পরিস্থিতিতে লজ্জায় পড়ে যাই। সে তার বাবাকে ভুল কেন বলল। আমি বরং বলি, শয়তান তার বাবাকে ভুল

কিভাবে বলতে উদ্বুদ্ধ করে ফেলল। ভুল বিষয় টা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। ব্যক্তিকে নিয়ে না। বাচ্চা যেন গীবত করা না শিখে। বাচ্চা যদি যেকোন ব্যক্তিকে নিয়ে গীবত করে সেটার জন্য বাচ্চার মা দায়ী। এই বাচ্চা যত বড়ই হোক, যেখানেই যাবে দোষ ধরতেই থাকবে।

৮) আমার প্রতিবেশীদের একটা ঘটনা বলি। এক প্রতিবেশী বিড়াল পালেন। অপরজন বিড়াল পালেন না। পানির গ্যালন গুলো সবারই বাইরে থাকে। যার বিড়াল আছে তার বিড়াল গুলো অপরজন যার বিড়াল নেই তার বাসার সামনে, পানির গ্যালের সামনে এদিক সেদিক মলমূত্রে ত্যাগ করে রাখে। এসব নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ। সে প্রতিবেশি এটাও বলে বসল যে তারা(আমি) ও তো বিড়াল পালে, তাদের বিড়াল তো কখনো এমন করো কি। আল্লাহ পাক এখানেও আমাকে সম্মানিত করলেন, আল্লাহু আকবার! তাদের বিবাদ হতে হতে মিমাংসার জন্য বাসার কেয়ারটেকার এর কাছে গেলো যিনি গাছ পালার যত্নও করেন, বাসাগুলোর দেখাশোনাও করেন। দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের এমন আচরন কি মানায়? ছোট বাচ্চা হলেও না হলে বুঝানো যায়। বাচ্চাদের এজন্যই ছোট বেলা থেকেই নালিশ করার অভ্যাস দমন করা শিখাতে হবে। এসব অভ্যাস বড় হলেও রয়ে যায়।

আমার বাসায় নিজের বাচ্চা হোক, অন্যের বাচ্চা হোক নালিশ নিয়ে আসা বন্ধ। এমনিতে আসবে কোন সমস্যা নেই। অন্য কারো বাচ্চা নালিশ নিয়ে আসলে সরাসরি নিষেধ করি না, তার কথা শুনি। হিদায়াত এর দুআ করে দেই, তারপর বলি যে আচ্ছা আমি বিষয় টা দেখব। কিন্তু আমার নিজের সন্তানের নালিশ নিয়ে আসার কোন অনুমতি নেই। আমি তাদের বলেছি, যেভাবে পারো নিজের সমস্যা সমাধান করো, না হয় চুপ থাকো এবং দুআ করো। সবাই একসাথে মিলে খেলতে গিয়েছো, সেখানে সবাই তোমাকে বুঝতে পারবে না। তোমাকে বরং তাদের বুঝে চলতে হবে। বাচ্চারা আস্তে আস্তে আমাদের কোল ছাড়া হবে। তারা যদি ঘর থেকেই এই শিক্ষা না পায় তারা কোথাও টিকতে পারবে না। আল্লাহু আকবার। খেয়াল করে দেখুন এই এক প্রতিবেশির কারনে সবার মধ্যে একটা মুসিবত বয়ে যাচ্ছে। হিকমাহওয়ালা মানুষ হলে সবর করে নিজেই পরিষ্কার করে নিত। আমাদের মধ্যে সবর নেই। আমরা এজন্য দুআ করব, নিজের জন্য নিজের পরিবার পরিজন এর জন্য। যার বাচ্চা ছোট সে তার বাচ্চাকে এখন থেকে শিক্ষা দিবে।

অন্তর কি কাউকে দোষারোপ করে কিনা। সে সমস্যা দেখলেই যেন সমাধানের পথ বের করে নিতে পারে। ঘরের মধ্যে একাধিক বাচ্চা থাকলে অনেক সময় বাচ্চারা মিথ্যা বলে। সে কাজটা নিজে করেও বলবে যে কাজটা ও করেছে। এটাও বা কেন করে? এটা আমি বুঝতে পারতাম না। আমার বাচ্চারা কখনোই আমাকে বা তাদের বাবাকে মিথ্যা বলতে দেখে নি। ওরা মিথ্যা বলার কথা না। আমি তাদের কখনো বলিনি এটা করো না হলে ভুত আসবে, এটা ধরো না এর মধ্যে কারেন্ট আছে। আল্লাহ পাক আমাকে যে বিষয় শিখাচ্ছেন আমি সেগুলো আমার বাচ্চাদের বলি। এই জিনিস টা কুরআন নোট, এটা বা অন্য কোন কিছু অনুমতি নিয়ে ধরতে হয়। এ কাজটা করলে আল্লাহ খুশি হবেন না। বাচ্চা বুঝতে না পারলেও সত্যি কথাই বলি। সঠিক শিক্ষাই দিতে হবে। ভুত আসবে, কারেন্ট আছে, পুলিশ আসবে এসব মিথ্যা

কথা। একজন মিথ্যাবাদী মা একটা মিথ্যাবাদী প্রজন্ম জন্ম দিচ্ছে। এরমধ্যে কোন বরকত রহমত নেই। আল্লাহু আকবার! বাচ্চারা মিথ্যা কথা বলে তার একটা কারন বুঝতে পারলাম যে কোন ঘটনা ঘটার পরে আমি জিজ্ঞেস করতাম যে এটা ঘটল কিভাবে। বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করার কারনেই তারা মিথ্যা কথা বলে। বাচ্চা নিজে স্বীকার করার পরেও হয় তাকে বকা শুনতে হবে না হলে চোখ রাঙানি দেখতে হবে। আমি বাচ্চাদের সাথে এমন আচরন না করলেও তাদের বাবা যদি কখনো এমন করেন এসব কারনেও বাচ্চারা মনে করে বসে যে তারা তো একটা ভুল কাজ করে বসেছে। এজন্য নিজের কথা বলা যাবে না। অন্যের নাম বলে দিলে নিজে বেঁচে যাবে। বাচ্চারা এই যে বিষয়টা শিখে গেলো এটা কেন হলো? আমি বুঝতে পারলাম যে এটা আমার কারনেই হয়েছে। আমিই এর জন্য দায়ী।

আমার মেয়েকে আল্লাহ পাক ৮ বছর বয়সে বেকিং শেখার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। কাজ করার পর জিনিসপত্রের মুখের দিক খোলা থাকত, সেগুলো তখনও পরিপূর্ণ ঠিকঠাক মত করে উঠতে পারত না। ৯ বছর বয়সের মধ্যে আল্লাহ পাক বিষয় গুলো ঠিকঠাক মত করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। দেখা যেত এগুলো খোলা পেয়ে আমার ছেলেরা খেলা করত। আমি নামাজে, এসে দেখি এক গ্যালন তেল ঢেলে দিয়েছে ফ্লোরে। আমি যদি প্রশ্ন করি যে এসব কে করেছে, তখনই মিথ্যা বলার সুযোগ হবে। এজন্য আমি কোন প্রশ্ন করতাম না। আমি বলতাম, আসো সবাই মিলে এগুলো পরিষ্কার করে ফেলি। এধরণের ভুল হতেই পারে। আমার দ্বারাও এসব হতে পারত। সহজ ভাবে বিষয় গুলো বললে বাচ্চারাই হাত দিবে এসব পরিষ্কার করতে। আমার আর কষ্ট করতে হবে না। এই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে জানার কারনে, সেগুলোর উপর আমল করার কারনে আমাদের পরিবার গুলো, বাচ্চাগুলো একতাবদ্ধ হওয়া শিখবে। আল্লাহ পাক সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

৯) রুহ টা কোন বান্দার নামে গীবত করা শিখছে কিনা সেটা লক্ষ্য করা। নালিশ নিয়ে আসলে করনীয় কি? দুআ করে দেয়া। থাক, সে এটা বুঝতে পারে নি। নালিশের পক্ষে সাফাই গাওয়া যাবে না। একে অপরকে ডাকাডাকি করা এসব ভুল। বরং আমি আমার বাচ্চাকে থামিয়ে দিয়ে দুআ করতে পারি। ও এই ভুল করে ফেলেছে, শয়তান ওর দ্বারা এই ভুল করিয়ে ফেলেছে। তুমি এই ভুল করো না। আমরা ক্ষমা করার নীতি অবলম্বন করব।

"উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়**,** যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত**,** সহনশীল।**" (**সূরা বাকারাহ**:** আয়াত ২৬৩**)**

কুরআনে বারবার বলা হয়েছে ক্ষমার বিষয়ে। ক্ষমা করার বৈশিষ্ট্য যেন বাচ্চার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই থাকে। ছোট বিষয়ে ছাড় না দিতে পারলে বড় বড় বিষয়ে সে কোনদিনও ছাড় দিতে পারবে না। এই যে প্রতিবেশিদের একটা ঘটনা বলা হলো। এমন অনেক কিছু ঘটতে থাকে। প্রতিবেশিদের নিয়ে কোন ধরনের ঝামেলা কারো নেই এটা হতেও পারে না। ঝামেলা হয় দেখে আমরা একে অপরের খোঁজ খবরও নিতে চাইনা। প্রতিবেশির যে কি কি

হক আছে সেসব নিয়ে আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইনশাআল্লাহ আরো একদিন আলোচনা হবে।

১০) ওষুধ না খেলে রোগ সারতে অনেক সময় লাগে। সেক্ষেত্রে ওষুধ খেয়ে দ্রুত সুস্থ হতে চাওয়া কি দোষের? আমি বিষয়টাকে এভাবে দেখি না। আমাকে আল্লাহ পাক বুঝতে পারার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ যে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে শিফা আছে। আমি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই সুস্থতা চাই। আমি কোন ওষুধ দিবো না। আমি দেখতে চাই কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ হয় কিনা। আমি এটাকে চ্যালেন্জ হিসেবে নিয়েছি। আমাকে আল্লাহ পাক সবসময় কুরআন তিলাওয়াত এর সাথে থাকার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। কুরআনের মাধ্যমে ঈমান মজবুত হয়। নিয়মিত রুকইয়াহ করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু ওষুধের দ্বারা এটা হয়না। আগে যখন পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হতো ওষুধ বের করে দিতাম। আর এখন আমি রুকইয়াহ করে দিচ্ছি, হাত দিয়ে মালিশ করে দিচ্ছি অলিভ অয়েল দিয়ে। আপনি নিজেই চিন্তা করুন কে বেশি চক্ষুশীতল কারী? আপনি না আমি? আপনি আপনার স্বামীর মাথা ব্যাথা হয়েছে ওষুধ দিয়েছেন খেতে, আর আমি আমার স্বামীকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে রুকইয়াহ করা, অলিভ ওয়েল দিয়ে মালিশ করে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনি নিজেই বুঝতে চেষ্টা করুন। কোন স্ত্রী বেশি চক্ষুশীতলকারী? কোন মা বেশি চক্ষুশীতলকারী? যে মা সন্তানের অসুস্থতায় ওষুধ দিয়ে ঘুমাচ্ছে নাকি সেই মা যে সারারাত রুকইয়াহ করে দিয়েছে, কুরআন তিলাওয়াত করেছে, কালিজিরা মধু খাইয়েছে, রুকইয়াহ করা অলিভ অয়েল মালিশ করে দিচ্ছে ইত্যাদি। কার পায়ের নিচে জান্নাত হবে? প্রশ্ন রেখে গেলাম। চিন্তা ভাবনা করব ইনশাআল্লাহ।

১১) বাচ্চার ঠান্ডা কাশির জন্য করনীয় কি? কুসুম গরম পানিতে রুকইয়াহ করে খাওয়াতে হবে। যদি আপনার বাচ্চা মাত্র হাঁটা শিখেছে, নিজে খেতে পারে এমন হয়। তাহলে কুসুম গরম পানিতে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে সবসময় খাওয়াবেন। যখনই যে পানি দিবেন সেটা যেন কুসুম গরম পানি হয়। অসুস্থ হলেই দু রাকাত নামাজ পড়বেন, দুআ করবেন। সব খাবার পানি সবসময় রুকইয়াহ করে দিতে হবে। বাচ্চা যদি বড় হয় তাহলে নেবুলাইজ করতে না দিয়ে কুসুম গরম পানি, লবন দিয়ে গড়গড়া করতে দিবেন রুকইয়াহ করে। নিজে নিজে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়া। বাচ্চার যদি পড়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে আপনি পড়বেন তাকে সাথে নিয়ে। সে না করলে, আপনিই রুকইয়াহর জন্য পড়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। কালিজিরা মধু ৪/৬ ঘন্টা পরপর দিন। হাতের তালুতে ১ ফোঁটা মধু, বিজোড় সংখ্যক কালিজিরা দিন। যেভাবে এন্টিবায়োটিক খাওয়াতেন সেভাবেই। কালিজিরা মধুতে শিফা আছে।

আমার বাচ্চারা অসুস্থ হলে নিজেরা এসব চেয়েই নেয়। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। শুরুতে তাদের অভ্যস্ততা ছিলনা। আমি ওদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য নিজেই নিজের হাতের তালুতে নিয়ে মধু কালিজিরা চেটে খেতাম, আর বলতাম কি মজা, তোমরা কি খেয়ে দেখতে চাও? রোগ বালাই কোন কিছু ছিল না, শুধুমাত্র তাদের অভ্যস্ত

করার জন্য এটা করতাম। গরম পানি নিজেরাই সামান্য গরম করে দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়ে খেয়ে নেয় আলহামদুলিল্লাহ। জ্বর বেশি হলে ওযু করে আসে। আমি জলপট্টি দিচ্ছি, আর সে নিজে গিয়ে একটু পরপর ওযু করে আসে। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। এ হচ্ছে আমার বাসায় রোগ বালাই নিরাময়ের পদ্ধতি। ১০+ বয়স বাচ্চাদের জন্য এ পদ্ধতি। ছোট বাচ্চাদের জন্য মা'য়ের একটু বেশি মেহনত করতে হয়, সময় দিতে হয়। খাবার দাবারের বিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি নেই। কালিজিরা মধু যদি না খেতে চায় তাহলে আল্লাহর কাছে দুআ করে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ আপনি সহজ করে দিন।

১২) ঠান্ডা সর্দিতে রুকইয়াহ করা সরিষার তেল ব্যবহার করা। নবজাতক বাচ্চার যদি সর্দি হয়, বাচ্চা ঘুমিয়ে গেলে নাকের নিচে সরিষার তেল দিয়ে দেয়া। বাচ্চার নাকের সর্দি নিজে নিজেই বের হয়ে আসবে। এর মধ্যেই আল্লাহ পাক শিফা রেখেছেন। বাচ্চার বয়স অনুযায়ী হিকমাহ অবলম্বন করুন। আল্লাহর কাছে এজন্য দুআ করুন। বাচ্চাদের মাথার তালুতে রুকইয়াহ করা সরিষার তেল দিয়ে ঘুমাতে পাঠান। যার বাসায় সরিষার তেল নেই, সে শুধুমাত্র দুআ, রুকইয়াহ করবেন। সেটাই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। দুআ দুরূদ পড়ে খাবার খেতে দেয়া। খেলে খাবে, না খেলে কোন সমস্যা নেই। খাবার না খেলে মানুষ মারা যায় না, বরং উত্তম আচরণ না দেখলে মানুষ অন্তরে কষ্ট পায়। আমি আমার নিজের জীবনে এসব দেখেছি। রোগবালাই হলেই চেপে ধরে ওষুধ খাওয়ায়। এগুলো আমার খুব কষ্ট লাগত। বাচ্চা যদি হাত পা মুছে দিতে আপত্তি করে সেটারও প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কপালে,মুখে বারবার জলপট্টি দিতে থাকুন পানি পরিবর্তন করে করে। পানীয় যেমন কমলার রস যদি সম্ভব হয়, মাল্টা এসব দিতে চাইলে দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ রুকইয়াহ করে, দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়ে। আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার ঘরে কোন ঔষধ নেই। আমার ঘরে আল্লাহ পাকের কালাম, নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ, নামাজকে আউয়াল ওয়াক্তে পড়া, বেশি বেশি কুরআনের সাথে থাকা, কালিজিরা মধু, রুকইয়াহ আছে আলহামদুলিল্লাহ।

১৩) কেউ যদি মধু না খেতে পারে তাহলে করনীয় কি? তারপরও মধু খেতে হবে।

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের ডায়রিয়া হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করাল। সে আবার এসে বলল : আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনি তাঁকে তিনবার বললেন (অর্থাৎ- ডায়রিয়া ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কথা জানালো)। অতঃপর সে চতুর্থবার এসে অভিযোগ করল। এবারও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে বলল : আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি, কিন্তু তার ডায়রিয়া আরো বেড়ে গিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ (তাঁর কালামে) যা বলেছেন, তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা (অর্থাৎ- পেটে দূষিত কোন কিছু রয়েছে।) অতঃপর আবার তাকে মধু পান করাল

এবং সে আরোগ্য লাভ করল। (বুখারী ও মুসলিম) সহীহ : বুখারী ৫৭১৬, মুসলিম (২২১৭)-৯১, তিরমিযী ২০৮২, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ২৪৩, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৩৬৮৬, আহমাদ ১১১৬২, আবূ ইয়া'লা ১২৬১, মুসতাদরাক হাকিম ৮২২১, 'নাসায়ী'র কুবরা ৭৫৬১।

১৪) আমি বুঝে গিয়েছি—তাকওয়া অর্জন করে প্রবৃত্তি খপ্পর থেকে মুক্ত হতে না পারলে আখেরাতে সফল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য সবার আগে আমাকে যা করতে হবে তা হলো দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। এর প্রতি আসক্তিটাই হলো সকল রোগের মূল। এই মুক্তিটা শুধু মুখে বলে বা পরিকল্পনা করে লাভ করা সম্ভব নয়; বাস্তবে প্রয়োগ করে ধোঁকার এই দুনিয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, আখেরাতের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে এবং নিজের সবটুকু সাধ্য নিয়ে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কোনো অন্যথায় সম্পদ ও খ্যাতির মোহে নিজেকে ফেলে রেখে, নানাবিধ জীবন ব্যস্ততা ও সম্পর্কে জড়িয়ে থেকে কাঙ্খিত সেই জাহেদের জীবনলাভ করা স্বপ্নই থেকে যাবে শুধু। -ইমাম গাযালী রহ. [পথের শেষে : ১২৪-১২৫]

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১৫: বাচ্চা অবাধ্য নাকি আমি নিজে আল্লাহর অবাধ্য

১) একটি হাদিসই আমাদের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। আসুন একটু চিন্তা করি, জীবনের লক্ষ্য ঠিক করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, যার জীবনের চিন্তা (লক্ষ্য) হবে আখিরাত আল্লাহ্ তার অন্তরে স্বচ্ছলতা দিবেন। তার কর্মকাণ্ড গুছিয়ে দিবেন এবং দুনিয়া (নেয়ামত) অনুগত ও বাধ্য হয়ে তার নিকট আসবে। আর যার চিন্তা (লক্ষ্য) হবে দুনিয়া, আল্লাহ্ তার দুচোখের মাঝে দারিদ্র রেখে দিবেন, তার কর্মকাণ্ড বিক্ষিপ্ত করে দিবেন (ফলে সে অস্থিরতায় কাতরাবে) এবং দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই অর্জন করতে পারবে, যতটুকু তার জন্য পূর্ব নির্ধারিত। তিরমিযি: ২৪৬৫, সিলসিলা সহিহাহ: ৯৪৯-৯৫০; সহিহ।

২)বরকতময় মাসনুন দুআ

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল ‘আজ্যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুব্নি ওয়াল বুখ্লি, ওয়াল হারামি ওয়া ‘আযা-বিল ক্বাব্র। আল্লা- হুম্মা, আ-তি নাফ্সি তাক্বওয়া-হা-, ওয়া ঝাক্কিহা- আনতা খাইরু মান ঝাক্কা-হা-, আনতা ওয়ালিইউহা- ওয়া মাওলা-হা-। আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ‘উযু বিকা মিন্ ‘ইলমিন লা- ইয়ানফা’উ, ওয়ামিন ক্বলবিন্ লা- ইয়াখ্শা’উ ওয়ামিন নাফ্সিন লা-তাশ্বা’উ ওয়ামিন দা’অ্ওয়াতিন লা- উস্তাজা-বু লাহা-

হে আল্লাহ্, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অক্ষমতা থেকে, আলসেমি থেকে, কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, অতি-বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ্, আমার নফসকে আপনি তাক্বওয়া প্রদান করুন এবং আপন তাযকিয়া-পবিত্রতা দান করুন, নফসকে পবিত্রতা তাযকিয়া প্রদানে আপনিই সর্বোত্তম, আপনিই আমার নফসের অভিভাবক ও বন্ধু। হে আল্লাহ্, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান উপকারে লাগে না, এমন হৃদয় (ক্বলব) থেকে যে হৃদয় ভীত হয় না, এমন নফ্স থেকে যে নফ্স পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যে দোয়া কবুল হয় না। রেফারেন্সঃ মুসলিমঃ ২৭২২

৩) আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আল্লাহ পাক আমাদের আবারও একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক এত ঈমানের পরীক্ষার পরও এত নিয়ামতের মধ্যে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এত গুনাহগার বান্দাকেও আল্লাহ পাক কি পরিমান ভালবাসেন সেটা কি আমরা প্রত্যেকের জায়গা থেকে উপলব্ধি করতে পারছি কিনা। আল্লাহর সেই বিশেষ নজর, আল্লাহর যেই বিশেষ রহমতের দরজা যে আমার জন্য খুলে দেয়া হয়, প্রতিটা মুহূর্তে আল্লাহ পাকের ফেরেশতাদের বহরের অনুভুতি টের পাই, শয়তানের উপস্থিতির অনুভুতি

টের পাই এসব অনুভুতি আমাদের মধ্যে আসছে কিনা। এ অনুভূতি গুলো আমার মধ্যে আসছে কিনা এটা বুঝতে হবে। রহমতের ফেরেশতাদের দ্বারা ঘিরে থাকা, আর শয়তানের উপস্থিতি টের পাওয়ার বিষয় বুঝতে পারলে বাকী বিষয় গুলো বুঝতে পারা সহজ হয়। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দান করুন, যারা এ বিষয়ে জানার তৌফিক পাচ্ছেন তাদেরকে আরো বারাকাহ দান করুন। আমাদের ভাল কাজের নেকীগুলো যারা ঈমান নিয়ে কবরে চলে গিয়েছে তাদের কবরে পৌঁছে দিন। আমাদের মধ্যে যারা এখনো জীবিত কিন্তু হিদায়াত প্রাপ্ত না তাদেরকে আমাদের ভাল কাজ, দুআর বিনিময়ে আমাদেরকে বরকতময় করুন এবং তাদেরকেও মর্যাদাবান করুন হিদায়াত দিয়ে, তাকওয়ার নূর দিয়ে। আমাদের উস্তাদদের সময়, সম্পদ, তাদের সকল নিয়ামতে আল্লাহ পাক বারাকাহ দান করুন। আমিন ইয়া রব্বুল আলামীন।

৪) সম্পদ: এটি রিযিকের সর্বনিম্ন স্তর। সুস্থতা: এটি রিযিকের সর্বোচ্চ স্তর। ভালো সন্তান: এটি সর্বোত্তম রিযিক। আল্লাহর সন্তুষ্টি: এটি রিযিকের পূর্ণতা। ড. রাতিব আন নাবলুসি (হাফি)

আমি চিন্তা করতাম সব ভাল কাজেই তো সম্পদ প্রয়োজন। সম্পদ ছাড়া তো কিছুই সম্ভব হয়না। বাকী বিষয় গুলোও কিভাবে কি হয়। আমি বুঝতে পারছিলাম না। এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিলাম। আমি তো সব জায়গায় শুধু সম্পদই দেখতে পাচ্ছি। কিভাবে এটা সর্বনিম্ন স্তর হলো। সম্পদ না থাকার কারনেও তো আমি অসুস্থ। আমি একটা প্রয়োজনীয় কিতাব কিনতে চাই সেটা টাকার অভাবে কিনতে পারছি না, মা বাবা কে কিছু হাদিয়া দিতে চাই দিতে পারছি না ইত্যাদি কারনে আমার মন খারাপ। সবকিছু তো সম্পদের সাথে জড়িত দেখতে পাচ্ছি। দুআর কারনে আল্লাহ পাক আমাকে এমন সব অদ্ভুত জ্ঞান শিক্ষা দিলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। সে অদ্ভুত জ্ঞানের গভীরে যাওয়ার আগে আলামত স্বরুপ একটা বিষয় উল্লেখ করে যাই। বিগত বছরে আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কি ছিল?

আমার ঘরের পুরুষদের ফজর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত বাদ যায় নি, তাকবীরে উলার সাথে নামাজ বাদ যায়নি। আল্লাহু আকবার কাবিরা! এই নিয়ামতকে রিযিকের কোন স্তরে ফেলবেন আপনি? আল্লাহু আকবার! এর দ্বারাই আমার সুস্থতা, সম্পদ, সন্তান সকল কিছুর নিশ্চয়তা। বিগত বছরে আমি কোন পরপুরুষ অনলাইন, অফলাইনে দেখি নি। এ নিয়ামত আমার হাতের কামাই। আপনি বলতে পারেন ঘরের পুরুষরা নামাজে যায়না, সময়মত ঘুম থেকে উঠে না এতে আমার কি? এখানে আমার কোন দোষ নেই। আল্লাহু আকবার! কতই না সত্য আল্লাহর দ্বীন। আমরা কতই না নিকৃষ্ট। আল্লাহু আকবার। দ্বীনে ফেরার পরে আমি খেয়াল করে দেখতাম ৬ মাসে ১ বার হলেও আমার স্বামী সন্তানের আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ বাদ যাচ্ছে। আমি খুব কান্না করতাম এটা আমার কোন হাতের কামাই যার কারনে তাকবীরে উলার নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আপনি তৌফিকে না দিলে তো সম্ভব না। আমি কেন এটা পাচ্ছি না। আমি দুআই করতে থাকলাম। গত বছর আমি বাংলাদেশেও ছিলাম, এখানেও ছিলাম। বছর পার হওয়ার পর খেয়াল করে দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ

আমার স্বামী তাকবীরে উলার সাথে ফজরের নামাজ ১ দিনও বাদ দেন নি। তিনি কিন্তু মসজিদের ইমাম না। তারপরও ওনার তাকবীরে উলার সাথে নামাজ পড়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহু আকবার! এই নিয়ামত, সুস্থতা, তাকবীরে উলার সাথে নামাজ স্বামী স্ত্রী উভয়কেই আল্লাহ পাক কবুল করলেন এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক কি দিয়েছেন? প্রতিটা বিষয় আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। কোন বিষয়ের কমতি নেই।

আল্লাহ পাকের প্রতি সন্তুষ্ট গুজার বান্দা হওয়ার জন্য, নিজের কোন সমস্যা থাকলে সেগুলোকে মুখ থেকে উচ্চারণ না করার জন্য কতখানি আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে দৃঢ় করে দিলেন। কুরআন অর্থ সহ পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক আমার জ্ঞানে দিলেন যে কোন খারাপ কিছু হলে সেটা আমার হাতের কামাই, আমার কারনেই হয়। কোন আত্নীয় ফোন দিলো, কথা বলার সময় যদি জিজ্ঞেস করে যে আজকে তোমার গলার আওয়াজ এমন কেন আমার বলতেও লজ্জা লাগে। কারন অসুস্থ হলেও সেটা আমার গুনাহের কারনেই হয়েছে। ঘরে বাচ্চারা যদি কাশি দেয়, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে সেটা শোনাই যায় এগুলো প্রকাশ পেয়েই যায়। আমার এগুলো বলতে লজ্জা লাগে। আমি চিন্তা করি আমার কোন হাতের কামাই এর কারনে আমার সন্তানেরা অসুস্থ। আল্লাহু আকবার! এই সমস্যার কথা আরেকটা কান কেন শুনল? আমি আমার সমস্যার কথা যথাসম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করি। ফোন করতে গেলেও চেষ্টা করি অন্য রুমে গিয়ে কথা বলতে। কারো কানে যেন না যায় যে আমি কোন সমস্যায় আছি। আল্লাহু আকবার! আমার রব আর আমি এর মধ্যেই আমার সমস্যা গুলো প্রকাশিত হওয়া এবং ধামাচাপা দিতে পারা এটা যে কত বড় নিয়ামত। এটা যে কত সুকুনের হাসি। এটা কি যে প্রশান্তির, কোন ভাষায় প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না। বিপদ আপদ, মুসিবত কোন দিক দিয়ে আমাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারছে না। আল্লাহু আকবার কাবিরা! কেন বাধাগ্রস্ত করবে?

৫) একটা সময়ে আল্লাহ পাক আমাকে বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন যে আমার স্বামী আমাকে ভয় করেন, আমার সন্তান আমাকে ভয় করে তাহলে জ্বীন জাতি, শয়তান কি করে? তারাও ভয় করে। এই ভয় হলো আল্লাহকে ভয় পাওয়ার ভয়। যে আল্লাহকে যত ভয় করে, তাকে সৃষ্টিকুলের সবাই ভয় করে চলে।

এটা এমন ভয় না যে, আমি তার ভয়ে কাজটা করে দিচ্ছি। এটা শ্রদ্ধাজনিত ভয়। আমিও আমার স্বামীকে ভয় করি। যেদিন দেখি তার চেহারা কিছুটা ম্লান, কোন কষ্ট সে চাপিয়ে যাচ্ছে সেদিন আমার খুব খারাপ লাগতে থাকে। আজকে কি হলো তার, এমন কেন আচরন। আল্লাহু আকবার! এটা না যে আমি তার ভয়ে নিজেকে সংশোধন করে যাচ্ছি। এই ভয় হলো ঈমানী পরীক্ষার ভয়। এ ভয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ পাক আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে দেখাচ্ছেন যে আমার আশপাশের মানুষগুলো আমাকে ভয় করে চলছে। এটা কখন? যখন আমি আমার তরফ থেকে আল্লাহকে ভয় করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। পরিপূর্ণ ভাবে এখনো আমি পারছি না। শুধু চেষ্টা করার কারনেই আল্লাহ পাক আমাকে এতসব নিয়ামতপ্রাপ্ত

করেছেন আল্লাহু আকবার কাবিরা! তাহলে চিন্তা করে দেখুন আপনার আর আমার সাথে প্রতিযোগিতা কি পরিমান হচ্ছে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলমান। আল্লাহু আকবার কাবিরা! অথচ আপনি বেখবর।

আল্লাহ পাক আমাদের যখন কিয়ামতের মাঠে পরিচয় করিয়ে দিবেন, সকল পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে, নাম পরিচয় সব প্রকাশ হয়ে যাবে এ বিষয় গুলো চিন্তা ভাবনা করি। তাহলে আমার কেমন হওয়া উচিত, কতটা রহমত বরকতপূর্ন হওয়া উচিত যে কারনে অদৃশ্য জগতের সেই অদৃশ্য দুষ্ট শয়তান জ্বীনও আমাকে ভয় করে। আল্লাহু আকবার। কারন আমি তার উপস্থিতি টের পাই। সে কোন বিষয় নিয়ে ক্ষতি করতে চাচ্ছে সেগুলো আমি বুঝতে পারি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমাকে নানান ভাবে এগুলো বুঝিয়ে দেন। আমাকে এসব থেকে সতর্ক থাকার মত আমল করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রচন্ড শীতের রাতে লেপ বা কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রশান্তির ঘুম আমারও আছে কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে আমল করিয়ে নেন। একবার আমার সন্তানের অনেক জ্বর। ওকে জলপট্টি দেয়া হয়েছে, রুকইয়াহ, দুআ পড়ে দিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছি। রাত ২ টার সময় আমি টের পাচ্ছি কেউ যেন আমার পায়ের আঙুলে হাতের আঙুল বা নখ দিয়ে ডাক দিলে যেমন অনুভূতি ঠিক তেমনই। আমি ঘুম থেকে উঠে বসে পড়লাম। কি জিনিস এত ধারাল যা আমাকে খোঁচা দিচ্ছে। আমার পাশে আমি কারো হাত পা দেখতে পেলাম না। সুবহানাল্লাহ। বুঝতে পারলাম যে আমার রব আমাকে উঠতে বলে যাচ্ছেন। আমার উঠার দরকার, বাচ্চার যত্নের দরকার। আরামের ঘুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে রুকইয়াহ করতে বসে পড়লাম। প্রতিটা বিষয়ে আল্লাহ আমাকে এভাবে সাহায্য করেন। আমার ভিতরেও অলসতা, শয়তানের কুমন্ত্রণা চলে আসতে চায়। আমাকেও আরাম আয়েশ টানতে চায়। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে সেগুলো গ্রহন করতে দেন না। আমার মা সামনে থাকলে যেমন বলতেন যে তুমি এটা করো, ওটা করো না। ঠিক তেমনই। মা'র ও ক্লান্তি আছে, দুর্বলতা আছে। মা ও পারবে না আমার রবের মত করে কখনো ভালবাসতে। আল্লাহু আকবার! আমার রব আমাকে আমার মা'র চেয়েও ৭০ গুন বেশি ভালবাসেন। আমি আমার নিয়ামতের পূর্নতা, ঈমানের স্বাদ, বিপদ থেকে উত্তরনের উপায় ইত্যাদি এসব নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এসব বিষয় যদি আপনি আপনার জায়গা থেকে বুঝতে পারেন তাহলে আপনি এর চেয়েও বেশি হিকমাহ অবলম্বন করবেন, নিয়ামতপ্রাপ্ত হবেন। আমি তো আপনার জন্য বরকত রহমতের দুআ করেই দিচ্ছি। প্রতি মুহুর্তে আমার এই দুআই থাকে। কারন, আপনি আমার জায়গাটা কেমন সেটা জানেন না। কি পরিমান চক্ষুশীতলকারী এই জায়গা আমার জন্য তা আপনি জানেন না। যেমন আমার সন্তানের দিক থেকে বলেন, স্বামীর দিক থেকে বলেন। সবদিক থেকেই আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিকুম।

৬)আপনি বলেন, বাচ্চাটা দুষ্ট। আমি এটা বলি না। কারন বাচ্চা তো নিষ্পাপ। যে সিফাত নিয়ে আমার সন্তান দুনিয়ায় এসেছিল, আমি মা যার তাকওয়া নেই, সে কারনে আমার সন্তানের সব এলোমেলো হয়ে গেলো। এজন্য আমি দায়ী। আমার কারনে আমার বাচ্চা দুষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়েছে।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ জন্তুই জন্ম দিয়ে থাকে, এতে তোমরা কোন বাচ্চার কানকাটা দেখতে পাও কি? এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করলেনঃ "আল্লাহর ফিতরাত, যার উপর তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি রহস্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল প্রতিষ্ঠিত দীন।" (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০: ৩০)। (বুখারী, মুসলিম) সহীহ : বুখারী ১৩৫৮, মুসলিম ২৬৫৮, আহমাদ ৭১৮১, ইরওয়া ১২২০, সহীহ আল জামি' ৫৭৮৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১২৯।

৭) আমার আল্লাহ আমাকে একজন বান্দা হিসেবে কেমন দেখতে চান আর আমি আমার সন্তানকে কেমন দেখতে চাই। এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ পাক আমার কাছে বিষয় গুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার আল্লাহর কাছে তেমন প্রিয় বান্দা এখনো হতে পারি নি। আমি এত ভাল আশা করি সন্তানের কাছ থেকে। আল্লাহু আকবার। একটু পেয়ে গেলে আরো বেশি আশা করা শুরু করি। গতকাল এই কাজটা ভাল করে করেছে, আজকে কেন করলো না। সে তো এটা পারে কিন্তু করছে না। নিশ্চয়ই সে ইচ্ছে করেই করছে না। তার সম্পর্কে কু ধারনা করে ফেললাম। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যখনই পরিবারের কারো আচরনগত ক্রুটি পরিলক্ষিত হবে বিশেষ করে বাচ্চাদের সেখানে কোন না কোন কারন আছে। আমি যখন লক্ষ্য করলাম আমার বাচ্চা যখন হাঁটা শুরু করলো, ও তখন ভাঙচুর করে, চিৎকার করে কথা বলে আমি বুঝতে পারতাম না এসবের কারন কি।

একই বাচ্চা আল্লাহ পাক আমাকে যখন তাকওয়ার বিষয় বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখনই সে বিনয়ী হওয়া শুরু করলো। এই পরিবর্তন কখন আসলো? যখন আমি আমার সমস্যার কারনে চোখের পানি টপটপ করে ফেলা শুরু করলাম আল্লাহর কাছে তখন। আল্লাহু আকবার! বাচ্চাও এই সিফাতেরই অনুকরণ করে। কোন সমস্যা দেখলে চোখের পানি টপটপ করে ফেলা শুরু করে। তখন কি এই বাচ্চার প্রতি দয়া মায়া তৈরি হয়না? হিদায়াত এর বুঝ আসা, শেখা এর মধ্যে জীবস তো চলমান। জীবন থেমে নেই। এর মধ্যে আল্লাহ পাক যখন পরবর্তী সন্তান দান করলেন আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যে ভাঙচুর করা ইত্যাদি স্বভাব নেই। তাহলে আমি যে বলি বাচ্চা দুষ্ট, বাচ্চা আমার কথা শুনে না ইত্যাদি আমি কি আমার নিজের ব্যাপারে অভিযোগ মুক্ত? যারা বাচ্চার বিষয়ে অভিযোগ করতে থাকেন তাদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে আপনি কি আপনার ব্যাপারে অভিযোগ মুক্ত?

৮) প্রতিদিনের আমাদের কর্মকান্ডের ভিডিও যদি আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিতেন তাহলে কি হত। যেভাবে আমি বাচ্চাকে খেয়াল করি সেভাবে নিজেকে যদি খেয়াল করতাম তাহলে কতই না উত্তম হত। আল্লাহু আকবার! আমি বাচ্চার সাথে কুরআন সুন্নাহর আচরনের বাইরে

যেমন আচরন করি সেগুলো যদি আমার সাথে প্রয়োগ করা হয় আমার নামাজের হিসাব নিতে গিয়ে, আমার মাখরাজ এর জন্য, আমার পর্দার হিসাব নিতে গিয়ে তাহলে আপনি আমি কোথায় মিশে যেতাম? আল্লাহু আকবার! যাদের হিদায়াত পরে হয়েছে, আগের জীবনের গুনাহ গুলো কেমন ছিল সেগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করুন। এই পরিমান গুনাহ কি আমাদের বাচ্চারা করে? আল্লাহুম্মাগফিরলি, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কখনোই না। আমি যদি নিজেকে সংশোধন করে চলি, সেটাই আমার সন্তানের জন্য বার্তা স্বরূপ। আমাদের কাজ নিজেকে শুধরানো। আল্লাহু আকবার!

আমাদের লক্ষ্য হবে নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের রহমতের মধ্যে রাখতে পারা, রুহটাকে স্থির রাখতে পারা, আল্লাহ পাক যেন আমাদের রহমতের বর্ষনের মধ্যে রাখেন। এই বিষয়কে যদি আপনি লক্ষ্য নির্ধারন করতে পারেন আপনার জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি বাচ্চার বিষয় হয়, ও এটা ভেঙে ফেললে, নষ্ট করে ফেলল বা রিযিকের পেরেশানি, অসুস্থতার কোন আলামত ইত্যাদি যেকোন বিপদ যাই হোক আপনি আপনার রুহকে অস্থির করবেন না। সাথে সাথে দুআয় লেগে যান। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। আল্লাহ আমি যে ঈমানের পরীক্ষার আলামত পাচ্ছি আপনি আমার জন্য সহজ করুন। আগে মনে হতো চোখ লাফাচ্ছে মানে বিপদ হবে। এগুলো শিরক। সত্যিকার অর্থেই যদি বিপদের আলামত বুঝতে পারেন তাহলে সেটার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করুন। বেশি বেশি দুআ, নফল ইবাদত বাড়িয়ে দিন। নফল রোজা রাখুন, দান সাদাকা বাড়িয়ে দিন, নামাজে খুশু খুজু আনুন। আল্লাহ কোন বিপদ আসতে যাচ্ছে আমি জানি না, আপনি রহম করুন। আমার বিপদ যেন দুনিয়ার কোন চোখ কান টের না পায়। আপনি আমার বিপদ আসার আগেই কাটিয়ে দিন। আপনি উদ্ধার করুন। ঈমানের পরীক্ষার আগে আপনি একটু হলেও টের পাবেন। ফোন করে করে মা বাবা ইত্যাদি কারো সাথে বলার প্রয়োজন নেই। বিপদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক চাচ্ছেন বান্দা যেন আল্লাহর আরো নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে যায়। বান্দার আর আল্লাহর মধ্যে দুরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ পাক চাচ্ছেন বান্দা যেন আল্লাহর সাথে সেই দুরত্ব কমিয়ে নেয়। আল্লাহু আকবার!

৯) দেখা গেলো আমি স্বপ্নে রক্ত বা কিছু দেখেছি যা খারাপ ছিল। পরে জানতে পারলাম আমার কোন আত্নীয়র কোন দুর্ঘটনা হয়েছে। স্বপ্নটা দেখার পরই দুআ করেছি, আল্লাহ আপনি আমাকে এর অকল্যান থেকে হেফাজত করুন। আল্লাহু আকবার। আমাদের দুআ কত শক্তিশালী সেটা আমরা ধারনাও করতে পারি না। কেন বারবার দুআর কথা বলা হচ্ছে। একমাত্র দুআই পারে ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। এই দুআই পারে আমার রুহকে স্থির রাখতে। এই দুআই পারে আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে। আল্লাহু আকবার! যা কিছু কল্যানকর ছিল সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। আল্লাহ পাক প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহুর্তে আমাকে ঈমান শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রতিটা বিষয় একদম হাতে ধরে শিখানোর মত শিক্ষা দিচ্ছেন। সেসব বিষয়ই এখানে একটু একটু করে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আল্লাহ পাকের তৌফিক অনুসারে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন আপনাদের জীবনগুলোকে সহজ করে দেন।

১০) রামাদানের আগে থেকেই রামাদানের মাসাআলা মাসায়েল জানা। হিসনুল মুসলিম বই বা এ্যাপ থেকে দুআগুলো সব পড়া অর্থ সহ। রামাদানের জন্য কি কিভাবে করতে হবে আগে থেকে সেসব নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহন করা। তাহলে আমরা রামাদানও উত্তম ভাবে পার করতে পারব ইনশাআল্লাহ। রামাদানের আগে শাবান মাসে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস করার চেষ্টা করা। রামাদান মাসটাই শুধু আমলের মাস না। তার আগে পরে সবসময় আমাদের আমলে ইবাদতে লেগে থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা এখন থেকেই কাজকে গুছিয়ে কিভাবে আল্লাহমুখীতা বাড়াবো, আমার সময়কে কিভাবে আরো ভালভাবে কাজে লাগাতে পারি এজন্য দুআ করব। সহজতার জন্য দুআ করব। আল্লাহ আপনি আমাদের কল্যান ও আফিয়াহর সাথে রামাদানে পৌঁছে দিন, রামাদানের হক আদায় করার তৌফিক দিন।

আমরা একে অপরের জন্য খুব বেশি দুআ করব। আমার দুআ যেমন আপনার জন্য কবুল হতে পারে তেমনি আপনার দুআও আমার জন্য কবুল হতে পারে। কার দুআ কবুল হবে আমরা সেটা জানি না। কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ পাক প্রকাশিত করে দিবেন। তখন হয়ত দেখা যাবে আমাদের দুআর কারনে উম্মতের নারী পুরুষের, উস্তাদদের এসব বিষয় আল্লাহ পাক সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা নিজেদের পরিবার পরিজন, উম্মতের সবার জন্য দুআ করব, অমুসলিমদের জন্য দুআ করব। আল্লাহ আপনি অমুসলিমদের হিদায়াত দিন, মুসলিমদের পরিপূর্ণ তাকওয়াপূর্ণ জীবন দান করুন। মুসলিমদের মধ্যে অমুসলিম দেশের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবনতা এসব দূর করে দিন। আমরা দুআ করব, আল্লাহ যেখানে আমার ঈমান আমল বাধাগ্রস্ত হয় এমন জায়গা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। মুত্তাকী বান্দাদের পরিবেশ মিলিয়ে দিন। শেষ জামানায় বলা আছে তাকওয়াবান বান্দাদের সাথে থাকার জন্য, তাকওয়াবান বান্দাদের সাথে চলাফেরা করার জন্য। আল্লাহু আকবার! না হলে ঈমান ভাঙ্গার মত ঘটনা পিপীলিকার পায়ের মত ঘরে ঢুকবে আমরা হয়ত টেরই পাব না। আল্লাহু আকবার! অন্যকে দেখে আমরা সংশোধন হয়ে যেতে পারব। আপনার আশেপাশের পরিবেশ যত এলোমেলো থাকবে আপনার পরিবারের সদস্যরাও তত এলোমেলো থাকবে। সেসবের প্রভাব তাদের উপর পড়বে। পরিবারের পুরুষদের উপর পড়বে কারন তারা বাইরে থাকে। ঘরের পুরুষদের নজরে যত বেশি বেপর্দা পরনারী আসবে তারা তত বেশি বিপদগ্রস্ত হতে থাকবে। কিন্তু আমরা এসব বুঝতে পারি না।

আমরা যে যেখানেই থাকি সবার স্বপ্ন হবে জান্নাত আল ফিরদউস। জান্নাত আল ফিরদউস এ আমরা একে অপরের সাথে অনেক কথা বলব, অনেক গল্প শুনব। হয়তবা তার আগে কখনোই আর সুযোগ মিলবে না। সময় সীমিত কিন্তু বুঝার মত বিষয় গুলো যদি আপনি বুঝতে পারেন এই অল্প কথার মধ্যে অনেক কিছু বুঝার মত ছিল আলহামদুলিল্লাহ। নিজে আমলে আসুন। যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ তার জন্য বরকতের দুআ করুন। কেউ যদি আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ামত বেশি পায় আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহু আকবার! কারন, তার প্রতিটা বিষয়ের নেকি আল্লাহ পাক আমাকে ছাড়া তাকে আগে দিবে না। আল্লাহু আকবার! আপনি যদি একটা বিষয়ে আমলের তৌফিক পেয়ে থাকেন যার বিষয়ে আল্লাহ পাক আপনাকে আমার মাধ্যমে জানার তৌফিক দিয়েছেন

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাকে সেই আমলের নেকি আগে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আপনার নেকীরও কোন কমতি হবে না। কতই না লাভজনক এই ব্যবসা। আল্লাহু আকবার! সুবহানাল্লাহ!

১১) ক)মানুষের দুটো জিনিস ঠিক হয়ে গেলে তার জীবনের সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। নামাজ এবং জবান। বান্দা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, তাহলে তার অন্তর পরিশুদ্ধ হয়; আর যদি কথা বলার আগে ভেবে বলে, কথা কম বলে এবং গীবত না করে—তাহলে সমাজে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।-ইউনুস ইবনে উবাইদ রহ. [সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/২৮৯]

খ) এক শায়খকে প্রশ্ন করা হলো: আমরা কিভাবে রামাদানের প্রস্তুতি নেব? কিভাবে রামাদানকে স্বাগত জানাব? তোমরা বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে থাক। কারণ রামাদান হলো তা'আত আনুগত্যের মাস। আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক লাভের মাস। তোমার আমলানামায় গুনাহ থাকলে, মাফ পাওয়ার জন্যে বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে থাক। কারণ, গুনাহ বান্দাকে তার রবের তাওফীক হতে বঞ্চিত করে দেয়।-শাইখ আতিক উল্লাহ

গ) প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (রাহিমাহুল্লাহ) [মৃত:১০৮হি.] বলেন, "আল্লাহ যখন কোনো বান্দার জন্য কল্যাণ কামনা করেন,তখন তিনি তাকে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন (দুনিয়াবিমুখ) করে দেন, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান প্রদান করেন এবং তার নিজের দোষ-ত্রুটি অবলোকনের দৃষ্টিভঙ্গি দান করেন। যে ব্যক্তিকে এই তিনটি গুণ প্রদান করা হয়েছে, তাকে যেন দুনিয়া-আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে।" (ইবনুল জার্রাহ;কিতাবুয যুহদ,পৃষ্ঠা: ২১৭)

ঘ) হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আপনার কাছ থেকে দুনিয়ার অনেক উপভোগ্য বস্তুকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন,যাতে করে আপনাকে তিনি ইলমের স্বাদ প্রদান করতে পারেন। -ইবনুল জাওযী(রহ)[সাইদুর খাত্বির]

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১৬: ইস্তিগফার ও দুরূদ

১) যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।(সূরা আত তালাক ২-৩)

🔶যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তার জন্য মানুষের মোকাবেলায় আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করে মানুষেরা আল্লাহর মোকাবেলায় তার কোনো উপকারে আসবেনা।

আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে নফ্সের অনিষ্ট হতে বাঁচান, সে হারাম কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে এবং দুষ্ট লোকদের শত্রুতার উপর ধৈর্য ধারণ করে। এতে করে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হয়। যেমন হয়েছিলেন নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ।

🟢কুরআনে অসংখ্য বার আল্লাহকে ভয় করার বিষয়ে আয়াত এসেছে। আল্লাহকে ভয় কিভাবে করতে হয়? আল্লাহকে যদি ভয় করতেই হয় তাহলে গুনাহ আবার কিভাবে করে? যে গুনাহ করে সে কি আল্লাহকে ভয় করে? গুনাহও করে আবার যদি বলি যে আল্লাহকে ভয় করি তাহলে এর চেয়েও বড় মুনাফেকি আর কি আছে? আল্লাহ মাফ করুন আমাদের।

২)আমল করার সময় অনেক আমল সামনে আসবে। কিন্তু শুরু করতে হবে ইস্তেগফার দিয়ে। শেষেও ইস্তেগফার থাকতে হবে। ইস্তেগফার ছাড়া জীবন পার করা যাবে না। আমাদের গুনাহের কারনে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। অন্তর পরিষ্কার করতেই শুরুতে প্রয়োজন ইস্তেগফার। ইস্তেগফার এর পাশাপাশি দুরূদ।

৩)ইস্তেগফার এ লেগে থাকলে নিজের ভুল গুলো সংশোধন এর পথ খুঁজে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।"সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে"। (সূরা আশ শামস: আয়াত ৯)

নিজেকে শুধরানো যাবে কিভাবে? ইস্তেগফার এর মাধ্যমে। ইস্তেগফার করতে করতে রূহ এমন পর্যায়ে চলে যাবে যখন প্রতি মুহূর্তে সে নিজের ভুল দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে এবং নিজেকে সংশোধন করার জন্য মেহনতে লেগে থাকবে। এর মাধ্যমেই সে নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। ভাল কাজ করার তৌফিক পাওয়ার সাথে সাথেও ইস্তেগফার জারি থাকবে। একজন ব্যক্তি যখন যে কাজেই থাকুক না কেন, তার জবানে থাকবে ইস্তেগফার। প্রতিটা নি:শ্বাসে নি:শ্বাসে থাকবে ইস্তেগফার। যেভাবে ইস্তেগফার এ লেগে থাকলে দুআ কবুল হতে শুরু করবে

ইনশাআল্লাহ এটা হলো সেই ধরনের ইস্তেগফার। আল্লাহু আকবর! সকল বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ভাল জানেন।

যে নিজের ভুল খুঁজে পায়না তাহলে তার ইস্তেগফার করা আদৌ কি হয়েছে? আল্লাহ ভাল জানেন। রান্নাবান্না, হাঁটাচলা সারাক্ষণই জবানে ইস্তেগফার জারি থাকতে হবে। বিষয়টা এমন হয়ে যাবে যে যখন তার ঘুমের মধ্যে ঘুম ভেঙে যাবে তখনও সে ইস্তেগফারই করতে থাকবে যদিও সে ইস্তেগফার করার উদ্দেশ্য ঘুম থেকে সজাগ হয়নি বা তার ঘুম ভাঙ্গে নি। প্রতিটা মুহূর্তে সে ইস্তেগফার করতে থাকবে। নিজেকে এমন একটা পর্যায়ে আনতেই হবে। যদি এভাবে ইস্তেগফার করা না হয় তাহলে যথাযথভাবে ইস্তেগফার করা হচ্ছে না যেকারনে আমি দু হাত তোলার আগেই দুআ কবুল হয়ে যাবে। মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হতে হলে ইস্তেগফার প্রয়োজন। এবং সাথে থাকবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরুদ পাঠ।

৪)আগে নিজেকে তো বাঁচাতে হবে। আমরা এখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছি যে আমরা সাদাকায়ে জারিয়া রেখে যেতে চাই, দাওয়াহ দিতে চাই কিন্তু নিজের সবকিছু এলোমেলো। নিজেকে তাহলে বাঁচাবো কিভাবে? শুরুতেই আসবে এই ইস্তেগফার। কথা বলার পরিমান অনেক কমাতে হবে।

🔶আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথির অভ্যর্থনা ও আদর-যত্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি)

🔶আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নীরব থাকলো, সে নাজাত (মুক্তি) পেলো।' (তিরমিজি)

৫)আমরা ইস্তেগফার করছিই বা কেন? আমরা তো আল্লাহর কাছে কিছু চাই। আমাদের দুআগুলো কবুল হচ্ছে না। দুআ কবুলিয়াতের জন্য ইস্তেগফার প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় নেক কোন দুআ কবুল হতে সময় লাগছে অনেক। তখন আল্লাহর কাছে এটাও দুআ করতে থাকা, "ইয়া রব! আমি কোন আমল করব/বাড়িয়ে দিবো যা আপনি পছন্দ করেন।" এই বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। এটা কোন আমল? এটা কি আত্নীয়ের হক আদায়, রুকইয়াহ করা, কুরআন তিলাওয়াত বেশি করে শোনা, অন্তরের চিকিৎসা। কোন সেই আমল? ইস্তেগফার এর পাশাপাশি সেই আমল আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবেন।

আগে নিজেকে ঠিক করতে হবে।উত্তম স্বামী /স্ত্রী, সন্তান সন্ততি,মা বাবা, পরিবার পরিজন দরকার। সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সবার আগেই নিজের ঠিক হওয়া দরকার। নিজে ঠিক না হলে উত্তম এবং কল্যানকর বিষয় গুলো আমি মেনেই নিতে পারবনা। যে নিজের

গুনাহ বুঝতে পারবে না, সে তো উত্তম বিষয়ও বুঝতে পারবে না। তাকওয়া কি সেটা বুঝতে পারবে না।

৬)পরপুরুষ থেকে নিজেকে হেফাজত করা, তিনি উস্তাদ হলেও। প্রশ্ন আসতে পারে যে, মুত্তাকী উস্তাদ হলেও তার থেকে দারস নেয়া যাবে না? মুত্তাকী উস্তাদ কারা? একজন উস্তাদ যদি মুত্তাকী, তাকওয়াবান হয়ে থাকেন তিনি কখনোই পর নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। নারীদের পড়াবেন না। একজন বুজুর্গ আলেম কি কোন নারীদের পড়াবেন? কখনোই না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বর্তমানে যারা মাদ্রাসাতে পড়াচ্ছেন নারীদের? তারা কি তাকওয়াবান না? আমরা এভাবে কোন সঙ্গা টানতে যাবো না।

নিজেদের জায়গা থেকে তাকওয়া বুঝতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। নিজের পরিবার পরিজনদের এ বিষয়ে জানাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমার সন্তান(ছেলে) যত বড় মুত্তাকী বান্দাই হোক না কেন সে কোনদিন কোন মহিলা মাদ্রাসায় পড়াবে না। আমি যদি একজন মুত্তাকী নারী হয়ে থাকি তাহলে আমি আমার স্বামীকে কখনোই বলতে যাবো না আপনি নারীদের দ্বীন শেখানোর জন্য এসে তাদের উদ্দেশ্যে লাইভে কিছু কথা বলুন। কখনোই না। আমার কাছে মুত্তাকী বান্দার মানদণ্ড এ ধরনেরই। আলহামদুলিল্লাহ। কেন এভাবে আসবে বিষয় গুলো? কারন, শয়তানকে তো বিশ্বাস করা যায় না। শয়তান কিভাবে নেক সুরতে ধোঁকা দিতে পারে সেটা আমরা বারসিসার ঘটনা থেকে জানতে পারি।

৭)আমাদেরকে বেশি বেশি তিলাওয়াত শুনতে হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবাগন প্রচুর তিলাওয়াত শুনতেন। তিলাওয়াত শুনে শুনে নিজেরা শিখতেন। সুবহানাল্লাহ। আমাদেরও প্রচুর তিলাওয়াত শুনতে হবে। কুরআন শেখার পদ্ধতিই এটা।বেশি বেশি তিলাওয়াত শোনার সাথে সাথে অনুশীলন করা।

৮)অনেকেই বলতে পারে তিলাওয়াত শুনবেন না ইত্যাদি। একটা মানুষ যদি তিলাওয়াত না শুনে তাহলে সে তার অন্তরকে প্রশান্ত করবে কি দিয়ে? দুনিয়ার কারো কথাই অন্তর প্রশান্ত করবে না, কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া। আল্লাহু আকবার!

৯)অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে পরিবারে দাওয়াহ দিতে হবে। পরিবারে বা যেকোন জায়গায় দাওয়াহ দেয়ার বিষয় খুবই সহজ। আগে নিজে আমল করা। নিজের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সম্পর্ক মজবুত করার চেষ্টা করা। যাদের দাওয়াহ দিতে চাই তাদের জন্য দুআ করা।নিজের আমলগুলোই জীবন্ত দাওয়াহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। অনেক সময় দেখা যায় বলার চেয়ে করে দেখানো সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। দাওয়াহর ক্ষেত্রেও একই বিষয়। নিজে আমলে লেগে থাকা, সেটাই পরিবারের জন্য দাওয়াহ হবে। আমরা দুআ করে চোখের পানি ফেলার মেহনত করতে চাইনা। আমরা চাই বলার সাথে সাথে যেন মানুষ কথা শোনে। নিজেদের বিষয় টা চিন্তা করি। আমাদের পরিবর্তন কি একদিনে হয়েছে? সুবহানাল্লাহ।

দুআ করতে করতে, আল্লাহর কাছে তৌফিক চাইতে চাইতেই হবে ইনশাআল্লাহ। যাদের ভুল চোখে পড়বে তাদের জন্য চোখের পানি ফেলে দুআ করা। ইয়া রব! আপনি তাদের ভুল মাফ করে দিন। সংশোধন করার তৌফিক দিন। হিদায়াত দিন। এই যাত্রা তো এক দু দিনের না। একদিন দুআ করলেই শেষ এমন তো না। দুআ জারি রাখতে হবে। আল্লাহ পাক কখন কবুল করবেন সেটা তিনিই ভাল জানেন। পরিবারে দাওয়াহ বা যাদের দাওয়াহ দিতে চাই তাদের সাথে ঈমানি পরীক্ষা প্রচুর বেড়ে যায়। এজন্যই দুআ এবং সবর জারি রাখতে হবে। পরিবারে যার দ্বীনের বুঝ জ্ঞান আগে আসে তার দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। সুবহানাল্লাহ। ঈমানি পরীক্ষা বেড়ে গেলে বুঝতে হবে আল্লাহ পাক আমাকে সবচেয়ে বেশি দৃঢ় করতে চাচ্ছেন। আমার আচরন, কথাবার্তা সবসময় আলাদা হতে হবে। তাকওয়ার বিষয় থাকতে হবে সবচেয়ে বেশি। আমার সব কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে, এ বিষয়ে নিয়ত ঠিক থাকতে হবে। তখনই সেসব বিষয় অন্যদেরও অন্তরে প্রভাব তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ।

১০)নিজের আমল,আখলাক,ঈমানের হালত সবার আগেই আল্লাহ পাক পরিবারে প্রকাশ করে দিবেন। এরচেয়ে উত্তম দাওয়াত আর হয় না যেখানে আমি মুখে কোন কিছুই বলব না, আমার কাজকর্মই তাদের সাথে পার্থক্য তৈরি করে দিবে। তারা এ বিষয় স্পষ্ট বুঝতে পারবে। শুরুর দিকে চুপচাপ থাকলেও একটা সময় দাওয়াহর জন্য মুখ খুলতেই হয়। সেটা কখন? একটা সময় আসবে যখন তারা এসে বলবে যে আমার জন্য তোমার দুআ কবুল হয়, তুমি আমার জন্য দুআ করো। দুআর বিষয়টা সম্মানের। দায়িত্ব বেড়ে যায় সুবহানাল্লাহ। যাদের দ্বারা ঈমানের পরীক্ষা বেশি হয় তারা একসময় ঠিকই বুঝতে পারে যে এই ব্যক্তি কল্যানকর। এজন্য সবর করতে হবে।

নিজেকে পরিবারের জন্য সবচেয়ে কল্যানকর হিসেবেই প্রমান করতে হবে সুবহানাল্লাহ। সেটা কিভাবে করব? প্রত্যেকের জন্য দুআ করা। প্রত্যেকের কাজেকর্মে সহযোগিতা করা।খাবারে রুকইয়াহ করে দেয়া।রুকইয়াহর কথা বললেই মনে হতে পারে অনেক কিছু।আসলে এটা খুবই সহজ বিষয়।দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে ফু দেয়া।কাজ করতে করতে দুআ পড়তে থাকা।রান্নার সময় পড়ে ফু দেয়া।পানিতে পড়ে ফু দেয়া।এ নিয়ত করা যে,ইয়া রব এ খাবার যারা খাবে তাদের আপনি হিদায়াত দান করুন।তাদের উপলব্ধিতে এই বিষয় আসতে হবে যে এই ব্যক্তি আমাদের জন্য কল্যানকর। সে আমাদের জন্য দুআ করে, সে আমাদের জন্য কল্যান চায়। এই ব্যক্তির দুআ আমাদের জন্য কবুল হয়, এটা তাদের উপলব্ধিতে আসতে হবে। এটা কি বলে কয়ে হবে? বারবার নিজে উল্লেখ করে হবে যে আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম? কখনোই না। নিজের আত্মশুদ্ধির বিষয়ে সচেতন থাকলে বিষয় গুলো আল্লাহর তরফ থেকেই হবে। আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ঢেলে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

১১)কথা কম বলা।আমরা কথা বলি প্রচুর।দুআ করব বেশি,কথা বলব কম।আমরা যদি মানুষের দোষই দেখতে থাকি দুআ করব কিভাবে?যদি স্বামীর দোষ দেখতে থাকি, কোন ভাল বিষয় খুঁজেই না পাই তাহলে কি করব?আল্লাহর কাছে দুআ করব। আল্লাহ, আপনি

আমাকে তার ভাল বিষয় গুলো বুঝতে পারার তৌফিক দিন। আমি তার কোন বিষয়ের জন্য দুআ করব। তার ভাল দিক কোনটা আমি তো ভাল দিক খুঁজেই পাচ্ছি না। তারপর দেখবেন এসব বিষয় সহজ হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। ওনি তো ঘরের বাজার করে দেন,ঘরের বিল গুলো পরিশোধ করেন,প্রয়োজনে চিকিৎসার বিষয় দেখাশোনা করেন ইত্যাদি। আল্লাহর কাছে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

১২)তারা আমাদের সাথে নিয়মিতই খারাপ আচরন করে যাচ্ছে। তাদের জন্য দুআ কিভাবে করব?এটা কঠিন বিষয়। এজন্যও তৌফিক চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা। তাদের সাথে কটুকথা বা অন্যান্য পরীক্ষার স্বীকার হলে এটা মনে করার চেষ্টা করা যে আল্লাহর তরফ থেকেই সম্মান আসে। তিনিই পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করা,আল্লাহমুখী হয়ে যাওয়া। যাকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে চাচ্ছেন দেখবেন তার আচরনই সবচেয়ে উদ্ভট। তার দ্বারাই কষ্টের স্বীকার হচ্ছেন। দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে।

১৩)আমরা হকের পথে চলার চেষ্টা করব,আর চিন্তা করব যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হবো না?এটা তো হবে না। তবে এজন্য দুআ করব আল্লাহ আপনি ঈমানী পরীক্ষা সহজ করুন। আমরা যেন আল্লাহর পথ ছেড়ে চলে না যাই, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথকে যেন ভয় না পাই। সহজতার জন্য দুআ করতে থাকবো।

১৪)রিসালাতের দায়িত্ব অনেক গুরুদায়িত্ব। আপনজনের কাছ থেকে কষ্ট পেতে পেতেই অন্তর টা শক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দিকেই ঘুরে যায়। এমন উপলব্ধি অন্তরে আসা জরুরি যে,দুনিয়ার কারো মায়া মুহাব্বত বা কোন কিছুর জন্যই আমি কারো নিকট যাই না। আমি শুধুমাত্র আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্যই হক আদায় করতে যাই। আমার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন।

১৫)বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য নিয়ে এসেছি। ১৫ মিনিট সময় দিবো। এরমধ্যে দুআ যিকির করতে থাকবো। এরমধ্যে বাচ্চা ঘুমিয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে বাচ্চার ঘুম না আসলে এ নিয়ে জোরজবরদস্তি করার দরকার নেই। ঘুম তো আমরা চাইলে নিয়ে আসতে পারিনা। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে আসা এবং কোন সমস্যা না থাকার পরও আমাদের অনেকেরই নির্ঘুম রাত কাটে। তাহলে বাচ্চার বিষয়ে আমরা জোরজবরদস্তি কেন করি?দেখা যায় বাচ্চা অসময়ে ঘুমিয়ে গেল। মায়ের ঘুমের সময়ে বাচ্চা থাকবে সজাগ। এসব কোন বিষয়ই আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তাহলে আমরা কি করব?আমাদের অন্তর সবসময়ই স্থির থাকতে হবে। আমরা দুআ করব। আল্লাহ আপনি কল্যানকর ভাবে তাকে সময়মত ঘুমানোর তৌফিক দিন। আমার ঘুমের সময় যেন সে সজাগ থেকে পরীক্ষার কারন না হয়। আপনি বিষয়টা আফিয়াহর সাথে সহজ করে দিন। আমরা যেকোন পরিস্থিতিতে দুআ করব,দুশ্চিন্তা না।

১৬)যার তাকওয়ার বুঝ জ্ঞান কম তার দান সাদাকার বিষয়েও বুঝ জ্ঞান দেরীতেই আসে হয়ত।দান সাদাকা করতে হলে তাকে না জানিয়েই দিতে হবে। তাকে জানালে হয়ত দেয়ার সুযোগ থাকবে না।যেমন,গাছে ফল ধরলে উত্তম টা প্রতিবেশীকেই আগে দিতে হবে,ঘরের খাবার বা কোন কিছু। সুবহানাল্লাহ। সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে দুআ করে নিয়ে দিয়ে দেয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই।আল্লাহ ভাল জানেন।

আমরা অনেক সময় চিন্তা করি কম দামে বেশি পেয়েছি বা অফারে অনেক পেয়েছি আসলেই কি বিষয় টা এমন?আমাদের প্রতিটা বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে বার্তা থাকে। সুবহানাল্লাহ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আল্লাহ পাক আমাদের দান করেছেন সেটা আমরাও যেন আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেই।নিজেদের কাছে জমা করে না রাখি।

১৭)গাছে যখন কলি ফুটে তখন দুআ করা।এতে করে এত বেশি ফলন হয় সুবহানাল্লাহ।এগুলো পরীক্ষিত আমল।আগে প্রতিবেশীকে দিতেই হবে।আমরা দুআ করে নিবো।ইয়া রব!আপনি আমাকে অসম্মানিত করবেন না।আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য দিয়েছি।আপনি আমার মা বাবা,স্বামী সন্তান, পরিবার পরিজন, প্রতিবেশীর সবার ঈমান বাড়িয়ে দিন,হিদায়াত দিন।তারপর যদি আপনার দান করার বিষয় প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে আপনি অপমানিত হবেন না ইনশাআল্লাহ। যদি কোন কারনে অপমানিত হতেও হয়,আপনি সেটার কোন প্রতিবাদ করবেন না।চুপ থাকবেন।

আমি যখন কোন পরিবারের অংশ সেখানে আমারও অধিকার আছে।সেখান থেকে আমি দান করতে পারি।সুবহানাল্লাহ।গাছের ফল বা খাবার প্রতিবেশীকে দেয়ার বিষয়ে ঘরের লোক নারাজ হবে এ কারনে যদি গোপনে দান করেন তাহলে গুনাহগার হবেন না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ ভাল জানেন।তিনি অবশ্যই নিয়ত সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৮)আপনার কাছে নিয়ামত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পাঠাচ্ছেন বেহিসাবে, আপনাকে দানও করতে হবে বেহিসাবে।আল্লাহু আকবার!

আমরা আল্লাহর কাছে চক্ষুশীতলকারী পরিবার চেয়ে দুআ করব।চক্ষুশীতলকারী কি,কেমন?আমি যতই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করার চেষ্টা করবো,ততই এসব সম্পর্ক তত মধুর হবে।এসব ছাড়তে ইচ্ছে করবে না।এগুলো এত সুন্দর হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু অন্তরে যেন এক মুহূর্তের জন্যও এ বিষয় টা না আসে যে আমি আমার আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আরো বিলম্ব করতে চাই অর্থাৎ দুনিয়ায় আরো বেশি দিন যেন থাকতে না চাই। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়াকে যেন ভয় না পাই। দুনিয়ার নিয়ামত ও চক্ষুশীতলকারী বিষয় গুলো পাওয়ার পরে দুনিয়াকে ভালো লাগা শুরু হয়ে যাবে। সেটা যেন না হয়। আমার বিষয় টা এমন হতে হবে যে আমি সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমি আমার রবের সাথে দেখা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত। খাবারের স্বাদ সেটা ভিন্ন একটা বিষয়। সম্পর্কের ও একটা স্বাদ আছে,মানুষের ভালবাসা সম্মানের জায়গা,সম্পর্ক গুলোর প্রতি মায়া এসবের স্বাদ বহুগুণে

বেড়ে যায়। যতই মনে হয় আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি,সবকিছুই আমার আল্লাহর জন্যই। তখনই এগুলো এইভাবে এসে ধরা দিবে। তখন অন্তরকে স্থির রাখতে হবে।

আমরা এভাবে দুআ করব আল্লাহ আমাদের জন্য যতদিন জীবিত থাকা কল্যানকর ততদিন নেক হায়াত দান করুন,যখন মৃত্যু কল্যানকর তখন ঈমানসহ মৃত্যু দান করুন।

১৯)যখন আমি দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম,তখন বাঁচতে ইচ্ছে করত। বিভিন্ন পরিকল্পনা। আমি এত গুনাহগার মানুষ। গুনাহের জিন্দেগীতে থেকেই এত বাঁচতে ইচ্ছে করবে কেন?অথচ সেই আমি যখন আল্লাহর তৌফিক অনুসারে নিজেকে দুনিয়া থেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করলাম, পরিবার পরিজন দুআর বরকতে যখন চক্ষুশীতলকারী হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তখন প্রতি মুহুর্তেই আমার মৃত্যুর স্মরন। আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি। আমি প্রতি মুহুর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আল্লাহু আকবর!

চক্ষুশীতলকারী স্বামী সন্তান, পরিবার পরিজন থাকার পরেও তাদের প্রতি যেন অন্তর অতিমাত্রায় ঝুঁকে না যায় এ বিষয়ে খেয়াল করতে হবে। ততটুকুই তাদের প্রতি ভালবাসা থাকবে যতটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পছন্দ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে সব বিষয়।

দুনিয়াতে যতই নিয়ামত থাকুক সেসবের প্রতি যেন অন্তর ঝুঁকে না যায়। আল্লাহর সান্নিধ্যের চেয়ে কোন কিছুই অধিক প্রিয় হতে পারবে না। মুমিনের জন্য সবকিছুই আখিরাতমুখী হতে হবে। দুনিয়া মুমিনের লক্ষ্য না। আল্লাহু আকবার!

২০)"লা তাহযান- ড. আয়িদ আল করনী" এই বই থেকে একটা অংশ উল্লেখ করছি।

🔶আপনি যদি সুস্থ থাকেন এবং আপনার যথেষ্ট খাবার থাকে তবে আপনি ভালোই আছেন।

১৪০০ হিজরীতে ইয়েমেনের সীমান্তের নিকটে ইসলাম প্রচারের জন্য আমি একটি প্রচারাভিযানে যোগ দিলাম। আমার একজন অধ্যাপকের সাথে আবহাতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা যে তাবুতে ছিলাম তা সাময়িকভাবে ছেড়ে বের হয়ে পড়লাম। ফিরার পথে আমি মানসিকভাবে বিচলিত ছিলাম, কারণ, তিনি তার গাড়িকে অতি দ্রুত গতিতে চালাচ্ছিলেন। গতি কমানোর জন্য আমি তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম, কিন্তু মনে হলো এটা যেন তাকে আরো দ্রুত গতিতে চালাতে তাড়না দিল। সে রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল, তবুও তিনি অনবরত বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পানিতে ভরে যাচ্ছিল এমন এক উপত্যকায় এসে আমরা পৌছলাম।

প্রথমে পানি আমাদের গাড়ির চাকার কিছুটা উপরে পৌছল। যখন আমরা উপত্যকার মাঝামাঝি পৌঁছলাম তখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল, কেননা আমাদের গাড়ির ভিতরে

প্রবাহিত হয়ে পানি প্রবেশ করতে লাগল। আমরা গাড়ি ছেড়ে অতি কষ্টে উপত্যকার কিনারে যেতে পারলাম। আমরা সেখানে সারারাত খাদ্য-পানীয় এবং সবচেয়ে বড় কথা কম্বল ছাড়া (কেননা আমরা ভিজে গিয়ে শীতে কাপছিলাম, তাই কম্বলের দরকার ছিল) আটকা পড়ে ছিলাম। তবুও আমরা সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিলাম। কেননা, বন্যা যখন আমাদেরকে পরাভূত করে ফেলেছিল তখন আমরা মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম আর তাই শুধুমাত্র জীবিত থাকার কারণেই আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম।

খুব সকালে এক লোক এসে আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল। এ ঘটনার দ্বারা আমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত এক গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। একটি ক্ষেপণাস্ত্র একটি আমেরিকান জাহাজকে আঘাত হানল তাই এটি ডুবে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন তের দিন শুধুমাত্র রুটি ও পানি খেয়ে অসহায় অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তিনি তার এই অভিজ্ঞতা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা গ্রহণ করেছি তা হলো যদি কোন লোক সুস্থ থাকে এবং তার খাদ্য ও পানীয় থাকে তবে গোটা দুনিয়াটাই তার।"

সুস্থ শরীর, মনের শান্তি, খাদ্য ও পানীয় এবং পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া দুনিয়াটা আর কি-ই-বা? আমরা কেন হিসেব করে দেখিনা যে, আমাদের কি আছে আর কী নেই? আমি মনে করি যে, (হিসেব করলে) আমরা দেখতে পাব যে, জীবনের শান্তিদায়ক জিনিসের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি জিনিস আমাদের আছে। একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই এমন ব্যতিক্রমধর্মী লোকের ঘটনাও আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সেসব শান্তির জন্য কাঁদি যা না থাকার কারণ হলো আমাদের না হাসা (গোমড়ামুখী হয়ে থাকা) এবং আমাদের যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ না হওয়া (অকৃতজ্ঞ হওয়া)। (অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অশান্তির মূল কারণ হলো আমাদের অকৃতজ্ঞতা ও আমাদের বেজারভাব, অর্থাৎ আমাদের এ অশান্তি প্রকৃত অশান্তি নয়, কৃত্রিম; যার কারণ হলো অকৃতজ্ঞতা ও গোমড়ামুখী হয়ে থাকা-অনুবাদক।) যখন আমরা বিপদগ্রস্ত থাকি তখন আমরা দুঃখিত থাকি আর যখন সব কিছু ভালো থাকে তখন আমরা অকৃতজ্ঞ থাকি।

২১)আল্লাহু আকবার! একজন মানুষের যদি পোষাক, খাবার,মাথার উপর ছাদ, সুস্থ শরীর থাকে তাহলে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। সেটাই তার জন্য দুনিয়ার জান্নাত।সুবহানাল্লাহ। আসলেই কি আমি এই নিয়ামত ভোগ করতে পারছি?

২২)মুমিন ব্যক্তির ঈমানের পরীক্ষা থাকবেই।যে আল্লাহর যত বেশি নৈকট্যশীল তার পরীক্ষাও তত বেশি।নবী রাসূলদের পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি ছিল।তারপর সাহাবীদের।একজন মুমিন ব্যক্তি প্রানবন্ত থাকার বিষয় টা কি আপনাকে আকর্ষিত করে না?আল্লাহু আকবার!

২৩)দ্বীনের পথে হাঁটার পরে অপমান হওয়া আর আগের অপমান হওয়ার বিষয়টা কখনোই এক না।আর নিশ্চয় তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।(সূরা আন নাজম ৫৩: ৪৩)

এই আয়াত নিয়ে আমরা চিন্তা করব ইনশাআল্লাহ। আমি যখন দেখতাম আমার স্বামী বা পরিবার পরিজন এমন কথাবার্তা/আচরন করে যাচ্ছে যা মেনে নেয়ার মত না।কিন্তু আমি চুপ করেই থাকতাম।চাইলেও প্রতিবাদ করতে পারতাম না।কারন আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবকিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এখন আমি চাইলে একটার পরিবর্তে দশটা কটু উত্তর দিতে পারি না।

২৪)আল্লাহ যখন যা চাইবে তখনই হবে।তার এক মিনিট আগেও কোনকিছু হবে না,পরেও না।হিদায়াত আমার হাতে না।আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন দ্বীনের দিকে ডাকার।কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।

আবু তালিব একজন অমুসলিম হয়েই মৃত্যুবরন করেন এবং তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা হওয়ার পরও চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক আমাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।আমিন।

২৫)আমরা অন্যের বিষয় গুলোর জন্য দুআ করতে থাকবো।এ বিষয় স্মরণে রাখব যে হিদায়াত আমার হাতে না।নিজের প্রতিটা বিষয়ের জন্য দুআ করব।আমার কোন বিষয়ের জন্য যদি কেউ প্রশংসা করে তাহলেও আল্লাহর কাছে দুআ করব।সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।আল্লাহ পাক আমি আপনাকে ভয় করি।আপনাকে যেভাবে ভয় পাওয়া উচিত আমাকে ঠিক সেভাবেই ভয় পাওয়ার তৌফিক দিন।আমার অন্তরে আপনার ভয় আরো বৃদ্ধি করে দিন।আমি কোন প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য না,তারপরও আপনার বান্দারা আমার প্রশংসা করেছে।আল্লাহু আকবার!

২৬)আমি কোন বান্দার নিকট থেকে আশা করি না।যখন আশা করি কোনকিছু তখন আল্লাহর কাছে দুআ করতেই থাকি।দুআর কারনে আল্লাহ পাক এমনভাবেই বরকতময় করে দেন সবকিছু তখন হতাশার কোন জায়গাই থাকে না।আল্লাহু আকবার!

"কাফের সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত হতে কেউ নিরাশ হয় না।**"(**সূরা ইউসুফ**:** আয়াত ৮৭**)**

এই আয়াত নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা দুআ করব,ইয়া রব! আপনি আমাকে এমন মুমিন বান্দা বানিয়ে দিন যে আপনার রহমত থেকে কখনো নিরাশ হয়না,কখনো চিন্তিত হয়না।আমার তো চারদিকেই শুধু দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা।একজন মুত্তাকী বান্দা হবে স্থির।সে কখনো অস্থির হতেই পারেনা।যখনই দুশ্চিন্তা অন্তরে চলে আসবে বুঝতে হবে যে অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।এ থেকে মুক্তির জন্য দুআতে লেগে থাকতে

হবে।মাঝেমধ্যে ভুল হতে পারে কিন্তু সেটা ভিন্ন বিষয়। নিয়মিতভাবেই এমন আচরন মুমিন ব্যক্তির হতেই পারেনা।আমি যদি বলি আমি বদরাগী,কর্কশভাষী এসব বৈশিষ্ট্য একজন মুত্তাকী বান্দার থাকতেই পারেনা।আল্লাহ আমাকে আপনি এসব বৈশিষ্ট্য থেকে হেফাজত করুন।

২৭)কে চিন্তিত হবে না?যে আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখে।আমাদের জীবনের প্রতিটা ছোট থেকে ছোট বিষয় আমার জন্য যখন যা কল্যানকর আল্লাহ পাক আমাদের সেটাই দিবেন।মা বাবার ভুল হতে পারে।আমার দরকার আধা গ্লাস কিন্তু আমাকে দেয়া হলো এক গ্লাস।আমার কমও দরকার নেই,বেশিও না।কিন্তু এটা আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কেউই বুঝতে পারবে না।যার অভিভাবক আল্লাহ**,** তার কি কোন দুশ্চিন্তা থাকতে পারে**?**যার যতটুকু যখন প্রয়োজন তিনি ততটুক তখনই দিবেন ইনশাআল্লাহ।

২৮)এ বিষয় গুলো আমি কি বুঝতে পারছি কিনা সেটা তো আগে বুঝতে হবে।বুঝতেই না পারলে আমলে লেগে থাকব কিভাবে?আল্লাহর প্রতি কিভাবে আত্নসমর্পণ করব সেটা তো ধরতেই পারিনা।এগুলোই তো আল্লাহর প্রতি আত্নসমর্পণের গল্প।আল্লাহু আকবার!

২৯)পরীক্ষার সম্মুখীন হলে দুশ্চিন্তা করবেন নাকি দুআ করবেন সিদ্ধান্ত আপনার। পরিবার বা অন্য যে কেউ আমাকে যেন আমার দ্বীন থেকে এক চুল পরিমান টলাতে না পারে।নিজেকে অটল অবিচল থাকতে হবে। অন্যদের ভুল ত্রুটি বিপদে তাদের জন্য দুআ করে যেতে হবে।যার ঈমান যত বেশি তার কাছে জীবন ততবেশি উপভোগের।আল্লাহু আকবার!আমরা কি চাই সে বিষয়ে নিজেদের বারবার প্রশ্ন করি।আমি কারো কাছ থেকে হাদিয়া চাই না**,**আমি চাই আমার রবকে।

৩০)আমরা কোন কাজ/আমল করার সময় যদি বুঝতে না পারি তাহলে এভাবে দুআ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে এই কাজটি করতেন,তিনি থাকলে আমাকে কি পরামর্শ দিতেন?দুআ করতে থাকলে আল্লাহ পাক অবশ্যই সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

৩১)ইস্তেগফার এ বেশি বেশি লেগে থাকতে হবে। ইস্তেগফার করতে থাকলে একটা সময় নিজেই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ কত অলৌকিক ভাবে সব বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ হয়ে যায়।আল্লাহু আকবার!কোন বিপদেই ভয় পাওয়া যাবে না।ভয় পাবো কেন?আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবো।তিনিই বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন।আমার অন্তর থাকতে হবে স্থির।অলৌকিক বিষয় দেখতে না পেলেও অন্তরকে স্থির রাখতেই হবে।নিজের বিষয় গুলো সরাসরি দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।নিজের নামাজ ঠিক করা,বিয়ে,ইলম অর্জন,স্বামী সন্তান পরিবার পরিজন, সুস্থতা ইত্যাদি বিষয় গুলো যেসব বিষয় সরাসরি আপনার সাথে জড়িত সেগুলো দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। অন্যের বিষয়ে

দুআ করে যাবেন। দুনিয়াতে যে দেখে যেতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। আপনি দুআ করে যাবেন। দুআর বরকত অবশ্যই তারা প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

৩২)ইস্তেগফার কে কোনভাবেই ছাড়া যাবে না। ইস্তেগফার সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত না। ইস্তেগফার হলো, নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হওয়া। আল্লাহ আমি এই ভুল আর করতে চাই না। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। আমাকে এ ভুল থেকে হেফাজত করুন। আমার দ্বারা এই ভুল আর জীবনেও কোনদিন করাবেন না। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আল্লাহ সাহায্য না করলে কেউ কোনদিনই খারাপ থেকে বাঁচতে পারে না।

🔶'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। এর অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ভরসা নেই; কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই। ' অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও সাহস যত বেশিই থাকুক না কেন আল্লাহ তায়ালা তাওফিক না দিলে তা কোনো ধরনের উপকারে আসবে না।

৩৩)যতবার পানি পান করব,খাবার খাবো ততবার ফালাক, নাস পড়ে ফু দিবো। সূরা ইখলাস ও পড়ব। কারন সূরা ইখলাসের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর একত্ববাদ এর স্বীকৃতি দিচ্ছি। আল্লাহু আকবর! শারীরিক মানসিক আত্নিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে অবশ্যই রুকইয়াহ হিজামার সাথে যুক্ত থাকতে হবে। হিজামার তৌফিক না হলে যত বেশি সম্ভব রুকইয়াহ নিয়মিত করে যেতে হবে। হিজামার তৌফিক যেন হয়,উপায় উপকরণ সহজ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

ডাক্তারি পরিভাষায় অনেক বিষয় বলা হয় এই সমস্যা সেই সমস্যা। কিন্তু কুরআনের ভাষায় বিষয় গুলো সহজ। হয় বদনজরে আক্রান্ত না হয় জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত। এসবের কারনেই বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগব্যাধি হয়ে থাকে। তাহলে আমাদের করনীয় কি?করনীয় হলো কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করা। আল্লাহর কাছে তৌফিক চেয়ে দুআ করা।

৩৪)আমরা এভাবে দুআ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমাকে আমলের নিয়তে এ বিষয় গুলো কল্যানকরভাবে জানার তৌফিক দিন এবং সেগুলোকে আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনার সন্তুষ্টির জন্য ছড়িয়ে দেওয়ার তৌফিক দিন।যেদিন আমার মৃত্যু হবে সেদিনটা যেন আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল দিন হয় ইয়া রব! আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট এমনভাবেই যেন দুনিয়া থেকে যেতে পারি। আমিন।

৩৫)আমাদের মধ্যে কোন ভাল বিষয় থাকলে,ভাল কাজ করার তৌফিক পেলে সেটার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ অমুক দিন আমি এই কাজটা করতে পেরেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আমার জন্য কাজটা সহজ করে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ছোট বড় সব কিছুর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করব,এর জন্য তৌফিক চাইবো।

‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর**,** তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব।**'(**সূরা ইব্রাহিম**:** আয়াত ৭**)**

ইয়া রব! আপনি আমার মত গুনাহগার বান্দাকে হিদায়াত দিয়েই অনেক সম্মানিত করেছেন।আপনি আমাকে দ্বীন নিয়ে আমৃত্যু টিকে থাকার তৌফিক দান করুন।আমি যদি দ্বীন নিয়ে টিকে থাকতে না পারি তাহলে তো এই দ্বীন প্রশ্নবিদ্ধ হবে।আল্লাহর রাস্তায় টিকে থাকা কঠিন কাজ।কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য আল্লাহ পাক দ্বীনে টিকে থাকা সহজ করে দেন।আল্লাহু আকবার!

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১৭: উস্তাদ কিন্তু মাহরাম না

ইয়াহইয়া ইবনু কাসির রহ. বলেন, তোমরা নিয়ত করতে শেখো। কারণ, নিয়তের মাধ্যমেই আমল কবুল হয়ে থাকে। **(বই: পরিশুদ্ধ অন্তর; পৃষ্ঠা:১৫)**

১)ওযুর ক্ষেত্রে অনেক কম পানি ব্যবহার করতে হবে। ওযুর প্রতিটা অঙ্গ ঘষে ঘষে ধুতে হবে। পানি পড়বে কম। আমাদের মনে হতে পারে যে অনেক জোরে পানি দিলেই তো লোমের গোঁড়ায় পানি পৌঁছে যাবে,কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি না যে এতে আমাদের পানি অপচয় হবে বেশি। আমরা লোশন ব্যবহার যদি করে থাকি তাহলে বুঝতে পারব,লোশন ব্যবহার করলে সেটা টপটপ করে পড়ে না। ওযুর ক্ষেত্রেও একই বিষয় সুবহানাল্লাহ। পানি টপটপ করে পড়বে না। এতটাই কম পানি ব্যবহার করতে হবে। পানি গড়িয়ে পড়বে কম,ব্যবহার হবে বেশি। এভাবে ওযু করতে হবে। ১ বার ধোয়া ফরজ। ৩ বার ধোঁয়া সুন্নাহ। এখানে যেন শয়তানের ওয়াসওয়াসা যেন কাজ না করে। মনে হয় ভিজা হয় নি,আবার ধুয়ে নেই। এমন করা যাবে না। যদি স্পষ্ট দেখা যায় যে শুকনা সেক্ষেত্রে ধুয়ে নিবো,না হলে আবার ধোয়ার কোন দরকার নেই। ওযু,ফরজ গোসল,বাথরুমে গেলে পরিষ্কার করার সময় বারবার ধুতে থাকা অন্তরে বারবার এ চিন্তা আসা যে প্রসাবের ছিটার কারনে জাহান্নামে যেতে হবে,মনে হয় ধোয়া হয় নি,আবার ধুয়ে নেই। এগুলো সুস্পষ্ট শয়তানের ধোঁকা। ওয়াসওয়াসার স্বীকার কম বেশি সবাইকেই হতে হয়। আল্লাহভীরু বান্দাকে আল্লাহ খুব দ্রুতই সতর্ক করে দেন। সে দ্রুত বুঝতে পারে যে শয়তান তাকে নিয়ে খেলছে। ঈমানওয়ালা বান্দার কাছেই শয়তান আসবে। এজন্য আমাদের সাবধান থাকতে হবে আমাদের প্রতিটা কাজকর্মের বিষয়ে। আমি আমার দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে শায়েখদের ভিডিও দেখে ওযু করা শিখেছিলাম তারপর থেকে আর ভিডিও দেখা হয় না নজরের হেফাজতের কারনে। আমার বাসায় কোন বান্দা দ্বীন শেখার জন্য আসলে তাকে সরাসরি ওযু করে দেখানো হয় যে কিভাবে করতে হয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ফেরেশতা জিবরাইল (আ) সরাসরি ওযু করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরাও যদি কাউকে শেখাতে চাই তাহলে হাতে কলমেই শিখাতে হবে। ওযু করতে ৫০০ মিলি পানিও প্রয়োজন হয় না। আরো কম পানি লাগে সুবহানাল্লাহ।

🔶আনাস **(রাযি.)** হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' **(**৪ মুদ**)** হতে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং উযু করতেন এক মুদ দিয়ে। **(**মুসলিম ৩/১০, হাঃ ৩২৫, আহমাদ ১৪০০২, ১৪০৯৫**)** **(**আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২০১**)**

১ মুদ = ৬০০ গ্রাম, চার মুদ = ১ সা' অর্থাৎ প্রায় আড়াই কেজির পাত্র বিশেষ। তবে শস্যের তারতম্যের কারণে ওজনের তারতম্য ঘটে। যেমন যব কিংবা গম হলে আড়াই কেজির কিছুটা কম হতে পারে। আবার চাল ভারি হবার কারণে বেশী হতে পারে। **(**ইত্তেহাফুল কিরাম তা'লীক বুলুগুল মারাম ২৩ পৃঃ**)** বিশিষ্ট সাহাবী যায়দ বিন সাবিত **(**রাঃ**)** এর ব্যবহৃত পাত্র যা 'উনাইয়াহ শহরে মাটির নীচে পাওয়া গেছে সে অনুযায়ী ভাল জাতের গম হলে এক সা'

সমান হয় ২ কেজি ৪০ গ্রাম। **-**মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন উসাইমিন। **(**আশ্**-**শারহুল মুফতী ‘আলা যাদিল মুসতাকদি ৬ষ্ঠ খন্ড**,** ৭৪**,** ৭৬**,** ১৭৬**,** ১৭৭ পৃষ্ঠা**) (**মাজালিশে শাহরি রমাযান ১৩৮ পৃষ্ঠা**)** সলিহ আল ‘উসাইমীনের বরাত দিয়ে অনেকে ২ কেজি ৪০০ গ্রাম উল্লেখ করেছেন যা ভুল। কারণ তিনি তাঁর কিতাবে সংখ্যায় না লিখে কথায় লিখেছেন।

আমরা আমাদের প্রতিটা কাজের জন্য জবাবদিহির সম্মুখীন হবো।আল্লাহর কাছে দুআ করব,"আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার পাকড়াও ছাড়া ইবাদতের তৌফিক দিন।আমার করা ইবাদতের জন্য যেন আপনার কাছে পাকড়াও না হতে হয়।আমার যতটুকু পানি প্রয়োজন, যতটুকু ব্যবহারে আপনি সন্তুষ্ট ঠিক ততটুকুর মধ্যেই আমার ওযু গোসল ইত্যাদি সব শেষ করার তৌফিক দিন।"

চুলে শ্যাম্পু ব্যবহার করলে পানি বেশি ব্যবহার হতে পারে।কিন্তু সেটা কতটুকু?আমি কি ধুয়েই যাবো?আমার যতটুকু পরিমান দরকার, যত কমে সম্ভব সেভাবেই দুআ করতে করতে কাজ শেষ করা।চুলের সৌন্দর্য স্বামীর জন্য প্রয়োজন।দ্বীনে ফেরার আগে চুলের অনেক কাজ ছিল।বিভিন্ন স্টাইল এ কাটতে হবে সবাইকে দেখাতে হবে।আল্লাহ মাফ করুন।এখন তো এমন না।আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এর পিছনে এত সময় ব্যয় করার কিছু নেই।সুন্নাহ মেনে চলার জন্য তেল ব্যবহার করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা,উকুন মুক্ত রাখা। যতটুকু প্রয়োজন আল্লাহ পাক ততটুকুই ঠিকঠাক মত রাখুন।এসব নিয়ে আমার এত চিন্তা করার কিছু নেই।

চুলের কাজ হলো যতটুকু আল্লাহ পাক দিয়েছেন ততটুকু যেন যত্ন করে সুন্দরভাবে রাখতে পারি।এরজন্য কতটুকু সময়,পানি,তেল,শ্যাম্পু ইত্যাদি প্রয়োজন সেটাও আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিবো,আল্লাহ আমি কতটুকু কি ব্যবহার করব যাতে আপনার কাছ থেকে আমি জবাবদিহিতা মুক্ত থাকবো।যার জন্য আপনার কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে না পাকড়াও হতে হবে না।এ নিয়ত করেই গোসলখানাতে প্রবেশ করব।নিয়তের মাধ্যমেই অন্তরে ভয় চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

চুলের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দেয়া,এসবের জন্য তো সময় নেই।উকুন থাকলেও সেটা দূর করতে অনেক সময় প্রয়োজন।উকুন থেকে বাঁচার দুআও আছে।আমরা আরবি না পারলেও বাংলাতেই দুআ করি।আল্লাহ আপনি আমাকে উকুনের অনিষ্ট থেকে বাঁচান।কোনকিছুর জন্যই ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করার মত সময় নেই।দ্বীনের পথে আসার পর প্রতিটা মুহূর্ত খুবই মূল্যবান।এজন্য আল্লাহর কাছ থেকে সব আমল ইবাদত,কাজের জন্য সহজতা চেয়ে নেয়া।আল্লাহ আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন। আমাকে আপনি অহেতুক কাজ থেকে বাঁচান।ঘরে তেলাপোকা বা অন্যান্য পোকামাকড় যখন দেখবো তখনও দুআ করব, আল্লাহ আপনি আমাকে পোকামাকড় এর অনিষ্ট থেকে বাঁচান।ফালাক, নাস পড়া।আমার চোখ ঘৃনিত জিনিস কেন দেখবে?আল্লাহ সুন্দর,আমার চোখ আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সুন্দর জিনিস দেখবে সুবহানাল্লাহ।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুন্দর জিনিস পছন্দ করেন।আমরাও সৌন্দর্য পছন্দ করি।যেকোন পরিস্থিতিতে দুআ করতে থাকা।আল্লাহ

আপনি আমাকে ঘৃনিত, ভয়ংকর জিনিস দেখা থেকে হেফাজত করুন। আমাদের ঘরকে এসব থেকে মুক্ত রাখুন। পোকামাকড় এর অনিষ্ট থেকে বাঁচার দুআ নিয়ে একটা ঘটনা পড়েছিলাম সেটা উল্লেখ করছি।

🟢❑ এই দু'আ টি নিয়ে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করি।

রাতে ঘুমাতে যাবার সময় এরকম অনুভূত হওয়া যে ঘুমের মাঝে আমাকে বিষাক্ত পোকা-মাকড় আক্রমণ করতে পারে, এরকম একটি ফোবিয়া আমার ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু যেদিন থেকে এই দু'আটি সম্পর্কে জানলাম সেদিন থেকে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে খুব বিশ্বাসের সাথে এই দু'আটি পড়তে শুরু করলাম এবং যখনই এটি পড়ে আমি ঘুমাতে শুরু করি আমার এই ফোবিয়াটি একদম কেটে যায়, প্রতিবার ঘুমাতে যাওয়ার সময় দু'আটি পড়ার সাথে সাথেই আমি একদম নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

এই কিছুদিন আগে এক রাতে আমি এই দু'আটি পড়তে ভুলে যাই এবং দু'আটি না পড়েই ঘুমানোর প্রস্তুতি নেই, কিন্তু কোনভাবেই সে রাতে ঘুম ধরছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজকে ঘুমানোর পূর্বে আমলের সাথে এই দু'আটি পাঠ করা হয়নি, তাই তৎক্ষণাৎ দু'আটি পড়ে নিলাম এবং সুবহানাল্লাহ, দু'আটি পড়ার কয়েক মুহুর্ত পরই আমি অনুভব করলাম আমার পায়ে কিছু একটা আঘাত করছে এবং সেটি যে কোন একটি পোকা এটা বুঝতে আমার দেরি হলো না, অন্ধকারে কোনরকম হাত দিয়ে সেটিকে ফ্লোরে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। রুমের লাইট অন করলাম এবং ফ্লোরে তাকিয়ে দেখলাম আমি হাত দিয়ে যে জিনিসটি ফেলে দিয়েছি সেটি সত্যিই একটি পোকা, বেশ বড় কালো রঙের একটি পোকা ছিল সেটি।

সুবহানাল্লাহ, সেই মুহূর্তে শুধুই মুখ থেকে 'আল্লাহু আকবার_আল্লাহ মহান' কথাটি ছাড়া আর কিছুই বের হচ্ছিল না। মুহূর্তের মাঝে এই দোয়াটির ফজীলত বরকত আল্লাহ তাআলা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন সে রাতে, আলহামদুলিল্লাহ্।

🟢 যে ব্যক্তি বিকালে এ দু'আটি তিনবার পড়বে, সে রাতে কোনো বিষধর প্রাণী তার ক্ষতি করতে পারবে না। এবং সকালে তিনবার পড়লে সারাদিন কোনো বিষধর প্রাণী তার ক্ষতি করতে পারবেনা।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই। **[**আহমাদ**,** নং ৭৮৯৮; তিরমিযী**,** হাদীস ৩৪৩৭**]**

সবাই অবশ্যই চেষ্টা করব সকাল এবং সন্ধ্যা তিনবার করে এই দু'আটির উপর আমল করতে এবং রাতে ঘুমানোর সময়ও আমরা এই দু'আটি পাঠ করতে পারি। এবং অবশ্যই নিজের পরিবার-পরিজন এবং অন্যদের কাছে এ দু'আটি পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ।

৩)পোকামাকড়, স্কিনে সমস্যা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানি ইত্যাদি যেকোন কিছু হোক সেসব নিয়ে সমস্যা হতে পারে।এগুলো ঈমানের পরীক্ষা। তাহলে আমরা কি সেসব মেনে নিবো?আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবো।আল্লাহ পোকামাকড় খুঁজতে,মারতে পরিষ্কার করতে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, সময় নষ্ট হচ্ছে। আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন।এসব থেকে মুক্তি দিন আফিয়াহর সাথে।সময় বাঁচাতে হবে জিকির আযকার,কুরআন,ইবাদতের জন্য,পরিবারে খেদমত করার জন্য।অহেতুক কাজের পিছনে সময় দেয়া যাবে না।এজন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। আপনি যখন কোন বিষয় নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবেন সেটা নিয়ে পরীক্ষা বাড়বে।যদি এভাবে চিন্তা করেন যে,আমার আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে, তিনিই উদ্ধার করবেন।এটা নিয়ে আমার এত চিন্তা করার কিছু নেই।তিনিই আমার সর্বোত্তম অভিভাবক।

৪)উস্তাদরা কিন্তু মাহরাম না। তারাও গায়ের মাহরাম। এজন্য বারবার করে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকা আল্লাহ পাক যেন কোন পুরুষের ভিডিও দেখা, অডিও শোনা থেকে হেফাজত করেন। দ্বীন শেখার জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সহজ করে দিবেন। এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে এক সময় গায়ের মাহরাম এর লেকচার শোনা, দেখা সবই বন্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আমার দ্বীনে ফেরার শুরুতে আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, আল্লাহ আপনি আমার ঘরের পুরুষদের সেই জ্ঞান দান করুন। যে কারনে আমি পুরুষদের দারস শুনি, সেসব জ্ঞান আমি যেন আমার ঘরের পুরুষদের মাধ্যমে শিখতে পারি। আল্লাহ আমি আপনাকে ভয় করতে চাই। আমার কানকে পরপুরুষের আওয়াজ থেকে হেফাজতে রাখতে চাই। যখন থেকে আল্লাহ পাক আমাকে পুরুষদের দারস শুনা বন্ধ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে আল্লাহ পাক আমার ঘরের পুরুষদের মুখ থেকে দ্বীনের উত্তম কথাগুলো যার মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পাবে বা কোন মাসআলা মাসায়েল, ফতোয়া ইত্যাদি এসব শোনার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

পুরুষের বিষয় টা অন্তরে আসা মাত্রই গুনাহ হবে। যদি মনে হয় যে আরেকবার দেখি তো ওনাকে। তাহলেই বুঝতে হবে যে শয়তান পেয়ে বসেছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। অন্তরে উপলব্ধি আসলেই সেটা অন্তরের জিনা। আল্লাহ মাফ করুন। চোখের জিনা হচ্ছে -অশ্লীল কিছু দেখা, কানের জিনা হচ্ছে- অশ্লীল কিছু শোনা, জিহ্বার জিনা হচ্ছে- অশ্লীল ভাষা বলা, হাতের জিনা হচ্ছে- অবৈধ স্পর্শ, পায়ের জিনা হচ্ছে- অশ্লীলতার দিকে পা বাড়ানো। এসবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যভিচার। এ সম্পর্কে ইসলামের দিক নির্দেশনা কী?আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে জিনা-ব্যভিচার সম্পর্কে মানুষকে একাধিক আয়াতে এভাবে সতর্ক

করেছেন-'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেও না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।' (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৩২)

৫)আল্লাহ পাক কোন ভাল কাজ করার তৌফিক দিলে সেটার জন্য বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা।সেই ভাল কাজের কারনে যদি মানুষ প্রশংসা করে সেটা নিয়ে চিন্তা করা যাবে না।সে বিষয় নিয়ে অন্তরে বারবার চিন্তা করা ক্ষতিকর।এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে,"আল্লাহ আমি আপনার দেয়া তৌফিক অনুসারে কাজ করার চেষ্টা করেছি,আপনি কবুল করুন।আপনি আমাকে মাফ করুন।আমি তো কাজ করেছি আমার নিজের জন্য,নিজেকে উদ্ধার করার জন্য।মানুষ যেকোন কাজই করে নিজেকে উদ্ধার এর জন্যই।প্রতিটা ভাল কাজের নেকীর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজেই উপকৃত হবে।অন্যের উপকার এর চেয়ে নিজের উপকার বেশি।সুবহানাল্লাহ।অন্যের প্রশংসার দিকে যেন মনযোগ না যায় এজন্য সতর্ক থাকতে হবে।দ্বীন শেখানোর জন্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া,খাবারের আয়োজন করা,খাবার আবার প্যাক করে দিয়েও দেয়া ইত্যাদি এসবের প্রতিটা কাজের জন্য নিয়ত করা।আল্লাহ আপনি এসবের বিনিময়ে আমার গুনাহ মাফ করে দিন।আমার ঈমানের পরীক্ষা সহজ করুন।আমাদের পরিবার পরিজন, স্বামী সন্তান,ভাই বোন,আত্নীয়দের হিদায়াত দিন, কবরবাসীদের মাফ করুন যারা ঈমান নিয়ে মারা গিয়েছেন।যার যে সমস্যা সেসব থেকে মুক্তির জন্য দুআ করা।সে নিয়তে কাজ করা।ভাল কাজের বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া। মানুষের কাছ থেকে কোন বিনিময়ের প্রয়োজন নেই।সর্বোত্তম প্রতিদানকারী হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যথেষ্ট।আল্লাহু আকবার।

৬)মুত্তাকী বান্দাকে শয়তান ভয় পায়।সে বান্দাকে আল্লাহ পাক সামান্য ভুল হলেও দ্রুতই বুঝতে পারার তৌফিক দেন,তওবা করার তৌফিক দেন।আমলের তৌফিক না পেলে তার কোন দাম নেই।এজন্য আল্লাহর কাছ থেকে তৌফিক চেয়ে নিতে হবে।ভাল কাজ করার তৌফিক পেলে সেটা কবুল হওয়ার জন্য দুআ করা।

৭)যে আল্লাহর তরফ থেকে হিদায়াত পায় তার জন্য কোন কিছুই কঠিন না।কোন বাঁধাই তাকে সঠিক পথ থেকে দূরে রাখতে পারে না।আমার জন্য যদি কঠিন হয় তাহলে আমার আদৌ কি হিদায়াত হয়েছে**?**

🟢**اَللّٰهُمَّ جَدِّدِ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوْبِنَا**

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা জাদ্দিদিল ঈমানা ফি কুলুবিনা।
অর্থঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাদের হৃদয়ের ইমানকে নবায়ন করে দাও।
উৎসঃতাবারানী ১৪৬৬৮**,**হাকেম ০৫**,**

রাসুল **(**সল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম**)** বলেনঃ**"**কাপড় যেভাবে পুরানো হয়ে যায়**,**অন্তরের ঈমানও একইভাবে পুরানো হয়ে যায়। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের অন্তরের ঈমান নবায়ন করে দেয়ার জন্য দু'আ কর।**"(**হাকেম ০৫**)**

৮)আল্লাহ পাক কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।আমরাই অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে নেই।পরিবারের সদস্যদের, আত্মীয়দের, পরিচিতদের হিদায়াত নেই কাজকর্ম ঠিক নেই।আমার দ্বারা কি সম্ভব সবার সবকিছু ঠিক করে দেয়া?তাহলে সবকিছুর চিন্তা আমি মাথায় নিবো কেন?আমরা দুশ্চিন্তা করব না,দুআ করব।আমি সব ঠিক করতে পারব এমন চিন্তা অন্তরে রাখা যাবেই না। নামাজের সময় হয়েছে সে সময়ে যদি সন্তান তৈরি না থাকে,নামাজে না যায় তাহলে দুআ করা।আল্লাহ আপনি তাকে নামাজের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।কোন কারনে কোন কাজ করা এখনো বাকী। নিজে করার তৌফিক না পেলেও দুআ করতে থাকা আল্লাহ আপনি সহজ করে দিন।অনেক সময় বাচ্চা ছোট থাকলে অনেক ক্লান্তির পরও ঘুমানো সম্ভব হয়না।কিন্তু শরীর এতই খারাপ যে ঘুমাতে হবে।ঘুমাতে গেলে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে থাকবে।তাহলে কি করব?দুআ করে,আল্লাহর উপর ভরসা করেই ঘুমাতে যাওয়া।আল্লাহ আপনি তো জানেন আমার প্রচন্ড ক্লান্ত লাগছে।আপনি আমাকে একটু ঘুমানোর সুযোগ দিন।তার মধ্যে বাচ্চারা যেন কোন বিপদ না ঘটায়।আপনি সহজ করে দিন।ঘরের কাজের ক্ষেত্রেও একই বিষয়। আল্লাহ আপনি সহজ করে দিন।কাজগুলো গুছিয়ে দিন।প্রতিটা ক্ষেত্রে দুআ করা।ছোট বাচ্চা থাকলে অনেক বিষয় কঠিন হয়ে যায়।এজন্য তাদের প্রতি বিরক্ত হওয়া যাবে না যে তাদের জন্য ঘুমাতে পারছি না,বিশ্রাম নিতে পারছি না।পরীক্ষা আল্লাহর তরফ থেকেই এসেছে।এজন্য দুআ করতে থাকা।সামান্য একটুতেই যেন শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়,সহজতার দুআ করা।

৯)কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য প্লেয়ার চালু করে রাখা,শুনতে থাকা যাবে। কিন্তু রুকইয়াহর তিলাওয়াত শোনার জন্য মনযোগ থাকতে হবে।এমনিতেই চালু রাখা যাবে না।বাচ্চাকে পড়াতে বসলে বদনজরের রুকইয়াহ তিলাওয়াত প্লে করে রাখি।যেন বদনজরের প্রভাব বাচ্চার উপর না পড়ে।বাচ্চার উপর যেন রাগের বহিঃপ্রকাশ বা গায়ে হাত তোলা না হয়।আল্লাহ পাক সবচেয়ে ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাশীল।ধৈর্য্য ও ক্ষমার গুন কি আমাদের মধ্যেও থাকা উচিত না?

১০)আমরা সারাদিনে কতবার বিরক্ত হই, রাগান্বিত হই এ বিষয় খেয়াল করা।অন্তরে বিরক্তি ভাব চলে আসলেই

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(উচ্চারণ: আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।) অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অন্তরে রাগ আসলেই গিলে ফেলতে পারছি কিনা।রাগ গিলে ফেলা একটা আমল।সুবহানাল্লাহ।কোথায় রাগ গিলে ফেলতে হবে?যেমন: মাত্রই ঘর মুছা হয়েছে। বাচ্চা এসে আধা কেজির মত গুড়া দুধ ফেলে দিল।অন্তরে রাগ চলে এসেছে।সাথে সাথে আউযুবিল্লাহ......রাজীম পড়া।বিরক্ত ভাব অন্তরে চলে আসার সাথে সাথেই আউযুবিল্লাহ পড়ে নেয়া।অন্যের উপর রাগ আসছে তখন নিজের কথাও চিন্তা করা।নিজের ভুলগুলোকে

ছোট করে দেখার দু:সাহস হয় কিভাবে?আমাদের গুনাহ গুলোর ভিডিও যদি ২০/৩০ জন মানুষের সামনে এ মুহুর্তে প্রকাশ করে দেয়া হয় আমরা তো সাথে সাথেই সেই ভিডিও বন্ধ করার জন্য উঠেপড়ে লাগব। তাহলে অন্যের বিষয়ে এত রাগ কেন আমাদের?যাকে হিদায়াত দেয়া হয় তার জন্য কাজগুলো সহজ হয়। সুবহানাল্লাহ। আমি যদি বারবার রেগে যাই তাহলে আমি তো আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত সেই বান্দা না। রাগ গিলে ফেলতে পারলে শুকরিয়া আদায় করব। না পারলে তওবা করব। যেকোন আমলের ক্ষেত্রেই একই পদ্ধতি। তৌফিক পেলে শুকরিয়া আদায়,না পেলে তওবা করা।

১১)আমার মেয়েকে হিজামার জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল ১৮ বছর বয়সের আগে হিজামা করা যায় না। ওর বয়স তখন ১৩ বছরের চেয়েও কম। অথচ আমার হিজামা প্রথমবার করিয়েছিলাম ৪০+ বছর বয়সে। আমার মেয়ের হিজামার সময় কিছু সমস্যা হতে পারে বলে তারা বলেছিল যেহেতু তার বয়স কম। আমি সেসব শুনে ভয় পাই নি। ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি আল্লাহ যেন সব সহজ করে দেন। সুবহানাল্লাহ, আমার মেয়ের হিজামা করানো হয়েছিল এবং যেমন আশংকা করা হয়েছিল যে তার বয়স কম এজন্য কোন সমস্যা হবে এমন কিছুই হয় নি। আল্লাহু আকবার!দুআ করার কারনে আল্লাহ পাক সব সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

১২)আত্নীয় স্বজন বা পরিচিত কেউ যখন মারা যান তখন তাদের বাড়িতে যাওয়ার বিষয়টা কিভাবে ম্যানেজ করা উচিত এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আসে। আমরা আবেগ দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিবো না। প্রতিটা বিষয় তাকওয়ার সাথে সম্পর্কিত। সুবহানাল্লাহ। আমার ফুফা যখন মারা যান, আমি তখন ফ্লাইটে ছিলাম। সংবাদ পাওয়ার পর কারো সাথে ফোনে কোন কথা বলি নি। আমি ঘর থেকে বের হওয়ার পর কোন ফোন রিসিভ করি না,কারো সাথে কোন কথা বলি না। একদম চুপ থাকি। এ বিষয়ে আমার পরিবারের সদস্যরা জানেন। বাচ্চাদের কোন কিছু প্রয়োজন হলে ইশারা দিয়ে দেয়া নেয়া সেসব করা যায়। আমার ফুফা মারা যাওয়ার সংবাদ শোনার পর সাথে সাথে দুআ করা শুরু করলাম,কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলাম। সফরের পুরাটা সময় জুড়েই আল্লাহ পাক আমাকে ওনার জন্য দুআ করার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সবচেয়ে বেশি দরকার দুআ। সুবহানাল্লাহ। মৃতের বাড়িতে যদি খোঁজ খবর নিতে যেতে হয় তবে মাহরাম ছাড়া যাওয়া যাবে না। মৃত বাড়ি,বিয়ে বাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্দা মেনে চলা কঠিন হয়। এসব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন মুমিন নারী হিসেবে নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালেই রাখতে হবে এবং দুআ করতে হবে। মানুষ আমাকে নিয়ে কি ভাবছে সেটা চিন্তা না করে আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে কেমনভাবে দেখছেন, কেমন চিন্তা করছেন সেটা ভাবতে হবে।

১৩)দ্বীনে ফেরার পর গায়ের মাহরাম আত্নীয়দের সাথে যোগাযোগ করা,কথা বলা নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আমার সময়ও হয়েছে। আমি আমার আত্নীয়কে কল করেছি। কল রিসিভ করেছে ওনার ছেলে। আগে তো তার সাথে কথা বলতাম। আল্লাহ মাফ করুন। সে কল

রিসিভ করার সাথে সাথে কল কেটে দিয়েছি এবং দুআ করেছি।আল্লাহ আপনি তো জানেন আমি কেন লাইন কেটেছি।সে তো আমার জন্য মাহরাম না।তাকে আপনি এমন চিন্তা করা থেকে হেফাজত করুন যাতে সে এটা মনে না করে যে আপু কিভাবে পারল লাইন কেটে দিতে,আমি তো লাইনে ছিলাম।এটা নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে কোন ফিতনা তৈরি যেন না হয়।আল্লাহ আপনি সহজ করুন।পরের দিন আবার কল দিয়ে যখন কথা হচ্ছিল ওনার মা'র সাথে ওনাকে আমি সরাসরি বলেছি যে, ও তো আমার মাহরাম না।এজন্য লাইন কেটে দিয়েছিলাম। ওনি আমাকে কোন কটু কথা শোনান নি।বরং বলেছেন,আমার জন্য দুআ করো আমি যেন তোমার মত এভাবে আমল করতে পারি।আল্লাহু আকবার! মুমিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাক অবশ্যই বিষয় গুলো সহজ করে দেন।আমরা সব বিষয়ের জন্যই দুআ করব,দুশ্চিন্তা না।আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব হিদায়াত এর জন্য।আমৃত্যু যেন টিকে থাকতে পারি,আপনি আমাদের সে তৌফিক দিন।আমি যেন কিয়ামতের মাঠে পাকড়াও না হয়ে যাই।আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দিন।আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।আমিন।

১৪)খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দুআঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারণঃ রব্বানাগফিরলি অলিওয়া লিদাইয়্যা অ- লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসা-ব্।

অর্থ: হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা ইবরাহিম- আয়াত ৪১)

এখানে পিতামাতার পাশাপাশি অন্য মুমিনদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে আর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাহলে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি করে সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামায় লিখে দেবেন (ত্বাবরানী, শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান সহিহ বলেছেন, সহীহুল জামে হা/৬০২৬)

হাদিসটা নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান পৃথিবীতেই ২০০ কোটির উপরে মুসলিম রয়েছে আর আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমের সংখ্যা কত হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'লা ছাড়া আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় অথচ তাদের জন্য ১ বার ক্ষমা চাইলেই আপনি সেই সংখ্যক নেকী পেয়ে যাবেন যার পরিমাণ কোন মানুষের কল্পনায়ও আসবে না। ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন, ইসলাম শুধু নিজের কথা চিন্তা করতে বলে না বরং অন্যদের কল্যান কামনা, তাদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এটাও শরীয়তে বিরাট ইবাদত হিসাবে বিবেচিত আর সেই কারনেই দেখা যাচ্ছে মুসলিম ভাই বোনদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে তিনি এমন পরিমাণ সওয়াব নির্ধারণ করেছেন যেটা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১৮: আমরা কি শোকরগুজার বান্দা হতে পেরেছি?

আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমি অবশ্যই দেখছি(১)। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর(২)। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে(৩) ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও(৪)। আর নিশ্চয় যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে, তা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা যা করে, সে ব্যাপারে আল্লাহ গাফিল নন।(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৪৪)

কেবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার আগে থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন ইসরাঈল বংশীয়দের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে বায়তুল-মুকাদ্দাসের কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভেরও অবসান ঘটেছে। এখন আসল ইবরাহিমী কেবলার দিকে মুখ ফিরানোর সময় হয়ে গেছে। কা'বা মুসলিমদের কেবলা সাব্যস্ত হোক - এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আন্তরিক বাসনা। তিনি এর জন্য দোআও করছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছেন কি না।

১)বাসায় যদি ছোট বাচ্চা থাকে খেয়াল করে দেখবেন ওরা কোন কিছু চাইতে থাকলে কোন ব্যক্তির চেহারার দিকে তাকিয়ে বারবার চাইতেই থাকে চাইতেই থাকে।না পাওয়া পর্যন্ত রিএকশন দেখায়।আমিও তো এমনই।যখন কোন কারনে অসহায় বোধ করি,আসমানের দিকেই তাকাতে থাকি।সূরা বাকারাহ'র ১৪৪ নাম্বার আয়াত পড়ার আগ পর্যন্ত আমি কোনদিন জানতামই না যে এ কথা কুরআনে উল্লেখ করা আছে।আমি সর্বপ্রথম যখন এই আয়াত পড়ি আমার এত কান্না পায়,সুবহানাল্লাহ! আমাদের বৈশিষ্ট্যও তো এমনই।কুরআনেও উল্লেখ করা আছে। আল্লাহু আকবার! এ আয়াতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি কখনো মুখ ফুটে বলতেন না।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব করে চাচ্ছিলেন কা'বার দিকে মুখ করেই যেন কিবলা হয়।কিন্তু তিনি মুখ ফুটে বলেন নি।তাঁর এই ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যেকারনে তাঁর চোখ বারবার আসমানের দিকে চলে যেত।দ্বীনে ফেরার পর আমি যখন কোন হালাল বিষয় এর জন্য দুআ করতাম তখন আল্লাহর প্রতি ভরসা নিয়েই আসমানের দিকে তাকাতাম।আমি সবরের সাথে দুআ করে যাচ্ছি আল্লাহ পাক অবশ্যই দিবেন।ভরসার জায়গা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। আল্লাহ পাক ছাড়া কে আমাকে কোনকিছু দিতে পারে?যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি ছাড়া আর কে ক্ষমতা রাখে?দ্বীনে ফেরার পর একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ছাড়া সকল মানুষ, জিনিসপত্র সবকিছুকেই অকাজের মনে হলো।সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আসলেই কারো কি কোন ক্ষমতা আছে কোন কিছু করার?আগে তো মনে হতো বাবা এটা করে দিবেন,স্বামী এটা করে দিবেন,ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার ঠিক করে দিবেন ইত্যাদি।কিন্তু এখন?

আমার রব ছাড়া ভরসা আমি অন্য কারো উপর কেন করব?কুরআন যত পড়া শুরু করলাম আমি মানুষকে চিনে ফেললাম। মানুষ কোনকিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।আল্লাহু আকবার! আমি আমার আল্লাহ ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী না।এবং আমি আমার কোন প্রয়োজনের কথা একমাত্র আমার আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বলবও না।আমার সমস্ত কষ্ট, সকল হালাল বিষয়ের চাহিদা সবকিছু আমি আমার রবকেই বলব।আসমানের দিকে তাকাতে পারি আর না পারি, আসমান খুঁজে পাই বা না পাই আমার রব তো একজন আছেন।আমি তাঁকেই বলব সবকিছু। আমার আর কারো দরকার নেই।এখানে আসমানের দিকে তাকানো মুখ্য বিষয় না।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার চাওয়ার পরেই পেয়ে যান নি।তিনি বারবার করেই চাচ্ছিলেন।আমাদের অন্তরের হালাল চাহিদার বিষয়,আমাদের বারবার হাত তুলে চাওয়া বা অন্তরের চাওয়া গুলো আল্লাহ পাক সবচেয়ে ভাল জানেন।তিনি তো সবই দেখছেন।তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই আড়াল নেই। আমার কোন সমস্যার কথা আমি কোন মানুষকে বলব না।

একজন মানুষ,সেও তো আমার মতই দুর্বল।সে তো কখনোই আমার কষ্ট টা বুঝতে পারবে না,আমার কতটুকু যে প্রয়োজন সেটাও বুঝতে পারবে না।তাহলে আমি কেন তাকে বলব?আমি আমার রবকেই বলব।যিনি সবকিছু জানেন,বুঝেন যতটুকু আমার প্রয়োজন।সুবহানাল্লাহ।আমরা কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করলেও সেটা যেন এমন না হয় যে দুআ করার আগে, রবের সাথে যোগাযোগ করা ছাড়াই কোন বান্দার সাথে যোগাযোগ করতে চলে গেলাম।সবার আগেই আমার রবের জায়গা।আর কারো না।

২)করোনাকালীন সময়েও দেখলাম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে ডাক্তার,নার্স ইত্যাদি সবাই আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। একদিনে কত লাখ রোগীর সেবা তারা দিতে পারবে?তাদের আকাশের দিকে তাকানোর ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল।উপরের দিকেই ভরসা।অথচ তারা বেশিরভাগ অমুসলিম ছিল।প্রশ্ন হলো কেন আকাশের দিকেই তাকানোর বিষয় টা এসেছে?কুরআন যখন পড়ছিলাম তখন একটা আয়াত সামনে এলো।

🔶‘তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না’।(সূরা আরাফ: আয়াত ১৭)

মানুষের উপর শয়তানের হামলা শুধু চতুর্দিকেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো ব্যাপক। আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে। তারপর সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে সামনে থেকে আসার অর্থ, দুনিয়ায়। পশ্চাৎ দিক থেকে আসার অর্থ আখেরাতে। ডানদিক থেকে আসার অর্থ, নেককাজের মাধ্যমে

আসা। আর বামদিক থেকে আসার অর্থ, গুনাহের দিক থেকে আসা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

কাতাদাহ বলেন, ইবলীস মানুষের সামনে থেকে এসে বলে, পুনরুত্থান নেই, জান্নাত নেই, জাহান্নাম নেই। মানুষের পিছন দিক থেকে দুনিয়াকে তার কাছে চাকচিক্যময় করে তোলে এবং দুনিয়ার প্রতি লোভ লাগিয়ে সেদিক আহবান করতে থাকে। তার ডানদিক থেকে আসার অর্থ নেক কাজ করার সময় সেটা করতে দেরী করায়, আর বাম দিক থেকে আসার অর্থ, গোনাহ ও অপরাধমূলক কাজকে সুশোভিত করে দেয়, সেদিকে আহবান করে, সেটার প্রতি নির্দেশ দেয়। হে বনী আদম! শয়তান তোমার সবদিক থেকেই আসছে, তবে সে তোমার উপর দিক থেকে আসে না, কারণ, সে তোমার ও আল্লাহর রহমতের মধ্যে বাঁধা হতে পারে না। [তাবারী]

৩)আলস্যজনিত কারণে মানুষের হাই ওঠে। আর বিশেষ করে ইবাদতের সময় শয়তান মুসলিমের মনে আলস্য সৃষ্টি করে। নিশ্চয় আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ এবং হাইকে অপছন্দ করেন। হাই হল শয়তানেরই পক্ষ থেকে।যে কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন তা যথাসাধ্য দমন করে।কেউ যখন 'হাই তোলে শয়তান হাসে।কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন নিজ মুখের উপর হাত রেখে নেয়। কেননা শয়তান তাতে প্রবেশ করে থাকে।

শয়তান সর্বদিক থেকে আক্রমন করতে পারলেও,এমনকি হাই তোলার সময় শরীরেও প্রবেশ করতে পারে।কিন্তু একমাত্র উপরের দিক থেকে শয়তান কখনোই কোন আক্রমন করতে পারো না।শয়তান কখনোই আল্লাহর রহমতের মধ্যে বাঁধা হতে পারে না।আসমান থেকে আল্লাহর রহমত,সাকিনাহ বর্ষন হয়।আল্লাহু আকবার! অমুসলিমরাও বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছেই হাত তুলে চাইতে থাকে।সুবহানাল্লাহ। আমাদের প্রত্যেকের রুহ সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে অবগত।প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।

৪)সব বিষয় স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকার পরও কেন আমরা মানুষের দিকে ধাবিত হই?মা বাবা,স্বামী সন্তান, পরিবার পরিজন অমুক তমুক এটা দিচ্ছে না করছে না এসব বিষয় চিন্তা করে কেন নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে যাচ্ছি দিনের পর দিন।আদৌ কি মানুষের কোন ক্ষমতা আছে কিছু করার?আমরা নিজেরাই তো নিজেদের চিন্তা ভাবনা দ্বারা নিজেদের ক্ষত বিক্ষত করতে থাকি।কারন আমরা মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে গিয়েছি।অথচ আমার তো একমাত্র আমার রব ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার কথা ছিল না।

আমার দুআ অবশ্যই শক্তিশালী হওয়ার কথা।কারন আমি একমাত্র আমার রবের উপর ভরসা করি।এরকম আমার রবের কাছে ছোট বড় সবকিছু চাইতে থাকি,দুআ করি।আমার দুআ অবশ্যই কবুল হবে।এমন আত্মবিশ্বাস আমাদের কেন নেই?আমাদের জীবনের চাহিদা কি কিবলা ঘুরিয়ে দেয়ার মত এত বড়?আল্লাহু আকবার!আমাদের জীবনের চাহিদাগুলো এত

ছোট ছোট। সুবহানাল্লাহ। তারপরও আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই। আমরা মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী হতেই থাকি। আমরা আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবো, দুআ করতেই থাকবো। কোন মানুষের কাছে এক বিন্দু পরিমান কোন কিছু চাইবো না। বিপদের সময় তো আমরা এ বিষয়টা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ উদ্ধার করতে পারেন না। তাহলে এ বিষয় টা আমরা আগে কেন বুঝতে পারিনা। আমরা দুনিয়ায় যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতিটা বিষয়ের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি দায়িত্ব হলো বাবার,স্বামীর,ছেলের। একমাত্র রব ছাড়া দুনিয়ার কেউ ভাঙা অন্তর জোড়া লাগাতে পারে না। রবের মত করে কেউ এত পরিমান দিতে পারে না যেকারনে শুকরিয়া সিজদাহ্ দিতে হয়। আল্লাহু আকবার! দুনিয়ার কেউ অন্তরের প্রশান্তি দিতে পারে না। প্রত্যেকেই দুর্বল। তাহলে আমাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলবেন কে?আমার রব। তিনিই তো যথেষ্ট। আল্লাহু আকবর!

৫**)**কিভাবে সবকিছুর প্রতি নির্ভরশীলতা ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর দিকেই ঘুরে যেতে পারব**?**যখন আমি সত্যি অনুধাবন করতে পারব। কখন সত্যি অনুধাবন করতে পারব**?** যখন আমি কুরআন পড়ব**,**কুরআন নিয়ে চিন্তা করব। কেন কুরআন**?** আল্লাহ তো শুধুমাত্র একটা কুরআন নাযিল না করে অনেক কিতাব নাযিল করে বুক শেলফ ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন। শুধু কুরআনই কেন**?**

৬)যা কিছু আমাদের কষ্ট দেয় আমরা সেগুলো নিয়েই চিন্তা ভাবনা বেশি করতে থাকি। অথচ আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত ছিল নিজেদের ভুল নিয়ে। আল্লাহ আমার কোথায় ভুল আমাকে আপনি শুধরানোর তৌফিক দিন। আমরা যদি নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি মানুষকে আমাদের কিছুই বলতে হবে না। মানুষই আমাদের কর্মকান্ড,আচরন দেখে আমাদের পিছনে ছুটবে শেখার জন্য। যেভাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত, আমরা ছুটেছি তাঁর দিকে। অথচ আমরা কি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি সরাসরি? আল্লাহু আকবার!তখনকার যুগের সবার তৌফিক হয়নি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সরাসরি দেখা করার। যারা সরাসরি দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন নি তারা কি ইসলাম গ্রহন করেন নি?করেছেন। মানুষ এখনো ইসলাম গ্রহন করে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।

শয়তান বারবার করে আমাদের ভেঙে দিবে,আমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে চাইবে। শয়তান যখন দেখছে একজনের মধ্যে হিদায়াত, কুরআন, নূর চলে এসেছে এখন তাকে নিচু স্তরে নামাতে হবে যাকে দেখলে মানুষ ঘৃনা করবে। আমাদের যেকোন ভাল কাজের কারনে আমাদের রবের প্রশংসা করা হবে। আমাদের ত্রুটির জন্য দোষারোপ করা হবে রবকে।সে কেমন দ্বীন পালন করে যে তার আচরণ এমন?আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আমাদের মধ্যে যে হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে, যে কুরআন আমরা পড়ি যাকে অন্তরে ধারন করার চেষ্টা করি এটা খুবই ভারের জিনিস। সুবহানাল্লাহ। এর মর্যাদা রাখাও কঠিন কাজ। আমরা আমাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমাদের রবকে রিপ্রেজেন্ট

করছি,আমাদের রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রিপ্রেজেন্ট করছি। এজন্যই আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে সবচেয়ে বেশি। নিজেদের বিনয়ী হতে হবে, সবর করতে হবে, দুআয় লেগে থাকতে হবে। কেন এসব করতে হবে? দুনিয়ার কারো জন্য না। শুধুমাত্র রবের সন্তুষ্টির জন্য।

৭)যে যত বিপদেই থাকি না কেন আমরা যেন দ্বীন থেকে বের না হয়ে যাই। আমরা দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি,সেসবের দ্বারা আল্লাহ আমাদের ঈমানকে আরো শক্ত করে দিতে চান। সবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে একমাত্র আল্লাহর দিকেই মুখাপেক্ষী করে দিতে চান। আমাদের দ্বারা কৃত আমল গুলো যেন অন্যরা দেখে শিখে সেগুলো যেন আমাদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হয়ে যায় এজন্যই এতকিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যার যা প্রয়োজন আল্লাহর কাছেই চাইতে থাকবেন। অবিবাহিত হলে বিয়ের জন্য দুআ। বিবাহিত হলে দাম্পত্য সম্পর্কে বরকতের দুআ,মা বাবা, শ্বশুরবাড়ি,নানা বাড়ি,দাদা বাড়ি,প্রতিবেশী পরিচিত সবার জন্যই দুআ করবেন। দুআর বরকতেই সবকিছু হবে ইনশাআল্লাহ।

৮)দু:খে কষ্ট জর্জরিত অবস্থায় যখন মনে হত এখানে আর এক মুহূর্ত টিকতে পারছিনা। তখনই বারবার এ আয়াত সামনে আসত। আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,**'**তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালার **(**ইউনুসের**)** মত হয়ো না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল**'**। '‌যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত**,** তাহ**'**লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত**'**। 'অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন**।'*(*ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০*)***

যত কষ্টই হোক পরিবার ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে না। ইউনুস (আ:) কি গুনাহগার ছিলেন?না। তিনি তাঁর কওমকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা দাওয়াত গ্রহন করে নি। এজন্য তিনি যখন অন্যত্র চলে যেতে চাচ্ছিলেন তখনই পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কুরআনে এজন্য এই রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। আমরা যেন এমন না করি। মাছওয়ালা ইউনুস যেন না হই। নবীদের মত করে পরীক্ষা আমাদের উপর আসবে না। তারপরও আমরা সবর করতে পারি না। আমরা যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আল্লাহর কাছে দুআ করে নিবো, আল্লাহ আমি কি এই কাজ করতে পারি?আমার কি এটা করা উচিত?

৯)আমরা আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হবো। নিজের বিপদের সময় চিন্তা করব অন্যরা আরো অনেক বিপদে আছে,আল্লাহ তাদের চেয়েও আমাকে ভাল রেখেছেন। এ নিয়ে একটা গল্প পড়েছিলাম একবার। একজন লোক অনেক দূর থেকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে নামাজ পড়তে এসেছে মসজিদে। সেখানে সে এমন একজন ব্যক্তিকে দেখল যে অনবরত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেই যাচ্ছে। অথচ সে অন্ধ,পঙ্গু,শারীরিকভাবে নানা রোগে আক্রান্ত। লোকটিকে তার শুকরিয়া আদায় করার কারন জিজ্ঞেস করায় সে বলল,আল্লাহ যে

তাকে জিহবা দিয়েছেন,জবান দিয়েছেন যার দ্বারা সে জিকির করতে পারে তার জন্য কি সে শুকরিয়া আদায় করবে না?আল্লাহু আকবার!

১০)রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। সাহাবীরাও ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছেন।আমরা কি এমন ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করেছি কখনো?তারপরও আমাদের এত অভিযোগ?

আমরা যদি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করতে পারি আমরা অপমানিত হব।আমাদের উচিত ছোট বড় সব নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।আমরা যদি সারাক্ষণ অভিযোগ করতে থাকি তাহলে আমরা কেন দ্বীন পালন করি?আল্লাহর প্রতি কেমন ধারনা পোষণ করি?আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। সবচেয়ে উত্তম রিযিক হলো সুস্থ শরীর।সর্বনিম্ম স্তর হলো টাকা পয়সা।নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের রিযিকে বারাকাহ দান করবেন।শরীর যদি সুস্থ না থাকে ইবাদত করবে কিভাবে?কাকে আল্লাহ পাক এই নিয়ামত দান করবেন?যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

আমার (বক্তার) ৩ টা সিজারের পর ডাক্তার প্রায় সব ধরনের কাজকর্ম করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়।এমনকি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়েও অনেক বাঁধা।অথচ আমি সব ধরনের কাজকর্ম করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি কোন দিক থেকেই অক্ষম না।আমি আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত একজন বান্দা।কোনকিছুই আমাকে আটকে রাখতে পারে নি।আল্লাহু আকবার! কুরআন পড়ার মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছ থেকে এই শক্তি সামর্থ্য লাভ করি।আল্লাহ পাক হও বললেই হয়ে যায়। আমার(বক্তার) গর্ভকালীন সময়ে প্লাসেন্টা(গর্ভফুল) একদম প্রথম মাস থেকেই একদম নিচে ছিল।সে অবস্থায় আমার বাসা পরিবর্তন করতে হয়।বাসার সব ফার্নিচার এক রুম থেকে অন্য রুমে নেয়া,ঘরের সব কাজকর্ম করতে হয়েছে। আমার কোন ক্ষতিই হয় নি।আল্লাহু আকবার!ডাক্তার যা যা বলেছে সেসবের সাথে কোনকিছুই আমার সাথে মিলে নি।বরং কুরআনের বর্ননা আমার সাথে মিলে গিয়েছে।কুরআনে যে আল্লাহর সাহায্যের বর্ননা আছে,রহমত,নূরের বর্ননা আছে সবকিছুই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামী বাইরে কাজ করেন।আমি ঘরের কাজও তার জন্য ফেলে রাখব?আমি মোটেও কারো উপর নির্ভরশীল হবো না।আমার জন্য একমাত্র আমার রবই যথেষ্ট।আপনার উপর কি রবের রহমতের বর্ষন এভাবে হয়?যেদিন থেকে আমার দ্বীনের বুঝ জ্ঞান এসেছে আমি সেদিন থেকে কোন কাজ আমার স্বামীর জন্য ফেলে রাখি না।আমি আমার রবের উপর ভরসা করে সব করে ফেলি।আমার কোন খাবার খেতে ইচ্ছে করলে আমি মারইয়াম (আ:) এর মতই দুআ করি।আল্লাহ পাক সেই খাবার যত দামী হোক বা অমৌসুমের হোক সেটা যেভাবেই হোক আমার ঘরে পৌঁছে দেন আলহামদুলিল্লাহ।আল্লাহ পাক চাইলেই দিতে পারেন,আমার যা প্রয়োজন তাই দিতে পারেন।সুবহানাল্লাহ।

১১)আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, ''যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি।

অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দেই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই।''(বুখারী) সহীহুল বুখারী ৬৫০২

('কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে।' অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।)

১২)আমার যতটুকু শক্তি সামর্থ্য আছে ততটুকু দিয়েই আল্লাহ যেভাবে বলেছেন,রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এর বিরোধিতা করার দু:সাহস যেন না করি।আমার সাহায্যের জন্য আমার স্বামী সন্তান অমুক তমুককে লাগবে এমন চিন্তা ভাবনা করি?আমার সাহায্যের জন্য আমার রবই যথেষ্ট। এমনভাবে কি আমরা দ্বীন শিখি?আমরা নারীরা ঘরের বাইরে চলে গিয়ে চিন্তা করি স্বামীর উপর নির্ভর হবো না। উল্টা কাজ করা যাবে না। ঘরের বাইরের দায়িত্ব নারীর না।আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিন।কোন বিষয় প্রয়োজন হলে যদি কারো সাথে যোগাযোগ করতে হয় সে কাজের জন্য তাহলে প্রথমে দুআ করে তারপর যোগাযোগ করা।তাহলে সে বান্দা আপনার মধ্যে নূর দেখতে পাবে।সে যোগাযোগ এর মধ্যে অন্য ধরনের বরকত রহমত থাকবে।আমরা টাকার পেরেশানিতে থাকি।অথচ রিযিকদাতা আল্লাহ।অভিভাবক হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাহলে আমরা দুশ্চিন্তা করব কেন?প্রত্যেকেই আমরা আল্লাহর কাছ থেকে আসমানী সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখি, কিন্তু আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী না হয়ে বান্দার মুখাপেক্ষী হই।এজন্যই আমরা এত অপমানিত,ঈমান আমলে সবদিক থেকে এত পিছিয়ে পড়েছি।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ১৯: প্রতিবেশীর হক আদায়

১)আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আল্লাহ পাক আমাদের আরো একবার একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।
الحمد لله رب العالمين
আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি, যত পরিমান শুকরিয়া আদায় করলে ফেরেশতাগন লিখে শেষ করতে পারবেন না, সমুদ্রের কালি শুকিয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার কাবিরা! الله اكبر كبيرا

২) সকালের যিক্‌র (৩ বার বলবে)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়াবি'হামদিহী, 'আদাদা খাল্‌ক্বিহী, ওয়ারিদ্বা- নাফ্‌সিহী, ওয়া ঝিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমাতিহী।

পবিত্রতা আল্লাহ্‌র এবং প্রশংসা তাঁরই, তাঁর সৃষ্টির সমসংখ্যক, তাঁর নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)

উম্মুল মুমিনীন জুআইরিয়্যা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ফজরের সালাতের পরে তাকে তার সালাতের স্থানে যিক্‌র-রত অবস্থায় দেখে বেরিয়ে যান। এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও সে অবস্থায় তাসবিহ তাহলীলে রত রয়েছেন। তিনি বলেন: "তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই যিক্‌রে রত রয়েছ?" তিনি বললেন: "হ্যা।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেন: "আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (উপরের বাক্যগুলো)। তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত কিছু বলেছো সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এ বাক্যগুলোর সাওয়াব একই পরিমাণ হবে। রেফারেন্স: মুসলিমঃ ২৭২৬

৩) কেন রবের এত প্রশংসা করতে হবে? একমাত্র আল্লাহর স্মরনে অন্তর প্রশান্ত হয়। (সূরা আর রাদ ১৩: ১৮) রবের প্রশংসা যে করতে হবে সেটা আমরা ভুলেই যাই। রবের প্রশংসার মাধ্যমে সময়, শ্রম, সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুতে উত্তম বারাকাহ আসবে। এই বারাকাহর জন্য আমি নববী পদ্ধতি অনুসরণ করব। এর মাধ্যমে আমার জন্য দাওয়াত ও তাবলীগ ফলপ্রসু হবে, আমার জন্য অন্তরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে। দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় কল্যানকর বিষয় লাভ করার একটা উপায় হচ্ছে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা। যত বেশি আল্লাহর প্রশংসা করবেন তত বেশি আমলে লেগে থাকার তৌফিক প্রাপ্ত হবেন ইনশাআল্লাহ। একটা রুহ যখন স্থির থাকে তখন সব কাজ ঠান্ডা মাথায় স্থির ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। রুহ অস্থির থাকলেই ভুল হতে থাকে। রুহ স্থির থাকবে কখন? যখন রবের প্রশংসা করব তখন।

আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, মানুষকে নিয়ামত দিলে সে খুব খুশি হয় কিন্তু পরীক্ষা নিলে তার আর ভালো লাগে না। অথচ একজন মুমিনের অন্তরের হালত সব সময় একই থাকবে। মুমিন ব্যক্তি কোন আনন্দের খবরে খুশিতে সিজদাহেত চলে যাবে। মুমিন ব্যক্তির আনন্দ ততটুকুই থাকবে। দু:খের ঘটনায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাই। তখন করনীয় কি? সিজদাহেত চলে যাবো। আনন্দ হোক বা দু:খ কষ্ট সবকিছুতেই আমার যাওয়ার জায়গা একটাই, রবের কাছে সিজদাহেত, দুআতে, মুরাকবায়, আল্লাহর সাথে কথপোকথন। এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর হতে পারে না।

রবের শুকরিয়া আদায় করতে হবে নিজের রুহকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে আমার রুহ যেন কোন কিছুতে আর অস্থির না হয়। কোন কাজ করতে না পারার কারনে আমি যেন কোন ওজর-আপত্তি পেশ না করি। এই কাজ করতে গিয়ে ওটা করতে পারি নি, অমুক আমল করতে পারি নি ইত্যাদি এমন যেন না হয়। না রবের সামনে, না দুনিয়ার কোন মানুষের সামনে। আমার আমল যেন আমার রবের সামনে এতটাই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয় যাতে আমার রুহ সবসময় আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পায়, আল্লাহর রহমতকে দেখতে পায়, আল্লাহর দেয়া ঈমানী পরীক্ষা বুঝতে পারে, নিজেকে স্থির রাখার মত করে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে পারে। তারই তো উত্তম মৃত্যু হবে যার রুহ হবে স্থির। সাধারণ বিষয় থেকেও যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে। যে চিন্তা ভাবনা করতে পারে যে, এই সাধারন বিষয় টা আমার সাথে ঘটলো কেন। এর মধ্যে কল্যানকর বিষয় কি, অকল্যান কি থাকতে পারে ইত্যাদি। কল্যান বা অকল্যান বিষয় বুঝতে পারার মত যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেটাই তো আমাদের থাকে না। কিছু সময় আমরা বুঝতে পারলেও বেশিরভাগ সময় আমরা দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে যাই। করনীয় বর্জনীয় মনে রাখতে পারি না। আল্লাহ পাকের দেয়া নিয়ামত কোন পথে চললে লাভ করা যাবে সেই পথ বুঝতে পারলে জীবনের সমীকরণ একদম সহজ। এই সমীকরণ বুঝতে হলে তাকওয়া কি সেটা বুঝতে হবে। তাকওয়া কিভাবে বাড়ে কমে, অন্তর প্রশান্ত হয় কিভাবে সেসব জানতে হবে। কিভাবে জানবো?

৪) আমাদের সবার ঘরে কুরআন আছে। কুরআন থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। কুরআন থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। আমি ভারাক্রান্ত অন্তরে কুরআনের দিকেই যেন বারবার ঝুঁকি। আমি যেন নবীওয়ালা সিফাতের দিকে বারবার ছুটে যাই। আমি যেন দুনিয়ার কোন উপায় উপকরণের দিকে আগে না ছুটে যাই। অন্তরকে স্থির করতে হলে এ ধাপ গুলোকে প্রতিদিন স্মরন করতে হবে। তাহলেই জীবনের সমীকরণ সহজ হয়ে যাবে। আমি চাইলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারব না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব সারাজীবন ওনাকে সহযোগিতা করে গেলেও শেষ পর্যন্ত ঈমান নিয়ে মারা যেতে পারেন নি। তাহলে আমাদের করনীয় কি? আমরা দুআ করে যাবো। আমরা নিজেরা যেন দ্বীন নিয়ে আমৃত্যু টিকে থাকতে পারি আল্লাহ পাক যেন সে তৌফিক দেন এবং পরিবারের প্রত্যেকের হিদায়াত এর জন্য দুআ করার তৌফিক দেন।

আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে কেন আমি মানুষকে দাওয়াত দিবো? একদিকে বলা হচ্ছে কারো হিদায়াত আমার হাতে না, আবার আমাকে বলা হচ্ছে দাওয়াত দিতে। কেমন যেন বিষয় গুলো। আমি কি করব? আমার করনীয় হলো নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটা বিষয় ধরে ধরে চিহ্নিত করা, সেখানে সমস্যা থাকলে সেগুলোকে ঠিক করা। নিজেকে শুধরানোর মেহনতে লেগে থাকার মাধ্যমে প্রচুর দাওয়াত ও তাবলীগ পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি যা বলতে চান বা বলতে পারছেন না এমন জায়গায় আপনি বরং চুপ থাকুন। বলার মাধ্যমে আপনি বিষয় গুলোকে কঠিন করে দিচ্ছেন। চুপ থেকে বরং দুআ করার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সহজ করে দিবেন। প্রতিটা রুহ একমাত্র আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে। পরিবারে, পরিচিতজনেরা কেউ কোন কথা শুনে না, তাদের নিয়ে পরীক্ষার শেষ নেই। এসব নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত হোঁচট খেতে থাকি। আপনি নিজেই হয়ত অনেক বিষয় কিছু বুঝতে পারলেও লেগে থাকতে পারছেন না।

কিছুদিন ঠিক থাকতে পারলেও আবার পিছলে যাচ্ছেন। তখনই চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসা ছাড়া একদিনও পার করা যাবে না। রুকইয়াহর কথা বলা হচ্ছে এখানে। রুকইয়াহ প্লেয়ার থেকে রুকইয়াহর অডিও শুনবেন। বিশেষ করে "বদনজর ও হিংসা" এই অডিও নিয়মিত শোনা। ফালাক নাস নিয়মিত পড়া।

🔶রুকইয়াহ.প্লেয়ার:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ruqyahbd.player

৫) যার যতটুকু সময় আছে সে সেই অনুযায়ী আমল করবে, কাজে লাগাবে। যার ব্যস্ততা বেশি তাকে অনেক বেশি আমলের লিস্ট ধরিয়ে দেয়া হলে সে একটাও করবে না। তাকে আগে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়তে হবে। একজন নারীর ঘরে থাকার তৌফিক হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে।

দুনিয়ার কে কিভাবে দ্বীন পালন করেছে আমি কারো পথ মত গ্রহন করে কখনোই শান্তি পাইনি। আল্লাহ পাক আমাকে যে শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, তার মধ্যেই আমি পরিপূর্ণ শান্তি খুঁজে পেয়েছি, পরিপূর্ণ তাকওয়া, পরিপূর্ণ সুন্নাহ পালনের তৌফিক, যাবতীয় হক আদায় করার তৌফিক পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমি বারবার বলেই যাবো আল্লাহর জন্য। কারো ভালো লাগুক না লাগুক। আমার মেয়েকেও আল্লাহ পাক একই শিক্ষা দিয়ে বড় করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ﷲ اكبر كبيرا ، لا حول ولا قوه الا بالله হকের দাওয়াত হকের কথা এগুলো বুঝা উপলব্ধি করা এসব বিষয় প্রতিটা রুহ বুঝতে পারে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, সত্যের একটা দল থাকবে যারা সত্য কথা বলেই যাবে। আমি নিজেকে সেই সত্যবাদীদের দলে রাখতে চাই। আমি সত্য কথা বলে যাবোই ইনশাআল্লাহ। আপনার ভালো লাগুক না লাগুক।

রামাদান মাসে ইতিকাফ করতে বলা হয়। ঘরে থাকার ফলে আমি সারাবছরই নফল ইতিকাফ করার সুযোগ পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি নামাজ,দুআ,যিকির এর সময় নিয়ত করে নেই, আল্লাহ পাক আপনি আমাকে নফল ইতিকাফ এর নেকি দান করুন। ঘরের বাইরের যাবতীয় সব ধরনের কাজ থেকে, অনলাইনে কেনাকাটা করার কাজ থেকেও আল্লাহ পাক আমাকে মুক্ত রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার কাজ কি? আল্লাহ পাক আমাকে কুরআন পড়া, কুরআন পড়ানো, ঘরের কাজ করা, কুরআন নিজে শেখা এবং অন্য শেখানো, সীরাহ শেখা, নিজে আমল করা, বাচ্চাদের শেখানো ও গল্প বলা এসবের মধ্যেই আল্লাহ পাক আমাকে ব্যস্ত রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। ইতিকাফ অবস্থায় কি এসব করা যাবে না? অবশ্যই করা যাবে ইনশাআল্লাহ। নিজে কুরআন শেখা এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়া এই শিক্ষা তো কুরআনের শিক্ষা। আমার প্রতিবেশিকে আল্লাহ পাক কুরআন শিক্ষার জন্য বাসায় নিয়ে আসেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মা ফোন দিয়েছেন কুরআন শিখতে আলহামদুলিল্লাহ। ইতিকাফ অবস্থায় কি নিষেধ তাদের কুরআন পড়ানো বা তাদের ফোন রিসিভ করা? আমার সাথে দুনিয়ার কোন মানুষের একে অপরের দোষচর্চা নিয়ে আলোচনা হয়না। আমার সাথে কথা হয় শুধুমাত্র কুরআন শেখা বা শেখানোর জন্য, ঈমানের আলোচনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমি কি ইতিকাফে নেই? আল্লাহু আকবার! এই নেকী নেয়া আল্লাহ পাক আমার জন্য এত সহজ করে দিলেন, আল্লাহু আকবার।

৬) আল্লাহ পাক আমাকে "সপ্তাহের সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা" ঘরে থাকার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার প্রতিবেশিদের কোন সমস্যা হলে তারা কার কাছে সবার আগে ছুটে আসে? আমার কাছে আল্লাহ পাক তাদের নিয়ে আসেন আলহামদুলিল্লাহ। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমার প্রতিবেশিদের হক আদায় করা সহজ করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। কুরআনে বলা আছে, তোমরা একে অপরকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সহযোগিতা করো। আমি যদি ঘরে না থাকি তাহলে তার সহযোগিতা কিভাবে করব? আমার প্রতিবেশিরা জানে আমার সকল পড়াশোনা, বাচ্চাদের পড়াশোনা অনলাইনে। ঘরে থেকেই আল্লাহ পাক সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি সবসময় ঘরে আছি তারা এ বিষয় জানে আলহামদুলিল্লাহ। আমি যদি কোন কারনে ঘর থেকে বের হই এটা আমার প্রতিবেশিরা সবাই জানেন। আল্লাহু আকবার! তারা জানে যে আজকে হয়ত আমার হিজামার তারিখ আছে, এজন্য বের হতে হবে। আমার প্রতিবেশির কোন একটা জিনিসের প্রয়োজন হলে সরাসরি সে আমার বাসায় চলে আসে। আল্লাহ পাক আমাকে আমার প্রতিবেশির প্রয়োজন পূরনের জন্য, তার হক আদায় করার জন্য কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। কত বড় সৌভাগ্যবান আমি। আল্লাহু আকবার! এসব কোনকিছুরই যোগ্যতা আমার নেই। আল্লাহ পাক তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

এক দিন সকালে আমার স্বামী ফজর নামাজ শেষে ঘরে ফিরেছেন মাত্র, আমার মা'র সাথে ফোনে আমার ঈমানী আলোচনা চলমান আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামীর তখন ফোন এসেছে। আমি আমার ফোন টা কেটে দিয়েছি। ঘরে কারো ফোনালাপ চলাকালীন আমি ফোনে/ঘরে কথা বলি না। আগে বুঝতে চেষ্টা করি যে ফোনের অপরপ্রান্তে কোন পুরুষ না

নারী রয়েছে। আমার স্বামী কোন পরনারীর সাথে কথা বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সময় দেখা যায় কোন কিছু হোম ডেলিভারির জন্য কল দেয়া হয়েছে বা ইন্সুইরেন্স কোম্পানী থেকে কল দেয়া হয়ে থাকে ইত্যাদি। আমি জানতে পারলাম আমার স্বামীকে একজন পুরুষ প্রতিবেশি ফোন দিয়েছেন ঘরে লবন আছে কিনা এটা জানতে চেয়ে। আল্লাহু আকবার! আমি আমার রবের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব। এর দ্বারা আল্লাহ পাক আমার কত ঝুলন্ত বিপদ যে কাটিয়ে দিলেন আল্লাহু আকবার! বাচ্চার জ্বর সারছে না। প্রতিবেশির হক আদায় করার মধ্যে কি আছে? আমাদের ঘরগুলোতে যে তালা ঝুলতেই থাকে, আমাদের যখন মন চায় ঘর থেকে বের হয়ে যাই আর যখন মন চায় ঘরে ফিরে আসি। আমার প্রতিবেশির যদি একটা জিনিসের দরকার লাগে তখন সে কার কাছে যাবে? আল্লাহু আকবর! কোন পুরুষ কি এসব কারনে কাউকে ফোন দেয়? যে লোক ফোন দিয়েছেন সে নিশ্চিত জানেন এ ঘরের সবাই ঘরে আছে এবং সজাগ আছে। আল্লাহু আকবার! এটা যে কত বড় রহমত আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুবহানাল্লাহ!

৭) প্রতিবেশির সাথে লেনদেন করলে খেয়াল করবেন সে জিনিসটা আপনি কখনো ফেরত নিবেন না। যা দিয়েছেন সেটা হাদিয়া দিয়ে দিবেন। আল্লাহ পাক আপনাকে এত ভরপুর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। প্রতিবেশি হয়ত ছোটখাটো জিনিস চাইতে পারে। ১ টা পেঁয়াজ, টমোটো, কিছু এলাচ ইত্যাদি। আপনি তাদের প্রয়োজন পূরনের সময় নিয়ত করবেন, আল্লাহ পাক আপনি আমার বিপদ আপদ সেটা নিজের, নিজের পরিবার, বাবার বাড়ি, শ্বশুড় বাড়ি, বান্ধবী, দ্বীনি বোন, উস্তাদের ইত্যাদি যারই হোক সেসব কাটিয়ে দিন। প্রতিবেশি যদি কখনো ফেরত দিতেও চায় তখন আমার খুব কষ্ট লাগে। নিজের প্রয়োজন থাকলেও কখনো ফেরত নিবেন না। যা দিবেন সেগুলো আল্লাহর জন্যই একবারে দিয়ে দিন, হাদিয়া দিয়ে দিন। দেয়ার পরে এত সাকিনা অনুভূত হয়। আল্লাহু আকবার! প্রতিবেশি কখনো যদি নির্দিষ্ট করে চায় তাহলে চেষ্টা করবেন দ্বিগুণ বা আরো বেশি করে দিয়ে দিতে। আপনি মনে করবেন যে, আল্লাহ পাক তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এতগুলো প্রতিবেশির দরজা থাকতে আল্লাহ পাক আমার দরজাকেই বেছে নিলেন তার প্রয়োজন পূরনের জন্য। আল্লাহু আকবার কাবিরা! আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত না হলে কি এটা সম্ভব ছিল? সকাল, বিকাল, মধ্যরাত যখন খুশি হোক যেকোন প্রয়োজনের জন্য (দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি) আল্লাহ পাক আমার দরজা তাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার! আমি ঘরে না থাকলে হক আদায় করব কিভাবে? এটা কি সম্ভব?

আমরা যেদিন থেকে ঈমান এনেছি সেদিন থেকেই আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু হয়ে গিয়েছে। আল্লাহু আকবার। আমাদের উঠা বসা, চলাফেরা, কথাবার্তা সবই দাওয়াত ও তাবলীগ। মানুষ আমাদের খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল করে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না।

وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًا

আর আমি তো রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি এবং যারা কুফরী করেছে তারা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে। (সূরা কাহফ: ৫৬)

আমাদেরকে নবীওয়ালা সিফাত ধারন করতে হবে। আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে, সেটাকে বাড়াতে হবে। আর বিচারদিবসের জন্যই তো এতকিছু। আল্লাহু আকবার! আমরা যেন কুরআন নিয়ে বসি। কুরআনের আয়াত গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আমি অর্থ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করে সুকুন পাইনা। একেক সময় একেক সমস্যার সমাধান, প্রশ্নের উত্তর হোক সেটা নিজের বা অন্য কারো আল্লাহ পাক কুরআনের অর্থের মাধ্যমে, তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে মিলিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। একই আয়াত থেকেই আল্লাহ পাক বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সমাধান মিলিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা!

৮) আমার এক প্রতিবেশী যখন গর্ভধারন করলেন, আমার নিজের সময়ের কথা মনে পড়ে গেলো। আমার বিদেশ জীবনে সবকিছু ফেলে দিয়ে একাকী গর্ভকালীন সময় কতটা কষ্টের ছিল। আমি দুআ করতাম, আল্লাহ এমন ভয়ংকর সময় আর কেউ যেন পার না করে। আমার প্রতিবেশীর জন্য আমি কি ইহসান করতে পারি আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। তার জন্য আপনি সবকিছু সহজ করে দিন। আমি কিভাবে হক আদায় করব আপনি আমাকে শিক্ষা দান করুন। আমি আমার প্রতিবেশিকে ফোন করেছি। সবকিছু একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমি ফোন দিয়ে বলেছি, আপনার বাসায় যেন কোন পুরুষ সদস্য না থাকে। আমি আমার মেয়েকে পরিপূর্ণ পর্দায় রেখে আপনার বাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে আপনার প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমার মেয়েকে আমি আমার সে প্রতিবেশির বাসায় পাঠিয়ে দিতাম। আমার মেয়ে গিয়ে সে প্রতিবেশির বাসার মাছ মাংস কাটাকাটি করে দেয়া, সবজি কাটা বাছা, হাড়ি পাতিল ধুয়ে দেয়া ইত্যাদি তার যখন যা প্রয়োজন করে দিয়ে আসত। আমার মেয়ের কাজ শেষ হলে ওনি আমাকে ফোন দিতেন। তারপরে আমি দরজা খুললে আমার মেয়ে ঘরে আসতো। আমাদের বাসা থেকে যেকোন এক বেলা খাবার রান্না করে পাঠানো হতো আলহামদুলিল্লাহ। তার যেন রান্না না করতে হয় অন্তত সেই বেলা। এই হচ্ছে প্রতিবেশির খেদমত। আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে টার্গেট করে করে আমল করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি যদি এই বান্দার সহযোগিতা করতে পারি, আল্লাহ পাক আমাকে বেহিসাবে দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। سبحان الله ، الله اكبر كبيرا

বলতে পারেন, আপনি তো সব আমল প্রকাশ করে দিচ্ছেন। এটা আমল প্রকাশ করা না। এটা হলো শিক্ষা দেয়া। দুনিয়াতে চলার পদ্ধতি কি, নিয়ামত প্রাপ্তির পথ কি, হক আদায় করার পদ্ধতি কি, যে পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক আমাকে চলার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা শিক্ষা দেয়া।

আমাদের ঘরের মেয়েগুলো কি করে? তারা শুধু পড়াশুনা করে ডিগ্রি নিবে, সার্টিফিকেট নিবে। ঘরের কাজ, প্রতিবেশির খিদমত এসব কি জিনিস? কাজের লোক আছে না? এগুলো তো আমাদের কাজ না। এই হলো চিন্তা ভাবনা। আল্লাহু আকবার! প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। এই যে আমরা বিপদ আপদে আক্রান্ত, যাদু টোনা ইত্যাদি একটার পর একটা বিপদ লেগেই আছে। দ্বীনে ফেরার পরে আপনি কোন না কোন বিষয় নিয়ে কষ্টে জর্জরিত। আমরা কারন খুঁজি না কেন। কোন বিষয় আল্লাহ পাক আমার কাছ থেকে চাচ্ছেন। নিশ্চয়ই আমি কোন হক ঠিকমত আদায় করতে পারছিনা। প্রতিবেশির হক একদম অবহেলিত বিষয় বর্তমানে। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। দেশের বাইরে থাকলে বাংলাদেশী প্রতিবেশি আপনি খুঁজে বের করবেন সে সুযোগ কম। বিদেশ জীবনে প্রতিবেশিরা নিজের দেশের না হলেও তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, দ্বীনের সৌন্দর্য বুঝানো, মুসলিম হিসেবে আমাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য সেটা তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই তাদের খোঁজ খবর নেয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

বিদেশ জীবনে আমার প্রতিবেশিরা নিজের দেশের না হলেও তারাও তো মানুষ। তাদেরও সহযোগিতার প্রয়োজন। মুসলিম অমুসলিম যাই হোক সহযোগিতা করতে হবে। মুসলিম হলে তাকে আমল শিখিয়ে দিতে চেষ্টা করি। গর্ভকালীন সময়ে খুব দ্রুত মন মানসিকতা পরিবর্তন হতে থাকে। এজন্য তাকে একটু সময় দিতে চেষ্টা করা। দ্বীনের বিষয় গুলো বুঝানোর চেষ্টা করা। ঘরে থাকার চেষ্টা করলে বিষয় গুলো আল্লাহর তরফ থেকে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে দুআ করে করে তাকে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করা। কুরআনের সাথে যুক্ত করে দেয়ার চেষ্টা করা। গর্ভকালীন সময়ে আমার কোন কারন ছাড়া অস্থির লাগত, কান্না পেত। আমার নিজের কষ্ট গুলোর কথা চিন্তা করে তার জন্য যতটুকু সম্ভব তার যেন কষ্ট না হয়, তার জন্য কিভাবে কি সহজ করা যায় সে চেষ্টা করা। এসব বিষয় আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন, করাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনার প্রতিও আমার একই অনুরোধ থাকবে। আপনি আপনার জায়গা থেকে দুআ করে, আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে সহজ করে নিবেন।

৯) আপনার আশেপাশে আল্লাহ পাক যাদেরকে রাখেন তাদের আল্লাহ পাক আপনার জন্য পরীক্ষা স্বরুপ রাখেন। বাচ্চা কথা শোনে না, স্বামীর আচরনগত সমস্যা বা পরিবারের অন্য কারো। কোন কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। একমাত্র আল্লাহ পাক এর নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমার কাজ হলো দুআ করা। প্রতিবেশীর কারনেও বিভিন্ন ভাবে বিপদগ্রস্ত হচ্ছি। এমন হয়েছে প্রতিবেশির বাসায় খাবার পাঠানো হয়েছে, খাবার ফেরত দিয়ে দিয়েছে। আমি তো আল্লাহর কাছে দুআ করে, চোখের পানি ফেলে তারপর খাবার পাঠাই। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ আমার কোথায় ভুল হয়েছে আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। আমি প্রতিবেশির বাসায় সরাসরি যাই না, বাচ্চাদের দিয়ে খাবার পাঠাই। হতে পারে বাচ্চাদের কোন আচরনে প্রতিবেশি মনে কষ্ট পেয়েছে।

আমি দুআ করে আবারও পাঠাই। আল্লাহকে বলতে থাকি, আল্লাহ আপনি আবার সুযোগ করে দিন। আমি এসব বিষয়ে খুবই বেপরোয়া প্রকৃতির। নিষেধ করলেও আমি আমার কাজ করেই যাবো। খাবার পাঠানো চলমান আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আবার সবকিছু স্বাভাবিক করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি একমাত্র আল্লাহকেই ভয় পাই। অন্য কে কি মনে করেছে সেসব নিয়ে চিন্তা করার বা তোষামোদ করার প্রয়োজন অনুভব আমি করি না। আমি সবকিছু আল্লাহর কাছে দুআ করে নিয়ে তারপর করি। আল্লাহর কাছে চাই, আল্লাহ আপনি শিক্ষা দিন এমন পরিস্থিতিকে প্রতিবেশিকে কিভাবে সামলাবো। কারো অনুপস্থিতিতে দুআ করলে দুআ কবুল হয়। তাহলে যারা আমার কষ্টের কারন তাদের জন্য দুআ করা বেশি করব। তাদের প্রতি বেশি ভালবাসা প্রদর্শন করা শুরু করব।

🔶আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : মুসলিম ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুআ করলে তা কবুল করা হয়। দুআকারীর মাথার কাছে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা থাকে। যখনই তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা তার দুআ শুনে আমীন বলতে থাকে এবং বলে তুমি যে কল্যাণের জন্য দুআ করলে আল্লাহ অনুরূপ কল্যাণ তোমাকেও দান করুন। (মুসলিম)

যারা কষ্টের কারন হয় তাদের জন্য দুআ করা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এসব কাজ আল্লাহর বিশেষ রহমত না থাকলে পারা যায় না। আপনার বাসায় খাবার ফেরত দিলে আপনি আর কখনো দিবেন তার বাসায়? চিন্তা করবেন এত কষ্ট করে সব কিছু করে দেয়া হলো অথচ সে এটার মূল্যায়ন করলো না। সে ফেরত দিয়ে দিলো। আমি প্রশ্নও করি না, কেন ফেরত দিয়েছেন। হতে পারে আমার কোন আচরনে মনে কষ্ট পেয়েছে। সব কিছু নিজের দিকেই নিয়ে নেই। সব আমার দোষ। কুরআন পড়ার পর আমি বুঝতে পারছি যে সব আমার দোষ। আমার সাথে যা ঘটে যা আমার জীবনকে কঠিন করে সবকিছু আমার হাতের কামাই। কারন আমি বুঝতেই পারছি না কোন আমল, কোন কুরবানী আল্লাহ পাক আমার তরফ থেকে চাচ্ছেন।

১০) স্বামীর বেতন আটকে আছে বা কোন সমস্যা আমি বুঝতে পারলাম যে এগুলো আমার হাতের কামাই। বাসায় যখন ভাল খাবার আসে তখন আমি প্রতিবেশিকে দিতে কার্পন্য বোধ করি। গোশত রান্না করলে ভাল টুকরা গুলো দিতে কার্পন্য বোধ করি। চিন্তা করি যে এটা স্বামী খাবে, সন্তান পছন্দ করে ইত্যাদি। এসব চিন্তা করে দিতাম না। হাদিস থেকে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিলেন ভিন্ন কিছু। নিজের পছন্দের জিনিসই অন্যকে দিতে হবে।

আনাস **(**রাঃ**)** থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে**,** আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন**,** ‘তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তোমার জন্য যা পছন্দ করো তোমার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করবে।**”(**সহীহ আল বুখারী**)**

আমি বুঝতে পারলাম যে, এতদিন আমি ভুল কাজ করেছি। আমার বেছে বেছে সেগুলো দেয়া উচিত অন্যকে যেগুলো আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। এভাবে করে একটু একটু করে প্রতিবেশির হক আদায় করা শিখব। আল্লাহর জন্য ইহসান করে দিবো। দেখবেন আল্লাহ আপনার জন্য কত বেহিসেবী নিয়ামত রেখেছেন। যার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, সে আমাকে জীবনে কোনদিন দুআ করতে ভুলবে না। আমি হয়ত ভুলে যাবো কি ভাল কাজ আল্লাহ পাক করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু সেই বান্দাগুলো যারা আমার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল কোন না কোন ভাবে তারা আমাকে কোনদিন ভুলবে না। আল্লাহ পাক ভুলতে দিবেন না।

১১) আমার কি দরকার? আমার দরকার দুআ। প্রতিটা রুহ থেকে যেন আমার জন্য দুআ আসতে থাকে। আমার পরিবার, বংশ খান্দান কে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্য রুহ থেকে আসা দুআ আর আমার তাকওয়ার শিক্ষা এর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক জীবনকে সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার! তাকওয়া শিক্ষার মূলনীতি হলো আল্লাহর ভয়, নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য। আল্লাহ পাক এ পর্যন্ত যে বিষয় গুলো উল্লেখ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিটাই হলো নবীওয়ালা সিফাত। এ জামানায় এগুলো করতে পারা খুবই কঠিন কাজ।

কারন আমি তো তাকওয়ার শিক্ষা কি সেটাই জানি না। আমি তো ঘরেই থাকি না। আমি অনলাইনে সেলিব্রিটি হতে চাই। আমি দূর দূরান্তে যেতে চাই। যারা আমাকে চিনে না, তারা আমার প্রশংসা করে। সেখানে গেলে আমার ভাল লাগে। আত্মীয় স্বজন তো দেখতেই পারে না। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশি কারো হক আদায় তো করতে পারিই না, যা করি বা বলি সবকিছুতেই ঝামেলা হতে থাকে। কারন আমি তাকওয়ার শিক্ষাকে নিজের মধ্যে ধারন করতে পারি নি এখনো। আমি এমনভাবে দুআ করা শিখতে পারি নি, যে কারনে রুহ গুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমি ভয় পাই প্রতিবেশি, আত্মীয়দের। আমার ঈমানের পরীক্ষা এগুলো দিয়েই সবচেয়ে বেশি। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ মাফ করুন।

আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনি নিজে আমল করবেন, অন্যকে অবশ্যই আল্লাহর জন্য শিক্ষা দিয়ে যাবেন। নিজে আমল না করে অন্যের কথা বললে কোন ফায়দা পাওয়া যাবে না। আপনি যদি কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই আমলে আসতে হবে। আমলে এসে এর ফায়দা/ উপকারীতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে অন্যকে জানাতে হবে। এভাবে না অগ্রসর হলে একেকটা ঘরকে আমরা তাকওয়ায় পরিপূর্ণ ঘর হিসেবে কিভাবে গড়ে তুলব? আমি আর আমার চার দেয়ালের মধ্যে যদি ইসলাম থাকে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে? প্রতিবেশি শুধু এতটুকু জানে যে, অমুক হলো মুসলিম। জুব্বা পাঞ্জাবি পরে। মসজিদে যায়। এইটুকু বিষয় জেনে তার কি ফায়দা আছে?

১২) এইটুকু বিষয়কে আমি দ্বীন পালন বলতে পারি না। দ্বীন পালন বলতে আমি বুঝি হয় সে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ না হয় সে মুত্তাকি। এই দুটা পরিচয় আমি বুঝি। দ্বীনি বোন, দ্বীনি

পরিবার এসব আমি বুঝি না। জুব্বা পাঞ্জাবি, বোরকা নিকাব দেখলেই বলে দ্বীনি। এগুলো দ্বীনি না। এর মধ্যে বহু ভ্রান্তি, বহু ভন্ডামি আছে। দ্বীনি কে, কি,কেমন এর সঙ্গা যদি খুঁজতে চান তাহলে তাকওয়া খুঁজবেন। একজনের মধ্যে তাকওয়া কতটুকু আছে, সেটা যাচাই করবেন। সে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ কিনা এটা যাচাই করবেন অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয় কিনা। তাহলেই তো আপনি শিখতে পারবেন জীবনকে কিভাবে সহজ করবেন। এ পদ্ধতি হবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত।

১৩) যতগুলো সুন্নাহ আছে সেগুলোর মধ্যে বিশেষ করে খেয়াল করবো জলদি ঘুমানো, ফজরের পরে না ঘুমানো। যোহরের আগে বা পরে কাইলুলা করা। ২ বেলা খাবার খাওয়া।

কাইলুলা কে সস্তা আমল মনে করব না। রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ তাহাজ্জুদ আদায় করতে চাইলে কাইলুলা করতে হবে। দিনের একটা অংশ বিশ্রাম নিতে হবে। আল্লাহ পাক নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই শিক্ষা দিয়েছেন। একজন মুত্তাকী বান্দার সিফাত হলো অবশ্যই সে তাহাজ্জুদগুজার বান্দা। আল্লাহ পাক তাকে তাহাজ্জুদ এর মত মর্যাদা দান করবেন। আমি যদি তাহাজ্জুদ এ উঠতে না পারি তার মানে আমার এই আমল গুলো নেই। আল্লাহ পাক তৌফিক দিন। আগে আমাকে। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ এর পাশাপাশি এ বিষয় গুলো আমাদের খুব দরকার।

নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে যে অবহেলা করল, সে যেন আল্লাহর বন্ধুত্বকে অস্বীকার করলো। ছোট বেলা থেকে শুনে এসেছি, ফরজ পালন করাই কঠিন আবার সুন্নাহ তো পরের বিষয়। আল্লাহ মাফ করুন। اللهم اغفر لي ، لا حول ولا قوه الا بالله

সুন্নাহ পালন না করলে আপনি কিসের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ নজরে যেতে চাচ্ছেন? যেমন ধরেন, আপনি কোথাও যাচ্ছেন। আপনাকে ড্রেস কোড/ পোশাকের নিয়ম বলে দেয়া হলো। হাত মোজা পা মোজা থাকতে হবে। না হলে আপনি যেতেই পারবেন না। আপনি যদি হাত মোজা পা মোজা না পরেন আপনি তো বাদ। তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের একটা নিয়ম বলে দিয়েছেন। এই আমলের মাধ্যমে আমাদের আমল আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সেটা হলো রাসূল পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত করে চিন্তা ভাবনা, চলাফেরা, তরিকা ইত্যাদি সবকিছু। এটা আসবে কিভাবে? দুআর মাধ্যমে।

আমরা এভাবে দুআ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুহূর্তে উপস্থিত থাকলে আমাকে কি পরামর্শ দিতেন, আমার রুহ তো খুব অস্থির। আমাকে আপনি শিক্ষা দিন। সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পাক যথেষ্ট।

১৪) মনে পড়ে গেলো আল্লাহর এক পেয়ারা বান্দার মহামূল্যবান একটি উপদেশ। তিনি বলেন, "তোমার আমলকে তুমি এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো না যাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যেমনই হোক আল্লাহ যে তোমাকে আমল করার তাওফীক দিয়েছেন সে জন্য শোকর আদায়

করো, তাহলে আল্লাহ আরো সুন্দর আমল করার তাওফীক দেবেন।" তিনি বলেন, "একজন দ্বীনদার ব্যক্তি একবার বললেন, হযরত, আমাদের নামায-সিজদার কথা কী আর বলবো! নামাযে সিজদায়ও দুনিয়ার সব গান্দা চিন্তা-খেয়াল আসতে থাকে। এমন নামায, এমন সিজদা আল্লাহর দরবারে পেশ করার উপযুক্ত কীভাবে হতে পারে!"

আমি বললাম, "আচ্ছা, তো এককাজ করুন, এরকম একটা গান্দা সিজদা আমাকে করুন।" বেচারা পেরেশান হয়ে বললো, "হযরত, এ কী বলছেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা কীভাবে সম্ভব!?"

বললাম, "ভাই! তাহলে তুমি তোমার নামায-সিজদাকে এত তুচ্ছ ভাবছো কেন? তুমিই তো বলছো, তোমার সিজদা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য হতে পারে না। সুতরাং গান্দা খেয়ালাতে ভরা ঐ সিজদাটুকুর জন্যও আল্লাহর শোকর আদায় করো যে, তিনি তাওফীক দান করেছেন। যদি শোকর করো আল্লাহ তোমাকে আরো সুন্দর, এমনকি সুন্দরতম সিজদা করার তাওফীক দান করবেন।" - 'বাইতুল্লাহর ছায়ায়' বই থেকে।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২০: রামাদানের প্রস্তুতি

১) কুরআন কেন বারবার পড়তে হয়, কুরআনের একই আয়াত আমাদেরকে কিভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষা দেয় সেটা আমরা খেয়াল করব।

যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। **(**সূরা হাদীদ**:** আয়াত ২৩**)**

আমরা এই আয়াত একটু লক্ষ্য করি। আমরা যা হারাই তার জন্য যেন আফসোস না করি, আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য যেন উদ্ধত বা অহংকারী না হই। আল্লাহ পাক অহংকারীদের পছন্দ করেন না। এখানে দুটা অবস্থাই বুঝানো হচ্ছে। আমরা কোন কিছু হারালে ভেঙেচুরে যাই। নিয়ামত প্রাপ্তির কারনে শুধু আনন্দিত হতেই থাকি। আমি যখন কুরআন পড়তাম এ বিষয় গুলো বুঝতে পারতাম না। এর সাথে উদ্ধত ও অহংকার এর কি সম্পর্ক। যা আমি হারিয়েছি সেটা তো আমার ছিল না। সেটার জন্য আমার কিছু মেহনত হয়ত ছিল। মেহনত করার তৌফিক ও আল্লাহ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার! সেটা সন্তান, সম্পদ যাই হোক না কেন। আমাকে যখন নিয়ামত দেয়া হয়, আমি কি সেটারও যোগ্য? আল্লাহু আকবার! আমাকে হিদায়াত দেয়া হচ্ছে, দ্বীনের জ্ঞান দেয়া হচ্ছে আমি কি এসবের যোগ্য? যাকে দ্বীনের জ্ঞান দেয়া হয় তাকে সবচেয়ে বেশি কল্যান দেয়া হয়েছে। আল্লাহু আকবার!

সুরা হাদীদের ২৩ নাম্বার আয়াতে যে দুইটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে সে দুইটি বিষয় সারাজীবন আমার মধ্যে ছিল। না আমি কোন নিয়ামত পেয়ে গেলে খুশি থামাতে পারি, না কোন কিছু হারালে কষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু তাকওয়ার বিষয় বুঝতে পারার পর বিষয় গুলো কখনোই এক ধরনের থাকবে না। যার মধ্যে তাকওয়া থাকবে সে কখনোই কষ্টে ভেঙেচুরে পড়তে পারে না, আবার নিয়ামতের কারনে আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়তেও পারে না। কারন সে তো বুঝতে পেরেছে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ আমার অন্তরের হালত দেখতে চাচ্ছেন। আল্লাহ পাক আমাদের যেন উদ্ধত ও অহংকারীদের দলভুক্ত না করেন। আমরা কুরআন যখন পড়ব কল্যানকর বিষয় দেখলেই নিজের জন্য চেয়ে দুআ করব, অকল্যানকর বিষয় দেখলে সেটা থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ করব। আল্লাহ আপনি আমাকে ও আমার বংশধরদের, সকল মুমিন নর নারীদের এ থেকে বাঁচান, কাফেরদের হিদায়াত দিন। মুহুর্তের মধ্যেই পৃথিবীবাসীর জন্য দুআ করে নিবো। আল্লাহু আকবার। এর মধ্যেই আমার পরিবার, বংশধর, নানার বাড়ি, দাদার বাড়ি সব চলে আসবে।

এই আয়াত এর কথা উল্লেখ করার কারন হলো, আমরা প্রায়ই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। কষ্টে পতিত হয়ে সবর করা, নিয়ামত প্রাপ্তিতে রবের শুকরিয়া আদায় করার জন্য শুকরিয়া সিজদাহ্ দেয়া। এতে অভ্যস্ত হতে পারলে অন্তর স্থির হবে ইনশাআল্লাহ। মুত্তাকী বান্দার

অন্তরের হালত সর্বদা একই হালতে থাকবে। না হলে অন্তরের মধ্যে রিয়া, অহংকার, লোভ লালসা, অন্যকে দোষারোপ করা ইত্যাদি এসব বাড়তেই থাকবে। যদি আপনি আবেগের মধ্যে ভারসাম্য করা শিখতে পারেন তাহলে আপনার অন্তরকে আপনি স্থির রাখা শিখে ফেলবেন। যিনি এর মালিক তিনি নিয়ে গিয়েছেন। মুমিন বান্দাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সম্মান দান করা হয়। নিয়ামতও আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। বিপদেও দান সাদাকা করা, নিয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও দান সাদাকা করতে হবে। যারা বিষয় গুলো বুঝতে পারবেন তারা আল্লাহর জন্যই অন্যকে শিখিয়ে দিয়ে যাবেন। আমরা যে ইন্না-লিল্লাহ পড়ি। এর মাধ্যমে মূলত নিজেকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার! এসব বিষয় নিয়ে আমরা যদি চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমাদের প্রতিদিন যেসব ভুলগুলো হয় সেগুলো থেকে বের হয়ে আসা, রুহকে স্থির রাখা, জীবনে চলার সমীকরণ বুঝতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকেই সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

২) আল্লাহ পাক আমাদেরকে এক পবিত্র ও সম্মানিত মাস রামাদানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এর আগেই আমাদের বুঝতে পারতে হবে যে আমার রুহের ভাষা কেমন। আমি কোন দিকে গুনাহ করে যাচ্ছি, কোনদিকে আমার ভুল হচ্ছে এসব যদি বুঝতে পারি তাহলে রামাদান মাসের প্রস্তুতি একদম সহজ। রামাদান মাস প্রতিযোগীতার জন্য আসে নি। রামাদান মাস রহমত বরকত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির মাস। এ মাসে আমরা কি সেই রহমত বরকত, ক্ষমা আল্লাহর কাছ থেকে নিতে পারছি কিনা সেটা বুঝতে হবে। উপলব্ধিতে আনতে হবে। আমরা যদি নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি তাহলে সব এলোমেলো হবে। আমরা যেন ভারসাম্যপূর্ন একটা অবস্থায় আসতে পারি এজন্যই দীর্ঘ এগারো মাস অপেক্ষার পর রামাদানের আগমন। আল্লাহু আকবার কাবিরা! এগারো মাস ধরে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আমাদের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে আমরা যেন একটু একটু করে এই রামাদানের জন্যই নিজেদের গড়ে তুলতে পারি। রামাদানে আল্লাহ পাক শয়তানকে বেঁধে রাখেন। আমরাও যেন আমাদের নফসকে বেঁধে রাখতে পারি। রামাদানের চাঁদ উঠার সাথে সাথেই শয়তানকে বেঁধে ফেলা হয়। তারপরও মানুষ ভুল, গুনাহ করে ফেলে নিজেদের নফসের তাড়নায়। শয়তানের চেয়েও আমাদের নফস এত বেশি শক্তিশালী হয়েছে যে শয়তানের অনুপস্থিতিতে নফস আমাদের গুনাহের দিকে ধাবিত করে দিচ্ছে। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমাদের জন্য সহজ করুন।

নফসের শয়তানকে বেঁধে রাখার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। এজন্যই তো পানাহার থেকে বিরত থাকা। রামাদান মাসে মানুষ সবচেয়ে বেশি ইবাদত করতে পারে, আমলের স্বাদ পায় তার একটা কারন হলো আল্লাহ পাক শয়তানকে বেঁধে রাখেন। কিন্তু বান্দার নিজের ব্যক্তিগত ভুল গুলো সেগুলো নিজের নফসের দায়। আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরে ভাল খারাপ উভয়ই দিয়েছেন। আমরা কি করব, কোনটা বাছাই করব সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে। আমরা যদি নিজেদের নফসের লাগাম টেনে ধরতে পারি তাহলে আমরা হবো ফেরেশতার চেয়ে উত্তম। আমরা যদি নিজেদের নফসের খেয়াল খুশিমত চলাফেরা করি, লাগাম টেনে না ধরি, নারী হয়ে ঘরে অবস্থান না করি, বেপর্দা জীবন যাপনেই রয়ে যাই, আল্লাহর

নাফরমানীতেই অটল অবিচল থাকি তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহুমাগফিরলি, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রহমত বরকতের মাসে উপনিত হওয়ার আগেই যেন নিজেদেরকে শুধরানোর তৌফিক দান করেন।

শাবান মাস থেকেই বেশি বেশি নফল রোজা, নফল ইবাদত বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এসবের একটা কারন হলো আমরা যেন আগে থেকেই নিজেদের ইবাদতে অভ্যস্ত করতে পারি এবং এর মাধ্যমে নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। রোজাও রাখলাম আবার সারাদিন খিটমিট করতে থাকলাম তাহলে তো হবে না। রাগের কারনে আবার এটাও বলে বেড়াবো পরিবারের কারনে রাগ করতে করতে আমল সব বরবাদ হয়ে গেল। আসলে নিজের করনীয় কি ছিল? আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। আমি যে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না এজন্য আমার নিজের যে নিজের উপর লজ্জিত হওয়া প্রয়োজন এটা উপলব্ধিতেই আসে না। আমি সারাক্ষণ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াই। দরকার তো ছিল নিজের দোষ খুঁজে নিজেকে শুধরানো। তাহলেই তো আমার কাজকর্ম, চলাফেরা সবকিছু একটা টু শব্দ না করেও জীবন্ত দাওয়াহ হয়ে যেত। সেটা কি হলো? কেন হলো না? চিন্তা ভাবনা করি।

নিজের দোষ খুঁজতে খুঁজতে আবার হতাশ হয়ে আত্নহত্যার মত পথ যেন বেছে না নেই। আমরা যেন কোনকিছুতে সীমালঙ্ঘন না করি। আমাদের জীবন হবে রহমত বরকত ও নূরে পরিপূর্ণ। এখানে সবকিছুর ভারসাম্য থাকবে। বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির কোন জায়গা নেই এখানে। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে দুআ করে সেই ভারসাম্যপূর্ন জীবন চেয়ে নিবো। এখানে অনেক পরীক্ষা থাকবে কারন এই অবস্থান টা ঈর্ষনীয়। সবাই এখানেই আসতে চাইবে। এজন্যই আমাকে অটল অবিচল থাকতে হবে। বিপদে ভেঙেচুরে গেলে হবে না। রাগে ফেটে পড়লে হবে না। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে। রুহকে স্থির করতে হবে। আবেগের বহিঃপ্রকাশ হবে কিন্তু তা হবে খুবই নিয়ন্ত্রিত ভাবে। একটা ভুল হয়ে গেলে আমি আরো দশটা ভুল বাড়িয়ে দিবো না। ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করব। আর যেন এই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। দেখা গেলো এক বাচ্চা ভুল করেছে ওকে ধরে বকা দেয়া হচ্ছে, মারা হচ্ছে। ওর সাথে সাথে বাকী বাচ্চাদেরও। আল্লাহ মাফ করুন। একটা ভুলের পর মহা ভুলের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এমন করা যাবে না। আল্লাহ পাক আমাদের বলেছেন, খারাপের পর এমন উত্তম আচরন করতে যার কারনে সেই খারাপ বিষয়টা মানুষ ভুলেই যায়। খারাপ কাজের প্রভাবটাই না থাকে।

আমরা আমাদের পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভুল দেখতে পাই। তাদেরকে শত্রু মনে করি। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আমরা যাদের সাথে বেশি যোগাযোগ করব, সারাক্ষণ যাদের সাথে থাকব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ভুলগুলো বেশি ধরা পড়বে। পরিবার পরিজনদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে আমাকেই। এজন্যই তো আল্লাহ পাক আমাকে হিদায়াত দিলেন, আমাকে বাছাই করে নিলেন। আমি কি

আল্লাহর তরফ থেকে সেই রহমত বরকত, কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আমলের তৌফিক কি পাচ্ছি? এ বিষয়টা নিশ্চিত হতে হবে না?

৩) আমি যদি এ বিষয় গুলো নিশ্চিত না করতে পারি তাহলে রামাদানের ফায়দা আমি নিতে পারব না। রামাদান মাসও অন্য সব মাসের মত আসবে আর যাবে। তাহলে আমার করনীয় কি? আমার রুহ/অন্তরটাকে স্থির করতে হবে। অন্তরে প্রশান্তি থাকতে হবে। আল্লাহর তরফ থেকে সকল ধরনের অন্তর প্রশান্ত করার মত কৌশল, জ্ঞান, শিক্ষা আল্লাহ পাক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে সকল আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। অন্তরের এই পর্যায় নিয়ে আমি ইবাদতে যাবো। আমরা ইবাদত বাদ দিয়ে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছি না। রামাদান মাসের মর্যাদা এমন যে তখন কোন রোগ বালাই, বিপদ আপদ কোন কিছুরই কোন তোয়াক্কা না করে মানুষ রামাদানের ফায়দা নিতে চেষ্টা করে। রামাদান মাসের প্রতিটা ইবাদতের যে স্বাদ, রহমত বরকতে পরিপূর্ণ, নেকী অনেক অনেক বেশি আল্লাহু আকবার কাবিরা। রামাদানে তাকওয়ার যে শিক্ষা এটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

রামাদানের আগেই নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে জানা, নিজের আচরণগত ত্রুটি চিহ্নিত করে সেগুলোকে শুধরানোর মেহনত করা, অনিয়ন্ত্রিত ডিভাইসের ব্যবহার, সুন্নাহর আমল নিয়মিত করতে পারা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ ঠিক করার মেহনত করা। জীবনকে সহজ করতে অনেক বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। মাত্র ২ টা বিষয় যথেষ্ট। এক, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা। দুই, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা।

এসব বিষয় বুঝতে পারলেই আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আর চিন্তা করতে হবে না যে রামাদানকে কিভাবে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাবো, বিয়ের প্রস্তুতি কিভাবে নিবো, সন্তান কিভাবে পালন করতে হবে ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন কোর্স করার পিছনে ছুটতে হবে না। সাহাবীদের সময় এতকিছু ছিল না। তাদের জীবন ছিল সহজ। সাহাবিদের জীবনে ছিল কুরআন আর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ। আমাদের জন্যই এসব আছে কিন্তু সেগুলো শুধুমাত্র কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ আমরা করি না।

আমরা বিভিন্ন জায়গায় সুস্থ থাকার উপদেশ দেখে থাকি। সেখানে খেয়াল করে দেখেছি রাতে ৮ টার মধ্যেই ঘুমাতে বলা হয়ে থাকে। আমাদের ঘরগুলোতে কি রাত ৮ টার মধ্যে বাতি বন্ধ হয়? আমি যখন এসব উপদেশ দেখতাম আর পড়তাম চিন্তা করতাম এটা কোন ঘর? কে পারে রাত ৮ টার মধ্যে বাতি বন্ধ করে ঘুমাতে। যদি আপনি সুন্নাহ পালন করতে পারেন, তাহলে বাকী সব বিষয় সহজ। এগুলোর জন্য এত কোর্স করার দরকার হয় না। সাধারণ কিছু শিক্ষার জন্য কোর্সের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন: কুরআন শিক্ষা, আরবি ভাষা শিক্ষা, উর্দু ভাষা শিক্ষা, রান্না, সেলাই ইত্যাদি। কিভাবে একজন দায়ী হবো এর জন্য কোর্সের প্রয়োজন হয়না। আমাকে আল্লাহ পাক ঘরে রাখার মাধ্যমেই সেই প্রশিক্ষন দিচ্ছেন

আলহামদুলিল্লাহ। আমার কথাবার্তা, আচরন, কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী চলাচল ইত্যাদি এসবের মাধ্যমেই সন্তান শিখে যাচ্ছে, পরিবারের সদস্যরা শিখে যাচ্ছেন, তাদের আদব আখলাক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে বড় দায়ীর প্রশিক্ষন আপনি আমাকে কোথায় নেয়াবেন?

৪) আমার আশেপাশের পরিবর্তন দেখার পরই আল্লাহ পাকের কাছে আমি দুআ করতে থাকলাম এই শিক্ষা গুলো বোনদের কিভাবে শিখাবো। এককেটা দ্বীনি পরিবারের যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহু আকবার! শিক্ষনীয় বিষয় বলতে হাতমোজা, পা মোজা, বোরকা নিকাব ছাড়া আর কিছু নেই। যতই আমি কাছে যাই ততই ধাক্কা খাচ্ছি। অন্তঃসারশূন্য সবকিছু। কোথাও নবীওয়ালা সিফাত, সাহাবীওয়ালা সিফাত। আপনি যদি তাকওয়ার শিক্ষা বুঝতে পারেন তাহলেই জীবন সহজ। তাকওয়ার শিক্ষা কি? আল্লাহকে ভয় করা। সারাদিনের চলাফেরা সবকিছু হবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী। ঘুমানোর কি আদব, ঘুম থেকে উঠার কি আদব, খাওয়ার কি আদব ইত্যাদি প্রতিটা ক্ষেত্রে এসব মেনে চলার চেষ্টা করা। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে চলাফেরা করতেন, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন এসব বিষয় নিয়ে যত আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন ততই আপনি তাকওয়াবান বান্দা হয়ে যাবেন। ততই আপনি আল্লাহকে ভয় করতে পারবেন। যত আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন ততই আপনি আল্লাহর কাছে জ্ঞানী হবেন। আপনার কাছে আল্লাহর তরফ থেকেই জ্ঞান আসতে থাকবে। কোন কাজ, সিদ্ধান্ত, কথা, চলাফেরা ইত্যাদি কিভাবে করবেন সব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর তরফ থেকেই আসবে।

৫) আল্লাহর তরফ থেকে এই শিক্ষা গুলো কখন আসবে? সালাত যখন ঠিক হবে। যার তাকওয়া যত বেশি তার সালাত তত সুন্দর। বিষয়টা কিন্তু এটা না যে যার তিলাওয়াত যত সুন্দর তার সালাত তত সুন্দর। না। বরং আজকে আমার যদি মাখরাজ পরিপূর্ণ ভাবে শুদ্ধ নাও হয় কিন্তু যদি তাকওয়া থাকে তারপরও আমার সালাত সুন্দর এবং দীর্ঘ হবে, হচ্ছে। অথচ আমার সন্তানকে কয়েক পারা হিফয করানো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিছু তার সালাতে সেই খুজু খুশু নেই। সালাতে মনযোগ আসার বিষয় টা তিলাওয়াত এর সাথে সম্পর্কিত না। অন্তরের হালত এর সাথে সম্পর্কিত। তিলাওয়াত শুদ্ধ করতে হবে, খুশু খুজুও লাগবে। কিন্তু সবার আগে অন্তরের হালত ঠিক করতে হবে। অন্তরের হালত ঠিক করতে পারলে কুরআন সহীহ করে শিখতে পারবেন। মাখরাজও সহীহ করে শিখবেন।

কিন্তু আপনি যদি সারাদিন বাইরে ঘুরাঘুরি করে এসে তারপর নামাজে দাঁড়িয়ে যান, কুরআন ক্লাসে বসে যান আপনার কি মাখরাজ ঠিক হয়ে যাবে? মাখরাজ ঠিক থাকলেও আপনি কি নামাজে সেটা তিলাওয়াত করতে পারবেন? সারা দুনিয়া ঘুরে এসে আপনি ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে সালাতে দাঁড়িয়ে সেই সালাতে কি খুশু খুজু থাকবে? এটা সেই অলসতা পূর্ন সালাত হবে যাকে আল্লাহ পাক মুনাফিকদের সালাত বলেছেন। আমরা নারীরা যেন নিজেদের ঘরে থাকতে পারি, সালাতকে ঠিক করতে পারি। রামাদানের সময় যেন ঘর থেকে বের না

হই। আল্লাহর কাছে যেন দুআ করি, আল্লাহ পাক আমাকে যেন পরবর্তীতেও ঘর থেকে বের হতে না হয়।

নারী ঘর থেকে বের হওয়া মানে সে রিযিকের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে নিজের উপর। সে একবারও চিন্তা করে না রিযিকের দায়িত্ব আমার রবের। এটা আমার দায়িত্ব না। আমার দায়িত্ব ইবাদতগুজার বান্দা হওয়া। আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই। আমি আমার নিজের ঘরেই দেখতে পাচ্ছি বিষয়টা। আমাকেও বলা হতো, "খালি ঘরে থাকলেই হবে নামাজ আর পর্দা করলেই হবে, তাহলে ঘরে খাবার কিভাবে আসবে, ভাল বিয়ে কিভাবে হবে, এটা সেটা কিভাবে হবে ইত্যাদি" আমরা শুধু প্রশ্ন করতেই থাকি। আমরা অধিক তর্ক প্রিয়। আমরা যদি শুনতাম আর মেনে নিতাম তাহলে আমাদের এত দুরবস্থা হতো না। আমাদের এতদিকের ধাক্কা খেতে হতো না। আমাদের ঘরটাই একটা আদর্শ ঘর হয়ে যেত।

৬) আগের দিনের মানুষের চলাফেরা কেমন ছিল একটু চিন্তা ভাবনা করি। তারা রাতে জলদি ঘুমাতে যেতেন। শুধুমাত্র একটা বিষয় নিয়েও যদি চিন্তা করি আমরা তো এই একটা বিষয়ও মেনে চলতে পারি না। আগের দিনের মানুষের জীবনে অনেক বরকত রহমতও ছিল। তাদের এত কোর্স করতে হতো না। বিয়ের আগের কোর্স, পরের কোর্স, বিয়ের পরে আবার মানসিক ভাবে ঠিক নেই সেটার জন্য কত কত কোর্সের ছড়াছড়ি আল্লাহু আকবার! আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে সময় শ্রম সম্পদ দেয়ার মত জায়গা খুঁজে পাচ্ছিনা। যাদের টাকা আছে তারাই এসব খোঁজে। আমার টাকা নেই আমি এসব খুঁজতেও পারিনি। আমার জীবন হচ্ছে মুসাফিরের জীবন। আমার হাতে আল্লাহ পাক সম্পদের ব্যবস্থা করে দিলে সেটা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহ পাক সাথে সাথে খরচ করে দেয়ার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ।

আপনার টাকা আছে বলেই আপনি এসব খুঁজেন। এসবের পিছনে সময় নষ্ট করেন। তা না হলে কয়টা বিষয় ফ্রি তে শেখা যায়? তারচেয়ে আপনি বরং ঈমান ও তাকওয়া ফ্রি তে শিখে নিন। সারাজীবন কোন কোর্সের পিছনে আর ছুটতে হবে না ইনশাআল্লাহ। আমার, আমার স্বামী, সন্তানের কোন আদবের কোর্স সহ অন্যান্য কোন কোর্স করা নেই। তাই বলে কি আমাদেরকে আল্লাহ পাক দিচ্ছেন না? তাকওয়া অর্জন করার চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সেই জ্ঞান দিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। স্বামী স্ত্রী একে অপরের সাথে কেমন আচরন করব, কেমন আদব বজায় রেখে চলব, সন্তানেরা কিভাবে চলবে, কিভাবে দ্রুত রান্না সহ ঘরের কাজ শেষ করা যায় ইত্যাদি আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

৭) দ্বীনের শুরু থেকেই অধিকাংশ সময় আমার হাতে কুরআন ছিল। নামাজের আগে পরে, নামাজ বন্ধ থাকার সময়, সবসময়ই আমার হাতে কুরআন ছিল। দ্বীনে ফেরার একদম শুরুতে আল্লাহ পাক আমাকে যে উস্তাযার কাছে পড়ার তৌফিক দিয়েছিলেন ওনার পরামর্শেই আমার হাতে সবসময় কুরআন থাকতো। নামাজ বন্ধের দিনগুলোতেও তিনি আমাকে কুরআন হাতে নিয়ে পড়ার কথা বলেছিলেন। এখন এই জায়গাটা স্বামীর সাথে, সন্তানের

সাথে, প্রতিবেশির সাথে কুরআন নিয়ে বসার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি দেখব ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমার হাতে কি বেশি আসে? কুরআন নাকি ডিভাইস? এর মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে আমার তাকওয়ার মানদন্ড পরিষ্কার হয়ে যাবে। ডিভাইস / মোবাইল এর ব্যবহার কি আমার জীবনে? হয় আমি ইলম গ্রহন করছি, না হয় অন্যকে শিক্ষা দিচ্ছি। আমার হাতে কুরআন সবচেয়ে বেশি সময় থাকার মানে আমি আমল করে যাচ্ছি। যদি আমার হাতে মোবাইল বেশি থাকে তার মানে আমি সময় নষ্ট বেশি করে যাচ্ছি। আমার হাতে কুরআন বেশি যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ পাক আমাকে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা শিখিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল (রহঃ), উসমান (রাঃ) সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। -সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৬৬১, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫০২৭

আমরা যদি এমন অবস্থায় আসতে পারি ইনশাআল্লাহ তখন আমরা কুরআনের হক আদায় করতে পারব। আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে পরিবার পরিজন, আত্নীয়দের কুরআন শিক্ষার জন্য কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। এই কাজ রামাদান মাসে করতে পারা কি সৌভাগ্যের বিষয় না? আল্লাহু আকবার! আমি আল্লাহর জন্যই কিছু বান্দাকে ইলম শিক্ষা দিলাম। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আগে নিজে শিক্ষা গ্রহন করেন নি, নিজের অত্যধিক সময় পার হয় মোবাইলে তাহলে আপনি রামাদান মাসে মোবাইলকে দূরে রাখুন। আপনার যদি ৬ ঘন্টা পার হয় কুরআনের সাথে আর ৪/৫ ঘন্টা পার হয় মোবাইলে, আগেই যে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলেও আপনি কামিয়াব হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আপনি যদি মোবাইলে ১ ঘন্টাও বেশি সময় পার করে থাকেন কুরআনের তুলনায় তাহলে তো আপনি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনি শুধু ইলম গ্রহন করে যাচ্ছেন কিন্তু আমলের খাতা শূন্য। এই ইলম অহংকারী বানিয়ে দিবে।

৮) দ্বীনে ফেরা নতুন বোনদের জন্য বলব অন্যান্য যেকোন কিতাবের আগে অর্থসহ কুরআনকে আগে প্রাধান্য দিন। আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার হাতে কুরআন, কল্যানকর কোন কিতাব বেশি থাকে নাকি মোবাইল। এর মাধ্যমে নিজেকে যাচাই করবেন। তাহলেই আপনি আমলে টিকে থাকতে পারবেন। যদি মোবাইল আপনার হাতে বেশি থাকে তাহলে আপনি আল্লাহর দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ছেন। শুধু ইলম গ্রহনই করে যাচ্ছেন। আমল করছেন না। কারন, যার আমল করার তৌফিক হয় তার মোবাইল ধরার এত তৌফিক হয়না। আল্লাহু আকবার! কারন সে মোবাইল ধরতেও ভয় পায়। কারন, সে আল্লাহকে ভয় পায়। আমরা যদি আত্নপ্রতারনার আশ্রয় নেই যে, না আমরা তো দ্বীনি কোর্স করি, উত্তম কাজের জন্য মোবাইলে ব্রাউজিং করে বেড়াচ্ছি তাহলে আমাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য বোনেরা।

৯) রামাদানের আগেই অন্তরকে স্থির করে একটু চিন্তা ভাবনা করা। প্রতিদিন ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত, যোহর থেকে আসর পর্যন্ত ইত্যাদি এসব সময়ে কিভাবে কি করা হচ্ছে, কি কি ভুল হচ্ছে এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। ভুল হয়ে গেলে সংশোধন এর মেহনত করা। ঘরকে হালকা পাতলা রাখা। ঘরকে যথাসম্ভব আসবাবপত্র মুক্ত রাখা, অতিরিক্ত থাকলে সেসব ফেলে দেয়া। অতিরিক্ত হাড়ি পাতিল, জামা কাপড় থাকলে সেসব ফেলে দেয়া/ যার প্রয়োজন তাদের দিয়ে দেয়া। অনেক সময় আমরা অনেক জিনিসপত্র জমাতে থাকি ভাবি যে কাজে লাগবে। একটা জিনিস যদি ১ বছর পর্যন্ত কাজে না লাগে, সেগুলো দুআ করে নিয়ে ঘর থেকে বের করে দিন।

আল্লাহর কাছে দুআ করুন, আল্লাহ আমি সিজদাহ্ দিতে চাই, মুরাকবা করতে চাই আমাকে আপনি দেয়ালের সামনে জায়গা মিলিয়ে দিন। আমাদের দেয়ালগুলো সব আসবাবপত্র দিয়ে পূর্ন। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকুন। দুআর মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করুন। আল্লাহ পাক যেন পরিবারের সদস্যদের অন্তর নরম করে দেন। ঘরের পরিবেশ যেন চক্ষুশীতলকারী করে দেন।

১০) আমাদের ঘরগুলো কিন্তু এত ছোট না যেখানে সিজদাহ্ দিতে গেলে অন্যজনের পা গুটিয়ে রাখতে হয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত ঘরের অবস্থা না আমাদের। আমরা ঘরে এটা সেটা কিনে ঘর পূর্ন করে রাখি সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অথচ সিজদাহ্ দেয়ার জন্য একটু খালি জায়গা নেই যেখানে শান্তিমত সিজদাহ্ দেয়া যাবে, সামনে দিয়ে কেউ আশা যাওয়া করবে না, সামনে কোন আসবাবপত্র থাকবে না। আমাদের ঘরের অবস্থা এমন করেছি যে এখন বাচ্চারাও খেলার জায়গা পায়না। আমাদের ঘরগুলো এখন আর ঘর নেই। সব শোপিস হয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা ধরতে পারবে না, ছুঁতে পারবে না এমন সব জিনিসের আখড়া হয়ে যাচ্ছে ঘরগুলো। বাচ্চারা প্রতিনিয়ত এটা সেটা ধরেছে কেন এজন্য বকা খাচ্ছে। অথচ আমাদের ঘরগুলো কেমন থাকার কথা ছিল? ধরলেও ক্ষতি নেই, সবকিছু সহজ হওয়ার কথা ছিল না?

আসবাবপত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় হলো খাট, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার জন্য কিছু ব্যাগ। আলমারির কোন দরকার নেই তো। আমি লাগেজে আমার কাপড় রেখেছি। আল্লাহু আকবার। রান্নাঘরে হাড়ি পাতিল যতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু না হলেই না ততটুকু। খুব বেশি কাঁচের জিনিস এটা সেটা এসব ঠিকমত রাখতেও অনেক সময় লাগে। আমার ঘরে বাচ্চারা যদি ফুটবল খেলতে চায়, সাইকেল চালাতে চায় সে জায়গাও আছে আলহামদুলিল্লাহ। যত জিনিসপত্র বেশি বাচ্চারা তত ঝাড়িও খায় তত বেশি। উত্তম আদব আখলাক বাচ্চা কোথা থেকে শিখবে তাহলে? যে ব্যক্তির মুখ ও হাত থেকে অপর ব্যক্তি নিরাপদ না সে মুমিন হতে পারে না। এসব বিষয় বাচ্চা শিখবে কোথা থেকে? আমাদের মুখ আর হাত বন্ধ থাকবে কি দিয়ে? বাচ্চা এটা সেটা ধরা মাত্রই হয় আমাদের মুখ চলে না হলে হাত চলে। খাদেমা যদি কোন ভুল করেন তাহলে তো খবরই আছে। এই কি অবস্থা আমাদের। আল্লাহ মাফ করুন।

আমরা একে অপরের জন্য ইহসানকারী হই। ঘরের কাজে যদি খাদেমা সহযোগিতা করেন, পরিবারের কোন সদস্য সহযোগিতা করেন তার প্রতি ইহসান করি।

সবাই মিলেমিশে কাজকে ভাগ করে নেই। যদি কাজ ভাগ করে দেয়ার মত কেউ না থাকে তাহলে আপনি নিজেই করুন। আপনি নিজে কাজ করে অন্যের কাজকে সহজ করে দিন। আপনার যদি নবজাতক বাচ্চা থাকে তাহলে বাচ্চাকে সবচেয়ে বেশি সময় আপনার কাছেই রাখবেন। অন্যদেরকে ইবাদতের সুযোগ করে দিন। কুরআন তিলাওয়াত করার মত সুযোগ তখন না হলে অন্তত বেশি করে তিলাওয়াত শোনা। বাচ্চা যদি শোনার মত হয়, তাহলে ওকে শুনতে দেয়া। ওকে একটু তিলাওয়াত শোনানোর জন্য বসিয়ে দেয়া। ১০/১৫ মিনিটের বিরতি দিয়ে দিয়ে এটা করতে পারেন। বাসায় তিলাওয়াত প্লে করে রাখলে, ডিভাইসে বা এ্যাপে সহজেই এটা করা সম্ভব। আপনি নিজে শোনার সাথে সাথে বাচ্চারও শোনা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় হিজাব পরে দুধ খাওয়ানো। খাওয়ানোর সময় মাথায় হাত রেখে দুআ পড়তে থাকা যেমন: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
উচ্চারণ: রব্বি হাবলি মিনাস সলিহীন। অর্থ: হে আমার রব! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় কুরআন তিলাওয়াত শোনা বা নিজে পড়া। যতটুকু সম্ভব দুআ দুরদ ইস্তিগফার কুরআন তিলাওয়াত এসবের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা।

সন্তান যদি একটু বড় হয়ে থাকে এবং সে যদি চঞ্চল হয়ে থাকে তাহলে তাকে দিয়ে বাজার গুছানোর কাজগুলো করাতে পারেন। কাপড় ভাঁজ করানো ইত্যাদি ওর সাধ্যে যেগুলো কুলায় ওকে সাথে করে নিয়ে কাজগুলো করুন। বাচ্চাকে সাথে নিয়ে নিয়ে হিকমাহ অবলম্বন করে কাজ করুন। আল্লাহর কাছে দুআ করে হিকমাহ চেয়ে নিন। আপনি দেখবেন ঘরের সবাই অনেকভাবে আপনার কাজে সাহায্যকারী হিসেবে আছে। আপনার অলসতার কারনে ঘরের সবাই অলস। আমরা খালি কাজের লোক দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চাই। অন্য কেউ করে দিবে সে আশায় বসে থাকি। আমরা নড়তে চড়তে চাই না। নিজে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে সবার আগে নিজের সালাত ঠিক করতে হবে। কুরআনে সময় দিতে হবে।

যে কোন ভুল হলে নিজের দোষ খোঁজ করা। অন্যকে দোষারোপ না করা। তওবা ইস্তিগফার করা। নারীরা ঘরে থাকার মেহনত করি। মেয়েদেরকে ঘরে রাখি। মেয়েরা ঘরে থেকে দ্বীনি ইলম গ্রহন করবে, মায়ের কাজে সাহায্য করবে। মেয়েগুলোকে প্রচার প্রসারের জন্য ব্যবহার না করি। আমার মেয়ে এত পারা হিফয করেছে, অমুক মাদ্রাসার উস্তাযা ইত্যাদি। এসব করার জন্য আল্লাহ পাক মেয়েগুলোকে দেন নি। মেয়েদেরকে দেয়া হয়েছে মায়ের অন্তরের প্রশান্তির জন্য। আমরা যেন ভারসাম্য অনুযায়ী চলতে পারি। আর ছেলেদেরকে অবশ্যই আল্লাহর পথে কুরবানী করতে হবে। আমরা যেন আমাদের সন্তানদের তাকওয়ার মজলিসে পৌঁছাতে পারি। যেখানে সন্তানদের দিয়েছি সেগুলো যেন তাকওয়ার মজলিস হয়। ছেলে সন্তানগুলো যেন তাকওয়া শিখে এসে ঘরে তাকওয়া শিক্ষা দিতে পারে। আমরা যেন কুরআন সুন্নাহকে এত শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারি যেন কোন আমল দেখে মনেই না হয় কোনটা

ফরজ, কোনটা সুন্নাহ, কোনটা নফল। সবই যেন গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। আল্লাহ পাক আমাদের যেন সে তৌফিক দেন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন।

১১) যারা অবিবাহিত তারা মায়ের কাছে সহযোগিতা করবেন। আপনি পড়াশোনা করছেন আর মা রান্নাঘরে। এটা তো হতেই পারে না। আপনি ইতিকাফে বসেন আর আপনার মা রান্নাঘরে এটা কেমন ইতিকাফ হলো? আল্লাহু আকবার! বরং আপনি আপনার মাকে সুযোগ করে দিন। রামাদানের শেষ ১০ দিন আপনার মাকে ইতিকাফে বসার সুযোগ করে দিন। সংসারের দায়িত্ব নিজে নিন। কাজগুলো গুছান। বোনেরা দায়িত্ব নিতে শিখুন। মাকে ইবাদতের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিন, দেখবেন তিনি ইবাদতের স্বাদ পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ইবাদতের জন্য সুযোগ খুঁজবেন।

আল্লাহ পাক যাকে যেখানে রেখেছেন সবার জন্য কল্যানকর সবকিছু সহজ করে দিন। ঈমান আমলে তাকওয়ার জীবন গঠন করার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন আমাদের কবরবাসীর কথা না ভুলি। যে জায়গা আমাদের জন্য তৈরি হয়ে আছে শুধুমাত্র আমার সেখানে যাওয়া বাকী। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে রামাদানে পৌঁছে দিন। আমরা যেন রামাদানে নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারি। যারা মৃত্যু শয্যায় আছেন আল্লাহ পাক তাদের জন্য ঈমানী, শহীদী মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ পাক যেন কবরগুলোকে নূরে পরিপূর্ণ করে দেন আমাদের আমল, আখলাকের মাধ্যমে। তাদেরকে যেন কবরে এমন দিনগুলো পার করার তৌফিক দেন তারা যেন কবরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করা শুরু করে দেয়। আল্লাহু আকবার।

কারন হাদিসে এসেছে মানুষ মারা যাওয়ার পরে রুহ গুলো একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে, অমুক তমুক কোথায় খোঁজ খবর নেয়। আল্লাহু আকবার। আমরা কি চাইবো না আমাদের প্রিয় মানুষগুলো আমাদের খুঁজুক সেখানে গিয়ে। এমন জায়গা তো নিজের জন্য কবরে যাওয়ার আগেই তৈরি করে যেতে হবে। আল্লাহ পাক যে আমল গুলো করার তৌফিক দিবেন সেগুলোর জন্য বেশি করে শুকরিয়া আদায় করব। যেগুলো আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিবেন সেগুলো দাওয়াত ও তাবলীগ হিসেবে আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন। আমি চাই আল্লাহ পাক যেন আমল গোপন রাখেন, যদি আল্লাহ পাক সেটা প্রকাশ করে দেন সেটা যেন দাওয়াত ও তাবলীগ হয়। আমার আমলগুলোকে আমার কবরে পৌঁছে দিয়েন, কবরের নূর করে দিয়েন। সেখানে গিয়ে যদি দেখি কবরে কিছুই নেই, সব খালি। ভয়ংকর পরিনতি। হাদিসে এমনও এসেছে পাহাড় সমান আমলও কোন কাজে আসবে না। কার আমলের কি অবস্থা সেটা আমরা কবরে যাওয়ার সাথে সাথেই টের পেয়ে যাবো।

আল্লাহ পাক আমাদের যা কিছু শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যেন নিজেকে আগে আমল করার তৌফিক দেন। আল্লাহ পাক আমাদের টিকে থাকার তৌফিক দিন, কল্যান ও আফিয়াহর সাথে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয় গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছেন

তাদেরকে আরো উত্তমভাবে বরকতময় করুন। আমাদের সবাইকে আমলে আসার তৌফিক দিন। আমিন।

১২) নিয়ামাত তিন প্রকার। এগুলো হলো-

১. এমন নিয়ামাত; যা বান্দার অর্জিত হয়েছে এবং সে যে নিয়ামাত সম্পর্কে জানে।

২. এমন নিয়ামাত, বান্দা যার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

৩. এমন নিয়ামাত, যার মধ্যে বান্দা রয়েছে কিন্তু সে তা টের পায় না।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার ওপর নিয়ামাত পরিপূর্ণ করে দিতে চাইলে তাকে তার অর্জিত নিয়ামাত সম্পর্কে পরিচয় দান করেন এবং তাওফীক দেন এর শুকরিয়া আদায় করার। বান্দা যেন শোকর আদায় করে সেই নিয়ামাতকে স্থায়ী করে নেয় এবং কখনো হারিয়ে না ফেলে। কারণ নিয়ামাত হারিয়ে যায় গুনাহের দরুন আর শোকর আদায়ের মাধ্যমে তা স্থায়ী হয়। এছাড়াও তাকে এমন আমল করার শক্তি দান করেন, যার দ্বারা লাভ করা যায় আকাঙ্ক্ষিত নিয়ামাত। এমন বিষয়াদি সম্পর্কে দূরদর্শিতা দান করেন, যেগুলো নিয়ামাত আসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল এবং তাকে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দেন। আর যখন বান্দা এই নিয়ামাত পরিপূর্ণভাবে লাভ করে, তখন তার সামনে তুলে ধরেন সেই নিয়ামাতের পরিচয়, যার মধ্যে সে অবস্থান করছে; কিন্তু টের পাচ্ছে না।

খলীফা মামুনুর রশীদের নিকট একবার এক বেদুইন এসে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! নিয়মিত শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর সেই নিয়ামাতকে স্থায়ী করুন, যার মধ্যে আপনি রয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতি সুধারণা ও ধারাবাহিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে আপনার জন্য সেই নিয়ামাতের ব্যবস্থা করুন, যা আপনি প্রত্যাশা করেন। আর আপনাকে সেই নিয়ামাতের পরিচয় দান করুন, যার মধ্যে আপনি রয়েছেন কিন্তু তা টের পান না; যাতে আপনি সেই নিয়ামাতেরও শুকরিয়া আদায় করতে পারেন।' খলীফা মামুনুর রশীদ বেদুইন লোকটির কথা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন, 'তার এই শ্রেণিবিন্যাস কতই না চমৎকার! ইবনুল কাইয়্যিম, (আল-ফাওয়ায়িদ, ২২৩)

১৩) বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাজের পরে হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। এই আমলের ব্যাপারে অনেকে উদাসীন। এটি একটি সুন্নত, একটা মুস্তাহাব, তাও দু'আ সংক্রান্ত।

এটা ত্যাগ করলে কবিরা গুনাহ হবে না, ঠিক আছে কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা আদর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নামাজ একা পড়তেন অর্থাৎ নফল নামাজ, সেখানে

হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। অনেককেই দেখা যায়, এমন সব স্থান, যেখানে হাত উঠিয়ে দু'আ করা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত না, সেখানে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে খুব অভ্যস্ত। সেখানে দু'আ নিয়মিত চলতেছে।
আর যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন বলে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, সেখানে দোয়ার ব্যাপারে যত্নবান না। এটা বিচ্যুতি। এটা গাফলত। কেউ যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো আদর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বত থেকে নিজেকে সে ওই পরিমাণ বঞ্চিত রাখল, আল্লাহর মহব্বত থেকে নিজেকে ওই পরিমাণ বঞ্চিত রাখল।

সালাম ফিরিয়ে দৌড় না দেওয়া। জরুরী কোন কাজ থাকলে তো ভিন্ন বিষয় কিন্তু নিয়মিত এমনটা না করা।
অনেককে দেখা যায়, জোহরের নামাজ পড়ার পর সুন্নত, নফল পড়ে উঠে চলে যায়। মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ পড়ে। এরপর সুন্নত পড়ে উঠে চলে যায়। ইশার ফরজ নামাজ পড়ে, সুন্নত পড়ে বিতির পড়ে উঠে চলে যায়। হাত উঠিয়ে দোয়া করে না। এমনটা না করা চাই। মোট কথা সুন্নত নামাজ, নফল নামাজ ইত্যাদি যে সকল নামাজ একা একা পড়া হয়, এসব নামাজে সালাম ফেরানোর পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়া চাই।
খুঁজে খুঁজে সুন্নত আমল করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ নিজের আমলের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে করে নিজের আমলের মধ্যে কোথায় কোথায় বিচ্যুতি আছে, কোথায় কোথায় সুন্নতের বিপরীত আমল চালু আছে, সেটা নজরে আসবে ইনশা-আল্লাহ। এতে অনেক বড় অর্জন হবে ইনশা-আল্লাহ।

▫রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে পানি নিয়ে অজু করতেন। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। এই আদর্শের উপর আমল করার চেষ্টা করা। এর অনেক ফায়দা। তার মধ্যে সবথেকে বড় ফায়দা হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলের সাথে আমার আমল সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেল। আল্লাহ তা'য়ালা বহুত খুশি হন যখন দেখেন কোন বান্দার আমল আমার হাবিবের আমলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ট্যাপ দিয়ে ওযু করলে পানির অনেক অপচয় হয়। এতে গুনাহ হয়। যে ওযুর দ্বারা নুর অর্জন করার কথা ছিল সেটা দিয়ে বিপরীত কাজ(গুনাহ) হচ্ছে, নুর কোত্থেকে আসবে। পাত্রে অজু করলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের সাথে মিলে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমল করার বহুত তৌফিক দান করুন। আমিন।

১৩) ইসলামের জন্য আবু বকর (রা) সমস্ত সম্পদ ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তা ছিল চল্লিশ হাজার দিনার (মতান্তরে দিরহাম)। কুরাইশদের যেসব দাসদাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল, এ অর্থ দিয়ে তিনি তাদের মুক্ত করে দেন। এদেরই একজন হলেন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু- ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন।

বিলালকে তার মালিক উমাইয়া মরুভূমির তপ্ত বালুতে প্রখর রৌদ্রে চিৎ করে বুকে পাথর দিয়ে শুইয়ে রাখত। আর তিনি শুধু বলতেন: আহাদ, আহাদ।

আবু বকর পাঁচ উকিয়া স্বর্ণ দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। আরো নানাভাবে আল্লাহর রাস্তায় তিনি তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসানসমূহ এমন যে তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি।"

সাহাবাদের জন্য তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত, উদার। তাবুকের যুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন: "তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ?" তিনি তখন উত্তর দিয়েছিলেন: "তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।"

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো বস্তুর এক জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের কোনো একটি দরজা থেকে ডাকে হবে, 'হে আল্লাহর বান্দা, এটি উত্তম।' সালাত আদায়কারীকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে, জিহাদকারীকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, সাদাকাকারীকে সাদাকার দরজা থেকে ডাকা হবে এবং সিয়াম পালনকারীকে সিয়ামের দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন: কাউকে কি সব কয়টি দরজা থেকে ডাকা হবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!"

"হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি তুমি তাদের একজন, হে আবু বকর।" আখিরাতের কল্যাণের কাজে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে আবু বকর ছিলেন অগ্রগামী।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : ঈমানের ক্ষেত্রে আবু বকরের ঈমান অন্য সকল উম্মাতের ঈমান একত্রিত করলে যা হয়, তার চেয়ে বেশি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, আবু বকর হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২১: সন্তানের সাথে রামাদান

১) জানিনা আল্লাহ পাক কতটুকু আপনাদের হক আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন। বিগত বেশ কিছু পর্ব ধরেই আল্লাহ পাক বিষয় গুলো উপস্থাপন করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আজকে শাবানের ২২ তারিখ। রামাদানের পরে আর যদি সম্ভব না হয়, যদি এর মধ্যেই মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে যায় যদি আপনারা জানতে পারেন তাহলে মাগফিরাতের জন্য দুআ করেবেন, মাফ করে দিবেন। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ধরনের কোন কথা বলব না। কারন যিনি কবরে চলে যান তাকে আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন তারা যা বলেছে এসব কি সত্য কিনা। যতটুকু কল্যানকর ঠিক ততটুকুই মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বলব। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সহজ করوسلم

এতদিন ধরে আল্লাহ পাক যে বিষয় গুলো উপস্থাপন করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, দ্বীনের পথে চলার পদ্ধতি কেমন হবে, অন্তরে নূর ধারন করার পদ্ধতি কি হবে, আমি কিভাবে এই পথে টিকে থাকবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অন্তরের পরিশুদ্ধি, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা। শুরু থেকেই আল্লাহ পাক আমাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে আমি কখনোই কোন মাখলুকের মুখাপেক্ষী ছিলাম না। সকল বিষয়ে আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে দুআর মুখাপেক্ষী ছিলাম। আল্লাহ আমি এই বিষয় বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। আমি কখনোই ফতোয়া বোর্ড কোথায়, আলেমা কোথায় এসবের জন্য খোঁজাখুঁজি করতাম না। শুরু থেকেই আমি দুআতে ছিলাম।

এরপর আমার প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ পবিত্রতা মানে কি? শুধুই কি ফরজ গোসল ওযু? আল্লাহ পাক শিক্ষা দিলেন যে পবিত্রতার মানে এর চেয়েও অনেক উর্ধে। নফসের পবিত্রতা, চোগলখোরি, গীবত, মিথ্যা, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি অন্তরের এসব থেকে বেঁচে থাকা। বাচ্চাদের সাথেও মিথ্যা কথা না বলা। এগুলো আমাদের করতে হবে সেটা আমরা জানতাম। কিন্তু কিভাবে করতে হবে, টিকে থাকতে হবে সেটা আমরা পারছিলাম না। এজন্যই এতদিন ধরে আল্লাহ পাক বিষয় গুলো উপস্থাপন করার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

২) আমরা কিভাবে পারব? আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষা দিলেন যে, একজন নারীকে ঘরে অবস্থান করতে হবে। অনলাইন অফলাইনে উভয় জায়গা থেকেই বাজারকে ত্যাগ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার, আর সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মাসজিদ।

▫কেন বাজারকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা বলা হলো**?**সব প্রয়োজনীয় জিনিস তো বাজারেই পাওয়া যায়।তাহলে বাজার নিকৃষ্ট জায়গা কেন**?** বাজার সেটা অনলাইন বা অফলাইন যাই হোক, সেটা অন্তরকে অস্থির করে দেয়। একটা জিনিস কেনার জন্য বাজারে গেলে আরো দশটা জিনিস আমরা দেখে আসি।সেই জিনিস গুলো মাথায় ঘুরতে থাকে। কিনতে যে পারলাম না সে আফসোস ও কাজ করতে থাকে। নজরের হেফাজত কি করা সম্ভব বাজারে?

এখানে আরো অনেক বিষয় আছে। চিন্তা ভাবনা করি বিষয় টা নিয়ে। আমরা সবাই অনলাইন অফলাইনে বাজার খুব পছন্দ করি। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের অন্তরগুলো কে স্থির করে দিন।আল্লাহ যা পছন্দ করেন সেসব পছন্দ করার, যা অপছন্দ করেন সেসব অপছন্দ করার তৌফিক দিন।

আমার ঘরকে আমি মসজিদ বানিয়ে ফেলেছি আল্লাহ পাকের তৌফিক অনুসারে আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, সুন্নাহ পালন, একে অপরকে সুন্নাহ পালনে সহযোগিতা করা, কুরআন নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানো এই যাত্রা কেমন ছিল সেসব বিষয় আল্লাহ পাক এতদিন ধরে উপস্থাপন করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সর্বপরি আমার অন্তরের পরিচ্ছন্নতা হলো মূল বিষয়। দুনিয়ার কোন বিষয়ের জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করি না। কালো যাদু বা কোন ক্ষতি হলে চিন্তা করি আমার রবের সাথে আমার সম্পর্কের এত দুরত্ব কিভাবে হয়ে গেলো যার কারনে এসব বিপদ আমাকে পেয়ে বসল। নিজেকে সংশোধন করার মেহনত চলতে থাকে, আমিও পিছলে পড়ি। কেন পিছলে পড়লাম সেটা জানার চেষ্টা করে সেটাকে দূর করার চেষ্টা করি আর যেন এমন না হয়। অন্য কারো দোষ দেই না যে তুমি কেন সাবান ফেলে রেখেছো। আমি নিজেই সেটা পরিষ্কার করে নেই। আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। আমার ক্বলবের পরিষ্কার আমাকেই করতে হবে। আমার দ্বীন আমাকে অন্যের দোষ ধরা, অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়ার শিক্ষা দেয় না।

"মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান**,** যাতে তারা **(**অসৎ পথ হতে**)** ফিরে আসে।**" (**সূরা রুম**:** আয়াত ৪১**)**

৩) এভাবেই আমরা এগারো মাস চলব। তারপর আসে রমাদান। অন্তরকে স্থির রেখে, অন্তর থেকে সবকিছু বের করে দিয়ে, অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে রমাদান এ প্রবেশ করব। সারাক্ষণ নিজের দোষ খুঁজবো। দোষ আমারই। নিজের দোষ খুঁজতে থাকলে নিজেকে ভালো করে গড়ে তোলা যাবে। সেই সফলকাম যে নিজেকে শুধরানোর চেষ্টা করেছে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। যখন অন্যের দোষ দেখবো, খুঁজব তখন নিজের তওবা পড়ার নসীবও হবে না। যখন চিন্তা করব বাচ্চা দুষ্টামি করে,। অমুক সমস্যা করে ইত্যাদি তখন নিজে তওবা ইস্তিগফার করারও সুযোগ পাবো না। সাহাবিরা কোন সমস্যা হলে নিজেদের দোষ খুঁজতেন। আমার কোন গোনাহের কারনে বিপদ হলো। অধীনস্থরা যদি অনিয়ন্ত্রিত আচরন করত তারা নিজেদের ধিক্কার দিতেন। আল্লাহর কাছে এজন্য মাফ চাইতেন, বিপদ থেকে উদ্ধার এর জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

▫উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় মদীনায় একবার ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের পর খলিফা উমর একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, “ হে লোকজন! এই ভূমিকম্পের কারণ হলো তোমাদের পাপ।তোমরা এমন কিছু পাপ করছো, যার ফলে ভূমি

কেঁপে উঠেছে।আল্লাহর কসম করে বলছি,আবার যদি ভূমিকম্প হয়, তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো। "[তথ্যসূত্রঃ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, আদ-দাওয়া ওয়াদ-দাওয়া, পৃষ্ঠা, ৫৩]

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের কি একবারের জন্যও মনে হয় যা হচ্ছে সব আমাদের গুনাহের জন্যই। মনে হয়**?**অন্যকে দায়ী না করে নিজের গুনাহের জন্যই বিপর্যয় এটা কি মনে হয়**?**

৪) আল্লাহ পাক আমাকে বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন যে, যত বেশি আমার অন্তর পরিশুদ্ধ থাকবে, যত বেশি আমার ঘরে থাকা, যত বেশি আমি বাজারকে ত্যাগ করতে পারব, যত বেশি আমার অন্তর কোন কিছুর জন্য দুনিয়ার কোন সৃষ্টিকে দোষারোপ না করে তত বেশি আমার দাওয়াত ও তাবলীগ খুব বেশি শক্তিশালী। এর প্রভাব আমার পরিবারে, সন্তানদের উপর পড়ছে। কোন আদেশ নিষেধ উপদেশ করলে তার প্রভাব পড়েছে। যেমন; সন্তানকে পড়াতে বসলে তার মুখস্থ করার শক্তি কাজ করছে না এগুলো আমি খেয়াল করে দেখলাম আমার হাতের কামাই। যত বেশি আমি পবিত্র তত আমার মুখ থেকে বের হওয়া কথার প্রভাব বেশি হবে। খেয়াল করে দেখবেন, মাখরাজ শেখার জন্য বলা হয় কোন হক্কানী আলেমের কাজ থেকে শিখে নিতে। কারন, এই শিক্ষার উপর ওনার প্রভাব পড়ে। আমার ঘরে হক্কানী আলেম তো আমাকেই হতে হবে। আমার সন্তানের দ্বীনি শিক্ষা, আমার সন্তানের মাখরাজ, আমার মা বাব, স্বামী সন্তান পরিবারের উত্তম বিষয় গুলো আমার তরফ থেকেই যায়। সুবহানাল্লাহ। আমার পবিত্র থাকার প্রভাব আমার পরিবারের উপর পড়বে। আল্লাহু আকবার। আমি এখানে আপনাদের কাছে বিষয় গুলো উপস্থাপন করার কারনে আপনার অন্তরে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে সেটা একমাত্র আল্লাহ পাক ভাল জানেন, কিন্তু আমার স্বামী সন্তান পরিবার পরিজন মা বাবা প্রতিবেশি তারা নিশ্চিত ভাবে আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া ইনশাআল্লাহ। তাদের সাথে আমার নিয়মিত চলাচল করতে হচ্ছে। তাদের উপর আমার প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

যখন আমরা দ্বীনের পথে চলা শুরু করি মানুষ আমাদের কাছ থেকে অনেক আশা করে। তারা খুব কাছ থেকে দেখতে চায় আমাদের চলাফেরা, চিন্তা ভাবনা, কথাবার্তা , দুনিয়াকে কোন চোখে দেখি এসবের পদ্ধতি কেমন ইত্যাদি। রঙিন চশমা দিয়ে দুনিয়া দেখার দিন আর নেই। এখন আমাদেরকে আল্লাহর পাকের প্রিয় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীদের মত করে দুনিয়া দেখতে হবে। তাহলেই তো আপনি নিজের এবং অন্যদের জন্য উপকারী হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আপনাকে গায়েবের জ্ঞান থেকে জ্ঞান দিয়ে দিবেন। আপনার কাছে কেউ আসলে আল্লাহ পাক আপনাকে জ্ঞান দিয়ে দিবেন আপনার তাকে কি পরামর্শ দেয়া উচিত। আমি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যেমন মেহনত করব, তেমনি অন্যকেও দ্বীনের দিকে ডাকার জন্য মেহনত করতে হবে। আমি যেন আমার পরিবারের জন্য, বংশ খান্দান এর জন্য, প্রতিবেশি, আত্নীয় স্বজনের নাজাতের উসিলা হয়ে যাই। আল্লাহু আকবার!

৫) হাজারো নসিহা,ম্যাসেজ, কোর্স করে রমাদান সুন্দর করতে পারিনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে শুধু মাত্র ঘরে অবস্থান, ঘরে অবস্থানের মাধ্যমে নজর হেফাজত অনলাইন অফলাইন। রমাদানে মোবাইল বন্ধ। ঘরে অবস্থান ও মোবাইল বন্ধ থাকায় স্হির রুহ। সালাতকে সুন্দর করার তৌফিক। আর যার সালাত সুন্দর আল্লাহ পাক স্বয়ং তার কাছে গুছিয়ে দেন।

রামাদান নিয়ে আমার পরিকল্পনা হলো, নিজের নজর হেফাজত করা। নিজের চোখ কান, ইন্দ্রিয়গুলোর হেফাজত। এগুলো যেন কোনভাবে গুনাহের দিকে না যায়। নিজের হাত ও মুখ থেকে যদি অন্যরা হেফাজতে না থাকে তাহলে তো আমি মুমিনই হতে পারলাম না। আমার হাত ও মুখ থেকে সন্তানেরা হেফাজত কিনা, অন্য কোন বান্দা আমার দ্বারা কষ্ট পায় কিনা। এসব নিয়ে সচেতন থাকা। এগুলাই হলো রামাদানের আমল। মোবাইলে যদি কোন কাজ/ক্লাস থাকে যা করতেই হবে, তাহলে শুধুমাত্র সেই এ্যাপস ব্যবহার করা। বাকী সব বন্ধ করে দেয়া।

আমার দ্বীনে ফেরার শুরুর সময়গুলোতে রামাদানের সময় মোবাইল বন্ধ করেই রাখতাম। উস্তাযার কাছে আগে থেকেই অনুমতি নিয়ে পুরো রামাদান মাসের জন্য ছুটি নিয়ে নিতাম। আমি আমার নফসকে এত সংশোধন করতে পারিনি যে মোবাইল ব্যবহার করে শুধুমাত্র ক্লাস করে চলে যেতে পারব সময় নষ্ট না করে। আমি এদিন সেদিক ব্রাউজিং করে সময় নষ্ট করবই সেটা আমি জানি। আমার চেয়ে ভাল আমাকে আর কেউ চিনে না। আমি কোথায় সময় নষ্ট করি, কোথায় আমার দুষ্ট চরিত্র আছে, কোথায় আমার গোপন গুনাহ আছে আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে? আমার সংশোধন এর জন্য পদক্ষেপ আমাকেই নিতে হবে। রামাদানে শয়তান শিকলবন্দী থাকলেও আমার নফসের কুমন্ত্রণা আছেই। আমার নফস যেন আমাকে কোন কুমন্ত্রণা দিতে না পারে এজন্য সকল প্রস্তুতি নিতে হবে, সকল গুনাহের পথ বন্ধ করে দিতে হবে। এসব করতে পারলে ইনশাআল্লাহ নামাজ সুন্দর হয়ে যাবে। যার নামাজ সুন্দর হবে, নামাজে খুশু খুজু আসবে তার সব আল্লাহর পক্ষ থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনাকে দিয়ে কি কি ইবাদত করাতে হবে আল্লাহ পাক করিয়ে নিবেনই। আপনার লিস্ট করতে হবে না।

আপনার তো সময় নষ্টের জায়গা নেই। বাজারে যাচ্ছেন না, অনলাইন অফলাইনে সময় নষ্ট করছেন না। এই দু জায়গায় সময় নষ্ট সবচেয়ে বেশি হয়। রামাদান মাসে কোন ইফতারের দাওয়াত, কারো বাসায় আসা যাওয়া সম্পূর্ন বন্ধ। খাবার রান্না করে পাঠিয়ে দেয়ার সুযোগ থাকলে সেটা করে নেকী হাসিল করব ইনশাআল্লাহ। আমি খাবার রান্না করে পাঠিয়ে দেই কিন্তু নিজে কোথাও ইফতারের দাওয়াত এর জন্য বের হই না। দ্বীনের বুঝ আসার পর থেকে আল্লাহ পাক আমাকে এভাবেই থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৬) রামাদানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফের নিয়ত করব। ঘরে মা থাকলে মাকে ইতিকাফ করার সুযোগ করে দিবো। না হলে নিজে নিয়ত করব।

প্রতিদিন আমার দরকার সুস্থ শরীর। আমার শরীর সুস্থ থাকলে মন দিয়ে ইবাদত করতে পারব। অনেক বেশি কাজের তালিকা আমি কখনোই জমা করি না। আমি নিজের অন্তরকে প্রশান্ত রাখি। আমার চিন্তা ভাবনা থাকে, আমার ঘুমের সময় ঠিক আছে কিনা। কি কি আমল অবশ্যই করতে হবে সেগুলো ঠিক আছে কিনা। সালাত আউয়াল ওয়াক্তে সময় নিয়ে পড়া, তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়তে হবে, তারাবির নামাজ ২০ রাকাত পড়ার লক্ষ্য রাখতে হবে। এসব আমল করতে হলে আমাকে ঘরে থাকতে হবে। মোবাইলের ব্যবহার যথাসম্ভব বন্ধ করতে হবে। রামাদান মাস হলো ব্যক্তি আমল ইবাদতের মাস। এগারো মাস ধরে আপনি যা শিখেছেন তা এই রামাদান মাসে আমল করে আল্লাহ কে দেখাতে হবে। এই রামাদান মাসে আমি নতুন করে কিছু শিখি না। সব ধরনের শেখার কোর্স রামাদানে একদম বন্ধ।

রামাদান মাস হলো বাস্তবে প্রয়োগ করার মাস। আমার কাছে যদি কেউ আসে, প্রতিবেশি বা আত্নীয় তাকে শিখিয়ে দিবো। কিন্তু অনলাইনে কোথাও আমি বসব না শিখানোর উদ্দেশ্যে। এটা বাকী এগারো মাস করব ইনশাআল্লাহ কিন্তু রামাদান মাসে না। রামাদান মাসে আমাকে আমার আল্লাহকে সবচেয়ে উচ্চমানের আমল দেখাতে হবে। সারাবছর আমি উচ্চমানের শারীরিক মানসিক আত্নিক সুস্থতা, একে অপরের সাথে সম্পর্ক, জামাকাপড়, স্বামী সন্তান ইত্যাদি যা কিছু চাই সব কল্যানকর বিষয় আমার দিকে আসতেই থাকবে। রামাদানের আমলের ফল আমি বাকী এগারো মাস ভোগ করব। এই রামাদানে আমার তাকদীরের ফয়সালা হয়ে যাবে।

৭) তাহলে বুঝতে পারলাম আমার করনীয় কি? সালাতে খুশু খুজু, আমি ঘরে থাকবো, চোখ কানকে হেফাজত করব, দ্বীনের পথে নতুন হলে মোবাইল বন্ধ রাখুন, আর যদি যোগাযোগ করতে হয় তাহলে নির্দিষ্ট এ্যাপস ব্যবহার করুন এছাড়া সব বাদ দিন। পারলে পরিবারের অন্য কারো মোবাইল ব্যবহার করা। যেমন আমি স্বামীর মোবাইল যখন তখন ব্যবহার করতে পারি না। আমি ওইটুকুই সময়ের জন্য স্বামীর ফোন ব্যবহার করি মা বাবার সাথে যোগাযোগ করার জন্য, শ্বশুর বাড়ির খবর নিতে চাই। স্বামীর মোবাইল টা এভাবে ব্যবহার করি। অন্যের মোবাইল তো যখন তখন ব্যবহার করা যায়না। স্বামী কাজ করার জন্য বাইরে চলে যাবেন। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওইটুকুই ব্যবহার করা হয়।

মোবাইল, বাজার, ঘর থেকে বের হলে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। এসব জায়গা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে আমার এত সময়। আল্লাহু আকবার। ঘুম খাওয়া কমানো। কথা বলা কমানো। যথাসম্ভব যিকিরে থাকা। দুরূদ ইস্তিগফার পড়া। যার উচ্চারণ সহীহ হয় নি সে উচ্চারণ সহিহ করার মেহনত করবে। তিলাওয়াত বেশি বেশি শোনা। পরিবারে কেউ পারলে তার তিলাওয়াত শোনা। আমার শুরুর দিকে কারো তিলাওয়াত সহিহ না। তখন আমার মোবাইলের দারস্থ হতে হতো। তারপরে মেয়েকে আল্লাহ পাক শেখার তৌফিক দিলেন

আলহামদুলিল্লাহ, মেয়ের সাথে বসা হতো। শুরুর দিকে আমি মোবাইল থেকে কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে শুনে পড়ার লক্ষ্য রাখতাম। কুরআনের বাংলা অর্থ সাথে রাখতাম। কুরআনের অর্থ নিয়ে চিন্তা করতাম।

যেকোন ভাল কাজ আপনি করবেন, এত চড়া মূল্য আপনাকে দেয়া হবে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। এই কামাই আপনি সারাবছর মজুদ রেখে রেখে ভোগ করতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

৮) রামাদানের উদ্দেশ্য কি? তাকওয়া অর্জন করা। রামাদানের উদ্দেশ্য এই না যে আমি হিফজ করে ফেলব, এত পারা পড়ে ফেলব ইত্যাদি অনেক অনেক লক্ষ্য নিয়ে বসা উদ্দেশ্য না। মূল লক্ষ্য হলো, আমার দ্বারা যেন কোন গুনাহ না হয়। আমি যেন কোন গুনাহের দিকে ঝুঁকে না যাই। একটা শান্ত নম্র ভদ্র রুহ নিয়ে আমি রামাদান পার করব। আমি যেন প্রতিযোগীতায় সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারি। আমার জন্য যেন নাজাতের উসিলা হয়। এমন ভাবে যদি রামাদান পার করা যায় তাহলে একজন ব্যক্তি তার ঝুড়ি ভর্তি এমন সব আমল নিয়ে যেতে পারবে যা দ্বারা সে উম্মতের যেকোন বান্দাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

৮) অন্য সময়ের মত রামাদানেও আমার ঘুমের সময় এশার পর রাত ৯ টার মধ্যেই। ঘুম থেকে উঠে তারাবির নামাজ পড়ি। ৯-১০ টার এক ঘন্টার ঘুম ৩ ঘন্টা ঘুমের সমান। ১০-১১ টার ১ ঘন্টার ঘুম ৩ ঘন্টা ঘুমের সমান। ১১-১২ টার ১ ঘন্টার ঘুম ৩ ঘন্টা ঘুমের সমান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আছে। আপনারা জেনে নিবেন ইনশাআল্লাহ। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার ঘুমকে পরিপূর্ণ করে রাত ১২/১ টার সময় ঘুম থেকে উঠে যাবো ইনশাআল্লাহ। তারপরে আমি আমার তারাবির নামাজ পড়ব। আল্লাহু আকবার! ১২ টা থেকে-১ টার ঘুম ১ ঘন্টারই ঘুম। ১-২ টার ঘুম ১ ঘন্টারই ঘুম। আর দিনের বেলার ৩ ঘন্টার ঘুম সমান ১ ঘন্টার ঘুম। আমার ঘুম যদি ঠিকমত না হয় আমার মন মেজাজ ঠিক থাকবে না। এজন্য আমার পরিপূর্ণ ঘুম হতে হবে।

তবে যার নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে, যে গর্ভধারন করেছেন, যার নতুন বাচ্চা হয়েছে তাদের রুটিন ভিন্ন হতে পারে। একেকজনের আমলের পদ্ধতি একেক ধরনের। আল্লাহ পাক আমাকে যখন গর্ভধারন করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি যতটুকু সম্ভব আমল করেছি। খুব বেশি যে আমলে সময় দিতে পেরেছি সেটা না, তবে গুনাহ করি নি। আল্লাহ পাক আমাকে যখন নতুন বাচ্চা দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, বাচ্চাকে রাখার দায়িত্ব আমিই নিলাম। আমি এমন করি নি, করতে চাই নি যে অমুক তমুক বাচ্চাটাকে একটু ধরতো আমি একটু এটা সেটা করতে পারতাম। আমি বাচ্চাকে পাশে রেখেই সালাত পড়েছি। তখন আমি ২০ রাকাত তারাবি হয়ত সবসময় পড়তে পারি নি। যতটুকু পেরেছি পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ। ৮ রাকাত পারলে ৮ রাকাত পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যা করেছি উষ্চমান বজায় রেখে করেছি আলহামদুলিল্লাহ।

আগামী এগারো মাস আপনি আসমান থেকে কোন মানের রিযিকের বর্ষন চাচ্ছেন সেই অনুযায়ী রামাদানের আমল করতে হবে না? সেই মানসম্মত আমল আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করতে হবে না?

৯) বাচ্চা কান্না করে, বাচ্চার জন্য আমল করতে পারি না এমন অযুহাত দিবো না। বরং বাচ্চা নিয়েও আপনি ২০ রাকাত তারাবি পড়ার লক্ষ্য নির্ধারন করতে পারেন। আপনি আল্লাহর কাছে তৌফিক চাইবেন, আল্লাহ পাক তৌফিক দিবেন ইনশাআল্লাহ। বাচ্চাকে অন্য কারো দায়িত্বে দিয়ে নিজে আমল করবেন সে চিন্তা করবেন না। বরং আপনি নিজের বাচ্চা নিজে সামলান। অন্যকে আমল করার পরিবেশ তৈরি করে দিন। আমার কাছে আমার বাচ্চা যত শান্ত থাকবে দুনিয়ার কোন বান্দার কাছে এত শান্ত থাকবে না। আমার কাছে আমার বাচ্চা যত কথা শুনে দুনিয়ার কারো এত কথা শুনে না। তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে বুঝে দিলেন যে, আমার বাচ্চা আমার কাছে রাখলে অন্যদের জন্য রামাদানে আমল করা সহজ। আমরা অন্যদের আমল করার সুযোগ করে দিবো ইনশাআল্লাহ। অন্যকে ইবাদতে সাহায্য করাও একটা ইবাদত।

কোন রামাদানে দেখলাম আমাকে রান্নাঘরে দিন পার করতে হয়েছে। স্বামী ভাজাপোড়া পছন্দ করেন, ওনাকে এসব তৈরি করে দিতে হবে। আমি করে দিয়েছি। দুআ করেছি, আল্লাহ আপনি আমাকে পরবর্তী রামাদানের আগেই এসব কাজ গুছানোর তৌফিক দিন। আমার যেন এত রান্নাঘরে থাকতে না হয়। পরবর্তীতে আমার স্বামী বললেন এসব আর করতে হবে না। ভাত আর একটা তরকারী রান্না করলেই হবে। আল্লাহু আকবার। এই ভাত আর একটা তরকারি এই হলো আমার ইফতার, সাহরি। রাত ৩ টা বাজে আমি কিছু খাবার খেয়ে নিব। আর সাহরির শেষ সময়ে কিছু খেজুর পানি খেয়ে নিবো বা দুধ এক মগ। ৫ মিনিটে সাহরি শেষ আলহামদুলিল্লাহ। যে বাচ্চা ৫/৬ বছর, নতুন রোজা রাখা শুরু করেছে তার জন্য আমার প্রচুর সময় বের করতে হয়। বাচ্চার জন্য আমি সারাদিন সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি না। বাচ্চা যে রোজা টা রেখেছে সেটার নেকি আল্লাহ পাক কি আমাকে দিবেন না?

১০) যে বাচ্চা নতুন রোজা রাখা শুরু করেছে ওর পাশে থেকে ওকে সহমর্মিতা দেয়া, ওর সাথে গল্প করা, নাসিহা করার মধ্যে থাকতে হয়। রামাদানের আগে থেকেই ওকে সকাল সকাল খাবার খেতে দেই এবং লক্ষ্য রাখি যেন আসরের আগে খাবার না চায়। আমার বাচ্চাকে আল্লাহ পাক যেসব গল্প বলার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো কিছু উল্লেখ করছি ইনশাআল্লাহ। এই যে দীর্ঘসময় তুমি না খেয়ে আছো, এই সময় পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হয়। এটা হলো রোজা। একজন নারীর ঘরে অনেক দায়িত্ব। সে সারাদিন কুরআন পড়বে আর ইতিকাফ এর নিয়ত করে বসে থাকবে এর মধ্যেই ইবাদত সীমাবদ্ধ না। একজন নারী প্রতিটা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর মত হিকমাহ আল্লাহর কাছ থেকে দুআ করে চেয়ে নিতে হবে।

বাচ্চাকে সময় দিতে হবে। বিভিন্ন একটিভিটিতে ব্যস্ত থাকতে হবে বাচ্চার সাথে। এখনকার মায়েদের দেখি একটিভিটির নামে অনেক টাকার জিনিস কিনতে, অনেক টাকা খরচ করতে। এত টাকা পয়সা ঢালার মত টাকা আপনারা কোথায় পান জানিনা। আমি তো ঘরের কার্টুন গুলো জমিয়ে রেখে দেই।সেগুলোতে রং করে কাজ করি, A4 কাগজে রং করে করে রঙিন কাগজ বানিয়ে ফেলি। বাচ্চাকে সাথে নিয়ে এসব করতে বসে পড়ি। ঘরের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়ী আমি। আমার স্বামীর চোখে সবচেয়ে হিসাবী আমি। স্বামী যেন এটা বুঝতে পারে যে আমার স্ত্রী অহেতুক কোন কাজে টাকা খরচ করে না। বাচ্চা লালনপালন করতে হলে ঘরভর্তি খেলনা, খাবার কিনে রাখতে হবে কখনোই এমন না বিষয় টা। আমি মা, আমার মূল্যবান সময় যদি বাচ্চাকে দেই সেটাই যথেষ্ট। আমি যদি সময় করে বাচ্চার সাথে বসি, বাচ্চা হা করে ঘন্টার পর ঘন্টা শুনবে। এই বাচ্চা কথা শুনবে কখন? যেই বান্দা কথা বলে তার রুহের আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভর করবে। নিজেকে পবিত্র করার মেহনত করলে এই লাভজনক ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করা যাবে। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ পাক তাকেই হিকমাহ দান করেন যে আল্লাহর তাকওয়াবান বান্দা। যে আল্লাহর কিতাব বুঝে বুঝে পড়ে। আমি হিফজ করলাম কিন্তু আমার তাকওয়া নেই, এই হিফজ আমার কি কাজে দিবে? আমি হিফজ করলাম কিন্তু অর্থ বুঝতে পারি না, এই হিফজ আমার কি কাজে দিবে? আমি নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করি কিন্তু অর্থ বুঝি না এগুলো আমার কি কাজে দিবে? আমরা অর্থ বুঝার মেহনত করব।

১১) আমি বাচ্চাকে নূহ (আ:) এর গল্প এমনভাবে বলি বাচ্চাকে সেটা উল্লেখ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। নূহ (আ:) কে আল্লাহ পাক নৌকা বানাতে বলেছেন। নৌকা বানাতে গাছ লাগবে। নূহ (আ:) আমাদের বাসায় এসে বললেন, এই বাচ্চাটা কি এখানে আছে? আমার বাচ্চা বলল, হ্যা হ্যা আছে আছে। আমার বাচ্চাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, এই বাচ্চাটা কি জানালা দিয়ে হিসু করে? মানে আমার বাচ্চা যেসব উল্টা পাল্টা কাজ করে সেগুলো দিয়ে প্রশ্ন করি। নূহ (আ:) বললেন, এই বাচ্চা যদি জানালা দিয়ে হিসু করে তাহলে তো ও নৌকাতে উঠতে পারবে না। ও যদি কারো গায়ে থু থু দেয় তাহলে নৌকাতে উঠতে পারবে না। ও যদি প্রাকৃতিক কাজ শেষ করার পর সেগুলো দিয়ে খেলে, হাত দিয়ে চটকায় তাহলে তো ও নৌকায় উঠতে পারবে না। নৌকায় শুধু ভাল বাচ্চারা যেতে পারবে। যে বাচ্চারা গালাগালি করবে তারাও যেতে পারবে না। গল্প এমনভাবে বলি যেখানে ওর একটা চরিত্র থাকবে। গল্পের মধ্যে সে তার নিজের চরিত্র খুঁজতে থাকে। এই এই বৈশিষ্ট্য যদি তোমার থাকে তাহলে তো তুমি নৌকাতে উঠতে পারবে না। এসব শোনার পরে ও নিজেই বলে, আমি তো এটা করি। আমি তো বাইরে গেলে সিঁড়িতে হিসু করে দেই। আস্তাগফিরুল্লাহ। আর করব না। যে বাচ্চা রাতে দাঁত ব্রাশ করে না তাকে সেই কথা গল্পের মধ্যে বলে দেয়া, যে বাচ্চা রাতে ব্রাশ করে না তাকে নৌকায় নিবে না। যার যেখানে দুর্বলতা আছে সেগুলো গল্পে তুলে ধরা। আপনি গল্প করতে থাকলে বাচ্চা খাওয়ার কথাও ভুলে যাবে।

আমাদের জেনারেল লাইনের যত গল্প গুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে কুরআন সুন্নাহর বিষয় গুলো যুক্ত করে পরিবর্তন করে বলতে থাকি। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমার কাছে কোন বই নেই। কবে বই কিনবো তার জন্য কি সব আটকে থাকবে। আমি যেহেতু দেশের বাইরে থাকি আমার কাছে এসব নেই। আপনার কাছে সব আছে। আপনি শুধু কিনতেই থাকেন, খুঁজতেই থাকেন। আপনার জবানের কি হলো? আপনার কি হাত পা নেই? এগুলো কি কাজে ব্যবহার করবেন? আমরা যে শুধু মানুষকে নসিহত করব, কুরআন পড়ব এটাই আমাদের একমাত্র কাজ না। আমাদেরকে আল্লাহ পাক সুস্থ শরীর, মস্তিষ্ক দিয়েছেন আগে পরিবারে লাভজনক ব্যবসা করার জন্য। আমার স্বামী এ বিষয় গুলো দেখেন যে আমি কিভাবে বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তাদেরকে উৎসাহ দেয়ার মেহনত করি। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম।

১২) আমার বাসায় কোন খেলনা আমি টাকা দিয়ে কিনি না। শুধুমাত্র সাইকেল, ফুটবল কেনা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। কোন ব্লকস, গাড়ি, ব্যাটারি দিয়ে চালিত খেলনা ইত্যাদি যত ধরনের খেলনা আছে কোনকিছু আমরা কিনি না। সবকিছু ডাস্টবিনে যায়। আমার বাচ্চাকে আল্লাহ পাক একবার কিছু খেলনা হাদিয়া মিলিয়ে দেন। সে সেগুলোকে যক্ষের ধনের মত আগলে রাখে। এগুলো এত মূলবান তার কাছে সে এগুলো কাউকে দিবে না। এ বিষয় চিন্তা করে আমি গল্পের মধ্যে নিয়ে আসলাম আবু বকর রা: ও উমার রা: এর গল্প। পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে বিস্তারিত বর্ননা করা হলো।

▪আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত এবং ব্যবসায়ের পথ ধরে উপার্জিত বিপুল সম্পদ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কল্যাণে, ইসলামের প্রয়োজনে উজাড় করে দিয়েছিলেন। নিজের আগামী দিনের প্রয়োজন আর পরিবার ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা কখনো তাঁর দানের হাতকে সংকুচিত করতে পারেনি। তাবুক অভিযানের সময় আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে প্রতিযোগিতামূলক দান করতে লাগলেন। সবার আগে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করলেন।

উসমান (রা.) দিলেন ৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া এবং বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনা। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) দিলেন সাড়ে ২৯ কিলো রৌপ্য মুদ্রা। আস ইবনে আদি (রা.) দিলেন সোয়া ১৩ টন খেজুর। উমর, তালহা, সাদ ইবনে উবাদা, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) গোটা সম্পদের অর্ধেক দান করলেন। সবশেষে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে রেখে এসেছি।

▫এই ঘটনা আল্লাহ পাক আমার বাচ্চাকে এভাবে বলার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মনে করো, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাসায় আসলেন। সব প্রতিবেশিদের বাচ্চারাও আসলো। বাচ্চাদের বিভিন্ন নাম দিয়েছি। সব বাচ্চারা তাদের সবচেয়ে ভাল ভাল খেলনা গুলো নিয়ে আসলো। তুমি কিছু ভালো খেলনা সাথে কিছু খারাপ

খেলনা নিয়ে গেলে। তোমার নীল গাড়ি ভাল লাগে, সবুজ গাড়ি ভাল লাগে সেগুলো নিজের জন্য রেখে যেগুলো একটু ভাঙ্গা পুরাতন এগুলো নিয়ে গেলে। আমি সবসময় গল্পের মধ্যে আমার বাচ্চার চরিত্র এমনভাবে উপস্থাপন করি যাতে মনে হয় যে ও সবচেয়ে পঁচা কাজটা করে। অন্যকে খারাপ ভাবে উপস্থাপন করিনা। ওর বন্ধুরা, অন্যরা খুব ভাল। এতে বাচ্চা অন্যদের দোষ খোঁজ করা, গীবত, সমালোচনা শিখবে না। গল্পে ফিরে যাই। ওর এক বন্ধু সব ভাল জিনিস নিয়ে এসেছে। আরেক বন্ধু বেশিরভাগ ভাল জিনিস, আর সামান্য কিছু খারাপ এনেছে। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার টা বেশি পছন্দ করবেন।

এই ঘটনাকে মূল ঘটনার সাথে মিলিয়ে বলা। আবু বকর (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলে ওনি বললেন ওনি ঘরের সব নিয়ে এসেছেন, ঘরে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছেন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু আকবার কাবিরা!

আমাদের কুরবানী গুলো কেমন হবে। কুরবানির শিক্ষা, নবীদের কাহিনি, সাহাবিদের কাহিনির মাধ্যমে বাচ্চাদের শেখাতে হবে। বাচ্চারা যেভাবে বুঝতে পারবে সেভাবে বুঝিয়ে বলবেন। বাচ্চা যেন বুঝতে পারে যে তার কুরবানী তো ঠিক নেই। আমার বাচ্চা রামাদানের সময় বলল সবচেয়ে সুন্দর খেলনা হাদিয়া দিতে চাই। আমি বললাম যার বাসায় নেই তাকে দেও। আমার বাচ্চা তো জানে ওর কোন বন্ধুর বাসায় নেই। তাকে হাদিয়া দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম।

বাচ্চা কুরবানী শিখবে কিভাবে? আপনি তাকে বলে বলে জীবনেও কুরবানী শেখাতে পারবেন না। কিভাবে শেখাতে হবে গল্পগুলো আমাদের সামনেই। আলহামদুলিল্লাহ। এসব গল্পের মধ্যে এত মজা। আল্লাহু আকবার। বাচ্চার চোখে মুখের এমন ভাবভঙ্গি যে, আমিই তো আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সবচেয়ে উত্তম হতে চাই। আমাকেই আবু বকর (রা) এর চরিত্রের মত হতে হবে। আমি সবচেয়ে উত্তমটা দিবো। আমি আর আমার খেলনাগুলো লুকিয়ে রাখবো না। আমি এগুলো আমার ভাই, বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে নিবো।

১৩) আমার বাচ্চাদেরকে আরো একটা গল্প বলি। মাওলানা তারিক জামিলের কাছে পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এসেছিলেন। জুনায়েদ জামশেদ ওনার ঘটনা বোধ হয় সবাই জানেন। ওনার কিছু কথা এমন ছিল, আমার সব আছে কিন্তু অন্তরে শান্তি নেই। মাওলানা তারিক জামিল ওনি বলেছিলেন, আপনার ওষুধ দরকার রুহতে অথচ আপনি সর্বত্র ওষুধ লাগাচ্ছেন। আপনি সুস্থ কিভাবে হবেন। আল্লাহ পাক ওনাকে এমনভাবে কবুল করেন। আল্লাহু আকবার! ওনি যখন জানতে পারেন যে ওনার ইনকাম হারাম, ওনি ওনার ঘর থেকে সব বের করে দেন। কারন এসব হারাম টাকায় কেনা। এরপর ওনি হালাল ভাবে ব্যবসা করার জন্য খুঁজতে থাকেন। কারন সব ছেড়ে দেয়ার কারনে হঠাৎ করেই তো তিনি বেকার হয়ে পড়েন। ওনার সম্পর্কেই কোন কথা আমার সামনে লিখিত আকারে আসে ওনার ঘরে কোন খাবার নেই। স্বামী ব্যবসা করার জন্য ঘর থেকে আল্লাহর উপর ভরসা করে বের

হয়েছে। কবে কি হবে কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ পাক ওনাকে এমন জায়গায় নিয়ে যান যেখানে ওনার কোন মূলধন লাগে না। সেখানকার মালিক ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহর উপর ভরসা করার কি সব অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহু আকবার কাবিরা। ওনি ওনার স্ত্রী করে বলতেন যে, আমি টাকা পাঠাবো বাসায়। তুমি বাচ্চাদের নিয়ে সবর করো। ওনি পরবর্তীতে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান। আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। প্রতিটা বান্দা যারা ঈমান নিয়ে মারা গিয়েছেন তাদের কবরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। আমিন।

আমি ওনার সম্পর্কে এই ঘটনার এতটুকু জানতাম। আমি এই ঘটনা আমার বাচ্চাদের সাথে বলতাম।

▪তুমি ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাচ্ছো তোমার ঘরে খাবার আছে। ওই বাচ্চাগুলো ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন খাবার দেখে কিন্তু একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে ঘরে কোন খাবার নেই। ওরা ঘরে তন্ন করে করে সব খুঁজছে কিন্তু নেই। কারন ঘর থেকে তো সব বের করে দেয়া হয়েছে। আর তুমি ঘুম থেকে উঠে অনেক খাবার দেখতে পাচ্ছো, মন চাইলে খাও না হলে বলে এটা আছে ওটা নেই কেন। এটা খাব না, ওটা খাবো। ওই বাচ্চাদের কথা চিন্তা করো তো যারা ঘুম থেকে উঠে ঘরে কোন খাবার খুঁজে পাচ্ছে না। তাহলে ওই বাচ্চাগুলো কিভাবে সবর করল? ওদের বাসায় ফ্রিজ, আলমারি কিছুই নেই। সব বের করে দিয়েছে। বাচ্চারা যখন মা'র কাছে খাবার চাচ্ছে ওদের আম্মু বলে যাচ্ছে বারবার, খাবার আল্লাহর কাছে আছে। আল্লাহকে বলো। ওই বাচ্চাগুলো কিন্তু জানে না কখন খাবার আসবে। কিন্তু আমরা জানি আমরা রোজা রাখলে মাগরিবের সময় আমরা খাবার খেতে পারব ইনশাআল্লাহ।

১৪) গাজার বাচ্চাদের ঘটনা ইত্যাদি যা পড়ি সেগুলো থেকে বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের বুঝার মত করে বলার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য আমাকে বাচ্চাদের সাথে ইফতারের আগ পর্যন্ত অনেক সময় দিতে হয়। মাঝে নামাজের জন্য বিরতি থাকে। এরপর বাচ্চাদের সাথে আবার গল্প করতে হয়। আমি কুরআন ধরারই সুযোগ পাইনা। আমার ঘরে একটা বাচ্চা নতুন করে ইবাদত করা শিখতে যাচ্ছে কি পরিমান কুরবানী আমার দিতে হবে আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে কবুল করেছেন। আল্লাহু আকবার।

আমার বারান্দায় পাখিদের জন্য পানি রাখা হয়। বাচ্চাদের বলা হয়, আল্লাহ পাক পশু পাখির জন্যও যত্ন নিতে বলেছেন। বাচ্চা পাখির জন্য বারান্দায় পানি নিয়ে যাচ্ছে আর বলে যাচ্ছে, পাখি পানি খেতে পারবে আর আমি পারব না? আমি বলি, বাবা পাখির জন্য তো রোজা রাখতে আল্লাহ বলেন নি। আমাদের তো রোজা রাখতে বলেছেন। পাখিদের জন্য ভাল খাবার কিছু রেখে দেই, নষ্ট খাবার না। আসরের সময় হয়ে গেলে বাচ্চার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। কারন বাচ্চা তো খাবার দেখতে পারছে কিন্তু খেতে পারছে না। আমরা তো খাবার লুকিয়ে রাখতে পারব না। কোথায় লুকাবো খাবার। বাচ্চাকে খাবারের কাছ থেকে আটকে রাখার জন্য যেই মেহনত করতে হয়। আল্লাহু আকবার।

বাচ্চাকে প্রচুর সময় দেয়া, সহমর্মিতা দেখানো। গল্প করা, বুঝানো এসবের মধ্যেই থাকতে হয়।

বাচ্চাকে বলি, তুমি জানো তোমার জন্য রাইয়ান নামক একটা দরজা থাকবে। যা দিয়ে শুধুমাত্র রোজা রাখলেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে বলবে, আম্মু তুমি আমাকে কেন আরো একটু বললে না তাহলে আমি রোজা রেখে নিতাম, ভাঙতাম না। তুমি আমাকে মাগরিব পর্যন্ত আরো একটু বুঝাতে, তাহলে আমি আজকে রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতের হাদিয়া গুলো পেয়ে যেতাম। আমি তো এখন এখানে কি হাদিয়া গুলো আছে সেগুলো দেখতেও পারলাম না। আল্লাহ পাকের কাছে যা আছে সুবহানাল্লাহ। যা কোন চোখ দেখে নি, কোন কান শুনে নি। আল্লাহু আকবার। তোমার কি খাবার দরকার, খেলনা দরকার সব আল্লাহ পাক দিবেন। তুমি আমাকে সেদিন বলবা কেন আমি তোমাকে আরো একটু সবর করতে বললাম না।

মাঝেমধ্যে খুব কান্না করে, আমিও কান্না করতে থাকি। আল্লাহকে বলতে থাকি, আল্লাহ আপনি আমার সন্তানকে আরো একটু শক্তি দিন। ঘরে খাবার থাকার কারনে তার অনেক কষ্ট হয়ে যায়। ঘরকে তো খাবার মুক্ত করা সম্ভব না। ঘরে খাবার থাকার পরও সবর করতে হয়, কুরবানী করতে হয় এগুলোই তো বাচ্চারা ঘর থেকে শিখবে। এজন্যই তো নারীদের এত সময় দিতে হয় ঘরে। এগুলোই তো আল্লাহর পথে সময় ব্যয় করা। সুবহানাল্লাহ।

আমাকে আমার আল্লাহ পাক এসব বিষয়ের শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি কখনো কোন তরবিয়ত এর কোর্স করি নি। আল্লাহ পাক এর শিক্ষা কিভাবে উত্তম না হতে পারে। আল্লাহু আকবার।

এত কোর্স করার মত টাকা আমার নেই। রাকীর কাছে যাওয়ার মত টাকা আমার নেই। বরং দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে ফু দেয়ার মত শক্তি সামর্থ্য আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

১৫) আপনারা আবার ভাববেন না আমার বাচ্চাগুলো একেকজন ফেরেশতা। মোটেও না। তাদের মধ্যে একেকবার বদর যুদ্ধ হয়ে যায়। বদর যুদ্ধ চলতে থাকলে আমি রুকইয়াহ করতে থাকি। আমি চিল্লাচিল্লি করি না। বলতে যাই না যে, এই ঝগড়া থামাও কি শুরু করেছো ইত্যাদি। আমি মাঝখানে ঢুকে যাইনা। ওরা একদিন শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ওদের তো শিখতে হবে। একজন আরেকজনকে যে লক্ষ্য করে এটা সেটা ছুড়ে মারে সেটা লক্ষ্য ভেদ করেছে কিনা সেটাও তো শিখতে হবে। আমার বাচ্চার যখন দেড় বা দু বছর তখন আমার বাসায় আলমারি ছিল। তখন আমি ওদের বলতাম উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিতে। ভয় পেও না। লাফ দেও। বয়স অনুযায়ী, যার যার উচ্চতা অনুযায়ী চেয়ার থেকে টেবিল থেকে, আলমারির উপর থেকে লাফ দিতে বলতাম।

আমি দুআ পড়তে পড়তে ওকে দিয়ে এসব খেলা শিখিয়েছি। উপরে উঠতে আল্লাহু আকবার বলতে হয়। নিচে নামতে গেলে সুবহানাল্লাহ বলতে হয়। এগুলো হলো জীবন্ত জিকির। বাচ্চাকে মা খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দিবে। বই, খেলনা ইত্যাদি এসবের কাজ কি আমার ঘরে? এসবের কোন কাজই নেই আমার ঘরে। আমি মা জীবিত আছি ঘরে, বাচ্চাদের বোন জীবিত আছে ঘরে আলহামদুলিল্লাহ, বাচ্চারা যদি এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহন না করতে পারে ওরা কোথাও শিক্ষা গ্রহন করতে পারবে না। তাকওয়ার শিক্ষা ঘর থেকেই আসতে হবে। মাদ্রাসা বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখনোই তাকওয়ার শিক্ষা দিবে না। বরং আপনার বাচ্চাকে দেখে যেন অন্যরা তাকওয়া শিখে। এমনভাবে তাকে গড়ে তুলবেন। আমার বাচ্চা এত পারা হিফয করেছে, অমুক ডিগ্রি তমুক ডিগ্রি আছে এসব উপস্থাপন করে বেড়ানোর জন্য ইসলাম আসে নি। ইসলাম এসেছে এমন এক মানবতার গল্প তৈরি করতে, এমন এক চক্ষুশীতলকারী বান্দাকে উপস্থাপন করতে, এমন এক খেলাফতকারীতে প্রতিষ্ঠা করতে যা কোন চোখ দেখে নি, কোন কান শুনে নি। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা।

প্রতিবেশিরাও আসেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর জন্য তাদেরও খেদমত করে দেই। এরচেয়ে উত্তম ভাবে রামাদান কিভাবে পার করে আমার জানা নেই। এছাড়া আল্লাহ পাক আমাকে নাজেরা, হিফয যতটুকু আমার এতদিনে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো পড়ার তৌফিক দেন।

১৬) রাত ৯ টা বাজে এশার নামাজের পরে ঘুম। তারপর রাত ১২ টায় উঠে তারাবির নামাজ, তাহাজ্জুদ, সাহরি, ফজর, দুআ যিকির, কুরআন তিলাওয়াত শেষ করে সকালে একটু ঘুমানো হয়। ঘুম থেকে সকাল ৮/৯ টার মধ্যে উঠে যাই। এমন হয়না যে যোহর পর্যন্ত ঘুমাচ্ছি, উঠে যোহর নামাজ পড়ব। আল্লাহ পাক আমার ঘুম, খাওয়া সব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছেন। আমি যা খুশি তাই করতে পারি না। আমি চাইলেও বিছানায় থাকতে পারি না। আমার শরীর ব্যাথা হয়ে যায়। এসব তো আল্লাহই করেন। আমি অসময়ে ঘুমালে হঠাৎ দেখি মাঝি এসে আক্রমন শুরু করেছে। বুঝতে পারি যে আল্লাহ পাক বাহিনী পাঠিয়েছেন। এখনি উঠতে হবে আমাকে। আল্লাহ পাকের নিদর্শন আপনি যদি বুঝতে পারেন তাহলে আমল করা একদম সহজ। আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়ে আমল করা সহজ করাবেন দেখেই তো আল্লাহ পাক আপনাকে সুযোগ করে দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ।

রামাদানে নামাজ বন্ধ থাকার দিনগুলোতে শুধুমাত্র নামাজ এবং রোজা বন্ধ থাকে। এছাড়া সব আমল চলমান থাকে আলহামদুলিল্লাহ। কুরআন তিলাওয়াত করি আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ বন্ধের দিনগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কিনা এ বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন। ধূলিমলিন উপহার রামাদান ; শায়েখ আহমাদ মূসা জিবরীল ; রামাদানে নারীরা, পৃ: ৩৯-৪৬ পর্যন্ত অংশটুকু দেখে নেয়ার অনুরোধ। বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

🟢সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) একবার হজ্জের সময় সবার কাছাকাছি অবস্থিত সারিফ নামক জায়গায় থামলেন। এসময় তিনি আইশা (রাঃ)-কে কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে?” আইশা দুঃখের সাথে বললেন, “আমি যদি এ বছর হজ্জ না করতাম!” তিনি কীসের কথা বলছেন তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাথে সাথেই বুঝে গেলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “সম্ভবত তোমার হায়েজ শুরু হয়েছে!” আইশা (রাঃ) জবাব দিলেন, “হ্যাঁ!” রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “এই ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলা আদমের সকল কন্যার জন্য নির্ধারণ করেছেন।”
সান্ত্বনা দেবার পর তিনি এই অবস্থায় করণীয় শিখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, “হাজ্বীরা যা করে, তুমিও তা করো। তবে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত কাবার তাওয়াফ করতে পারবে না।” (সহীহ বুখারি ২৯৪)

রেফারেন্স https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=24130

হজ্জের বরকতময় সময়ে তাওয়াফ করতে না পারায় মা আইশা (রাঃ) অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, এভাবেই রমাদানেও কিছু দিন ইবাদাত করতে অপারগ আমাদের বোনদেরও অত্যন্ত চাপা কষ্ট আর বেদনা অনুভব করবেন।

বৈধ কারণে ইবাদাতে অপারগ ব্যক্তির পুরস্কার: সালাতের জন্য আনন্দের সংবাদ এই যে, যদি কোনো বোন আন্তরিকভাবে সালাত-সাওমের জন্য নিয়ত করে, হোক সেটা ফরয বা নফল, কিন্তু কোনোমাত্র হায়েজের কারণে সেই বোন ইবাদাত করতে পারছে না। এক্ষেত্রে ইবাদাত করলে যে সাওয়াব পাওয়া যেত, ইবাদাত না করেও ঠিক একই রকম সাওয়াব পাওয়া যাবে—সাওয়াবে এতটুকু কম হবে না।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে যেমন সাওয়াবই পাবে, যেমনটা সে সুস্থ অবস্থায় বা সফরে না থাকা অবস্থায় পেতো।” (বুখারি: ২৯৯৬)

একজন নারী কি ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে?

কুরআন স্পর্শ না করে মুখস্থ তিলাওয়াতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মতটি ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়ার ২১তম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিক, আশ-শাফিঈ এবং আরও অনেকে একই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, মুখস্থ পড়া বা কুরআন স্পর্শ না করে পড়া বৈধ। এ ধরনের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হালাল হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আর আলোচ্য বিষয়ে হারাম সাব্যস্তকারী কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এমন কোনো অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই—যা দ্বারা ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত করাকে হারাম বলা যায়।

ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, আশ-শাওকানী ও ইবনু তাইমিয়াহ বলেছেন—একজন নারী কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারে। কারণ এ ব্যাপারে কোনো অকাট্য দলীল নেই যে—হায়েজ অবস্থায় নারীর কুরআন মুখস্ত তিলাওয়াত হারাম। "নারীরা হায়েজ অবস্থায় কুরআন পড়তে পারবে না" এমন একটি কথাকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এটি আছে ইবনু মাজাহ ও তিরমিযীতে। কিন্তু হাদিসটি এতটাই দুর্বল যে, একে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রতি সম্পর্কিত করা যায় না।

কেউ কেউ বড় অপরিচ্ছন্নতা (জুনুব) অবস্থায় থাকা পুরুষের সাথে নারীকে তুলনা করে কিয়াস করেছেন। একটি সহিহ ও স্পষ্ট হাদিসে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) জুনুব অবস্থায় তিলাওয়াত করতেন না। যা হোক, বড় অপবিত্রতায় থাকা পুরুষের সাথে ঋতুবতী নারীকে তুলনা করে কিয়াস করতে চাইলে অবস্থা দুটিকে পুরোপুরি একই হতে হবে। জুনুবী (বড় অপবিত্রতা) অবস্থায় থাকাটা পুরুষের জন্য ইচ্ছাধীন, এ অবস্থায় সে বাধ্য থাকে না। সে অলস বসে না থেকে উঠে গোসল করে ফেললেই পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু নারীদের ব্যাপারটা তেমন নয়। তাকে পবিত্র হবার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কাজেই দুই ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকায় দুটিকে তুলনা করা যাবে না, এবং কিয়াস করার সুযোগ নেই।

হায়েজ সকল নারীর জীবনে ঘটে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগেও তা ছিল, এমনকি এর আগেও ছিল। তখন অনেক মুসলিম মহিলা ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, যারা আমাদেরকে রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের এবং তাদের নিজেদের জীবনের সকল বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার কি মনে হয়, ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত সত্যিই হারাম হয়ে থাকলে একে হারাম সাব্যস্তকারী অন্তত একটিও সর্বজনসম্মত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস থাকত না?

ঋতুবতী নারী কি কুরআন স্পর্শ করে পড়তে পারে?

এটা জানতে হলে যে মূল বিষয়টির দিকে ফিরে যেতে হবে তা হলো—অপবিত্র অবস্থায় কি কুরআন স্পর্শ করা যায়? বেশিরভাগ আলিমদের মত অনুযায়ী, কুরআন স্পর্শ করার আগে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। অপরদিকে অল্প সংখ্যক আলিম বলেছেন যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বৈধ। তাদের মধ্যে আছেন ইবনু আব্বাস, আশ-শাবি, আয যাহহক, আল হাকম ইবনু উতাইবাহ, হাম্মাদ ইবনু আবি সুলাইমান, দাউদ আয যাহিরি এবং আয যাযারিয়াহ। যা হোক, ফয়সালা ভোটের ভিত্তিতে হবে না, আমরা প্রমাণের ভিত্তিতে এগোবো। কারণ এটা গণতন্ত্র নয়।

মদীনায় শরীয়াহ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় আমাকে প্রত্যেকটি ক্লাসের ওপর একটি করে সংক্ষিপ্ত নোট লিখতে হত। আমার মনে হয় আমার নোটটি প্রায় ১৫ পৃষ্ঠার মতো অথবা কাছাকাছি ছিল। ফিকহ ক্লাসের জন্য আমার শিক্ষক আমাকে বললেন, "তোমার বিষয়বস্তু

হলো এই, তোমাকে এর ওপর লিখতে হবে।" এটি ছিল নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে। ইসলামি জ্ঞান নিয়ে আপনি যতই গবেষণা চালিয়ে যাবেন, সময়ের সাথে সাথে আপনার জ্ঞান ততই বাড়তে থাকবে। যতই সময় যাবে, ততই আপনি দেখবেন, আগে যে হাদিস আপনি পাননি, যে মতটির কথা আপনি আগে জানতেন না অথবা মনোযোগ দেননি, সেসব খুঁজে পাচ্ছেন। আপনি দেখবেন, আপনি যে হাদিসটিকে সহিহ ভেবেছিলেন তা দুর্বল, কিংবা উল্টোটা। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তের ওপরই স্থির আছি, যা আমি এই বিষয়ে আমার থিসিসের শেষ বাক্যে লিখেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, উপসংহার হলো, এ প্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য বিশুদ্ধ নয়, আর যা কিছু বিশুদ্ধ তা স্পষ্ট নয়।

উদাহরণস্বরূপ, অনেক অনির্ভরযোগ্য হাদিস আছে, কিন্তু একটা প্রমাণ অনেকেই ব্যবহার করে, তা হলো কুরআনের একটি আয়াত। আল্লাহ বলেন, "এটি এমন এক কিতাব যা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না।" (সুরাহ আল ওয়াকিয়াহ: আয়াত ৭৯)

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, এটি হলো আসমানে তথা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কিতাব। এখানে কুরআনের কথাও বলা হচ্ছে না। এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হচ্ছে এবং লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ফলকগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। আমাদেরকে কিংবা আমার কাছে থাকা কুরআনকে বোঝানো হচ্ছে না।
আরবিতে 'মুত্বাহহার' (مطهر) শব্দটি সাধারণ 'পবিত্র' বোঝাতে ব্যবহার করা হয় না, বরং 'সন্দেহাতীতভাবে ভুলের ঊর্ধ্বে' বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। আপনার-আমার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা হবে না। যদিও আমরা শুধু ওযু করার সময় 'পবিত্র' বোঝাতে কাছাকাছি শব্দ 'মুতাত্বাহহির (متطهر) ব্যবহার করি, মুত্বাহহার নয়। মুত্বাহহার ব্যবহার করা হয় তাঁদের জন্য যারা কখনো ভুল করেন না, যেমন-ফেরেশতাগণ।

উপরন্তু, প্রথমে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছিল, যখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আইশাহ (রা:) কে বললেন, নারীরা যা করে তা-ই করতে, কেবল তাওয়াফ ও সালাত ছাড়া। হজ্জের সময় মানুষ কুরআন পড়ে এবং স্পর্শ করে। এবং তারা এটা প্রতিদিনই করে থাকে। হজ্জে তো অবশ্যই আরও বেশি করে থাকে। তো রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আইশা (রা:)-কে কেন কুরআন স্পর্শ করতে ও পড়তে নিষেধ করলেন না?

আল-হাকিম, আহমাদ, মালিক ও অন্যান্য বর্ণনায় একটি বিশুদ্ধ হাদিস আছে, রাসুল (ﷺ) বলেন, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।"

কিন্তু এখানে 'ত্বাহির' শব্দটি দ্বারা "কুফর থেকে পবিত্র" এমনও বোঝানো হতে পারে। "ওজুর মাধ্যমে পবিত্র" বোঝানো না-ও হতে পারে।

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মুশরিক মাত্রই অপবিত্র।" (সুরাহ আত-তাওবাহ আয়াত ২৮)

এ থেকে বোঝা যায়, মুমিনরা পবিত্র। কাজেই "ত্বাহির" শব্দ দ্বারা ইসলামের পবিত্রতা বোঝানো হতে পারে।

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।”

সুতরাং এটি কুফরের বিরুদ্ধে ইসলামের পবিত্রতা হতে পারে। হাদিসটি ছিল রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আমর ইবনু হিজামের প্রতি লেখা একটি চিঠিতে। তখন আমর ইবনু হিজাম থাকতেন নাজরানে, খ্রিস্টানদের সাথে। কাজেই এটি হতে পারে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি কাফিরদেরকে কুরআনের পৃষ্ঠা স্পর্শ করতে না দেন।

সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করে এমন কোনো স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস নেই। আর যেসব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, তাদের অন্য অর্থ আছে।

শ্রদ্ধা সংক্রান্ত ব্যাপার: হালাল-হারামের বিষয়টিকে বাদ দিলেও এখানে শ্রদ্ধার একটি ব্যাপার আছে। কুরআন অর্থাৎ আল্লাহর বাণীর প্রতি সম্মান বজায় রাখা প্রয়োজন। সেটা ভিন্ন কথা। যদিও আমি বিশ্বাস করি কুরআন স্পর্শ করতে চাইলে পবিত্র হতে হবে এমন কোনো স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস নেই, তবুও আমার মনে পড়ে না ছোটবেলা থেকে কখনও জেনেশুনেও ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করেছি। এটি যদি আবশ্যক না-ও হয়, তবুও এখানে শ্রদ্ধার বিষয়টি জড়িত। আল্লাহ বলেন, “এবং যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, এটি নিশ্চয়ই অন্তরের তাকওয়ার কারণে।” (সুরাহ আল-হজ্ব: আয়াত ৩২)

সালাফদের কেউ কেউ, যেমন ইবনু উমার, কুরআন স্পর্শ করার পূর্বে ওযু করতেন। অনেকে শ্রদ্ধার কারণে ওযু করতেন, মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতেন, কিবলার দিকে মুখ করে বিনীতভাবে বসতেন, সম্মানের সাথে কুরআন পড়তেন। কারণ এটি তো আল্লাহর বাণী!

কোনো নারী চাইলে এই পুরো মতভেদটা এড়িয়ে যেতে পারেন এবং মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক দিয়ে রেখে (স্পর্শ না করেই) কুরআন পড়তে পারেন। এটি বৈধ। কিংবা তিনি চাইলে শেষ উপায় হিসেবে আইফোন, আইপ্যাড বা কম্পিউটার থেকে পড়তে পারেন। কেননা এগুলো মুসহাফ হিসেবে বিবেচিত হয় না, এবং এক্ষেত্রে আগের উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য নয়। কাজেই ঐ সকল ডিভাইস থেকে পড়া অবশ্যই বৈধ, কারণ সেক্ষেত্রে মুসহাফের বিধান খাটে না। (ধূলিমলিন উপহার রামাদান: শায়েখ আহমাদ মূসা জিবরীল; পৃ: ৩৯-৪৬)

১৭) যার সম্পর্কে আমরা কল্যানকর কিছু জানতে পারব তার জন্য বরকতের দুআ করব। যারা এ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেককেই প্রত্যেকের জায়গা থেকে উত্তম ভাবে তরবিয়ত এর মাধ্যমে একটা পরিবারকে উত্তম ভাবে গঠন, উম্মতের খেদমত এর জন্য গড়ে তোলার তৌফিক দেন। যদি আপনাদের হক আদায় না করতে পারি তাহলে আল্লাহর জন্যই মাফ করে দিবেন। যতটুকু আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিয়েছেন ততটুকু

যেন আমল করতে পারি আমরা। আমরা নিজেরা শিখব এবং অন্যকে শিক্ষা দিবো। সেটাই আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সবার জন্য অনেক অনেক দুআ রইল। সবাই যেন বুঝতে পারেন, এই বোন আমাদের জন্য কি দুআ করেছিলেন যার ফল আমরা পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

আজকের মূল আলোচনার সাথে কিছু প্রশ্নোত্তর যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে দেখে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

🔶১) প্রশ্ন: বিভিন্ন পোস্টার বা ব্যানারে মানুষের ছবি বা কোন প্রানীর ছবি ব্যবহার করা কি উচিত?

উত্তর: কিয়ামত যত নিকটবর্তী হচ্ছে গুনাহর সয়লাব তত বাড়ছে। কিয়ামত যত নিকটবর্তী হচ্ছে গুনাহর পরিমাণ, গুনাহর আসবাব দিন দিন বাড়ছে। এটা সচেতন মুসলমান মাত্রই সহজে বুঝেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। প্রাণীর ডিজিটাল ছবি। এটা এখন অনেক মানুষের নিকট কিছুই না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। মূলত জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বৃন্দ, যারা জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত গাফলতের জিন্দেগীতে অভ্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে দ্বীনের ছোঁয়া পেয়েছেন, দ্বীনদারীতে প্রবেশ করেছেন। মাশাআল্লাহ।
তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা-

হায়াত সীমিত। আর সামনে অনন্তকালের জিন্দেগি। যে জিন্দেগীর শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নাই। অপেক্ষা করছে আমদের জন্য আরামই আরাম আর না হয় কষ্টই কষ্ট। এই বিষয়গুলো হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা জরুরি। হায়াত খতম হয়ে গেলে কিছু করার থাকবে না। শত বাহানা উপস্থাপন করেও কিছুতেই কাজ হবে না। কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। চোখ থেকে রক্ত বের হবে। কোন ফায়দা হবে না। এত পরিমান কাঁদবে মানুষ মরার পরে সেই পানিতে নৌকা চলতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আগেই সতর্ক হওয়ার তৌফিক দান করেন।

আপনি দ্বীনের ওপর চলতেছেন মাশাআল্লাহ। দ্বীনদারী খতম করার জন্য আমাদের জামানায় শয়তানের যতগুলো অস্ত্র আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রাণীর ডিজিটাল ছবিকে হালাল মনে করা।

▫হাকিমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বলেন, মনের খুশির উদ্দেশ্যে প্রাণীর ছবি দেখা হারাম। যেমন, কেউ সন্তানের ছবি উঠালো আর সেটা দেখছে আর মনে মনে খুব খুশি চুষছে , মজা নিচ্ছে। এটাকে বিখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বলছেন, মনের খুশির উদ্দেশ্যে প্রাণীর ছবি দেখা হারাম। এত বড় মানুষ তিনি এ কথা বলছেন। যিনি বড়, তার কথার ওজনও বেশি। ছবি দেখার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ছবি তোলাটা কত ভয়ংকর। ছবি দেখার চেয়ে ছবি তোলার গুনাহ অনেক বেশি ভারী। অনেক বেশি শক্ত গুনাহ।

বাহ্যিকভাবে সে দ্বীনদার থাকবে। তার হাজারো আমল থাকবে। হাজারো দ্বীনি খেদমত থাকবে। কিন্তু রুহ থাকবেনা। আমলের যে প্রাণ, তা থাকবেনা। আল্লাহ তা'আলার সাথে শক্তিশালী বন্ধন তা পূর্বের মত বহাল থাকবে না, থাকতে পারে না। প্রাণীর ছবিকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা, ঘৃণা করা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এ আমলটা শুধু সুন্নাত না, বরং ওয়াজিবের কাতারে চলে গেছে। এত শক্তিশালী সুন্নাত।

হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত ছবির কারণে। এমনকি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার উপর রাগ করেছেন ছবির কারণে। একটা সুন্নাতকে যখনই প্রত্যাখ্যান করবেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নারাজি সংগ্রহ করবেন। এজন্য গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসানো। এটা বুদ্ধিমানের কাজ না। ১০ জনে কি করে, সেদিকে না তাকানো। যেটা নিরাপদ রাস্তা সেটাকে মজবুতভাবে ধরা।

▫ মুমিন তো সে, যে কদম কদম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আদব রক্ষা করে চলে। আপনি যদি মানুষের ছবি, প্রাণীর ছবিকে প্রত্যাখ্যান করে চলেন তাহলে কি নবীজির সঙ্গে আদব রক্ষা হয়? নাকি মানুষ/প্রাণীর ছবি তুললে, ভিডিও করলে আদব রক্ষা হয়?
যার ন্যূনতম সুস্থ মস্তিষ্ক আছে সে বলবে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রানীর ছবি খুব অপছন্দ করতেন, সেহেতু প্রাণের ছবি না তোলা। এটা করলে নবীজির সাথে আদব রক্ষা হয়। সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আরো সহজ করে বলি আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দান করুন। যদি এমন হয় আপনার প্রতিদিন নবীজির মজলিসে হাদিস শোনার সৌভাগ্য হচ্ছে। আপনি এটা চিন্তা করেন। কিছুক্ষণের জন্য ধরেন, আপনি নবীজির দরবারে সাহাবায়ে কেরামের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন আর নবীজি একের পর এক হাদিস বয়ান করছেন। আপনি সেগুলো কান খাড়া করে শুনছেন। আপনাকে দেখে নবীজি মাঝে মাঝে আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসছেন। একদিন ইশারায় কাছে ডাকলেন, তুমি আমার কাছে এসে বস। এভাবে আপনি প্রতিদিন হাঁটু গেড়ে আদবের সাথে বসছেন আর দিল উজাড় করে নবীজির কথা শুনছেন। তাহলে কেমন লাগবে আপনার? কেমন সম্পর্ক হবে আপনার নবীজির সাথে? সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম। এরপর কি আপনার হিম্মত হবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে প্রাণীর ছবি প্রত্যাখ্যান করতেন, ঘৃণা করতেন। আর আপনি তা গ্রহণ করবেন? কখনোই করবেন না।

▫ডিজিটাল ছবির বিমারি থেকে আপনি কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন?

উত্তর- আপনি যখন হাদিস পড়বেন এটা মুরাকাবা(চিন্তা) করবেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে সাহাবাদের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে আছি।

মুমিনের রুহের উড্ডয়ন শক্তি প্রখর হয়ে থাকে। নিমিষে চলে যায় সোয়া চৌদ্দ শত বছর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়। যে মুমিনের রুহ্ যত বালেগ তার উড্ডয়ন ক্ষমতা তত ক্ষিপ্র হয়ে থাকে। যখনই হাদিস পড়ে তখনই সাহাবায়ে কেরামের পেছনে বসে যায়। এভাবে যে মুমিন অভ্যস্ত হয়ে যায় তার দ্বারা কিভাবে সম্ভব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লামের তালিমের বিপরীত কাজ করবে? কস্মিনকালেও সম্ভব না।

বড় আল্লামা আর আল্লাহওয়ালা এক জিনিস না।

এখনো অনেক আছেন(মাশাআল্লাহ) যারা প্রাণীর ডিজিটাল ছবিকে হারাম বলেন; তাদেরকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

🔶২) প্রশ্ন: কোন মাদ্রাসা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ তাকওয়াপূর্ণ কিনা সেটা কিভাবে বুঝা যাবে?কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে এতে?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন। এ বিষয়ে পয়েন্ট গুলো বলার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

১)প্রথমেই নারীমুক্ত পরিবেশ কিনা সেটা নিশ্চিত করতে হবে।কোন নারী আশেপাশে থাকতে পারবে না।ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেই।

২)শারীরিক ফিটনেস এর জন্য ব্যবস্থা থাকা।যেমন: ক্যারাটে শিক্ষা দেয়া,ড্রইং শেখার চেয়েও ক্যারাটে শিক্ষা জরুরি।এটা যেকোন বয়সে রপ্ত করা যায়।কিন্তু ক্যারাটে এমন একটা বিষয় ছোট বেলা থেকেই কুরআনের মত শিখতে হবে আত্মরক্ষার জন্য।

ক্যারাটে,সুইমিং,সাইকেল চালানো,গাছ লাগানো,স্কেটিং, হাস মুরগী লালন পালন করা, মাছ ধরা,উঁচু স্থান থেকে লাফ দেয়া,সেনাবাহিনীর যে ট্রেনিং গুলো থাকে সেগুলো মাদ্রাসার স্টুডেন্ট দের জন্য রাখা উচিত।

৩)চিকিৎসা: রোগবালাই হলে বিষয় গুলো কিভাবে দেখবে? রুকইয়াহ সেন্টার, কাউন্সিলিং সেন্টার থাকা দরকার। বাচ্চাটা যেন মাদ্রাসা থেকে বাসায় না যেতে চায়। সেখানে যেন থাকার মত পরিবেশ থাকে তার, আনন্দমুখর পরিবেশ যেন থাকে। মারধরের তো প্রশ্নই আসে না।

৪)ভুল করলে তওবা ইস্তেগফার করা। বিভিন্ন পদ্ধতি থাকতে পারে।কিন্তু মারধর করা না।

আল্লাহ পাক তো বলছেন শয়তান থেকে বাঁচতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। তবে লাঠির প্রয়োগ কেনো? কুরআন কি সকল বিষয়ের সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়? আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন। নবী পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কী বাচ্চাদের মেরেছেন? সাহাবা আজমাঈন গন? নিষ্পাপ বাচ্চাদের গায়ে হাত কেনো? আল্লাহ পাক সহজ করুন।

৫)মাদ্রাসার বাচ্চারা খুবই বদনজরে, জ্বীন জাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়।এগুলো গুরুত্বের সাথে দেখা। তারা যেন এগুলোর মোকাবেলা করতে পারে। রুকইয়াহ করতে পারে। এমন যেন না হয় কেউ অসুস্থ হয়েছে, তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।বাচ্চাদের মধ্যে থেকেই যারা তিলাওয়াত ভাল পারে, তাদের দ্বারাই এসব কাজ করানো। সবসময় একজন কে দিয়ে না। একেকজন কে একেকবার দায়িত্ব দিয়ে এসব করানো। নিজেরাই যেন নিজেদের বন্ধুদের বিষয় গুলো সমাধানের জন্য সহযোগিতা করতে পারে।

উস্তাদরা এসব বিষয়ে বাচ্চাদের ট্রেনিং দেয়াবেন। বাচ্চারা এগুলো করবে।

৬)আমলের চেকলিস্ট থাকা। নিয়মিত করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা। কোন আমল ছুটে যাচ্ছে কিনা। যাবতীয় সব সুন্নাহগুলো খুব গুরুত্বের সাথে আদায় করা সালাতের পাশাপাশি।

৭)নতুন বিল্ডিং, টাইলস,সিসি ক্যামেরা ইত্যাদি এসব কখনোই তাকওয়ার মানদণ্ড হতে পারে না। জান্নাতে যাওয়ার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করলে সেখানের পরিবেশও তেমন হতে হবে। একটা রুহানি পরিবেশ আনতে হবে কুরআন হাদিস থেকে আমলের প্রচার প্রসার করতে হবে। রুকইয়াহ কে গুরুত্ব দিতে হবে। আমল করতে হবে।রুকইয়াহর গোসল করা ইত্যাদি বিষয় গুলো নিয়মিত করার অভ্যাস করা। এগুলোর বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করা।

৮)ভিআইপি বিষয় এগুলো তো থাকা যাবে না।কোন পার্থক্য থাকা যাবে না। ইসলামের সৌন্দর্য ঠিকমত প্রকাশ করতে হবে, বুঝাতে হবে,আমলে আনতে হবে। যেখানে বলা হয়েছে রান্না করলে যদি প্রতিবেশির নাকে ঘ্রান পৌঁছে যায় তাদের দেয়া, ঝোল বাড়িয়ে দেয়া যেন তাদের দেয়া যায়। সেখানে মাদ্রাসায় কীভাবে ভিআইপি সার্ভিস এর মত বিষয় থাকতে পারে যা স্টুডেন্টদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দিবে।এসব বিষয় স্পষ্ট ভাবে তাকওয়া নষ্ট করে দিবে।

৯)যে বাচ্চা একটু ভাল বুঝে কোন বিষয় তাকে অন্য বাচ্চার দায়িত্ব দেয়া,সে যেন তাকে বুঝিয়ে দেয়।দায়িত্ব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়া। বাচ্চারা লিড দিতে পছন্দ করে ছোট থেকেই।বয়স হিকমাহ অনুযায়ী দায়িত্ব ভাগ করে করে দেয়া।একার সব পাওয়ার, এমন যেন না হয়।

১০)হিজামা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এ বিষয়ে যেন ট্রেনিং দেয়া হয়।মাদ্রাসাতে এসব বিষয় থাকতে হবে।

১১)মাদ্রাসাতে এমন ব্যবস্থা কখনোই না রাখা যে ছোট বাচ্চাদের মা'য়েরা গিয়ে খাবার খাইয়ে দিয়ে আসবে। এটা অন্য বাচ্চাদের কষ্টের কারন হবে যাদের এ সুযোগ নেই। নারীদের থেকে মুক্ত রাখতে হবে পরিবেশ টা। সবার জন্য একই নিয়ম থাকতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন এমন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে দেন। আমিন।

🔶৩)প্রশ্ন: উস্তাদের ক্লাস অনলাইন /অফলাইনে করা যাবে?

উত্তর: নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট নিয়ে উস্তাদের কাছে পড়া যায় কিনা এভাবে কথা বলার সুযোগ নেই।সে বিষয়ে যাওয়ার আগে আল্লাহর হুকুম আহকাম কি সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। একটার সাথে একটা রিলেটেড।

আমরা সবাই জানি শুকর খাওয়া হারাম। কিন্তু এমন যদি অবস্থা হয় যে জীবন বাঁচানোর জন্য সেটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই,তখন এটা খাওয়ার জন্য ও অনুমতি আছে। একজন পুরুষ যদি কোন নারীর জীবন বাঁচাতে চায় যে পানিতে ডুবে যাচ্ছে সেখানে তাকে বাঁচানোর জন্য সে যেকোন পদক্ষেপ নিতে পারবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন।

উদ্দেশ্য এবং নিয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি যদি দ্বীনের পথে নতুন হই,তাহলে আমি কোনটা দিয়ে শুরু করব?

শুরু করতে হবে আসলেই সালাত দিয়ে। সালাত ঠিক করার শর্ত কি?শর্ত হলো পবিত্রতা। ওযু করে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কথাই কি বলা হয়েছে শুধু?এখানে এমন সালাতের কথাই বলা হচ্ছে যার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হবে।এই তাকওয়া অর্জন করতে গেলেই চোখ,নাক,কান,অন্তর সবকিছুকেই পরপুরুষ থেকে পরিপূর্ণ হেফাজতে রাখতে হবে। ১৪ জন মাহরাম পুরুষের মধ্যে কোথাও উস্তাদের কোন লিস্ট নেই। উস্তাদও একজন পরপুরুষই। একজন পরপুরুষ কে যেভাবে দেখতে হবে ওনাকেও সেভাবেই দেখতে হবে। যদিও কোন ধরনের কোন ইলমের বিষয় আসে তাদের জন্য বরকতের দুআ করা। এই দুআ মুসলিম উম্মাহর সকলের জন্যই করতে হবে।

যে নারী বাইরে বের হবে না,পরপুরুষ এর সান্নিধ্যে যাবে না,পরপুরুষ এর সামনে গিয়ে বসবে না,পরপুরুষ কে গলার আওয়াজ শোনাবে না,এর পরপুরুষ এর গলার আওয়াজও শুনবে না সেই নারীর জন্য নিজের রুহ/অন্তরকে স্থির রাখা,চোখকে স্থির রাখা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

একজন নারী যখন দ্বীনে ফিরবে, নিজেকে বাইরের জগত থেকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই গুটিয়ে ফেলবে,ঘরেই অবস্থান করবে এবং নিজেকে পরিপূর্ণ রুপে পরপুরুষ দেখা,শোনা,চিন্তা থেকে হেফাজত করবে তার জন্য নিজেকে স্থির রাখা সহজ হবে।

ইসলামের উদ্দেশ্য কি আসলে?উদ্দেশ্য হলো পবিত্র জিন্দেগী, সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাধান,জীবনকে সহজ করা।ইসলামের উদ্দেশ্য বড় বড় ডিগ্রি, সার্টিফিকেট অর্জন করা না।নারী যখন খুশি তখন ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার নাম ইসলাম না।এগুলো জরুরত না।

জরুরত কি? জরুরত হলো,নজরকে হেফাজত করে চলতে হবে।রুহকে পবিত্র করে চলতে হবে।এগুলো একজন নারী যখন ঘরে থাকে,একজন নারী যখন এই পর্যায়ে নিজেকে হেফাজতে রাখতে পারে তখন সহজ হয়।তখন একজন নারীর নামাজ কালাম পর্দা ইত্যাদি সকল আমল আল্লাহ পাক কবুল করে নেন।ভুল থাকলে আল্লাহ পাক সংশোধন করে নিয়ে কবুল করেন।নামাজের মাধ্যমে তার তাকওয়া বাড়তে থাকে।

এই নারীর কারনে তার পরিবারের সদস্য,আত্নীয় স্বজন, প্রতিবেশী ইত্যাদি সর্বত্রই এই নূর,পবিত্রতার নূর,বরকত,রহমত ছড়িয়ে পড়ে।তখন তার দুআ গুলো কবুল হতে থাকে।তার প্রত্যেকটা বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ পাক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই নির্দেশই দিয়েছেন তিনি যেন আল্লাহর বান্দাদের পবিত্র করেন এবং তাকওয়ার শিক্ষা দেন। এরপরে কিতাবের জ্ঞান ও হিকমাহ শিক্ষা দিতে বলেছেন।

🔹 যে নিজেকে পবিত্র করে শিক্ষা অর্জন করে তার সবকিছুতে আল্লাহ পাক বরকত রহমত ঢেলে দিবেন। জানা বিষয় এর আমল করলে আল্লাহ পাক অজানা বিষয় এর জ্ঞান ঢেলে দিবেন।জানা বিষয় টা কি?নজরের হেফাজত করতেই হবে।জবানের হেফাজত করতেই হবে।আল্লাহকে ভয় করে নিজেকে পরিপূর্ণ রুপে পরপুরুষ থেকে হেফাজত করলে,পরপুরুষ দেখা শোনা সবকিছু থেকে বিরত রাখলে আল্লাহ পাক অজানা বিষয় এর জ্ঞান ও অর্জন করার তৌফিক দিয়ে দিবেন।আল্লাহু আকবার!

🔸 গলার আওয়াজ হেফাজত করা যদি গুরুত্বপূর্ণ না হতো তাহলে কেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:), উম্মতের মা,বিয়ে যার সাথে হারাম তিনি কেন পর্দার আড়ালে থেকে কন্ঠ পরিবর্তন করে দারস দিতেন?

কেন একজন অন্ধ সাহাবী ঘরে আসলে উম্মুল মুমিনীন কে ভিতরে যেতে বলা হয়েছে? অথচ তারা ছিলেন জান্নাতি।

যাদেরকে তিনি দারস দিতেন তারা ছিলেন জান্নাতি। আল্লাহু আকবর! এ যুগে কে জান্নাতি? কেউ বলতে পারবে আমি জান্নাতি?

আয়েশা (রা:) এর ঘরে যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা: কে কবর দেয়া হয়,তখন তিনি ঘরের মধ্যে পর্দা করতেন না।যখনই উমার রা: কে কবর দেয়া হয় তখন থেকে তিনি ঘরেও পর্দায় থাকতেন।তিনি মৃত ব্যক্তির সাথেও পর্দা করতেন,সুবহানাল্লাহ। বিষয় গুলো নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করি।

🔸 আর তখন সাহাবীরা কেন আয়েশা রা: এর কাছে ইলম অর্জনের জন্য যেতেন?এটার কারন ও সুস্পষ্ট। কারন সেই হাদিস/শিক্ষা গুলোর জন্য তিনি ছাড়া অন্য কোন অপশন ছিল না।সে কারনেই তিনি বাধ্য হয়েই গলার স্বর পরিবর্তন করে দারস দিতেন।তিনি ছিলেন উম্মাহর মা।তারপরও তিনি স্বর পরিবর্তন করেই বলতেন।

মারা যাওয়ার পর নারীর জানাযাতে যেন বেশি মানুষ না আসে,লাশের অবয়ব যেন না দেখে,রাতে যেন দাফন করা হয় এসব বিষয়ের বর্ননাও জানা যায়।সুবহানাল্লাহ। তারপর ও কি আমরা চিন্তা ভাবনা করব না?

শুধু যে সাহাবীদের ঘটনা এমন না।আমরা এখনো এমন অনেক ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি,অনেক বুজুর্গ ব্যক্তিদের মা, তাদের পরিবারের নারী সদস্যরা কিভাবে চলাফেরা করতেন।কোন কারনে যদি বাইরে বের হতে হতো, রিক্সায় উঠলে পুরা রিক্সা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হত।নৌকায় উঠলে বা যাতায়াত করার জন্য এমন সময় নির্ধারন করা হত যখন রাস্তাঘাট একদম খালি,কিংবা অনেকদূর পর্যন্ত কেউ যেন না আসে সেটা নিশ্চিত করা।

তাদের এসব বিষয় গুলো দেখার পরও কি আমরা চিন্তা ভাবনা করি না তারা কিভাবে পর্দা করতেন?তাদের কন্ঠ কি পুরুষরা শুনতেন কিনা?

পরনারীর বিষয় গুলো অন্তরকে ব্যাধিগ্রস্ত করে।আমরা কি নিজেদের এভাবে হেফাজত করি?সত্য মিথ্যার তফাত, কি করা উচিত সেগুলো কি আমরা এখনো বুঝতে পারি না?

কোন কারনে ঘর থেকে যদি বের হতেই হয় জরুরি কারনে তাহলে মাহরামের পায়ের দিকে তাকিয়েই হাঁটতে হবে।এদিক সেদিক তাকানো যাবে না। এভাবে চলার তৌফিক চেয়েই আল্লাহ কাছে দুআ করতে হবে।

বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করলেই, মাদ্রাসাতে পড়লেই গভীরের জ্ঞান অর্জিত হয়না, তাকওয়া অর্জিত হয় না, হিদায়াত অর্জিত হয়না। কিছু মাত্র ইলম অর্জন করে/তথ্য উপাত্ত শিখতে পারে শুধু এই টুকুই।

আমাদের উদ্দেশ্য কি? নামাজ কে সহীহ করা। নামাজকে সহীহ করতে হলে পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতা অর্জন, তাকওয়া অর্জন করতে হলে নজর হেফাজত করতে হবে, পরপুরুষ থেকে নিজেকে সর্বদিক দিয়ে হেফাজত করতে হবে। যত বড় আলেম উলামা হোক না কেন নারী কোন পুরুষের কাছে ইলমের জন্য যাবে না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ কে ভয় করে,মুত্তাকী তারা কোনদিনই নারীদের পড়াবেই না। অনেকে ছোট বাচ্চাদের পড়িয়ে থাকেন,বালেগা হওয়ার আগ পর্যন্ত বালেগা হয়ে যাওয়ার পর কখনোই পড়াবেন না কোন তাকওয়াবান উস্তাদ।

🔹 মাদ্রাসাতে আমরা তো দেখি পর্দার আড়াল থেকে পড়ানো হয়। কিন্তু এতে অবশ্যই ফিতনা আছে।এখন পর্যন্ত কেউ কি বলতে পারবেন যে উস্তাদের সাথে কন্ঠ স্বর পরিবর্তন করে কথা বলেছেন? এটা কোন গ্রহনযোগ্য আমল না। অন্তত তার জন্য কখনোই না যে তাকওয়া শিখতে চায়,তাকওয়াপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়।

একজন তাকওয়াবান উস্তাদ কখনো এভাবে পড়াবেনই না।এসব মজলিশে কোনদিনও যাবেন না।কোনদিনও না।

নারীর জন্য ইলম যদি প্রয়োজন হয় সেই ইলম আল্লাহ পাক অবশ্যই পৌঁছে দিবেনই।তারজন্য পরপুরুষ এর দারসে বসতে হবে না।এখন আলহামদুলিল্লাহ নারীদের মাধ্যমে শিখার অনেক সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

যে চায় তার অন্তর স্থির হোক, নামাজে খুশু খুঁজু থাকুক, মনযোগ থাকুক তাকে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। নিজেকে পরপুরুষ থেকে সম্পূর্ন রূপে হেফাজত না করে অন্তর কখনোই স্থির হবে না। একই বিষয় পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। একজন পুরুষকেও নিজেকে পরনারী থেকে হেফাজত করতে হবে, আলেম উলামা উস্তাদ সবার জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহু আকবর!

এই যামানায় যেখানে চারপাশে ফিতনা সেখানে নারীবান্ধব পরিবেশ বাদ দিয়ে কেন পুরুষের কাছে যাবো?এমন অপশন খোঁজ করতে চাওয়ার মানেই আমার অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত।এটা অনলাইন অফলাইন যেভাবেই হোক একজন নারী কখনোই কোন পুরুষের কাছে দারস নিতে যাবে না।প্রতিটা কাজের প্রভাব তার নামাজের উপর পড়বে।

একজন যদি এভাবে চলতে পারে, সে যদি এভাবে মনযোগী হয়ে নামাজ আদায় করতে পারে তাহলে আস্তে আস্তে সে কিতাবের জ্ঞান ও অর্জন করবে, হিকমাহ ও অর্জন করবে। আল্লাহু আকবার!

সেই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ পাক জানার শিখার আগ্রহ দিয়ে দিবেন, আমলের তৌফিক দিয়ে দিবেন। আমলের তৌফিক না হলে হিকমাহ অর্জিত হয় না।

এই ফিতনার যামানায় নিজের নিয়তকে শতভাগ এমন রাখতে হবে যে আমি পরপুরুষ থেকে কোন দারস নিবো না। নিশ্চয়ই নিয়তের উপর বরকত নির্ভরশীল।নারীবান্ধব পরিবেশে দ্বীন শেখার চেষ্টা করব।

🔴যে জানা বিষয়ের আমল করবে অজানা বিষয়ের ইলম আল্লাহ পাক তাকে দিবেনই। জ্ঞানের সোর্স তো কোন উস্তাদ না,একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। নামাজ ঠিক হয়ে গেলেই,স্থিরতা চলে আসলেই যেকোন কাজ সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার নিজের চিন্তা ভাবনা কাজ কর্ম ইত্যাদি যেকোন বিষয়ের জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করি কিনা দেখতে হবে। যে সবকিছুর জন্য অন্যকে দোষারোপ করে বেড়ায় সে কখনো দ্বীনের দায়ী হতে পারেনা।আমাদের মনে রাখতে হবে সবকিছু একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই হয়।লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

কোন মানুষ যদি নিজেকে এইভাবে ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য মেহনত করে, তারপর ও যদি তার ভুল হয়ে যায় সেটা আল্লাহ দেখবেন। আল্লাহ পাক দেখবেন যে নিজেকে কিভাবে পরপুরুষ থেকে আড়াল করার মেহনত, তাকওয়া অর্জন করার কি মেহনত, সালাত ঠিক করার কি মেহনত। আল্লাহ পাক এই চেষ্টার কারনেই সবকিছু ঠিক করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

পুরুষের কুরআন তিলাওয়াত শোনা হয়।এ্যাপ থেকে বা অডিও।কারন আমাদের তিলাওয়াত সহীহ না।এজন্য শায়েখদের তিলাওয়াত শুনতে হচ্ছে।

পুরুষদের/আলেম উলামা/উস্তাদদের লেখা পড়তে পারেন ইনশাআল্লাহ। কিতাবাদী পড়তে কোন সমস্যা নেই।আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব নারী বান্ধব পরিবেশ দ্বীন শেখার জন্য। যেমন দুআ করব,আল্লাহ পাক তেমন বারাকাহ দিবেন ইনশাআল্লাহ।

🔶৪)প্রশ্ন: পাএ পক্ষ দেখতে আসলে একজন পর্দানশীন নারী কী পরিধান করবে?

উত্তর: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন।

শুধুমাত্র চেহারার অংশ দেখা যাবে।বাইরে যেভাবে চলাফেরা করে কালো বোরকা সেটাই পরবে।পাত্র ছাড়া অন্য কোন পুরুষ সদস্যদের সাথে দেখা করা বা কথা বলবে না।নারী সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলবে। নারীর কোন ছবি আদান প্রদান করা যাবে না। শুরু

থেকেই যারা এ বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করবে যেকোন চিন্তা ভাবনা করে, তারাই বিপদগ্রস্ত হবেন। আল্লাহ পাক সহজ করুন। দ্বীনে অটল থাকার তৌফিক দান করুন।

🔸 প্রশ্ন:যদি থ্রি পিস পরে সারা শরীর ভাল করে ঢেকে নিতে চায় তাহলে কি হবে?

উত্তর: এমন চিন্তার মূল উদ্দেশ্য কি সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করি। নিজেকে সুন্দর দেখানো,তার চোখে যেন ভাল লাগে। আল্লাহ পাক তো এমনিতেই তার চোখে ভাল লাগিয়ে দিতে পারেন। কোন কারনে যদি সেখানে বিয়ে না হলো,তাহলে সেই সৌন্দর্য তো তার কিছুটা হলেও মনে থাকবে। বোরকা পরে যতটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ পায় থ্রি পিসে কিছুটা হলেও বেশি হয়। ঘুরে ফিরে তাকওয়ার সাথেই আসে বিষয় টা।

শুরুতেই বোনেরা এ বিষয় টা নিয়ে সমঝোতা করতে থাকেন। এরপর আস্তে আস্তে গায়ের মাহরামের সাথে দেখা দেয়া, কথা বলা একটা একটা ধাপ বাড়তেই থাকে। শুরুতেই দ্বীনের বিষয়ে শক্ত না থাকলে আসলেই কি সম্ভব? সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন।

🔶৫) প্রশ্ন: ঘুমের পূর্বের সুন্নাহভিত্তিক দুয়া পড়ার পরেও জিনের আক্রমণের কারন কি?

উত্তর: আল্লাহ বিভিন্ন কারণে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। কখনও গুনাহ মাফের জন্য, কখনও গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য, কখনও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কখনও অন্যের সামনে তাকে সবরের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার জন্য কিংবা ভিন্ন কোন কারণে যা আমাদের জানা নেই। এজন্য আমরা 'কেন?' এই প্রশ্ন করি না।

ঘরের সব দরজা সুন্দরভাবে লক করার পরেও সম্পদ চুরি হয়ে যায়। সমস্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা সত্ত্বেও অসুখ হয়ে যায়। ফেরেশতারা বান্দাদেরকে দিনরাত প্রোটেক্ট করলেও মৃত্যুর সময় হলে তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছায় প্রোটেকশন তুলে নেন। এটাই আল্লাহর রীতি। আল্লাহর আদেশেই সতর্কতা কার্যকর হয়, আবার আল্লাহর ইচ্ছাতেই কোন কারণে তা অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। তার মানে এই নয় যে সতর্কতা অবলম্বনে লাভ নেই।

আল্লাহ চাইলে কেউ আমাকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে পারবে না, এটা জানা সত্ত্বেও যেমন রাস্তা পার হওয়ার আগে ডানে বামে দেখে নেই, তেমনি আমরা জ্বিন-যাদু থেকে সুরক্ষার জন্য সকাল সন্ধ্যার সমস্ত যিকর ঠিকভাবে করব এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখব। কখনও তা সত্ত্বেও আমরা আক্রান্ত হতে পারি। সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকতে হবে এবং ঐ যিকির-আযকার থামানো যাবে না।

আমার দ্বারা অন্য কোথাও কোনভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল করতে হবে। আমার দোয়া-যিকর কবুল না হওয়ার মত কিছু ঘটছে কিনা খেয়াল করতে হবে। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও শুধু পরীক্ষার জন্য বিপদ আসতে পারে।

এজন্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদে পড়েছেন। তাকে যাদু করা হয়েছে। তিনি রক্তাত্ত হয়েছেন। তার সম্মানে আঘাত এসেছে। তিনি না খেয়ে থেকেছেন। নিজ জীবদ্দশায় বহু সন্তানকে হারিয়েছেন। এজন্য হাদীসে এসেছে নবী-রাসূলদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিনিময়টা অকল্পনীয় রকমের বড় - অনন্ত জান্নাত! তাই আমাদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে পরীক্ষা দিতে হবে!

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২২: রামাদানের শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি ও ইতিকাফ

১) আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আল্লাহ পাক আমাদের এতদিন ধরে নিয়মিত ভাবে আলোচনা গুলো করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে কোন কিছুই সম্ভব না। আপাতদৃষ্টিতে যত সহজই মনে হোক না কেন যদি না আল্লাহ পাক সহজ করে দেন কোন কিছুই সহজ না। প্রতিটা ভাল কাজ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর খুশির জন্য। আমরা যেন বারবার নিজেদের নিয়ত ঝালাই করে নেই। আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখা। একজন নারী হিসেবে নিজেকে যথাসম্ভব ইলমে, আমলের সাথে ঘরে আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি এসবই ছিল এতদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু। একমাত্র আল্লাহর জন্যই চেষ্টা করেছি বিষয় গুলো নিজের জীবন থেকে একটু একটু করে কুরআন হাদিসের আলোকে বুঝানোর জন্য। আজকে রামাদানের আগে আমাদের শেষ আলোচনা হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন কল্যানকর বিষয় উপস্থাপন করার তৌফিক দেন, আমাকে যেন আমলে লেগে থাকার তৌফিক দেন। আমিন।

২) রামাদান নিয়ে আলোচনার আগেই আসবে নিজের চিকিৎসার বিষয়। রাগ, ক্ষোভ, আবেগ ইত্যাদির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের শিখতে হবে। আমরা যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি, আবেগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা না করতে পারি তাহলে আমরা কোন কিছুই ঠিকমত করতে পারব না। এজন্যই আমাদের চিকিৎসা করতে হবে। চিকিৎসা হলো কুরআনে হাদিসের আলোকে চিকিৎসা। যার নাম রুকইয়াহ। দুরূদ, ফাতিহা, দুরূদ পড়ে রুকইয়াহ করতে পারি। রুকইয়াহর কমন আয়াত সেগুলো দিয়েও করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। ৩ কুল, আয়াতুল কুরসি এসবের মাধ্যমেও করতে পারেন। বিগত পর্বগুলোতে এসব নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সাধারনত অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেই। দ্বীন ইসলামের বিষয় গুলো হচ্ছে কোন ধরনের কোন অসুস্থতার লক্ষন না থাকলেও চিকিৎসা নিতে হবে। তাহলে আপনার দ্বীনে পথ চলার যাত্রা তুলনামূলক সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। কুরআন দ্বারা চিকিৎসার মধ্যে থাকতেই হবে। রামাদানের মধ্যে নিজের, নিজের পরিবারের সুস্থতা, পরিবারের বিশৃঙ্খল বিষয় গুলো ঠিক রাখতে হলে বদনজর ও হিংসার রুকইয়াহ নিয়মিত করতে হবে। রুকইয়াহ প্লেয়ার এ অডিও আকারে আছে।

রুকইয়াহ এ্যাপ থেকে "বদনজর ও হিংসা" এই অডিও টা নিয়মিত শুনতে হবে ইনশাআল্লাহ।

- Ruqyah Player:

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ruqyahbd.player

iOS: https://apps.apple.com/app/id1634252124

৩) আমাদের জন্য আল্লাহ পাক বিষয় গুলো এত সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। নবী রাসূল, সাহাবীদের মত আমাদের উপর এত পরীক্ষা নেই। সহজেই আমাদের কাছে পানি আছে, প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র আছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে নিয়ামতে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ, এই নিয়ামত উম্মাহর প্রত্যেককে দান করুন। আমিন। রামাদানে নিজের ও নিজের পরিবারের সুস্থতা ও সবকিছু ঠিক রাখার জন্য বদনজর ও হিংসার রুকইয়াহ নিয়মিত করে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। কোন সমস্যা থাকুক বা না থাকুক এটা নিয়মিত করতেই হবে। কোন লক্ষন প্রকাশিত হোক বা না হোক। কারন এমন সব ঈমানী পরীক্ষা রামাদান মাসে চলে আসে যে কোনটা ছেড়ে কোনটা করব সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। রুকইয়াহ করে ঘরে পানি, খেজুর, ঘরে যদি অলিভ অয়েল থাকে তাহলে অলিভ অয়েল, কালিজিরা, মধু অর্থাৎ যেসব হালাল খাবার আছে সুন্নাহ খাবার আছে সেগুলোতে রুকইয়াহ করে রাখবেন। রুকইয়াহ প্লেয়ার থেকে "বদনজর ও হিংসা" এই অডিও টা নিয়মিত শুনব ইনশাআল্লাহ। ১ ঘন্টার মধ্যে শোনা হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। ১.৫ গুন করে স্পিড বাড়িয়ে দিলে ১ ঘন্টার মধ্যে শোনা হয়ে যাবে।

আমাকে খেয়াল রাখতে হবে কোন বিষয় আমার পদস্খলন ঘটায়। আমি যদি ১ বেলা অসুস্থ থাকি, বাকী বেলায় যে নামাজ গুলো থাকবে আমি ঠিকমত নামাজ পড়তে পারব না। এজন্যই আমার চিকিৎসা সবার আগে। রামাদান চলে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ঘর যেন রোগবালাই, ফিতনামুক্ত, অশান্তি, বিশৃঙ্খলমুক্ত থাকে। ঘরে যেন বিশৃঙ্খল পরিবেশ না থাকে। এজন্যই বদনজর ও হিংসার রুকইয়াহ অডিও শুনতে হবে। বদনজরের তীর সারাক্ষণ আমার দিকে ছোড়া হচ্ছে। হাজারে হাজারে তীর আসতেছে কিন্তু আমি উপলব্ধি করতেও পারি না। শেষ জামানায় বেশিরভাগ দু:খ কষ্টের কারন হলো বদনজর। এ বিষয়ে হাদিসেও উল্লেখ আছে। আল্লাহু আকবার। এজন্য এই আমল নিয়মিত করতে হবে ইনশাআল্লাহ। প্রতি রোজার মাসে আল্লাহ পাক আমাকে এই রুকইয়াহ প্লেয়ার থেকে "বদনজর ও হিংসার অডিও নিয়মিত শোনার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি সুন্নাহ খাবার গুলোতে রুকইয়াহ করে রাখি। রুকইয়াহ গোসল নিয়মিত করি না, রামাদানের সময় ২/৩ বার করতে পারেন। যদি মনে হয় বেশি সমস্যা, মানসিক ধাক্কা সামলাতে পারছি না, রামাদান মাসে অনেক সময় এগুলো বেড়ে যায়। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আমাদের সবার জন্য সহজ করুন। এই মানসিক ধাক্কা থেকে বাঁচতে হলে আপনি টানা ৩ দিন রুকইয়াহ গোসল করতে পারেন। অডিও শুনে পানি তৈরি করতে পারেন। আবার যদি মনে হয় যে অডিও শোনার সময় পানির কথা মনে ছিল না তাহলে নিজের শরীর ভেজানোর মত করে পানি যতটুকু প্রয়োজন একটা পাত্রে ততটুকু পানি নিয়ে রুকইয়াহ পানি তৈরি করে নিবেন। ১ বা ২ লিটার পানি যতটুকু প্রয়োজন আপনার।

- প্রশ্ন: রুকইয়াহ কিভাবে করব?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আমরা এভাবে রুকইয়াহ করতে পারি ইনশাআল্লাহ:

দুরূদ
সূরা ফাতিহা
সূরা ইখলাস
সূরা ফালাক
সূরা নাস
আয়াতুল কুরসী
বাকারাহ ২৮৬,২৮৬
দুরূদ

১/৩/৫/৭ বার করে পানিতে ফু দিয়ে রুকইয়াহর গোসল করতে পারি। পানিতে ফু দিয়ে খেতে পারি, পানি ছিটিয়ে দিতে পারি শরীরে, ঘরে। শারীরিক মানসিক আত্মিক সুস্থতার জন্য নিয়ত করতে পারি, বা যেকোন সমস্যার জন্য। এই রুকইয়াহর পানি ঘরে ছিটাতে হবে। ছিটানোর সময় সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়বেন।

আমাকে আল্লাহ পাক আরো একটা বিষয় শেখালেন আলহামদুলিল্লাহ। সকাল সন্ধ্যায় আমাদের যে মাসনুন দুআ যিকির করতে হয় সেগুলো পড়ে পানি ছিটাই। এই দুআ গুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। এই পানি বাথরুম, বারান্দা সহ সর্বত্র ছিটানো হয়। প্রত্যেক কোনায় কোনায় পানি ছিটানো। ৩ বেলা ছিটাতে পারলে ভাল হয়। পানিতে যদি আতর মেশানো সম্ভব হয় ভাল হয়। ঘরে নিয়মিত পানি ছিটাতে হবে। এটা বাদ দেয়া যাবে না। এটা করতে ২/৩ মিনিট লাগে। ঘরে পোকামাকড়ের যন্ত্রণা, মানুষের যন্ত্রণা ইত্যাদি যাই হোক সবকিছু থেকেই আসান পাওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ। কারো যদি উকুনের সমস্যা থাকে একই ভাবে পানি তৈরি করে নিয়ে রুকইয়াহ গোসল করতে পারেন। নিয়ত করে নেয়া, আল্লাহ আমার মাথায় এত উকুন, আপনি আমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিন। ৩ দিন বা ৭ দিন আপনি এই রুকইয়াহর পানি তৈরি করে রুকইয়াহ গোসল করবেন। যেকোন শারীরিক মানসিক সমস্যায় এই রুকইয়াহ গোসল এত উপকারী সুবহানাল্লাহ।

ঘরে নিয়মিত পানি ছিটাবেন। এগুলো করতে আমরা অলসতা করি। অথচ এ আমলগুলো করলে শয়তানের জন্য ঘরে টিকতে পারা কষ্টকর হয়ে যায়। আমাদেরকে এমন একটা ঘর তৈরি করতে হবে যেন শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।

যদি গোসলের জন্য পানি তৈরি করতে ভুলে যান, তাহলে ১ বা ২ লিটার পরিমান পানি অর্থাৎ আপনার শরীর পরিপূর্ণ ভাবে ভিজানোর জন্য যতটুকু পানি প্রয়োজন ততটুকু পানিতে একটা আঙ্গুল ভিজিয়ে উল্লেখিত সূরা পড়বেন। যত বেশি তিলাওয়াত করবেন, যত সময় নিয়ে করবেন রুকইয়াহ তত শক্তিশালী হবে। তত বেশি বরকত পাবেন। এসব বিষয় এত কাটছাঁট ভাবে করা যায় না যে ৩০ সেকেন্ডর মধ্যে করে উঠে গেলাম। যত বেশি ধীরস্থির ভাবে পানিটা তৈরি করবেন তিলাওয়াত সময় নিয়ে করে, ততবেশি প্রশান্তি ভাব আসবে

ইনশাআল্লাহ। আমাদের দরকার প্রশান্তিময় একটা দিন। এমন হতে পারে ঘরে প্রশান্তি নেই কিন্তু অন্তরে আছে। আমাদের অন্তরে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি দরকার। তাহলেই তো আল্লাহর তরফ থেকে আসা নূর ছড়িয়ে পড়বে।

৪) দুনিয়াবি চিকিৎসা এত কঠিন, আর আল্লাহ পাকের দেয়া চিকিৎসা এত সহজ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমি রুকইয়াহ অডিও শুনি সাহরির আগে। রাত প্রায় ৩ টার দিকে। সে সময়ে মনযোগ দিয়ে আল্লাহ পাক শোনার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। রুকইয়াহ অডিও শোনার সময় নিয়ত করি: নিজে, নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান সন্ততি সবার জান মাল যেন আল্লাহ পাক হেফাজতে রাখেন। সাথে আমি আমার বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, প্রতিবেশির জন্য ইত্যাদি সবার জন্য নিয়ত করি।

আমি নিজে যদি ঠিক না থাকি তাহলে ঘর আরো বেশি এলোমেলো হয়ে যাবে রামাদান মাসে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই সবর দিন। এই সবর দিয়ে আমি কি করব? দুআ করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়তে পারব ইনশাআল্লাহ। এটাই তো সেই সবর। আগে কি হত? কারো সাথে ঝগড়াঝাটি বা কোন ঝামেলা হলে কোনদিন আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়তে পারতাম না। আমার সাথে এমন হলো কেন, এটা করলো কেন। এই চিন্তা করতে করতে অনেক সময় নামাজ বাদ যেত। এমন স্বভাব ছিল। আল্লাহ মাফ করুন আমাকে। এমন কাজ করা যাবে না। আগে নিজের আমল ঠিক করতে হবে। আমি নিজে যদি ঠিক থাকতে পারি, নিজের আমল আখলাক যদি ঠিক থাকে তাহলে পরিবার পরিজন একসময় বুঝতে পারবে যে, সে তো ঠিকই আমল করে যাচ্ছে। তাকে তো কোনভাবেই আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যা বাবার বাড়ির হোক বা শ্বশুর বাড়ির যাই হোক আপনি একটা সুস্থির রুহ নিয়ে রামাদানে প্রবেশ করবেন এবং রামাদান পার করবেন ইনশাআল্লাহ।

আগে আমার স্বামীর সাথে কেমন সম্পর্ক ছিল সেসব নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী ঘরে আসলেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতের অমিল ইত্যাদি চলমান। এসব ভালো লাগতো না। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, সমস্যা আমার কারনেই হচ্ছে। আমি যত আল্লাহর দিকে ছুটতে থাকবো এসব সমস্যা তত কমতে থাকবে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। মূল বিষয় হলো নিজের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সম্পর্ক মজবুত করা।

৫) একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সবাই চিন্তা ভাবনা করার অনুরোধ বিশেষ করে যারা লেখালেখির সাথে জড়িত বা দাওয়াতের কাজের সাথে জড়িত। দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি একজন নারীকে নাসিহা না করে, একজন নারীর দুর্বল বিষয় গুলো আলোচনা না করে নারীদের কাছে পুরুষদের দোষ নিয়ে আলোচনা করা এটা ভয়ংকর বিষয়। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন এতদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল? সব দোষ আমার। আমার নফসের দায়। আমার নিজেকে শুধরাতে হবে। আমি এখানে আমার শ্বশুর বাড়ি, বাবার বাড়ির ভুল নিয়ে আলোচনা করতে আসি না। ঈমানের পরীক্ষা সবার উপর দিয়ে কম বেশি

যায় সেগুলো বুঝানোর জন্য কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূল বিষয় কি ছিল? মূল বিষয় সবসময়ই নিজেকে শুধরানো, আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করার জন্য মেহনত করা।

আমার কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে, কোথায় নজরের হেফাজত হচ্ছে না, কোথায় আমার নামাজে ভুল হয় ইত্যাদি নিজের ভুল কোথায় কিভাবে কি এসব হলো চিন্তার বিষয়। অন্যের সংসার, অন্যের স্বামী তার স্ত্রীর উপর কিভাবে নির্যাতন করে, দ্বিতীয় বিয়ের পরে কি করেছে এগুলো ছবি সহ আপলোড করে লিখে লিখে প্রকাশ করার মাধ্যমে কেমন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা হয়? এসবের উদ্দেশ্য কি আসলে? এসব দেখলে যারা এখনো অবিবাহিত তারা মনে করে সব পুরুষ খারাপ, সবাই এমনই করে। আর বিবাহিত হলে নিজের স্বামীর সাথে খারাপ আচরন করার জন্য আরো বেশি দৃঢ় হয়ে যায়। আমি যদি নিজের ভুল দেখি, সেটাকে শুধরানোর চেষ্টা করি তাহলে আমি বিনয়ী হবো। কিন্তু যদি উসকানি দেয়া হয় অন্যের ভুল দেখিয়ে তাহলে বিষয় টা কেমন হবে? প্রতিনিয়ত আমাদের কি সেই উসকানিই দেয়া হচ্ছে না?

আমি নিজে কি স্বীকার করি যে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ভুল হতে পারে। আমি কখনোই আমার স্বামীর পায়ের গোড়ালি দেখে হাঁটি নি। আমি এমন দিন পার করতে পারি নি যেদিন আমি কোন পরপুরুষ দেখি না বা শুনি না। নিজেকে এভাবে গড়ে তুলতে পারি নি। নিজে যদি চিন্তা না করি তাহলে নিজেকে নিয়ে ফিকির করব কিভাবে? আল্লাহ পাক এই বোনকে কিভাবে তৌফিকে দিলেন, আমি কেন পারলাম না? অন্যের দোষ দেখলে কি কখনো এই চিন্তা আসবে? তাহলে আপনি কি একজন বিনয়ী স্ত্রী হতে পারলেন?

আমার কাছে দ্বীনি লেবাসে নারীবাদী তাদেরই মনে হয় যারা এগুলো নিয়ে লেখালেখি করে, প্রচার প্রসার করে। অন্যের সংসারে সমস্যা, অন্যের পুরুষের সমস্যা, স্বামীর কর্তব্য পালনে সমস্যা এগুলো কি কখনো দ্বীনি আলোচনা হতে পারে? এগুলো তো তাহলে যেকোন সংবাদপত্রের মত হয়ে গেলো। সামনে যা পাচ্ছে সত্য মিথ্যা সব ছাপিয়ে দিচ্ছে। পুরুষদের যত ধরনের সমস্যা আছে সেসব নিয়ে পুরুষেরা লেখালেখি করবে। নারীরা নারীদের বিষয় নিয়ে লেখালেখি করবে। আমি একজন নারী হয়ে নারীর কাজ কি? নারীদের ভুল গুলো দেখা। নারীরা যেন শক্তভাবে ঈমান তাকওয়া শিখতে পারে। একেকজন নারী একেকটা উম্মত। আল্লাহু আকবার কাবিরা। একজন নারী একটা উম্মতের দল গঠন করবে। আল্লাহু আকবার। আমার নিজের সংশোধন কত জরুরি। কিভাবে আমি নিজের সংশোধন বাদ দিয়ে অন্যের বিষয় নিয়ে পড়ে থাকি। এত সময় আমাদের? আল্লাহুম্মাগফিরলি।

৬) যে নারী স্বামীর পায়ের গোড়ালি দেখে হাঁটে না, সে কোনদিনই বিনয়ী স্ত্রী না। আমি নিজে আমল করে দেখেছি। আমি যতদিন নিজে স্বামীর গোড়ালি দেখে হাঁটি নি ততদিন পর্যন্ত স্বামীর আনুগত্য করা কঠিন ছিল। পায়ের গোড়ালি দেখে হাঁটা শুরুর পর থেকে স্বামীর আনুগত্য করা সহজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। নারীদের যদি আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে

সিজদাহ্ করার কথা বলা হতো সেটা স্বামীকে সিজদাহ্ করার জন্য বলা হতো। তাহলে নারীর চলাফেরা হবে কিভাবে? স্বামীর পায়ের গোড়ালি দেখে। যে নারী এসব প্রচার প্রসার করে না, দাওয়াত ও তাবলীগ করে না তার মানে হলো সে এসবের আমল করে না। আমার মতে এসব বাদে যারা লেখালেখি করে, দাওয়াত ও তাবলীগ করে তারাই হলো দ্বীনি লেবাসে সেই নারীবাদী।

যারা বলে বেড়ায় নারীর হাত খরচের দরকার, টাকার দরকার। কেন আমাকে হাত খরচের কথা বলতে হবে? আমি বরং বলব, আমি যদি ঠিক হয়ে চলতে পারি আমার স্বামী তার সব সম্পদ পারলে আমার পায়ে এসে লুটিয়ে দিচ্ছে। আপনার কোথায় কি লাগবে বলেন। স্বামী তার দেহ, শ্রম, সম্পদ সবকিছু লুটিয়ে দিচ্ছে। স্বামী এমনটাই করতে বাধ্য। এটাই কি উত্তম রাস্তা না? আনুগত্যশীল স্ত্রী হতে পারলে স্বামী এমনটাই করবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আনুগত্যশীল স্ত্রী হওয়ার জন্য মেহনত কেন করি না? আমার স্বামী সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আমার স্ত্রী কোন পরপুরুষ দেখে না, শোনে না দ্বীনের বুঝ জ্ঞান আসার পরে। ইনবক্সেও কোন কাজিন থেকে শুরু করে কোন উস্তাদ কারো সাথে কোন কথাবার্তা হয় না কখনোই। স্ত্রী যদি এমন হয় তাকে কোথায় রাখবে সে? এমন স্ত্রী একজন স্বামীর জন্য কতই না সম্মানের। এমন স্ত্রীকে সে তার জন্য যোগ্যই মনে করে না। আল্লাহু আকবার। এর বাইরে যতই পুরুষদের নিয়ে লেখালেখি করবেন ততই আপনাকে এসবের জন্য জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামতের দিন আপনাকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। এসব আপনার উপর দিয়ে যাবেই। আল্লাহ পাক আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে কোন কিছুর বিচার ফয়সালা করতে হলে অবশ্যই উভয়পক্ষের বিষয় শুনতে হবে। এই যে সোশাল মিডিয়াতে আমরা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি, তারপরে মন্তব্য করে বসি। এমন স্বামী কিভাবে হতে পারে ইত্যাদি। আমরা কি উভয়পক্ষের বিষয় জানি? বিস্তারিত তথ্য জানি?

কিছুদিন আগে একটা খবর জানতে পারলাম এক মহিলা রেল স্টেশন এ স্বামীর পায়ে ধরে টানাটানি অবস্থা, স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, সেই স্ত্রী নিয়ে চলে যাচ্ছে। মহিলা বোরকা নিকাব পরা। এসব যে প্রচার প্রসার করা হচ্ছে এতে দ্বীনের কি স্বার্থ? আমি খুঁজব নারীর ভুল কোথায়। আমি একতরফা পুরুষের দোষ দিতে পারি না। উভয়পক্ষের তাকওয়া দেখতে হবে। আমরা কোন কিছু না জেনেই কি মন্তব্য করতে পারি? আমরা কি এসবের জন্য পাকড়াও হবো না? একজন নারীর সাথে নির্যাতন করা হচ্ছে সেগুলো প্রচার প্রসারের মাধ্যমে আমি ভাবছি, আমার বোনটা অপমানিত হচ্ছে। আর আপনি ভাবছেন আপনি এসব প্রচার প্রসার করার মাধ্যমে পুরুষটাকে অপমান করছেন।

আমি ভাবছি কেন আজকে নারীদের এই পরিনতি হবে? তারা কেন নির্যাতিত হবে? একজন নারী বোরকা নিকাব পরা, তার উপর কেন একজন পুরুষ হাত তুলবে? বোরকা নিকাব মানেই এটা একটা সম্মানের পোষাক। এই প্রচার প্রসারের মাধ্যমে কি সেটাকেই অপমান করা হচ্ছে না? বিভিন্ন ডিগ্রি শেষ করার পরে একটা নির্দিষ্ট পোষাক দেয়া হয়। সেটা সম্মানের পোষাক। সেটার সাথে কেউ যদি লাথি মারে কেমন লাগবে? বোরকা নিকাবও তো

অন্য পোশাক এর চেয়ে আলাদা। এটাই তো আসমান থেকে আসা নারীদের জন্য ড্রেসকোড। তাহলে এই পোশাককে আপনি লিখনীর মাধ্যমে, ছবি ভিডিওর মাধ্যমে, এভাবে তুলে ধরছেন? আমার তো চিন্তা করতেই লজ্জা লাগে। আমি এসব দেখার পরে সেই পেইজ থেকে বের হয়ে এসেছি। আল্লাহ আপনি এই বোনগুলোকে বোঝার তৌফিক দিন। তারা কোন বিষয় নিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগ করে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক মাফ করুন আমাদের। সে তো এক দল বোনকে তাদের স্বামীদের পিছনে লাগিয়ে দিচ্ছে।

নারী হিসেবে আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগ হতে হবে নারীদের নিয়ে। নারীদের ভুল নিয়ে আলোচনা, সেগুলো সংশোধন করার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমাদের কাজ পুরুষদের নিয়ে না। যে নারী নিজেকে সংশোধন করতে পারবে, তার স্বামী বা বাবা ইত্যাদি পরিবারের সদস্যরা অতীতে গায়ে হাত তুললেও এখন সেই নারীকে কোথায় কিভাবে রাখবে এরজন্য জায়গা খুঁজে পায়না। একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালো হওয়ার প্রতিযোগীতার বিষয়গুলো এমনই। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আমার সাথে এখন আমার স্বামীর প্রতিযোগীতা হয় আল্লাহর দিকে ছুটে চলার, সুন্নাহ পালনের। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমার স্বামী প্রতিযোগীতায় আমার সাথে বারবার হেরে যাচ্ছেন। ওনি বলতেই বাধ্য হচ্ছেন, আপনি ঠিক আছেন। এই জায়গাটা আমরা কি চাইনা সবাই?

৭) সোশাল মিডিয়াতে বিব্রতকর তথ্য দেখে দেখে নিজেদের মস্তিষ্ক নষ্ট করবেন না। এজন্যই সব পেইজে থাকবেন না। বেছে বেছে কিছু জায়গায় যুক্ত থাকবেন যেখান থেকে ঈমান ও তাকওয়া শিখতে পারবেন। তা না হলে দুনিয়া আপনাকে বিভ্রান্তই করবে।

দুনিয়া আমাকে কি শিখাচ্ছে আমরা সেসব শিখবো না। কুরআন হাদিসের আলোকে আমার কেমন হওয়া উচিত? আমরা সময় থাকতে বিষয় গুলো জানার চেষ্টা করি। যে মেয়ে বিয়ের আগে বাবার পায়ের গোড়ালি দেখে হাঁটে তার জন্য বিয়ের পরে স্বামীর পায়ের গোড়ালি দেখে হাঁটাও সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার মেয়েকে ১০ বছর বয়স থেকেই এই প্রশিক্ষন দেয়াচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ওর জন্য স্বামীর সংসার করা আমার তুলনায় সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। আমি আমার নিজের মেয়ের জন্য সহ উম্মতের প্রতিটা মেয়ের জন্য একই দুআ করে যাই। আল্লাহ পাক কবুল করুন। অনেক সময় আমি আমার স্বামীর আনুগত্য করতে পারি না। ভুলে যাই। আমার মুখ ছুটে যায় তীরের মত করে, অনেক সময় চিন্তা করি আমাকে হক কথা বলতেই হবে। কিন্তু আমাকে আমার মেয়ে থামিয়ে দেয়। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সে সংসারের যোগ্য হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমি আদৌ সংসার করার যোগ্য হই নি।

মেয়ের বাবা যখন কোন বিষয়ে অমত করে মেয়ে সাথে সাথে বিষয়টা মেনে নেয়। আমি যদি মেনে না নিতে চায় মেয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করে আমাকে থেমে যাওয়ার জন্য। আমি বুঝতে পারলাম না, সে বুঝতে পারলো কিভাবে? কারন আমার মেয়েকে আল্লাহ পাক নজর

হেফাজত করার তৌফিক দিয়েছেন আমার আগেই। আমার নজর হেফাজত করার তৌফিক হয়েছে ৪৫ বছর বয়সে এসে। আমার মেয়ের সেটা হয়েছে ১০ বছর বয়সে। এই কারনে আমার মেয়ের সবর, হিকমাহ, জ্ঞান আমার চেয়েও বেশি। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, বারাকাল্লাহু ফিকুম। নারী হিসেবে আমাদের কিভাবে চলাফেরা করা উচিত আশা করি আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য লেখালেখি করতে সাবধান হই। প্রতিটা বিষয়ের জন্য জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার উপর দিয়ে এসবের প্রভাব যাবেই। আল্লাহু আকবার। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৮) ইতিকাফ এর বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে হিদায়াত এর পর থেকে ইতিকাফ করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল ইতিকাফ করতে হলে স্বামীর অনুমতি লাগবে। আমি যখন বাজারে গিয়েছিলাম, যখন পরপুরুষের সাথে কাজের কারনে যোগাযোগ করেছি, সফর করেছি, আমি যখন আমার দেবরের সাথে হাসি দিয়ে কথা বলে সময় পার করেছি তখন স্বামী কেন অনুমতি দিয়েছেন? এখন আমি ইতিকাফে বসব এখন আমি স্বামীর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করব না। আমি স্বামীর কথা এক্ষেত্রে শুনব না। আমি নফল রোজা রাখতে চাই, স্বামী অনুমতি দেন না। আমি এক্ষেত্রে স্বামীর কথা শুনবো না। যে স্বামী জানে না যে কোথায় তার স্ত্রীকে অনুমতি দিতে হবে আর কোথায় অনুমতি দিতে হবে না তার অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে আল্লাহ পাক দ্বীনের বুঝ জ্ঞান দান করার পর থেকে দুআ করেছি, আল্লাহ পাক আমি আপনার বিধান আপনার জমিনে প্রতিষ্ঠা করবই। আপনি আমাকে তৌফিক দিন।

কেন নারীরা ইতিকাফে বসে না? ইতিকাফে বসার ফায়দা বলি এবার। ইতিকাফে আল্লাহ পাক আমাকে বসার তৌফিক দিচ্ছেন বেশ কয়েকবছর ধরে, এবছরও আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইতিকাফে বসার নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ বিইজনিল্লাহ। আমি যখন শুরুর দিকে ইতিকাফে বসতাম আমার স্বামী বিষয়টা পছন্দ করতেন না। ওনার সাথে কথা বলি না, ঘরের জামাকাপড় ভাঁজ করি না, বাচ্চাদের কোলে নেই না। ঘরে একটু তো এদিক সেদিক থাকবেই তখন। আমার হলো বিদেশ জীবন। সব কাজ নিজের করতে হয়। বাচ্চা সব ছোট ছোট। এগুলো আল্লাহ পাক আমাকে একা হাতে সামলে ইতিকাফে বসার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে ইতিকাফে বসতেই হবে। আল্লাহ পাক আমাকে ইতিকাফের গুরুত্ব বুঝতে পারার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

সারা বছরের ১১ মাস এবং রামাদানের শুরুর ২০ দিন আমার মুখ কোনদিনই এত চুপ থাকে না যত পরিমান চুপ থাকার তৌফিক আল্লাহ পাক আমাকে ইতিকাফের ৯/১০ দিনে দেন আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে কম খাওয়া হয় সেই ইতিকাফের দিনগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ যেন বেশি ইবাদত করতে পারি। বাকি সময়ে এটা তৌফিক হয় না। সবচেয়ে কম ঘুম হয়েছে আমার ইতিকাফের দিনগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ। আমি জানি আমার আল্লাহ আমাকে

বেহিসাবে দিবেন। আমি যত পরিমান ইনকাম এই ইতিকাফের ১০ দিনে করতে পারব এর ফল ভোগ করতে পারব বাকী ১১ মাস। সুবহানাল্লাহ।

৯) আমি যেন ইতিকাফে বসতে পারি এজন্য ঘরের কাজগুলো আগে থেকে গুছিয়ে রেখেছি যথাসম্ভব। রান্না আগে থেকে করে রেখেছি। এমনভাবে সব গুছিয়ে রেখেছি চটজলদি যেন অল্পতেই খাবার গরম করে বা একটু কাজ করেই রান্না শেষ হয়ে যায়। আমাদের অনেক সময় এমন হয় না যে, অমুক দিন একটা অপারেশন আছে। ঘরে বাচ্চারা ছোট। তাদেরকে ঘরে রেখেই অপারেশন থিয়েটার এ যেতে হয়েছে আমাকে। আমি ওদের জন্য আগে থেকেই রান্না করে গিয়েছি। ঘর যতটুকু সম্ভব গুছিয়ে যেতে হয়েছে। তাহলে ইতিকাফ এর সময় কেন এমন করা যাবে না। ছোট বাচ্চা নিয়ে কেন ইতিকাফে বসা যাবে না? ইতিকাফের ১০ দিন আমি গোসল করি নি। শুধু কাপড় পরিবর্তন করে দিন পার করেছি। আল্লাহু আকবার। ২ /১ দিন চট করেই একটু গায়ে পানি ঢেলে এসেছি। প্রতিদিন না। আমার যখন নামাজ ছুটি ছিল, তখনও আমি আমার ইতিকাফের জায়গাতেই অবস্থান করেছিলাম। আমার দরকার মুখটা একটু বন্ধ রাখা।

আমার দরকার একটু দুনিয়া থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। প্রথমবার ইতিকাফে বসার সময়ে আমি আমার স্বামীকে শুধু এতটুকু বলেছিলাম যে আমি ইতিকাফে বসতে চাই। আমি কোন অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না এজন্য। আমি কোন গুনাহের কাজ করছি না যে কারনে ওনি আমাকে অনুমতি দিবেন না। দ্বীনে ফেরার পর দ্বিতীয় রামাদানে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যকার দেয়াল আল্লাহ পাক যখন একটু একটু করে সরিয়ে দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন আমার স্বামীও বুঝার চেষ্টা করছিলেন যে আমি আসলে কি চাই। শুরুর দিকে ওনিও তো কিছু বুঝতে পারছিলেন না। দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে তিনিও ভাবছিলেন আমি হয়ত আর বাকী সবার মত বোরকা নিকাব পরেই বাজারে দৌড়াবো। পরপুরুষদের সাথে যোগাযোগ করবে, চাকরি করবে ইত্যাদি। পরবর্তীতে আমাদের দুজনের যখন কথা হলো তিনি এসব বলেছিলেন। যেহেতু সারাজীবন তো আমি পরিপূর্ণ দ্বীনের ধারে কাছেও ছিলাম না। আল্লাহ পাক মাফ করুন। দ্বিতীয় বার ইতিকাফে বসার সময়ে আমি আমার স্বামীকে বলেছি, এগারো মাস এবং রামাদানের ২০ দিন পর্যন্ত আমি আপনার সংসারে কোন ধরনের কোন বেতন ভাতা ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খেটেছি। আমি এই ১০ দিনের জন্য ছুটি চাই। আমি আপনার হক, আপনার সন্তানদের হক, আপনার বাবা মার হক, প্রতিবেশির হক, আমার বাবা মার হক, শ্বশুরবাড়ি, বাবার বাড়ির হক ইত্যাদি যাবতীয় হক আল্লাহর জন্যই আমি আদায় করে গিয়েছি। যাদের সাথে কোনদিন যোগাযোগ ও ছিল না আমি তাদের সাথেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যোগাযোগ করে গিয়েছি। আমাকে এই ১০ দিনের ছুটি দিতেই হবে। প্রথম ইতিকাফ থেকে পরবর্তী ইতিকাফ পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমাকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রচুর ভাল কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এসব বিষয় উল্লেখ করে দ্বিতীয় রামাদানে ওনার সাথে কথা বলতে সুবিধা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

একজন নারী কতটুকু কৌশল অবলম্বন করতে পারে কোন আমলকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চিন্তা ভাবনা করুন। এতদিন আমি কৌশল অবলম্বন করতাম, কিভাবে সম্পদের মালিক হতে হবে, বাজার থেকে সবচেয়ে উত্তম জিনিসটা আনতে হবে, ঘরটাকে কিভাবে সবচেয়ে উত্তম করে রাখতে হবে ইত্যাদি সব বিষয়ে আমি কৌশল অবলম্বন করতাম। তাহলে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, কোন আমলকে প্রতিষ্ঠার জন্য কেন কৌশল অবলম্বন করব না?

প্রথম রামাদান থেকে পরবর্তী রামাদান পর্যন্ত আল্লাহ পাক অনেক কিছু সহজ করে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামীও বিষয় গুলো একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছিলেন। আমার মেয়ে টুকটাক কিছু কাজ শিখেছিল আলহামদুলিল্লাহ। রামাদানের সময় আমাদের তেমন কোন কাজ থাকে না। ঘর পরিষ্কার করা, প্লেট ধুয়ে ফেলা, কাপড় ধোয়া থাকে সেগুলো একটু জায়গামত রাখা। এই কয়েকটা কাজ ছাড়া অতিরিক্ত কোন কাজ নেই আমাদের। আল্লাহু আকবার। বাকী সবারই কুরআন পড়া, পড়া নেয়া, নিজের পরিবারের মধ্যে উত্তম একটা পরিবেশ তৈরি করা, রুকইয়াহ চিকিৎসা চালু রাখা। পরিবারের সদস্যদের একে অপরের মধ্যে একটা রুহানি সম্পর্ক তৈরি করা। এজন্য রামাদানের সময় আমি সব জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকি। যথাসম্ভব মোবাইল থেকে দূরে থাকি। এমনকি আমি বাচ্চাদের ক্লাস গুলোতেও বসতে চাই না রামাদানের সময়। বাচ্চাদের সাথে আমার সম্পর্কটা আমি রামাদানের সময় মজবুত করতে চাই যাতে বাচ্চাদের মধ্যে আমার প্রতি সেই বিশ্বাস আসে যাতে রামাদান পরবর্তী সময় আমার জন্য সহজ হয় বাচ্চাদের নিয়ে।

১০) তৃতীয় রামাদান যখন আসলো ইতিকাফের জন্য। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আমার পরিবারের সদস্যরা থেকে শুরু করে প্রতিবেশিরা সহ তারা প্রত্যেকেই আমাকে যে কি পরিমান সহযোগিতা করেছে, আল্লাহু আকবার। আমার মেয়ের জন্য একটু কষ্ট হয়েছে সে সময়ে। ঘরে ৫ জন মানুষের জিনিসপত্র গোছানো, কম তো না। তৃতীয় ইতিকাফে আমি খুব কমই রান্নাঘরে গিয়েছি। প্রতিবেশিদের তরফ থেকে এত হাদিয়া আসতো সুবহানাল্লাহ। বাচ্চাদের বাবার মুখ থেকে আল্লাহ পাক বের করলেন যে, তোমার মা ইতিকাফে বসা থাকলে অনেক সুবিধা। তোমার মা'র অনেক দুআ কবুল হয় সেটা আমি টের পাই। আল্লাহু আকবার। আমি কি জানতাম তৃতীয় রামাদানে আমার জন্য এমন একটা সম্মানের বিষয় আসবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার মুখ থেকে ইতিকাফের বিষয় বের করার পর থেকে আমার মা, খালা, বান্ধবী, প্রতিবেশি ইত্যাদি অনেককেই আল্লাহ পাক ইতিকাফে বসার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমরা নারীরা তো ঘরেই থাকি না, এজন্য আমরা ইতিকাফে বসার তৌফিক পাইনা।

ইতিকাফ বসার কারনে আমার জন্য চুপ থাকা সহজ হয়ে গেলো। বারবার আমার মনে হচ্ছে যে, আমি একমাত্র আমার আল্লাহর জন্যই একাকী হয়েছি। স্বামীর সাথেও কোন ধরনের সালাম বিনিময় নেই। রামাদানের শেষ ১০ দিন সবকিছু বন্ধ। স্বামীকে অন্য সময় যেসব খেদমত আল্লাহ পাক করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ যেমন মাথায় তেল দিয়ে দেয়া ইত্যাদি বাকী যেসব খেদমত করা হত সেগুলো সব বন্ধ। ঘুমানোর সময়ে একই সাথে শুয়েছি

একই বিছানায় কিন্তু গায়ের সাথে কোন স্পর্শ লাগে নি। আমার যখন নামাজ বন্ধ হয়ে গেলো তখনও আমি ইতিকাফের জায়গাতেই অবস্থান করেছি। কিন্তু পরবর্তীতে ভাঙতি রোজা সহ ইতিকাফ কাযা করে নিয়েছি।

- ইতিকাফ কাযা আদায় করার নিয়ম: একদিন রোযা অবস্থায় ইতিকাফ করা। এক মাগরিব থেকে পরবর্তী দিন মাগরিব পর্যন্ত। মাত্র এক দিন ইতিকাফ কাযা করে নিতে হয়। যেমন রোজা যদি ৫ টা ভাঙতি পড়ে যায়, ৫ দিন ইতিকাফ কাযা করতে হবে না। শুধুমাত্র ১ দিন রোজা সহ ইতিকাফ কাযা করে নিলেই হবে। তবে রোজা সবগুলো কাযা আদায় অবশ্যই করতে হবে। এখানে নারীদের হায়েজ এর সময়ের কথা বলা হয়েছে।

নামাজ ছুটি থাকলেও আমি ইতিকাফের জায়গাতে অবস্থান করার কারন হলো আমি যেন দুনিয়া থেকে একটু গাফেল থাকতে পারি, আল্লাহ পাকের ধ্যানে একটু মগ্ন থাকতে পারি। ইতিকাফের সময় চুল আঁচড়ানো, সৌন্দর্য চর্চা, গোসল ইত্যাদি সবই বাদ। এই ১০ দিন সব বাদ। শুধুমাত্র আমি আর আমার আল্লাহ। এছাড়া আমি সব কিছুতেই গাফেল।

এর মধ্যে বাচ্চারা আমার কাছে এসেছে, কোলে এসে বসেছে। বাচ্চারা তো ছোট। ওরা তো বুঝে না। আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব মুখ বন্ধ রাখতে। যখন বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে আম্মু তো এই জায়গা থেকে উঠবে না, কথাবার্তা ও বলবে না। বাচ্চারা নিজের মতই খেলেছে। বাচ্চারা কাছে আসলে তো গুনাহ হবে না। রামাদানের মূল উদ্দেশ্য হলো, আমাদের যেন গুনাহ না হয়ে যায়। নিজেদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহ পাক আমাকে, আমাদের তৌফিক দিন গুনাহ মুক্ত ভাবে রামাদান পার করার। আমিন।

নারী যদি ঘরে থাকে তার জন্য ইতিকাফ সহজ হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। ইতিকাফ অবস্থায় আমি ঘরের কোন মানুষের সাথে সালাম বিনিময় করি নি। ঘরে আমার স্বামী আছেন। গত বছর আমার মা এসেছিলেন। ওনাদের কারো সাথেই আমি ইতিকাফ অবস্থায় সালাম বিনিময় করি নি। এখানে অতিরিক্ত কোন কথাবার্তার সুযোগ নেই। আমি শুধুমাত্র খাবার টা দিয়ে এসেছি। যেহেতু এখানে কাজ করার মত কেউ নেই। ইতিকাফ অবস্থায় বান্দাকে এমনভাবে ছেড়ে দিতে হবে যেন মনে হয় সেই বান্দা ঘরেই নেই। খাবারের সময় তার প্রয়োজন আছে কিনা সেটা একটু খোঁজ খবর নেয়া। ঘরে অন্য কেউ যদি ইতিকাফে বসে তার জন্য এটা করনীয়। আর আমি নিজে যদি ইতিকাফে বসি তাহলে বারবার এ বিষয় স্মরণে আনা যে আমি একমাত্র আমার আল্লাহর জন্যই একা। দুনিয়া থেকে নিজেকে ফারেগ করে নিয়েছি।

বাচ্চাগুলো ছোট ছোট, তাদের তো আর ফেলে দেয়া যায় না। তারা আসে, কোলে বসে, খেলে। ওরা একটা সময় বুঝতে পারে যে, আম্মু এই নির্দিষ্ট সময়গুলোতে এখানে সময় পার করে। সেখানে আমি ঘুমাই নি। ঘুমের জন্য বিছানায় চলে গিয়েছি। বাচ্চারাও আমার সাথে শুয়েছে। আমি কিন্তু পাশের রুমেও যাই নি। আমার রুমে কোন বাথরুমের ব্যবস্থা নেই।

রুম থেকে বের হয়ে বাথরুমে যেতে হয়। ইতিকাফ এর সময় আল্লাহ পাক সবসময় ওযু অবস্থায় থাকার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। ওযু করার জন্য, বাথরুমে যাওয়ার জন্য রুম থেকে বের হতে হয়েছে। যতটুকু সময় প্রয়োজন ঠিক ততটুকু সময়ের জন্যই। আর কোথাও কোন বাড়তি সময় না।

১১) ইতিকাফ একটা সহজ আমল। এর যে কত ফায়দা যে নারী ইতিকাফে কখনো বসে নি সে কখনো বুঝতে পারবে না। আপনার নিজের যদি সুযোগ থাকে নিজে ইতিকাফে বসুন। না হলে অন্য কারো যদি সুযোগ থাকে তাকে ইতিকাফে বসার জন্য সহযোগিতা করুন, তাকে বুঝাতে থাকুন।

ইতিকাফের সময় যেহেতু স্বামী স্ত্রী মধ্যে কোন কথাবার্তা, যোগাযোগ কোন কিছুই ছিল না। ইতিকাফের পরে যেদিন ঈদের চাঁদ উঠেছে, ওনি মাগরিব পড়ার পরে ঘরে আসলেন। আমরা সালাম বিনিময় করলাম। মনে হলো যে আজকেই আমাদের প্রথম দেখা হয়েছে। আমার চোখ কানকে আল্লাহ পাক সকল পরপুরুষ দেখা, শোনা থেকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার কথা কোন পরপুরুষ শোনে না, আমিও কোন পরপুরুষের কথা শুনি না। ইতিকাফের সময় আমি নিজেকে আমার স্বামী যিনি আমার জন্য হালাল সেটা থেকেও দূরে রেখেছি আলহামদুলিল্লাহ। ইতিকাফ পরবর্তী স্বামী স্ত্রীর কথাবার্তা, যোগাযোগ এত অদ্ভুত, এত সুন্দর। সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যে এই আমল করেছে একমাত্র সেই বুঝতে পারবে। সুবহানাল্লাহ। স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ বহুগুণে আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দেন। আল্লাহু আকবার। অন্তরে এমন একটা অনুভূতি হয়, আমরা একে অপরকে অনেকদিন পরে কাছে পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ।

ইতিকাফের সময় আমাকে রান্নাঘরে একটু যেতে হয়েছে। এতে আমার ইতিকাফ মোটেও ভেঙে যায়নি। খাবার একটু গরম করেছি। চটজলদি যা করা যায়। প্রস্তুতি কিভাবে নিয়েছি? হাসপাতালে যদি যেতে হতো বাচ্চাদের রেখেই যেতে হতো। খাবার তৈরি করে সেভাবে রেখে। আর সম্পূর্ন রামাদানেও আমার ইফতার তৈরির জন্য এত কাজ করতে হয় নি। আল্লাহ পাক কাজ গুছিয়ে রাখার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সুন্নত ইতিকাফ হলো রামাদানের শেষ ১০ দিন। নফল ইতিকাফ সারাবছর যেকোন সময় যেকোন দিন কয়েক ঘন্টা মিনিটের জন্যও করা যায়। নফল ইতিকাফ এর সময় আমি রান্নাঘরে যেতাম। খাবার খাওয়ার জন্য বাইরে যেতাম।

যারা এর আগে কখনো ইতিকাফ করেন নি, তারা এই রামাদানে নফল ইতিকাফ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। কয়েকদিনের জন্য, কয়েক ঘন্টার জন্য। বিজোড় রাত গুলোতে থাকার চেষ্টা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যই হলো সারা দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। আল্লাহ আর আমি। এই সম্পর্ক যে এত মধুর। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। ইতিকাফের সময় গুলো আপনার মনে হবে এই সময়গুলো যেন শেষ না হয়।

১২) রামাদানের প্রস্তুতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে গেলে প্রথমেই আসবে একজন নারীর ঘরে অবস্থান করা। তারপর নিজের সালাত ঠিক করা। আউয়াল ওয়াক্তে ৫ ওয়াক্ত নামাজ নিশ্চিত করা। নামাজ শুদ্ধ করতে হলে কুরআন তিলাওয়াত সহীহ থাকা প্রয়োজন। এজন্য অনলাইন বা অফলাইনে কুরআন শেখার জন্য চেষ্টা করা। নজরকে এমনভাবে হেফাজত করা যে, আমি কোন পরপুরুষ দেখি না। পুরো রামাদান এমনভাবে পার করার চেষ্টা করা। আমি জানি না কোন পুরুষ দেখতে কেমন। রামাদানে সব ধরনের এ্যাপস আনইন্সটল করে দেয়া। শুধুমাত্র আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত এর সাথে যুক্ত থাকেন কোথাও পড়া শোনাবেন তাহলে সেটা ছাড়া আর সবকিছু বন্ধ। খাওয়া, ঘুম যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করা। তারাবির নামাজ ২০ রাকাত পড়ার জন্য লক্ষ্য নির্ধারন করা। তারাবির নামাজ ২০ রাকাত শেষ হওয়ার পরে তাহাজ্জুদ এর নামাজ পড়ার জন্য লক্ষ্য নির্ধারন করা। তারাবি ২০ রাকাত পূর্ন না হওয়া পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়ব না। এমন ভাবে লক্ষ্য নির্ধারন করা।

কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। আমরা আরবি ভাষা বুঝতে পারি না। আমরা অর্থসহ যদি না পড়ি কুরআন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারব না। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রতি হরফ উচ্চারনে ১০ নেকীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য আমার, আমাদের হিদায়াত। আমাদের অন্তর প্রশান্ত করা। আমার অন্তর ভেঙে চুরে যাচ্ছে শারীরিক মানসিক আত্মিক কষ্টে, মানুষের আচরনে। এই কুরআন থেকেই তো প্রশান্তি পাবো সুবহানাল্লাহ। আমাদের প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত নূরকে প্রজ্জলিত করা এবং সেই নূরকে ছড়িয়ে দেয়া।

তাদাব্বুরের সাথে যে কুরআন তিলাওয়াত সেটার জন্য আমাকে অর্থসহ কুরআন পড়তে হয়েছে। যে আরবি ভাষা বুঝতে পারে সে শুধুমাত্র আরবিতে কুরআন পড়তে পারে। কিন্তু যার আরবি ভাষা জানা নেই, বুঝতে পারে না তার জন্য অর্থ সহ কুরআন পড়তে হবে।

১৩) আমি কখনোই তারাবির নামাজ পড়ার জন্য ঘরের বাইরে যাই নি। দ্বীনের আসার পরেও না। নারীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা তারা ঘরেই থাকতে চায় না। তারা যেকোন বাহানায় ঘরের বাইরে যেতে চায়, এখন নামাজ পড়ার বাহানা দিয়েও যেতে চায়। আমি ঘরে যেভাবে ধীর স্থিরভাবে নামাজ পড়ব, বাইরে কি পারব? ঘরে যেভাবে নামাজে, মুনাজাতে কান্না করতে পারব বাইরে কি সেটা সম্ভব? আমি কোন অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে করতে হয় এমন আমল করি নি। ঘর হলো আমার জন্য সবচেয়ে উত্তম জায়গা। আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, এর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক আমার অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। ঘরে থাকার কারনেই আল্লাহ পাক আমাকে সুস্থ শরীরের মত নিয়ামত, কুরআন শুদ্ধ করা, নামাজ ঠিক করার তৌফিক দিচ্ছেন, সময়ে বরকত দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। সময় নষ্ট করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো ডিভাইস। আমি, আমরা যদি নিজেদের ইন্দ্রীয় গুলোকে গুনাহ মুক্ত রাখার মেহনত করতে

পারি ইনশাআল্লাহ আমাদের রামাদান উত্তমভাবে আল্লাহ পাক পার করার তৌফিক দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাকে আল্লাহ পাক অন্য সময়েও রাত ৯ টার মধ্যে ঘুমানোর তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। রামাদানের সময়ও একই সময় ঘুমাতে যাই এশার নামাজের পর আলহামদুলিল্লাহ। ঘুম থেকে উঠে তারাবির নামাজ পড়ি। এশার নামাজের পরে সময় থাকলে সে সময়ে তারাবির নামাজ কিছু পড়ি। আর বাকীটা ঘুম থেকে উঠে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াক্তের আগে থেকেই নামাজের জন্য তৈরি থাকা। ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া। আল্লাহ পাক তৌফিক দিন আমাকে, আমাদের। আমার স্বামী তারাবির নামাজ পড়ে ঘরে আসার আগেই ঘরের কাজ শেষ করে, কুরআন তিলাওয়াত শেষ করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নেই। স্বামী এসে দেখেন আমি শুয়ে পড়েছি বা ঘুমাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। ঘরে পুরুষরা আসার পরে আর দেখবে না যে আমার কোন কাজ বাকী। আল্লাহু আকবার। খাবার আমি সব তৈরি করে গুছিয়ে দিয়ে ঘুমাতে চলে যাই। ওনারা নিয়ে খাবেন। এটার জন্য আমি বসে থাকতে পারব না। এশার পর যত দ্রুত ঘুমানো যায় সেটাতে বরকত তত বেশি। তখন ১ ঘন্টার ঘুম ৩ ঘন্টার ঘুমের সমান। সুবহানাল্লাহ।

১৪) নফল ইতিকাফে রান্নাঘরে যাওয়া যাবে। রান্না করে চলে আসবো। খাবার বেড়ে খাওয়াবো সেটা কিন্তু বলি নি। কিন্তু যদি এমন হয় যে বাচ্চারা অসুস্থ, স্বামী অসুস্থ, বাবা মা অসুস্থ ইত্যাদি তখন আমরা ওযরের আমল করব। সেই পরিস্থিতিতে করা যাবে। আমার স্বামীকে আল্লাহ পাক সুস্থ রেখেছেন মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এজন্য ইতিকাফের সময় আমি ওনাকে খাবার বেড়ে দেই নি। ওনি নিয়ে খেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। বাচ্চারা টানাটানি করে। সারাবছর তো আম্মুকে এখানে বসে থাকতে দেখি না, এখন কেন। চলো, আমার সাথে খেলো। বাচ্চারা কোলে আসবে, খেলবে। ওরা তো বুঝতে পারে না, ছোট। ওদেরকে আগে থেকেই বলে রাখি আমি এ সময়ে কথা বলব না, কম কথা বলব। এখানে থাকব। দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহ পাক সহজ করবেন ইনশাআল্লাহ। দুআর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক ভাগ্য পরিবর্তন করেন। সুবহানাল্লাহ।

রামাদানে নামাজ বন্ধ থাকার দিনগুলোতে শুধুমাত্র নামাজ এবং রোজা বন্ধ থাকে। এছাড়া সব আমল চলমান থাকে আলহামদুলিল্লাহ। কুরআন তিলাওয়াত করি আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ বন্ধের দিনগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কিনা এ বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন। আমার দ্বীনে ফেরার পর থেকে কোনদিন আমি কুরআন পড়া বন্ধ রাখি নি।

🔸 ধূলিমলিন উপহার রামাদান ; শায়েখ আহমাদ মূসা জিবরীল ; রামাদানে নারীরা, পৃ: ৩৯-৪৬ পর্যন্ত অংশটুকু দেখে নেয়ার অনুরোধ। বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। নামাজ রোজা বন্ধ ছিল। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত সবসময় করেছি আলহামদুলিল্লাহ।

রামাদানের সময় যদি সফর থাকে তাহলে চেষ্টা করা সেটা আগে পরে করার জন্য। আর সফরে গেলে আমি দেখি আমার সুযোগ বেশি। সুবহানাল্লাহ। গীবতের ভয়ে কথা কম বলা এসবের কারনে বেশিরভাগ কথা বলতে না আসা এগুলো ভালো বিষয়। আমি সফরে থাকলে নফল ইতিকাফে থাকি আলহামদুলিল্লাহ। ইতিকাফে থাকা অবস্থায় যদি কেউ দ্বীন শিখতে আসে, কুরআন শিখতে আসে সেটা করা যাবে। সালাম, কথাবার্তা ইত্যাদি এসব কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কুরআন শেখানো যায় ইতিকাফ অবস্থায়। আল্লাহ সহজ করুন।

১৫) অনেকে প্রশ্ন করেন নামাজে কান্না করলে নামাজ ভেঙে কিনা। কান্না ছাড়া কি নামাজ হয়, সুবহানাল্লাহ। আমি মানসিক কষ্টে থাকলে নামাজের মধ্যে এমনিতেই কান্না চলে আসে। মানুষ আমাকে বুঝতে পারছে না। সূরা কাহফ পড়লেও বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। যে বিষয়ের জ্ঞান যাকে দেয়া হয় নি সে সেই বিষয়ে সবর করবে কিভাবে। মূসা (আ:) ও খিযির (আ:) এর ঘটনা আমরা যদি সূরা কাহফ থেকে পড়ি অবশ্যই বিষয় টা বুঝতে পারব। এজন্যই তো অর্থসহ কুরআন পড়তে হবে। কুরআন অর্থসহ পড়লে অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে পারব। একটা ছোট বাচ্চা এসে যদি একটা ভালো প্লেট ফুটো করে ফেলে তাকে কি বকা দিবেন না? অথচ একটা ভাল নৌকা ফুটো করে ফেলা হচ্ছে, দেখেও চুপ থাকবেন? নৌকা ফুটো করার কারন কি ছিল? জানতে হলে সূরা কাহফ অর্থ সহ পড়বেন ইনশাআল্লাহ।

আমরা সবর করি না। আমরা সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। আমাদের রূহ অস্থির। আল্লাহু আকবার। আমি যখন প্রথম সূরা কাহফের অর্থ পড়ি আমি চিন্তা করছিলাম। নৌকা ফুটো করছে, সেটা দেখে প্রশ্ন করার পরে বলা হলো মূসা (আ:) সবর করতে পারেন নি। ভালো একটা নৌকা ফুটো করা হলো, আর কেউ কিছু বলবে না? আল্লাহ পাক বুঝে দিলেন যে আমাদের সাথে যা কিছু ঘটে সেটা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে ঘটে। আমরা সাথে সাথে সিদ্ধান্ত না নিয়ে হিকমাহ বুঝতে চেষ্টা করি না। ঘরে আপনি যে জ্ঞানী ব্যক্তি এটা তো পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পারছে না। এজন্য সবর করতে হবে। দুআ করতে হবে অনেক। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদেরও বুঝার তৌফিক দিবেন ইনশাআল্লাহ।

একটা পরিবারে যে ব্যক্তি একা, যার হিদায়াত আগে হয়েছে কিন্তু পরিবারের কারো কোন পরিবর্তন হয় নি আসলে তার নিজেরই হিদায়াত হয় নি। তার শুধু বোরকা নিকাব, দাড়ি টুপি আছে, আর নামাজ পড়া শিখেছে। আর কিছু নেই। যদি থাকত তাহলে সেটা তার পরিবার সবার আগে বুঝতে পারতো। কারন নূর এমন একটা জিনিস সবাই নূরের কাছে ছুটে আসবে আলোকিত হওয়ার জন্য। আপনি অন্ধকার ঘরে বসে থাকবেন কতক্ষণ যখন আপনি দেখবেন আমার কাছে আলো আছে। আমরা কেমন দ্বীনের দায়ী, দ্বীন শেখার জন্য মেহনত করি অথচ আমাদের ঘরগুলো একেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি সেই নূর কি জিনিস সেটা বুঝতে পারি নি। আমার মধ্যে সেই তাকওয়া এখনো নেই, সুন্নাহ পালনে আমি এখনো গাফেল। মানুষের মাঝে থাকলে করতে পারলেও একাকী থাকলে হয় না। অথচ একাকী আমলই গ্রহনযোগ্য। এই আমল আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি যাচাই করবেন। আল্লাহু আকবার।

১৬) পরিবারের কেউ যদি রোযা না রাখতে পারে করনীয় কি, ফিদিয়া কিভাবে দিতে হয় ইত্যাদি এসব নিয়ে জেনে নিবেন। তারা যদি এসব আদায় না ও করে আমাকে আপনাকে তাদের জানাতে হবে। পরিচিত অনেকেই হাসপাতালে থাকতে পারে। সে অবস্থায় কি নামাজ নেই? রোজা কখন রাখবে, না রাখতে পারলে করনীয় এসব তো আমাদের জানাতে হবে। সবাই শুধু ঔষধ খেতে বলে। নামাজ, রোজার বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না? কোন বান্দা হাসপাতালে যদি থাকে তাকে তো ইশারাতেও সালাত আদায় করার জন্য মনে করিয়ে দেয়া হয় না। অসুস্থ হলে কি নামাজ বাদ? কখনো না।

পরিবারে অনেকেই থাকতে পারেন যাদের বয়স অনেক বেশি, রাগী এবং কোন কিছু বললে কথা শুনবেন না এমন। আল্লাহ মাফ করুন। হতে পারে তিনি অসুস্থ। ডায়াবেটিস বেড়ে গিয়েছে ইত্যাদি অনেক সমস্যা। রোজা রাখতে পারছেন না। ওনাকে বলে ফিদিয়া আদায় করতে গেলে ওনি বলবেন যে আমার টা আমি বুঝবো। ফিদিয়া আদায় করার কোন দরকার নেই। এমন পরিস্থিতিতে কি আমি চুপ থাকবো? ওনাকে না বলে হলেও সেই ফিদিয়া আদায় করার ব্যবস্থা যেভাবেই হোক আমাকে আদায় করে দিতে হবে। এই নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করলাম। আবার হতে পারে কোন ঘরের মানুষ হাসপাতালে। আমি জানার পরে আমার চিন্তা হলো, তার তো নামাজ আছে। দুআ করে নিয়ে ফোন দিয়ে স্মরণ করানো। অবস্থা যেমনই থাকুক, নামাজ তো পড়তে হবে। ওজরের মাসআলা মাসায়েল আছে। সে অনুযায়ী করতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত বান্দার হুশ জ্ঞান থাকবে তাকে নামাজ পড়তে হবে।

◆ রোযার ফিদইয়া মাস'আলা: ফিদয়া হল প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন গরীবকে দুবেলা খাবার খাওয়ানো অথবা পৌনে দু কেজি গমের মূল্য সদকা করা। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৫৮৫;

মাস'আলা: যে বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির রোযা রাখার সামর্থ্য নেই এবং পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই এমন ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করবে। -সূরা বাকারা : ১৮৪

মাস'আলা: যাদের জন্য রোযার পরিবর্তে ফিদয়া দেওয়ার অনুমতি রয়েছে তারা রমাযানের শুরুতেই পুরো মাসের ফিদয়া দিয়ে দিতে পারবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭;আলবাহরুর রায়েক ২/২৮৭

মাস'আলা: উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া (অর্থাৎ দুর্বল বৃদ্ধ ও এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার ভবিষ্যতে রোযার শক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) আরো যাদের জন্যে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে, (যেমন-মুসাফির, গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্যদানকারিনী) তারা রোযা না রাখলে রোযার ফিদয়া দিবে না; বরং পরে কাযা করবে। আর ওযরের হালতে মৃত্যুবরণ করলে কাযা ও ফিদয়া কিছুই ওয়াজিব হবে না। অবশ্য ওযরের হালত শেষ হওয়ার পর, অর্থাৎ

মুসাফির মুকীম হওয়ার পর, গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া ও স্রাব বন্ধ হওয়ার পর এবং স্তন্যদানকারিনী স্তন্যদান বন্ধ করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে ওযর শেষে যে কয়দিন সময় পেয়েছে সে কয়দিনের কাযা যিম্মায় আসবে। কাযা না করলে উক্ত দিনগুলির ফিদয়া প্রদানের অসিয়ত করে যেতে হবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৩-৪২৪; কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ ১/২৫৫

মাস‘আলা: ছুটে যাওয়া রোযার কাযা সম্ভব না হলে মৃত্যুর পূর্বে ফিদয়া দেওয়ার অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি। অসিয়ত না করে গেলে ওয়ারিশরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে ফিদয়া দেয় তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন। তবে মৃতব্যক্তি অসিয়ত না করে গেলে সে ক্ষেত্রে মিরাসের ইজমালী সম্পদ থেকে ফিদয়া দেওয়া যাবে না। একান্ত দিতে চাইলে বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের অংশ থেকে দিতে পারবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪২৪-৪২৫

মাস‘আলা: এক রোযার ফিদয়া একজন মিসকীনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দিলেও ফিদয়া আদায় হয়ে যাবে। আর একাধিক ফিদয়া এক মিসকীনকে দেওয়া জায়েয। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৫৭৪; আলবাহরুর রায়েক ২/৮৭ || কিতাব: রমযানের সওগাত ||লেখক: মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব

১৭) ওযুর বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন। অন্য সময় চেষ্টা করি সবসময় ওযু অবস্থায় থাকতে আলহামদুলিল্লাহ। হায়েজ অবস্থায়ও চেষ্টা করি কারন বাচ্চারা খেয়াল করে আম্মু কখন ওযু করলো কি করলো না। বাচ্চারা বাথরুম থেকে বের হলে আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, ওযু করে এসেছে কিনা। বাচ্চারাও আমাকে খেয়াল করে। আম্মু কি শুধু আমাদেরই বলে, নিজে করে কি না। আমার এজন্য হায়েজের সময় বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় ওযু করে আসতে হয়। যখন প্রশ্ন করা হবে এমন পরিস্থিতি তখন কিছু ক্ষেত্রে হিকমাহ অবলম্বন করতে হবে। সাধারনভাবে হায়েজ অবস্থায় ওযু করার মত বিষয় থাকে না। কারন তখন তো এমনিতেই অপবিত্র হালত।

আমার দ্বীনে ফেরার পর থেকেই কুরআন তিলাওয়াত কখনো বন্ধ নেই। আমি যখন আমার উস্তাযার কাছে পড়তাম আমার নামাজ বন্ধ থাকলেও তিনি বলতেন কুরআন পড়তে। নামাজ বন্ধ থাকাকালীন ও কোন ছুটি নেই। নামাজ বন্ধ থাকলে এমনিতেই তো শয়তানের কুমন্ত্রণা বেড়ে যায়। নারীদের শরীর খারাপ থাকাকালীন সময়ে নামাজ, রোজা বন্ধ থাকলেও কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ নেই। সারাজীবন সবাই কুরআন বন্ধ রাখার আমল করেই এসেছি। আমাদের মধ্যে কি তাকওয়া ছিল বা এখনো কি আছে? চিন্তা ভাবনা করি। হায়েজ অবস্থায় আমি কখনোই রুকইয়াহ করা, কুরআন তিলাওয়াত বাদ দেই নি। সাধারণ অবস্থায় যেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করি, হায়েজের সময় সেভাবেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। ধূলিমলিন উপহার রামাদান বই থেকে নারীদের কুরআন তিলাওয়াত করার বিষয়ে কিছু অংশ উল্লেখ করা দেয়া হয়েছে। বাকী অংশ বই থেকে পড়ে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

◆ ঋতুবতী নারী কি কুরআন স্পর্শ করে পড়তে পারে?

হায়েজ সকল নারীর জীবনে ঘটে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগেও তা ছিল, এমনকি এর আগেও ছিল। তখন অনেক মুসলিম মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন, যাঁরা আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের এবং তাঁদের নিজেদের জীবনের সকল বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার কি মনে হয়, ঋতুবতী নারীর কুরআন তিলাওয়াত সত্যিই হারাম হয়ে থাকলে একে হারাম সাব্যস্তকারী অন্তত একটিও সর্বজনসম্মত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস থাকত না? অনেক অনির্ভরযোগ্য হাদিস আছে, কিন্তু একটা প্রমাণ অনেকেই ব্যবহার করে, তা হলো কুরআনের একটি আয়াত। আল্লাহ বলেন, "এমন এক কিতাব যা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না।" (সূরাহ আল ওয়াকিয়াহ: আয়াত ৭৯)

ইবনু আব্বাস (রা:) বলেন, এটি হলো আসমানে তথা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত কিতাব। এখানে কুরআনের কথাও বলা হচ্ছে না। এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হচ্ছে এবং লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত ফলকগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। আমাদেরকে কিংবা আমার কাছে থাকা কুরআনকে বোঝানো হচ্ছে না। আরবিতে মুত্বাহহার (مطهر) শব্দটি সাধারণ 'পবিত্র' বোঝাতে ব্যবহার করা হয় না, বরং 'সন্দেহাতীতভাবে ভুলের ঊর্ধ্বে' বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। আপনার-আমার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা হবে না। যদিও আমরা ওযু করার সময় 'পবিত্র' বোঝাতে কাছাকাছি শব্দ 'মুতাত্বাহহির' (متطهر) ব্যবহার করি, মুত্বাহহার নয়। মুত্বাহহার ব্যবহার করা হয় তাঁদের জন্য যারা কখনো ভুল করেন না, যেমন-ফেরেশতাগণ।

◆ আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিদায় হজ্জের সময় আমরা কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা যখন সার্ফ নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন আমার হায়েয (মাসিক রক্তস্রাব) শুরু হয়ে গেল। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করে দেখলেন যে, আমি কাঁদছি। আমার কান্না দেখে তিনি বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? হায়েয দেখা দিয়েছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা বনী আদমের সকল মেয়ের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং হাজীগণ যা করে তুমিও তা কর। তবে কাবা ঘরের তাওয়াফ থেকে বিরত থাকবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ সে হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছেন। (মুখতাসার সহীহ আল বুখারী) আলোকিত প্রকাশনী নাম্বারঃ ২০১, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৯৪

যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইশাকে (রা) বললেন, নারীরা যা করে তা-ই করতে, কেবল তাওয়াফ ও সালাত ছাড়া। হজ্বের সময় মানুষ কুরআন পড়ে এবং স্পর্শ করে। এবং তারা এটা প্রতিদিনই করে থাকে। হজ্বে তো অবশ্যই আরও বেশি করে থাকে। তো রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইশা (রা:) কে কেন কুরআন স্পর্শ করতে ও পড়তে নিষেধ করলেন না?

আল-হাকিম, আহমাদ, মালিক ও অন্যান্য বর্ণনায় একটি বিশুদ্ধ হাদিস আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।" এখানে ত্বাহির শব্দটি দ্বারা "কুফর থেকে পবিত্র" এমনও বোঝানো হতে পারে। "ওযুর মাধ্যমে পবিত্র" বোঝানো না-ও হতে পারে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই মুশরিক মাত্রই অপবিত্র।" (সূরাহ আত-তাওবাহ: আয়াত ২৮)

এ থেকে বোঝা যায়, মুমিনরা পবিত্র। কাজেই ত্বাহির শব্দ দ্বারা ইসলামের পবিত্রতা বোঝানো হতে পারে। অন্য একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।" সুতরাং এটি কুফরের বিরুদ্ধে ইসলামের পবিত্রতা হতে পারে। হাদিসটি ছিল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে আমর ইবনু হিজামের প্রতি লেখা একটি চিঠিতে। তখন আমর ইবনু হিজাম থাকতেন নাজরানে, খ্রিস্টানদের সাথে। কাজেই এটা হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন যেন তিনি কাফিরদেরকে কুরআনের পৃষ্ঠা স্পর্শ করতে না দেন। সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করে এমন কোনো স্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস নেই। আর যেসব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, তাদের অন্য অর্থও আছে।

১৮) জানা বিষয়ের উপর আমল করলে অজানা বিষয়ের জ্ঞান স্বয়ং আল্লাহ পাক দান করেন। আমরা তর্ক বির্তক, মারামারি হানাহানি করি দ্বীনি গ্রুপ আর বেদ্বীনি গ্রুপ নিয়ে। তাকওয়া কোথায়? তাকওয়ার শিক্ষা অর্জন করা কি মূল বিষয় না? আমরা জানা বিষয়ের আমল করি না, যেগুলো ইখতিলাফের বিষয় সেগুলো নিয়ে তর্ক করে দিন পার করে দেই। এসব অভ্যাস থেকে আমরা সময় থাকতেই বের হয়ে আসি। হায়েজের বিষয় মাসে কয়েকদিন। কিন্তু আর বাকী দিন গুলো? কেমন আমল করা হয়? ঘরে থাকা হয়? নজরের হেফাজত করা হয়? নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা হয়? আমরা কুরআন বন্ধ রাখতে রাখতেই তাকওয়া থেকেই দূরে সরে গিয়েছি। আমরা নারীরা তাকওয়া বিবর্জিত জীবন যাপন করি এজন্য আমাদের পুরুষদের এত করুন দশা। আল্লাহ পাক মাফ করুন আমাদের।

নারীরা বোরকা নিকাব পরে পরে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসায় যাচ্ছে আর বড় বড় ডিগ্রিই শুধু নিচ্ছে। কিন্তু তাকওয়ার জ্ঞান কোথায়? আমি একই দিকে হাঁটতে চাই না। আমি হতে চাই তাকওয়ার শিক্ষার্থী। আমি হতে চাই তাকওয়াবান বান্দাদের দলভুক্ত। আমি হতে চাই অগ্রগামীদের দলভুক্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত। এবং সেই জান্নাতের স্বাদ আপনি একটু হলেও দুনিয়াতেই পেয়ে যাবেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ক্রটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২৩: আল্লাহর প্রতি ভয় অন্য সব ভয়কে দূর করে দেয়

১) আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন যে আমার পথে টিকে থাকার জন্য চেষ্টা করবে আমি তার জন্য আমার পথে চলা সহজ করে দিবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েই সম্মানিত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের দেয়া নিয়ামত, রহমতের বর্ষন এক জুমাবার থেকে আরেক জুমাবারে বেড়ে যাবে, এক রামাদান থেকে আরেক রামাদানে বেড়ে যাবে। মাঝে কিছু ঈমানের পরীক্ষা থাকতে পারে। এজন্য মন খারাপ করা যাবে না। আল্লাহ পাক আমাকে যখন কোন পরীক্ষায় ফেলেন তখন আমি চিন্তা করি আল্লাহ পাক আপনাকে কেন এই পরীক্ষায় ফেললেন। আমার তওবা ইস্তিগফার বাড়াতে, আমল বাড়াতে বা কোন কাজকে সংশোধন করতে। আমার কি করনীয় আমাকে সে দিকে ধাবিত করুন, আমার জন্য সহজ করুন। আমি এভাবে দুআ করি। অসুস্থতার নিয়ামতে থাকলে তওবা ইস্তিগফার এর সুযোগ হয়। কোন বিপদে ধৈর্য্য ধারন করার বিষয় চলে আসে। সুবহানাল্লাহ। যখনই আপনি আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলবেন, আল্লাহর দিকে সবকিছু নিবেন তখনই অন্তরে দৃঢ়তা আসবে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, আমিই হাসাই আমিই কাঁদাই। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা।

আগে আমি বুঝতে পারতাম না সবর কিভাবে করব। যখনই আল্লাহ পাকের দিকে বিষয় গুলো যুক্ত করতে শুরু করলাম যে আমার আল্লাহ পাক আমাকে কাঁদাচ্ছেন তিনিই উত্তম ভাবে হাসাবেন। তখনই সবর করার তৌফিক অনেক বেড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর প্রতি সুধারনা বেড়ে যায় যে আল্লাহ আমাকে উত্তম কোন পরিনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম পরিনতি কি? আমাদের সবার অন্তরের একটা খায়েশ শহীদী মৃত্যু। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, তোমরা শহীদদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। তাদেরকে উত্তম রিযিক দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। "যারা আল্লাহর রাস্তায় নি'হত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারো না।" — সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৫৪

এমন মৃত্যু যা দেখে সবাই বলবে যে এমন একটা উত্তম মৃত্যুর কথা আসলেই চিন্তা করা যায় না সুবহানাল্লাহ। শহীদরা মৃত না। বরং তারাই জীবিত। আল্লাহু আকবার। তার কথা, কাজ, আমল তাকে দুনিয়াতেও জীবিত রাখবে, আখিরাতেও জীবিত রাখবে। এমন একটা জীবন আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিবো ইনশাআল্লাহ। ইয়া রব! আপনি আমাদেরকে এমন মৃত্যু নসীব করুন। আমাদের চলার পথ সহজ করে দিন। আমিন।

২) যারা একদম শুরু থেকে সবগুলো পর্ব পড়ে এসেছেন তারা বিষয় গুলো বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ যে আমি কোন বিষয় নিয়ে কথা বলি, কি বুঝাতে চাই ইত্যাদি। হঠাৎ করে এসেই যদি কোন বিষয় নিয়ে জানতে পারেন এবং সেটা নিয়ে মন্তব্য করে বসেন তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যেমন অনেকেই হয়ত বিষয়টা মেনে নিতে পারছেন না যারা নতুন জানতে পেরেছেন যে আমি নামাজ বন্ধের সময়ও কুরআন হাতে নিয়ে পড়ি। আগের পর্বগুলোতে এ

বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। আমার একজন উস্তাযা আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন। উস্তাযার পরামর্শ অনুযায়ী দ্বীনে ফেরার শুরু থেকেই আল্লাহ পাক আমাকে সর্ব অবস্থায় হাতে কুরআন ধরেই পড়ার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। ধূলিমলিন উপহার রামাদান বইয়ের ৪০-৪৬ নাম্বার পৃ: "রামাদানে নারীরা" এই সম্পূর্ন টপিক পড়ে নেয়ার অনুরোধ। আরো স্পষ্ট ভাবে বিষয় টা বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। দ্বীনের প্রতিটা বিষয় আমার, আমাদের তাকওয়াকে বাড়ানোর জন্য এসেছে। আমরা যেন কোন বিষয় নিয়ে অযাচিত প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে ফিতনা তৈরি না করি। এ বিষয়ে সচেতন হই। কথাগুলো কেন বলা হচ্ছে, কি বলা হচ্ছে এগুলো নিয়ে যেন গভীর থেকে চিন্তা করি।

আল্লাহ পাক বলেছেন, সেই আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা যার গভীরের জ্ঞান আছে। যার হিদায়াত আছে সে কিন্তু না। যে গভীরের চিন্তা করতে জানে সে। গভীরের চিন্তা করার ক্ষমতা আল্লাহ পাক তাকেই দেন যার মধ্যে তাকওয়া আছে। যাকে দেখলে মনে হবে জীবন্ত কুরআন। যাকে দেখলে মনে হবে সে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহগুলো হুবহু মেনে চলার জন্য মেহনত করে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার। কোনটাকে সে ছোট বড় মনে করে না। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমিন।

৩) আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ভয়। ভয় আমাদের জীবনে কখন কোন রুপে কিভাবে আসে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন শুধুমাত্র আমাকে ভয় করো, ভয় করার মত ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে কি হবে? আমার উদ্বিগ্নতাকে আল্লাহ পাক নিরাপত্তায় রুপান্তরিত করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এ বিষয়ে একটা চমৎকার দুআ আছে হিসনুল মুসলিম বই ও এ্যাপে।

- দুআটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ، وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ، وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَينِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَّمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে রুপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্বের অসিলায় আশ্রয় চাই আমার নীচ থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে।

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খিরাতি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল-‘আ-ফিয়াতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহ্‌লী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও‘আ-তি। আল্লা-হুম্মাহফাযনী মিম্বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া শিমা-লী ওয়া মিন ফাওকী। ওয়া আ‘ঊযু বি‘আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহ্‌তী। (আবূ দাউদ, নং ৫০৭৪; ইবন মাজাহ্‌, নং ৩৮৭১ আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ্‌ ২/৩৩২)

৪) আমাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভয় ছিল? শুরু থেকেই আমাদের অন্তরে বিভিন্ন ভাবে মানুষের ভয় প্রবেশ করানো হয়েছে। রোগ বালাই আসলে ভয়, আঘাত পেলে ভয়, পরীক্ষার ভয়, পড়াশোনার ভয়, রেজাল্টের ভয়, বিয়ের ভয়, শ্বশুর বাড়ির ভয়, কে আমাকে নিয়ে কি বলল ইত্যাদি এসব নিয়ে ভয়। সারাক্ষণই অন্তরে কোন না কোন বিষয় নিয়ে ভয় আসতেই থাকে। এই ভয়টা হলো ঈমানের পরীক্ষা। আমার অন্তরে যে বিষয় নিয়ে ভয় আসবে আমি সাথে সাথে আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করব। দুআ করলেই এটা রহমতে পূর্ন হয়ে যাবে, এটা নিয়ে অন্তরে পেরেশানি আসবে না।

আগে এমন হতো কে কি বলছে, আমাকে নিয়ে কিছু বলছে কিনা একটু শুনতে ইচ্ছে হতো। কারন আমি আল্লাহকে তখনও ভয় করা শিখি নি। আমি অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দুআ করা শিখি নি এজন্য এ ভয়গুলো আসে। আমি অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য গীবত করা শিখেছি এজন্য আমার অনুপস্থিতিতে মানুষ আমার দোষ ধরে, গীবত করে। আমার কাজকর্ম আমার দিকেই ফিরে আসছে। আমার করনীয় হলো নিজেকে শুধরানো। আমার অন্তরে যেন কোনকিছু নিয়ে ভয় না আসে। অন্তরে ভয় আসা মাত্রই দুআ করা শুরু করব। পরিবারে কারো আচরনগত সমস্যা নিয়ে ভয় হচ্ছে, আল্লাহ পাকের কোন সৃষ্টির অনিষ্ট নিয়ে ভয় হচ্ছে, সে ভয় দূর করতে সাথে সাথে দুআতে লেগে যাওয়া। ভয়ের কারনে আপনি মানসিক ভাবে দুর্বল হতে হতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যাবেন। এগুলো কেন হয়? কারন আপনি দুনিয়াকে ভয় করেন। আল্লাহকে ভয় করা শিখেন নি।

৫) রামাদানে আমার এক প্রতিবেশির বাসায় ৭/৮ কেজি মাছ পাঠানো হয়। আমার স্বামীকে বলেছিলাম এই পরিবারের সদস্যরা এই মাছটা পছন্দ করেন, তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাদিয়াস্বরূপ পৌঁছে দিন। তিনি নিয়ে গেলেন। তারা মাছ টা দেখেই মন্তব্য করে বসলেন, এই মাছে এলার্জি এটা সেটা, তারা এ মাছ খায় না। আমার স্বামী আর ফেরত নিয়ে আসেন নি। তারা যে মন্তব্য করে বসলো, এটা কি শুধু মাছ পাঠানো পর্যন্তই ছিল? আমি এ জন্য ২ রাকাত নামাজ পড়েছি, দুআ করেছি। আমি জানতাম তারা এটা পছন্দ করেন। এজন্যই পাঠানো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, আল্লাহ আপনি এটা আমার তরফ থেকে কবুল করে নিন। এটা যাদের ঘরে যাবে তাদের হিদায়াত দিন। এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহ আপনি আমাদের নিজেদের, পরিবার পরিজন ইত্যাদি সবার বিপদ আপদ কাটিয়ে দিন। অনেক দুআ করে তারপর আল্লাহ পাক পাঠানোর তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সেই জিনিস নিয়ে এমন মন্তব্য করা হলে কেমন লাগতে পারে।

আমি তাদের এ মন্তব্যের জন্য কষ্টও পাইনি। আমি আমার আল্লাহর দিকে তাকিয়ে কাজটা করেছি। আপনি যখন দুআ করে কাজ করবেন তখন আপনার সেই ভয়টা আর লাগবে না। ভয়ের কারনে আপনার অন্তরটা দুর্বল হয়ে যাবে। এর কারনে আপনার অনেক শারীরিক মানসিক আত্নিক কষ্ট বেড়ে যাবে। "জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে মাংসের টুকরোটি হল কলব।"- সহীহ বুখারী

আমাদের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুর প্রতি যে ভয়, ভয়ে বুক ধড়ফড় করা এসব দূর করতে হবে। ভয় আসবে, দুআ করব। দুআর কারনে সেটা চলে যাবে। তওবা ইস্তিগফার এর মাধ্যমে আপনি সুস্থতা অনুভব করবেন। আপনি নিজেকে উম্মাহর একজন আত্নবিশ্বাসী নারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। যদি এটা না করতে পারেন তাহলে অন্তরে একটা বিষয় নিয়ে খুঁতখুঁত চলতেই থাকবে। একটার সাথে আরো অনেকগুলো বিষয় চলে আসবে। একসময় দেখবেন আপনি মুখ খুলে ফেলেছেন।

৬) আমি যদি ফোন করে বলতাম, ভাবী আপনি না বললেন আপনি এটা পছন্দ করেন। আপনার কথা শুনেই তো কিনলাম এখন আপনি এসব বলেছেন। তাহলে বিষয় টা কেমন হত। কোথায় কিভাবে সবর করব। এই যে ঈমানের পরীক্ষা চলে এলো। আমি সবর করেছি। কিছুই বলি নি। সেদিনের সে মন্তব্যের কারনে আমার স্বামী খুবই মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। আমি বলেছি, আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করবেন। আপনি সবর করেন।

পরে সেই বাসা থেকে ফোন দিয়ে জানানো হলো, ভাবী মাছটা এত সুস্বাদু ছিল, রামাদানে যে আমাদের কি উপকার হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। অথচ তখন হুট করেই মন্তব্য করে দিলেন তিনি। আমরা প্রত্যেকেই এমন। যাই আমার সামনে ঘটে হুট করে একটা মন্তব্য করে দেই। একবারও এটা চিন্তা করি না যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক, আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। সবর করি। এটা হতে পারে বাবা,স্বামীর,ছেলের আনা বাজার। হতে পারে সেটা খারাপ, পঁচা বা দুর্গন্ধযুক্ত। কিন্তু আমরা মুখের উপর মন্তব্য করব না। দুআ পড়ে ফু দিবো সেটাতে। পুরুষরা জিততে পছন্দ করে। তারা হারতে পছন্দ করে না।

আপনিও জিততে পছন্দ করেন। জিতবেন কিভাবে? অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দুআ করবেন। অন্তর থেকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার ভয় দূর করে দিন। আত্নবিশ্বাসী থাকুন। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে কাজটা করেছি। এজন্য আমার দিকে কোন তীর ছোড়া হতেই পারে না। আপনি যদি অনলাইন বা অফলাইনে কারো বিরুদ্ধে কথা বলে অভ্যস্ত থাকেন তাহলে এটা আপনার বিরুদ্ধে যাবেই। আপনি যদি ভালো করেন সেটাও আপনার বিরুদ্ধে যাবে।

এজন্য মন্তব্য করতে খুবই সাবধান। আমার কথা ও কাজগুলো যেন আমার দিকেই ফিরে না আসে।

আমাকে যখন কেউ অপমান করে আমার বুক ধড়ফড় করে। আমি অস্বস্তি বোধ করি। সেই বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেই থাকি। ঘুম হারাম করতেই থাকি। আল্লাহু আকবার। এখন এই কাজটা আপনাকে নিয়ে মানুষ করবে। আপনি যাদেরকে পছন্দ করেন না, দুআ বিনিময়ে তার ঘুম হারাম হবে। তারা চিন্তা করবে যে, সে কিভাবে এত উত্তম হয়ে গেলো, সে তো আমার জন্য অনেক দুআ করে। আপনার প্রতি সুধারনার মাধ্যমে তার ঘুম হারাম হবে। কিন্তু এতদিন কি হয়েছে? আমি ঘুম হারাম করে ফেলেছি। আল্লাহ আমার শাশুড়ী কিভাবে পারলো এটা বলতে, আমার ননদ কিভাবে পারলো এটা করতে, আমার বান্ধবী কেন করলো ইত্যাদি। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে যে দুনিয়ার সবাই আমার শত্রু। কেউ আমার ভাল চায়না।

এসব কারনে দিনে দিনে আমার অন্তর দুর্বল হয়ে গিয়েছে। মনের কষ্টে আমাদের অন্তরের এত খারাপ অবস্থা হয় যে একটা সময় কান্নাও আর করতে পারি না। কত কান্না করব আর। আপনি আল্লাহকে ভয় করে চলার চেষ্টা শুরু করেছেন তার মানে আপনি নিজেকে সম্মান করা শিখেছেন। আপনার রুহ এত বেশি দৃঢ়তা পাবে, শক্তি সামর্থ্যে চিন্তায় কথায় সবদিকে নূর প্রজ্বলিত হবে। আল্লাহর প্রতি ভয় মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিনত করে। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভয় মানুষকে রোগাক্রান্ত করতে থাকে।

৭) আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভয় মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়ায়। সকল মুসিবতের সূত্রপাত হয় দুশ্চিন্তা থেকে। কলব অসুস্থ হলে পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। এখন যখন কোন সমস্যা আসে আমি দুআ করা শিখে ফেলেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার আল্লাহর প্রতি এই সুধারনা যে আমার দুআ কবুল হবেই। আর যখন দেখব যে আমার দুআ কবুল হয়না, যেমন: বাবার জন্য দুআ করে যাচ্ছি কিন্তু কোন পরিবর্তন বুঝতে পারছি না। আল্লাহ, আমি তো আমার বাবার জন্য নেক সন্তান। আমি তো আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া, পরপুরুষ থেকে নিজেকে হেফাজত করা, পর্দায় থাকা, ঘরে থাকার মেহনত করে যাচ্ছি আমার দুআ কেন কবুল হয়না আমার বাবার জন্য। আল্লাহ আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিন। আমি দুআ করতে থাকবো। আমি দুআ করা শিখে ফেলেছি আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ার ভয়কে আমি জয় করা শিখে ফেলেছি আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ার কোন কিছুর ভয় আমার লাগে না।

পরিবারের কারো আচরনগত সমস্যা বুঝতে পারলে আমরা ফালাক নাস পড়ব। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবো। সেটা না করে আমরা ঝাড়ি দিয়ে বসি। বদনজরের কারনে এমন হতে পারে। কোন ভাল বিষয় হয়ত চারদিকে জানাজানি হয়ে গিয়েছে। নারীদের নামাজ বন্ধের সময়, গর্ভকালীন সময়ে, বিয়ের সময় অনেক আচরনগত পরিবর্তন হয়। অনেক বেশি ভয় লাগে। কোন জায়গায় পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে যে বিয়ে এখানেই মনে হয় হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো রাজি না। আমরা ভুলে যাই, ফয়সালা তো একমাত্র আল্লাহর হাতে।

আল্লাহকে যদি ভয় করা শিখে ফেলেন, ঈমান যদি শিখে ফেলেন আল্লাহ পাক এমন কোন ঘটনা ঘটাবেন যার মাধ্যমে আপনার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। আল্লাহ যে আপনার ডাক শুনেন, আপনার দুআ কবুল করেন এটাই তো সবচেয়ে বড় নিদর্শন যে আপনি হকের পথে আছেন। এই হক কখনো লুকায়িত থাকবে না। এক সময় জানাজানি হয়েছে ও বোরকা পরে, হাত মোজা পা মোজা পরে। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ে, বাসায় থাকার মেহনত করে। এখন জানাজানি হয়েছে যে ওর দুআ কবুল হয়, ওর কাছ থেকে কোন পরামর্শ চাইতে গেলে অনেক উপকার হয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

৮) এসব কে করেন? আমি কি করি? কোনদিন না। না হিদায়াত আমার হাতে। না তৌফিক আমার হাতে। না নিজেকে শুধরানোর মেহনত আমার হাতে। আমার হাতে একটা বিষয় যে আমি নিজের ভুল ধরতে পারি কিনা। মানুষ দ্বীনের পথে আসে কিন্তু নিজের ভুল কোথায় সেটা ধরতে পারে না। সে নূর তার কাছ থেকে আশা করা হয় সেটা তার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সে দ্বীনের পথে টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহ পাক আমাদের যেন সেই নূরের মধ্যে রাখেন। আমাদের মধ্যে যেন আল্লাহর দেয়া ভয় আসে। যদি দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি ভয় চলে আসে তাহলে দুআ করে নেয়া। দুআ করতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে সাথে সাথে দুআ করে নেয়া। দুআ করার মাধ্যমে আল্লাহ পাক দেখবেন যে বান্দা আমার মুখাপেক্ষী। আমি আপনারই ইবাদত করি, আপনার কাছেই সাহায্য চাই। আপনিই আমাকে সম্মানিত করুন আল্লাহ। আপনি আমার বিষয় গুলো উত্তম ভাবে ফয়সালা করে দিন।

আপনি একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে যেতে পারেন তাহলে দেখবেন আগে যেসব বিষয় নিয়ে রাত জেগে কান্না করতেন, ভয় পেতেন সেসব কোন বিষয় নিয়ে আপনার ভয় লাগবে না। যদি দেখেন পরিবারের কেউ হক কথা বলছে না, এজন্য মন খারাপ করবেন না। কারন আপনি তো তার জন্য দুআই করেন। সে যদি মন্তব্য করে বসে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তো কখনো তাকে বদদুআ করি নি। আমি তো তাকে ক্ষমাও করে দিয়েছি। সে আমার সাথে যে আচরন করেছে তার জন্য সাথে সাথে ক্ষমা করে দিয়েছি। আল্লাহ পাক তো বলেছেন, তোমার কি ক্ষমার দরকার নেই? আমি তো আল্লাহর ক্ষমাই চাই। আল্লাহ পাক বলেছেন তোমরা ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চলো, একে অপরকে সাহায্য করো।

🔸 "তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা আল ইমরান: ১৩৩)

আমার আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমা লাগবে। আমার অন্য বান্দাকে ক্ষমা করতে হবে। কখন এসব কাজ সহজ? যখন আপনি বিষয় গুলো সহজে সংক্ষিপ্ত আকারে বুঝতে পারবেন, সে অনুযায়ী মেনে চলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তখন সহজ।

সারাজীবন ধরে মানুষকে ভয় করে, কোন পরিস্থিতিকে ভয় করে কত বোকামীই না করেছি আমরা। বিয়ের বিষয়, ডেলিভারির বিষয়, সিজার না নরমাল ইত্যাদি কত ধরনের ভয় কাজ করে আমাদের। হাসপাতালে গেলে তাদের সামনে বুঝি উন্মুক্ত হয়ে গেলাম ইত্যাদি কত চিন্তা। আমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলতে পারি, আল্লাহ আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিবেন। আল্লাহ পাক কি করতে বলেছেন, কি করতে নিষেধ করেছেন এসব জানা এবং সে অনুযায়ী মেনে চলতে চলতে দেখবেন অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় গেঁথে যাবে। দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি ভয় আমাদের আর প্রভাবিত করবে না। আল্লাহ পাক আমাদের উত্তম ভাবে কবুল করুন। যে বিষয়গুলো আমাদের শিখার তৌফিক দিচ্ছেন সেগুলো উত্তম ভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন। আগে আমাকে টিকে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

৯) রামাদানের আমল কবুল হয়েছে কিনা সেটা বুঝতে পারার একটা উপায় আছে। রামাদান শেষ করার পরও আপনি আগের মত গা ভাসাতে পারবেন না। রামাদান শেষ আমি আমার মত করে চলি, আপনি এভাবে গা ছাড়া ভাব নিয়ে চলতে পারবেন না। আপনার তাহাজ্জুদ ছুটবে না, আপনার নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে হবে। আপনার আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। নিজের আমলে আখলাকে বিষয়ে পরিবর্তন আসবে। এখন আরো কিভাবে নিজের রুটিন গুছানো যায়, পরবর্তী রামাদানের আগে নিজেকে কিভাবে আরো উন্নত করা যায় সেই ফিকির আসবে।

আমাদেরকে মেহনত করতে হবে নিজের সালাতকে ঠিক রাখার। সালাত ঠিক করতে হলে নজর হেফাজত করতে হবে। আমি কোন পরপুরুষ দেখি না, এটা আমাকে আত্মবিশ্বাস এর সাথে বলতে পারতে হবে। আমল না করলে কখনোই বলা সম্ভব না। যে এভাবে চলতে পারবে তার নামাজ সুন্দর হবে। নামাজ সুন্দর হলে আল্লাহ পাক তার দুনিয়া ও আখিরাত গুছিয়ে দিবেন। রামাদান শেষ হয়ে গেলেও রামাদান পরবর্তী একটা রেশ রয়ে যাবে। নামাজ, কুরআনের দিকে অন্তর ঝুঁকে থাকবে। ব্যস্ততা থাকলেও অন্তরটা সেদিকেই পড়ে থাকবে। এগুলোই হলো রামাদানের আমল কবুল হয়েছে কিনা তার নিদর্শন। আর যার মধ্যে এমন চিন্তা আসবে যে রামাদানে এতদিন অনেক নামাজ কালাম হয়েছে এবার একটু আরাম করি। তার জন্য বিপদ। এমন হয়ে থাকলে সতর্ক হয়ে যাই আমরা। আল্লাহ পাক মাফ করুন আমাদের। আল্লাহ পাক আমাদের এমন দিন যেন না দেখতে হয়। রামাদানের পরও আমরা যেন রামাদানের মত করেই দিনগুলো কাটাতে পারি। যিনি রামাদানের রব, তিনি রামাদান পরবর্তী দিনগুলোরও রব। আমরা যেন এটা ভুলে না যাই।

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে অনেক উত্তম ভাবে রামাদান পার করার তৌফিক দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমি কোন পর পুরুষের আওয়াজ শুনি নি, দেখি নি, কোন পর পুরুষ আমার গলার আওয়াজ শোনে নি, দেখে নি। এরচেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে। এই আমল করা এই জামানায় অসম্ভব। এত কঠিন আমল আল্লাহ পাক আমাকে করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমার

অন্য সব আমল কবুল করে নিবেন। আমি প্রত্যেকের জন্যই দুআ করেছি আম ভাবে হোক, খাস ভাবে যে যেভাবে দুআ চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

১০) আমাদের দুআ কবুল হতে হবে। নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সাথে কারো পরিচয় হলে যেন এটা চিন্তা করে যে এমন প্রজ্ঞাবান মানুষ খুব কমই দেখেছি। আমাদের নিজেদেরকে এমনভাবেই গড়ে তুলতে হবে। আত্নীয়দের হক আদায় নিয়ে সতর্ক হই। যাদের সাথে সম্পর্ক তেমন ভালো না তাদের সাথেই প্রথমে যোগাযোগ করব। খোঁজ খবর নিবো। ফোন নিয়ে অন্তত সালাম দেয়া। আমার নিজের, আমার মা বাবার অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন। কে কোথায় জাদু টোনা কুফুরি করেছে ইত্যাদি সবকিছু ভুলে গিয়ে, মাফ করে দিয়েছি। এভাবেই আমি আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সময় মনে হতে পারে দোষ তাদেরই ছিল। তারপরও আপনি নিজের তরফ থেকে নত হয়ে যান আল্লাহর জন্যই। যোগাযোগ করুন। দুনিয়ায় থাকতে আপনি সব মেনে নিন। সবার দোষ গুলো নিজে মাথা পেতে নিন। সম্পর্ক জোড়া লাগাতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ পাক আপনাকে অবশ্যই এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিবেন। কিয়ামতের মাঠে যেন একজন বান্দাও আপনার বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে। এটা যেন বলতে না পারে যে আল্লাহ সে আমার হক আদায় করে নি। আমার কাছে ক্ষমা চায় নি। সেই কথা চিন্তা করে আমি এখনই মাথা নিচু করে রাখি। আপনিও নত হয়ে যান।

আমি যতক্ষণ জীবিত আছি আমার মা বাবার দোষ, পরিবার পরিজন, পরিচিতদের ইত্যাদি সব দোষ আমার ঘাড়ে। তারপরও আপনি আমাকে মাফ করে দিন। ফোন রিসিভ করুন। এমন হয়েছে যে ফোনও কেউ ধরে না। আমার তো বিয়ের পরে দেশের বাইরে চলে আসতে হয়েছিল এজন্য সেই দুরত্ব আরো বেশি ছিল। আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম, আপনি আমার জন্য উপায় উপকরণ সহজ করে দিন আমি যেন প্রতিটা আত্নীয়ের কাছে পৌঁছাতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আত্নীয়ের হক আদায় আল্লাহ পাক এর নিজ জিম্মায় সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

১১) আত্নীয় স্বজন এর সাথে যোগাযোগ করতে গেলে অনেকে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলে। যার বিয়ে হয় নি তাকে বিয়ে নিয়ে কথা বলবে, যার বাচ্চা হয় নি বা বাচ্চা থাকলেও আরো কেন হচ্ছে না সে বিষয়ে কথা বলবে ইত্যাদি কথা চলতেই থাকে। এসব আপনি পছন্দ করেন না। আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন। আল্লাহ তারা যেন আমাকে এ বিষয়ে কথা বলে কষ্ট না দেয়। রব্বি যিদনী ইলমা, রব্বিশ রাহলি.... দুআ করে তারপর ফোন দিবেন। আল্লাহ আমি যেসব বিষয় চাইনা যে তারা আমাকে প্রশ্ন করুক, কথা বলুক সেসব বিষয় তারা যেন না বলে। আপনি নিয়ন্ত্রণ করে দিন এসব অবাঞ্ছিত বিষয়।

ফোন দিলেই প্রশ্ন করে বসে, বিয়ে কবে, বিয়ে করছো না কেন। বিয়ে হয়েছে বাচ্চা নিচ্ছো না কেন। স্বামী বিদেশ থাকে এখনো নিচ্ছে না কেন। মানুষের স্বভাব হলো যার যেটা সমস্যা তাকে সেটা নিয়ে খোঁচা দিতে থাকা। আমরা যেন এটা না করি অন্যদের সাথে। আমার অন্তর যেন অন্যকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি না করে, তাহলে আমাকে নিয়েও কেউ খোঁচাখুঁচি করবে না। আমাদের সাথে যা কিছু হয় এগুলো আমাদের হাতের কামাই। আমি ফোন দেয়ার আগে দুআ করে নিতাম। ফোন দিলেই খালি খোঁচা দিতে থাকে। তোমার মা কিভাবে পারলো এটা করতে, বাবা কিভাবে পারলো এটা করতে ইত্যাদি। এত কথার মধ্যে আর ফোন দিতে ইচ্ছা করে না। আল্লাহ আপনি তাদেরকে এসব ভুলিয়ে দিন। তারা যেন এসব বলে আর কষ্ট না দেয়। এভাবেই দুআ করে যোগাযোগ করে যেতাম আলহামদুলিল্লাহ। দেখো যেতো তারা আমার বাবা মাকে ফোন দিয়ে বলতেন যে মেয়ে কল দিয়েছিল। এভাবে আমার বাবার অন্তরও নরম হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা তেমন দ্বীন মেনে চলা ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। অনেকের বাবা মা এমন থাকেন পারেন। আল্লাহ পাক আমাদের মা বাবাকে ক্ষমা করুন।

১২) আমাকে তো দ্বীনের সৌন্দর্য আগে আমার পরিবারকে বুঝাতে হবে। পরিবারেই যদি এটা না থাকে তাহলে আমার বাইরে এত বলে লাভ কি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা আমাদের মা বাবার জন্য নেক সন্তান। আমাদের দুআ আমাদের মা বাবার জন্য কবুল হবে। যে তওবা করে, সে নেক বান্দা। তারাই নেক বান্দা যারা আল্লাহকে ভয় করে। এটা আমি বলছি না যে আমি নেক বান্দা। কুরআন হাদিসেই বিষয় গুলো এভাবে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তারা নেক বান্দা। আমার স্বামীর জন্য আমি একজন নেককার স্ত্রী। সন্তানের জন্য একজন নেককার মা। আমি আমার বান্ধবীর জন্য একজন নেককার বান্ধবী। সুবহানাল্লাহ। আমি আমার প্রতিবেশির জন্য একজন নেককার প্রতিবেশি। কোনকিছুই আমরা করতে পারি না। আল্লাহ পাক তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তওবার সাথে থাকবো। নেক বান্দা হওয়ার জন্য সবার জন্য দুআ করব। আল্লাহ পাক দুআর কারনে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল এ এনে দিবেন। ভয় পাবো একমাত্র আল্লাহকে। দুনিয়ার কোনকিছুকে আমি ভয় করি না। এই শিক্ষা আল্লাহ পাক আমাকে কুরআন পড়তে পড়তে দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

১৩) আলহামদুলিল্লাহ আমার ঈদ খুব ভাল কেটেছে। বাচ্চাদের যিনি উস্তাদ ওনার বাসায় গিয়ে কিছুটা সময় পার করা হয়েছে। আমার (বক্তার) ৩ বাচ্চার কুরআনের উস্তাদ (মসজিদের ইমাম) একজনই ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। উস্তাদের পরিবারের নারী সদস্যদের দেখে এসেছিলাম। বাচ্চাসহ বাচ্চার বাবা বাইরে গিয়েছিলেন। এই ছিল আমার ঈদ আলহামদুলিল্লাহ। প্রত্যেকের নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে ছিল আলহামদুলিল্লাহ। সবাই সাহারীতে উঠতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিদিনই আমার বাসার রাতের বাতি বন্ধ হয়নি। কেউ না কেউ সজাগ ছিল, ইবাদতে ব্যস্ত ছিল। সুবহানাল্লাহ। আমি বিশ্রাম নিলে আল্লাহ পাক আমার স্বামী, সন্তানদের দ্বারা ইবাদত করিয়ে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে আল্লাহ পাক আমার রামাদানকে ফলপ্রসূ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাকে সবার জন্য দুআ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, সবার আগে আমার উস্তাদদের, মা বাবার জন্য, সবার জন্য আলহামদুলিল্লাহ।

ঈদের কেনাকাটা রামাদানের আগেই আল্লাহ পাক আমার বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। উস্তাদের স্ত্রী তিনি দেশ থেকে পোষাক এনে ব্যবসা করেন। ওনি আমাদের বাসায় প্রায় ৫০/৬০ টার মত কাপড় নিয়ে এসেছেন। সেখান থেকে আমরা মা মেয়ে কিনে নিয়ে জামা বানিয়ে ফেলেছি। প্রতিবেশিদেরও আল্লাহর খুশির জন্য বানিয়ে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার কাজ এভাবেই গুছিয়ে দেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। আমার কোথাও যেতে হয় না। সব ঘরেই আল্লাহ পাক পৌঁছে দেন আলহামদুলিল্লাহ।

প্রতিবেশিরা এবার একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম। প্রতিটা বাসা (৫ টা বাসা, তাদের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ, তারা আমার বাসায় কুরআন পড়তে আসে) থেকে ২ টা করে খাবারের আইটেম বাসার নিচে দেয়ার বিষয়ে। আমাদের এখানে ঈদের নামাজ শেষ সকাল ৭ টায় সব মসজিদে। তাদেরকে জানিয়েছিলাম এ পরিকল্পনার বিষয়ে। আমাদের বাসার নিচে একটা হল আছে। সেখানে ২/৩ টা করে আইটেম দেয়া হয়েছিল বাসা থেকে। প্রত্যেকের বাসার পুরুষ সদস্যরা এবং বাইরের লোকেরাও এসে খেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এই উদ্যোগ আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে শুরু করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিবেশিরা অনেক দুআ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সব প্রতিবেশিদের তো বাসায় আসতে বলার সুযোগ নেই, সবাই আসেও না। আমাদের সিড়ি দিয়ে ঢুকতেই হল আছে।

আমি রাতে ২ রাকাত নামাজ পড়ে আমার স্বামীকে বলেছি ৫ টা বাসা থেকে যদি ২ টা করে আইটেম দেয়া হয়, যার বাসায় নবজাতক শিশু আছে তাকে কোন কিছু করতে বলা হয়নি। যারা কাজটা করতে পারবো তাদের নিয়েই পরিকল্পনা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

ইতিকাফে থাকা অবস্থায় ভয়েস রেকর্ড দিয়ে বিষয় টা বলা হয়েছিল। সবাই এত সহযোগিতা করেছে সুবহানাল্লাহ। তারা সহযোগিতা না করলে আমার একার কিছু করার ছিল না। রান্না বান্না রাত ২/৩ টার মধ্যেই তৈরি করতে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার বাসায় ২ পাতিল গরুর গোশতের বিরিয়ানি করা হয়েছিল ১ পাতিল হল এর সবার জন্য দিয়ে দেয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সেমাই রান্না হয়েছিল ৮ লিটার দুধ দিয়ে সেটাও অর্ধেক দেয়া হয়েছে। সব খাবার শেষ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সকাল ১০ টায় নারীরা আমাদের বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে গিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ এবারের ঈদ অন্য রকম ছিল। বাইরের দেশের ঈদ সাধারনত এমন হয় না। আল্লাহর পক্ষ থেকেই নিয়ামত ছিল আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর ছিল সব আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিল। আপনি আপনার জীবনকে গুছান। আপনি যেখানে থাকবেন সে জায়গাটা যেন নূরে পরিপূর্ণ হয়। সে জায়গা থেকে যেন

সবাই উত্তম শিক্ষা পায়। সবাই যেন স্মরণে রাখে। প্রতিবেশিদের বিষয় টার ফলাফল যে এত উত্তম আসবে জানতাম না। সুবহানাল্লাহ। সবাই আমাকে ও আমার স্বামীকে এত দুআ দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের খাবার গুলো তৈরি করতে হতো ফজরের আগেই। সবাই তো খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে মসজিদে যায়। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যেহেতু খাবার তৈরি ছিল, সবাই সেমাই খেয়ে গিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সকাল ৭ টার আগেই নিচে সব পরিবেশন করতে হবে। কে করতে পারবে কি পারবে না একটু টেনশন ছিল। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। ২ টা আইটেম ছিল একটা ঝাল, একটা মিষ্টি। গরুর গোশতের বিরিয়ানি, সেমাই প্রতিবেশীদের জন্য নিচে হল রুমে পাঠানোর তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামী অন্যান্য বার আমার বাচ্চাদের উস্তাদ যিনি মসজিদের ইমাম সেখানে নামাজ পড়েন, সেখানে সময় দেন। এবার আর সেখানে সময় দেন নি। আগে থেকে বলে এসেছেন যে এবার প্রতিবেশিদের জন্য এই আয়োজন করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিবেশিরা ছাড়াও বাইরের মেহমানও ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক বরকতময় করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২৪: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের কেমন নারী হিসেবে দেখতে চান?

১) কোন বিষয়ে জিম্মাদারি উঠানো এবং সেটা সময়মত পালন করতে পারা আল্লাহর তরফ থেকে খাস রহমত। একান্ত আল্লাহর খাস রহমত না থাকলে পেরে উঠা সম্ভব না। আল্লাহ পাকের খাস রহমত আমাদের উপর আছে দেখেই আল্লাহ পাক আমাদের এতদিন ধরে আল্লাহর স্মরনের জন্য আলোচনা গুলো নিয়মিত করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।

আজকে যে বিষয় নিয়ে আল্লাহ পাক আলোচনার জন্য নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা হলো বাচ্চাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা। এখন আমরা ঘরে ঘরে বাচ্চাদের অতিরিক্ত রাগের বিষয়টা দেখতে পাই। আমার বাচ্চার রাগের বিষয় আমি মনে করি এটা আমার হাতের কামাই। আমার রাগ, আমার বিনয়ীতার অভাব ইত্যাদি এসবের প্রভাব বাচ্চার উপরে পড়ে। আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করুন। আমি আমার গর্ভকালীন অবস্থায় আমার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি। সেটার প্রভাব সন্তানের উপরে পড়েছে। সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে সেটাও বেড়েছে। আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করুন। এই সমস্যার সমাধান কি?

এই সমস্যার সমাধান আল্লাহ পাক আমার একজন সম্মানিত উস্তাযার মাধ্যমে জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের একটি নাম এর জিকির করার মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে ইনশাআল্লাহ। শুধু আল্লাহ পাকের এককেটা নাম ধরে জিকির করলেও আল্লাহ পাক শিফা দান করেন। আল্লাহ পাকের সেই নামের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে বিষয় আল্লাহ পাক নিয়ন্ত্রণ করে দেন আলহামদুলিল্লাহ।

- ইয়া শাহিদু, আল্লাহ পাক এর এই নাম বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হবে বাচ্চার মাথায় হাত রেখে।

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম সমূহের মধ্যে (اَلشَّهِيْدُ) 'আশ-শাহিদু' একটি। এ পবিত্র নামের আমলে অবাধ্য সন্তান অনুগত হয়ে যায়। উচ্চারণ : 'আশ-শাহিদু' ; অর্থ : 'প্রত্যক্ষকারী; প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয়ে যিনি অবহিত'। যদি কোনো ব্যক্তির সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক পিতামাতার অবাধ্য বা অসৎ হয়ে যায়; তবে সে (পিতামাতা) যেন নিজের হাত সন্তানের কপালে রেখে এবং সন্তানের মুখমণ্ডলকে আসমানের দিকে ফিরিয়ে আল্লাহ তাআলার পবিত্র গুণবাচক নাম (اَلشَّهِيْدُ) 'আশ-শাহিদু' ২১ বার পাঠ করে। আল্লাহর ইচ্ছায় ওই অবাধ্য বা অসৎ সন্তান (ছেলে হোক আর মেয়ে) সে সৎ ও আনুগত্যশীল হয়ে যাবে।

২) বাচ্চার মাথায় হাত রেখে পড়ার মত অবস্থা সবসময় নাও থাকতে পারে। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছিলাম, আল্লাহ পাক আপনি সহজ করে দিন। আমি এই আমল কিভাবে করব আমাকে পথ দেখিয়ে দিন। আল্লাহ পাক আমার জ্ঞানে দিলেন যে আমি বাচ্চার মাথায় ২/১

দিন পরপর তেল দিয়ে দেই। মাথায় তেল দেয়া একটা সুন্নাহ। তেল রুকইয়াহ করা থাকে, দুরুদ ফাতিহা দুরুদ পড়ে সাথে আরো অন্যান্য দুআ পড়ে ফু দেয়া থাকে আলহামদুলিল্লাহ। চুল পড়ার সমস্যা সহ মাথা ঠান্ডা করা বা যার যেটা প্রয়োজন সে নিয়তে আল্লাহ পাক শিফা দান করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি তেল রুকইয়াহ করে রেখেছি আলহামদুলিল্লাহ। ওই তেল বাচ্চাদের মাথায় যখন মালিশ করে দিতে থাকি তখন আমি "ইয়া শাহিদু" এই নামের জিকির পড়তে থাকি। বিজোড় সংখ্যক বার পড়তে হয়। আমি গুনে গুনে পড়ি এমন না। আমি পড়তে থাকি, আল্লাহকে বলি আপনি কবুল করার মালিক। মাথায় তেল মালিশ করতে করতে গুনে গুনে পড়া সম্ভব হয় না। আল্লাহ পাক আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, ফলাফল অবশ্যই আসবে। এগুলো পরীক্ষিত আমল। "ইয়া শাহীদু" এই নামের জিকির এর কারনে বাচ্চার সে দিনের মত রাগ নিয়ন্ত্রণ/ কথা না শোনার প্রবনতা সেটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ।

আমি ওদের ছোট বেলায় যেমন বলতাম এটা ধরো না ওটা করো না। এখন ওদের যদি বলি কিছু করতে ওরা মানা করতে পারে। যেমন: না আমি মসজিদে যাবো না। ওরা তো ছোট মানুষ। ওরা তো আর বুঝতে পারে না কোন কাজে মানা করতে হবে। এই জিকিরের কারনে আল্লাহ পাক তার আচরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করালেন আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চা কোন কাজ করতে বললে একবার দুবার মানা করলেও সে কাজটা করে আলহামদুলিল্লাহ। সবসময় দুআ করব ইনশাআল্লাহ। তবে যেদিন অত্যধিক রাগ চলে আসে সেদিন দূর থেকে এ জিকির করতে পারি ইনশাআল্লাহ। বড়দের বেলায় তো মাথায় হাত দেয়ার সুযোগ নেই। দূর থেকে পড়তে পারি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মাথায় তেল দেয়া অবস্থায় এ "ইয়া শাহীদু" আল্লাহর এই নাম পড়তে থাকবো এবং দুআ করব আল্লাহ পাক আপনি তার এই রাগ বা অবাধ্যতার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে দিন।

৩) তওবা ইস্তিগফার নিয়ে এর আগেও আল্লাহ পাক কিছু কথা বলার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আবারও কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। খেয়াল করে দেখলাম আমাদের তওবা ইস্তিগফার অনেক সময় কমে যায়। যখন দেখলাম নামায আউয়াল ওয়াক্তে হচ্ছে, কুরআন তিলাওয়াত, ঘরে থাকার তৌফিক, পর্দায় থাকার তৌফিক, সালাত অনেকটা ঠিক হয়ে আসছে কিন্তু ইস্তিগফার কমে যাচ্ছে। আমার চিন্তা ভাবনা এমন ছিল যে আমি তো গুনাহ করছি না তাহলে ইস্তিগফার এর দরকার নেই। এটাই গুনাহগার এর লক্ষন। যে বান্দা এই চিন্তা করবে যে আমি তো অনেক আমল করতে পারছি, তৌফিক আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, কিন্তু এই চিন্তাই করা যাবে না যে আমি তো অনেক আমল করতে পারতেছি। সাথে সাথেই ইস্তেগফার করতে হবে। ইস্তেগফার এ লেগে থাকতে হবে। যখনই যে বিষয়টা অপছন্দের ঘটবে, যেমন এইমাত্র বললাম বাচ্চার রাগের বিষয়। সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে যে, আমার কোথাও ভুল আছে যে কারনে আমার এই পরীক্ষা হচ্ছে। আমার ভুলের কারনে বাচ্চা এমন। এই ভুল চিন্তা করেই ইস্তিগফার পড়ে নিবো। বাসায় কেউ অসুস্থ বা নিজের কোন অসুবিধা বা পরিবারে কারো কোথাও কোন সমস্যা হয়েছে ইত্যাদি চিন্তা করবো নিশ্চয়ই আমার কোন ভুল। নিজের ভুলের কথা চিন্তা করলে তওবা নসীব হবে।

আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কোথাও আমার ভুল আছে যা আমি ধরতে পারছি না। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা/ ইস্তিগফার এর কারনে আমাদের বিপদ আপদ এসব কাটিয়ে দিবেন। রিযিকে বরকত দান করবেন আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য। যার যেদিকে সমস্যা যাই হোক আমরা অন্যের দোষ না খুঁজে নিজের দোষ সেটা চিন্তা করব। আল্লাহ আমার কোথায় ভুল, আমার গুনাহের কারনে এসব হচ্ছে। আল্লাহ আপনি মাফ করুন। আমাকে আপনি বিনয়ীদের দলভুক্ত করুন। আমাদের চিন্তা ভাবনা এমন থাকবে। সবসময় বিনয়ী থাকা অসম্ভব, আমরা কেউ পারি না। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। এটা কখন সম্ভব হবে? যখন আমরা নিজেকে দোষ দিতে পারবো।

আমাদের স্বভাব কেমন যেন হয়েছে, আজকে বাচ্চা একটু হাঁচি দিলে বলি এই তুমি কি খেয়েছো, ঠান্ডা পানি খেয়েছো এজন্য এমন হয়েছে। গতকাল ওই খাবার খেয়েছো এজন্য পেট খারাপ হয়েছে। আমাদের যত বিপদ আপদ সবকিছুর জন্য কারন তৈরি থাকে, শুধুমাত্র নিজের গুনাহের কারনে যে এসব হচ্ছে সেই চিন্তা করা ছাড়া। অথচ চিন্তাটা সেটাই হওয়া প্রয়োজন ছিল। আমরা কুরআন থেকে দূরে। সরে যাচ্ছি এজন্য মূল বিষয় আমরা ধরতে পারি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা রুমের ৪১ নম্বর আয়াতে বলেছেন, পৃথিবীতে জলে স্থলে যা কিছু ঘটে, এগুলো হচ্ছে মানুষের গুনাহের কারণে, হাতের কামাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিছু শাস্তি দেন যাতে আমরা সময় থাকতে ফিরে আসি, এটা একটা সতর্কবানী।

"মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে।" (সূরা রুম: আয়াত ৪১)

আমার সমাজ, পরিবার পরিজন আমাকে এসব শিখিয়েছে। যখন কিছু হয়েছে সেটার কারন কি সেটা খুঁজতে হবে। এটা এই কারনে হয়েছে। কিন্তু কুরআন আমাদেরকে শিখিয়েছে যা কিছু ঘটে আমাদের কর্মের কারনে ঘটে, গুনাহের কারনে ঘটে। যা হচ্ছে সেসবের কারন আমার গুনাহ। যে নিজেকে যত বেশি গুনাহগার ভাবে সে আসমানে তত বেশি মর্যাদাবান হয়ে যায়। আর যে আসমানে মর্যাদাবান হয়ে যায়, যার কথা ফেরেশতারা সবচেয়ে বেশি স্মরন করেন তার তো দুনিয়াতেও কোন কিছু নিয়ে কোন ঘাটতি থাকবে না। দুনিয়ার কোন চোখ কান বলতে পারবে না যে তার এই বিষয়টায় ঘাটতি আছে। আল্লাহু আকবার। আমরা কি এমন একটা মর্যাদার স্থানে পৌঁছাতে চাই না?

৪) অবশ্যই চাই। এজন্য নিজেকে শুধরানোর জন্য নিজেকে গুনাহগার ভাবতে হবে। আমার অনেক গুনাহ। আমার অগনিত ভুল আছে। আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি আমার এখানে কথা বলতে আসা কি মুনাফেকি আচরন হয়ে যাচ্ছে কিনা। সাহাবীদের ক্ষেত্রেও এমন হতো। তারা বলতেন, আমরা যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে চলে আসতাম

তখন আর আগের মত আমল ইবাদতে মন দিতে পারতাম না। আমরা কি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা। নিজেকে সবসময় দোষী চিন্তা করলে তওবা নসীব হয়। ইস্তিগফার নসীব হয়। ইস্তিগফার এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হবো। এর মাধ্যমে আসমান থেকে নিয়ামতের বর্ষন হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা।

আপনি যদি একটা চারা গাছ লাগান, সেটাতে যদি আপনি পানি দেন সেটা বাড়বে। আর আল্লাহ পাক যদি আসমান থেকে বৃষ্টি দেন সেটার মাধ্যমে চারপাশের সবকিছুকে সজীব সতেজ বানিয়ে দেন মুহুর্তের মধ্যে। গ্রামে পরিচিত যারা থাকেন তাদের মাধ্যমে শুনতাম বৃষ্টি হলে অমুক ফল বেশি হবে। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। তাহলে আমার কি দরকার জমিনে? সুস্থ শরীর, নেক হায়াত, ঈমান আকিদা সকল বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত নূর, আমলের তৌফিক লাভ। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি ফলাফল চাইব আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ পাক আপনি আমাকে আসমানি সাহায্য প্রেরন করুন, আসমান থেকে রহমত বর্ষনের মাধ্যমে আমাকে লাভবান করুন। সকল বিষয়ের ফয়সালা আসমান থেকেই হয়। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু। (সূরা আয যারিআত: আয়াত ২২)

আমি আমার জায়গা থেকে নিজেকে সবসময় ছোট মনে করবো। তাহলেই আমি আত্মশুদ্ধির পথে চলতে পারবো। আমাদের জন্য ফেরেশতারা দুআ করেন। আমাদের প্রতি আমাদের রব এত দয়াশীল। আল্লাহু আকবার কাবিরা। তারপরও আমরা কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

"তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দো'আ করে, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য; আর তিনি মুমিনদের প্রতি অতীব দয়ালু।" (সূরা আহযাব: আয়াত ৪৩)

৫) আমরা কোন বিষয় জানতে পারার পর আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ এ বিষয় সঠিক হলে আমাকে আপনি আমল করার তৌফিক দিন, সেই বান্দাকে আপনি বরকতময় করুন। যখন আমি জানা বিষয় গুলোর মধ্যে সত্যতা খুঁজে পাবো তখন মেনে নিবো। হকের কথা হলে সেখানে কোন বিরোধিতা না করে মেনে নিতে হবে। সত্যি জানার পর আমরা যদি সেটাকে অগ্রাহ্য করি তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

- যখনই কোন মুসিবত দেখবো সাথে সাথে চিন্তা করব আমার গুনাহের কারনেই এসব ঘটেছে, অন্য চিন্তা করব না। ইস্তিগফার করা শুরু করব। সম্ভব হলে সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার পড়ব।

আমাদের সবাই ভুল হবেই। তার মানে এই না যে আমরা ভুল করতেই থাকবো। আমরা নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে ভুল থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। ভুল হয়ে গেলে তওবা ইস্তিগফার করে নিবো। বাচ্চাকে একটু বকা দেয়া এটাও একটা ভুল। আল্লাহ পাক পরিবার পরিজন সন্তান দিয়েছেন নিয়ামত হিসেবে। তুমি কেন চড়া মেজাজ দেখাও। আল্লাহ পাক বলেছেন তুমি রাগকে গিলে ফেলো। আমার কাজগুলো আল্লাহ পাক দেখছেন, ফেরেশতারা দেখছেন। এগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। আমার কাজগুলো হয় আমার নাজাতের উসিলা হবে, না হয় আযাবের কারন হবে। আমি যত বেশি বিনয়ী হতে পারবো তত বেশি আল্লাহর প্রিয় হতে পারবো। আল্লাহ পাক ততই নিয়ামতের বর্ষনে রাখবেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা। এসব বিষয় গুলো পরীক্ষিত। আলহামদুলিল্লাহ।

৬)আসমান থেকে যদি ফয়সালা না হয় তাহলে কোনভাবেই আপনি আপনার গুনাহ লুকাতে পারবেন না। এমন হয়েছে আমি আমার বাচ্চাকে কোন কিছু দিয়ে সামান্য একটু আঘাতের মত প্রদর্শন করতে গিয়েছি, ওকে সত্যিকার অর্থেই আঘাত করা উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু এত জোরে আঘাত লেগেছে সেটা ক্ষত তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাচ্চার নানু, মামা যেই ফোন দিয়েছে বাচ্চা বলে দিয়েছে, আম্মু আমাকে মেরেছে।

অন্তরে রাগ আসবে। মনে হতে পারে আজকে বাচ্চাকে মারবো, আজকে স্বামী বাসায় আসলে এই বিষয় টা নিয়ে একটা বিহিত করতেই হবে সে কিভাবে এটা করলো ইত্যাদি। কিন্তু আপনি যদি এসব করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন তাহলে ধরে নিন আপনি আসমানে এ কারনে সম্মানিত হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার। আল্লাহর কি রহমত আল্লাহ পাক আমাকে একটা ভুল কাজ করা থেকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সময় মনে হতে পারে একটা ভিডিও একটু দেখি সাথে সাথেই এসব থেকে নিজেকে আড়াল করা। অনেক সময় সামনে চলে আসে শর্ট ভিডিও গুলো অটো। এটা থেকে নিজের চোখকে আড়াল করা। আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই ভয়ে এসব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। কোন ভিডিও বা কোন বিব্রতকর কিছু সামনে চলে আসলেও সেটা চিন্তা করা যে, আল্লাহ এটা নিশ্চয়ই আমার গুনাহের কারনে সামনে এসেছে। না হলে এমন জিনিস আমার সামনে কেন আসবে। আল্লাহ মাফ করুন। কোন মুসলিমের ফোনে তো টিকটক বা এসবের মত কোন এ্যাপস থাকাই উচিত না। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন।

কোন পরপুরুষের গলার আওয়াজ শুনলেও, কেউ হয়ত সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছে তখন শোনা গিয়েছে। তখন আমার চিন্তা থাকলে আল্লাহ আমার কোন গুনাহের কারনে আমি তার গলার আওয়াজ শুনলাম। তখন ইস্তিগফার করতে থাকি। ইস্তিগফার করতে থাকলে আসমান থেকে রিযিকের বর্ষন হবে। রিযিকের সর্বোচ্চ স্তর হলো সুস্থ শরীর, সর্বনিম্ন স্তর হলো টাকা পয়সা। এর মধ্যে মা বাবা, স্বামী সন্তান, প্রতিবেশি, আত্নীয় ইত্যাদি কল্যানকর সকল বিষয় রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। তওবা ইস্তিগফার এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ামত এর বর্ষন নিয়ে জমিনে সেটা ভোগ করব ইনশাআল্লাহ।

◆ হাফেজ ইবনু তাইমিয়া রঃ লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর শায়খকে বলল, আমার গুনাহ হয়ে যায় কী করব? শায়খ বললেন, তাওবা করবে। লোকটি বলল, তাওবা করার পর যদি আবার গুনাহ হয়?শায়খ বললেন, তাওবা করবে।লোকটি বলল, যদি বারবারও গুনাহ হয়? শায়খ বললেন, এবারও তাওবা করবে। লোকটি বলল, কত বার তাওবা করব? শায়খ উত্তর দিলেন- শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবা করতেই থাকবে।

◆ আব্দুল কাদের জিলানী রঃ ঘটনা: আমরা নৈরাশ হই কিন্তু ইবলিশ নৈরাশ হয় না। একজন লোক বড় আল্লাহ্র ওলী এরপরও সে তাঁর ব্যাপারে আশা করে যে, কোনোভাবে তাঁকে গোমরাহ করা যায় কিনা! আব্দুল কাদের জিলানী রঃ তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ আসল, আপনি তো জান্নাতী হয়ে গিয়েছেন। আপনার আর ইবাদতের দরকার নেই। আব্দুল কাদের জিলানী রঃ বললেন, ইবলিশ! দূর হও। ভাগো এখান থেকে। কে বলেছে আমার ইবাদতের দরকার নেই! নবীদের পর্যন্ত ইবাদতের দরকার হয়েছে, সেখানে আমি কে! সাহাবায়ে কেরামের ইবাদতের দরকার হয়েছে, সেখানে আমি কে! সুতরাং ইবলিশ আপনাকে কীভাবে ধোঁকা দিবে বলা যায় না। তবে চেষ্টা করতে হবে তার আসা যাওয়াটা যেন কমে যায় এবং সে যেন আমাদের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে যায়। আর এ লক্ষ্যে প্রথম কাজ হল তাওবা করা।

অন্তরে তাকওয়া আসতে হবে। অন্তরে তাকওয়া না আসলে অন্যের ভাল সহ্য করা যায় না। অন্যের কল্যানকর কোন বিষয় দেখলে তার জন্য দুআ করা যায়না। আমরা কারো সম্পর্কে কোন কল্যানকর বিষয় জানতে পারলে তার জন্য বারাকাহর দুআ করে দিবো। আমি আলোচনা শুরুর আগে আল্লাহর কাছে দুআ করে আসি, সালাত পড়ে আসি, রুকইয়াহ গোসল করে আসি। আল্লাহ আপনার দেয়া তৌফিক অনুসারে আমি যে বিষয় গুলো বোনদের বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চাচ্ছি সেগুলো উত্তম ভাবে উপস্থাপন করার তৌফিক দিন। আমার জন্য সহজ করে দিন। তাদেরকে আপনি এরচেয়ে উত্তম ভাবে সহজে বুঝতে পারার, চিন্তা ভাবনা করার তৌফিক দিন। আমিন ইয়া রব্বুল আলামিন।

৭) শেষ জামানায় যে কোন সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যেতে পারে। আল্লাহ ভাল জানেন। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন। ইমাম মাহদীর বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে বুঝতে পারবেন যে তিনি ও তার সাথীরা ঘোড়ায় সাওয়ার করে আসবেন। প্রশ্ন আসতে পারে বিমান রকেট এসব নেই কেন। হতে পারে আস্তে আস্তে তখন এসব থাকবে না। বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার শেষ হয়ে গেলে নারীরা নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে বেশ পরীক্ষায় পড়তে পারে। পুরুষরা লড়াই করবে। নারীর নিরাপত্তা, চলাফেরার বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলার আছে। আমরা কিভাবে নিজের জন্য দুআ করব, উম্মতের নারীদের জন্য দুআ করব। একজন নারী যদি ধর্ষিত, লাঞ্ছিত, কোন অশ্লীল বাক্য বিনিময়ের স্বীকার হত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যেত। একজন নারীর সম্মান রক্ষার্থে মুসলিম পুরুষরা যুদ্ধ করত। এখন কি আমাদের যুগে এটা নসীব হয়? তাহলে আমরা চিন্তা করি সে যুগের

নারীদের এমন সম্মান নসীব হত তাহলে আমাদের কেন এই সম্মান নসীব হয় না? তাহলে কি পুরুষদের দোষ দিবো? মোটেই না। আমি সব দোষ নিজের নিয়ে আনবো। যাতে আমি ইস্তিগফার করতে পারি। আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার, আমাদের হাতের কামাই হিসেবে আমরা এসব অবমাননার স্বীকার। এখন নিজের নিরাপত্তার জন্য আমরা কি করতে পারি? নিজেকে কিভাবে গড়তে পারি? নিজের কন্যা সন্তানদের কিভাবে গড়তে পারি? আমরা নারীরা যদি নিরাপদে থাকি পুরুষরা নিশ্চিন্তে তাদের কাজে মন দিতে পারবে। আমরা যদি নিজেদের সেভাবে গড়তে পারি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের মানুষ ও জ্বীন জাতির অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ।

৮) আমরা যদি ইব্রাহিম (আ:) এর ঘটনা পড়ি তাহলে জানতে পারবো যে ইব্রাহিম (আ:) এর স্ত্রী সারা কে নিয়ে যখন নতুন জনপদে গিয়েছেন তখন নিরাপত্তার জন্য ভাই বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। সারা কে আলাদা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার রাজা সারার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হতে যায়। তখন তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যান। এতে সেই রাজা অবশ/বেহুঁশ হয়ে যায়। এরকম বেশ কয়েকবার হয়। রাজা তাঁর কাছে মাফ চায় এবং বলে তুমি তোমার রবের কাছে দুআ করো তিনি যেন আমাকে মুক্ত করে দেন। আমি তোমার সাথে খারাপ কিছু করব না। পরবর্তীতে সারাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। সাথে একজন দাসী হাদিয়া দেয়া হয়।

◆ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হলো যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম, তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মু'মিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা উযূ করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমিও তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হতে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না।

তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, আয় আল্লাহ! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারাহ (রাযি.) ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন

এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে। (২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২০৭৬) সূত্র: https://www.hadithbd.com

৯) এ ঘটনা থেকে আমাদের জন্য কি শিক্ষা রয়েছে সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আমি এবং আমার মেয়ে, আমরা এমন পবিত্র নারী হতে চাই আল্লাহর কাছে (যদি কখনো কোন নিরাপত্তা জনিত বিপদ আপদে পতিত হয়ে যাই আল্লাহ পাক হেফাজত করুন) তখন আমাদের সামনে কেউ অগ্রসর হলে তাদের সম্পূর্ন শরীর যেন অবশ হয়ে যায়। যে পুরুষের সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাবে সে কি আর সামনে অগ্রসর হতে পারবে? আল্লাহ পাক কুরআনে সে রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক যে রেফারেন্স কুরআনে দিয়ে দিয়েছেন আমাদের জীবনে কেন এগুলো বাস্তব হয় না। আমরা কেন এগুলো পাইনা। এগুলো কি শুধু তাদের জন্য? অবশ্যই না। আমরা যদি সে রকম পবিত্র নারী হতে পারি, আল্লাহ পাক আমাদের জন্যও সহজ করে দিবেন। আমরা সে রকম পবিত্র নারী হতে পারি নি।

আমরা যদি মারইয়াম (আ:) এর ঘটনা দেখি তখন খেয়াল করে দেখবেন তিনি যখন সন্তানের সুসংবাদ পান তখন তিনি কি বলেছিলেন। মারইয়াম বলল, "কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি তো ব্যভিচারিণীও নই"। (সূরা মারইয়াম: আয়াত ২০)

মারইয়াম (আ:) এর কথাটা ছিল, আমি কিভাবে গর্ভধারন করব কোন পুরুষ কোনদিন আমাকে স্পর্শ করে নি। আমরা কি এটা বলতে পারি যে কোন পুরুষ আমাদের কখনো স্পর্শ করে নি বাজারে যাওয়ার সময়, বাসা থেকে বের হওয়ার সময়, ভিড়ের মধ্যে বাসের মধ্যে? স্বামীর কথা এখানে বলা হচ্ছে না। আমরা কি কোনদিন বলতে পারব যে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নি আমাদের? কখনো কোন পুরুষের স্পর্শ লাগে নি আমাদের গায়ে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। এ বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব ইনশাআল্লাহ। এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হলো, আমাদের এমন ভাবে চলাফেরা করতে হবে যেন কোন পুরুষের স্পর্শ আমাদের না গায়ে না লাগে। এমনভাবে চলাচল করা কি নিজের ঘর ছাড়া আর কোথাও সম্ভব? পর্দার আড়াল আর পোষাকের আড়াল দুটা কিন্তু এক বিষয় না।

১০) নারী পর্দার আড়ালে থাকবে, পর্দার পোশাক এর আড়ালে না। এসব বিষয় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করি। তাহলেই তো আমি সেই সম্মানিত নারী হতে পারব যার কথা আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন। সেই নারী তাকওয়াবান যার নজর থাকে নিচে। যাদেরকে দেখলে পুরুষদের অন্তরে ভয় চলে আসবে। আল্লাহু আকবার। আমাদের সাথে কেন কুরআনের আয়াত মিলে না? কেন আজকে নারীরা ধর্ষিতা? একজন নারী ধর্ষিত হওয়ার মানে কি উম্মতের সব নারী ধর্ষিত হওয়া না?

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য এই বিধান দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করে; আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, এরপরও তাদের অনেকে পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী।" (সূরা আল-মায়িদা, ৫:৩২)

আমরা যেন কুরআন পড়ি, অর্থ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আমরা যেন কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহন করি। নিজেদেরকে সেভাবে একজন তাকওয়াবান নারী হিসেবে গড়ে তোলার মেহনত করি।

১১) আমাকে আল্লাহ পাক ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে যেমন হিজামা করা তখন আমার বাইরে যেতে হলে সে বিষয় আমার প্রতিবেশিরাও জানেন। আমার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়, রাস্তায় হাঁটার সময় অনেকেই পার্কিং এর জায়গায় থাকেন। আমি তো বাচ্চাদের বাবার পায়ের গোড়ালি দেখে হাঁটি আলহামদুলিল্লাহ। আশেপাশে কি হয় সেসব আমি জানি না। বাসায় আসার পরে বাচ্চারা আমাকে বলে, আম্মু চারপাশ থেকে আংকেলগুলো কেমন যেন এমনভাবে ছিটকে গেলো মনে হচ্ছে কে কোথায় গিয়ে লাফিয়ে পড়বে। আল্লাহু আকবার। আমার ছায়া যদি তাদের গায়ে লাগে তাদের কি গুনাহ হবে? আল্লাহু আকবার! আমি কি একজন খারাপ চরিত্রের নারী? তারা এমন কেন করে? তার মানে এটা আল্লাহর তরফ থেকেই তাদের অন্তরে চলে আসে। এই নারী আল্লাহকে ভয় করে, ঘরে অবস্থান করে, প্রতিবেশিদের প্রত্যেকের জন্য দুআ করে। আমার সম্পর্কে তাদের এত সুধারনা, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে দিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার উপস্থিতি তারা বুঝতে পারলে তারা সাথে সাথে উধাও হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার।

একজন নারী হিসেবে এই জায়গাটা অনেক সম্মানের। আল্লাহু আকবার। এই জায়গাটা আমাদের এখন আর নেই। এখন ঘর থেকে যারা কারখানায় কাজ করে তারাও বের হচ্ছে, স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারাও বের হচ্ছে, শিক্ষক শিক্ষার্থী সবাই বের হচ্ছে। সবাই মিলেমিশে একাকার। সবাই দলে দলে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে তাকওয়াবান নারী কে? এটা বুঝার উপায় কি? যে পতিতালয়ে যাবে সেও বোরকা নিকাব পরে বের হচ্ছে। যে দ্বীনের শিক্ষা দিবে সেও বোরকা নিকাব পরে বের হচ্ছে। তাকওয়াবান নারী আপনি বাছাই করবেন কিভাবে? এসব বিষয়ে প্রশ্ন রেখে গেলাম। একটু চিন্তা ভাবনা করি আমরা একজন নারীর কাছে আল্লাহ পাক কি চান। আমাদের কাছে আল্লাহ পাক ডিগ্রি, সার্টিফিকেট চান নাকি অন্তরের তাকওয়া চান? অন্তরের তাকওয়া কখন আসবে? আমি ঘরে থাকলেও জ্ঞান আল্লাহর তরফ থেকেই আসবে। এজন্য আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে হবে না।

আমি মাখরাজ শিখে একটা হাদিসের উপরে আমল করার তৌফিক পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ যে কুরআন শিখে ও শিখায় সে হলো উত্তম। "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০০৫)

এই আমল অতীতে আমার জীবন থেকে দূরে ছিল। এছাড়া বাকী বিষয় গুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই আল্লাহ পাক দান করে সম্মানিত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে এর মধ্যে মাখরাজ এর মেহনত করতে হচ্ছে যেন আমি সহীহ করে কুরআন হাদিস দুআ পড়তে পারি। আল্লাহর কাছে যত বেশি নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করা যায় সেটা করতে হবে। এজন্য ডিভাইস এর মাধ্যমে কুরআন শেখার আসর খুঁজে নিচ্ছি। আজকে আমার ডিভাইস না থাকলেও আল্লাহ পাক হকের জ্ঞান আমার কাছে পৌঁছে দিতেন। ফরজ পরিমান ইলম অর্জন করা ফরজ। আল্লাহ পাক অবশ্যই এর দায়িত্ব নিবেন। আমার পরিবারে কারো দ্বীনের জ্ঞান নেই তাহলে আল্লাহ পাক কি আমার কাছে হকের জ্ঞান পৌঁছে দিবেন না? আমি যেন জ্ঞানী হওয়ার জন্য আসমান থেকে জ্ঞান চেয়ে নেই। কিতাবের জ্ঞান এর চেয়ে বেশি দরকার আসমান থেকে যে জ্ঞান আসবে। আল্লাহু আকবার।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২৫: কুরআন থেকে আমরা কেমন নারী হওয়ার শিক্ষা পাই?

১)গাজার বর্তমান পরিস্থিতি আশা করি সবাই জানেন। কি ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা যাচ্ছেন। সেদিন ফতোয়া দেখলাম প্রত্যেক সামর্থ্যবান পুরুষের সেখানে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, তাদের সহযোগিতা করা ফরজ। এই ফতোয়া জানার পরে চিন্তায় পড়ে গেলাম আমার পরিবার থেকে কে আছে যাওয়ার মত? আমার মেয়ে বলল বাবা, চাচা, মামা ইত্যাদি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের একেকজনের একেক সমস্যা কারো ফিটনেস নেই, কারো শারীরিক অসুস্থতা কোন না কোন সমস্যা লেগেই আছে। মূল কথা হলো পুরুষরা অক্ষম। তারা তো যাওয়ারই যোগ্য না, কীভাবে যাবেন সেখানে? মেয়ের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গেলাম। আল্লাহ পাক কি এ ওজর গ্রহন করবেন? আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করুন। আসলেই চিন্তা করে দেখলাম পরিবারে পরিচিতদের মধ্যে সক্ষম পুরুষ নেই। যেই ঈমানি চেতনা দরকার, সেই শারীরিক মানসিক শক্তি সামর্থ্য দরকার তাদের মধ্যে কিছুই নেই। এমন কজন পুরুষ আছে যার অতিরিক্ত ওজন নেই, সেই ধরনের ফিটনেস আছে, রোগবালাই মুক্ত, প্রেশার ডায়াবেটিস নেই। একজনও তো নেই। তারা কোন দিক থেকে যোগ্য? আল্লাহু আকবার!

একটা বিষয় জানতে পারলাম যে বাংলাদেশ থেকে একজন চিকিৎসক সেখানে চিকিৎসা সেবা দেয়ার নিয়তে গিয়েছেন এবং তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। আলেমদের ফতোয়া জানার পরপরই ওনি ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছেন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের যেন এ উসিলায় হলেও ক্ষমা করে দেন। আমাদের, আমাদের পরিবার পরিজন, বংশধরদের মধ্য থেকে যোগ্য বানিয়ে তাঁর দ্বীনের খেদমত করার জন্য কবুল করে নেন। আমিন। লিবিয়াসহ আরো বিভিন্ন দেশ থেকে নামের তালিকা দিচ্ছে পুরুষরা সেখানে যাওয়ার জন্য ফতোয়া জারি হওয়ার পর। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ পাক আমাদের এত নিয়ামতে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সেগুলোর কতটুকু হক আদায় করতে পারছি আল্লাহ ভাল জানেন। এসবের জন্য আমরা কিয়ামতের দিন পাকড়াও না হয়ে যাই। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। বেশি বেশি করে মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করা। উম্মাহর জন্য দুআ করতে করতে যেন চোখের পানি ঝরে আমাদের। নিজেরাই শুধু ভাল থাকা এবং এর মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন পার করে দেয়ার সুযোগ নেই। আমাদের মধ্যে উম্মাহর জন্য ফিকির থাকতে হবে। আমি আমার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে শুধু দুআ করি, আল্লাহ আপনি তাদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন। কোথায় পাঠালে তারা আপনার পথে শহীদ হতে পারবে, আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হবে আপনি পথ দেখান। তাদেরকে কোথায় দিলে আমি শহীদের মা হতে পারব আপনি পথ দেখান। আমাদেরকে কবুল করুন। আল্লাহ পাক আমাদের যাদের ছেলে সন্তান দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের যেন এর হক আদায় করারও তৌফিক দেন।

আমরা শেষ জামানায় বসবাস করছি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন উপস্থিত থাকলে আমাদেরকে কিভাবে কাজ করার পরামর্শ দিতেন। আমার কোন ডিগ্রি সার্টিফিকেট এর কোন পরওয়া নেই। আমার দরকার কুরবানীওয়ালা অন্তর, কুরবানীওয়ালা শরীর, কুরবানীওয়ালা শহীদী চেতনার ছেলে। আমি আমাদের ছেলেদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে চাই। আল্লাহ পাক যেন সেভাবে কবুল করেন। আমিন।

২) মুসলিম উম্মাহ কেন এত অপমানিত লাঞ্ছিত? এর একটা বড় কারন আমরা তাকওয়া বিবর্জিত জীবন যাপন করছি। আমাদের ঘরের নারীরা বাইরে। পুরুষরা পঙ্গু। মুসলিম নারীরা ঘর থেকে বাইরে, এ কারনেই মুসলিম পুরুষদের কোমড় ভাঙ্গা। যে ফতোয়া জারি হয়েছে সেটার পর প্রত্যেকটা মুসলিম পুরুষদের ঝাপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যে যেখান থেকে পারে সেখান থেকেই চলে যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আল্লাহ পাক যেন এমন হিম্মতওয়ালা বান্দার নিয়ামত দান করেন। তারা যেন আরাম-আয়েশ এর ফিকির না করে। যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে তার অধীনে কি আমাদের ঘরগুলো পড়ে না? আমাদের ঘরের পুরুষরা কি নেই? আল্লাহর কাছে দুআ করি আল্লাহ পাক যখন আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করার সুযোগ দিবেন যেন স্বামী সন্তান এর মায়ায় পড়ে না যাই। আল্লাহ আমি যেন আপনাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।

আমাদের মুসলিম উম্মাহর একটা বড় অংশ একদিকে মার খেয়ে যাচ্ছে, আরেকদিকে আমরা এত যে ভাল আছি, নিয়ামতে আছি এই নিয়ে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত। চিন্তা করা উচিত। এই নিয়ামতের হক কিভাবে আদায় করব সে ফিকির করা উচিত। আল্লাহ পাক যেন আমাদের দেশের সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক পুরুষদের মধ্যেও সেই ফিকির দিয়ে দেন যে এই ফতোয়ার উপরে কিভাবে আমল করা যাবে।

৩) গত কয়েক রামাদান আগের একটা কথা মনে পড়লো। রামাদানের সময় আলহামদুলিল্লাহ আমার বাসায় একটা প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশ থাকে। সেই বার রামাদানের সপ্তাহ খানেক আগে থেকে আমার স্বামী ওজন মাপছেন, কিন্তু ওনার ওজন বেশি। ওনি ওজন মাপেন আর এদিকে আমি হাসি। ওনি একটু বিচলিত হলেন। জিজ্ঞেস করে বসলেন, আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে আর আপনি হাসছেন কেন। আমি বললাম, আমি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম। আল্লাহ ওনি যদি কোন পরনারীর দিকে তাকায় তাহলে ওনার ওজন বাড়িয়ে দিয়েন। তারপর থেকে ওনাকে সহজে আর ওজন মাপতে দেখি নি। আমি মাঝে মধ্যে ওনাকে বলি, কি ব্যাপার এখন আর ওজন মাপতে দেখি না। ওনি বলতেন, আজকাল আমার ওজন বাড়লেও আমি নাকি গুনাহ করি, নারীদের দিকে তাকাই, আমার ওজন বাড়ে। এজন্য আর ওজন মাপি না।

এইবার রামাদানের সময় ওনার ঠান্ডা জনিত সমস্যা বেড়েছে। ওনি কিছু একটু হলেই ওষুধ খেতে অভ্যস্ত। আমার কথা হলো আমরা কেন একটু কিছু হলেই ওষুধ গ্রহন করব? ওনি আমাকে বললেন, টিকতে না পারলে ওষুধ খাবো না? আমাকে আল্লাহ পাক বলার তৌফিক

দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আগে তাকওয়া বিবর্জিত জীবন যাপন করতাম। পর্দার বালাই ছিল না, ফ্রি মিক্সিং পরিবেশে ছিলাম, মাহরাম মেইনটেইন করে চলি নি ইত্যাদি সবই বিদ্যমান ছিল। সেই অবস্থার অসুস্থতা আর এখনকার অসুস্থতা কি একই? এখন আল্লাহ পাক আমাদের তাকওয়ার মত বিষয় বুঝতে পারার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি পরপুরুষকে মৃত্যুর মত ভয় পাই, আপনিও পরনারীকে মৃত্যুর মত ভয় পান। দ্বীনের ফেরার আগে আর পরের অসুস্থতা কিভাবে এক হয়? তখনও অসুখ হলে ওষুধ গিলতে বসে থাকতাম এখনও সেটাই করব?

আমি তো আল্লাহর জন্যই গুনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক এখন আমাকে যে ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন সেগুলো আমাদের ভুলের কারনে। কোথায় আমাদের ভুল হচ্ছে আমরা সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব। এর জন্য ঔষধের প্রতি দুর্বলতা দেখাতে হবে কেন? রামাদানের আগেই আল্লাহ পাক ওনার সাথে কথাগুলো বলার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কথাগুলো ওনার মাথায় গেঁথে গিয়েছে। রামাদানের শুরুর দিকে ওনি অসুস্থ, দেখতে পেলাম ওনি ওষুধ খাচ্ছেন না আলহামদুলিল্লাহ। আমিই বরং ওনাকে মাঝে মধ্যে একটু বলেছি, কি হলো ওষুধ খাবেন না? ওষুধ একটা খেয়ে ফেলেন। ওনি বললেন, এই বাসায় তো ওষুধ খেতেও গেলেও গুনাহগার মনে করা হয়। আমি গুনাহ করি তাই ওষুধ খাই। ওষুধ খেতে গেলেও ভয় লাগে, গুনাহ করেছি তাই অসুস্থ, এজন্য ওষুধ খাচ্ছি। নিশ্চয়ই নজরের হেফাজত করতে পারি নি, তাই ঔষধ খাচ্ছি। আমি যদি গুনাহগার না হতাম তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে ওষুধ খাওয়াতেন না। ঔষধ খাওয়াও একটা ঈমানের পরীক্ষা। ওনি ওনার মেয়ের সাথে এসব কথা বলছেন। আল্লাহু আকবার। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। বিষয় গুলো এভাবে যে ওনাকে ভাবতে বাধ্য করবে সেটা বুঝতে পারি নি। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

আল্লাহ পাক আমাকে যখন ওনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ যে, আপনার ঠান্ডা জনিত সমস্যার কারনে আপনার কি ৫ ওয়াক্ত নামাজ তাকবীরে উলার সাথে হচ্ছে? রোজা রাখার তৌফিক, রাত জাগা, তাহাজ্জুদ এসবের তৌফিক হচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দিচ্ছেন। মাঝে মধ্যে অসুস্থতার জন্য একটু কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কাজগুলো আল্লাহ পাক করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করি না। আপনি যদি সময় সুযোগ বুঝে যখন যার জন্য ঈমানি কথা প্রয়োজন সে অনুযায়ী বলতে পারেন সেটা সেই ব্যক্তির জন্য ইহসান হয়। আল্লাহ পাক সম্পূর্ন রামাদান এভাবে পার করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। ওনার কষ্ট হয়েছে। রুকইয়াহ করা হয়েছে এজন্য। অন্য সময় হলে ওনার শারীরিক এমন অবস্থায় ওষুধ খাওয়া, হাসাপাতালে যেতে হতো।

ওনার কষ্ট হয়েছে, কষ্ট মেনে নিয়ে সালাতে একটু বেশি সময় দেয়া লম্বা সিজদাহ দেয়ার কথা বলা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ।

একটা আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়া হলে একজন ব্যক্তি যে আমল টা করবে এটা একটা নিয়ামত সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক উত্তম ভাবে রামাদান পার করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। কোন পরপুরুষ জনিত গুনাহ, দেখা বা শোনা থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেছেন। পর্দা আড়ালে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। ঘরের কেউ বিছানায় পড়ে ছিলো না। রুকইয়াহ নিয়মিত করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সবকিছু আল্লাহর জন্যই। আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন। আমরা বেশি বেশি করে দুআ করব, আল্লাহ পাক যেন আমাদের ইবাদতগুলো কবুল করে নেন।

৪) নারী পর্দার পোশাকের আড়ালে না বরং পর্দার আড়ালে থাকবে। এটা হলো তার ঘর। আমি এমনও দিন পার করেছি যখন আমার স্বামী রামাদানের রাত ঘুমিয়ে পার করতেন সাহরীর সামান্য আগে উঠে খেতেন। ২ রাকাত নামাজও নসীব হতো না সবসময়। সব নারীদের এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ থাকে। স্বামী সন্তান পরিবার পরিজন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের অনেক অভিযোগ থাকে। একমাত্র আল্লাহর কাছে দুআ করেই সব বিষয় পরিবর্তন করে নিতে হয়।

তখন আমি অনেক কান্না করতাম। চক্ষুশীতলকারী বিষয় টা কেমন হতে পারে সুবহানাল্লাহ। প্রতিযোগীতামূলক বিষয় যখন চলে আসে, সম্পূর্ন রামাদান রাতে না ঘুমিয়ে পার করা। সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এবারের রামাদান যে আমার এমন যাবে সেটা তো আমি চিন্তাও করি নি। আমরা সবাই যেন নিজেদের জায়গা থেকে নিজেদের পরিবারের জন্য বেশি বেশি দুআ করি।

আল্লাহ পাক আমাদের পরিবারের সব সদস্যদের যেন উত্তম ভাবে প্রতিযোগীতামূলক আমলের তৌফিক দান করেন। কিয়ামতের মাঠে আমরা প্রত্যেকে যেন একে অপরের উপকারে আসতে পারি, সুপারিশকারী হতে পারি। আল্লাহ পাক তাঁর পছন্দের বান্দাদের সুযোগ দিবেন। তাঁদের মাথায় মুকুট পরাবেন। কে কত পারা হিফজ করেছে সেটা দেখার বিষয় না। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে চাইতেই থাকব। আমি কুরআন শিখার সাথে জড়িত আলহামদুলিল্লাহ। হিফজ করার নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমি যদি এ মুহূর্তে মারা যাই তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে কি সে মর্যাদা দিতে পারেন না। আল্লাহ পাক এর কাছে তো কোন অভাব নেই। আল্লাহু আকবার। তাকওয়াবান বান্দা হলে তার কোন কথা বা পরামর্শ ফেলে দেয়ার মত হতেই পারে না। আমরা হয়ত বুঝতে পারি না। কিন্তু এসবের অবশ্যই প্রভাব আছে। যারা এ সম্পর্কে জানতে পারবে তারা অবশ্যই এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে ইনশাআল্লাহ। আমার বলা প্রতিটা কথাই আমার পরিবারের সদস্যদের চিন্তা করতে বাধ্য হবে। তারা বিষয় গুলো মেনে চলার চেষ্টা করে। কতই না উত্তম। সুবহানাল্লাহ।

এই জায়গায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের সবর করতে হবে, লেগে থাকতে হবে। উম্মতের যারাই ঈমানের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য আল্লাহ পাক ঈমানের পরীক্ষা সহজ করুন। আমরা যেন সবসময় তাদের জন্য দুআ করি। অন্তরে যদি তাকওয়া থাকে কোন

ঈমানের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেলে সেগুলো সামলে উঠার তৌফিক আল্লাহ পাক দিবেন ইনশাআল্লাহ।

৫) প্রত্যেকেই প্রথম সন্তান হিসেবে আল্লাহর কাছে মেয়ে চাইবো কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি অনুযায়ী। "নারীর বরকতের মধ্যে এটিও একটি যে তার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়।" সাধারণভাবে ইসলামে কন্যা সন্তানকে আল্লাহর রহমত ও বরকত হিসেবে দেখা হয়। কুরআনেও পুত্র সন্তানের আগে কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা আশ-শুরা, ৪২:৪৯): "আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"

অনেক সহিহ হাদিসে কন্যা সন্তানদের লালন-পালন এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাদের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে পানাহার করায় এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাক পরিধান করায়, তবে তারা তার জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ঢাল হবে।" (আলবানী কর্তৃক সহিহ হিসেবে আখ্যায়িত)।

অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি দুইজন কন্যাকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এভাবে (নিজের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন) একসাথে থাকব।" (মুসলিম)।

কন্যা সন্তান আল্লাহর কাছ থেকে চাইবো, আল্লাহর কাছে এই দুআও করব আল্লাহ পাক আপনি তার হক আদায় করার তৌফিক দিন। কিভাবে সন্তানকে লালন পালন করতে হবে তা শিখিয়ে দিন। ইব্রাহিম (আ) এর স্ত্রীর ঘটনা থেকে আমাদের জন্য অনেক চিন্তা খোরাক আছে।

◆ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হলো যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম, তোমার সঙ্গে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা মনে করো না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ব্যতীত আর কেউ মু'মিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দ্বীনী ভাই বোন। এরপর ইবরাহীম (আঃ) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা উযূ করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমিও তোমার উপর এবং

তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ব্যতীত সকল হতে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না।

তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলো। তখন সারা বললেন, আয় আল্লাহ! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দু'বার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজেরাকে হাদিয়া স্বরুপ দান কর। সারাহ (রাযি.) ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসেবে দিয়েছে। (২৬৩৫, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২০৭৬) সূত্র: https://www.hadithbd.com

৬) আমরা কেন এমন নারী হতে পারলাম না। এমন কোন পরিস্থিতিতে যারা ক্ষতি করতে আসছে তারা কেন অবশ হয়ে যাচ্ছে না। আমাদের তাহলে কেমন পবিত্র নারী হওয়ার দরকার? আমাদের কন্যা সন্তানদের কেমন পবিত্র নারী হিসেবে গড়ে তোলার দরকার?

আমরা কাউকে দোষারোপ করব না। আমরা শিক্ষা গ্রহন করব কুরআন হাদিস থেকে। আমাদের চিন্তা ভাবনা কেমন হওয়া উচিত। আল্লাহ পাক আমাকে যখন কন্যা সন্তান দান করলেন তখন আমি বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে খবর জানতাম। সর্বত্র একই খবর নারীদের ধর্ষন, অপহরণ ইত্যাদি। আমি অসহায় এর মত আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবো আল্লাহ। আমি গর্ভকালীন সময় থেকে দুআ করতাম যদি প্রথম সন্তান মেয়ে হলে কল্যানকর হয় তাহলে আপনি আমাকে প্রথম সন্তান মেয়ে দান করুন। প্রথম সন্তান মেয়ে হলে কল্যানকর এই কথা ছোট বেলা থেকে শুনে বড় হয়েছি। যদিও এর কুরআন হাদিসের প্রমান নেই। আল্লাহ ভাল জানেন।

আমরা প্রশ্ন করবা না যে কিভাবে এইটুকু বাচ্চা পর্দায় থাকবে কিভাবে কি হবে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব। আমাদের বাচ্চারা তো ছোট তারা তো এসব দুআ বুঝতে পারবে না। কিন্তু একজন মা, বোন হয়ে আমি, আমরা কেমন দুআ করব? কি চাইবো? আল্লাহর কাছে এমন পবিত্র নারী হওয়ার জন্য দুআ করব যেমন ছিলেন ইব্রাহিম (আ:) এর স্ত্রী, যেমন ছিলেন মারইয়াম (আ:)। আমরা শেষ জামানায় আছি। আমরা ফিতনায় পতিত হয়ে মৃত্যু চাই না। বেপর্দা হালতে লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যু, কেউ ছবি তুলে পোস্টার বানাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এসব থেকে। আমরা আল্লাহর কাছে শহীদি মৃত্যু চাই। কোন পরপুরুষের স্পর্শ ছাড়া, ক্যামেরাবন্দী ছাড়া শহীদি মৃত্যুর মত সম্মান আল্লাহর কাছে চাইবো। আল্লাহ আপনি আমাকে ও আমার মেয়েকে এমন পবিত্র নারী হিসেবে গড়ে তুলুন যার কাছে কোন পুরপুরুষ আসা মাত্রই অবশ হয়ে যাবে।

৭) কন্যা সন্তানকে ৬ বছরের আগ পর্যন্ত আশে পাশের কোন প্রতিষ্ঠানে হয়ত দ্বীন শিখতে, কুরআন শিখতে দেয়া যেতে পারে কিন্তু তার পরে একদমই না। ৭ বছর থেকে মেয়েকে মা তার নিজের কাছে রাখবে। কোথাও দিবে না। আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল তখন আমি শুধু মাথায় হিজাব পরতাম। তখনকার কথা। আমার বাবার বাসায়, শ্বশুর বাসায় যখন মেয়ের মামা, চাচারা ওকে নিতে চাইত আমি খুব চিন্তায় পড়ে যেতাম। মুখের উপর মানা করতে পারতাম না। কিন্তু খুব চিন্তা হতো। আমি খুব করে দুআ করতাম, আল্লাহ আপনি আমার মেয়েকে আমার কাছে মান সম্মানের সাথে ফিরিয়ে দিয়েন। আস্তে আস্তে সেই চিন্তা টা পরিবর্তন হয়ে গেলো। তখন আমার মেয়ের বয়স ১/২ বছর। মনে আত্মবিশ্বাস আসলো যে ওকে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

চারদিকে অনেক কিছু দেখবেন। ছোট মেয়ে বাচ্চাদের কারো কোলে দিবেন না, কারো কাছে থাকতে দিবেন না ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর উপর আমল করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবে এগুলো করা যায়না। বাচ্চার উপর আত্মীয়দের হক আছে। সে হক কিভাবে আদায় করব? বাচ্চার মামা চাচা ওকে কোলে নিবে না? আল্লাহ পাক এখন বুঝতে পারার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, মেয়ের ৬ বছর বয়স থেকেই আড়াল করে রাখা এবং নিজের কাছে রাখা।

৮) প্রশ্ন আসতে পারে যে পরিবারে দ্বীনের কারো কোন জ্ঞান নেই, ডিভাইস নেই সে পরিবারে একজন কন্যা সন্তানকে কোন মাদ্রাসায় না দিয়ে কিভাবে দ্বীন শেখানো যাবে।

আমাদের নানী দাদীদের কি যোগ্যতা ছিল? তারা তাদের মা বাবার ঘরে ছিলেন। ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। ঘরের কাজ জানতেন আলহামদুলিল্লাহ। তাদের কোন ডিগ্রি সার্টিফিকেট ছিল না। তাদের কি যোগ্যতা ছিল? তারা তাদের মা'র সাথে সাথে ছিল। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ত। পর্দা করত। পরপুরুষ থেকে নিজেকে হেফাজতে রাখত। তাদের যখন বিয়ে হলো, তাদের স্বামীর সংসারে ভরপুর রহমত বরকত, রিযিকের বর্ষন। একজন নারীর কল্যান একমাত্র আল্লাহর ভয়ে। কোন ডিগ্রি অর্জনে না।

এখন আমাদের বিভিন্ন কোর্সে যুক্ত থাকতে হয় নিজেদের গুনাহ থেকে বাঁচাতে কারন আমাদের হাতে অনেক সময়। আগের দিনে তো এসব ছিল না। ঘরে কাজ থাকত, সেসব কাজে তারা ব্যস্ত থাকত। তারা অনেক কর্মঠ ছিলেন, আমরা তো কর্মঠ না। আমার দাদীর মৃত্যু হয় সন্তান প্রসব করতে গিয়ে, শহীদি মৃত্যু। সুবহানাল্লাহ। তার কত পারা কুরআন সহিহ শুদ্ধ ছিল, হিফজ ছিল আমরা কিছু জানি না। তার মৃত্যুর পরে বাড়ির প্রতিটা পুরুষ সদস্য বলেছিলেন, তারা কোনদিন ওনার গলার আওয়াজ শুনেন নি, ওনাকে দেখেন নি। এই নারী কি জান্নাতী না? ওনার কি যোগ্যতা ছিল? জন্মের পর থেকে মা'র কাছে ছিল, বিয়ের পরে স্বামীর কাছে ছিল। বাড়ির উঠানের দিকে কোনদিন পরপুরুষ থাকাকালীন সময়ে আসেন নি। এই ছিল ওনার যোগ্যতা।

একজন নারী যদি ঘরে থাকে, কোন ইবাদত কিভাবে করতে হবে সেসব শিক্ষা আল্লাহ পাক তার কাছে পৌঁছে দিবেনই। এখনকার নারীরা তো ঘরেই নেই। এটাই উম্মতের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। ইলম অর্জন করতে হবে চিন্তা করলেই আমরা মাদ্রাসার দিকে ছুটে যাই। মেয়েটাকে ইলম অর্জন করতে মাদ্রাসায় দিয়ে মাদ্রাসায় ছাদ থেকে মেয়েটাকে পুড়িয়ে নিয়ে আসবো আমি কি এমন মেয়ে চাই? মাদ্রাসার ছাদে মাদ্রাসার ছাত্রীর পুড়ে মৃত্যুর ঘটনা আশা করি সবাই জানেন। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। সেই মেয়েটাকেও তো তার মা বাবা এই চিন্তা করেই ঘর থেকে বের করেছে, আমার তো তাকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার কেউ নেই। আমরাও কি এমন পরিনতি চাই?

🔸 একজন নারীর ঘরে যদি ইলম শিক্ষার কোন সুযোগ নাও থাকে তারপরও সে ঘরে থাকবে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে, পর্দায় থাকবে। তার কাছে ইলম পৌঁছে যাবে। তার জন্য হাদিসের এত বড় বড় কিতাব, মাযহাবের এত বড় বড় কিতাবের দরকার নেই।

আগের দিনের নারীর বিয়ে হয়ে যেত বেশিরভাগ বয়ঃসন্ধির আগে। তার আগ পর্যন্ত মেয়েরা মায়ের সাথে থাকত। তখন ধর্ষন, অপহরণ হত? তখন কি পুরুষদের অন্তরে কামনা বাসনা ছিল না? অবশ্যই ছিল। কিন্তু তখন নারীরা তো হাতের নাগালেই ছিল না। আর এখন? বোরকা পরা নারীদের অভাব আছে? এখন এত রগরগে বিষয়বস্তু সহজলভ্য হয়েছে যার কারনে নারী ঘর থেকে বের হওয়া মানেই মুসিবত। ইলম অর্জন করা ফরজ। আমার কাছে আল্লাহ পাক কি এই ফরজ পরিমান ইলম পৌঁছে দিবেন না? এর দায়িত্ব কি আল্লাহর না? আল্লাহ পাক অবশ্যই পৌঁছে দিবেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

একেকটা প্রতিষ্ঠান থেকে একেকজন দাওয়ারে হাদিস, মুফতি, মাওলানা এসব ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। নেই কোন তাকওয়ার ছিটেফোঁটা। নাই সংসার করার ক্ষমতা, নাই কোন জ্ঞান বুদ্ধি। কি লাভ নারীদের এসব ডিগ্রি দিয়ে? নারীদের যে এত বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসব তাদের কি শিখাচ্ছে? তাদের মুখের কথা শুনলে কেন আমার অন্তর পরিবর্তন হচ্ছে না? কেন সেই প্রভাব পড়ছে না? কারন তাকওয়া নেই। এই শিক্ষা কখন আসবে? যখন নারী থাকবে ঘরে, পর্দার আড়ালে। যে নারী নিজেকে এভাবে রাখতে পারবে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই জ্ঞান আসবে। সে নারীর যদি ইলম অর্জনের ইচ্ছা থাকে সেই ইলম আল্লাহ পাক আপনার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন। নারী কখনোই ঘর থেকে বের হয়ে শিক্ষা গ্রহন করার জন্য উদ্যোগ নিবে না।

৯) যখন আমি পড়েছিলাম যে দ্বীন শিখতে হলে হাঁটু গেঁড়ে উস্তাযার সামনে বসতে হবে তখন আমি চিন্তা করেছিলাম আমি ও আমার মেয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাবো। পরবর্তীতে আল্লাহ পাক আমাকে যখন আল্লাহর কাছে দুআ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, আমি যেকোন কাজের জন্য সেই কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ২ রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করে চাইতে থাকি। আল্লাহ কোনটা আমার জন্য উত্তম সিদ্ধান্ত আপনি আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। মাদ্রাসার যে বিষয়টা এটা কি নারী পুরুষ সবার জন্য

বলা হয়েছে? নারীরাও কি এভাবে বিষয়টার অনুসরণ করবে? যদি নারীদের জন্যই বিষয়টা এমন হয় তাহলে আমাদের জন্য বিষয়টা আপনি সহজ করে দিন। তখন আমি এটাও চিন্তা করতাম আমরা যে মাদ্রাসায় যাবো, সেটা কিভাবে যাবো? আমার তো তখন নিয়মিত ঘর থেকে বের হতে হবে। নিয়মিত ঘর থেকে বের হতে হলে এমন তো কোন ব্যবস্থা নেই যেভাবে চলাচল করলে আমি কোন পরপুরুষ দেখব না আর কোন পরপুরুষ আমাকে দেখবে না। আমার জন্য তো পালকীর মত কোন ব্যবস্থা নেই। আগের দিনের এমন ব্যবস্থার কারনে বেশ সুবিধা ছিল, পালকী ভিতরে যে থাকত সে বাইরের জগত দেখত না, তাকেও কেউ দেখত না। আমার জন্য কি এমন ব্যবস্থা সম্ভব? এমন মাদ্রাসা কি খুঁজে পাবো যেখানে আমাকে কোন পুরুষের গলার আওয়াজ শুনতে হবে না?

আমি দেখলাম আমার জন্য বাইরে যাওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। আমার দরকার তাকওয়া। তাকওয়া অর্জনের জন্য যা করার দরকার আমাকে তাই করতে হবে। আমার জন্য এ মুহূর্তে উচ্চতর ডিগ্রি দরকার নেই। আমার দরকার তাকওয়ার শিক্ষা। দ্বীনের শুরুতেই দরকার তাকওয়ার শিক্ষা। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দিলেন যে আমাকে যদি তাকওয়া বাড়াতে হয় তাহলে আমাকে তেমন মাদ্রাসাই লাগবে। মাদ্রাসার মধ্যে যদি এমন বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে সেখান থেকে আমি তাকওয়া শিখতে পারব না। যে উচ্চ মাপের তাকওয়া থাকলে আল্লাহ পাক দুটা জান্নাত দেয়ার ঘোষনা দিচ্ছেন, সে তাকওয়া যদি আমার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে ঘরেই থাকতে হবে। ঘরে থেকে ইলম অর্জন করার তৌফিক পাওয়াকে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিদর্শন মনে করি, আলহামদুলিল্লাহ। একজন নারী যখন নিজেকে পবিত্র রাখার মেহনত করবে, পরপুরুষ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার মেহনত করবে তখনই সে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বরকত, নূর প্রাপ্ত হবে। সেই তাকওয়া অর্জন করতে পারবে যার পুরস্কার দুটো জান্নাত। নবী রাসূলের জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল যে তারা যেন মানুষকে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেন, তাকওয়ার শিক্ষা দেন। এই পবিত্র হওয়ার মানে কি শুধুই ওযু গোসল? আত্মিক পরিশুদ্ধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এভাবেই আল্লাহ পাক আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এ কারনেই আল্লাহ পাক আমাকে বেহিসাবি রিযিক, মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হওয়ার মত সম্মান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। ইলম অর্জনের পথ আমাদের জন্য বন্ধ হয়নি বরং আল্লাহ পাক ঘরে থেকেই কল্যান ও আফিয়াহর সাথে ইলম অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন, সেগুলো নিজের পরিবার পরিজনদের শিক্ষা দেয়ার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অনেক মাদ্রাসা পড়ুয়া বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন আমরা তো মাদ্রাসায় পড়ি, আমরা কি করব? কি করবেন সেটা এবার আপনি চিন্তা করুন। আপনি মাদ্রাসায় যাওয়া আসার সময় আপনাকে কি কোন পুরুষ দেখে না বা আপনি কোন পুরুষকে দেখেন না? এভাবে যদি কোন নারী থাকতে না পারে তার জ্ঞান অর্জন তার কোন কাজেই দিবে না। সে শুধু মানুষকে বলে বেড়াতে পারবে যে আমার এই ডিগ্রি আছে, সার্টিফিকেট আছে। আর কিচ্ছু নেই তার মধ্যে।

ইসলাম এজন্য আসে নি যে আমার বড় বড় ডিগ্রি লাগবে সার্টিফিকেট লাগবে, এসব বলে বেড়াতে হবে। আমার পর্দানশীল, পবিত্র নারী, পবিত্র রুহ লাগবে।

মাদ্রাসায় যে একজন নারীকে দেয়া হয়, সেখানে একেকজন একেক পরিবেশ থেকে আসে। কারো ঘরে নাচ গান চলে নিয়মিত, ফ্রি মিক্সিং পরিবেশ। সেসবের প্রভাব কি তাদের মধ্যে পড়বে না? সেখান থেকে কোন উত্তম চরিত্র শিখে আসতে পারবে না। নারী বাইরে শিক্ষকতা করতে যাবে, আর পড়তে যাবে বিষয়গুলো একই ধরনের ফিতনা। নারীদের জন্য এখন সর্বাবস্থায় ঘরে থাকা কল্যানকর। একজন নারী ঘরে থেকে তাকওয়া অর্জন করে, দ্বীনি ইলম অর্জন করবে। সেগুলো তার পরিবার প্রতিবেশী আত্নীয়দের শিখাবে। আমাদের পরিবারে কি নারীদের সংখ্যা কম? তাদেরকে শিক্ষিত করবে কারা? আমরা নিজের ঘরে, আশে পাশে রেখে বাইরে শিখাতে চলে যাচ্ছি।

আমাদের আর্দশ কোন হুজুর কে কি করেছে এসব না। এত এত কুরআন হাফেজ মুফতি মাওলানা থাকার পরও কেন দ্বীন কায়েম হচ্ছে না, দ্বীন শক্তিশালী হচ্ছে না? কারন, কোথাও তাকওয়ার শিক্ষা নেই। নারীরা ঘরের বাইরে। কোথাও সাহাবীওয়ালা আমল নেই। তারাও কি নারীদের এভাবে দ্বীন শিখতে বাইরে পাঠাতেন? আমরা যদি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করতাম তিনি কি উত্তর দিতেন? তিনি কি বলতেন আমাদের এভাবে শিক্ষা অর্জন করতে ঘর থেকে বের হতে? পর্দার আড়ালে থেকে মাদ্রাসায় পুরুষদের দারসে উপস্থিত হতে?

যেখানে নারীরা সম্পূর্ন রাস্তায় পুরুষ দেখতে দেখতে মাদ্রাসায় পড়তে যায় সেখানে পর্দার আড়াল থেকে পুরুষরা দারস দেন সেখান থেকে তাকওয়ার শিক্ষা অর্জন হবে? এক সময় একটা লেখার পড়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম, একজন শায়েখ ওনার প্রায় ৮০/৯০+ বয়স। ওনাকে ওনার খাদেম গোসলের পানি এগিয়ে দিয়েছেন রাতে স্বপ্ন দোষের কারনে। একজন বয়স্ক মানুষেরও স্বপ্নদোষ হয়। তার আশে পাশে তো সব বোরকা পরা নারীই। তাহলে আমরা কিভাবে চিন্তা করি পর্দার আড়ালে থাকে পুরুষদের দারসে উপস্থিত থাকা যাবে এবং সেখান থেকে তাকওয়ার শিক্ষা অর্জন হবে?

আমি যদি কোন পুরুষ উস্তাদকে পড়া শোনাতে যাই তিনি আমার গলার আওয়াজ শুনবেন। এর মাধ্যমে যে তিনি ফিতনার সম্মুখীন হবেন না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষেরও যদি স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে আমাদের এ বিষয় গুলো নিয়ে আরো ভাবা উচিত। ইলম অর্জনের নামে ঘর থেকে বের হওয়া, পুরুষ উস্তাদের কাছে পড়া, তাদের সাথে কথা বলা যোগাযোগ করা এসবের মাধ্যমে আমরা তাদের জন্য যেন ফিতনা তৈরি না করি। আল্লাহ পাক আমাকে ও আমার মেয়েকে ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

১০) পর্দা কোন হালকা জিনিস না। খুবই ভারী একটা জিনিস। আমরা কিভাবে এর উপর আমল করব সেটাই বুঝতে পারছি না। বুঝতে না পারার কারনেই আজকে সমাজের এই অবস্থা। কোন কিছুতে রহমত বরকত নেই। নারী ঘর থেকে বের হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে। এমন ভাবে বের হবে যাতে সে দুনিয়া না দেখতে পারে। এমন মেহনত করতে হবে। আমার মেয়েকে আল্লাহ পাক ঘরে রাখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমার জন্য নিয়ামত আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সে যতটুকু ইলম অর্জন করার সেটা করে যাচ্ছে ঘরে থেকে, পাশাপাশি বাবা মার খেদমত করার তৌফিক পাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।

◆ উম্মুল মুমিনিন আয়েশা **(**রা**)** পর্দার আড়াল থেকে কন্ঠ পরিবর্তন করে জান্নাতি পুরুষদের দারস কেন দিতেন**?** কারন তখনকার সময় তিনিই দ্বীন শিখার একমাত্র উৎস ছিলেন। উম্মতের মা ছিলেন**,** যাদের বিয়ে করা হারাম। তাদের সাথে এভাবে যোগাযোগ করার নির্দেশ থাকলে সাধারণদের জন্য কেমন হবে**?** চিন্তা ভাবনা করি বিষয় গুলো। সাহাবীরা ছিলেন জান্নাতি। তাদের মত তাকওয়াবান পুরুষ কি এখন আছে**?** তাহলে তারা কেন এত কঠোর ভাবে মেনে চলতেন বিষয় গুলো**?** অথচ আমরা কোন গুরুত্ব দেই না। আমরা চাই ইলম শেখার বাহানায় নারীদের ঘর থেকে বের করতে। আল্লাহ পাক আমাদের মাফ করুন।

ইসলামের সর্বোত্তম সোনালী যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের স্ত্রীরা যারা আল্লাহ পাকের দরবারে নিষ্ঠাবতী**,** সদাচারী এবং ঈমানী পরাকাষ্ঠাসহ সৎকর্মের আদর্শ প্রতীক ছিলেন। তাদের স্ত্রীরা পরিপূর্ণ পর্দা করে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। তারাই আমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয় আদর্শ। অনুরূপভাবে তারাও অনুসরণীয় যারা নিষ্ঠার সাথে সাহাবাদের অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেছেন।

আমাকে আল্লাহ পাক যেখানে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেখানে একটা প্রতিষ্ঠান পেয়েছিলাম যে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কোন পুরুষ নেই। শুধুমাত্র হিফয করাবে। তাকে যে তার বাবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবে, এই পুরো রাস্তায় তার সফর কেমন হবে? তাকে কি কোন পরপুরুষ দেখবে না, সে কি কোন পরপুরুষ দেখবে না? সে তো নজর হেফাজত করতে পারবে না। মেয়ের বাবা প্রতিদিন নিয়ে যেতে পারবেন না। বাস ঠিক করে দিলে সেখানে বাসের ড্রাইভার পুরুষ। সে কি তাকে দেখবে না? আমার মেয়ের চোখ তো কোন পুরুষ দেখে না, তার চোখ কি তার দিকে যাবে না? আমরা দুর্বল ঈমানদার। আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেদের ঈমানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবো না। আমরা নজরের হেফাজত করতে পারি না এজন্য আমাদের নামাজ ঠিক নেই। যার নামাজ ঠিক নেই তার জন্য ধ্বংস। আমাদের উম্মতের মধ্যে এখন ৪ খলিফাদের মত পুরুষ নেই। আমরা যদি এসব নিয়ামত পেতে চাই আমাদের নিজেদেরকে সেভাবেই গড়ে তোলার মেহনত করতে হবে।

আমরা পর্দার পোশাক মেনে নিয়েছি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না যে পর্দার আড়ালে থাকা আর পর্দার পোশাক একই বিষয় না। আমি কি অন্ধ? কেন একজন অন্ধ সাহাবী ঘরে আসলে

উম্মুল মুমিনীন কে ভিতরে যেতে বলা হয়েছে?অথচ তারা ছিলেন জান্নাতি। আমাদের এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আগের দিনের নারীরা, তাদের স্বামী সন্তান পরিবার পরিজনেরা রোগ বালাই মুক্ত ছিলেন। তাদের সংসারে বরকত ছিল। কেন? তাদের কি এমন ছিল যার কারনে আল্লাহ পাক তাদের এভাবে সম্মানিত করেছেন? আর আমাদের কিসের ঘাটতি? তখনকার পুরুষদের কোন নারী কেন্দ্রিক দুশ্চিন্তা ছিল না। তাদের ঘরের নারীরা পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা দেখা সাক্ষাৎ এর মত বিষয়ে জড়াবে না। তারা নিশ্চিত মনে নিজেদের কাজে মন দিতে পারতেন।

১১) আমার মেয়েটাকে আজকে ঘর থেকে যদি বের করি, প্রতিটা মুহূর্ত আমার দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। তার কোন গুনাহ হলো কিনা। তার চিন্তায় কোন ভুল বিষয় আসলো কিনা। কোন পুরুষ তাকে দেখলো কিনা, সে কোন পুরুষকে দেখলো কিনা। কত ধরনের দুশ্চিন্তা। সুবহানাল্লাহ। আমি যখন স্কুলে পড়াতাম, আমার দ্বীনে ফেরার আগের কথা বলছি। তখন দেখতাম ছোট ছোট বাচ্চারা যে স্যারকে দেখতে ভাল লাগতো তারা এসে বলত অমুক তমুক টিচারকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। অথচ তারা কিন্তু বালেগ হয়নি। এত ছোট বাচ্চা সুন্দর অসুন্দর এর মানে বুঝতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের বিষয়ে একটা আকর্ষন অনুভব করতে পারে। আল্লাহু আকবার। এতটুকু বয়সেই এক বাচ্চা মেয়ে দুনিয়া দেখে ফেলেছে, হাজারো পুরুষ দেখে ফেলেছে। সে তুলনা করা শিখেছে। কার চেয়ে কে বেশি সুন্দর, কাকে কিভাবে ভাল লাগে সে এসব বুঝতে পারে। আমি যদি আমার মেয়েকে বাইরে দ্বীন শিখতেও বের করি তাহলে সেও তো একই কাজ করবে। পরপুরুষদের দেখে দেখে এসব চিন্তা করবে। আল্লাহ মাফ করুন।

আমরা বেশি বেশি করে দুআ করব, আল্লাহ আপনি আমাদের উম্মতের নারীদের বাঁচান। আমরা নারীরা যেন পুরুষদের জন্য ফিতনার কারন না হই। আপনি আমাদের বাঁচান। আপনি যেভাবে আমাকে ও আমার মেয়েকে এই ফিতনা থেকে বাঁচিয়েছেন সেভাবে উম্মতের প্রতিটা নারীকে বাঁচান। উম্মতের জন্য কি দরকার? পবিত্র নারী দরকার। আল্লাহ পাক আমাকে আমাকে সেই পবিত্র নারীদের দলভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিন। আমিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২৬: দুআ কবুলের গল্প

১) হিসনুল মুসলিম বই/ এ্যাপে অনেক দুআ আছে। দুআ গুলো এত সুন্দর সুবহানাল্লাহ। আমরা হিসনুল মুসলিম বই /এ্যাপের সবগুলো দুআর অর্থ পড়ে দেখবো ইনশাআল্লাহ।

- বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ের যিক্‌র:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ، اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ، اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ، اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই যেন নিজেকে বা অন্যকে পথভ্রষ্ট না করি, অথবা অন্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট না হই; আমার নিজের বা অন্যের পদস্খলন না করি, অথবা আমায় যেন পদস্খলন করানো না হয়; আমি যেন নিজের বা অন্যের উপর যুলম না করি অথবা আমার প্রতি যুলম না করা হয়; আমি যেন নিজে মুর্খতা না করি, অথবা আমার উপর মূর্খতা করা না হয়।

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযু বিকা আন আদ্বিল্লা, আও উদ্বাল্লা, আও আযিল্লা, আও উযাল্লা, আও আযলিমা, আও উযলামা, আও আজহালা, আও ইয়ুজহালা ‘আলাইয়্যা। (সুনান গ্রন্থকারগণ: আবূ দাউদ, নং ৫০৯৪; তিরমিযী, নং ৩৪২৭; নাসাঈ, নং ৫৫০১; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৮৪ আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী ৩/১৫২; সহীহ ইবন মাজাহ্ ২/৩৩৬।)

- সফরের দো‘আ:

তিনবার বলবে,
اَللّٰهُ اَكْبَرُ
আল্লাহ সবচেয়ে বড়
আল্লা-হু আকবার
তারপর বলবে,
سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রব্বের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা। ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূন।
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ

হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার কাছে চাই পূণ্য ও তাকওয়া এবং এমন কাজ যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দুরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ্! আপনিই সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের তত্বাবধায়ণকারী।

আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস'আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল-বিররা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়ামিনাল 'আমালি মা তারদ্বা। আল্লা-হুম্মা হাউইন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াতউই 'আন্না বু'দাহু। আল্লা-হুম্মা আনতাস সা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল-খালীফাতু ফিল্ আহ্লি।
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট-ক্লেশ থেকে, অবাঞ্ছিত অবস্থার দৃশ্য থেকে এবং সম্পদ ও পরিবারে অনিষ্টকর প্রত্যাবর্তন থেকে।

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন ওয়া'আসা-ইস্ সাফারি ওয়া কা'আবাতিল মানযারি ওয়া সূ-ইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহল।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফেরার সময়ও তা পড়তেন এবং তাতে যোগ করতেন,
اٰيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রব্বের প্রশংসাকারী।

আ-ইবূনা তা-ইবূনা 'আ-বিদূনা, লিরব্বিনা হা-মিদূন। (মুসলিম ২/৯৭৮, হাদীস নং ১৩৪২)

দোআ ও যিকির (হিসনুল মুসলিম) অ্যাপটি পেতেঃ https://gtaf.org/apps/hisnulbn

২) হঠাৎ সফরের দুআ কেন? আল্লাহ পাক আমাদেরকে সফরেই তো নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সবার ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। মুহুর্তের মধ্যে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। সফরের দুআ মধ্যেও তাকওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রব্বের প্রশংসাকারী। আল্লাহু আকবার।

৩) আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের একেকজনের একেক গুন ছিল। একজন সাহাবী ছিলেন যিনি কয়েকজন হলেই ঈমানি আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার মত অধমকে দিয়ে এই কাজ করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আসুন আমরাও ঈমানি আলোচনা করি।

◆ আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর কাছে এমন দিন থেকে পানাহ চাই, যে দিনটিতে আমি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে স্মরণ না করি। কারণ তিনি যখন সামনের দিকে থেকে আমার সঙ্গে মিলিত হতেন, আমার বুকে হাত মারতেন, আর পেছনের দিক থেকে মিলিত হলে পিঠে হাত মারতেন। অতঃপর বলতেন, একটু সময়ের জন্য বসুন! কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি। বসতাম, কিছুক্ষণ আল্লাহর স্মরণ করতাম। আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও কুদরত নিয়ে আলোচনা করতাম। এরপর বিদায়কালে বলতেন, আবুদ দারদা! এ হচ্ছে ঈমানের মজলিস। (উসদুল গাবাহ ৩/১৩১)

৪) ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল এবং শীঘ্রই এটি অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে, তাই গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ।
ইবনে মাজাহ (৩৯৮৬) এবং মুসলিম (১৪৫) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটিতে, "গুরাবা" শব্দটি এমন লোকদের বোঝায় যারা তাদের বিশ্বাস ও রীতিনীতির কারণে অন্যদের কাছে অপরিচিত বা অদ্ভুত বলে মনে হয়।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে গুরাবা কারা, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "যারা অপরিচিত অবস্থায়, যখন লোকেরা ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তখন তাদের সংশোধন করবে।" (মুসনাদে আহমদ)

অন্যান্য বর্ণনায়, গুরাবাদেরকে এমন ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা মন্দ লোকদের মধ্যে বাস করে এবং যাদের আনুগত্যকারীরা তাদের বিরোধিতাকারীদের তুলনায় কম।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীতে একা দাঁড়াতে ভয় না পেতে উৎসাহিত করে। এটি সেই লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে, এমনকি যখন তারা অপরিচিত এবং একা থাকে।

◆ এই গুরাবা কারা? গুরাবা মানে কি? এর মানে এই না যে আমি মানুষকে কোন সহযোগিতা করব না। এর মানে হলো আমি কোন খ্যাতি চাইনা। মানুষ আমার দিকেই ছুটে আসুক, সেলিব্রিটি হওয়ার আকাঙ্খা যেন অন্তরে না আসে। দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে আমি এ বিষয় গুলো বুঝতে পারতাম না। এই সম্পর্কে লেখাগুলো পড়ে আমার এত ভাল লাগত। চিন্তা করতাম আমি আমার আমল গুলো গোপন রাখতে পেরে যদি মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি ঈমান নিয়ে, তারপর কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ পাক যখন সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিবেন যে, এই বান্দা আল্লাহকে ভয় করত, ভয়ের মত ভয় করার চেষ্টা করত, তওবা ইস্তিগফার এ লেগে থাকার মেহনত করত, ঘরে নামাজ রোজা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছে সন্তানদের নিয়ে, ঘরের নারীদের পর্দার আমল শিখিয়ে গিয়েছে। আমার আপন মানুষজন তারা তো জানে, কিন্তু এ বিষয় বিশদ আকারে প্রকাশিত হবে এটা আমি চাইতাম না। আমি সর্ব হালতে লুকাতে চাইতাম।

পরবর্তীতে আল্লাহ পাক আমাকে যখন দুআ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এই গুরাবা বিষয় টা কি আপনি আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, মানুষ যেন আমার দিকে আকৃষ্ট না হয়। মানুষ যেন আমার কথা ও কাজের মাধ্যমে রবকে খুঁজে পায়। মানুষ যেন একমাত্র তার রবের দিকে আকৃষ্ট হয়। মানুষ যেন আল্লাহ প্রদত্ত যে শিক্ষা গুলো দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো যেন গ্রহন করে। মানুষের যেন আমলে আসার তৌফিক হয়। শুরুর দিকে আমি এ বিষয়টা একদমই বুঝতে পারতাম না। কোন বিষয় জানা থাকলেও আমি মুখ খুলতাম না। এমন হত কোন ক্লাসে উস্তাযা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য বলতেন, কিতাবের বিষয় না, ঈমানি কোন বিষয়। দেখা যেত সে বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাকে বুঝতে পারার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমি ভয়ে মুখ খুলতাম না। কারন আমি মুখ খুললে বোনেরা আমাকে চিনে ফেলবে।

আমাকে খুঁজতে থাকবে। পরবর্তীতে আল্লাহ পাক যখন আমাকে বিষয় গুলো প্রকাশ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ বোনেরা বিভিন্ন ভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। বারবার করেই আমার দিকে ঝুঁকেছে। এই বোনের সাথে যোগাযোগ করতে চাই। তখন মনে হলো যে আমি গুরাবা হতে পারছি না। আমি কেমন যেন সেলিব্রিটি হয়ে যাচ্ছি। সবাই আমাকে খুঁজবে আমি এমন তো চাই না। আল্লাহ পাকের তৌফিক অনুসারে আমি যা উপস্থাপন করার তা করেই যাচ্ছি তাহলে মানুষ আমাকে কেন খুঁজবে।

আপনি অনেক ঈমানের মজলিসে আছেন কিন্তু আপনার ঈমান তাকওয়া বাড়ছে না। আসলে এ মজলিসগুলো কোন কাজে দিচ্ছে না। তাহলে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কোন মজলিসে, কোন কিতাব পড়লে আমার ঈমান তাকওয়া বাড়ে। এসবের তালিকা কমিয়ে আনতে হবে। ডিভাইসের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। নিজে যেন নিজের দিকে মানুষকে না টানি এটা খুব করে খেয়াল করা। নবী রাসূল গন ও কখনও এ কথা বলেন নি যে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও। অবশ্যই আমাদেরকে রহমানের বান্দা হয়ে যেতে হবে।

মানুষ আপনার অনেক প্রশংসা করবে, সামনাসামনি বা লিখিত আকারে। এসব বিষয় নিয়ে খুব করে খেয়াল করব। প্রশংসা গুলো জমিয়ে রাখব কিয়ামতের মাঠের জন্য। কিয়ামতের মাঠে গিয়ে যেন বলতে পারি যে, আল্লাহ এই বান্দা আমার অনেক উপকার করেছে। আমি তার নাম পরিচয় কোন কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমার তার দ্বারা উপস্থাপন করা কথাগুলোকে রবের কথা মনে হতো। এই বান্দা আমাকে আমার রবের সাথে সম্পর্ক মজবুত করে সাহায্য করেছে। কোন বান্দাকে খোঁজার মেহনত দুনিয়ায় না করে কিয়ামতের মাঠের জন্য বরাদ্দ রাখাই উত্তম। দুনিয়াতে এসব বিষয় নিয়ে এত মেহনত করার প্রয়োজন নেই আমাদের। আল্লাহু আকবার। আমার বুঝতে পারার দরকার হলো আমার রব আমাকে কোন হালতে দেখছেন, আমাকে আমার রব যেভাবে দ্বীন পালন করতে ও প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন সেটা আমি করতে পারছি কিনা। যারা অবিবাহিত তারা কিভাবে দিন পার করবে, যারা বিবাহিত তাদের পরীক্ষা আবার অন্য ধরনের। সর্ব হালতে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া।

৫) যে সাহাবীর কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ যিনি কয়েকজন একসাথে হলেই ঈমানি আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। অন্য সাহাবীরাও তাকে স্মরণ করতেন এই বৈশিষ্ট্যের কারনে। আমরাও আমাদের মধ্যে লক্ষ্য করব আমাদের মধ্যকার বৈশিষ্ট্য গুলো কেমন। আমরা সাহাবীদের অনুসরণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি কি সাহাবীদের সাথে মিলে? আমরা কি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথে চলতে পারছি কিনা।

প্রতিটা মানুষের জীবনে পরীক্ষা আছে। অবিবাহিত বোনেরও পরীক্ষা আছে, বিবাহিত বোনেরও, যে বোনটা ১০/১২ বছরে হিদায়াত হয়েছে তার জীবনেও পরীক্ষা আছে। পরীক্ষা গুলো কঠিন কিন্তু তার জন্য না যে তার রবের সাথে নিজের সম্পর্ক ঠিক করতে পেরেছে। তখন কোনকিছুকে জন্য ভয় লাগে না। দুআ করলে আল্লাহ পাক উদ্ধার করবেন এমন সুধারনা তৈরি হয় অন্তরে। আপনার জীবনে হয়ত বিষয়টা আসে নি। কিন্তু আপনার অন্তর একেবারে স্থির, রবের প্রতি সুধারনা আপনার আছে। আপনি রবের প্রতি এমন বিশ্বাস আনতে পারবেন যে, আমার রব আমাকে দিবেনই। তিনি আমাকে ফিরাবেন না। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।

৬) আমার জীবনে দুআ কবুলের যত গল্প আছে সেগুলো একটাকে একটা ছাড়িয়ে যাওয়ার মত। সুবহানাল্লাহ। আমার এক প্রতিবেশির সেলাই মেশিন কাজ করছিল না। তার সাথে দেখা হওয়ার পরে সে বারবার এ কথা বলছিল। আল্লাহ পাক আমাকে রুকইয়াহ করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাকে বলেছিলাম, তোমার মেশিনটা আমার সামনে নিয়ে আসো আমি রুকইয়াহ করে দেই। আমার সবসময় সূরা বুরুজে উল্লেখিত বালকের কথা মনে পড়ে। সে কিন্তু কোন নবী রাসূল ছিল না। তার কাছে কেউ কোন সমস্যা নিয়ে গেলে সে বলত আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে দিবো, আমার বিশ্বাস আল্লাহ আমার দুআ কবুল করবেন। আল্লাহ পাক আমাকেও এই বুরুজের বালকের মত দুআ করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো তাফসীর পড়েছি কদিন আর হয়েছে। শুরু থেকেই আল্লাহ পাক আমার অন্তরে এসব বিষয় দিয়ে দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার দুআ কবুলের গল্পগুলো সাধারণ না। সুবহানাল্লাহ।

আমার সেই প্রতিবেশির মেশিনটাকে আল্লাহ পাক রুকইয়াহ করে দেয়ার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিবেশিরা আমার বাসায় আসেন আলহামদুলিল্লাহ। যখন আমার বাসায় আসতেন আমি জানতে চাইতাম মেশিনটা কি কাজ করে কিনা। ওনি বলত যে মেশিন কাজ করে না। মেশিনের একটা যন্ত্র ভেঙে গিয়েছে সেটা টেপ দিয়ে আটকে রেখেছে। এই ঘটনা বছর খানেক আগের। বস্তুগত জিনিসেও বদ নজর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। রুকইয়াহ করলে সেটা ঠিক হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আমার সেই প্রতিবেশি ঈদের সময় চলে যায় দেশে, খুব সম্ভবত সে একবারে চলে গিয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে যেখানে রাখুন দুনিয়ায় আখিরাতে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে রাখুন। চলে যাওয়ার আগে তার মেশিনের যাবতীয় সব কিছু

আমাকে দিয়ে গিয়েছে কারন আমাদের মেশিনের মডেল একই। মেশিনের যে অংশটুকু ভেঙে গিয়েছে, যেটাকে টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল সেটা আমার বাচ্চা বিল্ডিং এর বাইরে খুঁজে পেয়ে এনে হাতে দিলো। এটা নিচে পড়ে ছিল।

সেটাকে হাতে নিয়ে রুকইয়াহ করলাম। দুরূদ ফাতিহা দুরূদ, ৩ কুল, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পড়ে যেভাবে নিজেদের বদনজর এর রুকইয়াহ করি সেভাবে মেশিনের সেই ভাঙা টেপ দেয়া অংশ ফু দেয়া। নিজের জিনিসপত্র, সম্পদ যা কিছু আছে সবকিছুর জন্যই রুকইয়াহ করা যায়। সম্পদের কাছে গিয়ে তো সবসময় করা সময় না। চিন্তা করে রুকইয়াহ করবেন। হতে পারে আপনার গাড়ি ঘরের বাইরে আছে। কিভাবে রুকইয়াহ করবেন? চিন্তা করবেন সে বিষয় গুলো নিয়ে, দুআ করবেন। আল্লাহ আপনি ঘরে এবং ঘরের বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুকে আপনার জিম্মায় নিয়ে আসুন এবং বদনজর ও হিংসা থেকে মুক্ত রাখুন।

আমার বাচ্চা যখন এটা আমার কাছে নিয়ে আসে আমি জিনিসটা চিনে ফেলি। যার মেশিন যে আমাকে অন্যান্য জিনিস দিয়ে গেলেও ভাঙা এই জিনিসটা দেয় নি। কিন্তু আল্লাহ আমার হাতে ঠিকই এটা পৌঁছে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আমি সেটা সাথে সাথে হাতে পেয়েই টেপ খুলে ফেললাম এবং আমার মেশিনের সাথে লাগিয়ে দিলাম। যেহেতু একই মডেল ছিল। তারপরে সেখানে ছোট একটু করে টেপ লাগিয়ে দিলাম। সেটা কাজ করা শুরু করল। আল্লাহু আকবার। আমার এই দুআ আল্লাহ পাক কবুল করলেন এবং জিনিসটাকে আমার হাতেই পৌঁছে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার সেই প্রতিবেশিকে আমি যখন বিস্তারিত ভাবে বিষয়টা জানালাম, সে এটা জানার পর এত খুশি হয়েছে সুবহানাল্লাহ। পরবর্তীতে সে এই মেশিন টা ব্যবহার করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। কিভাবে করতে হবে সেটা আমি তাকে বলে দিয়েছি। এই যে একটা বান্দার রুহ থেকে যে দুআ আসল সুবহানাল্লাহ, সে এই বিষয়টার জন্য কি কোনদিন দুআ করতে ভুলবে। মেশিনটা তার স্বামীর মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দেয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ।

যে বান্দাকে আল্লাহ পাক তাকওয়ার শিক্ষা দেয়, হিদায়াত দেয় তাকে যে আল্লাহ পাক কিভাবে কত কাজ করিয়ে নেন সুবহানাল্লাহ। সে বান্দার জন্য আল্লাহ পাক দুআ জারি রাখার একেকটা মাধ্যম তৈরি করে দেন। আমি যখন তার মেশিনের জন্য দুআ করেছিলাম তখন আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার দুআ কবুল হবেই। সে দেশে চলে যাওয়ার সময় যখন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মেশিনের কি অবস্থা। তখনও মেশিন ঠিক হয়নি। দেরিতে হলেও আল্লাহ পাক মেশিনটা ঠিক করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

দুআ কবুল হলে সুবিধা হলো আপনার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আরো মজবুত হয়ে যাবে। আমাদের কি নিয়ে মেহনত করতে হবে? আল্লাহ পাক যেন আমাদের দুআ কবুল করেন। আমাদের হালাল বিষয় নিয়ে দুআ কবুল হতেই হবে। অস্থির হওয়া যাবে না। রুহ কে অস্থির করা যাবে না যে আমার দুআ তো কবুল হয়না।

৭) এটাও বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমাদের হিজামা করার বিষয় আল্লাহ পাক কিভাবে দুআ কবুল করেছেন সে বিষয়ে বলি। আমার আম্মুর কাছে আগে শুনতাম যারা বেদে তারা শিঙা লাগাতেন। মানুষ কোন উপকারও পেত না। উপকার পেতে হলে অবশ্যই সে বান্দাকে তাকওয়াবান হতে হবে। তারা আদৌ মুসলিম ছিল কিনা আল্লাহ ভাল জানেন। আমার কাছে বিষয় গুলো কেমন যেন লাগত। দ্বীনে ফেরার পর আল্লাহ পাক যখন বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ হিজামা করানো সুন্নাহ তখন থেকেই দুআ করে যাচ্ছিলাম আল্লাহ পাক যেন সহজ করে দেন। এর মধ্যে আমার শাশুড়ি আসেন, মা আসেন তাদের হিজামা করানো হয় আলহামদুলিল্লাহ। অনেক অসুস্থতা ছিল আমার শাশুড়ী, আমার আম্মুরও। কিন্তু আল্লাহ পাক হিজামার মাধ্যমে ওনাদের অনেকটা সুস্থতা দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে যেখানে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেখানে হিজামা করাতে অনেক খরচ হয়। একটা সেশনে প্রায় ২০ হাজার টাকার মত লাগে। আমি তখনও নিজের জন্য দুআ করি নি। তখনও মনে একটু ভয় ছিল যে কীভাবে করবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

আল্লাহ পাক আমার মাকে কবুল করলেন, শাশুড়ীকে কবুল করলেন। মা দেশে গিয়েও নিজের কাছাকাছি কোথায় হিজামা করানো হয় সেটা খুঁজে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তখনও আমি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নিতাম কিন্তু আমার কোন কিছুতে কাজ হত না। আমার সাথে এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। ডাক্তার ওষুধের ডোজ কম বেশি দিতেন কিন্তু আমার কোন কাজে আসত না সেসব নিয়ে আমার সাথেই আবার বিরক্ত হতো। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দিলেন যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা আমার জন্য না। ডাক্তার বুঝতেই পারছে কিভাবে আমার রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দিলেন যে আমাকে নববী চিকিৎসায় পুরোপুরি ভাবেই প্রবেশ করতে হবে।

আল্লাহ পাক যখন এ বিষয়ে দুআ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন আমার স্বামীর সাথে এ বিষয়ে কথা বলার পর রাজি হয়ে গেলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার যেহেতু বাইরের কোন খরচ নেই, শপিং নেই, আল্লাহ পাক সব বিষয়ে যুহদ গ্রহন করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সব মিলিয়ে আমার স্বামী সহজেই হিজামার জন্য রাজি হলেন এবং নিয়ে গেলেন। তখনও প্রায় ২০ হাজার টাকার মত খরচ হয়েছিল। তখন আমি দুআ করেছিলাম, আল্লাহ আপনি তো চাইলে এটাকে ফ্রি করে দিতে পারেন। টাকা ফেরত দিয়ে দিতে পারেন। সুবহানাল্লাহ সেইবার তারা আমার স্বামীকে ৮/১০ হাজার টাকা ফেরতও দিয়ে দিয়েছিল। এরপরের বার থেকে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য হিজামা সম্পূর্ন ফ্রি করে দিলেন সুবহানাল্লাহ। অথচ এই বিষয়টা আমার স্বামীর চাকুরির সুবিধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ পাক আমার দুআর কারনে বিষয়টা সহজ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। বছরে আমি যতবারই হিজামা করতে চাইব ততবারই এটা ফ্রি হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাকে অনেক বছর আগে এ বিষয় নিয়ে জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু সুযোগ হলো কখন সুবহানাল্লাহ। আমরা চিন্তা করি এটা কি আর ফ্রি হবে। আমরা দোটানায় ভুগি। বিষয়টা তো হালাল। আমি দুআ তো করতে পারি আল্লাহর কাছে। আল্লাহ পাক তো শিক্ষা দিচ্ছেন, তোমার জুতার ফিতা নেই তুমি দুআ করো। আমরা দুআ করতে চাইনা। আমিও আগে এমন চিন্তা করতাম চাইলেই কি সব ফ্রি হওয়া সম্ভব। শয়তানের কুমন্ত্রণা ছিল এসব। আমার আল্লাহ বলেছেন, যেখানে বান্দা কোন পথ খুঁজে পায়না সেখানে আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহু আকবার। আমি কেন এর উপর আমল করব না? আমি আল্লাহর কাছে চাইতেই থাকব। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতেই থাকলাম। আল্লাহ আমি পরিপূর্ণ নববী চিকিৎসা ব্যবস্থায় জীবনকে গড়তে চাই। কোন ধরনের কোন এলোপ্যাথিক ওষুধের জন্য আমার স্বামী সন্তান আমাদের কারো যেন যেতে না হয়। আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রুকইয়াহকে যথেষ্ট করে দিন, হিজামার ব্যবস্থা ফ্রি তে করে দিন। যখন থেকে আমি দুআ করা শুরু করলাম তার ৬ মাসের মধ্যে আমার স্বামী আমাকে জানালেন যে হিজামার চিকিৎসা ফ্রি করে দেয়া হয়েছে পরিবারের সবার জন্য আলহামদুলিল্লাহ।

আসল হিদায়াত কোনটা? হকের পথ কোনটা? সেটা কি আমরা ধরতে পারছি? আপনি চক্ষুশীতলকারী অন্তর প্রশান্তকারী নিয়ামত আল্লাহর কাছ থেকে পাবেন যা কোন সাধারণ বিষয় না। এর মধ্যে এত বরকত রহমত সুবহানাল্লাহ। এত এত দুআ কবুলের গল্প যা একটার চেয়ে একটাকে ছাড়িয়ে যাবে। আমরা কি এমন জীবন চাই না? যারা এ বিষয় গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছেন আল্লাহ পাক তাদের বরকতময় করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আরো তৌফিক দান করুন। আমিন।

৮) আমার মেয়ের দাঁতের ব্রেইস লাগাতে হয়েছে। বাসায় এসে প্রতিবেশিরা যখন জানতে চাইলেন কত খরচ নিয়েছে আমি বললাম এটা ফ্রি ছিল। তারা বিশ্বাস করতে চায় না যে এসব ফ্রি। অথচ এগুলোর খরচ অনেক বেশি। আমরা এত নিয়ম কানুন এর কথা চিন্তা করব না। আল্লাহর উপর ভরসা করে শুধু দুআ করব। বান্দা এটা বিশ্বাস করতেই চায় না যে দুআ কবুলের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তাদের কথা হল আমাদের হয়ত কোন বিশেষ কার্ড আছে যে কারনে এসব ফ্রি। একজন তাকওয়াবান বান্দা সে কি আল্লাহর কাছে বিশেষ না, আসমানে সম্মানিত না? আল্লাহ পাক কি জমিনে এসব বিশেষ ভাবে দেখাবেন না?

বিশ্বাস করুন এসব কোনকিছুই আমার স্বামীর চাকুরির সাথে সম্পর্কিত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ পাক এগুলো সব ফ্রি তে মিলিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার মেয়ের দাঁতের ব্রেইসের জন্য দুআ করি নি। আমি দুআ করতাম আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করে দিন সে যেন নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করে, এ নিয়ে অলসতা না করে। তার দাঁত ব্রাশ করার প্রবনতা একটু কম। আমি জানতাম না আল্লাহ পাক এভাবে দুআ কবুল করবেন সুবহানাল্লাহ। তার দাঁতে ব্রেইস পরতে হবে, যে কারনে তাকে নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। প্রতিবার খাওয়ার পরে খুব ভাল করে দাঁত পরিষ্কার করতে হবে এই ব্রেইসের কারনে। আমার মেয়ে এসে

আমাকে বলে, আম্মু তোমার দুআর কারনে আমার দাঁত নিয়ে এমন ঈমানের পরীক্ষায় পড়তে হয়েছে। দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ওনি বললেন ওর দাঁতে যদি ব্রেইস পরে দাঁতের গঠন আরো সুন্দর হবে। এবং এটা তোমাদের জন্য ফ্রি। এজন্য ওকে দাঁতে ব্রেইস দেয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। দাঁতের চিকিৎসা দেশে বিদেশে সব জায়গায় যথেষ্ট ব্যয়বহুল। আল্লাহ পাক এটাও ফ্রি করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

৯) আমি আল্লাহর কাছে একটু চাই আল্লাহ পাক আমাকে অঢেল দেন। আল্লাহু আকবার। আমরা যেন সবকিছুর জন্য একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী হই। আল্লাহ পাক যেন আমাদের প্রয়োজনের সব উপায় উপকরণ সহজ করে দেন। কিভাবে হবে সেই শিক্ষা আল্লাহ পাক দিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। একমাত্র আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে। আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহকে ভয় করার চেষ্টা অন্তত করি, নজরের হেফাজত করি। এমনভাবে নজর হেফাজত করার চেষ্টা করি আমি যেন বলতে পারি আমি অনলাইন অফলাইনে কোন পরপুরুষ দেখিনা। আমি যেন বলতে পারি আমি সময়কে অহেতুক অপচয় করি না। আমি সময়কে উত্তম ভাবে কাজে লাগানোর মেহনত করে যাচ্ছি। বারবার করে মোবাইল হাতে নেই না এটা দেখার জন্য যে কে উত্তর দিল বা কে ম্যাসেজ দিলো। মোবাইল সাইলেন্ট এ রাখবেন। যখন যে ক্লাস বা কাজ থাকবে সেটার জন্য এলার্ম দিয়ে রাখবেন। যখন প্রয়োজন হবে আপনি নিজে ফোন দিবেন। অন্যের প্রয়োজন হলেও ফোন দিবেন। কেউ আপনাকে ফোন দিয়ে পাওয়ার দরকার নেই। মোবাইলের কারনে অনেক গুনাহ হয়ে যাচ্ছে, সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাকে আগে তৌফিক দিন। আমিন।

ছোট ছোট বিষয় নিয়ে যদি চিন্তা করেন দেখবেন জীবন কত সুন্দর। জান্নাত তো দেখবেনই ইনশাআল্লাহ কিন্তু এটাও বলা আছে যে জান্নাতুল ফেরদৌসের জন্য মেহনত করে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ায় তার কিছু নমুনা হলেও দেখিয়ে দিবেন। আল্লাহু আকবার। আমার মনে হয় আমি তো আল্লাহর দেয়া সেই জান্নাতে আছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যেন সেই উপলব্ধি দিয়ে দেন। এগুলোই হকের কথা, হকের দিকে দাওয়াত। এর বাইরে যে কথা বলবে, যে আপনাকে ঘরের বাইরে যাওয়ার পরামর্শ দিবে সেগুলো কোনদিনই আপনাকে কোন কল্যান এনে দিতে পারবে না। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমার মত আপনার দুআ কবুল হবে না। আমার কুরবানী আর আপনার কুরবানি কি সমপর্যায়ের হলো?

আমি একটা সামান্য জিনিস বোরকা পরে বাইরে গিয়ে নিয়ে আসলেই পারি, কিন্তু সেটা করি না। আমি চাইলে সামান্য কোন জিনিস প্রতিবেশির বাসা থেকেও গিয়ে নিয়ে আসতে পারি। আমি সেটা না করে বরং সেটার জন্য দুআ করতেই থাকি আমার রবের কাছে। আমি যে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষনা দিচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করে দুআ করছি আল্লাহ কি দিবেন না? আল্লাহ পাক অবশ্যই আমার প্রয়োজনীয় সবকিছু ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। দুআর মাধ্যমেই আল্লাহ পাক আমার জীবনকে সহজ করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরকে দেখে যেন কেউ এটা বলতে না

পারে যে সে একটা অলস, অপদার্থ। কেমন দ্বীন পালন করে সে। আমরা যেন এমন হতে পারি যাতে সবাইকে দ্বীনের আসল সৌন্দর্য বুঝতে পারে। আমাদের সাথে কারো পরিচয় হলে তারা যেন আমাদের মধ্যে সাহাবীদের মত বিষয় গুলো দেখতে পায়। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন এই দলভুক্ত করে দেন। আমিন। পরবর্তী আলোচনা পর্যন্ত আল্লাহ পাক এর কাছে নেক হায়াত চাই। এর মধ্যে যদি মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে যায়, আপনারা যদি বিষয়টা জানতে পারেন তাহলে অবশ্যই মাগফিরাতের দুআ করে দিবেন।

১০) আমাকে আল্লাহ পাক দ্বীনে ফেরানোর পর থেকে কখনো এই খোঁচা শুনতে হয় নি যে সে কেমন দ্বীন পালন করে, কোথায় তার জীবনে সুন্নাহ, সে কেমন পর্দা পালন করে, কোথাও তার জীবনে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত ইত্যাদি। আমার জীবনে ঈমানি পরীক্ষা এসেছে বরং এ কারনে যে আল্লাহ পাক হকের কথা বলার ও আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে দ্বীনের শুরু থেকেই দ্বীনের বিষয় গুলোকে পাকা পোক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। বেশিরভাগের জীবনে হয়ত গায়ে পর্দার পোশাক টুকুই আছে কিন্তু না আছে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ না আছে সুন্নাহ পালন। পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে না পারার কারনে পরিবার পরিজনের কাছে, সমাজে যে অপমানিত লাঞ্ছিত। তারা এ ধরনের কথা শোনে যে, সে নাকি দ্বীন পালন করে, সে নাকি হুজুর হয়েছে ইত্যাদি। ওয়াল্লাহি, আল্লাহ পাক আমাকে কোনদিন এ ধরনের কোন কথা শোনান নি। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বরং আল্লাহ পাক আমাকে শুনিয়েছেন, যে দ্বীন আল্লাহ পাক আমাকে পালন করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ এমন দ্বীন পালনের সৌন্দর্য তারা কখনো দেখেন নি, শুনেন নি। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তাদের সাথে আমার মতের অমিল ছিল অনেকটা এই আয়াতের মত। ‘আপনি তাতে কীভাবে ধৈর্য ধরবেন**,** যে সম্পর্কে আপনি জানেন না’**? (**সূরা কাহফ**:** আয়াত ৬৮**)**

আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে যে এসব প্রকাশ করে দিচ্ছেন আল্লাহ পাক যেন ইখলাস ঠিক রাখার তৌফিক দেন, কবুল করেন। এর চেয়েও কতই না উত্তম ছিলেন সাহাবায়ে কেরামগন। আর আমি কতই না গুনাহগার বান্দা। আমাকে আল্লাহ পাক যেসব বিষয় প্রকাশ করার তৌফিক দেন সেগুলো কোন রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য না বরং আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যই। আল্লাহ পাক যেন এসব কাজগুলোকে আমার কবরে পৌঁছে দেন।

দ্বীনি বোনেরা যখন বলেন যে তাদেরকে কটু কথা শুনতে হয় যে তোমার এটা সেটা এত কিছু কেন লাগবে। অথচ আল্লাহ পাক আমাকে যুহদ গ্রহন করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ, কুরআন, সুন্নাহ পালন করার করার তৌফিক অন্য সবার চেয়ে বেশি দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। এসব বিষয় গুলো জানার পরে কেউ যেন আমার দিকে আকৃষ্ট না হয় বরং সবাই যেন একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই আকৃষ্ট হয়,

একমাত্র আল্লাহর বিধান ও সুন্নাহকেই আঁকড়ে ধরে। সবাই যেন আল্লাহর সাথে উত্তম ব্যবসা করে। আমিন।

◆ হে আমার প্রভু, আপনি এমন জিহ্বাকে শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার বিষয়ে মানুষদের খবর দিয়ে বেড়ায়। এমন চোখকেও শাস্তি দিয়েন না, যা এমন সব ইলমের দিকে তাকায়, যা আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এমন দুটি পা-কেও শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার ইবাদতের জন্য হাঁটে। এমন হাতকেও শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার রাসূলের হাদিস লিখে। এবং হে রহমশীল, আপনার মর্যাদার ওয়াস্তে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। কারণ, লোকেরা তো জানে- আমি আপনার দ্বীনের সংরক্ষণের কাজ করতাম! বই: হৃদয়ের দিনলিপি ; আল্লামা ইবনুল জাওযি (রহ)

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একজন মায়ের দুআ কবুলের গল্প

আমি এক মেয়ের মা, যে ছিল অন্য সব শিশুর মতো নয়। সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার, কিন্তু সারা দুনিয়ার যেকোনো শিশুর চেয়েও ভিন্ন।

যেদিন সে জন্ম নিল, ডাক্তাররা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, আর আমাদের হৃদয় ঝুলে ছিল তাদের দৃষ্টির দিকে...
তারপর এল সেই নির্ণয়, বজ্রপাতের মতো শব্দ হয়ে।

> "সে কখনো হাঁটতে পারবে না।
সে কখনো কথা বলতে পারবে না।
সে কখনো শুনতে পারবে না।
সে কখনো দেখতে পারবে না।
এমনকি তার মস্তিষ্ক কোনো সিগন্যাল পাঠায় না — কোনো অনুভূতি নেই, মূত্রাশয়ের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।"

এই কথা বছরের পর বছর আমার কানে বাজতে থাকল — এক মুহূর্তের জন্যও দূরে যায়নি। একটির পর একটি কঠিন মেডিকেল রিপোর্ট আসতে লাগল।

অবশেষে আমরা জার্মানিতে গেলাম, অলৌকিক কিছু পাওয়ার আশায়। কিন্তু সেখানকার উত্তর আরও কঠিন:

> "সে সারাজীবন নিস্তব্ধ, স্থির, ডায়াপারে মোড়া অবস্থায় কাটাবে..."

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, একজন মায়ের হৃদয় এমন কথা শুনে কেমন অনুভব করে? আমার কি ভেঙে পড়া উচিত ছিল? কাঁদা উচিত ছিল? চিৎকার করা উচিত ছিল? না। আমার অন্তরে একটি দৃঢ় বিশ্বাস নেমে এল—

🔸 প্রতিটি ডাক্তারের উপরে আছেন এক প্রভু, যিনি বলেন “হও” আর তা হয়ে যায়।
🔸 কুরআন শুধু একটি বই নয়... এটি শিফা, রহমত, আর এমন এক চিকিৎসা যা কেবল তারা বোঝে যারা তা স্বাদ গ্রহণ করেছে।

তাই আমার আসল যাত্রা শুরু হলো...

🔹 সূরা আল-ফাতিহা আমার দৈনন্দিন ওয়াজিফা হয়ে গেল — প্রতিদিন তার ওপর হাজারবার পড়তাম, বারবার, হাল ছেড়ে দিতাম না।

🔹 আমি প্রতিদিনের কুরআন তিলাওয়াত করতাম, আর সে থাকত আমার কোলে — যেন আল্লাহর বাণীর আলো ঢেলে দিচ্ছি তার মধ্যে।
🔹 আমাদের ঘর কখনো নীরব থাকত না — দিন-রাত কুরআনের ধ্বনি বয়ে যেত।

আমি বুঝতে পারলাম... শিফা আসবে না মেডিকেল রিপোর্ট থেকে, বরং শিফা আসবে আমার অন্তরের ইয়াকিন থেকে।

তাই আমি দু'আ আঁকড়ে ধরলাম, বারবার বলতাম—

> "হে আল্লাহ, আপনি বলেছেন — আর আপনার বাণী সত্য।

(আর আমরা কুরআন থেকে যা অবতীর্ণ করি তা হলো মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত)" — সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮২

✨ তারপর বছরগুলো কেটে গেল...
তার ষষ্ঠ বছরে — এক অলৌকিক ঘটনা! আমি তার দিকে তাকালাম...

সে হাঁটছে!
সে কথা বলছে!
সে শুনতে পাচ্ছে!
সে নিজেই টয়লেট ব্যবহার করছে!

আমার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল, আর আমার হৃদয় পড়ে গেল সিজদায় — শুকরিয়ায়, আনন্দে, বিস্ময়ে।

আজ সে আমাদের ঘরের ফুল। এবং সে আল্লাহর কিতাব হিফজ করছে। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি এই কথাগুলো শুধু গল্প বলার জন্য লিখিনি। বরং হতাশার বিরুদ্ধে একটি আহ্বান হিসেবে লিখেছি।

প্রতিটি মা, প্রতিটি ব্যথিত হৃদয়ের কাছে বলছি— আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে কখনো হাল ছেড়ে দিও না।

কুরআন শুধু তিলাওয়াত নয়...
🌿 এটি শিফা।
🌿 এটি শরীরের জন্য ওষুধ, হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আর এমন আশা যা জন্ম দেয় অলৌকিক ঘটনাকে।

✨ তোমাদের সন্তানদের কুরআন দিয়ে শিফা দাও।
✨ তোমাদের ঘর কুরআনের শব্দে ভরিয়ে দাও।
✨ তোমার হৃদয়কে প্রতিদিন এর অংশ দাও — আর দেখো, আল্লাহর রহমত কেমন নেমে আসে তাদের ওপর যারা বিশ্বাস করে আর আস্থা রাখে।

আল্লাহর কসম...আমরা কখনো ইয়াকিন নিয়ে কুরআনের দরজায় কড়া নাড়িনি, এজন্য সে দরজা থেকে শিফা আমাদের জন্য খুলে যায়নি।

> "আর আমরা কুরআন থেকে যা অবতীর্ণ করি তা হলো মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।"
— সূরা আল-ইসরা (১৭:৮২)

— একজন মা, যিনি কুরআনের ইয়াকিনের শক্তি স্বচক্ষে দেখেছেন,
এবং তার সন্তানের দেহ ও আত্মায় এর শিফা প্রত্যক্ষ করেছেন। (সংগৃহীত)

তাহাজ্জুদ ও দু'আ কবুলের গল্প

আপনারা যারা হতাশ বা খুব কষ্টে আছেন তারা তাহাজ্জুদ নামাজ নিয়মিত পড়ে দেখেন, ইনশাআল্লাহ্ খালি হাতে ফিরবেন না। অনেক আপুকেই দেখি একথা বলতে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। যদিও দোয়ার মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তারপরও অনেকজনকেই দেখি এইকথা বলতে, অনেক চাইলাম কিন্তু পেলাম না। আজকে তাদের জন্য কয়েকটা ঘটনা শেয়ার করবো। আশা করি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

▪ঘটনা ১ : ক্যান্সার আক্রান্ত এক খালা।
ডাক্তার বলেছে যে একদম শেষ প্রান্তে এবং যারা last stage থাকে তারা সচারাচর বাঁচে না। হাতে আর তিন মাস। বিশ্বাস করুক উনি একদম বেপর্দা এবং বেনামাজি একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু সেই তিননমাস তাকে একদিনও নামাজ বাদ দিতে দেখিনি। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ। একদিনও বাদ দেননি।

কি আশ্চর্য! তিন মাস পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। ডাক্তার নিজেই অবাক উনার শরীরে ক্যান্সার এর কোষ একদমই নেই। উনার আর কেমোথেরাপি দেওয়া লাগবে না। অথচ তিন মাস পর তার মৃত্যু নিশ্চিত। সেই মানুষের ক্যান্সারই নেই।

কেমোথেরাপির কারনে তার শরীরের রং নষ্ট হয়ে গেছে এবং চুল উঠে গেছিল। কয়েকদিন পর তার শরীরের রং এত সুন্দর আর এত ঘন চুল উঠলো যে আগের থেকেও আরো বেশি সুন্দর লাগে এখন দেখতে। এখন উনি কোনো দিনও নামাজ, তাহাজ্জুদ বাদ দেন না।

▪ঘটনা ২ : পছন্দ করে বিয়ে করেছে কিন্তু স্বামীর চরিত্র খারাপ। নামাজ তো পড়েই না সেই সাথে মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। সেই বোন একটা গ্রুপ থেকে ইস্তেগফার আর তাহাজ্জুদ সম্পর্ক জেনে আমল করা শুরু করে দিল। এখন সে বোনের স্বামীকে দেখলে নিজেরেই মনে হয় এমন ভালো আর চরিত্রবান বউকে পাগলের মত ভালোবাসে এমন কাউকে যেন জীবনে পাই। অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ে বোন তার দু'আ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছ থেকে কবুল করিয়ে নিয়েছেন।

▪ঘটনা ৩ : আমার এক বোনের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল গতবছর। পরে ও তাহাজ্জুদ পড়তো আর দু'আ করেছিল যার সাথে জোড়া আছে তার সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়ার জন্য। বিয়েটা ভাঙার পরে বাসায় অনেক ঝামেলা হয়েছিল। কি অমানুষিক কষ্ট সহ্য করত সেটা আমাকে বলতো সবসময়; আমিও ওর বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলাম। খুব মন খারাপ হয়েছিল তখন।

গতকাল আমাকে ম্যাসেজ দিয়ে বললো, দু'আ করিস আমার কাবিন হয়ে গেছে। আমি বিস্ময়ে + খুশিতে আত্নহারা হয়ে গিয়েছিলাম। যার সাথে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল তার সাথেই গত পরশুদিন কাবিন হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ।

আসলে আমরা চাইতে পারি না ঠিক মতো আল্লাহর কাছে তাই আমাদের দু'আ কবুল হয় না। অথচ আল্লাহ চাইলে একদিনেই ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়।

তাই আজ থেকেই শুরু করে দিন তাহাজ্জুদ। দু'আ এমন এক জিনিস, যা তাকদীরকেও পাল্টে দেয়, সুবহানাল্লাহ্।

তাহাজ্জুদের দু'আর অসীম শক্তি

আপনি কি তাহাজ্জুদের দু'আর শক্তি সম্পর্কে জানতে চান?

দামেস্কে একজন সম্পূর্ণ নিরক্ষর মহিলা ছিলেন। তিনি পড়তে বা লিখতে পারতেন না। প্রতি রাতে তিনি তাহাজ্জুদের জন্য জেগে উঠতেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে একদিন কুরআন মুখস্থ করার তৌফিক দাও!'

দেখুন তার কী আন্তরিকতা! সম্পদ, আরোগ্য, সুস্থতা—দুনিয়ার সমস্ত কিছুর মধ্যে, তিনি রাতে জেগে আল্লাহর কাছে কুরআন চাচ্ছেন। এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং যখন ঘুম থেকে উঠলেন, আল্লাহ তাঁর অন্তরে সম্পূর্ণ কুরআন ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারতেন। শত শত পৃষ্ঠা, ১১৪টি সূরা এবং ছয় হাজারেরও বেশি আয়াত, ঠিক এভাবেই! গভীর রাতের দু'আগুলো এমন তীরের মতো যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। রমাদানের শেষ দিকে এই তীরগুলোর কথা একবার কল্পনা করুন!

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাঁর বান্দাদের ডেকে বলেন, 'কে আমাকে ডাকছে যাতে আমি তার ডাকে সাড়া দিতে পারি? কে আমার কাছে কিছু চাইছে যাতে আমি তাকে দিতে পারি? কে ক্ষমা প্রার্থনা করছে যাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি?' যদি আপনি গভীর রাতে জেগে ওঠেন যখন অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে এবং আপনি একজন দয়ালু ব্যক্তিকে ডাকেন—তিনি নিশ্চয়ই আপনার প্রতি দয়া করবেন এবং আপনার জন্য দরজা খুলে দেবেন।

তাহলে দয়াময়ের দয়া সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন? সেই বাদশার দয়া যিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিক? আর তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে, যাঁর দানশীলতার কোনো শেষ বা সীমা নেই? কী হবে যদি আপনি বলে ওঠেন, 'ইয়া আল্লাহ!' আল্লাহ আপনার অশ্রু, আপনার সংগ্রাম এবং আপনার কষ্ট জানেন। তিনি আপনার ওপর দুনিয়ার দরজাগুলো কেবল এ কারণে বন্ধ করেছেন যেন আপনি তাঁর নৈকট্যের দরজায় ফিরে আসেন।

কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকুন, কারণ আল্লাহ কৃতজ্ঞদের বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কখনও হাল ছাড়বেন না এবং নিরাশ হতে অস্বীকার করুন। আল্লাহর পরিকল্পনার উপর ভরসা রাখুন। কোনো অনুশোচনা অতীতকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং কোনো অনুশোচনা সময়কে ফিরিয়ে আনতে পারে না। আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করা এমন একটি শিশুর মতো যে গভীরভাবে জানে যে, সে মাকে না ডাকলেও মা তার অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং তার দেখাশোনা করছেন।

শায়খ সামির আল-নাস (দামেস্ক) এই অলৌকিক ঘটনাটি অনুভব করা মহিলা সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, তাঁর স্ত্রী এই মহিলার সাথে দেখা করেছেন। আল্লাহ আমাদের সমস্ত গোপন প্রয়োজন এবং ইচ্ছা কবুল করুন যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না।

সূরা বাকারাহ

সূরা বাকারা নিয়ে অভিজ্ঞজনের অভিব্যক্তি,

১: সূরা বাকারা হতে পারে আমার জন্য মুক্তির উপায়। নাজাতের উসীলা। মনখারাপ থাকলে, কষ্ট করে একবার পুরো সূরা তিলাওয়াত করে নিলে, আল্লাহ তা'আলা আমার দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন।

২. হিম্মত করে আরেকবার তিলাওয়াত করতে পারলে, আমার উপর কালো জাদুর আসর থাকলে, আল্লাহ তা'আলা দূর করে দেবেন। ইন শা আল্লাহ।

৩. আরেকটু কষ্ট করে তৃতীয়বার তিলাওয়াত করলে, আগের বারবার চাওয়া কোনও দোয়া কবুল হওয়া বাকী থাকলে, আল্লাহ তা'আলা দোয়াটি কবুল করে নেবেন। ইন শা আল্লাহ।

৪. মনে বল এনে আরেকবার তিলাওয়াত করতে পারলে, বড় কোনও সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকলে, রাব্বে কারীম সংকট থেকে উদ্ধার করবেন। ইন শা আল্লাহ।

৫. জোর করে মন বসিয়ে আরেকবার তিলাওয়াত করতে পারলে, রিজিকের সংকট থাকলে আল্লাহ তা দূর করে দেবেন। ইন শা আল্লাহ।

৬. সূরা বাকারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক অপূর্ব হাদিয়া। আল্লাহ তা'আলা সযত্নে এই হাদিয়া প্রস্তুত করে পাঠিয়েছেন। সূরা বাকারা তিলাওয়াত-তাদাব্বুরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার জীবনে ফুল ফুটিয়ে দেবেন।

৭. অসুস্থ ব্যক্তি কষ্ট করে তিলাওয়াত করলে, আল্লাহ তা'আলা নিরাময় দান করবেন। ইন শা আল্লাহ।

৮. শনে দুষ্ট শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করলে, মনকে কষে বেঁধে একবার সূরা বাকারা তিলাওয়াত করে ফেলতে হবে। যখনই মনে কুবুদ্ধির উদ্রেক হবে, সূরা বাকারা নিয়ে বসে যেতে হবে। নিয়মিত বিরতিতে সূরা বাকারার সাথে লেগে থাকলে, শয়তানের যাবতীয় চক্রান্ত দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য।

৯. নিয়মিত সূরা বাকারা তিলাওয়াত-তাদাব্বুরে, আমার প্রতি আল্লাহর হেফাজত বৃদ্ধি পাবে, কাজেকর্মে বরকত আসবে। জীবন খাইর-কল্যাণে ভরপুর থাকবে। ইন শা আল্লাহ।

১০. সূরা বাকারাতেই অপূর্ব এক আশা জাগানিয়া আয়াত আছে,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ

(হে নবী!) আমার বান্দাগণ যাখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন যে,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি (১৮৬)।

১১. এমন আশ্বাস থাকতে, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল না করে থাকবেন? মোটেও না। ভয়ংকর পাপী বান্দাও যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে এই আয়াত পড়ে, আল্লাহ তার কথাও শোনেন। বলেন, বান্দা! বলো তোমার কি আর্জি।

১২. সূরা বাকারাতেই আছে কুরআন কারীমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত 'আয়াতুল কুরসী'। যে আল্লাহ আসমান ও যমীনের কাইয়ূম-সর্বনিয়ন্তা, তিনি আমার বিষয় দেখবেন না, তা কী করে হয়?

১৩) সূরা বাকারা পড়া হলে, ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না (সহীহ মুসলিম)।

নিজে না পারলে, অন্তত মোবাইলে প্রত্যহ একবার। রাতে নিচু সাউন্ডে।

(মোবাইলে চালালে প্রকৃত উপকার কেমন হবে বুঝতে পারছি না। তবে কিছু না কিছু উপকার তো হবেই। একদম নাই মামার চেয়ে কানা মামা অবশ্যই ভালো বৈ কি। রাতে ঘুমের আগে চালিয়ে রাখলে, সকালের অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, কুরআন চালিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম, এতে অবহেলা হল না? একদম না পড়াতো আরও বেশি অবহেলা।)

✍️ উস্তায আতীক উল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

২) সূরা বাকারাহ'র শেষ ২ আয়াত তিলাওয়াত করে আঙ্গুল দিয়ে ঘরে ইশারা করলে ঘর বন্ধ হয়ে যাবে। ঘরে আর কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। -মুফতি সাইফুল ইসলাম

১) পূর্বের নেককার ব্যক্তিদের যখন জিজ্ঞাসা করা হতো—আপনার আর অমুকের বাড়ির মাঝে দূরত্ব কতটুকু? তখন তাঁদের অনেকেই উত্তর দিতেন—একশো আয়াত পরিমাণ (বা অত সংখ্যক আয়াত পরিমাণ)। অর্থাৎ, ১০০ আয়াত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে, এতটুকু সময় লাগে যেতে।

প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন এমন একটি প্রজন্ম যারা কুরআনের সাথে জীবনযাপন করেছেন। বর্তমানে যেভাবে মোবাইল আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে এবং মোবাইল ছাড়া আমরা চলতে পারি না, ঠিক সেভাবে তাঁরা কুরআনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কুরআন ছিলো তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান। কুরআন তাঁদের রক্তে-মাংসে মিশে গিয়েছিলো। ইমাম সুফিয়ান সাওরি (রাহ.) কোনোদিন মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততায় আটকে গেলে, অন্তত কুরআন খুলে চোখ বুলিয়ে নিতেন। এটি না করলে তাঁর ভালো লাগতো না।

আবু জাহলের ছেলে ইকরামা মক্কা বিজয়ের পর ঈমান আনেন এবং আন্তরিকতার সাথে দ্বীন মেনে চলেন। এমনকি ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও জযবা প্রদর্শন করে শাহাদাতবরণ করেন। সেই ইকরামা (রা.) কুরআনকে চেহারার সাথে লাগিয়ে রাখতেন; কাঁদতেন আর বলতেন—

كَلَامُ رَبِّي كِتَابُ رَبِّي

(কালামু রাব্বি! কিতাবু রাব্বি!)
'আমার রবের কালাম! আমার রবের কিতাব!' [ইমাম হাকিম, আল-মুসতাদরাক: ৫১১০]

নিজেদের প্রশ্ন করি কুরআনের সাথে আমার, আমাদের সম্পর্ক কেমন?

২) হাকীমুল উম্মাত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ.কে জনৈক মুরীদ বলেন,শায়খ "খুব ভয় হয় মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হয় কিনা"!

তখন শায়খ আশরাফ আলী থানভী রহ. তাকে বলেন,তোমাকে একটা খুব সহজ পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি,এটা করলে ইনশাআল্লাহ মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হবে।

পদ্ধতিটা হলো-কোন এক সময় দুই রাকাত সালাতুল হাজাত শেষে উত্তম রূপে কালিমা শাহাদাত পড়ে, মুনাজাতে আল্লাহ পাককে বলবে- হে আমার আল্লাহ! এ কালিমা আমি আপনার নিকট আমানত রাখলাম!

মৃত্যুর সময় আপনি এ আমানত আমাকে ফিরিয়ে দিবেন।

তারপর বলেন,জেনে রেখো! আল্লাহ পাক থেকে উত্তম আমানত রক্ষাকারী আর কেউ নাই, তিনি তোমাকে তোমার রাখা আমানত ঠিক সময়মতো ফিরিয়ে দিবেন।

আমরাও সহজ আমলটি করে রবের নিকট “কালিমা”আমানত রাখতে পারি।

আল্লাহ তাওফিক দান করুন।

🖊️সংগ্রহসূত্র: মাওলানা ওসমান সাদেক (হাফিজাহুল্লাহ)

খলিফা: আরেফবিল্লাহ শায়খুল হাদীস শায়খুল উলামা আল্লামা শাহ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন সাহেব দা: বা:।

৩) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ‘বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি’। [বুখারীঃ ৭৪০৫]

মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিক্‌রুল্লাহর সমান নয়’। যুন্‌নূন মিসর বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে অন্যান্য সবকিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সবকিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন’।

৪) ইমাম আবুল আব্বাস বিন আতা [রাহ.] প্রচুর তিলাওয়াত করতেন। প্রতিদিন তিনি একবার করে কুরআন খতম করতেন। আর রমাদ্বান মাসে দিন-রাত মিলিয়ে তিনবার করে খতম করতেন। এছাড়া কুরআন বুঝে বুঝে পড়েও তিনি একটা খতম করছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি কুরআনের অর্থ বুঝে ও শিক্ষা গ্রহণ করে প্রশান্তি অর্জন করতেন। এই বিশেষ খতমটি দিতে তাঁর দশ বছরের অধিক সময় চলে যায়। খতম শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। [ইমাম আবু নুআঈম আসবাহানী (রাহ.), হিলইয়াতুল আউলিয়া: ১০/৩০২]

৫) জাদু থেকে বাঁচার কার্যকর রুকইয়াহ:

ফজরের নামাজের পর কেউ যদি তিন বার করে সূরা ফাতিহা, চারকুল (সূরা ইখলাস ফালাক নাস এবং কাফিরুন) এবং আগে পরে তিনবার দরুদে ইব্রাহিম পড়ে নিজের হাতের তালুতে ফু দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে নিবে আল্লাহ তায়ালা তার বংশের পরবর্তী প্রজন্মকেও সকল প্রকার জাদু টোনা থেকে হিফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ। ---- মুফতি জারওয়ালি খান রহিমাহুল্লাহ

৬) হাসান আল বাসরী রাহিমাহুল্লাহর একটা সুন্দর উক্তি আছে। তিনি বলেছেন:

'যখনই আপনি আপনার সালাতকে ঠিক করতে পারবেন, দেখবেন আপনার জীবনটাও ঠিক হতে শুরু করেছে। যদি আপনার মনে হয়— কেনো আপনার রিযক সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, কেনো আপনার বিয়ে হতে দেরি হচ্ছে, কেনো আপনার কাজে বারাকাহ কমে যাচ্ছে, কেনো দিন দিন খারাপ হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য, তাহলে আপনাকে বলবো আপনার সালাতের দিকে নজর দিন। দেখুন তো— *সালাত আদায়ে আপনি দেরি করেন না তো?*'

আমার অ-কারণ মন খারাপের কারণ হয়তো এখানেই যে— যথার্থ সময়ে এবং যথাযথ ভাবে আমি সালাত আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছি।

৭) সাহাবী আবু জর গিফারি রাযি. চাদর মুড়ি দিয়ে মসজিদের কর্নারে বসা। জিবরাইল আলাইহিসসালাম নবীজি (ﷺ) -এর কাছে এসে বললেন, 'মসজিদের কর্নারে চাদর মুড়ি দিয়ে যে লোকটা বসে আছে এ লোকটাকে আপনারা সকলে যতটা চিনেন আমরা আকাশের ফিরিশতারা আরো বেশি চিনি। কারণ, তাঁর কথা আমাদের মাঝে আলোচনা হয়।' নবীজী (ﷺ) বললেন, 'কেন?' জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, 'তাঁর মাঝে দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে।

এক. তিনি নিজেকে সকলের চাইতে ছোট মনে করেন।

দুই. তিনি বেশি বেশি قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পড়েন।' (তাফসীরে কাবীর ৩০/১৬০)

পর্ব ২৭: সাহাবীওয়ালা সমাজব্যবস্থা

১) রামাদানের সময় একদিন আমার স্বামী আমাকে বললেন যে আমাদের ছেলেকে ওনি আরবি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিবেন। যারা এ দেশে লোকাল তাদের জন্য একটা স্কুল, যারা প্রবাসী তাদের জন্য আলাদা একটা স্কুল। কারিকুলাম এ কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু সে আরবি ভাষা কিছুটা শিখতে পারবে এটা হলো একটা ফায়দা আছে। বড় ছেলেকেও ভর্তি করাবেন, ছোট ছেলেকেও ভর্তি করাবেন। ওনার পরিকল্পনা কেমন সেসব বলতে লাগলেন। বাচ্চাদের সময় নষ্ট করা যাবে না, ওরা ছেলে মানুষ। দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরিচিত, আত্মীয়স্বজন, উস্তাদ চারদিকে সবার চাপের মুখেই ওনি বাধ্য হয়েই এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা বুঝতে পারলাম। আমি ওনার কথা চুপচাপ শুনেছি। কোন কথা বলিনি তখন। পরে আল্লাহর কাছে এ নিয়ে অনেক দুআ করেছি। আল্লাহ আপনি আমাকে পথ দেখান। আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে কি করব, কোথায় গেলে তারা তাকওয়া শিখতে পারবে, তেমন পরিবেশ পাবে আল্লাহ আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। বড় ছেলেকে বাংলাদেশে মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়েছিল। গত ডিসেম্বর এ বাসায় ফেরত নিয়ে আসা হয়। অল্প সময়ে সেখানেও অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মাদ্রাসায় উস্তাযাদের উপস্থিতি থেকে শুরু থেকে উস্তাদদের মারধর, খারাপ আচরন ইত্যাদি। বিগত ছয় মাসে আমার বড় ছেলে বাসায় আছে। বাংলাদেশে মাদ্রাসায় আর তাকে ফেরত পাঠানো হয় নি। এসব বিষয় নিয়ে আমার স্বামী খুবই চিন্তিত। চারদিক থেকে ফোন দিয়েও অনেক কথা শোনানো হচ্ছে, আমি নাকি আমার ছেলেদের ক্ষতি করে যাচ্ছি ইত্যাদি। আল্লাহ মাফ করুন।

২) সেদিন আমি ওনার সামনে যে দুআ করব সেটাও পারছিলাম না। কথাবার্তা সব শুনে পাশের রুমে চলে এসে আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করলাম। আমার স্বামীকে আমি যদি এতটুকু বলেছি, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।" অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী।" আল্লাহ পাক যে ফয়সালা করবেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ। এই বলে আমি পাশের রুমে চলে এসে আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলাম। আমার এত কান্না পাচ্ছিল। আমি আল্লাহকে বলে যাচ্ছিলাম, আল্লাহ আপনার কি ফয়সালা। এই স্কুলগুলোতে ওকে শার্ট প্যান্ট পরে যেতে হবে। তার সাথে ৮-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরাও পড়বে। নারী শিক্ষক তো আছেই। মিউজিক ও আছে। হাজারো ফিতনা থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য এত বছর ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমার ছেলেটার ৯ বছর হয়েছে, তাকে বাংলাদেশে পর্যন্ত মাদ্রাসায় দিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। সেখানেও মুসিবত ছিল। ছেলেকে আপনি আবার আমার কাছেই ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ আপনার কি ফয়সালা? আমার ছেলেকে এমন পরিবেশে পড়তে দিবো? সারাদিন তার সামনে নারীরা ঘুরে বেড়াবে। এসব দেখতে দেখতে তার অন্তরে প্রভাব পড়বে। মানুষের সিফাত এমনই। একজন পুরুষের জন্য নারী সবচেয়ে বড় ফিতনা।

৩) আমি গর্ব করার উদ্দেশ্য প্রকাশ করছি না, আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে যখন থেকে পর্দা করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার ছেলেদের জিজ্ঞেস করতাম। তোমরা যে সিড়িতে খেলো, আমার গলার আওয়াজ কি বাইরে শুনতে পাও? ওরা বলত যে শোনা যায় না আলহামদুলিল্লাহ। একদিনের ঘটনা বলি। আমার ছেলের বয়স তখন ৬ হয়েছে, ওর মামা ফোন দিয়েছে। ওর মামা ওকে বলেছে নেও তোমার মামীর সাথে কথা বলো। আমার ছেলে উত্তর দিয়েছে, "আমি পর্দা করি। মামীর সাথে কথা বলব না। আমার গলার আওয়াজ শুনে ফেলবে।" আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমার তখনও মাথায় আসে নি যে বাচ্চারা আমাকে দেখে শিখছে বিষয়গুলো। সুবহানাল্লাহ। আমি যে বাচ্চাদের কাছে জানতে চাই আমার গলার আওয়াজ শোনা যায় কিনা বাসায় কোন পুরুষ মানুষ আসলে, বাইরে কোন কারনে (হিজামা করানোর জন্য) বের হলে। আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করতে হবে। এমন হয়েছে আমরা গাড়িতে উঠেছি বা বাইরে যাওয়ার সময় বাচ্চারা তো কোন কিছু দেখলেই বলতে থাকে, মা দেখো দেখো। আমি তাদের বলতাম, না বাবা, তাকানো যাবে না। আমি চোখ উঠাতে পারব না। আমার গুনাহ হবে। আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহকে ভয় করতে। চোখ উঠালে তো বাইরে কি হচ্ছে সেসব দেখতে পাবো। এসব বিষয় বাচ্চারা দেখতে দেখতে ৬ বছরের মধ্যেই মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, ওরা শিখে ফেলেছে।

৪)বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ে বাচ্চাদের মামী বলতে পারবে না যে বাচ্চারা কোনদিন ওনার চোখের দিকে তাকিয়েছে। সবসময় ওর চোখ নিচে। ওনারা রুমে এসেছে, কিন্তু ওর চোখ নিচে ছিল আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। মামী চাচীর গায়ের রং কার কেমন এসবের বর্ননা আমার ছেলেরা দিতে পারবে না। আল্লাহ পাক এসব থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আর এসব ঘটনা ছিল খুব অল্প সময়ের। যখনই দীর্ঘ একটা সময় থাকবে, এমন কোন মজলিসে আমি দিবো যেখানে সকাল থেকে আসর পর্যন্ত থাকতে হবে তার অন্তরে কি প্রভাব পড়বে না? এখানে স্কুল কলেজ একসাথে। হঠাৎ করে একটা ছেলে মেয়ে একে অপরকে স্পর্শ করে কথা বলছে বিষয় গুলো কেমন যেন সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। যেখানে আল্লাহর ভয় নেই, কুরআন হাদিসের উপরে আমল নেই সেখানে তো এসব থাকবেই। আমার চোখের সামনে বারবার এসব ভাসছিল। আমি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআই করেছি।

৫) এর মধ্যে রামাদান শেষ হলো। ঈদ পার হলো। তারপর আল্লাহ পাক আমাকে আমার স্বামীর সাথে এ বিষয়ে কথা বলার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আপনার ফয়সালা জানিয়েছেন। আমি কিছু কথা বলতে চাই। এসব স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করালে শার্ট প্যান্ট পরে যাবে। যে বাচ্চাকে আমি জন্মের পর থেকে কখনো শার্ট প্যান্ট পরাই নি। সে বাইরে কোথাও যাওয়ার আগে তার জুব্বাকে খোঁজ করে সবসময়। বাসায় থাকলে বা সিঁড়িতে খেললে প্যান্ট পরে, জিন্স প্যান্ট না। বাচ্চাকে আমি ছোট বেলা থেকেই কখনো জিন্স প্যান্ট পরাতাম না। আমি কিন্তু তখনও বুঝতে পারতাম না বিষয় গুলো। শুরুর দিকে

কিনতাম। পরে খেয়াল করে দেখলাম জিন্স পরলে শারীরিক গঠন সম্পূর্ন বুঝা যায়। এটা কিভাবে হালাল একটা পোশাক হতে পারে? শুরুর দিকে ওকে বড় বড় গেঞ্জি কিনে দিতাম। বাচ্চার সাইজের চেয়েও ২/৩ সাইজ বড় কিনে দিতাম। আল্লাহর কাছে দুআ দুরূদ পাঠ করে তারপর বাচ্চাদের বাবার সাথে পরামর্শ করে আল্লাহ পাক বাচ্চাদের জন্য কেনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি কখনোই কেনাকেটা এসবের মধ্যে ছিলাম না। বাচ্চাদের বাবা এসব করতেন আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর কাছে যখন দুআ করা শুরু করলাম আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। বান্দা যখন তাকওয়ার পথে চলা শুরু করবে তখন এটা বলার সুযোগ নেই, কি করব, বাধ্য হয়ে করেছি। আমরা বরং আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ আপনি আমাকে তাকওয়ার রাস্তা দেখান। কিভাবে চললে আপনাকে ভয় করার মত ভয় করতে পারব? আমাদের জন্য আপনি সহজ করে দিন। আমার স্বামী কিনে এনে দিচ্ছেন আমি বাচ্চাদের পরাচ্ছি পোশাক গুলো। এখানে আমার কি করার আছে? অবশ্যই করার আছে। এজন্যই কুরআনে হিকমাহর কথা বলা হয়েছে। বান্দা আল্লাহর কাছে চাইতেই থাকতে, নিজের ভুল গুলো নিয়ে চিন্তা করবে, সমস্যা সমাধান করার জন্য আল্লাহর কাছে পথ নির্দেশনা চাইতেই থাকবে।

আমি ছেলেদের পোশাক কেমন হবে সেটা নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করলাম। আল্লাহ আপনি আমাকে পথ দেখান। ছেলেদের পোশাক কেমন হবে? প্যান্ট কেমন হবে? আমার ছেলেদের তো আমি দুনিয়ার মত করে শিক্ষা দিতে চাই না, সাহাবীদের মত করে বড় করতে চাই। বাচ্চাদের জন্য ঢিলেঢালা প্যান্ট কেনার ব্যবস্থা হলো আলহামদুলিল্লাহ। যে ছেলেকে আল্লাহ পাক এভাবে ছোট থেকে বড় করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, তার বয়স ৯ হওয়ার পরে আমি তাকে শার্ট প্যান্ট পরতে হবে, নারীদের সাথে সারাক্ষণ উঠা বসা এমন স্কুলে পড়তে পাঠাবো? আমি আমার হুজুরকে (স্বামীকে) বললাম, আমার দ্বারা সম্ভব না। আমি আমার ছেলেকে এমন পরিবেশে পাঠাতে পারব না। এখানে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরাও পড়ে। এখানে আমার ছেলের পর্দা কিভাবে হবে? এটা তো শুধু ছেলেদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না। সে কিভাবে এমন পরিবেশে নজর হেফাজত করে চলবে?

৬) আমার স্বামী এসব বিষয় নিয়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। বাসায় ফিরে তিনি বললেন, বাচ্চা যখন বাসায় থাকবে তখন আমি যেন তাদের তাকওয়ার বিষয় নিয়ে শিক্ষা দান করি, আর বাইরে প্রতিষ্ঠান থেকে তারা পড়াশুনার বিষয় শিখে আসুক। আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আপনাকে এসব বিষয় নিয়ে পরামর্শ কারা দেয়? তাদের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করুন তারা কি তাদের সন্তানদের তাকওয়া শিখাতে পেরেছেন? কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে গিয়ে যারা কাজ করে তাদের তাকওয়ার শিক্ষা দেয়া খুবই কঠিন। যখন হিদায়াত ছিল না তখনও আমরা এসব করেছি, হিদায়াত এর পরও যদি এসব করি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। আশেপাশে আমরা সাধারনত কি দেখি? বাচ্চা মাদ্রাসায় পড়লেও সে যখন বাইরে কোথাও বেড়াতে যায় তার পরনে থাকে জিন্স শার্ট। দেখে বুঝার উপায় নেই

যে সে মাদ্রাসার একজন ছাত্র। জুব্বা টুপিকে সে মনে করে আযাবের পোশাক। কতক্ষণে সেটা পরিবর্তন করে শার্ট প্যান্ট পরবে সে চিন্তায় থাকে। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহুমাগফিরলি। মাদ্রাসায় পড়ুয়া কোন বাচ্চা শার্ট প্যান্ট পরবে এটা কেমন কথা? আমার রুহ এসব মেনে নিতে পারে না। যারা এভাবে চলাফেরা করে তারা সুন্নাহকে কিভাবে আঁকড়ে ধরলো তাহলে? অন্যদের সন্তানদের নিয়ে অন্যরা যা খুশি করেছে সেটা তাদের দায়ভার। কিন্তু আমার সন্তান যেন এমন না হয়। আল্লাহ পাক হেফাজত করুন।

৭) যারা উদাহরণ দিচ্ছেন বিভিন্ন বিখ্যাত আলেম উলামা, দ্বীনের দায়ীদের, তাদের পোশাকের ইত্যাদি। অবশ্যই তারা অনেক কল্যানকর কাজ করেছেন কিন্তু এভাবে চলাফেরা করা কখনই সাহাবীওয়ালা আমল না। সাহাবীওয়ালা আমল কেমন হবে? সাহাবীওয়ালা আমল যদি থাকত তাহলে আজকের দুনিয়ায় পুরুষদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকত। আমরা এখন যতটুকুতে গা বাঁচে ততটুকু আমল করি। ইসলামের শিক্ষা তো এমন না। সবসময় অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় রাখতে হবে। আল্লাহ খুশি হবেন সে চিন্তা করে কাজ করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমার ঘরের সবার প্রতিদিনের ৫ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত পড়ার তৌফিক দিচ্ছেন। আমার ছোট বাচ্চাটা সহ ফজরের নামাজ পড়ে। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমার কান্না পায় এ চিন্তা করে আমার প্রতিবেশিদের ঘরে কেন টোকা পড়ে না? তাদের কেউ কেন ডেকে দেয় না। সাথে করে মসজিদে নিয়ে যায়না? শুধু নিজে আমল করেই শেষ? আমাদের তো উম্মাহর জন্য ফিকির থাকতে হবে।

আমি আমারটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবো, প্রতিবেশির বিষয় আমার দায়িত্ব না। এমন চিন্তা ভাবনা করা সাহাবীওয়ালা আমল না। রামাদানের সময় আমলের প্রতি যেমন গুরুত্ব ছিল রামাদানের পরে সেটা নেই। রামাদানের সময় আমাকে আমার প্রতিবেশীরা বলেছিলেন তাদের ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে তৌফিক দিয়েছিলেন তাদের খেদমত করার। রামাদানের পরে সেটা আর নেই। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি আল্লাহ আপনি তো আমার ঘরের সবাইকে নামাজের তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু বাকী ঘরগুলো? তাদের জন্যও আপনি সহজ করে দিন। আমরা নিজেরা আমল করে, নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারলেই হলো, অন্যরা জাহান্নামে যাক। এভাবে কোনদিন আমরা বাঁচতে পারব না। তাদের দায়িত্বও আমাদের উপর বর্তাবে। আমাদের প্রত্যেকের এজন্য কান্না করা উচিত। আমরা কেন সাহাবীদের মত হতে পারলাম না। প্রতিটা ঘরের নারী কেন ঘরের পুরুষদের নামাজে পাঠাতে পারল না। আমাদের পুরুষদের পক্ষে তো নামাজে যাওয়ার সময় প্রতিবেশিদের ঘরে একটা টোকা দিয়ে যাওয়ারও তৌফিক হচ্ছে না।

৮) এমন দ্বীন পালন আমি চাইনা। আমি চাইনা আমার সন্তানেরা এমন দ্বীন পালন করুন। আমি চাই আল্লাহ তৌফিক অনুসারে ইনশাআল্লাহ, সে সবার আগে ঘুম থেকে উঠবে। সে একটা দল গঠন করবে। তাদের একেকজনের দায়িত্ব থাকবে যে একেকজন ১০ টা বাসায় ডাক দিয়ে আসবে। রামাদানের সময় রাস্তাঘাটে সাহরীর সময় ডাক দেয়া হয়। ফজরের

নামাজের জন্য ডাকাডাকি নেই কেন? মুয়াজ্জিন মাইকে ডাকার কারনে কি আমরা পার পেয়ে যাবো? আমাদের কি কোন দায়িত্ব নেই? পুরো এলাকাবাসীদের ঘুম থেকে উঠাতে হলে আরো আগে থেকে প্রস্তুতি থাকতে হবে না? আমি আমার আল্লাহর কাছে চাই, আমার সন্তানেরা মসজিদের দায়িত্বে থাকবে। তারা নিশ্চিত করবে যে মুসল্লিদের মাখরাজ সহীহ। তারা ফজরের আধা ঘন্টা আগেই উপস্থিত থাকবে। একটা দল থাকবে যারা মাখরাজের জন্য সময় দিবে। যারা ফজরের পরে পড়তে পারে না তারা যেন ফজরের আগে শেখার সুযোগ পায়। এগুলো আমার ইচ্ছা। কোথাও এগুলোর বাস্তবায়ন আছে আমি জানি না। আমি বলে যাই। আপনারাও দুআ করে যাবেন। আমি আমার সন্তানকে এভাবে গড়ার জন্য মেহনত করে যাবো।

৯) মসজিদের দায়িত্বে থাকতে হবে, মাখরাজ সহীহ করে জানতে হবে। প্রত্যেক মুসল্লিদের ফ্রি তে শিখাবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের আগে পরে আধা ঘন্টা করে তাদের শিখানোর জন্য সময় দিবে। সময় বেশি লাগলে বেশি সময় দিবে। দ্বীনের আসল শিক্ষা আসবে মসজিদ থেকে। দ্বীনের শিক্ষা, মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুর শিক্ষা আসবে মসজিদ থেকে। প্রত্যেক মুসল্লীকে ধরে ধরে বলা, ভাই আপনি কেন পারছেন না মাখরাজ শিখতে? আপনি যখন ফ্রি থাকেন কাজের ফাঁকে আপনি আসুন, আমরা আপনাকে ফ্রি তে শিখাবো।

আমরা এখন দ্বীন পালন করাকে ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিনত করেছি। এটা কোন ব্যক্তিগত বিষয় না। আমার সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে ফিকির থাকতে হবে। উম্মতের একটা ঘরেও যেন নামাজের সময় লাইট বন্ধ না থাকে। প্রতিটা ঘরের পুরুষ মসজিদ থেকে মাখরাজ শিখে আসবে, দ্বীনের অন্যান্য বিষয় শিখে এসে ঘরের নারীদের শিখাবে। নিজে যা শিখবে সেটা অন্যকে শিখানো বাধ্যতামূলক। একটা হরফ শিখে এসেছে সেটাই ঘরে শিখাবে। আমি এমন এক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি। আল্লাহু আকবার কাবিরা। নারীরা ঘর থেকে বের হবে না। পুরুষদের জন্য মসজিদ হবে দ্বীন শেখার দুর্গ। একটা ঈমানি দল থাকতে হবে। ফজরের আগে থেকেই কার্যক্রম শুরু হবে। এলাকাবাসীদের নিয়ে বসবে। তাদের সাথে যোগাযোগ হবে। আমরা আপনাদের ফ্রি তে দ্বীন শেখাতে চাই। আমাদের ১ পয়সাও লাগবে না। রিযিকের জন্য পেরেশান হওয়া যাবে না। এজন্য পেরেশান হলে আল্লাহর দ্বীন থেকে ছিটকে যেতে হবে। আমার স্বামীর সাথে এসব নিয়ে অনেক কথাবার্তার পরে আলহামদুলিল্লাহ তিনি বললেন আমি যেন বিষয় টা দেখি। বাচ্চাকে কোথায় কিভাবে পড়াতে হবে ইত্যাদি। আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

১০) নারীরা ঘর থেকে বের হবে না। কারো মাহরাম না থাকলে বা বৃদ্ধ থাকলে তাদের বাজার হাট যেন ঘরে পৌঁছে যায়। এসব কাজ করার জন্য একটা দল থাকতে হবে। কখন হবে সেই দল? তাকওয়া না থাকলে কোনদিনই এটা সম্ভব না। যে নারীর মাহরাম নেই সে এই বাহানায় ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। সে কি এর জন্য পর্যাপ্ত দুআ করেছে? সমাজব্যবস্থা এখনও এমন হয়নি। কিন্তু আমরা দুআ তো করব। সাহাবীওয়ালা আমল কিন্তু এমনই ছিল। দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা, পরপুরুষ থেকে নারীদের দূরে রাখা। ঘরের দায়িত্ব নারীর, বাইরের

দায়িত্ব পুরুষের। বর্তমানে বেশিরভাগ নারী ঘরের বাইরে। তাহলে বরকত রহমত আসবে কিভাবে? সবাই খালি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত তাহলে এই দুনিয়া এমনভাবে কে গড়বে? একজনের তাহাজ্জুদ, ফজর হয়েছে সে এতেই তৃপ্ত। কিন্তু তার প্রতিবেশি? ৪০ টা ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশির আওতায় পড়ে। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন কে করবে, কিভাবে করবে? আমাদের আল্লাহর কাছে দুআ করা উচিত, আল্লাহ পাক আপনি যা জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেসব আমলে আসার তৌফিক দিন।

১১) আমার ছোটবেলার একটা ঘটনা বলি। গ্রামে বাচ্চারা ফজরের পরে কায়দা নিয়ে মসজিদে যাচ্ছিল। আমি দেখে কিছু বুঝতে পারলাম না। আমাকেও বাসা থেকে বলা হলো তুমিও যাও। আমি গিয়ে দেখলাম একটা উঁচু এবং খোলা আকাশের নিচে এমন জায়গায় বাচ্চাদের পড়ানো হচ্ছে। সেখানে বাচ্চারা গোল করে বসে আছে। সেখানে পড়ানো হচ্ছে, পড়া শেষে বাচ্চারা যার যার বাসায় চলে গেলো। আমি সেখানে ২/১ দিন পড়েছিলাম। অনেক আগের কথা। গ্রামে যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন। খোলা জায়গা কারো সাথে কোন দুর্ঘটনার (ধর্ষন) কি সুযোগ আছে? দিন যত গেলো তত আধুনিক হলো আর গুনাহের পথ খুলে গেলো। মাদ্রাসায় ধর্ষন হয়, মাদ্রাসার ছাদ থেকে পুড়ে মারা যায় এসবও আমাদের সহ্য করতে হয়। আল্লাহ পাক যদি আমাকে ক্ষমতা দিতেন, যেদিন সেই মেয়েটা মাদ্রাসার ছাদ থেকে পুড়ে মারা যায়। সেদিনের পর থেকে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া, মাদ্রাসায় পড়া সম্পূর্ন বন্ধ করে দিতাম। নারীরা ঘরে শিখবে। এই মেয়েটা এভাবে যে মারা গেলো এটার দায়িত্ব সবার উপর বর্তায়। আল্লাহ যেন কিয়ামতের মাঠে এসবের জন্য আমাদের পাকড়াও না করেন। আমিন।

জেনারেল লাইনে এসব ঘটনা ঘটে। সেসব সহ্য করেছি। কারন যেখানে তাকওয়া থাকবে না সেখানে এসব ঘটনা ঘটতে থাকবে। মাদ্রাসাতে এসব কেন ঘটবে? তাদেরকে কি কুরআনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না? নাকি তারা তাকওয়াবান না? দ্বীন শেখার জায়গায় ধর্ষনের, পুড়ে মারা যাওয়ার মত ঘটনা কি সাধারন কিছু? নারীর যদি নিরাপত্তা না থাকে তাহলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি? সার্টিফিকেট অর্জন? আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ আপনি উম্মতের নারীদের ঘরে রাখুন।

১২) মা বাবা মেয়েকে মাদ্রাসায় দিয়ে বলে আমাদের দ্বীনের শিক্ষা নেই। সন্তানকে কে শিখাবে। অথচ বাবা প্রতিদিন মসজিদে যায়। তাহলে তার দ্বীনের শিক্ষা নেই কেন? মসজিদ কি শুধু হুড়োহুড়ি করে নামাজ কোনমতে শেষ করে আসার জায়গায় পরিনত হয়েছে। নামাজ শেষ, তারপরে মসজিদ কমিটিতে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দলাদলি মারামারি হবে। এখন তো মসজিদে ছবিও টানানো থাকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আমাদের এসব মুসিবতের জন্য প্রচুর দুআ করতে হবে। দুআ কখন কবুল হবে? যখন আপনি তাকওয়াকে চিনবেন। স্রোতের বিপরীতে চলা কষ্টকর। পরীক্ষা আসবেই। সবাই বলছে ছেলের বয়স ৯, আমি তার সময় নষ্ট করছি, জীবন নষ্ট করছি। আমি কি তাকে ঈমান হারানোর মত পরিবেশে দিয়ে দিবো?

যখন আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের ঈমানি পরীক্ষা বাড়তে পারে, তখন আল্লাহর কাছে সহজতার জন্য দুআ করব। আল্লাহ আপনি সহজ থেকে সহজতর করে দিন আসমানী সাহায্যের মাধ্যমে, গায়েবী মদদ দিয়ে। আল্লাহ পাক যখন আসমানী সাহায্য পাঠান তখন এত অলৌকিক ভাবে সহজতা চলে আসে যা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। কিন্তু আমরা যদি বলি যে, ঈমানি পরীক্ষা কঠিন হবে তাহলে হতে পারে আল্লাহ পাক এই পরীক্ষাকে আরো কঠিন করে দিতে পারে। আমরা টের পেতে পারি যে পরীক্ষা কঠিন কিন্তু আল্লাহর কাছে দুআ করব সহজতার। আমরা নিজেরা কোনকিছু সহজ করতে পারি না। আমরা কোনকিছু করার ক্ষমতা রাখি না। আমরা নিজেদের মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা ভাবনা না করে বরং আল্লাহর কাছ থেকে সহজতার জন্য সাহায্য চাইবো। কিভাবে হবে, সম্ভব না এসব আমরা চিন্তা করব না। আল্লাহ পাক অবশ্যই কাজ ধারনার চেয়ে উত্তম ভাবে সহজ করে দিবেন, কাজ গুছিয়ে দিবেন। আমার কঠিন সময়গুলোতে আল্লাহ পাক আমাকে দুআর কারনে দেখিয়েছেন ধারনার চেয়েও বাইরে বিষয় গুলো সহজ হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ ভাল জানেন।

১৩) নিজের মধ্যে তাকওয়া থাকলে আল্লাহর তরফ থেকে সেই নূর আসবে। আমরা সাহাবীওয়ালা আমল না দেখলেও আল্লাহ পাক আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন আল্লাহ পাক কেমন দ্বীন ব্যবস্থা চান। অন্যের চিন্তা যদি আমার না হয় তাহলে এই যে প্রতিবেশিদের ৪০ টা ঘর পর্যন্ত দায়িত্ব কার? এই হাদিসের মানে কি? এই ৪০ টা ঘরের নামাজ, রোজা, পর্দা ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা এসব বিষয় নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। কোন এলাকায়, অন্তত একেকজনের নানার বাড়ি, দাদার বাড়ি কোন অবিবাহিত মেয়ে যেন না থাকে। ছেলেদের হালাল আয়ের ব্যবস্থা করা। ইয়াতীমদের দায়িত্ব নেয়া। শুধু নিজের চিন্তা করলেই হবে না। উম্মতের ফিকির থাকতে হবে।

🔸 সেদিন আমি ইনস্টাগ্রামে একজন শায়েখের ভিডিও দেখছিলাম। ঠিক দেখছিলামও না, বরং আল্লাহ যেন আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "হিজাব শুধু চোখের পাতা নামানো অথবা নিজের সৌন্দর্যকে আবৃত করাই নয়। ইয়াতীমের সামনে নিজের বাবার আদর নিয়ে কথা না বলাও হিজাব, বিধবার সামনে নিজের স্বামীর প্রশংসায় মগ্ন না হওয়া হিজাব, যার সন্তান নেই তার কাছে গিয়ে সন্তান থাকার উপকারিতা বর্ণনা না করা, যার টাকা নেই তার কাছে বিলাসীতার গল্প না করাও হিজাব।" এরপর তিনি একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিলেন, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে কয়েকজন শিশুর খেলা দেখছিলেন। এমন সময় একটি শিশুর বাবা এসে বললেন, "আমি আমার ছেলেকে নিতে এসেছি।"

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলের নাম কী?" লোকটি নাম বলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি তোমার ছেলেকে 'আমার ছেলে' না ডেকে নাম ধরে ডাকো।" তখন সেই ব্যক্তি কিছুটা অবাক হয়ে

জানতে চাইলেন, কেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এখানে খেলাধুলা করছে এমন শিশুদের মধ্যে অনেক ইয়াতীম রয়েছে। তুমি যখন তোমার ছেলেকে 'আমার ছেলে' বলে ডাকো, তখন তাদের মন খারাপ হয়।" [এই ঘটনাটি আমার যেভাবে মনে আছে সেভাবে লিখলাম। সঠিক তথ্যসূত্র নেই, সেজন্য দুঃখিত।]

এভাবে আমি সত্যিই কখনো ভাবিনি। আল্লাহ্‌র দেওয়া নেয়ামত নিয়ে আমাদের আচরণের প্রকাশেও বিনয়ী হওয়া উচিত। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা প্রত্যেকেই আসলে অন্য কারো স্বপ্নের জীবন যাপন করছি। জীবন আমাদের যা কিছু দিয়েছে, তাতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, আর যা দেয়নি, তাতেও আমাদের কোনো দোষ নেই। সুতরাং, যা নেই তা নিয়ে যেমন হতাশ হওয়া উচিত না, তেমনি যা আছে তা নিয়েও ঔদ্ধত্য দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। ~ সংগৃহীত

১৪) পরিবারে পুরুষরা আছেন, তারা একত্রিত হয়ে কি সমাজের জন্য কিছুই কি করার নেই? আশেপাশে যারা মুসিবতে আছে তাদের কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সেসবের দায়িত্ব কি আমাদের না? আমরা কি সব রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দিবো? এটাই কি ইসলামের সৌন্দর্য না? যেদিন এমন ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে, সাহাবীওয়ালা তরিকা হবে সেদিন কাফেররা আমরাদের সামনে আসতেও ভয় পাবে। আমাদেরকে এমনভাবে দ্বীন পালন করতে হবে যাতে দ্বীনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ফুটে উঠে। আমরা কি আদৌ সেটা করতে পেরেছি?

অমুসলিমরা আমাদের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য কি দেখতে পায়? না আছে আমাদের ঐক্য, না আছে কোন কাজ করার দক্ষতা। সবচেয়ে বড় বিষয় আমাদের মধ্যে তাকওয়ার বড়ই অভাব। যেকারনে মুসলিম উম্মাহ অপমানিত লাঞ্চিত নির্যাতিত। আল্লাহ পাক আমাদের সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিন, সে যোগ্য বানিয়ে দিন। আমিন। মিশনারী প্রতিষ্ঠান গুলো যে পরিমান সময় অর্থ সম্পদ শ্রম ব্যয় করে তার সামান্য অংশও কি মুসলিমরা করার তৌফিক পাচ্ছে? অথচ সাহাবীদের বিষয় গুলো কেমন ছিল? মানুষজন তাদের সন্তানদের মিশনারী স্কুল কলেজে ভর্তি করতে প্রতিযোগীতা করে কারন সেখানে সুযোগ সুবিধা বেশি। কিন্তু এর আড়ালে যে তারা দ্বীন হারাচ্ছে /দ্বীন থেকে ছিটকে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারছে না। এখন আলেম উলামাগন এসব নিয়ে কাজ করছেন। আল্লাহ পাক কবুল করুন। খ্রিস্ট্রানরা অনেক টাকা পয়সা খরচ করছে মানুষের পিছনে, মানুষ খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের দরকার কি? তার প্রয়োজন পূরন হওয়া। তারা সেটার সুযোগ নিচ্ছে। তাহলে মুসলিমদের কত শক্তিশালী হয়ে কাজ করতে হবে আমরা কি চিন্তা করি? আজকে মুসলিমদের হাত গুলো এত অভাবী কেন। আমরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। যেভাবেই হোক নিজের স্বার্থ বাঁচাতে হবে, নিজে বাঁচতে হবে। তাহলেই শেষ। এই কেমন ইসলাম পালন করি আমরা? আমরা কি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও এমন চাই?

আমরা নিজেরাও কিছু করব না, অন্য কেউ কিছু করতে চাইলেও সেটার সমালোচনা করি। আমাদের নিজের জায়গাটা যেন ঠিক থাকে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে, দুআ করতে

হবে। আমার স্বামী এতদিন ছেলেকে অনলাইনে পড়ানোর জন্য রাজি ছিলেন না। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। আল্লাহ পাক এখন ওনাকে এ বিষয়ে বুঝার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। কোন পুরুষ উস্তাযদের কাছে বাচ্চাকে পড়তে দিবেন ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা চলমান আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চাকে একজন উস্তাযের অধীনে রাখতে হবে। আমার ও আমার মেয়ের উস্তাযা আছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমার স্বামী ও ছোট ছেলেরও উস্তাদ আছেন আলহামদুলিল্লাহ। বড় ছেলের জন্যও প্রয়োজন।

মাদ্রাসা থেকে ফেরত আসার পরে তার জীবনে কোন উস্তাদ নেই। আমি তাকে সেই পথনির্দেশনা দিতে পারব না যা তাকে একজন তাকওয়াবান উস্তাদ দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমার একজন মাখরাজের উস্তাযা হলেই হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার ছেলের জন্য কি এমন হলে হবে না। একজন বাচ্চার জন্য অবশ্যই একজন উস্তাদ লাগবে। সে যাদের কাছ থেকে কুরআন এর পাশাপাশি অন্য বিষয়ও শিখবে তাদের তাকওয়া থাকতে হবে। তাকওয়া না থাকবে এমন কারো কাছে আমার বাচ্চারা পড়তেও পারবে না। আমার প্রতিটা বান্দার মধ্যে তাকওয়া লাগবে। তাকওয়াবান বান্দা না হলে আমি দরকার হলে বাচ্চাদের আমার কাছে রাখবো, কোথাও পড়াবো না। আল্লাহ পাক বলেছেন নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমার ঘরে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার ঘরের সবাই বাচ্চারা সহ রোজা রাখার তৌফিক পাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক যা বলেছেন আমি সে অনুযায়ী চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। এখন তারা কোথাও কিতাবের শিক্ষা গ্রহন করবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবেই। আমি এজন্য অস্থির হবো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক উত্তম ফয়সালা করবেন।

১৫) আল্লাহ পাক যতটুকু চিন্তা করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তারচেয়েও উত্তম ভাবে যেন বাস্তবায়ন করার তৌফিক দেন। আমরা যেন বিষয় গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। সমাজ কেমন হওয়া উচিত, কেমন সমাজব্যবস্থা হওয়া উচিত, আমাদের করনীয় কি এসব নিয়ে যেন চিন্তা ভাবনা করি। মা বাবা সন্তানদের সার্টিফিকেট এর জন্য পড়াচ্ছেন, দেশের বাইরে পাঠাচ্ছেন, তাদের বিয়ে দিচ্ছেন সেসব চিন্তা করে। শেষ বয়সে এসে একা দিন পার করছেন। এটা তো বৃদ্ধাশ্রম এর মতই জীবন। এমন জীবন আমি চাইনা। আল্লাহ হেফাজত করুন আমাদের। যারা সন্তানদের এভাবে বড় করে তুলছে এবং তাদের দ্বারা এমন পরীক্ষার স্বীকার হচ্ছে এগুলো সব নিজেদের হাতের কামাই। এমন জীবনই তারা চেয়েছে। মানুষের কাছে যেন গর্ব করতে পারে সন্তানের সার্টিফিকেট, ডিগ্রি নিয়ে। আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আল্লাহ পাক আমাদের সন্তানদের যেন আমাদের খেদমত করার পাশাপাশি দুনিয়ার খেদমত করারও সুযোগ করে দেন আমরা সে দুআ করব।

সন্তানদের মা বাবার খেদমত করার বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। মা বাবার সাথেই জান্নাত জড়িত। মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত, বাবা হলেন জান্নাতের দরজা। আমরা বাচ্চাদের কি শিখাচ্ছি তাহলে। সবকিছু ভুলে দুনিয়ার পিছনে ছুটো? মা বাবার খেদমত সবার আগে তারপর উস্তাদের খেদমত। সন্তানের জীবনে কোন উস্তাদই নেই খেদমত করবে কার?

একজন মানুষ যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তার জীবনে উস্তাদ থাকতেই হবে। মৃত্যু পর্যন্ত এ থেকে কোন ছুটি নেই। আমি ও আমার মেয়েও কখনো ইলম অর্জন থেকে ছুটি চাই না কখনো। আল্লাহ পাক আমাদের আমৃত্যু উপকারী ইলম অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আল্লাহ, এই ফিতনার জামানায় কেমন দ্বীন আপনি চান? আমি নিজে সহ, আমাদের সবাইকে আপনি তেমন দ্বীন পালন ও প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দিন। আমিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২৮: পবিত্রতা অর্জন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

১) আজকে আল্লাহ পাক যে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা হলো পবিত্রতা অর্জনের বিষয়। ওযু অবস্থায় সবসময় থাকতে পারা এটা আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ রহমত। সবাই এটা করতে পারে না। যাদের দ্রুত ওযু ভেঙে যায়, সেটার জন্য ওজরের মাসআলা আছে। সেগুলো আমরা জেনে নিবো ইনশাআল্লাহ। ফরজ গোসল এর নিয়মকানুন আছে। মাসিক/হায়েজ এর শেষে ফরজ গোসল করতে হয়। বিবাহিত হলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের পরে ফরজ গোসল করতে হয়। এছাড়াও আরো একটা কারনে ফরজ গোসল করতে হতে পারে। সে বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনায় আসবে।

অল্প পানি দিয়ে ওযু গোসল করতে পারা, নিয়মিত মিসওয়াক করা বিশেষ নিয়ামত আলহামদুলিল্লাহ। মিসওয়াক করার অনেক ফায়দা রয়েছে সুবহানাল্লাহ। অন্তরে নূর বৃদ্ধি, উত্তম মৃত্যু মিসওয়াক এর কারনে অনেক অনেক ফায়দা সুবহানাল্লাহ। আপনি কুরআন পড়েন কিন্তু মিসওয়াক করেন না তাহলে কি অন্তরে নূর বৃদ্ধি পাবে? অন্তরে নূর বৃদ্ধির জন্য মিসওয়াক ও করতে হবে ইনশাআল্লাহ। অনেকে টুথব্রাশ টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন। টুথপেষ্ট দিয়ে ব্রাশ করবেন দুবেলা। সকালে ও রাতে ঘুমানোর আগে। এছাড়া অন্য সময়ে আপনি খালি ব্রাশও ব্যবহার করতে পারেন দাঁত পরিষ্কার করার জন্য। আমি আমার ব্যবহৃত মিসওয়াক বাথরুমে রেখে শান্তি পাই না, স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়।

এজন্য কুরআন এর সাথে সাথে মিসওয়াক রাখি। যতবার কুরআন ধরব, মোবাইল ধরব (কুরআন ক্লাসের জন্য) ততবার যেন মিসওয়াক করতে পারি। এজন্য এসব জায়গায় মিসওয়াক রাখি। বাথরুম যেহেতু শয়তানের আড্ডাখানা মিসওয়াক আমি হাতের কাছে রাখাকে পছন্দ করি। বাথরুমে যেহেতু খারাপ জ্বীনেরা বসবাস করে এজন্য আমি বারবার বাথরুমে যাওয়া পছন্দ করি না একমাত্র জরুরত ছাড়া। আল্লাহ ভাল জানেন। আমি যতটুকু জানি যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক কে ওনার বুকের সাথে লাগিয়ে রাখতেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ভুল কিছু বললে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার মিসওয়াক করতেন। তখন ও বাথরুম অনেক দূরে ছিল। এত দূরে গিয়ে বারবার মিসওয়াক করা তো সম্ভব না যদি সাথে না রাখতেন।

আমি মিসওয়াক দিয়ে সব দাঁত সেভাবে পরিষ্কার করতে পারি না। মিসওয়াক দিয়ে যতটুকু সম্ভব দাঁত পরিষ্কার করা যায় ততটুকু করলেও সুন্নাহ পালন হবে ইনশাআল্লাহ। দাঁত পরিষ্কার করার জন্য আমি ব্রাশ ব্যবহার করি। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক ব্যবহার করেছেন, সেটা দিয়েই দাঁত পরিষ্কার করেছেন। আমাকে যদি আল্লাহ পাক সে শিক্ষা অর্জনের তৌফিক দেন আমার স্বামী বা ছেলের মাধ্যমে তাহলে আমিও করতে পারব ইনশাআল্লাহ কিন্তু এখন পর্যন্ত বিষয় টা আমার আয়ত্তে আসে নি। মিসওয়াক বাদ দিয়ে শুধু ব্রাশ আমি ব্যবহার করি না। অনেক জায়গায় দেখেছি শুধু ব্রাশ ব্যবহার করার কথা বলা হয়। কিন্তু আমি সেটা করতে পারি নি। মিসওয়াক বাদ দেয়া যাবে না। শুধু ব্রাশ

ব্যবহার করলে মিসওয়াক এর ফায়দা পাওয়া যায়না। জবানে নূর, চিন্তায় নূর, কথায় নূর এসব আসে না। এজন্য মিসওয়াক এর ব্যবহার নিয়মিত করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। মিসওয়াক সহজলভ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ব্রাশ ব্যবহার করতে পারি। আল্লাহর কাছে সকল বিষয়ের উপায় উপকরণ প্রাপ্তির সহজতার জন্য দুআ করব।

২) অনেক সময় বাথরুমে যাওয়ার পর মনে হতে পারে মনে হয় পরিষ্কার হয়নি, ওযু গোসল হয়নি। আবার ধুয়ে ফেলি। এগুলো শয়তানের কুমন্ত্রণা। এগুলো করা যাবে না। আমরা এভাবে দুআ করতে পারি ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ কিভাবে ওযু গোসল করলে, কতটুকু পানি ব্যবহার করলে, কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন আমাকে সেভাবেই করার তৌফিক দিন। আমার জন্য সহজ করুন।

বাচ্চা প্রসাব করেছে, বাচ্চার ডায়পার পরিবর্তন করানোর পর নিজে বারবার গিয়ে গোসল করার দরকার নেই। গায়ে বা কাপড়ে যদি একটা কয়েনের পরিমান ভিজে তাহলে ততটুকু ধুয়ে ফেললেই হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় আল্লাহ পাক একদম সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা নিজেরা এসব জটিল করে ফেলি, নামাজের ওয়াক্ত পার করে ফেলি। তারপরে হাজার ওজর পেশ করি যে বাচ্চার কারনে নামাজ পড়তে পারি নি ইত্যাদি। ফরজের জন্য ওজর গ্রহনযোগ্য না। পর্দা হলো ২৪ ঘন্টার ফরজ আমল। সুবহানাল্লাহ।

৩) ফরজ গোসল আরেকটা কারনে হতে পারে। সেটা কিভাবে বলছি। আমি খেয়াল করেছি দিনের বেলায় আমি যদি ঘুমাতাম আমার লজ্জাস্থানে কম্পন অনুভূত হতো। এটা জ্বীন দ্বারা হচ্ছে। আমি জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত বা জ্বীনের নজরে পড়ে গিয়েছি। এই ঘটনা খুবই সাধারণ। দ্বীনে ফেরা প্রায় প্রত্যেক বোনের সাথে কমবেশি এমন হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা কম বেশি সবার আছে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারে না। এটা লজ্জার বিষয় চিন্তা করে কারো সাথে বলতেও পারি না আমরা। এ ঘটনা কারো সাথে দিনে বা রাতে যেকোন সময় ঘটতে পারে। সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। এমন ঘটে থাকলে অবশ্যই ফরজ গোসল করতে হবে। রুকইয়াহর বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে এ বিষয়টা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

কাপড়েও কোন কিছুর দাগ নেই, কোন তরল জাতীয় কোন কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে বিষয় টা। এটা কোন স্বাভাবিক বিষয় ছিল না। লজ্জা স্থানে অনুভূতি টের পাওয়ার পরে উঠে গোসল করে নিতে হবে। এমন ঘটনা হয় জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেলে। জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেলে করনীয় কি? এ থেকে মুক্তি দরকার। এজন্য পরিপূর্ণ ভাবে সালাতকে ঠিক করার মেহনত করতে হবে। কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। এটা ২৪ ঘন্টার ফরজ আমল। আল্লাহু আকবার।

৪) যতদিন পর্যন্ত এভাবে আমল না করতে পেরেছি ততদিন এমন অত্যাচার চলমান ছিল। আমি তখন বিষয়টা বুঝতে পারতাম না। যখন আমি কাইলুলার জন্য দিনে একটু ঘুমাতাম তখন এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হতো। এসব কথা না স্বামীকে বলতে পেরেছি না নিজের

মাকে বলতে পেরেছি। যখন আল্লাহ পাক আমাকে এ বিষয়ে পড়ার জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রুকইয়াহ কোর্সের মাধ্যমে তখন বুঝতে পারলাম আমি কি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমার এই কষ্টের একটা কারন ছিল আমি পরিপূর্ণ ভাবে পর্দা করতাম না। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ, সুন্নাহ পালন করা নিয়ে গাফেলতি এমন যদি থাকে তাহলে কখনোই জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে আমরা বাঁচতে পারব না। প্রশ্ন আসতে পারে যখন আমরা বেদ্বীন হালতে ছিলাম, বেপর্দায় ছিলাম তখন তো এসব সমস্যা ছিল না। এখন কেন হচ্ছে। কারন তখন তো আমরা নিজেরাই পরিপূর্ণ রূপে শয়তানী কার্যক্রম দ্বারা ঘিরে ছিলাম। এজন্য শয়তান বাড়তি করে আর কি করবে। এখন দ্বীনে ফেরার চেষ্টা করার কারনে শয়তান উঠে পড়ে লেগেছে কিভাবে আমাদের আটকানো যায়।

আমাদের চিন্তা করতে হবে যে জ্বীন কেন বারবার আমাদের পেয়ে বসছে। বারবার কেন আক্রমন করার সুযোগ পাচ্ছে। এমনিতে আমাদের প্রত্যেকের সাথে কারিন জ্বীন থাকে। যদি আমরা নেককার হওয়ার মেহনত করি তাহলে সে আমাদের কোন কিছুই করতে পারবে না। যদি আমরা নেককার বদকার এর মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকি, গুনাহ ছাড়তে পারছি না এমন অবস্থায় থাকি তাহলে কষ্ট সবচেয়ে বেশি। জ্বীনকে আমরা দেখতে পাই না। তার সাথে মোকাবিলা কিভাবে করব? গায়েবের মালিকের সাহায্য ছাড়া সম্ভব না। এজন্য কুরআন, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

৫) আমাদেরকে সুন্নাহ পালন নিয়ে সচেতন হতে হবে। ঘরে ঢোকার সময় দুআ পড়া, খাবার খাওয়ার সময়, বাথরুমে প্রবেশ করার সময়, ঘুমানোর সময়, কাপড় পরিবর্তন করার সময় ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দুআগুলো আছে সেগুলো পড়তে হবে। আমলে আসতে হবে। আমরা কখনোই এভাবে চিন্তা করব না যে, এইটুকু আমল না করলে জ্বিন পেয়ে বসবে। এগুলো কোন যেন তেন আমল না। ঘরে প্রবেশের সময় দুআ পড়ে প্রবেশ করলে ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। বাথরুমে প্রবেশ করার সময় দুআ পড়লে জ্বীনদের সাথে আমাদের একটা পর্দা তৈরি হয়ে যায় তারা আমাদের দেখতে পায়না। খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে একটা দুআ আছে, সেটা পড়লে শয়তান যা খেয়েছে সেটা বমি করে ফেলে দেয়। শয়তানকে আমরা যদি ঘরে প্রবেশ না করতে দেই, না খেতে দেই, ঘরে না থাকতে দেই, না দেখতে দেই তাহলে সে কি দুর্বল হবে না? আমরা আমল করতে চাইনা। প্রতিটা দুআ গুরুত্বপূর্ণ।

পোশাক খোলার সময় অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলা। শয়তান যেন আমাকে দেখতে না পায়। পোশাক পরিবর্তন করার সময় শয়তান জ্বীন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। যাদের মধ্যে সুন্নাহ পালনের অভ্যস্ততা কম তারা জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত হন। যার মধ্যে ঈমানের মত মূলবান জিনিস আছে সেটাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান বেশি মেহনত করে।

◆ বিসমিল্লাহ’ বলে খাবার শুরু না করার একটি ঘটনা প্রসঙ্গে অন্য একটি হাদিসে এসেছে- উমাইয়্যাহ ইবনু মাখশি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন- 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন। তখন এক লোক খাচ্ছিল কিন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে খাওয়া শুরু করেনি। মাত্র এক লোকমা খাবার বাকি থাকতে সে তা মুখে দেয়ার সময় বলল-
بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
অর্থাৎ খাবারের শুরুতে এবং শেষে বিসমিল্লাহ।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন, শয়তান তার সঙ্গে খাচ্ছিল। যখন সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে, শয়তান তার পেটের খাবার বমি করে ফেলে দিল।' (মিশকাত)

৬) আপনি আমল করেই দেখুন। আপনি যেমন জ্বীনকে দেখতে পান না, জ্বীনও একই ভাবে আপনাকে দেখতে পাবে না। আল্লাহ পাক আমলের মাধ্যমে আপনাকে সুরক্ষার মধ্যে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। জ্বীনকে বশ করতে হবে, তাকে কি কাজ করাতে হবে ইত্যাদি এসব নিয়ে আমাদের চিন্তা গবেষণা করার কোন দরকার নেই। এসব কাজ করে একদল। কুফুরি করা, যারা কুফরি করে তাদের আখিরাত বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

আমাদের করনীয় কি? একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করা। আল্লাহওয়ালা হয়ে যান। জ্বীন জাতিকে নিয়ে আপনার পেরেশান হতে হবে না।

জ্বীন জাতি আছে। এরা ক্ষতি করতে পারে। এরা নোংরা জায়গায় থাকে যেমন বাথরুমে। আমাদের সাথে কারিন জ্বীন থাকে। সে আমাদের সব খবর জানে। কেউ যদি কারিন জ্বীনকে বশে আনতে পারে সে সব ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে দিবে। এমন যেন না হয় এজন্যই আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথে চলতে হবে যাতে আমরা সুরক্ষিত থাকতে পারি। কারিন জ্বীনকে আমি দেখতে পাইনা। আমার লক্ষ্য থাকতে হবে সেও যেন আমাকে খুঁজে না পায়, ক্ষতি না করতে পারে। কুরআন হাদিস আমাকে কখনোই এ শিক্ষা দেয়না যে তুমি জ্বীনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো। কুরআন হাদিসে আমাদের জন্য নির্দেশনা একটাই সেটা হলো নিজেকে সংশোধন করা।

স্বামী ছাড়া এমন কোন অনুভূতি টের পাওয়া খুবই অস্বস্তিকর। আর যারা অবিবাহিত তারা যারা এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন। আল্লাহ হেফাজত করুন। ফরজ গোসল এর বিষয় তখন জানতাম না এই নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে। আল্লাহ মাফ করুন।

- জ্বীন জাতি থেকে হেফাজতে থাকার জন্য নিয়মিত সকালে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করতে হবে বা শুনতে হবে।

৭) যাদের ফজরের পরে ঘুমানোর অভ্যাস আছে তারা এসব সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হয়। আমি তখন তো পরিপূর্ণ পর্দায় আসতে পারি নি, যখনকার ঘটনা উল্লেখ করেছি। আমি

কাইলুলা করার নিয়তে ঘুমাতে গেলেও আক্রান্ত হয়ে যেতাম। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে এমন পরীক্ষা থেকে হেফাজত করুন।

ফরজ আমল নিয়ে শক্ত থাকতে হবে। ফরজ আমল ঠিক না থাকলে সুন্নাহ পালন করার তৌফিক হবে না। যদি এমন হয় যে আপনি ফজরের নামাজ পড়েন নি, আপনি সূরা বাকারাহ শুনতে থাকলে কি হবে? যদি কোন কারনে কাযা হয়েও যায় ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথে ফরজ নামাজ এর কাযা আদায় করে নিতে হবে। অনেকে আছেন কাযা হয়ে গেলে সেটা আর আদায় করেন না বা আদায় করতে দেরী করেন। এগুলো বাতিল আমল। এসবের হিসাব দিতে হবে। দ্বীনের বুঝ আসার পরে কোন সালাত কাযা করা যাবে না। সফরে থাকাকালীন অবস্থায় ও সালাত পড়তে হবে।

স্বামীর সাথে থাকা একটা ইবাদত। স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকলে কখন গোসল ফরজ হবে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিবেন ইনশাআল্লাহ। ওযুর বিষয়টা নিয়ে অনেকে সন্দেহে থাকেন ওযু আছে কি নেই। সন্দেহ থাকলে ওযু করে নিতে পারেন। অনেক আলেম উলামা বলেন যে প্রতি নামাজের আগে ওযু করে নেয়া ভাল।

- অবিবাহিত বোনদের ফরজ গোসল নিয়ে যে বিষয় টা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা ছিল, এমন যদি হয় যে ঘুমন্ত অবস্থায় লজ্জাস্থানে কম্পন অনুভূত হওয়া, বা এমন কোন স্বপ্ন দেখা। ঘুম থেকে উঠার পর ফরজ গোসল করে তারপর ইবাদত করব। যারা বিবাহিত তারা তাহাজ্জুদ বা ফজরের আগে ফরজ গোসল সেরে নিলেও পারেন। আল্লাহ সহজ করুন। মাসিকের পরে ফরজ গোসল করা সেটা আমরা সবাই জানি আলহামদুলিল্লাহ। ফরজ গোসল নিয়ে যেন গাফেলতি না করি। নাপাক অবস্থায় কোন ইবাদত কবুল হবে না। নাপাক অবস্থায় দুআ যিকির করা যায়। নামাজ রোজা তাওয়াফ এসব করা যায়না। বিস্তারিত জেনে নিবো ইনশাআল্লাহ।

- ফরজ গোসলের নিয়ম:

১. সর্বপ্রথম দুহাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা।
২. শরীর ও কাপড়ের যেখানে নাপাক লেগেছে, সেই নাপাকি দূর করা।
৩. যেই হাত দিয়ে নাপাক দূর করা হয়েছে, সেই হাত মাটির দেওয়াল বা ফ্লোরের সঙ্গে ঘষে কিংবা সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়া। মাটি ও সাবান না থাকলে ভালোভাবে পানি দিয়ে দু'হাত কচলে ধোয়া।
৪. নামাজের জন্য যেভাবে ওযু করা হয়, সেভাবে অজু করা। অবশ্য অযুর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত হলেও ফরজ গোসলের পূর্বে যে ওযু করা হয়, সেই ওযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরজ। অতএব কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া।

৫. ওযুর শেষে তিন কোষ পানি মাথায়, তিন কোষ পানি ডান কাঁধে, তিন কোষ পানি বাম কাঁধে দেয়া।
৬. পুরো শরীর ধৌত করা।
৭. গোসল করার জায়গায় ব্যবহৃত পানি জমে থাকলে এখান থেকে সরে গিয়ে পা ধুয়ে নেওয়া। (ইসহাক মাহমুদ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামিআ মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর।)

৮)পর্দার বিষয় নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন। পূর্ববর্তী পর্বগুলোতে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে পড়ে নেয়ার অনুরোধ। যত দ্রুত আমলে আসবেন তত দ্রুত আপনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হতে পারবেন। যত দেরি করবেন তত আপনার দুআ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। ঘরে অবস্থান করতে হবে। তারপরও হিজামার জন্য, আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া, সফরে বের হতে হয়। ঘর থেকে বের হতে হলে এমনভাবে বের হতে হবে যেন গায়ের রং বুঝা না যায়। চোখ ঢাকতে হবে। আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে আমল করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ঘর থেকে বের হলে আমি কোন কথা বলি না। কিয়ামতের মাঠে যেন কোন পরপুরুষ বলতে না পারে যে তার গলার আওয়াজ আমরা শুনেছি।

আমাদেরকে তাকওয়ার ভিত্তিতে আমল করতে হবে। একজন নারী তাকওয়াবান হয়ে গেলে তার বংশ খান্দান সবকিছু আল্লাহ পাক পরিবর্তন করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো আমার মত গুনাহগার বান্দার দুআ আল্লাহ পাক করলেই কবুল করেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা। এজন্য আমার যা কিছু কুরবানী করার আমি আল্লাহর জন্য কুরবানী করে দিবো। আমি নিজে ও নিজের মেয়ের জন্য বাইরে যাওয়া বন্ধ করেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর তৌফিক অনুসারে। ঘরে থাকার কারনে আল্লাহ পাক আমার দুআ কবুল করেন আলহামদুলিল্লাহ। যে নারী ঘরে অবস্থান করে সে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হতে পারে। সুবহানাল্লাহ। মক্কা মদিনাতে গেলেও ঘরে নামাজ পড়লেও একজন নারী সে নেকী পাবে ইনশাআল্লাহ।

🟢নারীদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা জায়েয। তবে তাদের বাড়িতে সালাত আদায় করাই উত্তম। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম’। (আবূদাঊদ হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৩)। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কোন নারী যদি নিজ গৃহের অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন স্থানে ছালাত আদায় করে, তাহ’লে সেই ছালাতের চেয়ে এমন কোন স্থানের ছালাত পাওয়া যাবে না যা আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয় হবে’ (ত্বাবারাণী কাবীর, ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৭)। এ সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় স্কলাররা বলেন, ‘নারীরা বাড়িতে ছালাত আদায় করলে মসজিদে জামা’আতের সাথে ছালাত আদায়ের সমপরিমাণ বা তার থেকে অধিক ছওয়াব পাবে।

এমনকি মসজিদে হারামে ছালাত আদায় অপেক্ষা নারীদের জন্য বাড়িতে ছালাত আদায় উত্তম'। (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)

আমার দরকার আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়া। আমার দুআ কবুল হওয়া দরকার প্রতি মুহূর্তে। আমাদের দুআ কবুল হয়না। আমরা প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ। আমাদেরকে পর্দার মত ফরজ আমলের শিক্ষা ঠিকমত দেয়া হয়নি। আমাদের যত মুসিবত সব আমাদের হাতের কামাই। আমাদের ইবাদতে ত্রুটি হচ্ছে। আমরা যেন দ্রুত নিজেদের শুধরানোর দিকে মনযোগী হই। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন।

৯) ঘরে অবস্থান করার সময়ও আমি শুধুমাত্র মুখ আর হাতের কবজি বের করে রেখেছি। দ্বীনি বোনদের সামনে, নিজের বাচ্চাদের সামনেও আলহামদুলিল্লাহ। তাদের সামনে তো আমি হিজাব খুলে থাকি না। চুল আঁচড়াতে হলে বাচ্চারা রুমে না থাকলে আঁচড়ে নেই। চুল তো সারাদিন আঁচড়ানোর মত আমল না। ১/২ বেলা হলেই আলহামদুলিল্লাহ। ঘরে বাচ্চারা থাকলে কখনোই হিজাব ছাড়া থাকা যাবে না। ঘরে যদি কেউ না থাকে তারপরও হিজাব ছাড়া খোলামেলা অবস্থায় থাকা যাবে না। কারন জ্বীন জাতি তো আপনাকে দেখছে। একমাত্র স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে।

গরম লাগে, কষ্ট হয়। এজন্য কি আল্লাহ পাক আমাকে নেকী দিবেন না? আমার সন্তানেরা আমাকে দেখে শিখছে। আমি যদি বেহায়ার মত চলাফেরা করি তারাও সেসব শিখবে। আমার সন্তানদেরকে হায়ার শিক্ষা আমাকেই দিতে হবে। লজ্জাশীলতার আমল করে আমাকে আমার মেয়েকে শিক্ষা দিতে হবে। যে ঘরে আল্লাহ পাক মেয়েকে হিদায়াত দিয়েছেন সে ঘরে মেয়ে আমল করে মা'কে শিক্ষা দিবে।

আমার মাকে আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মাকে ধরে ধরে বিষয় গুলো শিক্ষা দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমার মাকে আল্লাহ পাক আমলে আসার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অনেকের মা মেনে নিবে না। এটাও হাতের কামাই। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা আল্লাহর কাছে দুআ করে জেনে নিবো। মনে রাখবো, পর্দা হলো ২৪ ঘন্টার আমল।

ঘুমের মধ্যে বাবা ভাই যেন যখন তখন না আসে এসব নিয়ে সতর্ক থাকা। অনেক সময় এক রুমেই থাকতে হয়। যেমন আমার মেয়ে তার ছোট ভাইদের সাথে একই রুমে থাকে। বড়জনের বয়স ৯ বছর। সে ঘুমানোর সময় বোরকা পরে ঘুমায়। তার ভয় লাগে ঘুমানোর সময় যদি তার শরীরের কোন অংশ থেকে কাপড় সরে যায়। পালাজ্জোর মত পায়জামা থাকলে সেটার নিচে টাইস পরে ঘুমায়। আল্লাহ পাক আমার মেয়ের কাছ থেকে বিষয় গুলো শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিকুম। আপনি যখন আল্লাহকে ভয় করবেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইবেন আল্লাহ পাক আপনাকে অবশ্যই বুঝতে পারার তৌফিক দিবেন।

একটা মেয়ের আলাদা থাকা দরকার কিন্তু আমি তো চাইলেই পারছিনা। এজন্য আমি আমার স্বামীকে চাপ দিতে পারি না যে আলাদা রুম সহ বাসা নিন। আমি আমার স্বামীকে বলতে পারছি না, আমি আমার আল্লাহকেই বলে যাচ্ছি। আল্লাহ আপনি আমাকে সর্বাবস্থায় আপনার ইবাদত করার তৌফিক দিন। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আপনি যদি দেখতে পেতেন যে নজরের হেফাজত না করার কারনে আপনার, আপনার পরিবার পরিজন, মৃত থাকলে তাদের কবরে এর কি পরিমান নিয়ামত হাতছাড়া হচ্ছে তাহলে এ নিয়ে আরো বেশি সতর্ক হতেন। তাদের ক্ষতির কারন আপনি নিজে। অথচ আপনি মনে করেন যে তারা তো কেউ ইবাদত করে না। আমি আমার দ্বীনের বুঝ আসার পর থেকে চিন্তা করি যে এগুলো সব আমার হাতের কামাই। আমার আমলে গাফেলতির কারনে আমার বাবা, ভাই, স্বামীর এত কষ্ট। আমি যদি এখনো সতর্ক না হই তাহলে আমার ছেলেরাও সঠিক শিক্ষা পাবে না। আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে সেই সাহাবীদের সময়ে যে নারীরা ছিলেন তাদের মত হওয়ার তৌফিক দিন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১০) নিয়মিত মিসওয়াক করার উপকারীতা:

আবু দারদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,তোমরা মিসওয়াক করা থেকে উদাসীন হয়ো না; কেননা তাহাতে বহু গুণ রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণগুলি হচ্ছে:

০১। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলারসন্তুষ্টি অর্জন হয়।
০২। স্বলাতের ফজিলত ৭৭ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আর ইমাম ত্বহাবী (র)থেকে বর্ণিত, স্বলাতের ফযীলত ৯৩ গুণ থেকে ৪০০ গুণ বৃদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে।
০৩। সচ্ছলতা বয়ে আনে।
০৪। মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় ।
০৫। দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় ।
০৬। মাথা ব্যথা দূর হয় ।
০৭। দাঁতের পীড়া-ব্যথা দূর হয়।
০৮। দাঁতের শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দেয়।
০৯। হযরত আলী (র) ও হযরত আনাস (র) থেকে বর্ণিত আছে,,, মিসওয়াক করার বরকতে রিজিক সহজে উপার্জন হয়।
১০। মস্তিস্ক ঠান্ডা থাকে।
১১। দাঁত শক্ত থাকে।
১২। দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৩। পাকস্থলী কর্মক্ষম থাকে।
১৪। শরীর শক্তিশালী থাকে।
১৫। বাকশক্তি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়।
১৬। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে।
১৭। জ্ঞান বাড়ায়।
১৮। অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়।
১৯। নেকী বৃদ্ধি পায়।
২০। আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাগণ তারজন্য ক্ষমার দু'আ করে, যখন সে মসজিদে থেকে বের হয়।
২১। শয়তান ক্রোধান্বিত হয়।
২২। শয়তান দূরীভুত হয়।
২৩। শরীর ইবাদতের উপযোগী ও শক্তিশালী হয়।
২৪। শরীরের অতীমাত্রার তাপ দূর হয়ে যায়।
২৫। সর্বপ্রকার ব্যাথা দূর হয়।
২৬। জ্বর থাকলে তা কমে যায়।
২৭। পাকস্থলি ঠিক থাকে।
২৮। দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়।
২৯। কন্ঠ সুন্দর হয়।
৩০। জিহ্বার স্বাদ বৃদ্ধি হয়।
৩১। শরীরের অতিরিক্ত আদ্রতা দূর হয়।
৩২। দুনিয়া থেকে পাক পবিত্র অবস্থায় বিদায় হয়।

৩৩। আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ) শরহুচ্ছুদুর নামক কিতাবে উল্যেখ করেছেন। মিসওয়াক করার বরকতে মৃত্যুরসময় আত্মা সহজে বের হয়। এর প্রমাণহলো, রসূলে পাক সল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষ অবস্থায় মিসওয়াক করেছিলেন।

প্রখ্যাত মুহাক্কিক আল্লামা ইবনেআবেদীন শামী (রহিঃ) তার রদ্দুলমুহতারে (ফাতওয়ায়ে শামীতে) উল্যেখ করেছেন,,, মিসওয়াক করার উপকারিতা অনেক তন্মধ্যে সর্বউত্তম হল এটি সর্ব রোগের শিফা মৃত্যু ছাড়া।

৩৪। দাঁতের হলুদ বর্ণ দূর হয়।
৩৫। হযরত আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত, মিসওয়াক সর্বরোগের প্রতিষেধক সাম ব্যতিত, আর সাম হলো মৃত্যু।
৩৬। চুলের গোড়া শক্ত হয়,মুখের জড়তা, তোতলামী,বাকরুদ্ধতা দূর হয়, যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হযরত আলী (র) থেকে বর্ণিত,মিসওয়াক ধীশক্তি বাড়ায়। কাশি দূর করে।

সায়্যিদ মূসা বিন আহমাদ হানাফি বলেছেন মিসওয়াক করার দ্বারা দরিদ্রতা মোচন হয়। শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর হয়। মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ইমাম তিরমিজি ও ইমাম হাকিম বলেছেন, মিসওয়াক করার সময় একেবারে প্রথম বারের লালা গিলে ফেলবে। কেননা এতে কুষ্ঠরোগ থেকে বাঁচা যায়। এবং মৃত্যু ছাড়া সকল রোগ থেকেও বাঁচা যায়। তবে প্রথম বারের পর আর গিলবে না। কেননা এতে ব্রেইন/ স্মৃতিশক্তি কমে যায়।

(রিসালাতুল কুশাইরি সিয়ায়া) (আনওয়ারুল বারী ৮/৯০, সিয়ায়া১খন্ড/১১৮পৃঃ) (ফতওয়ায়ে শামী ১খন্ড / ২৩৬পৃঃ) (এত্তিহাফ সাদাতুল মুত্তাকীন-২খন্ড/৩৫১পৃঃ) (ইত্তিহাফ সাদাতুন মুত্তাকিন ২খন্ড/৩৫১পৃঃ)

❝ নাবী ﷺ বাড়িতে ঢুকে প্রথমে মিসওয়াক করতেন ❞।
~ আইশাহ [রা.]

[ইমাম মুসলিম (রাহ.), আস সহিহ, হা: ২৫৩]

🟢সর্বাবস্থাতেই মিসওয়াক করা একটা মুস্তাহাব আমল। এর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান হচ্ছে যখন মুখের ঘ্রাণ পরিবর্তিত হয়ে যায় বা আমরা বলতে পারি যখন মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, তখন মিসওয়াক করা সুন্নাহ। এটা ৪ মাযহাবের অবস্থান। ইমাম আবু শুজা ও ইবনু কুদামাহ [রাহ.] ৩টা স্থানে মিসওয়াক করাকে তাকিদপূর্ণ সুন্নাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো:

১) ঘুম থেকে উঠে,
২) মুখের ঘ্রাণ পরিবর্তিত হলে,
৩) সালাতের আগে।
দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই সুন্নাহ আজ অত্যন্ত অবহেলিত। এজন্য অনেক সময়ই অনেকের সাথে কথা বলতে গেলে বিব্রত হতে হয়।

❝ আমি তোমাদেরকে মিসওয়াক করার জন্য অধিক পরিমাণে তাগিদ দিচ্ছি ❞।
«قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ».
~ রাসূলুল্লাহ ﷺ

[ইমাম নাসাঈ (রাহ.), আস সুনান (মুজতাবা), হা: ৬, শাইখ আলবানীর (রাহ.) মতে সহিহ]

◆ রমযানের বাইরেও মেসওয়াকের এহতেমামের মাধ্যমে নামাযে প্রতি হরফে সাত হাজার নেকী অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহপাকের অনেক বড় দয়া আমাদের উপর যে, রমযানের বাইরেও এমন এক আমল তিনি দিয়েছেন সেই আমল যদি আমরা গুরুত্বের সাথে করতে পারি, তাহলে রমযানে নামাযের মধ্যে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে যে পরিমাণ নেকী অর্জন করা যায়, রমযানের বাইরেও সেই আমলের বরকতে, রমযানের বরাবর নেকী লাভ করা সম্ভব।

রমযানে নামাযের মধ্যে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করলে প্রতি হরফে (১০০ × ৭০ = ৭০০০) সাত হাজার নেকী পাওয়া যায়। রমযানের বাইরে প্রতি হরফে ১০০ নেকী পাওয়া যায়। রমযানে তা ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য প্রতি হরফে সাত হাজার নেকী পাওয়া যায় রমযানে নামাযের মধ্যে তেলাওয়াত করলে।

রমযানের বাইরে নামাযের মধ্যে কুরআনের কারীম তেলাওয়াত করলে প্রতি হরফে ১০০ নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি মেসওয়াক ওয়ালা অজু করে নামায পড়ে সেই নামাযের মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। হাদীসে পাকে আছে, মেসওয়াক ওয়ালা অযুসহ নামায পড়লে সেই নামাযের মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। (মিশকাত শরীফ) অর্থাৎ সে নামাযের মধ্যে একবার তেলাওয়াত করে, ৭০ গুণ তেলাওয়াতের সওয়াব পাবে। সে নামাযে একটি সিজদা করল, এই এক সিজদার দ্বারা সে ৭০টি সিজদার সওয়াব পাবে। এমনিভাবে পুরা নামাযের সওয়াব ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাবে।
আর তেলাওয়াতে তো প্রতি হরফে ১০০ নেকী যা ৭০ × ১০০ হবে সুতরাং ৭০০০ দাঁড়ালো। দেখা যাচ্ছে যে, রমযানের বাইরে যদি কেউ মেসওয়াক ওয়ালা অজু করে নামায পড়ে তাহলে সে প্রতি হরফে ৭০০০ নেকী পাচ্ছে। আর রমযানের ভিতরে যদি কেউ মেসওয়াক ওয়ালা অজু করে নামায পড়ে তাহলে তার ৭০০০ এর সাথে আরও ৭০০০ যোগ হবে।

আল্লাহপাক আমাদের এ সুযোগ দান করেছেন যে, রমযানের বাইরে যদি আমরা নিয়মিত মেসওয়াকের এহতেমাম করতে পারি, তাহলে এ মেসওয়াক ওয়ালা ওযুর দ্বারা যে নামায পড়বো, সেই নামাযের যে তেলাওয়াত করা হবে, সেখানে প্রতি হরফে ৭০০০ হাজার নেকী অর্জন করা সম্ভব। এরকম মহা সুযোগ হাতছাড়া না করা চাই।

আর মেসওয়াকের বহুৎ বড় ফাযায়েল হলো মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হবে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি নসীব হবে। কত বড় বড় ফাযায়েল।

মেসওয়াক না করা, এটা নিজের অনেক বড় ঘাটতি, ত্রুটি যা মোটেও কাম্য নয়। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা চাই, মেসওয়াকের আমল যেন ছুটে না যায়।
ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কেউ যদি ব্রাশ দিয়েও দাঁত মাজে এবং যদি সে নিয়ত রাখে, তাহলে সে মেসওয়াকের সওয়াব পেয়ে যাবে। তবে গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা সুন্নত, তা আদায় হবে না। এর সওয়াব সে কম পাবে।

এজন্য অন্তরের আগ্রহ, তামান্না থাকা উচিত যে, গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করব। প্রয়োজন হলে টুথব্রাশ ব্যবহার করব, অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি নিয়মিত ভাবে প্রতিদিনই গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করব। এই তামান্না, এই আগ্রহ থাকা মুমিনের শান।

জীবনের প্রতি পরতে পরতে, তার প্রত্যেকটা আমল সে চেষ্টা করবে যে, আমার প্রত্যেকটা আমল আমার পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলের সাথে মিলে যাক, মিল হোক, সাদৃশ্যপূর্ণ হোক এই তামান্না, এই আগ্রহ, এই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে কামেল মোমেনের শান। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। জীবনের প্রতি পরতে পরতে যেন আমরা প্রত্যেকেই পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করতে পারি। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রত্যেককেই ভরপুর তৌফিক দান করেন। আমীন। (সংগৃহীত)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

১)প্রশ্ন: আমার বাড়ির ৫ জন সদস্যের চুলকানির সমস্যা আছে, ওষুধে কাজ হয় না। কি করতে পারি জানানোর অনুরোধ।

উত্তর: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আল্লাহ পাক এই বিষয়ে যা শিক্ষা দিলেন, তা উল্লেখ করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

১) খাবার ও পানিতে দরুদ, ফাতিহা ও দরুদ পড়ে ফুঁ দিয়ে খাব। খাবারের মধ্যে যে অ্যালার্জির কথা বলা হয়, সেগুলোতে আমরা ঈমান আনি না। আমরা এই বিশ্বাস রাখব যে, দোয়া-কালাম পড়ে ফুঁ দিলে খাবারের সকল অনিষ্ট দূর হয়ে যায়।

একেকজনের চুলকানি একেক রকম হয়। কারো মুখে, কারো শরীরের কোনো অংশে, আবার কারো পুরো শরীরে হতে পারে। যদি সম্ভব হয় এবং অল্প জায়গায় হয়, তাহলে তেল লাগানো এবং অলিভ ওয়েল এর ওপর রুকাইয়াহ করে সারা শরীরে মেখে শুয়ে যাওয়া। এটা সম্ভব হলে বাচ্চাদের গায়েও লাগানো যেতে পারে অথবা নিজের শরীরের আক্রান্ত স্থানে লাগানো যেতে পারে। অলিভ ওয়েল এর মধ্যে শেফা আছে। রুকাইয়ার গোসল করবে অথবা রুকাইয়াহ করা পানি দিয়ে আক্রান্ত স্থানে মাসেহ করবে। অর্থাৎ মুছে নেবে ঐ জায়গাটা। আল্লাহ পাক সহজ করুন।

২) সাধারণত অ্যালার্জির যে চিকিৎসা বা রুকাইয়ার আয়াত আল্লাহ আমার আমলের জন্য সামনে এনেছেন, সেটা হলো, সূরা ক্বদর। এই সূরা বিজোড় সংখ্যায় পড়ে, দরুদ ফাতিহা ও দরুদ পড়ে ফুঁ দেওয়া। এটাই হলো আমল। মোটামুটি এইগুলোই আমার জানার মধ্যে আল্লাহ পাক যা শিখিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। শেফার মালিক তো আল্লাহ।

এই আমল তখনই কাজ করবে, যখন নিজের তাকওয়ার বিষয় ঠিক হবে। আমার দৃষ্টির হেফাজত ২৪ ঘন্টার আমল। পর্দা করা ২৪ ঘন্টার আমল। সালাতকে শুদ্ধ করা। মাখরাজ সহিহ করা। যত তাড়াতাড়ি সে এসব বিষয় ঠিক করতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি আল্লাহ তাকে এই আজাব গজব থেকে মুক্তি দেবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক সহজ করুন। আর যদি বাসায় কোনো ক্রিম বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কোনো কিছু থাকে, সেটাকেও রুকইয়াহ করে ফুঁ দিয়ে ব্যবহার করতে পারে এবং সকল বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন। সাধারণভাবে পানি ও তেলের ওপর আমার ঈমান বেশি।

- চুলকানীর সমস্যা যদি অল্প জায়গায় হয় তাহলে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে নিজের লালা সেখানে লাগানো। এগুলো পরীক্ষিত আমল আলহামদুলিল্লাহ। রুকইয়াহর তেলে কারো সমস্যা হওয়ার কথা না। তেল ব্যবহার করব, তেল সহজলভ্য না হলে পানি মাসেহ করবে। আমি

রুকইয়াহ করা অলিভ ওয়েল আমার বাচ্চাকে খাইয়েছিও আলহামদুলিল্লাহ যখন আমার বাচ্চার সম্পূর্ন গায়ে হামের মত উঠে যায়। প্রচন্ড চুলকানীর সমস্যা হয়েছিল। সে সময় আমার বাচ্চার চোখ, মাথার তালুতে, সর্বত্র গোটা হয়ে যায়। স্কিনের সমস্যা আর চুলকানি সকল ক্ষেত্রেই চিকিৎসা কাছাকাছি।

অনেকের মুখের ভিতরে ঘা হয়। নাকে মুখে জ্বরঠোসা হয় এগুলোর শিফা কিসে? গাওয়া ঘি যদি কারো ঘরে থাকে সেটাতে দুরদ ফাতিহা দুরদ পরে মুখে ব্যবহার করবে আক্রান্ত স্থানে বা পুড়ে যাওয়া জায়গাতেও ব্যবহার করতে পারবে। অলিভ ওয়েল না থাকলে নারিকেল তেল দুরদ ফাতিহা দুরদ পরে আক্রান্ত জায়গায় ব্যবহার করা। কারো ঘরে গাওয়া ঘি না থাকলে যে তেল আছে ঘরে সেটা দিয়েই একই কাজ করবে। ঈমান ঠিক রেখে আমল নিয়মিত করলে ইনশাআল্লাহ দাগ সহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

◆ একবার কথা প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) ইরশাদ করেন, বর্তমানে লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং বিপদ-আপদ ও রোগ-শোক থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাবীয-কবয ইত্যাদিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সেজন্য অনেক চেষ্টা-ফিকিরও করে থাকে। কিন্তু আসল যে ব্যবস্থা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা, সে ব্যাপারে অলসতা করে।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কোনো নকশা বা তাবীয দুআর সমান কাজ করে না, তবে সে দুআ হতে হবে দুআর মতো এবং যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না সেগুলো থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) আরো বলেন, যখন আমি কানপুরের জামিউল উলুম মাদরাসায় শিক্ষক ছিলাম, সে সময় হঠাৎ সেখানে ব্যাপক আকারে মহামারী দেখা দিলো। তখন আমি খাবে দেখলাম, এক বুযুর্গ বলছেন, খানাপিনার বস্তুর উপর তিনবার পূর্ণ সূরায়ে কদর অর্থাৎ, 'ইন্না আনযালনা' সূরা পাঠ করে খেলে বা পান করলে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে এবং সুস্থ ব্যক্তি রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। অতঃপর হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, তার উপর আমল করার পর বাস্তবে তার সুফল প্রমাণিত হয়েছে। [মাজালিসে হাকীমুল উম্মত : ১৮৮-১৮৯]

২) প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহ। আমার সময়, শ্রম, সম্পদ এগুলো আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করা কথাটার মানে কি? যেমন পরিবারের বাহিরের বোনেরা দ্বীনের অনেক বিষয় জানতে চান, তারা পর্দা করেন তারপরও আরো ডিটেইলস এ জানতে চান, পাশাপাশি আমার পরিবারের কাছের মানুষ, আমার আপন জন তারা দ্বীন মানতে চায় না, অথবা কোন কারণে দ্বীন পালন করতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে কি আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন কেনো আমি আমার পরিবার পরিজন বাদ দিয়ে অন্য দ্বীনি বোনদের সময় দিয়েছি?

উত্তর: ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহ। সকল বিষয়ে আল্লাহ পাক ভালো জানেন। দেখেন আল্লাহ পাক কুরআনে বলে দিচ্ছেন দাওয়াত ও তাবলীগ কোথায় করবো? পরিবার পরিজনদের ক্ষেত্রে কোন লক্ষণ প্রকাশ করে দেন নি যে এই এই বিষয় গুলো তুমি ব্যক্তিগত ভাবে দাওয়াত দাও। কুরআনে বলা আছে যে তুমি পরিবার পরিজনকে বাঁচাও। তারা আমার কথা শুনুক না শুনুক, দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয়।

আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।(সূরা শুআরা: ২১৪)

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (সূরা আত তাহরীম: আয়াত ৬)

আরেকটা কথা আপনি যে বললেন আমি পরিবারের বাইরের বোনদের দ্বীনের কথা শুনাবো কি শুনাবো না, আপনি আমার পরিবারের কেউ না। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছেন কিনা আমাকে? আমি আপনার পিছনে যেই সময় দিচ্ছি এই সময়ে যদি আমি আমার ফুফুকে, খালাকে পড়াই, তাহলে কি বেশি উত্তম? না বেশি উত্তম না।

জীবনে ভারসাম্য থাকতেই হবে। আমার ঐ হক আদায়ের পাশাপাশি এইগুলো ও করতে হবে। আর এটা কখন করবো? আল্লাহ পাক সূরা আবাসাতে বলেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবার বংশের নেতাদের সাথে দ্বীন প্রচার প্রসার করছিলেন তখন একজন অন্ধ ব্যক্তি আসেন উনি তখন তাকে বাদ দিয়ে ঐ দিকে মনযোগ দিয়েছিলেন। তারা অনেক অহংকার দেখাচ্ছিলো তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

এই আয়াত থেকে আল্লাহ পাক আমার জ্ঞানে বুঝালেন যে তুমি তাদের কে শুধু বলতেই পারো তারা আসল কি না আসলো ঐটা তোমার বিষয় না। তোমাকে এর জন্য আমি পাকড়াও করবো না। কিন্তু এই যে বান্দা টা আসলো তোমার কাছে, তাকে কিন্তু তোমার দ্বীন বুঝাতে হবে। তাকে দীনের বিষয়ের সৌন্দর্য বুঝাতে হবে কারণ তার অন্তরে ভয় আছে এটাও আল্লাহ

বলছেন কুরআনে। সে তোমার কাছে এসেছে কারণ তার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। আপনি আমার কাছে আসছেন কেনো? আপনার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।

এক দল আছে যে আমি তাদের কাছে যাচ্ছি, আর এক দল আমার কাছে আসতেছে। আমি যাদের কাছে যাবো তাদের কে সুযোগ পেলে দ্বীনের সৌন্দর্যের কথা বলে চলে আসবো। এত সময় নষ্ট করবো না। তাদের জন্য দোয়া করব। দোয়া এক মাত্র হাতিয়ার। এ কথার প্রসঙ্গে আমাদের ঘরের খাদিমা তার কথা আমার মাথায় আসলো। সে তো আমার আত্মীয় স্বজন কেও না। টাকার বিনিময়ে সে আসলো। হাদিয়া নিচ্ছেন আবার চলে যাচ্ছেন। কাজের লোকের বিষয়ও সতর্কতার সাথে দেখবো। সে তো সম্ভ্রান্ত বংশের কেও না। আমার সাথে যারা জড়িত তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা আরো উঁচু মানের পড়াশোনা করেছে তাদের কে আমি টার্গেট করতাম তাদের কে বেশি সময় দিতাম। ইসলামে প্রোফাইলের দিকে তাকাতে বলে নি আমরা তাকাবো কার দিকে - যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তার দিকে। কখন কোথায় কার জন্য সময় দিবো সেটা আল্লাহর কাছে দুআ করে চেয়ে নিবো। কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ার সুযোগ নেই। যা কিছু উত্তম ও কল্যানকর সব আল্লাহর পক্ষ থেকেই আলহামদুলিল্লাহ।

৩*)* প্রশ্ন*:* এমন ভাই বোন বা নিকটাত্মীয় বা পরিবারের কারো প্রতি আমার আচরণ কেমন হবে যে আমার মা বাবা কে কষ্ট দেয়*?*

উত্তর: আমাদের দুআ কবুল হতে হবে। নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সাথে কারো পরিচয় হলে যেন এটা চিন্তা করে যে এমন প্রজ্ঞাবান মানুষ খুব কমই দেখেছি। আমাদের নিজেদেরকে এমনভাবেই গড়ে তুলতে হবে। আত্নীয়দের হক আদায় নিয়ে সতর্ক হই। যাদের সাথে সম্পর্ক তেমন ভালো না তাদের সাথেই প্রথমে যোগাযোগ করব। খোঁজ খবর নিবো। ফোন নিয়ে অন্তত সালাম দেয়া। আমার নিজের, আমার মা বাবার অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন। কে কোথায় জাদু টোনা কুফুরি করেছে ইত্যাদি সবকিছু ভুলে গিয়ে, মাফ করে দিয়েছি। এভাবেই আমি আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ করা শুরু করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। অনেক সময় মনে হতে পারে দোষ তাদেরই ছিল। তারপরও আপনি নিজের তরফ থেকে নত হয়ে যান আল্লাহর জন্যই। যোগাযোগ করুন। দুনিয়ায় থাকতে আপনি সব মেনে নিন। সবার দোষ গুলো নিজে মাথা পেতে নিন। সম্পর্ক জোড়া লাগাতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ পাক আপনাকে অবশ্যই এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিবেন। কিয়ামতের মাঠে যেন একজন বান্দাও আপনার বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে। এটা যেন বলতে না পারে যে আল্লাহ সে আমার হক আদায় করে নি। আমার কাছে ক্ষমা চায় নি। সেই কথা চিন্তা করে আমি এখনই মাথা নিচু করে রাখি। আপনিও নত হয়ে যান।

আমি যতক্ষণ জীবিত আছি আমার মা বাবার দোষ, পরিবার পরিজন, পরিচিতদের ইত্যাদি সব দোষ আমার ঘাড়ে। তারপরও আপনি আমাকে মাফ করে দিন। ফোন রিসিভ করুন। এমন হয়েছে যে ফোনও কেউ ধরে না। আমার তো বিয়ের পরে দেশের বাইরে চলে আসতে

হয়েছিল এজন্য সেই দুরত্ব আরো বেশি ছিল। আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলাম, আপনি আমার জন্য উপায় উপকরণ সহজ করে দিন আমি যেন প্রতিটা আত্নীয়ের কাছে পৌঁছাতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আত্নীয়ের হক আদায় আল্লাহ পাক এর নিজ জিম্মায় সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

আত্নীয় স্বজন এর সাথে যোগাযোগ করতে গেলে অনেকে অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলে। যার বিয়ে হয় নি তাকে বিয়ে নিয়ে কথা বলবে, যার বাচ্চা হয় নি বা বাচ্চা থাকলেও আরো কেন হচ্ছে না সে বিষয়ে কথা বলবে ইত্যাদি কথা চলতেই থাকে। এসব আপনি পছন্দ করেন না। আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন। আল্লাহ তারা যেন আমাকে এ বিষয়ে কথা বলে কষ্ট না দেয়। রব্বি যিদনী ইলমা, রব্বিশ রাহলি.... দুআ করে তারপর ফোন দিবেন। আল্লাহ আমি যেসব বিষয় চাইনা যে তারা আমাকে প্রশ্ন করুক, কথা বলুক সেসব বিষয় তারা যেন না বলে। আপনি নিয়ন্ত্রণ করে দিন এসব অবাঞ্ছিত বিষয়।

ফোন দিলেই প্রশ্ন করে বসে, বিয়ে কবে, বিয়ে করছো না কেন। বিয়ে হয়েছে বাচ্চা নিচ্ছো না কেন। স্বামী বিদেশ থাকে এখনো নিচ্ছে না কেন। মানুষের স্বভাব হলো যার যেটা সমস্যা তাকে সেটা নিয়ে খোঁচা দিতে থাকা। আমরা যেন এটা না করি অন্যদের সাথে। আমার অন্তর যেন অন্যকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি না করে, তাহলে আমাকে নিয়েও কেউ খোঁচাখুঁচি করবে না। আমাদের সাথে যা কিছু হয় এগুলো আমাদের হাতের কামাই। আমি ফোন দেয়ার আগে দুআ করে নিতাম। ফোন দিলেই খালি খোঁচা দিতে থাকে। তোমার মা কিভাবে পারলো এটা করতে, বাবা কিভাবে পারলো এটা করতে ইত্যাদি। এত কথার মধ্যে আর ফোন দিতে ইচ্ছা করে না। আল্লাহ আপনি তাদেরকে এসব ভুলিয়ে দিন। তারা যেন এসব বলে আর কষ্ট না দেয়। এভাবেই দুআ করে যোগাযোগ করে যেতাম আলহামদুলিল্লাহ। দেখো যেতো তারা আমার বাবা মাকে ফোন দিয়ে বলতেন যে মেয়ে কল দিয়েছিল। এভাবে আমার বাবার অন্তরও নরম হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা তেমন দ্বীন মেনে চলা ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। অনেকের বাবা মা এমন থাকেন পারেন। আল্লাহ পাক আমাদের মা বাবাকে ক্ষমা করুন।

আমাকে তো দ্বীনের সৌন্দর্য আগে আমার পরিবারকে বুঝাতে হবে। পরিবারেই যদি এটা না থাকে তাহলে আমার বাইরে এত বলে লাভ কি। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা আমাদের মা বাবার জন্য নেক সন্তান। আমাদের দুআ আমাদের মা বাবার জন্য কবুল হবে। যে তওবা করে, সে নেক বান্দা। তারাই নেক বান্দা যারা আল্লাহকে ভয় করে। এটা আমি বলছি না যে আমি নেক বান্দা। কুরআন হাদিসেই বিষয় গুলো এভাবে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তারা নেক বান্দা। আমার স্বামীর জন্য আমি একজন নেককার স্ত্রী। সন্তানের জন্য একজন নেককার মা। আমি আমার বান্ধবীর জন্য একজন নেককার বান্ধবী। সুবহানাল্লাহ। আমি আমার প্রতিবেশির জন্য একজন নেককার প্রতিবেশি। কোনকিছুই আমরা করতে পারি না। আল্লাহ পাক তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তওবার সাথে থাকবো। নেক বান্দা হওয়ার জন্য সবার জন্য দুআ করব। আল্লাহ পাক দুআর

কারনে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল এ এনে দিবেন। ভয় পাবো একমাত্র আল্লাহকে। দুনিয়ার কোনকিছুকে আমি ভয় করি না। এই শিক্ষা আল্লাহ পাক আমাকে কুরআন পড়তে পড়তে দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

যেকোন উপায়ে আমাকে আত্নীয়দের নামাজ, কুরআন শিখিয়ে হক আদায় করতে হবে। যার কুরআন পড়ার আছে আলহামদুলিল্লাহ তার সাথে নিয়মিতভাবে বসা, সময় দেয়া, হিফজ শোনানো ইত্যাদি কাজে সময় দেয়া। অথচ আমরা এ কাজটা করতে চাইনা। যোগাযোগ করার মাধ্যম সহজ করে নিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। ঘরের নারীরা এ কাজগুলো বেশি করবে। ঘরের পুরুষদের ও এসব কাজে উৎসাহ দিতে হবে। পরিবারের যত পুরুষ সদস্যরা আছেন তারা যেন প্রতি মাসে অন্তত একবার হলেও যোগাযোগ করেন। ঘরের পুরুষরা কারো সাথে যোগাযোগ করে না এমন বিচ্ছিন্ন ভাবে যেন না থাকে। আগে নারীদের অভ্যস্ত হতে হবে। এরপরে পুরুষদের ও এ আমল করতে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ সহজ করুন।

৪*)* প্রশ্ন*:* আমাদের তওবা কবুল হচ্ছে কিনা এটা বুঝার নমুনা কি*?*

উত্তর: কুরআনে আল্লাহ পাক রাতের শেষ ভাগে তওবা করার কথা উল্লেখ করেছেন।
"এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৮)

এই আয়াতে মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু লোকদের একটি গুণ হিসেবে রাতের শেষ ভাগে ইস্তিগফার করার কথা বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদ এর সময় উঠে আমাদের অবশ্যই তওবা করতে হবে। মাগরিবের পরে আমাদের তওবা করতে হবে। সারাদিন অনেক তওবা ইস্তিগফার করা হলো কিন্তু ফজরের আগে তওবা নসীব হয়না এমন হলে হবে না। তওবা কবুল হতে হবে। তাহলেই তো গুনাহ মাফ হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা তো গুনাহগার বান্দা, গুনাহ হতেই থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করুন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ২৯: রূহ পবিত্র করি, তাকওয়ার মর্যাদা হাসিল করি

১. দাওয়াতি ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা আবশ্যক। ঈমানকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছে সর্বদা দোয়া করা উচিত। দুনিয়ায় তাকওয়ার প্রতিযোগিতায় কেউ যাতে আমার চেয়ে এগিয়ে না যেতে পারে, সেভাবে প্রতিযোগিতা করা উচিত। আমার আগে যাতে তাকওয়ার তালিকায় কেউ অগ্রগামী হতে না পারে, এভাবে ভাবলেই না আপনি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করবেন। নতুবা প্রতিযোগিতার মজলিস ছেড়ে দিয়ে আপনি পালাতে চাইবেন। আপনি তখন ভাববেন, আমার দ্বারা দ্বীনি ইলম অর্জন হচ্ছে না, ছেড়ে দেই; আত্মীয়তার হক আদায় হচ্ছে না, ছেড়ে দেই। তাকওয়ার শিক্ষায় আসলে আপনি পরীক্ষায় পড়বেন। ঈমানী পরীক্ষা দেখে আমি যাতে ভেঙে না পড়ি সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ঈমানী পরীক্ষা থেকে পালিয়ে গেলে আপনি নিজের ক্ষতি করবেন। ঈমানী মজলিসে থাকার মাধ্যমেই আপনি তাকওয়া ও ঈমানী শিক্ষা নিতে পারবেন এবং হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিখতে পারবেন। এছাড়া আল্লাহর সাহায্য তো আছেই।

২. আল্লাহর সাহায্য যে পেয়ে গেছে, তার আর কোনো চিন্তা থাকতে পারে? যারা দ্বীনের পথ থেকে ছিটকে পড়ছে, তাদের জন্য দোয়া করা উচিত এবং চোখের পানি ফেলা উচিত এই ভেবে যে আল্লাহ্ পাকের কত বড় রহমত যে আমি ছিটকে পড়িনি অথবা আমি ছিটকে পড়েছি, সেটা আল্লাহ্ পাক কাউকে দেখাননি। যখন আপনি চিন্তা করবেন যে আপনার জন্য অনেক বেশি চাপ হয়ে যাচ্ছে—আমার এই কোর্স, এই দ্বীনি মজলিস, এই কিতাব পড়া আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না, আমার অনেক বেশি বোঝা হয়ে যাচ্ছে—এটা চিন্তা করলেই বোঝা আরও বেড়ে যাবে। আল্লাহ্ পাকের কাছে সহজতার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ পাক সবকিছু সহজ করে দেবেন। আমার সময় ব্যবস্থাপনা, স্বামী-সন্তানের হক—সব আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ হয়ে যাবে। তখন দেখবেন বাবা-মা সহ সবকিছু কত সহজ। একটার পর একটা বুদ্ধি আসবে, সময় বাঁচানো, সময়ে বারাকাহ—সব আল্লাহ্ দিয়ে দিচ্ছেন। আউয়াল ওয়াক্তে (প্রথম সময়ে) সালাত আদায় করা ও কুরআনের সাথে সময় দেওয়াতে আল্লাহ্ সময়ে বারাকাহ দান করেন। যখন সালাত থাকে না, তখন কুরআনের সাথে বেশি সময় দেওয়া উচিত। নতুবা দ্বীনের পথ থেকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কবরবাসীদের জন্য দোয়া করা উচিত। একদিন আমাকেও সেই স্থানে যেতে হবে। আমি কি চাই না আমার জন্যও দুআ প্রেরণ করা হোক?

৩. প্রথমেই নিজে আমল করার মাধ্যমে সন্তানকে শেখাতে হবে। কারণ সন্তান চোখে দেখে শেখে। আমি যা করব, তাই সে শিখবে। আমি সবর করলে সেও সবর করবে। আমি অলস হয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে দেখলে সেও বিছানায় পড়ে থাকবে। আমাকে আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হক আদায় করতে দেখলে সেও করবে। সুন্নাহ অনুযায়ী ও সুন্নাহমুখী প্রজন্ম গড়ে তোলা জরুরি। সকল কাজে সুন্নাহ শেখানো উচিত। সুন্নাহমুখী করলেই তাকওয়া নির্ভর সমাজ গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। সন্তানকে "দোয়া মুখী" করে গড়ে তোলা উচিত। সন্তান আমার কাছে কিছু চাওয়ার আগেই যাতে রবের কাছেই চায়। সে একমাত্র রবকেই যাতে রিজিকদাতা মনে করে। আমার কাছ থেকে কিছু চাইলেও তাকে বলা উচিত, যাতে দোয়া করে রবের কাছ থেকে সে খুঁজে নেয়।

৪. সন্তানকে চাপ প্রয়োগ করে কিছু শেখানো উচিত না। হিকমাহ'র (প্রজ্ঞা) সহিত, দোয়া করে এবং নিজে আমল করে শেখানো উচিত। মারধর দিয়ে বা চাপ প্রয়োগ করে শেখালে হিতে বিপরীত হতে পারে। তখন দোষটা আমারই থাকবে, আমার সন্তানের না। আমি তাকে সঠিকভাবে দ্বীন ও দ্বীনের সৌন্দর্য দেখাতে পারিনি। দ্বীনের সৌন্দর্য আমার মাধ্যমেই তাকে দেখাতে হবে।

৫. একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখানো অপরিহার্য।

৬. ছোট বয়স থেকেই তাকে সাহসী হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। তাকে অক্ষম করে গড়ে তোলা উচিত না। তাকে সবসময় এটাও মনে করানো উচিত না যে সে বাচ্চা, তাই সে কিছুই পারে না। এভাবে তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে যায়।

৭. ছোট বয়স থেকেই নিজের কাজ নিজে করতে শেখানো উচিত। আমার সুবিধার জন্য বা তার উপর জুলুম করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং অন্যের উপর যাতে সে জুলুম না করে বা অন্যের হকের খেয়ানত না করে, সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শেখানো উচিত।

৮. নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে সে শিখতে পারবে যে সে অক্ষম নয়। যেমন—নিজের কাপড় নিজে গোছানো, দাঁত ব্রাশ নিজে নিজে করা, নিজের প্লেট নিজে ধোয়া।

৯. সে কোনো অসুস্থতা বা ব্যথায় আক্রান্ত হলে তাকে রুকইয়াহ করে দেওয়া উচিত। এতে সে নিজেও শিখবে এবং অন্য কেউ অসুস্থ হলে তাকেও রুকইয়াহ করে দেবে।

১০. সন্তানকে কর্মমুখী করা উচিত। ঘরের কাজগুলোও করতে দেওয়া উচিত। পুত্র সন্তান মাদ্রাসা থেকে এসে যাতে সে মোবাইলমুখী না হয়, কায়িক শ্রম যাতে করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

১১. পুত্র সন্তানকে বাজার করতে শেখানো উচিত। তাকে বোঝানো উচিত তার দায়িত্ব কোনটা এবং সেটা ছোট বয়স থেকেই। প্রথম প্রথম সে পারবে না, তাই বাবার সাথে বাজারে পাঠানো যেতে পারে।

১২. ঘর থেকে বের হয়ে করতে হয় এমন কাজ ছেলে সন্তানকে করতে দেওয়া উচিত। কারণ তাকে বুঝতে হবে মেয়েরা ঘরেই থাকে। বাইরের কাজ সে করতে পারবে না, বাইরের কাজের দায়িত্ব পুরুষেরই—এটা তাকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে বোঝাতে হবে। যেমন ঘরের ময়লা ফেলার দায়িত্ব তাকে দেওয়া যেতে পারে, কারণ মা-বোন তো ঘরের বাইরে বের হতে পারবেন না।

১৩. মানুষকে সাহায্য করতে শেখানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৪. প্রতিবেশীর হক আদায় করতে শেখানো উচিত। তার হাতে প্রতিবেশীকে খাবার পাঠানো যেতে পারে। মেয়ে সন্তান হলে প্রতিবেশীর জন্য রান্না করতে শেখানো যেতে পারে।

১৫. বাসায় কোনো খাবার আনলে বা যেকোনো খাবার তা সকলে ভাগ করে খাওয়া উচিত। দেখা যায়, মায়েরা না খেয়েই সন্তানকে পুরোটা দিয়ে দেয়, এমনকি তার বাবার জন্যও রাখা হয় না। এভাবে খাবারের বড় একটা অংশ তাকে দিয়ে দেওয়া হলে সে কিভাবে ভাগ করে খেলে বরকত পাওয়া যায় তা শিখবে না। এছাড়া সে যখন বুঝবে না সকলের কী পছন্দ বা কী চাহিদা, তখন সে অন্যের হক আদায়েও পিছিয়ে থাকবে। যেমন—সে যখন বুঝবেই না তার বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যরা কী খায়, তখন বাবা-মায়ের বার্ধক্যে বা নিজ স্ত্রীর প্রতি যত্ন ও হক আদায়ও করতে পারবে না।

১৬. সন্তানকে সকল পরিবেশ, পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানো উচিত।

১৭. ছেলে সন্তানকে সাইকেল চালানো শেখানো। কারাতে, সাঁতার, গাছ লাগানো, গ্রাম অঞ্চলে হলে পশু পালন, হাস মুরগী পালন করার দায়িত্ব দেয়া বাচ্চাকে, মাছ ধরা শেখানো।

১৮. ছেলে সন্তানকে এমন ভীতুর মতো গড়ে তোলা উচিত না যে সে গভীর রাতেও বের হতে ভয় পাবে। এই অভ্যাস করানোর জন্য ফজরের সময় মসজিদে পাঠানো যেতে পারে।

১৯. সন্তানের সামনে কারো সমালোচনা বা গীবত চর্চা করা উচিত না। সমস্যা নিয়ে আলোচনা না করে বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা করা। ওই মানুষের মধ্যে এই সমস্যা, তার এই দোষ—এসব শেখানো থেকে বিরত থাকা উচিত। কারো মধ্যে সমস্যা দেখলেও তাকে সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে শেখানো উচিত। ছেলে সন্তান মাদ্রাসা থেকে এসে যদি উস্তাদের সমালোচনা করা শুরু করে, তখন তার সাথে সমালোচনা করতে বসে না গিয়ে তাকে তখন উস্তাদের জন্য দোয়া করতে শেখানো উচিত।

২০. সমস্যা দেখলেই তার মাথায় যেন আগে দোয়ার কথা আসে, সেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২১. নিজেরাও কারো দোষ দেখলে তার জন্য দোয়া করা উচিত।

২২. উস্তাদকে সম্মান করতে শেখানো জরুরি।

২৩. সন্তান বেশি দুষ্টুমি করলে আমাকে সবর ধরতে হবে, আল্লাহ্ পাকের কাছে দোয়া করতে হবে এবং রুকইয়াহ করতে হবে।

২৪. ছেলে সন্তানকে কোন মাদ্রাসায় দেব, তা ভালো করে দেখে শুনে দেওয়া উচিত। ইস্তেখারা করা উচিত এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যাতে তাকওয়া নির্ভর মাদ্রাসা গড়ে ওঠে ও সাহাবাওয়ালা দ্বীন শিক্ষা গড়ে ওঠে।

রাগ-নিয়ন্ত্রণ, আখলাক উন্নয়ন, পরিবারের উপর মেহনত, রিজিক ব্যবস্থা, তাওবাহ

(১) যখন তখন মুখ ফসকে কিছু না বলা, ক্রোধ আসলে দমন করা উচিত। আমার জবান খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। আমার জবান আমার শাস্তি ও আযাবের রাস্তা সহজ করে দেয়। যখনই আমার রুহ অস্থির হয়ে যাবে, তখনই আমি ভুল করে বসব, দোয়া করতে ভুলে যাব, শয়তান আমাকে আমল থেকে গাফেল করে দেবে। আর আমি যদি সাথে সাথে স্থির হয়ে যাই, আমার আল্লাহর প্রতি সুধারণা আসবে, সন্তুষ্টগুজার বান্দা হওয়ার জন্য তৌফিক নসিব হবে এবং আমার সকল চিন্তা ও কাজে বারাকাহ আসবে। আমার সন্তান ও স্বামীর মধ্যেও আমি নূর দেখতে পাব। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা উচিত। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝেন, কিন্তু আমি আশা রাখি যে আমার পরিবারও যদি একটু বুঝত! সন্তানটা যদি একটু বুঝত! কিন্তু কখনোই পরিবার বুঝবে না যতক্ষণ না আল্লাহ পাক চান! করানোর মালিকও আল্লাহ, বুঝানোর মালিকও আল্লাহ।

আল্লাহ পাক যতক্ষণ তাদের বুঝে দেবেন না, ততক্ষণ তারা বুঝবে না। তাই আমার কাজ কী? আমাকে স্থির থাকতে হবে, নিজেকে ধরে রাখতে হবে, নিজের আমলগুলোকে অটল ও অবিচল রাখার মেহনতে লেগে থাকতে হবে এবং অন্তরে পরিবারের জন্য দোয়া করতে হবে—সবসময় দোয়া। আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ পাক আমাকে এই আমলটা করার ও নেক কথা বলার তৌফিক দিচ্ছেন যাতে সবকিছু সুন্দরভাবে হয়। তাহলে তিনি আমাকে তৌফিক দেবেন যাতে কাজগুলো আরও সুন্দরভাবে হয়ে যায়। পরিবারের সকলে আমলে চলে আসবে। আমার বাবা-মা, স্বামী-সন্তানের সকলের আমল ও আখলাক আল্লাহ পাক ঠিক করে দেবেন। সবই হবে, কিন্তু আমার সুধারণা রাখতে হবে। আমার চিন্তার কিছু নেই, আমার অস্থির হতে হবে না। আল্লাহ পাক সব ঠিক করে দেবেন। তাদের প্রতি আমার মেহনত আমি চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আমি যদি শোকরগুজার হতে না পারি, বিরক্তি নিয়ে আসি, অস্থির হয়ে যাই, বারবার ওই একই ভুল করি, তখন শয়তান আমাকে অভাবের ভয় দেখাবে এবং বারবার করে সে আমাকে পদস্খলনের রাস্তায় নিয়ে আসবে। আর আমি যদি তাওবা করে স্থির হয়ে যাই এবং চিন্তা করি যে আল্লাহর কাছে নিশ্চয়ই একটা উত্তম ব্যবস্থা আছে, তখন আল্লাহ পাক পথ দেখাবেন ও নূর দেখাবেন। মুমিন বান্দা সবসময় খুব স্থির থাকে। সে যেখানেই থাকুক—তা কোনো মজলিস হোক বা কোনো পরিবার—যেখানেই সে থাকুক, তার আচরণ মানুষকে প্রভাবিত করবে ও ভাবনায় ফেলে দেবে। কারণ সে যখন তখন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে না। সে জানে তার রব তার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে আছেন। তাই সে প্রতিক্রিয়া দেখানোর মতো অন্তরে কোনো অবস্থাও আনতে পারে না। আমার অস্থিরতা তো প্রথমে অন্তর থেকেই আসে, ওই অবস্থাটুকুও আল্লাহ পাক দেখছেন। আমি যদি আল্লাহকে ভয় করি, আমার কোনো

পেরেশানি বা কোনো চিন্তাও আসবে না। তাহলে এরকম একটা অবস্থা কি আমরা আমাদের জীবনে আনতে পারছি? কুরআনের কথা তো সত্য। আল্লাহর কাছে চেয়েছি যখন, আমি পাবই; আল্লাহ পাক আমাকে দেবেনই। এই জন্যই আমার এত চুপ থাকা, এই জন্যই আমার স্থিরতা। মুমিন যদি ক্রোধ দমন করতে না পারে এবং এভাবেই রাগ দেখাতে থাকে, তার মানে সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। তাহলে আমার ক্রোধ ও আমার প্রতিক্রিয়া—এসব অন্তরেও আনা যাবে না। তাই আমার রুহটাকে সবসময় স্থির রাখতে হবে। আমার রুহটাকে ঠান্ডা, শান্ত ও বিনয়ী এই জায়গায় আনতে হবে। বারবার করে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আমার ভুল হয়ে যাবে, কিন্তু আমি প্রতিদিন চেষ্টা করে যাব। চেষ্টা করতে করতে কখনো পারবেন, কখনো পিছলে যাবেন। এই কারণে হতাশ না হয়ে ওই সময়কে মনে করে শুকরিয়া আদায় করা যে আল্লাহ পাক তো আমাকে সবর ধরে রাখার ও বিনয়ী থাকার তৌফিক দিচ্ছেন এবং আমাকে দিয়ে উত্তম কাজ করাচ্ছেন। এমনটা তো আগে ছিল না, আমার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। এভাবে ধরে ধরে বারবার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে রুহ স্থির হবে ইনশাআল্লাহ।

(২) রুহটাকে স্থির না রাখতে পারলে যেকোনো সময় আমরা ছিটকে পড়ে যেতে পারি। অনেক সময় রাগ প্রকাশ করি না, কিন্তু অন্তরে রাগ বা বিদ্বেষ চলে আসে; তখন সাথে সাথেই তাওবা করা উচিত। নফসের খেয়াল-খুশি অনুসরণ করা উচিত না। আল্লাহকে বলা উচিত যে, "আল্লাহ, আমি খুবই লজ্জিত, আমি এমন আচরণ করে ফেলেছি। আপনি আমাকে রাগ গিলে থাকার তৌফিক দান করুন। আপনি তৌফিক দিলেন আর আমার দ্বারা হবে না, এ তো হতেই পারে না।" এভাবেই অনুতপ্ত হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এভাবেই আমি রাগ গিলে ফেলতে শিখে যাব। যখন আমি অসহনীয় আচরণে সহনীয়তা প্রকাশ করব, তখন আমাকে দেখে আমার পরিবারও শিখবে এবং তাদেরও আখলাক উত্তম হবে। আমি কথায় কথায় রাগ দেখালে তারাও কথায় কথায় রাগ দেখাবে। আমার আমল ও আখলাক দেখে তারা শেখে। হয়তো আমার মনে হবে তাদের উপর আমার মেহনতের কোনো ফলাফল আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি হতাশ হয়ে যেতে পারি, কিন্তু আল্লাহ পাক ঠিকই তাঁর নূরের কারণে আমার আমল ও আখলাক দ্বারা তাদের প্রভাবিত করবেন। আমার কার্যক্রম দ্বারা তারা প্রভাবিত হবে। তাই নিজের আমল ও আখলাকের উন্নতিতে চেষ্টায় লিপ্ত থাকা উচিত। চেষ্টা করে যাওয়া উচিত, পথে বাধা আসবে, কিন্তু আল্লাহ পাক সবসময় আমাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখাবেন। তাই আমার ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহ পাকের দেখানো নূর দেখে আমি স্থির হব।

আমি এলোমেলো চলা শুরু করলে ও অস্থির হয়ে গেলে পরিবারেও এর প্রভাব পড়বে। তারাও অস্থির হবে ও তারাও রাগ করবে। রুহকে স্থির করতে না পারলে নিয়ামতরাজি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। সন্তানের মধ্যে এলোমেলো বিষয় আরও বেড়ে যাবে ও স্বামীর খারাপ আচরণ বেড়ে যাবে। আর যখন দোয়া, দরুদ ও ইস্তিগফারের মেহনতে লেগে যাব, তখন দেখবেন সত্যিই সব সম্ভব হচ্ছে। জবান যখন এলোমেলো হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথেই থেমে যাওয়া উচিত।

(৩) আল্লাহ তায়ালা ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করেন। যেই জায়গায় আমি ভুল করছি, সেই জায়গায় খুব সাবধান থাকতে হবে। আমার ভুলের জায়গাটা কি ভুলই হচ্ছে, নাকি আমি বের হয়ে আসতে পারছি? আল্লাহ আমাকে বুঝে ওখানেই ঈমানের পরীক্ষা নেবেন—যে এই জায়গায় বান্দা ভুলটা করবে, দেখি তো আমার বান্দা তখন কী করে! আর যখন ভুল করা থেকে আমি বেঁচে যাব, তখন আল্লাহই আমাকে বাঁচাবেন। তাহলে বুঝে নিতে হবে আমার ঈমানী পরীক্ষা কখন আসছে। তখন দেখব শয়তানও আমাকে ওয়াসওয়াসা দিতে চলে আসছে। তখন যদি আমি শয়তানের ফাঁদে পড়ে যাই এবং ভুলটাকে এভাবেই চালিয়ে যাই, তখন আমার সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। কিন্তু যখনই ভুল করা আমি থামিয়ে দেব, তখন থেকেই আল্লাহর নূর দেখতে পাব।

ইসলামের কোনো ভুল দেখার কোনো দুঃসাহস কি আমার আছে? দ্বীনে ইসলামে সবকিছুর সমাধান আছে, কিন্তু আমিই নিতে জানি না। যখন আমরা কোনো পরীক্ষা দেখে বলি আমার দ্বারা হবে না, আমি পারছি না, তখন কি ভেবে দেখি আমি কাকে এমন উত্তর দিচ্ছি? আমার মা যখন আমাকে কোনো কাজ দেয়, তখন কি আমি বলে দিতে পারি "আমি পারব না"? তাহলে আল্লাহ পাককে কিছু পারব না বলার বা আমার পক্ষে সম্ভব না বলার দুঃসাহস কীভাবে দেখাই আমরা! দেখতে হবে কেমন ভুলে আমরা আছি! ভুলটা যাতে এমন না হয় যেখানে আমি শুধু আল্লাহর নাফরমানিই নিচ্ছি এবং আল্লাহ পাকের রহমত থেকে হতাশ হচ্ছি! এই জায়গায় যাতে না পৌঁছাই! যখন দেখব কোনো বিষয় পারছি না, তখন দোয়া করব। ভুল হলে হতাশ হব না, চিন্তা করব এই ভুলটা আমার দ্বারা কিভাবে হলো? আমি এই আচরণটা কিভাবে করতে পারলাম? এভাবে সারাদিন নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত। ধিক্কারের দ্বারাই তাওবা করব। মুমিন হতাশ হয় না, কাফির হতাশ হয়। মুমিন চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। সকাল-সন্ধ্যায় ঘরে রুকইয়াহ পানি ছিটানো উচিত। কখনো এই সময়ে পানি ছিটানো মিস হয়ে গেলে যখন মনে পড়বে তখনই দেবেন। এই আমল জারি রাখলে অনেক নিয়ামত দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। যখন দেখবেন অসুস্থতা বেড়ে গেছে ও নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন খেয়াল করতে হবে নিশ্চয়ই আমার কোনো একটা জায়গায় ভুল হয়ে যাচ্ছে। যখনই দেখব আল্লাহ পাক কোনো আমল করাতে চাচ্ছেন, তখন নিয়ত করে সেই আমলটা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাব—করতেই হবে। কোনো পেরেশানিতে পড়লে ইস্তিগফার শুরু করে দেওয়া উচিত। এমন ইস্তিগফার করা যেই ইস্তিগফার জীবন্ত। এমন একটা ইস্তিগফার চালু করতে হবে যখন ইস্তিগফার ছাড়া আপনি কিছু চিন্তাই করতে পারবেন না। পরিবারের আমল বেড়ে গেলে আমি ভুলে আমল করতে ভুলে গেলেও আমার রিমাইন্ডার হবে। তাই পরিবারের উপর মেহনত করা উচিত যাতে তারাও হেদায়েতের পথে আসে। রিজিক জাতীয় কোনো সমস্যায় পড়লে দেখব আমার ইস্তিগফার ঠিক আছে কিনা, আত্মীয়তার হক ঠিকভাবে আদায় হচ্ছে কিনা এবং তাদের খোঁজ খবর রাখছি কিনা।

স্বামী যখন এমন কিছু বলবে যেটা আপনার বুঝে আসছে না, তখন স্বামীকে কিছু বলবেন না, আল্লাহ পাকের কাছে এর হিকমাহ চাইবেন। ঘরের পুরুষ অভাবগ্রস্থ হলে দেখতে হবে আমরা

নারীরা নিজেদের আমলে কোনো ভুল করছি কিনা! সাথে সাথে ভুল শুধরানোতে লেগে যাওয়া উচিত। অনেক সময় দোয়া ও মেহনতে লেগে থেকেও দেখতে হবে আমার কোনো ভুল রয়ে যাচ্ছে কিনা যার কারণে আমার সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে না। সমস্যায় পড়লেই নিজের ভুল খোঁজা শুরু করব। ভুল না পেলেও ইস্তিগফার করব, সাথে নিজ নিজ আমলগুলোকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক ভিখারি হিসেবে আমাদের দেখতে পছন্দ করেন, তাই ভিখারির মতো আল্লাহ পাকের কাছে চাইতে থাকা উচিত। আল্লাহ পাক ঠিক সময়েই আমার চাওয়া পূরণ করে দেবেন। আমাকে শুধু সবর করে চাইতে থাকতে হবে।

সন্তান প্রতিপালনে হিকমাহ

১. আমাদের মধ্যে সবথেকে সম্মানিত সে, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।
২. সন্তান যদি পরিবারের মধ্যে আল্লাহভীতি দেখে, তাহলে সেও তাকওয়াবান হবে।
৩. সন্তানের মধ্যে আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পেলে তার উপর আল্লাহ রিজিক বর্ষণ করবেন।
৪. যখন আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে দূরে, তখন আমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।
৫. সন্তানকে এত সহজতা দিয়ে গড়ে তোলা উচিত না যে সে কাঠিন্যতা কী বুঝবেই না।
৬. দুনিয়ার ভয় আপনাকে অসুস্থ বানাবে, আর আল্লাহর ভয় আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
৭. যখনই বান্দা আল্লাহকে চিনে ফেলে, তখন তার আত্মবিশ্বাস, তাকওয়া ও সুন্নাহ পালন—এগুলো তাকে নির্ভীক বানিয়ে ফেলে।
৮. সন্তানকে একটা বয়স পরে নিজে নিজে খাওয়া শেখাতে হবে। তাকে নিজের খাবার নিজে খেতে দিতে হবে। সে নষ্ট করে ফেলতে পারে, ময়লা করতে পারে, কিন্তু তাও তার খাবার প্রথমে তাকেই খেতে দেওয়া উচিত। তার পিছনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা থেকে সে নিজে নিজে খাওয়ার পর যে ময়লাটুকু হবে তাতে ৩০ মিনিট সময় দেওয়া ভালো।
৯. তাকে খাওয়ানোর মাধ্যমে দুনিয়াকে সহজরূপে উপস্থাপন করা শেখাবো না। একটা খাবার যে গরম হতে পারে, জিহ্বা পুড়ে যেতে পারে, কোনো খাবারে কাঁটা থাকতে পারে—এসব শিখতে দেওয়া উচিত। আর এসব সে তখনই শিখবে যখন সে নিজে নিজে খেতে শিখবে।
১০. সবসময় কষ্ট পাওয়া থেকে তাকে বিরত রেখে আমরা তাকে ভীতু বানিয়ে গড়ে তুলি।
১১. আমরা নিয়ামতগুলোকে কাজে লাগানো শিখি না।
১২. আমরা এমনভাবে দিনযাপন যাতে না করি যেভাবে চললে নিজেকে অনেক চাপমুখী মনে হবে। দোয়া করে আল্লাহর কাছে সহজতা চেয়ে নেওয়া উচিত।
১৩. সবকিছুর ক্ষেত্রে দোয়া করা উচিত। কিছু করতে গেলেও দোয়া করা উচিত। বাচ্চাকে কাজের জন্য ডাকার আগেও দোয়া করা উচিত।
১৪. সন্তান কাজ করবে এবং ভুলও করবে। আপনি ওর ভুলগুলো মেনে নিন। তাকে কাজ করতে দিন। কাজ করতে করতেই সে অনেক শিক্ষা পেয়ে যাবে।
১৫. যত দোয়া শক্তিশালী হবে, আপনার পরিবেশও তত চক্ষুশীতলকারী হবে।

দাম্পত্য সম্পর্ক/দাম্পত্য সম্পর্কে স্ত্রীর মেহনত

১. বিয়ের আগে নিজে তালাকের বিধিবিধান জানা ও পাত্র তালাকের বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত কিনা জানতে হবে।
২. কাবিননামায় একটা পয়েন্ট আছে "স্ত্রী কী তালাক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে?" ওই ঘরটা পূরণ করবেন না।
৩. শয়তানের সবথেকে বড় মেহনত থাকে দাম্পত্য সম্পর্কের উপরে। স্বামী স্ত্রী যেনো এই সম্পর্কে ছিটকে পড়ে। কিন্তু বিয়ের পর এগুলো আমরা ভুলে যাই।
৪. তাই প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য "স্থির একটা রুহ" দরকার। স্থির রুহ ছাড়া আপনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন না।
৫. দাম্পত্য সম্পর্কে ইন্ধন দেওয়ার জন্য যারা থাকেন, উনাদের ইন্ধনে কান দেওয়া যাবে না। সেটা হোক আমার নিজ পিতা-মাতা।
৬. যথাসম্ভব দুইজনের সম্পর্ককে চার দেওয়ালের মধ্যে সমাধান দেওয়া উচিত। নিজেদের মধ্যকার ঝামেলা চার দেওয়ালের বাইরের কোনো কান পর্যন্ত না পৌঁছানোই ভালো।
৭. যারা আল্লাহ পাকের কাছে মুত্তাকী হওয়ার জন্য মেহনত করছে, সেখানে ঈমানী পরীক্ষা থাকবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হচ্ছে যারা আল্লাহকে ভয় করে।
৮. যে বান্দা কোথায় সবর ধরতে হবে বোঝে, কোথায় শুকরিয়া আদায় করতে হবে বোঝে, কোথায় চুপ থাকতে হবে বোঝে, তখন জীবনের কোনো বাধাই তার কাছে বাধা না। স্বামী যদি কোনো নেশায় বা নারীতে বুঁদ হয়ে থাকে, তখন তাকে ফিরিয়ে আনা কোনো ব্যাপারই না। তখন আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। আমার আল্লাহ আমার অন্তরের রক্তক্ষরণ দেখছেন, আমার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত।
৯. অনেক সময় সংসারে শ্রম দেওয়ার পরও যখন ফল পাওয়া যায় না, তখন স্বামীর প্রতি ক্ষোভ আসে। কিন্তু আমাদের এমনভাবে চলতে হবে যেনো ডান হাত ভালো কাজ করার পর বাম হাত তা না জানে।
১০. অনেক ক্ষেত্রে হেদায়েতের বিষয়টা পরিবারের পুরুষ সহজভাবে নিতে পারে, আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের নারী। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরাই পারে। নারীকে আল্লাহ সহজ করে দিলে তখন স্বামী কী পারছে না পারছে, তা ব্রেইনে আনবে না। শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিতে চাইবে যে, "দেখ তুই তো এই আমলটা করতে পারছিস, কিন্তু তোর স্বামী পারছে না। তোর স্বামী গাফেল।" এভাবেই শয়তান আস্তে আস্তে অন্তরে স্লো পয়জনিংয়ের মতো আমাকে বিষাক্ত করে তুলবে। তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ। উনার জায়গায় অন্য কেউ আসলে আমি মেনে নিতে পারব না, মানিয়ে নিতে পারব না। আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর আর কোনো পুরুষ আমাকে দেখুক, তা আমি চাই না। জান্নাত পর্যন্ত এই একই ব্যক্তি যাতে আমার সাথে থাকে। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, আল্লাহ পাক যেনো সহজ করে দেন এবং তাঁর ভালো গুণগুলো দেখার তৌফিক দান করেন।

১১. স্বামীর খেদমত করলেও মনে রাখতে হবে আল্লাহর জন্যই এসব করছি। যা করছি আমার ভালোর জন্য করছি। এর দ্বারা আমার স্বামী আমার প্রতি সুধারণা রাখবে, আমার দিকে ফিরবে এবং আমার ভালো মন্দের প্রতি মনোযোগী হবে।
১২. স্বামী যাতে আমাকে বোঝা মনে না করে। আমি যাতে তাঁর কষ্ট উপশমকারী হই, একটা স্বস্তির জায়গা হই। আমার কাছে এসে তিনি যাতে দুশ্চিন্তামুক্ত থাকেন। তাঁর ভালোলাগার জায়গা ও পছন্দ-অপছন্দের জায়গাগুলো খুঁজে বের করা এবং সে অনুযায়ী আল্লাহর কাছে রহমত ও বরকতপ্রাপ্ত হওয়া উচিত।
১৩. পুরুষদের দৈহিক কাঠামো পরিবর্তনের পিছনে নারীদের হাত থাকে, কারণ খাদ্যভ্যাস। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যে, "আল্লাহ, তাঁর জন্য যতটুকু কল্যাণকর ততটুকু আপনি তাঁকে আহার করান। এর এক লোকমা বেশিও যাতে তিনি না খান।"
১৪. সে সাথে নিজেকেও আমল করে দেখাতে হবে। আমি আমার প্রিয় খাবার আল্লাহর জন্য কুরবানি করছি—খাচ্ছি না বা খেলেও কম খাচ্ছি—শুধুই আল্লাহর জন্য।
১৫. অলসতা নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে, আর খাবার নিয়ন্ত্রণ আমার চেষ্টায়, কারণ আমিই স্বামীকে রান্না করে খাওয়াই।
১৬. আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, স্বামীর দৈহিক গঠন যাতে রাসূলে পাক ﷺ-এর মতো হয়।
১৭. সুঠাম দেহের পুরুষেরা মেহনতে ও ইবাদত বন্দেগিতে একটা আত্মবিশ্বাস পায়। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত নিজের স্বামীর জন্য।
১৮. আর যখন পুরুষের দৈহিক আকৃতিতে পরিবর্তন আসে, সে আত্মবিশ্বাসটাও হারিয়ে ফেলে।
১৯. রাসূল পাক ﷺ সংসার জীবনে যেমন ছিলেন, সেভাবে নিজের স্বামীর জন্য দোয়া করা উচিত। তিনিও যেনো এমন হন। সবকিছুর জন্যই দোয়া করা ও হিকমাহবান নারী হওয়া উচিত।
২০. আমার দায়িত্ব এটা নয় যে আমি স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হব। আমার কাজ আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া, তাঁর জন্য দোয়া করা ও কান্নাকাটি করা।
২১. স্বামী সালাত বা ইবাদতে গাফিলতি করলে কখনো তার প্রতি রাগ করব না। মনে রাখব এটাও আমার জন্য ঈমানী পরীক্ষা। আমি সবর রাখতে পারছি কিনা, এটা আল্লাহ পাক দেখতে চাচ্ছেন।
২২. স্বামী কিন্তু সন্তান না! সন্তানের সাথে যেমন আচরণ দেখাই, স্বামীর সাথে এমন করা যাবে না। সন্তানকে কখনো কখনো রাগ-ক্রোধ দিয়ে সামলাতে হয় এবং সন্তানের প্রয়োজনীয় জিনিস সামনে এনে দেই। স্বামীকে একই করি। কিন্তু দুইটার জায়গা কি এক?
দ্বীন প্রচার ও প্রসারের জন্য এবং দ্বীন বোঝানোর জন্য স্বামীর জন্য থাকবে শুধুই ভালোবাসা। সন্তানের জন্য মাঝে মাঝে রাগ বা ক্ষোভ। সে কোনো কিছুর প্রয়োজনবোধ করলে তাকে নিজে করতে দেই, কিন্তু স্বামী কিছু প্রয়োজনবোধ করলে সবসময় তার জন্য সাহায্যের হাত ও মায়া-মুহাব্বাতের হাত বাড়িয়ে দেই, তার প্রতি আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টি রাখি এবং তার ভালো বিষয়গুলো খুব খেয়াল করি—এটা তাঁকে বুঝতে দেওয়া উচিত। যে বিষয়গুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোতে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টতা রেখে শয়তানকে ঘৃণা করি,

তাকে কিন্তু না। এটা তাকে বুঝতে দেওয়া ও উপলব্ধি করানো উচিত। তাতে কী হবে? তার মধ্যে উপলব্ধি আসবে তার পরিবার তাকে ভালোবাসে, তার মানে আল্লাহও তাকে ভালোবাসে। তাকওয়াকে স্বামীর অন্তরে আনার জন্য স্ত্রীকে অনেক মেহনত ও দোয়া করতে হয়।

২৩. আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, "আল্লাহ, সহবতের যত গুণ আছে, সব আমার স্বামীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিন এবং আমাকে উপকৃত করুন।"

২৪. ঈমান ও তাকওয়ার চর্চা যদি আপনি নিজে করেন, আপনার পরিবার ও স্বামী-সন্তানের মাঝেও আল্লাহ পাক ঈমান ও তাকওয়া ঢেলে দেবেন।

২৫. পরিবারের দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দোয়া করতে হবে, কখনো কখনো হিকমাহ খাটাতে হবে, তাও দোয়া করেই।

২৬. পরিবারের কারো দোষ ধরা যাবে না। ভুল করলেই সান্ত্বনা দেওয়া উচিত এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত করবে এমন উৎসাহমূলক কথা বলা উচিত।

২৭. নিজেও যদি স্বামীর সামনে ভুল করি, তখন তাকে বলা উচিত আমার জন্য যেনো দোয়া করে দেন ও রুকইয়াহ করে দেন। তাঁকে দেখানো উচিত আমি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করছে এমন কাজ ভুলেও করে ফেললে কেমন ছটফট করছি এবং কিভাবে ভুলের জন্য আমি আল্লাহকে ভয় করছি! এতে পরিবারের জন্যও রয়েছে উত্তম শিক্ষা।

২৮. কখনো স্বামী অপমানমূলক বা তর্কমূলক কথা বললে একদম চুপ থাকব। তখন আমি আল্লাহর স্মরণে চলে যাব এবং তাকে রুকইয়াহ করে দেব। এর পরিবর্তে আপনি সেই সময় যদি তাকে বোঝাতে লেগে যান ও তর্ক শুরু করে দেন, তাহলে তিনি কিছুই বুঝবেন না এবং এর থেকে কোনো শিক্ষাও নেবেন না।

২৯. আমরা দোয়া করব, স্বামীকে যেনো আল্লাহ দ্বীনি সঙ্গ মিলিয়ে দেন, সেটা হোক অনলাইন বা অফলাইনে।

৩০. আমাদের আইডল হবেন একমাত্র রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবারা (রা:)।

৩১. যদি সন্তান ঘরকে তাকওয়াবান হিসেবে দেখতে পায়, তাহলে তার দুনিয়া চেনা ও আমল করা সহজ হয়ে যাবে। তাই পরিবারে দ্বীনের চর্চা ও তাকওয়ার মেহনত করতে হবে।

৩২. এমনভাবে আমল করতে হবে যেনো আমি জান্নাতি। দুনিয়াতে এমনভাবে চলতে হবে যেনো আমি জাহান্নামী।

৩৩. এমনভাবে চলতে হবে যে, নিজের প্রত্যেকটা ছোট বড় ভুল খোঁজার জন্য আমি যথেষ্ট। আমার ভুলগুলো যেনো আমি নিজ চোখে দেখতে পাই! আমার আওয়াজ এত বড় কেনো হলো? আমি তো তাকওয়াবান হওয়ার মেহনত করছি। আমার আচরণে এমন বক্রতা শোভা পায় না। আমার এমন আচরণে রূঢ়তা শোভা পায় না!

৩৪. তাকওয়ার মেহনত করার সময় নিজের দোষ বেশি খুঁজে পাব।

৩৫. কোথাও যদি প্রয়োজনে নিতান্তই যেতে হয় (ইস্তেখারা দোয়া করার পর), তবে সেখানে মহিলাদের মাঝে দাওয়াত দিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ।

৩৬. ঠান্ডার কোনো সমস্যা হলে খেয়াল করবেন আপনার খাদ্যভ্যাস ঠিক আছে কিনা এবং সুন্নাহসম্মত হচ্ছে কিনা।
৩৭. এছাড়া ঠান্ডার সমস্যা হোক বা যেকোনো সমস্যা, আমি দুই রাকাত সালাতে দাঁড়িয়ে যাব। সালাতে দাঁড়ানো সম্ভব না হলে দুই হাতটাকে মোনাজাতের মতো নাকে মুখে চেপে ধরে অক্সিজেন মাস্কের মতো বানাব। এরপর দরুদ ও ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দেব, এরপর সেই বাতাসকে ইনহেল করব। নিয়ত করব আল্লাহ বাতাসটা শরীরের কোন কোন জায়গায় পৌঁছালে আমি সুস্থতা অনুভব করব, তাকে সেখানে পৌঁছে দেন। কুসুম গরম পানিতে দরুদ, ফাতিহা ও দরুদ পড়ে ফুঁ দিয়ে খাব। আর যাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা, তারা গার্গেল বা কুলকুচা করতে পারি। লবণ গরম পানিতে রুকইয়া করে ফুঁ দিয়ে কুলকুচা করব।
৩৮. মধু ও কালোজিরা খাবেন। সুন্নাহসম্মত খাবারের জন্য উপায় উপকরণ না থাকলে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেনো ব্যবস্থা করে দেন।
৩৯. সুন্নাহকে অবহেলা করলে আল্লাহর খাস নজর পাওয়া যায় না।
৪০. যাদের সময় আছে, তারা কুরআন সহিহ করার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জন করব। যেমন—সেলাই কাজ শেখা, মেহেদি লাগানো, পেইন্টিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং ইত্যাদি শেখা। আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত, "আল্লাহ, এই ফেতনার যামানায় কোন উপকারী ইলম আমি অর্জন করি, সেটা আমার তৌফিকে দিয়ে দেন।"

আল্লাহর প্রতি ও সুন্নাহর প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। কোনো আলোচনা হলে চুপ থেকে দোয়া করে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকা উচিত। আল্লাহকে ভয় করলে ঈমানী পরীক্ষা বেশি আসে। যে আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। আল্লাহর দ্বীন শেখাতে হলে আগে পরিবার, এরপর পরিজন—শ্বশুরবাড়ি ও মায়ের বাড়ি—এভাবে টার্গেট করে করে আগাতে হবে।

অযুর মাধ্যমে আল্লাহ পাক স্কিনের সমস্যা দূরে করে দেন, আর তাহাজ্জুদের মাধ্যমে চেহারার নূর বাড়িয়ে দেন। যেকোনো সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করা উচিত। স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের জন্য স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগ না করা উচিত এবং তাকে অস্থির না বানানো উচিত। তাহলে কোথায় আমি যুহুদ গ্রহণ করলাম? স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের টাকাটা স্বামী তার মা-বোনের জন্য ব্যবহার করতে পারলো, এটা কি উত্তম না? এবং এই যে টাকাগুলো তার মা-বোন পাচ্ছে, এর বিনিময়ে কি তারা আমার জন্য একটু দোয়া করবে না? এটা কি দ্বীন ইসলামের সৌন্দর্য না?

আমার পরিচয় হবে তাকওয়া দিয়ে। আমার সাথে কথা বললে বান্দা বুঝবে এর মতো তাকওয়াবান আর নেই। এই পরিচয় প্রত্যেকের মাঝে থাকা উচিত। তাকওয়া পরিপূর্ণ থাকা মানে সে মানুষটা পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে চলতে পারছে এবং তার জন্য বিষয়গুলো সহজ হচ্ছে। তাকওয়াবান মানুষের দ্বারা অন্য মানুষ কষ্ট পাবে বা অন্য মানুষের হক নষ্ট হবে, তা খুব কঠিন। তাকওয়া যদি প্রত্যেক মাদ্রাসায় থাকত, তবে দ্বীন অনেক বেশি ছড়িয়ে যেত। তাকওয়া শিক্ষা দিতে হলে নিজেকে আমলে আসতে হবে, নিজেকে টিকে থাকতে হবে এবং

স্বেচ্ছাচারিতা ও নফসের খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলা যাবে না। অনেক কুরবানি আল্লাহ পাক নেন—অনেক প্রিয় জিনিস ও প্রিয় মুহূর্তের কুরবানি আল্লাহ পাক এর দ্বারা নেন। আর এত কুরবানি নেন দেখেই আপনার আমলে আসতে সহজ হচ্ছে এবং রবকে চেনা সহজ হচ্ছে। তাকওয়ার কথা আপনি যে মুখ থেকে শুনবেন, সেই রুহকে যদি আল্লাহ পাক তাকওয়ার আমল করান, তাহলে আপনি আমলে আসতে পারবেন। কিন্তু এগুলো শুধু কিতাবে থাকলে আমলে আসা যায় না। সকলকে ক্ষমা করে দেব, আমার জন্য যাতে কোনো বান্দাকে জবাবদিহি করতে না হয়।

তাকওয়াবানদের স্কিন কেয়ার পদ্ধতি

১) যতরকম ঈমানী সমস্যা আসুক, আল্লাহকে বলবেন, "আমার কারো প্রয়োজন নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে রাস্তা দেখান।" যদি সমস্যাটা স্কিনের সমস্যাই হোক না কেন। কাফেররা কী করে? যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রে আগেই ডাক্তারের কাছে স্মরণাপন্ন হয়। আমরাও কি তাই করব? স্কিনের সমস্যা হলেই কি ডাক্তারের কাছে দৌড়াব? কিন্তু তাকওয়াবানদের পদ্ধতি এক না! আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছেন অযু অবস্থায় থাকো, পাঁচ ওয়াক্ত আউওয়াল ওয়াক্ত সলাতের সাথে তাহাজ্জুদ আবশ্যিক করে নাও এবং কাইলুলাহ (দুপুরের বিশ্রাম) গ্রহণ করো। জীবনে ২৫/৩০ বছর পর যার যখন হেদায়েত হয়েছে, এর আগে তো তাহাজ্জুদ পড়িনি। এখনও যদি না পড়ি, তাহলে আর কখন পড়ব?

২) একটা নারীর চেহারার মধ্যে সৌন্দর্য এক জিনিস, আর নূর এক জিনিস। সৌন্দর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নূর রঙের উপর নির্ভর করে না। এটা এমন এক ভালোলাগা ও চোখের প্রশান্তি যে আপনার বারবার ওই চেহারার দিকে তাকাতে মন চাইবে এবং আপনার চোখ অবনত হয়ে আসবে যে আপনি তাকাতে পারবেনও না! আল্লাহু আকবার! তাহলে এ কেমন এক অদ্ভুত সৌন্দর্য! আমরা কি শুধুই স্কিনটাকে ঘষেমেজে ঠিক করতে চাই? বা শুধু স্কিনটাই আমার চিন্তার কারণ? নাকি আমার রুহটা চিন্তার কারণ হওয়া উচিত? এই রুহটার চিকিৎসার পাশাপাশি স্কিনটাও ঠিক হয়ে যাবে। এগুলো নিয়ে পেরেশানি হওয়ার কিচ্ছু নেই।

৩) বদনজরের কারণে চেহারার সুরুত পরিবর্তন হয়ে যাবে ও রঙের পরিবর্তন হয়ে যাবে। বদনজরের রুকইয়াহ করা উচিত এই নিয়তে যে আল্লাহ পাক আমার মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে দিন এবং নূরকে বৃদ্ধি করে দিন। নূরের সাথে যে উজ্জ্বলতা, এটা ভিন্ন জিনিস। আর গায়ের রঙ কালো, আপনি সাদা হতে চান—এটা ভিন্ন জিনিস। আমাদের সাদা হওয়া উদ্দেশ্য না, আমাদের উদ্দেশ্য নূরকে বৃদ্ধি করা—আমার চেহারায় নূর ও চুলে নূর। নূর বৃদ্ধির দুআ পড়া উচিত।

🔸 নামাজের উদ্দেশ্যে ঘরে থেকে বের হয়ে মসজিদে দিকে হেঁটে যেতে যেতে চমৎকার একটি দোয়া পড়তেন নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর এ দোয়ায় আবেদনগুলো ছিল হৃদয়গ্রাহী ও অনেক উপকারী। সত্যিই প্রত্যেক নামাজির জন্য কার্যকরী এ দোয়া। কী আবেদন আছে এই দোয়ায়**?**

اَللهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْراً وَفِى لِسَانِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ فِى بَصَرِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نُوْراً وَمِنْ أَمَامِىْ نُوْراً وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْراً وَ مِنْ تَحْتِىْ نُوْراً اَللهُمَّ أَعْطَنِىْ نُوْراً

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজআল ফি ক্বালবি নুরাও ওয়া ফি লিসানি নুরাও ওয়াজআল ফি সাময়ি নুরাও ওয়াজআল ফি বাসারি নুরাও ওয়াজআল মিন খালফি নুরাও ওয়া মিন আমামি নুরাও ওয়াজআল মিন ফাউক্বি নুরাও ওয়া মিন তাহতি নুরা। আল্লাহুম্মা আ'অত্বানি নুরা।'

অর্থ : হে আল্লাহ!আমার অন্তরে নূরের ব্যবস্থা করে দিন;আমার জিহ্বায় নূর দিন;আমার কানে নূর দিন;আমার চোখে নূর দিন;আমার পেছনে নূর দিন;আমার সামনে নূর দিন; আমার উপর থেকে নূর দিন;আমার নিচ থেকে নূর দিন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন।'(বুখারী ৭/১৪, মুঃ ১/৫৩০)

৪) আমাদের সবকিছুতে অভ্যস্ততা থাকবে যে এই কাজটাতে নবী পাক ﷺ-এর তরিকা কী? এই যদি আপনার জীবনপদ্ধতি হয়, তবে মাঝখানে আপনাকে কেউ টলাতে পারবে না। সমস্যা বের করলে সমস্যা শেষ হবে না। সমস্যা তো জীবনভরই ছিল, কিন্তু দ্বীনে আসার পর আমার সবসময় সমস্যা কীভাবে থাকতে পারে? তার মানে আমি ঈমান আদৌ শিখতে পারিনি। ঈমানী বিষয়ে সবকিছুই আপনাকে পারতে হবে। সব বিষয়েই পরিপূর্ণ প্র্যাকটিস রাখতে হবে। এমন না যে আপনি অন্য ১০টা আমল পারলেন আর বাকিগুলোতে একটু গাফেল থাকলেন। গাফেল হওয়ার কোনো সুযোগই নেই! যে বিষয়ই আমার সামনে আসুক, আমাকে খেয়াল করতে হবে—দুনিয়ার গতানুগতিক সেই বান্দী আমি আর নেই! আমার গতানুগতিক কোনো সমাধান আসে না! আমার ফায়সালা হবে আসমান থেকে। তাহলে আসমানের ফায়সালাটা কী? আসমানের ফায়সালা হলো ৫ ওয়াক্তে আউয়াল ওয়াক্তে সলাত আর তাহাজ্জুদগুজার হলে আমার চেহারার নূর বৃদ্ধি পাবে। সবাই আমার প্রতি আকৃষ্ট হবে যে আমার চেহারার সুরুতে সবার অন্যরকম বোধ হবে।

৫) আমার অন্তরের ধারণা কী হবে? আমার আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি আমাকে দেবেনই। যেটাতে সময়, শ্রম ও সম্পদ লাগে, সেটা আল্লাহর জন্য করা উচিত, দুনিয়ার জন্য না। যেমন—স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট। এটার জন্য দুনিয়াবি সময়, শ্রম ও সম্পদ যাচ্ছে। আমি সময়, শ্রম ও সম্পদ দেব তাহাজ্জুদে। যেমন কাইলুলাহ নিলে আমার সময়ে, শ্রমে ও সম্পদে বরকত আসবে ইনশাআল্লাহ। সময়, শ্রম ও সম্পদের বারাকাহ যার আছে, সেই জ্ঞানী। তাহলে দুনিয়াবি স্কিন কেয়ারের তরিকায় আমি সময়, শ্রম ও সম্পদ কেনো ঢালব? আমার এই সময়টা যাবে কুরআনের সাথে। আমার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীকে কুরআন পড়াতে। কুরআনের সাথে সময় দিতে দিতে আমার জীবনের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। যখন কোনো উত্তম ও কল্যাণকর কথা শুনব, তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করব, "আল্লাহ পাক যেনো আমলের তৌফিক দেন, লেগে থাকার তৌফিক দেন।" তৌফিক চেয়ে নেব আল্লাহর কাছ থেকে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ পাকই আমল করা সহজ করে দেবেন।

তাকওয়ার পথে মেহনত করতে করতে হঠাৎ ভুল হয়ে গেলে করণীয় কী?

আল্লাহ পাক যাদের ঈমানী জ্ঞান ও তাকওয়া দিচ্ছেন এবং যারা মুস্তাজাবুদ দাওয়া (যাদের দোয়া কবুল হয়), তাদের অনেক ক্ষেত্রে ধরে রাখার তৌফিক দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। কিন্তু তাদের দ্বারা যে ভুল হয় না, সেটা যেন আমরা চিন্তাতেও না আনি। কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকে ভুলের মধ্যে আছো।" তার মানে আমিও ভুলের মধ্যে আছি। কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এখন ভুল হয়ে গেলে করণীয় কী?

ভুল করলে আমরা ভেঙে পড়ি। বিশেষ করে রাগের জায়গাটাতে শয়তান আমাদের পেয়ে বসে এবং আমাদের আচরণগত ত্রুটি চলে আসে। আর আল্লাহ পাক কুরআনে কী বলেছেন? "আমার রহমত থেকে তোমরা হতাশ হয়ো না।" হতাশ হয় কাফেররা। তাই এই আয়াতগুলো খুব খেয়াল করা উচিত। অনেক বোনেরা ইনবক্স করেন যে আমি আমলে লেগে থাকার তৌফিক পাই, কিন্তু হঠাৎ যখন খারাপ হয়ে যাই, তখন সেটা মেনে নিতে পারি না। কেনো খারাপ হয়ে গেলাম বা কেনো খারাপ আচরণটা করলাম, বাচ্চার সাথে কেনো বেশি রাগ দেখালাম, যা একদম অনাকাঙ্ক্ষিত—এটা এমন না যে পরিকল্পনা করে ইচ্ছে করে রাগ দেখাই বা খারাপ আচরণ করি। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আর এই নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ রাখেন। এটা দ্বারা হয়তো আল্লাহ চান আমার অন্তর যেনো রিয়ামুক্ত থাকে, নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য ও নিজেকে আরও নিচু মনে করার জন্য। আমরা নবীদের মতো কখনোই হতে পারব না। তাই আমার ভুলের মাপটা বেশিই হয়ে যাবে। তবুও আমরা চেষ্টা করব নবীওয়ালা সিফাত, বিনয়ীতা ও কোমলতা রাখার। কিন্তু ছুটে গেলে কাজ কী? কাজ হচ্ছে আন্তরিক তাওবাহ করা, সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার পড়া এবং কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করা।

যখন ভুল করতেছি মনে হবে, তখন সাথে সাথে থেমে যাওয়া উচিত। এরপর একটা পা-ও যাতে না বাড়াই। আল্লাহ পাক থেমে যাওয়ার জন্য কিছু নিদর্শন দেন, নিদর্শন দেখান যে এইখানেই থামো তুমি। সেই নিদর্শন আমার খেয়াল করতে হবে এবং থেমে যেতে হবে। শয়তান অনেক দিক থেকে তাকওয়াবানদের ভয় করে, কিন্তু একদম যে শয়তান আমাদের টার্গেট করবে না, তা তো না! দুনিয়ার যেকোনো বান্দার চেয়ে তাকওয়াবান বান্দাকে শয়তান সবচেয়ে বেশি টার্গেট করে—প্রত্যেকটা দিন! সে পরিকল্পনা করতে থাকে, তার পরিকল্পনা থামে না। কিন্তু আমাদের তখন করণীয় হচ্ছে সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমলগুলো করা ও ঘরে পানি ছিটানো। আর এগুলো ভুলে গেলে যখন মনে পড়বে, তখন সাথে সাথে করে ফেলব। ফজরে পড়িনি, এখন কী হবে—এই ভাবনাটাও শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আমার এখন মনে পড়ছে, আমি এখনই পড়ে নেব। ঘরে মাঝে মাঝে ঈমানী পরীক্ষা বেড়ে যায়। আর ভুল হয়ে গেলে অনুতপ্ত হব, তাওবাহ করব, কিন্তু হতাশার পর্যায়ে নিয়ে যাব না। এটা খেয়ালেই রাখব না, আমাদের সামনে আগাতে হবে। ফজরে কোনো খারাপ আচরণ আমার দ্বারা প্রকাশ পেয়ে গেলে, তাহলে যোহর থেকে আসর আমার আচরণ আরও সুন্দর বানাতে হবে। তাওবাহকারী ও বিনয়ী হতে হবে। সেদিন চুপ থাকতে হবে। চুপ থাকা মানে এটা

বোঝানো হচ্ছে না যে আপনার মুখটা বন্ধ রাখবেন। চুপ থাকা মানে আল্লাহর সাথে অনর্গল কথা বলা, দোয়া ও জিকির করা। দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে বান্দা দেখবে আপনি চুপ, কিন্তু আল্লাহর সাথে তো আমি চুপ না। আমার রুহ অনর্গল আল্লাহর সাথে কথা বলছে, দোয়া চাচ্ছে, ভিক্ষা চাচ্ছে ও আল্লাহর রহমতের আশা করছে। এটার উপর ঈমান আনা যে আল্লাহর রহমত আমার গুনাহকেও ছাড়িয়ে গেছে।

অনেক সময় নিজের ভুলগুলো দেখে লজ্জায় কুকড়ে যেতে মন চায় অথবা ভুল করার সময় মনে হয় কেনো আমি থামছি না! আমার চরিত্র ও আমার আখলাক আমার চিন্তার সাথেই যায় না! দেখা যায় রুকইয়াহ চিকিৎসাও নেওয়া হচ্ছে, তবুও রাগ পেয়ে বসেছে। হয়তোবা আরেকটু যেই মাত্রায় রুকইয়াহ করা দরকার, সেরূপ হচ্ছে না অথবা আল্লাহমুখীতা বাড়ার জন্য আল্লাহ পাক আমার সকল বিষয় নিষ্ফল করে দিলেন! তখন দেখা যেতে পারে রুকইয়াহও কাজ করছে না। কিন্তু এটা মনে রাখা যে কোনো বান্দাই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমার প্রত্যেকদিন ভুল ছাড়া পার করা—এটা একটা অসম্ভব বিষয়। একটু একটু ভুল হয়ে যাবে বা অন্য বান্দার ভুল চোখে পড়বে। তখন আমার করণীয় দোয়া করে চুপ থাকা ও চেষ্টাটুকু করা। আল্লাহ পাক আমাদের চেষ্টা দেখেন। এতদিন তো আমাদের মধ্যে এই চেষ্টাটুকুও ছিল না। সব বিষয়ে খিটখিটে ছিলাম, নিজের কোনো ভুল থাকতে পারে এটা মনেই করতাম না। কিন্তু এখন তো চিন্তার পরিবর্তন এসেছে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক যে হেদায়েত দিলেন, তা তো আমি অস্বীকার করতে পারি না। আল্লাহ পাক কুরআনে বলছেন, আল্লাহকে ভয় করলে সুবিধা কী? আল্লাহ পাক হেদায়েত বাড়িয়ে দেবেন এবং দ্বীনে অটল থাকার তৌফিক দেবেন। সুবহানাল্লাহ! এই দৃঢ়তা আসবে কোথা থেকে? সালাত থেকে।

আমার ভুল হলে আমাকে তাওবাহকারী হতে হবে এবং বান্দার সাথে খারাপ আচরণ করলে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এরপর সতর্ক থাকতে হবে যাতে ভুল না হয়ে যায়। কিন্তু সেই বিষয়গুলো আমি অন্তরে রেখে রেখে ভেঙে যাব না ও দুমড়ে মুচড়ে যাব না। আরও একটা উৎসাহ পাব যে আমাকে আরও ভালো হতে হবে। আমার ভুল আছে, আমার ভুল না দেখলে আমার সংশোধনের মেহনত থাকবে না। আল্লাহ পাক বলছেন, "সেই সফলকাম যে নিজেকে শুধরায়।" আর যদি ভুল না দেখি, তাহলে শুধরাবো কোন জায়গাটায়? আমাদের ভুলটা আল্লাহ দেন কেনো?

আল্লাহ পাক কাউকে অভাব দিয়ে ঈমান বাড়িয়ে দেন, কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে ঈমান বাড়িয়ে দেন, কাউকে রোগবালাই দিয়ে ঈমানী শক্তি বাড়িয়ে দেন, আবার কাউকে সুস্থতা দিয়ে ঈমান বাড়িয়ে দেন। তাই আমার দেখতে হবে এইসব হালাতে আমার কাছে আল্লাহ পাক কী চাচ্ছেন, সেটা দিতে পারছি কিনা। আমার দেখতে হবে আমি পবিত্র কিনা ও আমার আখলাকে পরিবর্তন আসছে কিনা। আমরা রাগ আসলে বলি আমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ নাই, তাই রাগ করে ফেলি। সবকিছুতে খালি "নাই আর নাই"। তাহলে কি আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি আল্লাহর সুনজর আমার মধ্যে নেই? আল্লাহর হেদায়েত আমার উপর নাই? বরঞ্চ এইটুকু সময়ের জন্য তো এটা একটা ঈমানী পরীক্ষা ছিল।

শয়তানের ফাঁদগুলো অনেক সূক্ষ্ম। জাহেলিয়াতে থাকা অবস্থায় আগে সব বিষয়েই সমস্যা দেখতাম ও হতাশায় পড়ে যেতাম এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হতো। আর এখন দ্বীনে আসার পরে ভুল দেখতে দেখতে আমি হতাশ হয়ে যাচ্ছি। দুইটার কোনোটিই আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া করতে হবে। আমি উত্তম আখলাকের জন্য মেহনত করে যাব, হতাশ হয়ে থেমে যাব না। ভুল হয়ে গেলে আল্লাহকে বলব, "আল্লাহ পাক, আমি আমার এই ভুল রাখতে চাই না, আমার লজ্জা লাগে। আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করেন।" যখনই চেষ্টা করব ভালো থাকার, তখনই ঈমানী পরীক্ষা বেড়ে যাবে। কিন্তু তখন একদম ভয় পাব না। আমাকে বলা হয়েছে, "যে ওয়াক্তটা চলে গেলো, পরবর্তী ওয়াক্ত ঠিক করো। গতকালটা চলে গেছে, আজকের দিনটা ভালো করো।" কিন্তু এসব মেহনতের আগে কেমন দিন কাটত আমাদের? গতদিনের চেয়ে আজকের দিনটা আরও বেশি খারাপ যেত, এই সপ্তাহ থেকে আগামী সপ্তাহ আরও খারাপ!

আগে বেপর্দায় থাকতাম, চোগলখুরী করতাম, গীবত কী বুঝতামই না। এগুলো যে গুনাহ, এগুলো বুঝতেছিলামই না! এই যে কুশিক্ষাগুলো থেকে আল্লাহ পাক আমাদের বের করেননি? আল্লাহ পাক কি হেদায়েত দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেননি? আমি যদি বারবার করে বলি যে আমার হচ্ছে না, আমার কোথায় যেনো ভুল—আসলে আমার চিন্তার ভুল। নিজের ভুল দেখতে পেলে জায়নামাজে চলে যাব। আল্লাহ ছাড়া কেউ যাতে আমার ভুলের সাক্ষী না থাকে। হতাশা আসলেও কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত—আল্লাহ পাকের রহমত আমার গুনাহকেও ছাড়িয়ে যাবে। আল্লাহ পাককে ভয়ের মতো ভয় পেতে হবে। বেসামাল দিন পার হলে নিজেকে ধিক্কার দেওয়া, ঘরে পানি ছিটানো ও রুকইয়াহ করতে হবে এবং খুব দ্রুত আবার আগের গতিতে ফিরে যাওয়া উচিত। ইবাদতে গাফিলতি না করা ও তাওবাহ করা উচিত। যত ভালো কাজ করব, সব নিজের ভালোর জন্য করা উচিত।

আলোচনার উদ্দেশ্য এই না যে নিজেকে তুলে ধরব! এর উদ্দেশ্য এই যে আমি আল্লাহকে তুলে ধরব। আল্লাহ কত উত্তমভাবে বান্দার সাথে সম্পর্ক রাখেন, বান্দা ভুল থেকে বের হওয়ার মেহনত করলে, দ্বীন শিখতে আসলে ও আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করতে চাইলে আল্লাহ পাকই তাঁর কুদরতি জিম্মায় নিয়ে আসেন।

চিন্তার খোরাক

১. মযলুম হওয়া ভালো, জালেম হওয়া না।
২. আল্লাহ পাক আমাকে কোন ফিকিরে ব্যস্ত রেখেছেন? দ্বীন নাকি দুনিয়ার কাজে? সেটাই রবের কাছে আমার বর্তমান অবস্থান।
৩. আমাদের কথা, কাজ ও প্রতিটা কদমে আল্লাহর সম্পর্ক আছে কিনা!
৪. আমাদের কানেকশনটা আসলে লুজ, কখনো থাকে কখনো ছুটে যায়। আল্লাহর সাথে কানেকশনটা হতে হবে মজবুত।
৫. আল্লাহর পথে তীরের গতিতে ছুটতে হয়।
৬. তৎপরতার প্রথম ধাপ: ফিকির, কথা, কাজ।
৭. শুধরানোর প্রথম ধাপ: নিজের ভুলটা ধরতে পারা।
৮. যার সুন্নাহর উপর আমল নাই, তার রোগ বালাইয়ের অভাব নেই।
৯. আমার যখনই খেতে ইচ্ছে হয়, তখনই খাওয়া হলো অপচয়ের শামিল।
১০. দুনিয়ার সবচেয়ে পরিতৃপ্ত ব্যক্তি আখিরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্থ থাকবে।
১১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কষ্ট সহ্য করা, তাঁর আযাব সহ্য করার চেয়ে সহজ।
১২. সম্পর্কটা হতে হবে ঈমানের খাতিরে।
১৩. বিনয়িতার শুরুটাই হচ্ছে সকল কাজে রবের অনুগ্রহ পাওয়া।
১৪. আমি বিনয়ী কখন?
১৫. যখন রবের কাছে দোয়া করার তৌফিক লাভ করতে পারি।
১৬. সকল কাজে আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা করতে পারি।
১৭. রবের প্রশংসা ও জিকির দিয়ে দিন শুরু করতে পারি।
১৮. ইস্তেখারা সালাতের গুরুত্ব বুঝে আমল করতে পারি।
১৯. মুমিনের প্রতি সুধারণা রাখতে পারি।
২০. নিজেকে গুনাহগার বলে মানতে পারি।
২১. ক্ষমা চাওয়ার তৌফিক লাভ করতে পারি।
২২. অন্যের জন্য মন থেকে দোয়া করতে পারি।
২৩. আদব বজায় চলতে ছাড় না দেই।

আল্লাহ পাক আমি অধমকে আগে আমল করার তৌফিক দান করুন।
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমীন ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

চুপ থেকে পরিবারের সংশোধন

তাকওয়া ও সুন্নাহের আমলে কঠোর এবং যৌবনে নিজেকে হিফাযত করলে বার্ধক্যেও আল্লাহ পাক হিফাযত করেন, বিয়ের পর স্ত্রীকে সবচেয়ে সুন্দরী নারী মনে হয় এবং তাকওয়াবান নারীর স্কিনেও সমস্যা থাকলে স্বামীর চোখে সেটা সমস্যাই মনে হয় না। নিজেকে সংশোধনের মেহনত আজ থেকেই।

১. আল্লাহ পাক যখন কোনো বান্দাকে পদোন্নতি করতে চান, তখন তাকে সম্মান ও রিজিক দান করেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "এরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।" (সুরা আনফাল: ০৪)। এই রিজিকের মানে কী আমরা বুঝি? আমরা কি সেই রিজিকগুলো পাচ্ছি? আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে আমরা সেই রিজিকগুলো পাচ্ছি কিনা। এখন যদি আমরা গাজার সাথে মেলাতে চাই, সেই ক্ষেত্রে এটা তাদের জন্য ঈমানী পরীক্ষা। কুরআনেই বর্ণিত আছে, সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে। রাসূল ﷺ এর জীবনেও ছিল।

২. আল্লাহ যখন আমাদের নিয়ামত দেন, তখন আমাদের খুব বেশি ভালো লাগে। কিন্তু যখন একটু পরীক্ষায় ফেলে দেন, তখন আমরা অস্থির হয়ে যাই। মাখলুকের দুয়ারে চলে যাই, আল্লাহর দুয়ারে মাথা ঠেকাই না। আমরা চিন্তা করি না যে, এই যে বিপদ আসলো, এখানে আমার হাতের কামাই আছে কিনা? এই বিপদের জন্য আমি দায়ী কিনা? এসব মেনে নেওয়াই আমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। যতক্ষণ আমরা আমাদের হাতের কামাই বুঝতে পারব না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবন সহজ হবে না। আমরা সংশোধন হব না। অন্যকে দোষারোপ করতে থাকলে আমাদের জীবন উল্টো কঠিন হতে থাকবে। তাই নিজের দোষ বুঝাটাই অধিক কল্যাণকর। ঈমানী পরীক্ষাগুলো আমরা তখন বুঝতে পারব না, মনে হবে মানুষের দোষ। তখন মানুষের মাঝে আর থাকতে ইচ্ছে করবে না।

৩. চুপ থাকলে নাজাত পাওয়া যায়। তাই মানুষের সাথে দ্বন্দ-ফাসাদে না গিয়ে চুপ থাকেন। আপনার প্রতি তাদের অভিযোগগুলো শুনেন। যারা চুপ থাকে, তাদেরকে মানুষ মুহাব্বত করে বেশি, আল্লাহ পাক পছন্দ করেন বেশি। চুপ থাকাটাই হচ্ছে সবর। যদি ভাবেন চুপ থাকলেই ঈমানী পরীক্ষা বেড়ে যায়, কিন্তু বিষয়টা এমন না। বিষয়টা হচ্ছে আমরা আগে যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রতিউত্তর দিয়ে দিতাম, নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতাম না। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটা ভিন্ন। এখন কিছু হলেই আমাকে চুপ হয়ে যেতে হবে। আপনি একটু সবর ধরেন। পরবর্তীতে এই সবরের বদলা আল্লাহ পাক আপনাকে দেবেন, আপনি অধিক সম্মানিত হবেন। তখন বান্দাদের মাঝে আপনার প্রতি এত সম্মান বেড়ে যাবে যে, আপনি কিছু বললেও কোনো টু শব্দ ছাড়া তারা মেনে নেবে। সুবহানাল্লাহ! কিন্তু শুরুর দিকে একদম চুপ থাকেন। শুরুর দিকে সব সয়ে যান, আল্লাহর জন্য সয়ে যান, মানুষের জন্য না।

৪. চুপ হয়ে যান, পাহাড়ও আপনাকে রাস্তা দেখাবে। কিন্তু চুপ হব টা কখন? চুপ থাকব তখন, যখন রাগের কারণে আমার মুখ দিয়ে গুলির মতো কথা বর্ষণ হতে চাইবে, তখনি আমার চুপ হয়ে যেতে হবে। এটাই হচ্ছে আসল সবর। আমার অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, বুক ফেটে যাবে, কিন্তু আমার মুখ থেকে একটা শব্দও বের হবে না। এই সবরের যে নিয়ামত, এই সবরের যে শক্তি। আপনার পরিবার আপনাকে ভয় পাওয়া শুরু করবে, সম্মানওয়ালা ভয়। আল্লাহু আকবার! দেখা যাচ্ছে নিজের স্বামী অনেক কথা শোনাচ্ছে, নিজের বাচ্চা অনেক কথা শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি চুপ থাকব। একদিন এই সবরের কারণেই আমি আমার পরিবারের কাছে অধিক সম্মানিত হব। দেখা যাবে আমি সবর ধরে চুপ হয়ে আছি আর আমার চোখে টপটপ করে পানি বেয়ে পড়ছে। তখন পরিবারের সকলের মধ্যে আল্লাহ ভীতি তৈরি হয়ে যাবে। আমার প্রতি আল্লাহ পাক তাদের দিলে সম্মান তৈরি করতে দিবেন। তারা আমার কথাগুলো (যা আল্লাহর দিকে ধাবিত করে) মানতে বাধ্য হয়ে যাবে। আমার ছোটখাটো সকল বিষয়ের দিকে তারা যত্নসহকারে খেয়াল রাখবেন। আমি যাতে কোনো বিষয়ে মন খারাপ বা রেগে না যাই, সে বিষয়ে অধিক যত্নবান হবেন। অভিমান করেছি বুঝতে পারলেও আমার অভিমান ভাঙ্গানোর সকল তরকিব তারা খাটাতে চাইবে। এগুলো পরীক্ষিত। সুবহানাল্লাহ! যে এই আমল করবে, সেই এর ফল পাবে ইনশাআল্লাহ।

৫. বান্দাকে কোন জায়গায় সবর করতে হবে, এটা বুঝা খুব জরুরি। যে বুঝে ফেলে, তাকে আখিরাতের প্রতিযোগিতায় আর থামায় কে? এর ফলে আল্লাহ পাক যে জ্ঞান দান করেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি আসতেই থাকে, আসতেই থাকে। জ্ঞান বুদ্ধি বরকতময় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৬. আমরা সবসময় অলসতা, অপারগতা ও বার্ধক্য—এসব থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইব। বার্ধক্যে যে আচরণগত ভারসাম্যহীনতা আসে, তা অন্যদের কাছে ভালো লাগে না, বিরক্ত হয়। সবাই তাদের কাছ থেকে ভাগতে চায়। এজন্য বেশি বেশি দুআ করব। আল্লাহ পাক আমাদের যেন হেফাজত করেন।

- কৃপণতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য এবং ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আর আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে।

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া 'আউযু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল্ 'উমুরি, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিন্ ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আযা-বিল ক্বাবরি। বুখারি, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৫, নং ২৮২২ ও নং ৬৩৯০।

৭. একজন সালাফ বলেছেন, "আলিম কখনো বার্ধক্যজনিত ভীমরতিতে পতিত হয় না।" আলেম কে?—যে আল্লাহকে ভয় করে! আল্লাহর রাসূল পাক ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আমি সবচেয়ে বড় আলেম হতে চাই। তখন রাসূল পাক ﷺ জবাব দেন, "তুমি আল্লাহকে সবচে বেশি ভয় করো।" আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় পাওয়ার মতো ভয় পাওয়ার তৌফিক দান করুন।

৮. আমাকে নিয়ামতে ও জ্ঞানে ভরপুর বান্দা হতে হবে। এমন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানভান্ডার হব যে, মানুষ আমাকে বার্ধক্যেও ছেড়ে যেতে চাইবে না, আমার কাছ থেকেই নড়তে চাইবে না। কীভাবে আমার সান্নিধ্যে অধিক থাকা যায়, সেই ফিকিরে ব্যস্ত থাকবে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! করণীয় হলো যৌবনে নিজেকে গুনাহ থেকে হিফাযত করতে হবে, তাহলে বার্ধক্যে আল্লাহ আমাদের হিফাযত করবেন।

৯. প্রত্যেকদিন যে খোঁজাখুঁজির একটা পেরেশানি আসে, এই ক্ষেত্রে সেই সময় করণীয় কী? কীভাবে বিষয়টা সহজ হবে? দেখা যায় জিনিস না পেলেই রাগের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি। তাই কোনো জিনিস যখন হারিয়ে যায়, তখন ভাবতে হবে জিনিসটা কী এখনি লাগবে কিনা? তাহলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। যদি সময় থাকে, ২ রাকাত সালাত আদায় করুন। আর যদি সেই জিনিসটার বিকল্প থাকে, তবে সেটা খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই। সেই সাথে কোথাও কিছু রাখতে হলেও 'বিসমিল্লাহ' বলে রাখব ইনশাআল্লাহ। সব নারীর তো একই সমস্যা, সবারই খুঁজতে গেলে মাথা গরম হয়ে যায়। কয়েকদিন পর একই আচরণ আমার মধ্যেও চলে আসবে। তাহলে সমাধানের ফিকিরটা করবে কে? কেমন হবে এই সমাধান? সব মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টা কী এক? যাকে আল্লাহ কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান দিবেন, তাকে আল্লাহ নিজ জিম্মায় নিয়ে নিবেন। আল্লাহ পাক তার সবকিছুর হিফাযতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই সবকিছুর হিফাযতকারী, তিনিই সবকিছু সংরক্ষণ করেন। এই ঈমান আমাদের ধারণ করতে হবে। ঈমান শিক্ষার মতো সহজ আর কিছু নেই। আমার করণীয় হলো—আল্লাহকে ভয় করা ও রাসূল পাক ﷺ এর সুন্নাহের অনুসরণ করা।

১০. আমার ঈমানকে কোন পর্যায়ে নিতে হবে, আমরা কি বুঝতে পারি? আল্লাহর প্রতি আমার আত্মবিশ্বাস কেমন রাখতে হবে? আমার কি দোয়া কবুল হবে? আমি তো গুনাহগার। এই যে নিজের ঈমান নিয়ে সংশয়, যার কারণে নিজের দোয়া নিয়েও সংশয়। কিন্তু আমার তো ধারণা রাখতে হবে, হ্যাঁ, আমার মতো গুনাহগারের কারণেই তো আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করে নিচ্ছেন। আমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন বলেই তো আমার দোয়া কবুল করে নিচ্ছেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! আমার ঈমানকে তো সবচেয়ে বেশি এটাই চাঙ্গা করবে যে,

আমার মতো গুনাহগার, নগণ্য অধম এক বান্দা কোত্থেকে আল্লাহকে ডাকছে এবং আল্লাহ পাকও তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

১১. আমি যদি আল্লাহকে ভয় করি ও রাসূল পাক ﷺ এর সুন্নাহের অনুসরণ করি, তবে আমি আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর সকলের জন্যই রহমতস্বরূপ। তারা নানাভাবে আমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আল্লাহ পাক উপকৃত করবেন। ফিকির করার বিষয় এটাই যে, আমি আল্লাহকে ভয় করছি কিনা?

১২. ঈমান জাগানিয়া লিখা, আল্লাহকে ভয় পেতে জারিয়াহ হবে এমন লিখা বারবার পড়বেন। সবার সাথে পড়বেন, নিজে নিজেও পড়বেন। এতে চিন্তাভাবনা তৈরি হবে। বারবার পড়লে এর গভীরতা ধরতে পারবেন। আমার বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্ত করে দিবেন এই বিষয়টার নূরটা নেওয়ার জন্য। এটা আমাকে ঈমানী রাস্তায় টিকে থাকতে সহযোগিতা করবে।

১৩. সুন্নাহ পালনের মানে হচ্ছে আল্লাহ পাক আসমান থেকে আমাকে সকল বিষয়ে নিশ্চয়তা দিবেন। আমার সময়, শ্রম ও সম্পদে বারাকাহ দিবেন, আমাকে সুস্বাস্থ্য দিবেন। আমার দোয়াগুলো জমিনে ফলবে, আমার সম্পদে বারাকাহ দিবেন, আমার জমিনে ফলগুলো ফলবে। আমার জমিন না হোক, অন্যের জমির জন্যও আমি দোয়া করে দিলে তার জমিনে ফসল ফলে যাবে, সুবহানাল্লাহ! আমার সুস্থতার সাথে অন্যের সুস্থতার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ পাক সেটাও দিয়ে দিবেন। আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে উম্মাতের জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করলে আল্লাহ পাক সেটাও দিয়ে দিবেন। তাহলে আমার ক্ষতি কোথায়? সাময়িক ঈমানের পরীক্ষা দেখলে আমরা ভয় পেয়ে যাই। আমরা তো অবশ্যই আল্লাহর কাছে দোয়া করব যাতে কোনো ঈমানী পরীক্ষায় না পড়তে হয়।

১৪. দোয়া করলে দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। কখনো শুধু আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী আল্লাহ পাক কিছু সময় আমাদের কাছ থেকে নেন।

১৫. যখন কোনো আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ভালোবাসায় ভাঙ্গা অন্তর নিয়ে আপনার কাছে আসবেন, তখন চেষ্টা করবেন অন্তর প্রশান্ত করবে এমন কথা বলার। এমন কথা যেন মুখ থেকে বের না হয়ে যায়, যাতে বান্দা উল্টো সেই পথ থেকেই বিমুখ হয়ে যায় ও আবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যায়। তাই কথা বলার আগে আল্লাহর ভয় তথা সতর্কতা ও দোয়া পড়ে কথা শুরু করা উচিত। বান্দাকে ম্যাসেজের উত্তর দেওয়ার আগে আল্লাহর কাছে দোয়া করা যে, আল্লাহ এমন কোনো উত্তর দেওয়ার তৌফিক দান করুন, যাতে আপনার বান্দার অন্তর প্রশান্ত হয় ও আপনার দিকে ফিরে যায়। আর ঈমানী পরীক্ষায় লিপ্ত হয়েছেন এমন ঈমানী বান্দাদের গল্প শোনানো উচিত, যাতে তার মাঝেও ঈমান সঞ্চার হয়ে যায়। আল্লাহ পাক সেই সব বান্দাদের জন্যও সহজ করে দিয়েছেন, আমাদের জন্যও সহজ করে দিবেন—এটা তাকে বোঝানো উচিত। আর এইসব বান্দা এখনো দুনিয়াতে আছেন। এভাবে

ঈমানী পরীক্ষায় পার করে এসেছে এমন বান্দাদের গল্প শোনানো উচিত। চেষ্টা করতে হবে বান্দার রুহটা যাতে স্থির হয়। রুহ স্থির না হলে আমল করাও কঠিন হয়ে যায়, সবকিছু ভারসাম্যহীন হয়ে যায়। তাই রুহকে স্থির রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১৬. নিয়ামত পেতে হলে ও নিয়ামত চোখে দেখতে হলে আমাকে দোয়াতেই লেগে থাকতে হবে। ঘরে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলেও দোয়া করে তৌফিক চেয়ে নিতে হবে। দোয়া করতে হবে যে, আল্লাহ পাক যেন আমার কথাগুলো তাদের বুঝার তৌফিক দেন ও অন্তরে গেঁথে দেন। কারণ আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে আমার কথাগুলোর কিছুই হবে না। তাই দোয়া করে যেতে হবে। আর এমন দোয়া করতে হবে, আমার দোয়া জমিনে মুখ দিয়ে বলার আগেই কবুল হয়ে যায়। আমার কি এমন তৌফিক হচ্ছে কিনা, বারবার করে প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকা উচিত। আল্লাহ তৌফিক না দিলে জমিনের বুকে কোনো কিছুই হবে না। আমি যদি ঘরে চিল্লাচিল্লি করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে কোনো কিছুই হবে না আল্লাহ না চাইলে। কিন্তু আমি যদি চুপ হয়ে দোয়া করি, তবে অনেক নিয়ামতই আমি দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ। এটাও চুপ থাকার একটা খাস আমল—চুপ থেকে আল্লাহর ধ্যানে চলে যাওয়া, নিজের ভুলগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে এনে চুপ থেকে দোয়ার অভ্যাস করা। যে বান্দা দোয়া করে করে আল্লাহর কাছে তৌফিক চায়, সে বান্দা আসমানে সম্মানিত ও জমিনেও সম্মানিত—সন্তানের কাছে সম্মানিত, স্বামীর কাছে সম্মানিত, বাবা-মার কাছেও, সবার কাছেই। আল্লাহু আকবার!

১৭. আল্লাহ পাক বলছেন, তোমরা বিনয়ী হয়ে দোয়া করো, চিৎকার করে দোয়া করো না আবার! আল্লাহ পাক চুপিসারে দোয়া করতে বলেছেন, একাকী হয়ে দোয়া করতে বলেছেন।

১৮. দিন যাচ্ছে, বয়স বাড়ছে, রোগ বালাই সব আমাদের হাতের কামাই। আমরা এগুলো কামাই করে নিচ্ছি। এই যে রাগ! এর ফলে দুনিয়াতে স্বাস্থ্যঝুঁকি তো আছেই, সাথে আখিরাতও বরবাদ করে দিচ্ছি। কিন্তু আমি বিনয়ী হয়ে গেলে? আমার স্বাস্থ্য ও সম্পদ সবকিছুই নিয়ামত হয়ে যাবে। আমার সৌন্দর্য ও আমার চেহারায় নূর বৃদ্ধি পাবে। আমার জীবনে অস্থিরতা থাকবে না, দুশ্চিন্তা বলতে কিছু থাকবে না।

১৯. যে পুরুষ যৌবনে নিজেকে গুনাহ থেকে হিফাযতে রাখে ও কঠোর নজরের হিফাযতে রাখে, তার কাছে তার স্ত্রী পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দরী নারী। চাই আশপাশের সকলে বলুক না কেন তার স্ত্রী আহামরি সুন্দর না। কিন্তু তার কাছে সত্যিকার অর্থেই তার স্ত্রীই সবচাইতে সুন্দর নারী।

২০. যেই নারী তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহকে ভয় পাওয়ার মতো ভয় পায় ও নিজেকে হিফাযত করে এবং সেই নারীর স্কিনেও সমস্যা থাকে তবে এমন নারীর জন্যই এমনি কোনো বান্দা অপেক্ষায় আছে, যে নিজেকে যৌবনে হিফাযত করেছে ও নজরের হিফাযত করেছে, সুবহানাল্লাহ! বিয়ের পর সেই নারীর তাকওয়া অবলম্বন দেখে তার স্কিনে সমস্যা

আছে—এটা তার ফিকিরেই আসবে না। তাকওয়া এমন এক আদব! তাকওয়া এমন এক আল্লাহর দেওয়া চাদর যে, দুনিয়ার কোনো বান্দা আপনার ভুল ধরতে দুঃসাহস পাবে না। জিজ্ঞেসও করবে না আপনার সার্টিফিকেট কী? জিজ্ঞেসও করবে না আপনার স্কিনের এই অবস্থা কেনো? সে হোক আপনার শ্বশুরবাড়ির লোক, সে হোক আপনার প্রতিবেশী! তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরেন, দুনিয়ার সব মুখগুলো বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ বান্দা তখন ওই তাকওয়াবান বান্দার সাথে নিজেকে তুলনা করা শুরু করে দিবে আর ভাবনায় পড়ে যাবে যে, তার ধারেকাছে যাওয়ারও যোগ্যতা আমার নেই। ধারে কাছে আসা হবে কী করে? আমি যদি ধারে কাছে আসার মেহনত না করি। সুন্নাহর মেহনত না থাকে। আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় নেই, ফজরে ঘুমিয়ে থাকি, অধিক ঘুম ও অধিক আহার নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

২১. নিয়ামত তার জন্যই যে অল্প পরিমাণে অধিক বারাকাহ পায়।

২২. দোয়া কবুলের ভিত্তিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে হালাল রিজিক।

২৩. তাকওয়াবান বান্দা চেনার উপায় কী? তার সুন্নাহ পালন, সুন্নাহ পালনে চেষ্টাটুকু করা। না পারলে চোখের পানি ফেলা—"আয় আল্লাহ, আমি আজও পারলাম না। এই দিনটা আমার মউতের দিনও হতে পারত।" আমরা মৃত্যুস্মরণ করি না, চিন্তা করি যে এখনো তো অনেক দিন বাকি আছে। আল্লাহর কসম! অনেক দিন বাকি নেই!

২৪. বরঞ্চ আপনি যদি আজকে থেকেই ইখলাসের সাথে নিজেকে সংশোধন করেন, তবে আগামীকাল থেকেই আপনি নিয়ামতের বর্ষণ দেখতে পাবেন। আর যদি আপনি চিন্তা করেন অনেক সময় আছে, নিজেকে আস্তে আস্তে সংশোধন করে নিব, তখন নিয়ামতগুলো দেখতে পাবেন না। আল্লাহু আকবার! প্রত্যেকদিনই আমি মেহনত করি, কিন্তু আল্লাহ পাকের কাছ থেকে তৌফিক আসে না। কেনো আসে না? কারণ আমি সুন্নাহ পালনে কঠোর না। আল্লাহ পাক সবসময় আমার ইখলাসের পরীক্ষা নেন, কিন্তু আমি বারবার হেরে যাই। তবে মনে রাখব, "ব্যর্থতাই সাফল্যের স্তম্ভ।" আমাকে আল্লাহ পাক সফলতা দিবেনই—এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখব ইনশাআল্লাহ। আমি হেরে যাওয়াদের তালিকায় নাম লিখাতে চাই না, আমি কামিয়াবদের তালিকায় নাম লেখাতে চাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার!

২৫. কুরআন দিয়ে শিফা, রুকইয়াহ ও হিজামা যার ঘরে আছে, তার ঘর থেকে সব অকল্যাণ আল্লাহ পাক দূরে রাখেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

১) প্রশ্ন: যেসব আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলতে গেলে মনে শান্তি পাওয়া যায় না, দ্বীন পালন করতে গেলে যাদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যায় না, যাদের সাথে কথা বললে গীবত হয়ে যায় এবং নিজের ঈমান-আমল নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়, তাহলে এমন আত্মীয়ের সাথে আমাদের করণীয় কী? যেহেতু আত্মীয়তার হক এর সাথে জড়িত। আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে রিজিকের সম্পর্ক রয়েছে। আত্মীয়তার হক সঠিকভাবে আদায় করলে অঢেল রিজিক পাওয়া যায়। ধরুন, আপনি দ্বীনের বাকি সবকিছু ঠিকভাবে করছেন কিন্তু আত্মীয়তার হকের দিক থেকে পিছিয়ে আছেন বা এই হক আদায় করবেন না ভাবছেন, তাহলে ধরে নিন এটাই আপনার ঈমানী পরীক্ষা। তাহলে এই ব্যাপারে কৌশল কী রাখব?

উত্তর: প্রচুর চোখের পানি ফেলে কাঁদা এবং চোখের পানি ফেলে দোয়া করা। নিজের স্বামী, সন্তানসহ সেই বান্দার জন্য দোয়া করা যাতে আপনার দোয়া ব্যর্থ না হয়। যার কারণে আপনার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বা যার কথা ভাবলেই আপনার ক্রোধ চলে আসে। তাই এই বান্দার জন্য দোয়া করা যাতে একবারও বাদ না যায়। খুব সতর্কতা রাখা যে এই বান্দার জন্য আমার দোয়া করতেই হবে। তাকে আমার জান্নাতে নিতেই হবে। আমি তাকে সরাসরি দাওয়াত না দিতে পারি, কিন্তু আমার চোখের পানি ফেললে আল্লাহ তার অন্তর পরিবর্তন করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

তাদের জন্য দান-সাদাকা করা। খাবার হাদিয়া পাঠানো এবং দোয়া করা যাতে আল্লাহ তার কথা ও চিন্তা পরিবর্তন করে দেন। তাহাজ্জুদে উঠে তার জন্য দোয়া করা। আল্লাহ্ পাক দেখেন যে তিনি আপনাকে হেদায়েত দিয়ে কতটা সম্মানিত করলেন, আর এখন তার প্রতি আপনার আচরণ কেমন। ঠিক সেই জায়গায় তিনি আপনাকেও রাখতে পারতেন। আল্লাহর সামনে ভালো সাজার জন্য যতরকম চেষ্টা আছে আপনার করতে হবে, যতরকম আমল আছে আপনার করতে হবে। অন্তরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েও করতে হবে।

এখন এই দিকটা ঠিক হয়ে গেলে এরপরের কাজ হচ্ছে সেই বান্দার সাথে ইনবক্সে যোগাযোগ করা। সরাসরি ফোন দিলে যদি ফিতনা হয় তবে ইনবক্সে কথা বলা। তাদের বিপদ-আপদের কথা কানে এলে সাথে সাথে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা এবং দোয়া করা। ঠিক আমার সন্তান বিপদ-আপদে পড়লে আমি যেভাবে দোয়া চাইতাম ঠিক তেমনিভাবে তাদের জন্য চাওয়া। এরপর যদি তারা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় তবে আমি তাদের বাসায় খাবার পৌঁছে দেব। প্রায়সময় খাবার পৌঁছে দেব।

আর যদি বাসা কাছাকাছি না হয় তবে যথাসম্ভব টাকাপয়সা দিয়ে হাদিয়া পৌঁছানো অথবা কোনোভাবে হাদিয়া বিনিময় করা। এভাবে দেখবেন কিভাবে আল্লাহ তাদের মন গলিয়ে দেন। বিনয়ী আচরণ করা। তাদেরকে বলা যে আমি সবসময় আপনাদের জন্য দোয়া করি এবং তাদের কাছে আমাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া চাওয়া। তারা তো ভাবে আমি বিভ্রান্তির মধ্যে আছি, তাই উনাকে বলা যাতে আমার হেদায়েতের জন্য দোয়া করে। তাদের প্রতি

কুধারণা না রাখা। নিজের ভুল মনে করা। ঈমানী পরীক্ষা মনে করা। আমার হাতের কামাইয়ের কারণে এমন হচ্ছে ভাবা। পাপীর পাপকে দেখা, পাপীকে নয়। আপনি যেমন আপনার ঈমানী দুঃখকষ্টে কান্না করেন, সেভাবে তার ঈমানী দুঃখকষ্টেও কান্না করা এবং দোয়া করা।

নিজের জন্য চোখে পানি আসলে অন্যের জন্য না আসলে তখন ভাবা, কিয়ামতে অন্যের জন্য আমি আটকে গেলে আমি কীভাবে তখন কান্না করব। কান্না করতে না পারলেও কান্নার ভান করা। ভান করতে করতে একদিন ঠিকই চোখের পানি চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ। তার ভালো গুণগুলো ভেবে কান্না করে দোয়া করা এবং ভাবা, আজ যদি আমার সন্তান এই জায়গায় থাকত তবে কি আমি তার জন্য কান্না করে আল্লাহর কাছে চাইতাম না?

২) প্রশ্ন: অনেক ক্ষেত্রে হয় যে আমরা দ্বীন পালন করতে চাই, কিন্তু দ্বীনের সেই পরিবেশ থাকে না। আমল করতে গিয়ে অনেক সময় মনোযোগ দিয়ে করতে পারি না। কাজের জন্য ডাকাডাকি বা মেহমান আসলে ডাকাডাকি লেগে থাকে। মেহমান আসলে কাজের চাপ বেড়ে যায়, দায়িত্ব বেড়ে যায়। করনীয় কি?

উত্তর: এটা খুবই স্বাভাবিক। মেহমান আসলে কাজের চাপ বাড়বে, দায়িত্ব বাড়বে। অনেক সময় দুপুর আর রাতেও রান্না করতে হতে পারে। আর অতিরিক্ত মেহমান থাকলে এটা কমন বিষয়। আর সবার খাবারের চাহিদা বা অসুস্থতাজনিত কারণে খাদ্যভ্যাস একরকম হয় না। এখন এসব যদি শ্বশুরবাড়িতে হয়, তবে করণীয় কী? করণীয় হলো আপনাকে রান্নাঘরেই যেতে হবে, কাজগুলোতে সাহায্য করতে যেতে হবে। আমি অনেক আমল করব, অনেক কুরআন পড়ব—এটা উদ্দেশ্য না। ইসলামের উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ পাক এমন সব গুণাবলি আমাকে দেবেন যে আমার কাজের পদ্ধতি ও আমার ধরা-ছোঁয়া সবই দাওয়াত ও তাবলীগ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক যখন মেহমান পাঠান, তখন দেখা যায় মেহমানের সাথে আসা বাচ্চাদের হাতে ডিভাইস থাকে। মোবাইলে তারা নানা কবিতা ও মিউজিক শুনে, যা মেনে নেওয়া যায় না। তখন স্থির হওয়ার একটা কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু তখনও আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। ওই বাচ্চার মায়ের জায়গায় আমরা থাকতে পারতাম।

এখন আল্লাহ পাক আমাকে হেদায়েত দেওয়ার কারণে আমি বুঝতে পারছি কোনটা হক আর কোনটা বাতিল। তাই এই মানুষগুলোকে আমরা ধিক্কার দিতে পারি না। যেই বাচ্চাগুলো সারাক্ষণ মোবাইলে গান শুনে বা মোবাইল আসক্ত, তখন তাদের সুকৌশলে এই ট্র্যাক থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত। একদিনে হবে না। মোবাইলে কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেওয়া বা উত্তম নাশিদ (মিউজিকবিহীন) ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে প্রথমেই আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে হবে।

দোয়া ছাড়া আপনার যত বুদ্ধি ও কৌশল আছে, কোনোটিই কাজে দেবে না। দোয়া দিয়ে আল্লাহর সুনজরে চলে যাওয়া ও দোয়া দিয়ে আল্লাহর খাস বান্দাদের তালিকাভুক্ত হওয়া—এগুলো তো থাকতেই হবে। যখন পরিস্থিতি আমার অনুকূলে নেই, তখন দোয়া ছাড়া ভাগ্য পরিবর্তনের আর কোনো উপকরণও আল্লাহ পাক রাখেননি। আর দোয়া ছাড়া এত সহজ বিষয়ও আর নেই। দোয়া করতে তো শুধু রুহ আর আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক মজবুত করা জরুরি। এছাড়া আর কিছুই জরুরি না। দোয়া দিয়েই আল্লাহ পাকের কাছে হিকমাহ ও কৌশল চেয়ে নিতে হবে, যাতে আমার কাজ অন্যের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগ হয়। আল্লাহ পাক হেদায়েত দেবেন, পরীক্ষা নেবেন, এরপর আপনি বুঝতে পারবেন কখন কী করতে হবে আর কী করতে হবে না। আবার বোঝার পরও আমাদের ভুল হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখব ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আমাদের করণীয় কী? আমাদের করণীয় হলো পরিবেশ বুঝে, পরিস্থিতি বুঝে দোয়া করে যেতে হবে। যেই দেখব আমাদের রুহটা অস্থির হয়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের রুহটা স্থির করার মতো উপায় উপকরণ আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। কোনোভাবেই ওই বান্দাগুলোকে ঘৃণার চোখে দেখা যাবে না। মেহমান আসলেই বিরক্তিবোধ বা মাথায় চিন্তার রেখা টানা যাবে না। অনেক সময় ঘরের বয়স্ক মাহরামরা মোবাইল বেশি চালাতে পারেন। দেখা যায়, উনারা মোবাইলে ওয়াজও শুনছেন আবার খবরও দেখছেন, যেখানে নারীর কন্ঠ শোনা যায়। তখন তো উনাদের রাগ দেখালে হবে না, উনাদের ঘৃণার চোখেও দেখা যাবে না। তখন উনাদের জন্য দোয়া করে যেতে হবে। নিজের উত্তম আমল দেখাতে হবে, নিজের ঘর মোবাইল আসক্ত থেকে বা অনর্থক কাজ থেকে মুক্ত—এটা দেখাতে হবে। ইনশাআল্লাহ, উনাদের মধ্যে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন আসবে, একসময় এই বিষয়েও আল্লাহ পাক হেদায়েত দিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

আত্মীয়স্বজনদের কী ফেলে দেওয়া যায়? খারাপ ব্যবহার করব? বাবা-শ্বশুর হোক কিংবা বোন-ননাস হোক—যেই হোক, প্রত্যেককে মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখেই দোয়া করতে হবে। অন্তর থেকে কারো প্রতি ঘৃণা আনা যাবে না। বরঞ্চ ভাবতে হবে, কেনো আমার হাতের কামাই এমন। আমার কোথায় গুনাহ? এসব চিন্তাভাবনা করতে হবে। নিজের দিকে বিষয়টা টেনে নিতে হবে। অন্যের দোষ বা সমালোচনা করব না। নিজের দোষ কোথায় খুঁজব, কী কারণে দ্বীনের সৌন্দর্য আমার মাধ্যমে ফুটে উঠল না তাদের সামনে, কোথায় আমার ভুল—এসব ফিকির করব ইনশাআল্লাহ।

আমি তো সরাসরি উনাদের বলতে পারি না, "মোবাইলে মিউজিক দেখা বন্ধ করেন" বা এমন কোনো শব্দচয়ন, যা শুনলে উনারা বেয়াদবি মনে করতে পারেন বা কষ্ট পেতে পারেন? এসব তো উনাদের চিন্তাভাবনাতেই আসেনি এখনও! তাই এখন করণীয় কী? দোয়া করে যেতে হবে। রুহগুলোর মালিক আল্লাহ। আল্লাহ পাকের কাছেই সকল কিছুর ক্ষমতা। সব রুহের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহর হাতে যেহেতু সব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, তাই আমাদের দোয়ায় লেগে থাকতে হবে। আর আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলো কত সহজ! কত সহজভাবে আল্লাহ পাক

করে দিতে পারেন, এগুলো আমার উপলব্ধিতে আনতে হবে। আল্লাহ পাক বলেছেন মুমিন সম্পর্কে সুধারণা রাখতে। তাহলে মেহমান আসলে আমরা কেনো তাদের প্রতি কুধারণা করি? কুধারণা করে বসে থাকি যে এই তো এখন শুরু হবে মিউজিক দেখা ও গীবত করা। অন্তরে আগেই কুধারণা চলে আসে। কুধারণা বেশি করি দেখেই সমস্যা বেড়ে যায়।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৩০: নিশ্চয়ই ভাল কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়

১) দুনিয়ার কোন কিছুই ঘটে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। আমরা যত বেশি আল্লাহর প্রশংসা করব আল্লাহ পাক তত নিয়ামত বাড়িয়ে দিবেন। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে ভুলে যাই, হতাশ হই। দু:খ কষ্ট আসে, ধাক্কা আসে মেনে নিতে পারি না। এসব একদম স্বাভাবিক বিষয়। আমরা ঝরে পড়ব না। আমাদেরকে দেখে যেন কোন মানুষ না বলতে পারে যে সে না আগে খুব আল্লাহর কথা বলত, দ্বীনের কথা বলত, কুরআন সুন্নাহর কথা বলত, আজকে তার এ অবস্থা কেন। আল্লাহুম্মাগফিরলি, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এজন্য আমাদের সবসময় খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের অন্তরে যেন অহংকার না চলে আসে। আমাদের তরফ থেকে ভুল হয়ে গেলেই তওবা করে নিবো। আল্লাহর দেয়া বিধান খুবই সহজ। যত সহজে বুঝতে পারব ততই কল্যান। আল্লাহকে স্মরন করা ছাড়া কোন মুহূর্ত যেন পার না হয়। এমন কোন মুহূর্ত যেন না থাকে যেখানে আল্লাহর স্মরণ নেই। শুরুতেও আল্লাহর স্মরন থাকতে হবে, শেষেও আল্লাহর স্মরণ থাকতে হবে। কারো সাথে কথাবার্তা বলার সময়ও আল্লাহর স্মরন প্রকাশ করতে হবে।

শুরুর দিকে এসব নিয়ে আমার অনেক ঈমানের পরীক্ষা হয়েছিল। কোন কথার প্রেক্ষিতে আমি যদি বলতাম, "আল্লাহ ভাল জানেন" এটা নিয়েও আমাকে শুনতে হত যে এটা বলার কি আছে? আমাদের বলতে হবে। আমাদের জবানে, জিকিরে, চিন্তায় এসব আনতে হবে। আমাকে আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই এসব মোকাবিলা করতে হবে, উত্তর দিতে হবে। আমরা আরবি না জানলেও বাংলাই বলি। আল্লাহ ভাল জানেন, আল্লাহ চাইলে উত্তম হবে, আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এসব কথাগুলো নিয়মিত কথা বলার মধ্যে থাকতে হবে। আল্লাহর স্মরন করা ছাড়া কোন কথা বলা যাবে না। অনেক সময় মনে হতে পারে কিছু বিষয় তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। অথচ প্রতিটা বিষয় একমাত্র আল্লাহ পাক নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের কোন যোগ্যতা, মেধা নেই যার দ্বারা আমরা কোন কিছু করতে পারি যদি না আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও সুন্নাতের অনুসরণ করার মধ্যেই কল্যান আছে।

২) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর (বন্ধু) সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করার জন্য যা কিছু করে, তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো যা আমি তার উপর ফরজ করেছি। এরপর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে। যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে তা দেই। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি-না, যতটা

দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করি।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৫০২)

হাদীসটিতে খাঁটি বান্দার গুণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে যার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর নির্দেশের বাহিরে তিল পরিমাণও অগ্রসর হয় না। বান্দা মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর ওদিকে আল্লাহ বলেন ওহে প্রশান্তিময় আত্মা! চলে এসো তোমার প্রতিপালকের কাছে সন্তুষ্টি সহকারে এবং সন্তোষের পাত্র হয়ে আমার (সম্মানিত) বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে- (আল ফজর-২৯-৩০)

🔸 এই হাদিসটি কুদসি হাদিস নামে পরিচিত, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কথা বর্ণনা করেন। হাদিসটির মূল অর্থ হলো: আল্লাহ তাআলার ঘোষণা: "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর (বন্ধু) সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।" - আল্লাহ এখানে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবানী দিচ্ছেন যে যারা আল্লাহর বন্ধুদের (ওলী) সাথে শত্রুতা করে, আল্লাহ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আল্লাহর বন্ধুদের অপছন্দ করা বা তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয়। 'ওলী' শব্দটি এখানে এমন মুমিন বান্দাদের বোঝায় যারা আল্লাহর প্রতি অনুগত, ধার্মিক এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করেছেন।

"আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করার জন্য যা কিছু করে, তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো যা আমি তার উপর ফরজ করেছি।"

আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার ফরয ইবাদতগুলো (যেমন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ) সবচেয়ে প্রিয়। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রথম এবং প্রধান ধাপ অতিক্রম করে।

"এরপর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি।"

ফরয ইবাদত পালনের পাশাপাশি যখন বান্দা নফল ইবাদতের (যেমন অতিরিক্ত সালাত, রোজা, দান) মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। এই ভালোবাসা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চূড়ান্ত পর্যায়।

"আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে।"

যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন এর অর্থ হলো আল্লাহ তাকে এমনভাবে সাহায্য করেন এবং পথ দেখান যেন তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়। এর মানে এই নয় যে আল্লাহ বান্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে যান, বরং আল্লাহ তার শ্রবণ, দর্শন, ধরা এবং চলার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং অন্যায় থেকে রক্ষা করেন।

"যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে তা দেই। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই।"

আল্লাহর ভালোবাসা লাভকারী বান্দার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন এবং তার প্রয়োজনে সাহায্য করেন। সে যদি আল্লাহর কাছে কোনো আশ্রয় চায়, আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

"আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি-না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়াকে অপছন্দ করি।"

আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তবে, তিনি মুমিন বান্দার জান কবজ করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো আল্লাহ মুমিন বান্দাকে কষ্ট দিতে চান না, যদিও মৃত্যু অবধারিত। মুমিন বান্দা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আল্লাহও চান না তার প্রিয় বান্দা কষ্ট পাক। এটি আল্লাহর বান্দার প্রতি বিশেষ দয়া ও করুণার প্রকাশ।

এই হাদিসটি আল্লাহর বন্ধুদের মর্যাদা, ফরয ও নফল ইবাদতের গুরুত্ব, আল্লাহর ভালোবাসা লাভের উপায় এবং মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও করুণা সম্পর্কে আলোকপাত করে। এটি আমাদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে এবং তাঁর বন্ধুদের সম্মান করতে উৎসাহিত করে।

৩) আমার কাছে কেউ কোন পরামর্শের জন্য আসলেও আমি বলতে পারি না যে বিষয় টা আমি জানি। আল্লাহ পাক আমার জবান থেকে বের করছেন যে, আল্লাহ ভাল জানেন। আল্লাহ পাক বিষয় টা এভাবে বুঝতে পারার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ এসব বলে তারপর কথা বলা। সবসময় আল্লাহর কথা স্মরনে আনতে হবে। আগে যেভাবে কথা বলতাম কারো কোন কথার উত্তরে সরাসরি কথা বলা, আপনি কি এটা জানেন। হ্যা আমি এটা জানি, এভাবে করতে হবে ইত্যাদি। এভাবে কথা বলা যাবে না। আপনি যদি একজন মুত্তাকী বান্দা হতে চান তাহলে আপনি কখনোই এভাবে কোন কথার উত্তর দিতে পারেন না। জবানের মালিক আল্লাহ। জবানের নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ। আল্লাহর স্মরণ ছাড়া কথা বলছি, উত্তর দিচ্ছি কোন সাহসে? ভুল হয়ে গেলেও সাথে সাথে তওবা করে আল্লাহর স্মরণ করে উত্তর

দেয়া। আমরা সবাই গুনাহগার। সে উত্তম যে ভুল করার সাথে সাথেই নিজেকে সংশোধন করার মেহনত করে এবং এর চেয়ে উত্তম আমল করে।

৪) আমার বিয়ের ঘটনা বলি। আমার শ্বশুর এর পরামর্শ অনুযায়ী বিয়ে মসজিদে হয়। এই একটা বিষয় সুন্নাহ অনুযায়ী হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া আর কোন বিষয় ছিল না যা সুন্নাহভিত্তিক ছিল। আল্লাহ পাক ক্ষমা করুন। বিয়েতে লোকদেখানো সব বিষয় ছিল,ছবিতোলা থেকে শুরু করে সবকিছু। এটা একজন মুসলিমের বিয়ে সেটা বুঝারও কোন উপায় ছিলনা। তখন আমি জানতামও না যে একজন মুসলমানের বিয়ে কিভাবে হয়। বিয়ের পরে জানতে পেরেছিলাম যে, যে বিয়েতে খরচ কম সে বিয়েতে বরকত বেশি। সুবহানাল্লাহ। আমার আকদ আগে হয়ে গিয়েছিল। ছেলের সাথে যোগাযোগ চলছিল। আমাদের সমাজে তো আকদ না হলেও বিয়ের আলোচনা শুরু হলেই যোগাযোগ চলমান থাকে ছেলের থাকে। বিষয় গুলোর অনুমতি শরীয়তে একদমই নেই। আল্লাহ মাফ করুন।

আমার ক্ষেত্রে সুবিধা ছিল ছেলে তখন দেশের বাইরে থাকে এজন্য আকদের আগে দেখা করার সুযোগ ছিলনা। এটাও যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত ছিল সেটা বুঝতে পারি নি। বিয়ের পরে আমার স্বামীকে আমাদের বাসায় সেদিন থাকতে দেয়া হয় নি। এ নিয়ে মন খারাপ ছিল পরিবারের সদস্যদের। তারপরে কার্ড বিতরন, বিয়ের অনুষ্ঠান কয়েকদিন ব্যাপী চলমান ছিল সবকিছু হয়েছিল ইসলামের বিধিনিষেধ এর বাইরে। তখন কে কিভাবে কত টাকা খরচ করেছে, কোথায় কোন পার্লারে সাজতে গিয়েছে ইত্যাদি এসব বিষয় নিয়ে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত ছিলাম। আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহ পাক যখন আমাকে বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে আমি চিন্তা করতাম আমি কিভাবে আমার এ গুনাহ মাফ করাবো আল্লাহর কাছ থেকে।

🔸 নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। (সূরা হুদ: আয়াত ১১৪)

"আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মগুলোকে ভাল কর্ম দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭০)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "গুনাহ থেকে তওবাকারী সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গুনাহই নেই।" (ইবনে মাজাহ, ৪২৫০)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবার কারণে সেই ব্যক্তি থেকেও বেশি খুশি হন, যে তার হারানো উট মরুভূমিতে খুঁজে পায়।" (সহীহ বুখারী, ৬৩০৯; সহীহ মুসলিম, ২৭৪৭)

৫) আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকলাম আমি কিভাবে আমার ভুল সংশোধন করতে পারি, কোন ভাল কাজের মাধ্যমে এ ভুল মিটানো সম্ভব। আল্লাহ আপনি আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। তখন আমার দেবরের বিয়ের কথাবার্তা চলমান ছিল। আমার স্বামী দেশের বাইরে ছিলেন। যারা বাইরে থাকেন তাদের দায়িত্ব একটু বেশি থাকে। আমাকে পরিবার থেকে বলা হচ্ছিল দেবরের বিয়ের বিষয়ে। আমি তখন বুঝতে পারছিলাম না যে আমাকে বিয়ের খরচের বিষয়ের কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি ভেবে নিচ্ছিলাম বিয়ে হবে তো ভাল বিষয় কিন্তু এখানে যে খরচের বিষয়ে নিয়ে চিন্তার কথা মনে করানো হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিলাম না। পরে বুঝতে পেরেছিলাম। এই যে বিয়ের খরচের দায়িত্ব আমার স্বামীর উপরে আসলো ততদিনে আল্লাহ পাক আমাকে বিষয় গুলো বুঝতে পারার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। কম খরচের বিয়েতে বরকত বেশি। আল্লাহ পাক আমাকে দুআ করার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমি তো নিজের বিয়ে কম খরচে করতে পারি নি, নিজের সময় অনেক ভুল হয়েছে আপনি মাফ করে দিন। দেবরের বিয়েতে আপনি সবকিছু আপনার পছন্দমত করার তৌফিক দিন।

এই দায়িত্ব আমরা যেন পালন করতে পারি আপনার সন্তুষ্টির জন্য এবং এর নেকী আল্লাহ আপনি আমাদের দান করুন। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম তারা সবকিছু আগের মতই করছিল। বিয়ের খরচ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সেসব নিয়েই ব্যস্ত যা আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন। আমি তো কারো সাথে এসব নিয়ে কথাও বলতে পারছিলাম না। কেউ তো আমার জায়গা বুঝতে পারবে না। আমি একমাত্র আমার আল্লাহর সাথেই কথা বলছিলাম তখন। দুআ করে যাচ্ছিলাম। তখন আমি তৃতীয়বারের মত গর্ভবতী ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। সে সময়ে অনেক দুআ কবুল হয়। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকতাম, আল্লাহ আমি তো একজন মা যখন নেককার হওয়ার মেহনত করে তখন যে নেকী পায়, তার গর্ভধারন করার যে মর্যাদা সেটা আমি আমার আগের দুবার গর্ভকালীন সময়ে পাইনি। আল্লাহ আপনি আমাকে আরেকবার এ সুযোগ দিন। তৃতীয়বারের মত মা হওয়ার যাত্রা খুবই কষ্টের ছিল। অনেক ঈমানের পরীক্ষা ছিল। গর্ভকালীন সময়ের যেকোন আমলের নেকী অনেকগুন বেশি সুবহানাল্লাহ।

🔶রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত নারী সাহাবি উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছিলেন, তোমাদের কেউ কি এতে খুশি নয় যে সে যখন স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকে, তখন (এই গর্ভকালীন) সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারা রাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে। তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয়, তখন তার জন্য নয়ন শীতলকারী কী কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান-জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে, তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার পরিবর্তে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (অসুখ ইত্যাদির কারণে বিরক্ত করে মাকে ঘুমাতে না দেয়) তাহলে সে আল্লাহর পথে নিখুঁত ৭০টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে। (তাবরানি, হাদিস : ৬৯০৮)

🔶মায়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মায়েদের পদতলেই সন্তানদের জান্নাত।’ (নাসায়ি, হাদিস: ৩১০৪)

🔶এক হাদিসে এসেছে, ‘যে নারী গর্ভাবস্থায় মারা যান, তিনি শহীদ।’ (আবু দাউদ, হাদিস: ৩১১১)

৬) আগে ভাবতাম একটা সন্তান যথেষ্ট। গর্ভকালীন যে কষ্ট, ঠিকমত ঘুমানো যায় না, এদিক সেদিকের সমস্যা, ডেলিভারির কষ্ট, বাচ্চা হওয়ার পর লালনপালন করার কষ্ট আর দরকার নেই সেই দিকে যাওয়ার। প্রথম বাচ্চার সময় আমি স্কুলে চাকরিতে যুক্ত ছিলাম। সেখানে আমার সুদানের কয়েকজন বান্ধবী আমাকে বুঝাতে থাকেন। অমুসলিমরা ৪/৫ জন করে সন্তান কেন নেয়? অথচ মুসলিমদের সন্তান বেশি থাকার কথা। তাদের কথাগুলো আমার অন্তরে অনেক প্রভাব ফেলে। আমি তখন কিছু বলতাম না। চিন্তা করতাম বিষয় গুলো নিয়ে। আগে চিন্তা করতাম মানুষ বিয়ে নিয়ে খোঁচা দিচ্ছে, বিয়ের পর সন্তান নিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। এখন তো সে খোঁচা দিচ্ছে না। আগে চিন্তা করতাম মানুষ কি বলবে।

প্রথম সন্তান আমার মেয়ে ছিল আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে ছেলে সন্তানের জন্যও অনেকে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু তৃতীয় সন্তানের সময় আমি নিজে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, আল্লাহ আপনি আমাকে নেক সন্তান দান করুন। আমাকে আরো একবার মা হওয়ার সুযোগ দিন। তখন ডাক্তাররা বারবার বলছিল আবার মা হওয়া আমার দ্বারা সম্ভব না। ডাক্তারদের কথা ছিল আমার যেহেতু বয়স বেড়েছে, মা হওয়া কষ্টকর হবে। আমি আল্লাহর কাছে চাইবো। আল্লাহর কাছে কি অভাব আছে? সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা।

সেই অবস্থায় আমার দেবরের বিয়ের কথাবার্তা চলমান ছিল। তখন আমি দুআ করে যাচ্ছিলাম আল্লাহ পাক যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজগুলো করার তৌফিক দিন। আমাদের উপর এ দায়িত্ব যখন আসলো তখন বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করাতে চাচ্ছেন। অনেকে বিষয় গুলোকে বোঝা হিসেবে নেয়। আমার নিজেরও সংসার আছে এসব দায়িত্ব আমরা কেন নিবো ইত্যাদি। এভাবে চিন্তা করা যাবে না। আপনি যদি আল্লাহর জন্যই একটা ভাল কাজ করে দিয়ে যান, একটা বিয়ের কাজ সহজ করে দিয়ে যান সুবহানাল্লাহ, এর চেয়ে কল্যানকর কাজ আর কি হতে পারে। আল্লাহু আকবার।

দেবরের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা হচ্ছে সে ছবি আমার স্বামীর ফোনে পাঠানো হচ্ছে। আমি ছবি কেটে দেই। একটা মেয়ের ছবি এভাবে যে সবাইকে দেয়া হচ্ছে সেটাই তো ভুল পদক্ষেপ। তারা যে ভুল করে অগ্রসর হচ্ছে তাহলে এই বিয়ে কিভাবে বরকতময় হবে? আমি সেই চিন্তায় শেষ। আমার অন্তরের পরিবর্তনের সাথে বাহ্যিক মিল ছিল না। কেউ বিষয় টা বুঝতে পারছে না। তখন আমার স্বামীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতের অমিল চলমান ছিল। আমি

দুআ করে যাচ্ছিলাম, আল্লাহ আমার বিয়ের সময় যে ভুল ছিল যে কারনে আমি বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই ভুল যেন তাদের বিয়েতে না হয়। আপনি হেফাজত করুন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক দুআ কবুল করলেন। স্বর্ন দেয়ার মত অবস্থা তখন ছিল না, যতটুকু আমাদের পক্ষ থেকে সম্ভব হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা করার চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামী ঋন করে হলেও বিয়ের খরচ দিবেন এমন প্রস্তাব ও ছিল। আমি এ বিষয়ে রাজি হতে পারি নি। যে ঋন সুদের সাথে জড়িত সেটা আমি করতে দিতে পারিনা।

আমার জীবনের সাথে জড়িত প্রতিটা বিষয়ের সাথে সুদের সাথে ঋন জড়িত। আল্লাহ মাফ করুন। এর কারনেই তো আমার জীবন এমন বরবাদ হচ্ছিল। তখন তো বুঝতে পারতাম না। আল্লাহ মাফ করুন। এখন যেহেতু আল্লাহ পাক বুঝতে পারার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, এখন আর এক মুহূর্তও আমি এই সুদের সাথে জড়িত কাজ হতে দিবো না। এই নিয়ে আমার স্বামীর সাথে কথাবার্তা চলছিল। প্রয়োজনে আমাদের খরচ কমিয়ে তাদের খরচ বাড়িয়ে দিন। তারপরও ঋন করা যাবে না। আল্লাহ পাকের কি অশেষ রহমত কোন ধরনের কোন ব্যাংক ঋন ছাড়াই আল্লাহ পাক আমার স্বামীর রিযিক বরকতময় করে দেন আলহামদুলিল্লাহ, সেই টাকা দিয়েই ওনার ভাইয়ের বিয়েতে খরচ করা এবং বিয়ের পরদিনই কনে বাড়িতে নিয়ে আসা, ওয়ালিমা সব কাজ শেষ হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ।

৭) এর মধ্যেই তাদের সবার সাথে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তারা ভাবছিল যে টাকা চাইলেই সবাই এমন হয়ে যায় ইত্যাদি কিন্তু আমি আমার অন্তরের হালত কাউকে বুঝাতে পারছিলাম না। কে কি বলেছে করেছে এসব নিয়ে আমি কোন চিন্তা করি না। আমার নিয়ত একমাত্র আল্লাহ তো জানেন। আমি তো চাচ্ছি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কুরআন হাদিসের আলোকে বিয়েটা হোক। আমার দুআ আল্লাহ পাক কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার কাবিরা। বিয়ের পর থেকেই আমার দেবরের স্ত্রী বোরকা নিকাব, হাত মোজা, পা মোজা পরে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক তাদের আমলের নেকী আমাকে দান করবেন ইনশাআল্লাহ। বিয়েটা পরিপূর্ণ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হয়নি। তারপরও যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের মধ্যেও কেউ পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীন মেনে চলে না। আল্লাহ পাক মাফ করুন।

বিয়ের পরে আমি খুব করে দুআ করতাম তার সাথে যেন আমার যোগাযোগ হয় কিন্তু তারা কেউ নতুন বউয়ের সাথে আমার যোগাযোগ করার সুযোগ করে দেন নি। তারা ভাবছিল আমি আবার কি বলে বসি। অথচ আমাকে আল্লাহ পাক তাদের জন্য দুআ করার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক ফেসবুকের মাধ্যমে নতুন বউয়ের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি শ্বশুর বাড়িতে আসার পর যেসব জায়গা সমস্যা দেখেছিলাম তার সাথে এসব হয়ত হতে পারে, সে যেন এসব বিষয় নিয়ে সতর্ক থাকে এসব বিষয় নিয়ে আল্লাহ পাক কথা বলার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সাথে

আল্লাহ পাক আরো বলার তৌফিক দিয়েছিলেন যে, তুমি যদি আল্লাহর বিধান মেনে চলো, আল্লাহকে ভয় করে চলো তাহলে তোমার জন্য বিষয় গুলো সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

না হলে বিভিন্ন ঈমানের পরীক্ষার কারনে তুমি কষ্টের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জন্যই তাকে যত ধরনের মানসিক সহায়তা দেয়া প্রয়োজন আল্লাহ পাক দেয়ার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। নতুন পরিবেশে তার পরীক্ষাও বেড়ে চলছে। দমবন্ধকর অবস্থা। এসব যে হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক না থাকার কারনে সে তো এটা তখন বুঝতে পারে নি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে এ বিষয়ে বলার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ সে যেন নামাজ, পর্দা, নজর হেফাজত করে। কোন কাজ করার আগে যেন শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করে নেয়। এসব নিয়ে আলোচনা সমালোচনা অনেক কিছুই হত তখন। প্রত্যেকটা শ্বশুরবাড়ির ঘটনা কম-বেশি এমনই। নতুন নতুন কিছু পরীক্ষা আসবেই। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজগুলো করে নিয়ে সম্পর্ক ভাল রাখার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম তারা দ্বীনের পথে চলার জন্য মেহনত করে যাচ্ছে শুরু থেকে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

৮) একটা সময় এমন একটা কথাও চলে আসলো যে আমরা পরিবারে টাকা খরচ করি এজন্য শ্বশুর শাশুড়ী আমাদের পক্ষে, তারা দিতে পারে না এজন্য তাদের বিপক্ষে। যখন দেবরের বউ চলে আসলো, তখন দুই বউয়ের মধ্যে তুলনা চলে আসলো। একাধিক কোন কিছু থাকলে সেটার মধ্যে তুলনা চলে আসে। একাধিক সন্তান থাকলেও তুলনা চলে আসে। আমার শ্বশুরবাড়িতেও এমনই হয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হতে পারি কিন্তু আমরা এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করব না। আল্লাহর কাছে দুআ করে সমাধান চেয়ে নিবো। আল্লাহ আপনি উত্তম ভাবে আমাদেরকে সম্মানিত করুন। এমন ঈমানের পরীক্ষা যদি আমাদের উপর দিয়ে যায় আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব, দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আমি দুআ করতাম আল্লাহ আপনি এ চিন্তা তার অন্তর থেকে দূর করে দিন। এ চিন্তা সত্য না। আল্লাহ আপনি তাকে বুঝার তৌফিক দিন যে, একমাত্র আমল ওয়ালা বান্দাই দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমি দুআ করতাম আল্লাহ আপনি তাকে পরিবারে সবার মধ্যে এমনভাবে প্রশংসিত করে দিন যাতে সবার মুখে মুখে তার কথা থাকে। এরজন্য আমার অন্তরে যেন ঈর্ষা তৈরি না হয়ে যায়।

আমাকে আল্লাহ পাক যখন বাংলাদেশে নিয়েছিলেন তখন দেখলাম সবাই ধারনার চেয়েও বাইরে তার (আমার দেবরের স্ত্রীর) এর প্রশংসা করে যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তখন হঠাৎ করেই আমার অন্তরে এমন চিন্তা চলে আসলো তাহলে আমি কি আবার তাদের কাছে খারাপ হয়ে গেলাম কিনা। পরে বুঝতে পারলাম এমন চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি সবকিছু আল্লাহর কাছ থেকে দুআ

করে নিয়েছি। আমি খারাপ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি দুনিয়ার মানুষের কাছে ভাল হতে আসি নি। আমি আমার আল্লাহর কাছে ভাল হতে এসেছি।

বাচ্চারাও তার সাথে ভাল ভাবে মিশতে পেরেছে আলহামদুলিল্লাহ। তখন আমার মনে হলো বাচ্চারা তো আগে আমাকে এভাবে ডাকতো, আমার সাথে এভাবে মিশত। আমি এখন সে জায়গায় নেই। তখন বুঝতে পারলাম এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। আমি কখনই তার প্রতি ঈর্ষান্বিত নই। আমার অন্তরকে একদম পবিত্র রাখতে হবে। আমি নিজেকে বারবার করে নাসিহা করছিলাম আল্লাহ আমার অন্তরকে আপনি পবিত্র রাখুন। আমি এখানে আসি কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে। এখানে সবসময় সে থাকে। তার দায়িত্ব সবকিছু। সবার সাথে তার যোগাযোগ ভাল থাকারই কথা। আমি এজন্যই দুআ করেছি।

আমরা অনেক সময় মনে করি আমার জায়গা অন্য কেউ নিয়েছে। দুনিয়াতে কেউ কারো জায়গা নিতে পারে না। প্রত্যেকের জায়গা আলাদা। এ ধরনের চিন্তা অন্তরে আসলেও বুঝতে হবে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। দুনিয়ায় নতুনরা আসবে, পুরাতনরা জায়গা ছেড়ে দিবে। এভাবেই হবে।

আমি আল্লাহর কাছে দুআ করা শুরু করলাম, আল্লাহ পাক আমার আগের যে জায়গা ছিল সেখানে আমি ফেরত যেতে চাই। সেটা কিভাবে হবে। আল্লাহ পাক বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, এটা হবে কুরআন শেখানোর মেহনত করার মাধ্যমে। আল্লাহ পাক আমার আত্নীয়দের কুরআন শেখার জন্য উস্তাযার কাছে নিয়ে আসেন আলহামদুলিল্লাহ। তখন তারা আমার সাথে তাদের পড়া অনুশীলন করতে চাইতেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় সম্মান সুবহানাল্লাহ। আমি সবার সাথে সময় দেয়ার জন্য বসতে পারতাম না সবসময়। স্বামী সংসার সন্তান সেসব বিষয় নিয়েও সময় দিতে হয় স্বাভাবিক ভাবেই। এজন্য বলা হলো তারা যেন একে অপরের সাথে অনুশীলন করে, একে অপরকে সহযোগিতা করে ইনশাআল্লাহ।

পড়ার দায়িত্ব সবার কাছে যখন ভাগ করে দেয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ। মা'র দায়িত্ব দিয়েছিলাম খালার কাছে। ননাসের মেয়েদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম জা এর কাছে। পরবর্তীতে আল্লাহ পাক তাদের সাথে আমার যোগাযোগ আরো মজবুত করার জন্য আমার সাথেই তাদের কুরআন পড়া অনুশীলন করার সুযোগ করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তখন লক্ষ্য করে দেখলাম তাদের সাথে আগের মত যোগাযোগ আর নেই। তারা আগে যেন ফোন করে নিয়মিত যোগাযোগ করত সেটা কমে গিয়েছে। আগে কুরআন পড়তে বসার কারনে নিয়মিত যোগাযোগ হত। আল্লাহ পাক তাদের জন্য দুআ করার তৌফিক দিতেন আলহামদুলিল্লাহ। তারাও কিছুদিন পরে আবার আমার সাথে কুরআন পড়া অনুশীলন করার জন্য চলে আসেন। সুবহানাল্লাহ। এখন যখন তারা কুরআন পড়েন, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। একেকটা মাখরাজের উচ্চারণ। সুবহানাল্লাহ। আমরা তো মানুষ। মাঝেমধ্যে একটু ভালবাসার প্রকাশ

দেখতে চাই শুনতে চাই এমন। আমার দুআর কারনে আল্লাহ পাক আবার আমার আত্নীয়দের সাথে কুরআন পড়া অনুশীলন এর তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

৯) "আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম বলল, ‘হে আমার রব! আমাকে দেখান, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন।’ তিনি বললেন, ‘তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না?’ সে বলল, ‘অবশ্যই, কিন্তু আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়।’ তিনি বললেন, ‘তবে চারটি পাখি ধরুন, তারপর সেগুলোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন (পোষ মানান)। এরপর সেগুলোর কিছু অংশ প্রত্যেক পাহাড়ে রেখে দিন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো দ্রুত আপনার কাছে ছুটে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-বাকারা, ২:২৬০)

ইব্রাহিম (আ) এর এই ঘটনার মত তিনি যেমন নিজের অন্তরকে প্রশান্ত করার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে নিদর্শন দেখতে চেয়েছিলেন। একই ভাবে আমিও আমার পরিবারের সদস্যদের অন্তরে নিজের জায়গা সম্পর্কে একটু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ পাক কুরআনের খিদমত এর মাধ্যমে উত্তম ভাবে সে জায়গা ফিরিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। কেউ আর এটা মনে করতে পারবে না যে আমার বিয়ে কেমনভাবে হয়েছিল, আমার অতীত কেমন ছিল। আপনি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উত্তম আমল করতে চাইবেন তখন বান্দা আপনার মন্দ কাজগুলো মনেই করতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ভালোবাসা তৈরি করে দিবেন। নিশ্চয়ই ভাল কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের হৃদয়ে) ভালবাসা সৃষ্টি করবেন। (সূরা মারইয়াম: আয়াত ৯৬)

আমরা যেন আল্লাহর বান্দাদের প্রতি কুধারনা না রাখি। আমরা এমন চিন্তা করব না যে কেউ আমার জায়গা নিয়ে যাচ্ছে। আমি বরং নিজের জায়গা আরো ভাল করার চেষ্টা করব। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার চেষ্টা করব। আমি চলে যাওয়ার পরও আমার ভাল কাজগুলোর মাধ্যমে তারা যেন আমার জন্য দুআ করতে না ভুলে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকলে যদি থাকতেন এই চিন্তা করে আমরা কি আফসোস করি না, কষ্ট বোধ করি না? তাহলে আমরা কেন আমাদের জায়গা এভাবে উত্তম করার চেষ্টা করি না? আমরা নিজেরা উত্তম কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করব। পরবর্তীদের জন্য দুআ করে যাবো তারাও যেন উত্তম কাজ গুলো করে যেতে পারে। আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে তাকওয়ার জিন্দেগী দান করেন যাদের দেখলে সাহাবীদের কথা স্মরন হবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: গোসল অবস্থায় গায়ে কাপড় রাখা কি জরুরি?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। অনেকে বলেন যে আল্লাহকে লজ্জা করা উচিত। আমরা তো খোলা জায়গায় গোসল করছি না। একটা আলাদা বদ্ধ জায়গায় গোসল করছি। আগের যুগে তো সবাই খোলা জায়গায় গোসল করতেন। উভয় পরিস্থিতি এক না। একজন নারীর কাপড় বাইরে শুকাতে দেয়া, একজন নারীর কাপড় বাইরের মানুষজন দেখবে এ বিষয়ে কি লজ্জা করা উচিত না? আমাদের প্রশ্ন থাকে গোসলের সময় গায়ে কাপড় থাকবে কিনা এ নিয়ে। অথচ প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল একজন নারীর কাপড় বাইরে রোদে শুকাতে দেয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে। আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে গায়রত বোধ, হায়া বাড়িয়ে দিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৩১: আল্লাহ চান আমাদের জন্য সহজতা: দ্বীনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য

১) আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। (সূরা আল-বাকারাহ: ২:১৮৫)

এবং তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কাঠিন্য রাখেননি। (সূরা আল-হাজ্জ ২২:৭৮)

আজকে আল্লাহ পাক যে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা হলো জীবন যাপন করার জন্য সহজ সরল কিছু নির্দেশনা যা কুরআনে আছে। আপনি যদি কুরআন পড়েন তাহলে অবশ্যই খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ। কুরআন পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে যে বিষয়গুলো বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো হলো; সবার আগে আমার নামাজ ঠিক করতে হবে। সবার আগে নামাজের হিসাব হবে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে নাজাতের উসিলা হবে নামাজ।

নামাজ সকল ধরনের অশ্লীলতা থেকে বাঁচায়। নামাজ ঠিক করতে পারলে দুআ কবুল হয়। নামাজের মাধ্যমে আসমান জমিনের মালিকের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়। নামাজ অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়। নামাজ অন্তরকে ব্যাধিমুক্ত রাখে। নামাজ ঠিক করার মাধ্যমে আত্নীয়তার হক, প্রতিবেশীর হক, সবার হক আদায় করা সম্ভব হয়। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায়, আল্লাহর বান্দার হক আদায় করা সহজ হয়। কারন নামাজের মাধ্যমে অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ পাক বলেছেন নামাজের মাধ্যমে যাচাই করা হয় কে মুমিন কে মুনাফিক। দুনিয়ার মানুষ কে কি মনে করলো সেসব কিছু আসে যায় না। আল্লাহর কাছে আমার মর্যাদা কেমন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি কি আল্লাহর কাছে একজন মুমিন নাকি মুনাফিক? নিজেকে প্রশ্ন করি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি তা সঠিক হয়, তবে সে সফলকাম হবে। আর যদি তা বিনষ্ট হয়, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফয়সালা হবে, তা হলো সালাত।" (তাবারানী)

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন বান্দা তার কবরে শায়িত হয়, তখন সর্বপ্রথম তার সালাতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা

হবে। যদি তার সালাত ভালো হয়, তবে তার অন্যান্য আমলও ভালো হবে। আর যদি তার সালাত খারাপ হয়, তবে তার অন্যান্য আমলও খারাপ হবে।" (তাবারানী)

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, নামাজে দাঁড়িয়ে কেউ যদি লক্ষ করলেই বুঝতে পারে যে, তার ডানে কে রয়েছে আর বামে কে আছে, তাহলে তার নামাজের খুশুখুজু বলতে কিছুই বাকি রইল না। [মাওয়ায়েজে সাহাবা : ২৮৭]

২) আমার ও আমার পরিবার পরিজনদের জীবনকে সহজ করার জন্য করনীয় বিষয়ের তালিকা ছোট করে আনার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সবার আগে নামাজ ঠিক করতে হবে। নামাজ ঠিক কিভাবে করব? মাখরাজ সঠিক করতে হবে। এই মেহনত কতদিন পর্যন্ত করতে হবে? আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন আমাকে উস্তাযার কাছে কুরআন পড়ে যেতেই হবে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। কুরআন থেকে কোন ছুটি নেই। "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

৩) নিজের নজরকে এমনভাবে হেফাজত করে চলতে হবে যেন নজর কোন পরপুরুষ না দেখে। পরপুরুষের বিষয়ে অন্ধ, বধির। এমনভাবে চলতে হবে। পরপুরুষের মধ্যে উস্তাদও আছেন।

৪) সুন্নাহ পালনে কঠোর হতে হবে। আমাদের জীবনে সুন্নাহ পালন একদমই নেই। অথচ সুন্নাহ পালন করার মধ্যেই বরকত রহমত নিহিত।

জনৈক সালাফে সালিহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একবার জুমার সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। এ সময় তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়। তখন তিনি বলেন, এটি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণ হলো, আমি জুমার জন্য সুন্নত গোসল সম্পন্ন করিনি। [প্রবৃত্তির নিন্দাচার : ২৪৩]

রাতে জলদি ঘুমানো, দিনের বেলায় কাইলুলা করা (সামান্য কিছুক্ষন ঘুমানো) যাতে রাত্রি জাগরন করা সম্ভব হয়। রাতে যদি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতে হয় তাহলে দিনে কিছুটা সময় ঘুমানো এবং রাতে দ্রুত ঘুমাতে হবে। আমরা কি করি? দিনেও ঘুমাই, রাতেও ঘুমাই। ফজরের আগেও ঘুমাই, ফজরের পরেও ঘুমাই। আমরা খুঁজে খুঁজে ঘুমের আমল করি। আল্লাহ পাক ঘুমের আমল কেন দিলেন সেটা চিন্তা করি না। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ আপনি আমার জন্য অল্প ঘুমকে যথেষ্ট করে দিন। অল্প ঘুম, খাবার, পানীয়কে যথেষ্ট করে দিন।

- সুন্নাহর শিক্ষা হলো ইশার নামাযের পর অহেতুক গল্পগুজব ও আলাপচারিতায় লিপ্ত না হয়ে দ্রুত শুয়ে পড়া। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং ইশার পর অহেতুক আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন।'

কিন্তু আফসোস! আজ এ সুন্নাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ প্রজন্ম মোবাইল-ইন্টারনেটে গভীর রাত পর্যন্ত ডুবে থাকে। গভীর রাতে ঘুমাতে যায় আর অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠে। এভাবে রাতকে দিন এবং দিনকে রাতে পরিণত করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। [ইসলামী জীবনবিধান : মাসায়েল ও নির্দেশনা, পৃষ্ঠা নং : ৬৬৬

৫) দ্বীনের বুঝ জ্ঞান সামান্য একটু হওয়ার পরে আমরা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করতেই থাকি অন্যরা কেন ঠিক হয় না। অন্যের এই সমস্যা, সে কেন আমল করে না ইত্যাদি। এটা চিন্তা করি না যে নিজেও তো ২ দিন আগে এমন ছিলাম। আমার নিজেকে শুধরাতে হবে সে চিন্তা না করে অন্যের চিন্তা করে সময়, শক্তি নষ্ট করি। নিজেদের পরিবার পরিজন পরিচিতদের এমন অবস্থা দেখলে কষ্ট লাগে। সেক্ষেত্রে আমাদের করনীয় কি। আমাদের করনীয় হলো দুআ করা। এসব বিষয় মেনে চলতে পারলে নিজের মধ্যে সবর আসবে।

৬) আমার নামাজ যদি মুনাফিকের নামাজ হয় তাহলে আমি সে নামাজের দ্বারা কোন উপকার লাভ করব না। আমি খেয়াল করে দেখেছি যতদিন পর্যন্ত আমি ঘর থেকে বাইরে বের হয়েছি ততদিন পর্যন্ত আমার নামাজ ঠিক ছিল না। নজর হেফাজত না করতে পারলে নামাজে মন বসবে না। ফতোয়া অনুযায়ী একবার নজর চলে গেলে সাথে সাথে নজর নামিয়ে নিতে হবে। তাহলেই নজর হেফাজত হয়ে যাবে। কিন্তু সেই একবার তাকানোর কারনে সেটা কি আমার অন্তরে গেঁথে যাবে না? আমি কি ভুলে যাবো? ভুলব না। সেসব কিছু মনে পড়বে নামাজে। এই নামাজে কিভাবে মনযোগ থাকবে? এই নামাজ থেকে কিভাবে আমি বরকত লাভ করব? এই নামাজ কিভাবে আমাকে অশ্লীলতা থেকে বাঁচাবে? আমি যদি আমার ডিভাইসেও একজন পুরুষের চেহারা দেখি, সামনে চলে আসে বা হিজামা করানোর জন্য ঘর থেকে বের হতে হলে কোন কারনে যদি কোন পুরুষের দিকে নজর চলে যায় সেটা আমি ভুলতে পারি না। অথচ আল্লাহ পাক আমাকে যখন ঘরে ফেরার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তারপর থেকে আমার কোন গায়ের মাহরাম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ নেই। তাদের চেহারা আমি মনে করতে পারি না। আল্লাহ পাক ভুলিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

৭) আমরা আত্মপ্রতারনা করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। শুদ্ধ করে একটা সালাম অন্তত দিতে জানি না। একবার তাকানো যাবে গায়ের মাহরাম এর দিকে এমন ফতোয়ার উপর আমল করি, গায়ের মাহরাম ভাইদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, ঘরে আসলে দরজা খুলতে হয় এসব অযুহাত চলতেই থাকে। এসব আর কতদিন চলবে? আমি তো এমনই ছিলাম। আল্লাহ মাফ করুন। নিজের মত করে চলতাম। এর কারনে আমার হাত থেকে সব চলে যাচ্ছিল। স্বামী সন্তান, পরিবার পরিজন, বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি কোনদিকে ভাল ছিলাম আমি? সবদিকে অশান্তি আর অশান্তি ছিল। তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি খারাপ ছিলাম।

অথচ আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কি কারনে আমি খারাপ? কারন আমি আত্নপ্রতারনার আশ্রয় নেই। আল্লাহর দ্বীনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি নি।

আমি যখন আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হই, তখন সেই অবাধ্যতার ছাপ আমি আমার বাহন ও বাঁদির মাঝে দেখতে পাই। -ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ.[প্রবৃত্তির নিন্দাচার : ২৪৩]

৮) আমার রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ। আমার রিযিকদাতা আমার বাবা, ভাই, স্বামী ইত্যাদি কেউ না। আমরা সবাই হচ্ছি খাদক। রিযিক কি তারা দিতে পারে? আমার রিযিকে কি লাগবে? সর্বোত্তম বিষয়গুলো লাগবে। আল্লাহ পাক বলেছেন দুআ করলে ভাগ্য পরিবর্তন করে দিবেন। দুআর মাধ্যমে আল্লাহ পাক এমন এক তাকওয়াবান বান্দা মিলিয়ে দিবেন যে চেহারার দিকে তাকানোর চিন্তাও করবে না যে সে কি দেখতে ভালো না খারাপ। সে আমল আখলাক চরিত্র দেখে সম্মানের সাথে রাখবে। এগুলো সব পরীক্ষিত আমল। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

আমার জীবনে কি দরকার? একমাত্র আল্লাহকে দরকার। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ অনুযায়ী জীবনে চলা দরকার।

৯) জীবনে চলব কিভাবে? কি কি কাজ করতে হবে সেগুলোর তালিকা কেউ কখনো দেয় নি। তাহলে আমি আর আমার মেয়ে কি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাবো? সে পথ আল্লাহ পাক বন্ধ করে দিয়েছেন। এসব নিয়ে বিগত পর্বগুলোতে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দিলেন যে, নারীর ঘরের থাকা সবচেয়ে কল্যানকর। উম্মুল মুমিনিনগন পরপুরুষের আড়ালে ঘরে অবস্থান করতেন।

আমরা নারীরা যদি ঘরে থাকার গুরুত্ব অনুধাবন করি এবং গৃহের অভ্যন্তরে থেকেই দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করি, তাহলে ধীরে ধীরে রাস্তাঘাটে নারীদের অপ্রয়োজনীয় চলাচল কমে আসবে, ইনশাআল্লাহ। একে অপরের দেখাদেখি অন্যান্য নারীরাও ঘরে থাকার প্রতি উৎসাহিত হবে। বর্তমানে পুরুষদের সামনে নারীদের অবাধ বিচরণের যে চিত্র দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে হ্রাস পাবে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে, যেমন আমাদের নানা-দাদীদের যুগে, পথেঘাটে এত অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতি ছিল না। সম্ভবত এটাই ছিল তাদের জীবনে অফুরন্ত রহমত ও বরকতের অন্যতম কারণ। আর বর্তমানে? সমাজের প্রায় সকলেই বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। এমতাবস্থায় নারীরা বোরকা ও নিকাবের মতো শরয়ী পর্দা পালনের পরেও যখন বাইরে যায়, তখন কি তারা পুরুষদের জন্য ফিতনার কারণ হচ্ছে না? আমাদের গভীরভাবে এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা

উচিত। নারীর গৃহকেন্দ্রিক জীবনযাপন কেবল তার সম্মান ও নিরাপত্তাই নিশ্চিত করে না, বরং পুরুষদেরকেও অনাকাঙ্ক্ষিত ফিতনা থেকে রক্ষা করে।

১০) প্রত্যেক নারীর জন্য ফরয পরিমাণ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত এবং উপরে উল্লেখিত নীতিগুলো মেনে চলা কর্তব্য। এর মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের যে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে, ইনশাআল্লাহ দুনিয়ার কোনো বাধাই সেই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন সুযোগ উন্মোচিত হতে থাকবে। যত বেশি জ্ঞান অর্জিত হবে, নিজের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা ততই বৃদ্ধি পাবে। এর ফলস্বরূপ, আল্লাহ তা'আলা শয়তান ও নফসের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। নিজের অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করা এবং অন্যদেরকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আমাদের নাজাতের উসিলা হতে পারে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ইলম ও আমলের বরকত দান করুন। আমাদের দুআতে লেগে থাকতে হবে।

আবু জার গিফারি রা. বলেন : খাবারের মধ্যে যতটুকু নুন হলে পরিমাণে পর্যাপ্ত হয়, সততার সাথে ততটুকু পরিমাণ দুআ করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। [যে রোগে অন্তর মরে : ১১৩]

ফরয আমলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও কার্যকর উপায়। কারণ, কোনো কিছুই বান্দাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্যের এত কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে না, যতটা ফরয আমল নিয়ে যায়। ফরযের অন্তর্ভুক্ত হলো প্রতিটি বাধ্যতামূলক বিধান, তা হোক করণীয় বা বর্জনীয়। -শায়খুল হাদীস মাওলানা সালীম ধোরাত হাফি. [আল্লাহর প্রিয় হওয়ার উপায় : ৩]

১১) সন্তান পালন করার বিষয়ে সবাই চিন্তা করে সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াতে হবে, হিফজ করাতে হবে। সন্তান জন্মের পরপরই কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নাম, তাহনীক করানো, আকিকা ইত্যাদি এসব করতে হবে। এগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই জানি। সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হয়, যখন সে চোখে চোখ রেখে তাকানো শিখে তখন তাকে সবর করা শিখাতে হবে। দুধ খাওয়া শিখবে, হাঁটা শিখবে সবরের শিক্ষা দিতে হবে।

🔸 কুরআন মাজীদে সবর (ধৈর্য) সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত উল্লেখ করা হলো:

১. "হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)

২. "আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

৩. "যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।" (সূরা হুদ, আয়াত: ১১)
৪. "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।" (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০)

৫. "আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৫)

৬. "তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয় এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫৭) (এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে)

৭. "আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে প্রতিহত করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম।" (সূরা আর-রাদ, আয়াত: ২২)

৮. "আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ পরিবেষ্টন করে আছেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২০)

কুরআন থেকে সবরের আয়াত গুলো বারবার পড়তে থাকুন। সন্তানের অন্তরে আল্লাহর কাছে পাক সবর ঢেলে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

১২) দুনিয়ায় যত বিখ্যাত মানুষ থাকুক তাদের কারো মত হওয়ার জন্য আমরা দুআ করব না। দুআ করব সাহাবীদের মত যেন হতে পারি, আমাদের সন্তানদের যেন তাদের মত করে গড়ে তুলতে পারি। যারা সরাসরি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আমরা তাদের মত করে আমাদের সন্তানদের গড়ে তুলতে চাইবো। এমন সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করব। আল্লাহ পাক আপনি আমার সন্তানদের মধ্যে সেসব সিফাত দান করুন যা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এজন্য আমাদের সবরের প্রয়োজন।

বাচ্চাদেরকে প্রথমেই আপনি সালাত, সিয়াম এসবের শিক্ষা দিতে পারবেন না। এসব শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একটা বয়সে উপনীত হতে হবে। কিন্তু সবরের বিষয় বাচ্চা আগেই বুঝতে পারে। আপনি যখন বারবার বলবেন সবর, আঙুল আকাশের দিকে তুলবেন, বা মোনাজাতের ভঙ্গিতে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে দুআ করতে হবে আল্লাহর কাছে বাচ্চা বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ। বাচ্চা যখন আধো আধো কথা বলতে শিখেছে, কোন খাবার চাচ্ছে আমি তাকে দু হাত তুলে মুনাজাতের ভঙ্গিতে বলতাম দুআ করতে, বাচ্চা বুঝতে পারতো আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চা খাবারের বাটি পাশে রেখে দুআর জন্য দুহাত তুলতো। দুআর মাধ্যমেই সবর করা শিখবে। সন্তানকে প্রথমেই সবর করা শিখাতে হবে।

১৩) আশেপাশের দ্বীনি বোনদের কাছ থেকে যখন শুনি তাদের স্বামীরা একেকজন আলেম উলামা মুফতি কিন্তু তাদের মধ্যে সবর নেই। আমি চিন্তা করি, কুরআন হাদিসের জ্ঞান কি মানুষকে সবর দেয় না? আর কোন জ্ঞান মানুষকে সবর দেয়? আল্লাহ পাক এজন্যই সব নবী রাসূলদের মেষপালন করার শিক্ষা দিয়েছেন। তারা যখন ঘরের বাইরে যাওয়া শিখবে, পরিনত বয়স হবে তারা যেন মেষপালন করে। অথচ এসবের কোন শিক্ষাই আমাদের পুরুষদের মধ্যে নেই।

বাচ্চার বয়স যখন ৪/৫ বছর হবে তখন থেকে সালাতের শিক্ষা দিতে হবে। আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ আপনি বাচ্চাকে সালাতের জন্য নিয়ে আসুন। যে যেন নিজে থেকেই চলে আসে। বাচ্চাকে সাথে নিয়ে সালাত পড়া, দুআ করা। বাচ্চা যেখানে খেলে সেখানে একটু জোরে জোরে শুদ্ধ উচ্চারণে তাসবীহ, দুআ দুরদ এসব পড়া। উচ্চারণ অবশ্যই সহীহ হতে হবে। না হলে বাচ্চা ভুলই শিখবে।

আমি আরো ভয়ংকর একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখলাম বাচ্চারা মায়ের কাছ থেকে কুরআনের পারার পর পারা হিফজ করেছে কিন্তু উচ্চারণ সব ভুল। একেকজন উস্তাদকে কি পরিমান মেহনত করতে হয় ভুল পড়াতে শুদ্ধ করে শিখানোর জন্য, আল্লাহু আকবার। আমরা বাচ্চাদের জীবন এত কঠিন করে দিয়েছি যে, আমাদের হিফজ করাতেই হবে। এজন্য নিজেই হিফয করানো শুরু করে দেয়। আমি আমার ঘরের কাজ পারি না, করা শুরু করে দিলাম। আর হিফজ পারি না বাচ্চার সাথে হিফয শুরু করে দিলাম দুটা বিষয় কি এক হলো? এখানে প্রতিটা হরফ শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে হবে। প্রতিটা হরফের হক আছে, সেগুলো আদায় করতে হবে। উচ্চারণ ভুল করে পড়ার কারনে অর্থ পরিবর্তন হবে, গুনাহ হবে। সেগুলোই আমরা বাচ্চাদের অন্তরে গেঁথে দিচ্ছি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহুমাগফিরলি। কখনোই এই দুঃসাহস করবেন না নিজের উচ্চারণ সহীহ না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাকে শিখানোর।

১৪) আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল, সে উস্তাদের কাছে পড়ত। আমি কখনোই তাকে নিজে শেখানোর জন্য বসতাম না কারন তখন আমি নিজে একটা হরফ ও শুদ্ধ করে পারতাম না। মেয়ে শিখে আসার পরে আমি বরং মেয়ের কাছে বসে যেতাম যা শিখে এসেছে সেটা শিখার জন্য। আমার মেয়ে ছিল আমার জীবনের প্রথম উস্তাদ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা

হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ তাকে ঈমানে আমলে বরকতময় করুন, নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

আমি আমার দ্বীনে ফেরার শুরুতে ডিভাইস থেকে দুআ যিকির তিলাওয়াত যা আছে সেসব শুনতাম। শুনে শুনে শিখার চেষ্টা করতাম। নিজে উচ্চারণ করতাম না। আমার সব উচ্চারণ ভুল ছিল তখন। তরবিয়ত ক্ষেত্রে ভুল একটা বিষয় হলো নিজে কখনো সন্তানকে হিফজ করাতে যাবো না যদি নিজের পড়া সহীহ না হয়। নিজের বাচ্চারও দায়িত্ব নিবো না, অন্যের ও না।

🔸 আমরা দুআ করব আল্লাহর কাছে। আল্লাহ পাক আপনি আমাকে কুরআন সেভাবে শিখার তৌফিক দিন যেভাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীগন পড়তেন যে তিলাওয়াত এর কারনে আসমান থেকে ফেরেশতারা নেমে আসতেন তাদের তিলাওয়াত শোনার জন্য। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার তৌফিক দিন। কুরআন অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। কুরআনের হক আদায় করার তৌফিক দিন। কুরআন তিলাওয়াত করে যেন চোখের পানি পড়তে থাকে, অন্তর নরম হয়ে যায়, কুরআন যেন বুঝতে পারি, যে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। সেভাবেই কুরআন পড়ার তৌফিক দিন। ইয়া রব! আপনি কুরআনকে আমাদের জন্য এমনভাবেই অন্তরের নূর করে দিন যেভাবে আমি একজন জীবন্ত কুরআন হতে পারি। যে কুরআন পড়েই সাহাবীদের ঈমান বেড়েছে, সেই কুরআন আমরাও পড়ি কিন্তু অন্তরের এই কি হালত? ইয়া রব! এই কুরআনকে আপনি আমাদের জন্য অন্তরকে দ্বীনের পথে দৃঢ় রাখার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমার জীবনে কুরআনই লাগবে। আমিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১৪) দ্বীনের পথে টিকে থাকার জন্য কাজ কর্মের ছোট তালিকার মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হিকমাহ। হিকমাহ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী আল্লাহ পাক আপনার জ্ঞানে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করে চাইবেন, আল্লাহ আমি এমন পরিস্থিতিতে কি করব। আল্লাহ পাক আপনার অন্তরে করনীয় বিষয় ওহীর মত করেই ঢেলে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। সঠিক বিষয় অন্তরে ঢেলে দেয়ার বিষয় মিথ্যা হতেই পারে না। আল্লাহু আকবার। সকল বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন। কোন বিষয় যদি এমন হয় যার সাথে অন্তরের চিন্তা ভাবনা মিলে নি, সেটার মধ্যেও কল্যানকর বিষয় আছে। কারন মুমিনের সাথে অকল্যানকর কোন কিছুই ঘটে না।

১৫) ছেলে সন্তান একটু বড় হয়ে গেলে ৫/৬ বছর, আগেই ফরজ নামাজের জন্য লক্ষ্য নির্ধারন করতে হবে। সন্তানকে ৫/৬ বছর পর্যন্ত যদি সবরের শিক্ষা না দেয়া হয় তাহলে তো আমলও করা সম্ভব হবে না। কারন আমল করতেও তো সবর লাগবে। একটা ছোট বাচ্চাকে ৫/ সাড়ে ৫ বছরের মধ্যে আল্লাহ পাক মসজিদে যাওয়ার জন্য কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এটা কি এত সহজ? বাচ্চাকে ঘুম

থেকে উঠতে বললেই কি সে উঠে চলে যাবে মসজিদে? আল্লাহর কাছে অনেক দুআ করতে হয়েছে এজন্য। আল্লাহ পাক আপনি আমার ঘরে ফজর নামাজ নিশ্চিত করে দিন সবার। যে ঘরে ফজরের নামাজ নিশ্চিত হয় সে ঘর আল্লাহর জিম্মায় চলে যায়। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

আমার বাচ্চা যখন একদম ছোট মাত্র হাঁটা শিখেছে এমন অবস্থা। সে ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে কান্নাকাটি করত, মসজিদে যাওয়ার জন্য বায়না করত। আমি বুঝতে পারতাম না এ সময় কেন কান্না করত। আমি যখন যেটা বুঝতে না পারি, আল্লাহর কাছে দুআ করে জানতে চাই। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে আল্লাহ পাক যেহেতু ঘরে থাকা কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ, সব ধরনের বাজার, এদিক সেদিক ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদি সব থেকে আল্লাহ পাক বিরত রেখেছেন। বাচ্চা দেখতে পাচ্ছে ঘর থেকে একমাত্র বাবা বের হয়। বাবা অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয়, আর মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়। অফিসে তো বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এজন্য বাচ্চা মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করত। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আমার বাচ্চার জন্য এভাবেই মসজিদে যাওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমি যদি সারাদিন ঘর থেকে বের হতাম বাচ্চাকে নিয়ে তাহলে কিন্তু তার মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হতো না। কারন সারাদিন তো তার ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ আছেই। কিন্তু ঘরে থাকার কারনে তার ঘর থেকে বের হওয়ার একমাত্র সুযোগ হাতে থাকে বাবার সাথে মসজিদে যাওয়া। সুবহানাল্লাহ। আমার বড় বাচ্চার বয়স তখন ৬ বছর। ছোট বাচ্চার বয়স তখন ২ হবে। বাচ্চাকে নিয়ে যখন তার বাবা মসজিদে যেত সবাই বলত এত ছোট বাচ্চা নিয়ে এত শীতের মধ্যে মসজিদে কেন এসেছে, তখন শীতকাল ছিল। তার বাবা বাসায় এসে আমাকে বললেন, আমি কেন বাচ্চাকে দিয়েছি মসজিদে যেতে সবাই ওনাকে বকেছে। আমি ভাবছি আমি কখন দিলাম বাচ্চাকে? সুবহানাল্লাহ।

১৬) অহেতুক ভাবে দুনিয়া আপনাকে অপমান করবে। আপনি চুপ হয়ে যান, সয়ে যান। যা কিছু হোক, চোখের পানি দিয়ে আল্লাহর কাছেই চাইতে থাকুন। আমিও আল্লাহকে বলতে লাগলাম, বাচ্চার দোষ কোথায়! সারাদিন ঘরে থাকে। বাচ্চা গেমস খেলতে চায় নি, দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা করতে চায় নি, মসজিদে যেতে চেয়েছে সেটা নিয়েও কথা শুনতে হয়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই তো বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করবে না। এনার্জি তো থাকে না ঘুম থেকে উঠার সাথে সাথেই। চিন্তা করে দেখলাম ফজরের নামাজ দিয়েই শুরু করতে হবে, এটাই উত্তম। আমার মেয়ের যখন ৬ বছর ছিল তখন আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিয়েছিলেন যে ৭ বছর থেকে বাচ্চাদের নামাজের জন্য বলতে হবে, শেখাতে হবে। সেটা জানার পর আমি চিন্তা করছিলাম ততদিন আমি যদি না বাঁচি, আমি যদি শেখানোর তৌফিক না পাই। বাচ্চার ৬ বছর বয়স থেকে, আমার মেয়ের বয়স তখন ৬ ছিল। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, আল্লাহ আপনি ছাড়া তাকে ঘুম থেকে কে উঠাবে। আপনি ঘুম থেকে নামাজের জন্য উঠিয়ে দিন।

আমরা রাতে জান্নাতের গল্প করে ঘুমাতাম। ঘুম থেকে ডাক দেয়ার সময় বলতাম, "মা জান্নাতে যাবা না, উঠো।" ডাক দেয়ার সাথে সাথেই উঠে পড়ত। সুবহানাল্লাহ। তার আগে আল্লাহ পাক আমাকে তাহাজ্জুদে দুআ করার তৌফিক দিতেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি ডাক দিলেই সে যে ঘুম থেকে উঠবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ আপনি সহজ করে দিন আমার জন্য। আল্লাহ পাক যেমন দুআ করার তৌফিক দিতেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক তার চেয়েও অধিক সহজ করে দিতেন বিষয় গুলো। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমাদের সবার রুহ এর নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর হাতে। আমরা শুধু বলতে পারি, ডাকতে পারি কিন্তু আমাদের কথায় কি তারা আমল করবে? আমল করার তৌফিক আসবে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকলে আল্লাহ পাক সবার অন্তরকে স্থির করে দিবেন।

১৭) আল্লাহ পাক যখন সবর করার শিক্ষা দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, তাদের জন্য নামাজ পড়াও সহজ করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। ৭/৮ বছরের মধ্যে সব রোজা রাখার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়ে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহু আকবার। দ্বীন এভাবে কায়েম করতে হবে। বাচ্চাকে যদি সারাদিন পড়ো পড়ো বলতেই থাকি, চাপ দিতেই থাকি তাহলে বাচ্চার মধ্যে সবর আসবে না। আপনি হয়ত বাচ্চাকে ২ বছরের মধ্যে অনেক কিছু শিখিয়ে ফেলেছেন কিন্তু বাচ্চার যখন ৫ বছর হয়ে যাবে আপনি দেখবেন সেই আশানুরূপ ফলাফল পাচ্ছেন না। ২ বছর বয়সে আপনি বাচ্চাকে নিয়ে যদি অভ্যাস করান বাচ্চা ১ ঘন্টা পড়তে বসবে, বাচ্চার ৫ বছর বয়স হলে আপনি আশা করবেন যে বাচ্চা ৫ ঘন্টা কেন পড়ে না। অথচ ততদিনে বাচ্চার বুঝ জ্ঞান হয়ে যাবে, বাচ্চা বুঝতে পারবে যে এগুলো মজার কাজ না। সে আর পড়তে বসবে না। তারচেয়ে বরং আপনি বাচ্চার সাথে টুকটাক কাজকর্মের মাধ্যমে সামান্য সামান্য করে সময় বাড়ান। ৫/৭ বছরের মধ্যে দেখবেন বাচ্চা যথেষ্ট মনযোগের সাথে পড়ার জন্য বসবে ইনশাআল্লাহ। বাচ্চাকে খেলার সুযোগ দিন।

আমরা চিন্তা করি বাচ্চা ১ সপ্তাহের মধ্যে সব বর্নমালা কেন পারে না, এটা সেটা কেন পারে না। এত চাপ দিবেন না বাচ্চাদের। আপনি বরং দুআ করুন। আপনার দুআ কেন কবুল হয় না, আল্লাহর কাছে জানতে চেয়ে দুআ করতে থাকুন। আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলুন। পড়াশোনার জন্য বাচ্চার সারাজীবন পড়ে আছে। আমি আপনি এই বয়সে এসে এখনো কিছুই পারি না। না আমাদের সালাত ঠিক হয়, না একটা সূরা। না আমাদের দুআ কবুল হয়, না নজর হেফাজত করতে পারছি, না মাখরাজ ঠিক আছে, কত শত কমতি নিজেদের মধ্যে। এসবের মধ্যে একটা বাচ্চার উপরে আমরা কত চাপ দেই। আল্লাহুমাগফিরলি। অতিরিক্ত চাপের কারনে বাচ্চা অলস হয়ে যায়। এগুলো পরীক্ষিত। আমি আমার গায়ের জোরে বাচ্চাকে পরিচালনা করতে পারব না। আল্লাহ পাক তাকে পথ দেখাবেন। আল্লাহর কাছে দুআ করে সন্তানের জন্য সহজতা চাইতে হবে।

১৮) সন্তানকে শুরুতেই সবরের শিক্ষা দিতে হবে। আমার উমরার একটা ঘটনা একটু উল্লেখ করছি। আমরা বাসে করে যাত্রা শুরু করেছিলাম। ৩৬ ঘন্টার পথ। ৭/৮ ঘন্টা পর বাস নষ্ট হয়ে যায়। গরমের সময় আমরা উমরার সফরের জন্য বের হয়েছিলাম। আমি ও আমার মেয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কুচকুচে কাপড়ে ঢাকা। গায়ের রং বুঝতে পারার কোন উপায় নেই। কি পরিমান গরম সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। তাপমাত্রা ১০০ এর বেশি, বাসের ভিতরে এমন অবস্থা। এসিও নষ্ট হয়ে যায়, বাসও নষ্ট হয়ে যায়। আমার সন্তানেরা একবারের জন্যও বলে নি, আরেকটা বাস কখন আসবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমরা তো অনেক দূরে চলে এসেছি, আরেকটা নতুন বাস আসতেও তো অনেক সময় লাগবে। বাচ্চাদের সবর দেখে আমার চোখে পানি চলে আসে। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। পানির পিপাসার কারনে একটু পানি চেয়েছে, এইটুকুই। আমার বাচ্চারা যদি এই সফরে পুরা পথ জুড়ে যদি চিৎকার করত, কান্না করত আমাদের জন্য আরো কঠিন হতো বিষয় গুলো। আমার বাচ্চারা জুব্বাও খুলে নি। কারন আমার বাচ্চারা জানে, আমার মা'র কাছে আল্লাহর দেয়া বিধান সবার আগে। সুন্নাহর গুরুত্ব সবার আগে। আম্মুর অনুমতি ছাড়া জুব্বা খুলে ফেলতে পারি না। আম্মু যদি বলে তাহলে খুলতে পারি। আল্লাহু আকবার কাবিরা। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এবার একটু চিন্তা করুন, আপনারা আপনাদের সন্তানদের কি বানাতে চাচ্ছেন? মুফতি মাওলানা হাফেজ? আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম সবর চাইবেন না? বোনেরা একটু চিন্তা ভাবনা করি। এমন পরিস্থিতিতে আপনার বাচ্চারা থাকলে কি করত। আপনি কি কোনদিন ৩৬ ঘন্টার বাস যাত্রায় ছিলেন? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক যেন এমন ঈমানের পরীক্ষা কারো না নেন। এত সময় কি বাচ্চাকে বাসে রাখা যায়? যারা বিমানে সফর করে, তারা কি জানেন না? বাচ্চাদের কি বিমানেও বসানো যায়? বাচ্চারা কি স্থির থাকে? কারন মা বাচ্চাকে সবরের শিক্ষা দেয় নি। এ কারনে বাচ্চার জন্য পুরা বিমান, বাস সব অস্থির। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনদের, সন্তানদের উত্তম সবর করার তৌফিক দেন। আমিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।

- দ্বীনে অটল থাকার জন্য ছোট কর্মতালিকা:

১. আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ
২. নামাজ কি শুদ্ধ হচ্ছে/ নামাজে কি মনযোগী হতে পেরেছি?
৩. কুরআন শুদ্ধ করা
৪. নজরের হেফাজত
৫. পর্দা নিয়ে সচেতনতা (এমনভাবে পর্দা করা যেন আমি অন্ধ, বধির পরপুরুষ এর ক্ষেত্রে)
৬. ফরজ ইবাদত আদায় নিয়ে সচেতনতা

৭. তওবা, ইস্তেগফার, দুরূদ
৮. দুআ, দুআ, দুআ
৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা
১০. আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর বান্দার প্রতি সুধারনা রাখা।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

১) **প্রশ্ন:** সিজারে বাচ্চা হওয়ার পরে ১৩ মাস পর্যন্ত হায়েজ/ মাসিক/ পিরিয়ড হয় নি। করনীয় কি?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। বাচ্চা হওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত হায়েজ বন্ধ থাকতে পারে। একেকজনের ক্ষেত্রে বিষয়টা একেক ধরনের হতে পারে। এছাড়াও বদনজর বা জ্বীনের সমস্যার কারনেও হতে পারে। যদি এটা (বদনজর/জ্বীনের সমস্যা) হয়ে থাকে তাহলে দেখতে হবে কি কারনে এ সমস্যা হচ্ছে। নামাজ, পর্দা, নজর হেফাজত, মাসনূন আমল ইত্যাদি এসব বিষয় ঠিকমত আমল করার তৌফিক হচ্ছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে এসব ঠিক করার জন্য মেহনত করতে হবে। তাকওয়া অর্জনের জন্য মেহনত করতে হবে। বদনজর এর সমস্যার জন্য নিয়মিত রুকইয়াহ গোসল করতে হবে।

২) **প্রশ্ন:** রুকইয়াহ কিভাবে করব?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আমরা এভাবে রুকইয়াহ করতে পারি ইনশাআল্লাহ:

দুরূদ
সূরা ফাতিহা
সূরা ইখলাস
সূরা ফালাক
সূরা নাস
আয়াতুল কুরসী
বাকারাহ ২৮৬,২৮৬
দুরূদ

ইনশাআল্লাহ ১/৩/৫/৭ বার করে পানিতে ফু দিয়ে রুকইয়াহর গোসল করতে পারি। পানিতে ফু দিয়ে খেতে পারি,পানি ছিটিয়ে দিতে পারি শরীরে,ঘরে। শারীরিক মানসিক আত্মিক

সুস্থতার জন্য নিয়ত করতে পারি,বা যেকোন সমস্যার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সহজ করুক। বারাকাল্লাহু ফিকুম। জাযাকুমুল্লাহু খাইরন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ।

৩) প্রশ্ন: আমার এক আত্নীয় জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত। তাকে সহযোগিতা করার জন্য আমার করনীয় কি? আমার ব্যক্তিগত আমল ইবাদত খুব বেশি না। আমি শুনেছি রুকইয়াহ বিষয়ক সহযোগিতা করতে হলে নিজের আমল ইবাদত অনেক বেশি হতে হয়, না হলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। শুরু থেকেই আল্লাহ পাক যখন আমাকে রুকইয়াহর বিষয় সম্পর্কে জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, তখন থেকেই আমি আমল করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ পাক আমাকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি দুআ করতাম, আল্লাহ আপনি ছাড়া আমাকে বাঁচানোর কেউ নেই। আপনি আমাকে বাঁচান। আমি জ্বীন জাতি আছে সেটা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি তাদের ভয় করি না আলহামদুলিল্লাহ। আমি অন্তরে এমন চিন্তা লালন করি, বদনজর, জ্বীন জাতি, কুফুরি করে এমন দল ইত্যাদি আমি কাউকে ভয় করি না। এরা কেউ আমার আল্লাহর চেয়ে শক্তিশালী না। আমার আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট।

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ
"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।" (সূরা আল-ইমরানের ৩:১৭৩)

আমি নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই পরিবর্তন, আমল ইবাদত নিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা চেষ্টা তো করতে পারি। আল্লাহ পাক তো বলেছেন যে তিনি গফুরুর রাহীম, তিনি আমাদের জান্নাতে দাখিল করাবেন। আমাদের এত ছোট খাট আমলের মাধ্যমে এত বড় সুরক্ষা পাওয়ার কথা না। তারপরও আল্লাহ পাক সুরক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের কাছে কেউ যদি সহযোগিতার জন্য আসে তাহলে আমাদের এই জায়গা থেকেই সাহায্য করতে হবে। এবং অন্তরে কোন ভয় রাখা যাবে না যে তাদের সহযোগিতা করতে গেলে, তাদের জন্য দুআ করলে সেই জ্বীন আমাদের কোন ক্ষতি করবে।

আমার যদি একটা হাই উঠে, আমি দুরূদ, ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, নাস পড়ে গায়ে ফু দেই আলহামদুলিল্লাহ। রাতে ঘুমানের সময় হয়ে গেলে তখন সাধারন ভাবে ২/১ হাই আসে। এছাড়া অন্য সময় যদি হাই/হামি আসে তখন সাথে সাথে রুকইয়াহ করি আলহামদুলিল্লাহ।

- আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে যথাসম্ভব তা

রোধ করবে। কারণ তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হাঁ' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে। (বুখারি, হাদিস : ৩২৮৯)

আমি বিশ্বাস করি আসমান জমিনের মালিক সকল ক্ষতিকর বিষয় আমার, আমার পরিবার পরিজন, বংশধরদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমি জানি আমার আল্লাহ আমার সাথে আছেন। আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ পাক বলেছেন একমাত্র আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করতে। আমি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না। আমি এখনো অনেক আমল করতে পারছি না, আমলে হয়ত আসতে পারছি না। কিন্তু ভয় করি একমাত্র আল্লাহকে। জ্বীন জাতি, যাদু টোনা, কুফরি ইত্যাদি এসবকে ভয় পাবো কেন। কেউ বিপদগ্রস্ত হলে তাকেও আমরা সাহায্য করব। আর কাউকে ভয় করব না, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করব। যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, তাকে আল্লাহ মা'র চেয়েও বেশি সুরক্ষা দেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে।

আমাদেরকে এখনো আল্লাহ পাক দ্বীন থেকে দূর করে দেন নি, দ্বীনে টিকে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মানুষের অন্তরে এই বিশ্বাস দিচ্ছেন যে অমুক বান্দার সাথে পরামর্শ করলে সে হয়ত সহযোগিতা করতে পারে ইনশাআল্লাহ। আমরা এ বিষয় গুলো নিজে থেকে কাউকে বলি নি। দায়িত্ব আল্লাহর তরফ থেকেই আসছে। বুঝতে হবে। আল্লাহ পাক যদি আপনাকে সে দায়িত্ব দেন, তাহলে নিজেকে সংশোধন করার মেহনত আরো বাড়াতে হবে।

বদনজর বা জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত বিষয় গুলো বুঝতে পারলে সাথে সাথেই আল্লাহর আশ্রয়ে চলে যাওয়া। সব পরিস্থিতিতে আমাদের তো একমাত্র আল্লাহর দিকেই ছুটে যেতে হবে। জ্বিন জাতি দ্বারা আক্রান্ত আত্মীয়ের চিকিৎসা/ তাদের সাহায্য করতে করতে আল্লাহ পাক আমার জন্য তাকওয়ার পথকে আঁকড়ে ধরা আরো সহজ করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

৪) প্রশ্ন: বিয়ের আগে ও পরে কি ধরনের পার্থক্য থাকতে পারে? কি ধরনের প্রস্তুতি নেয়া উচিত?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু কথা শেয়ার করব, আশা করি এর মাধ্যমে কেউ না কেউ উপকৃত হবেন, ইন শা আল্লাহ।

প্রত্যেক মেয়ের জীবনে বিয়ের আগের এবং পরের সময়ে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বিয়ের আগে একটি মেয়ে অনেকটা স্বাধীন জীবন যাপন করে। সে চাইলে ইবাদত করতে পারে, বিভিন্ন কোর্সে অংশ নিতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে তার নিজের মতো করে সময় কাটাতে সক্ষম হয়।

কিন্তু যখন একটি মেয়ের বিয়ে হয়, তখন চাইলেই সে আগের মতো অনেক কিছু করতে পারে না। তার জীবনে আসে নানা পরিবর্তন, অনেক কিছুর সাথে তাকে মানিয়ে চলতে হয়। বিশেষ করে যারা বিয়ে নিয়ে এক ধরনের ফ্যান্টাসির জগতে ডুবে থাকে, তাদের জন্য এই পরিবর্তনগুলো আরও বেশি কঠিন মনে হয়। কারণ তখন তারা তাদের কল্পনার জগতের সাথে বাস্তব জীবনের মিল খুঁজে পায় না। তাই আমার অনুরোধ থাকবে, বিয়ে নামক বিষয়টিকে ফ্যান্টাসির চোখে না দেখে বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করা।

বিয়ের আগে যে বিষয়গুলোতে প্রস্তুতি নেওয়া সবচেয়ে বেশি দরকার তা হলো - আমার ভালো লাগুক বা না লাগুক, সব পরিস্থিতিতে চুপ থাকতে শেখা; হিকমাহ অনুযায়ী চলা এবং কথা বলা; ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা রাখা; আল্লাহ পাকের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করা (তাহলে দেখবেন অনেক সমস্যা আল্লাহ পাক সমাধান করে দেবেন, ইন শা আল্লাহ); এখন যতটা সম্ভব বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, ইন শা আল্লাহ (কারণ বিয়ের পর দেখবেন অনেক কিছুই আপনার নাগালের বাইরে চলে যাবে, শুরুতেই সবকিছু আপনার মন মতো হবে না, এর জন্য অনেক সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন হবে); বেশি বেশি দোয়া করা শেখা (যদি দোয়া করার অভ্যাস না থাকে, তবে এখনই এটিকে নিজের সাথে গভীরভাবে মিশিয়ে নিন); মাকে বেশি বেশি সাহায্য করার চেষ্টা করা; যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, সর্বদা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখা; এবং জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সবকিছু আমার কর্মেরই ফল - এমন ধারণা নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করা।

বিয়ের পরবর্তী জীবনে যে বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে হতে পারে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ছোট করে বলার চেষ্টা করছি (সবার ক্ষেত্রে একই রকম হবে না, তবে বেশিরভাগ বোনেরা এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হন) - পর্দা নিয়ে শাশুড়ি কথা বলতে পারেন, যেমন: মেয়ের জামাইয়ের সাথে দেখা করা, ছেলের সাথে দেখা করা ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না, কঠোর অবস্থান নিতে হবে। নমনীয়তা দেখালে সমস্যা বাড়তে পারে। আপনার শরীর ভালো থাকুক বা না থাকুক, কাজ আপনাকে করতেই হবে। আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলা হবে না, অথবা আপনার বাবা-মা যেভাবে যত্ন করতেন তেমন আশা করা যাবে না। কোনো বিষয়ে বেশি আশা করলে মনে কষ্ট বাড়বে, তাই কোনো বিষয়ে বেশি আশা না করাই ভালো। বিয়ের আগে আপনি যেভাবে ইচ্ছে ইবাদত-বন্দেগি করতে পারতেন, বিয়ের পরেও একই সময় পাবেন এমন নাও হতে পারে। তখন হিকমাহ অনুযায়ী দোয়া করে পরিস্থিতি সহজ করতে হবে। তখন আপনার মনে কষ্ট লাগতে পারে অথবা শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে, যেমন - "তুই তো নিজের বাড়িতে এই সময়ে এই ইবাদত করতে পারতি, আর এখন শ্বশুরবাড়িতে কাজ করছিস।" শয়তান তখন আপনার মনে খারাপ ধারণা ঢোকাতে পারে, যা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে করণীয় হলো: শয়তানের কথায় কান না দেওয়া। নিজের সাথে কথা বলুন এবং বলুন, "আমি এটা আমার রবের সন্তুষ্টির জন্য করছি।" আগে ইবাদত করলে আমার রব যে সওয়াব দিতেন, এখন যদি আমি এই সংসারের কাজ করি, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়

আল্লাহ পাক আমাকে সেই একই সওয়াব দেবেন, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহর কসম, তখন আল্লাহ পাক নিজেই আপনাকে প্রশান্তি দান করবেন, ইন শা আল্লাহ। আপনাকে অনেকেই অনেক কথা শোনাতে পারে, এটা যেকোনো বিষয়েই হতে পারে। আপনি চুপ থাকবেন এবং দোয়া করবেন, "হে আমার রব, আমাকে সবরের বিনিময়ে উত্তম কিছু দান করুন।"

বিয়ের আগের জীবন এবং বিয়ের পরবর্তী জীবনকে এক করে দেখা যাবে না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যত মজবুত হবে, ততই কল্যাণ লাভ করবেন। দেখবেন আল্লাহ পাকই আপনার সব সমস্যা সমাধান করে দেবেন, ইন শা আল্লাহ। তাই রবের সাথে সম্পর্ক মজবুত করুন। শ্বশুর থাকলে শ্বশুরের খেদমত করুন। শ্বশুরের খেদমত করলে শাশুড়ি খুশি হন। আর শাশুড়ির খোঁজখবর নিন, তার শরীর কেমন আছে, তিনি খেয়েছেন কিনা - এই ধরনের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করুন। তাহলে দেখবেন আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় শাশুড়ির মনে আপনার জন্য আলাদা একটি ভালোলাগার স্থান তৈরি হবে, ইন শা আল্লাহ। শয়তান অনেক সময় শাশুড়িকে নিয়ে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।

সেজন্য সর্বদা দোয়া চালিয়ে যান। আর দোয়া করুন, "হে আমার রব, উনার দোষগুলোকে আমার চোখে গুণ দেখার তাওফিক দান করুন, এবং আমার দোষগুলোও যেন তিনি গুণ হিসেবে দেখেন সেই তাওফিক দান করুন।" আল্লাহর কসম, তখন অন্যরকম এক অনুভূতি লাভ করবেন, আল্লাহ পাকই তা দান করবেন, ইন শা আল্লাহ।

আমি বাড়িতে কেমন ছিলাম আর এখানে কেমন অবস্থায় আছি - তার সাথে একদম তুলনা করবেন না। যদি পরিস্থিতি পরীক্ষামূলক হয়, তাহলে ভাবুন আল্লাহ পাক আমার সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন, এবং ইন শা আল্লাহ আমি এই পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হবো। এভাবে নিজের মন তৈরি করুন। সবকিছু আপনার নিজের মতো হবে - এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসুন।

আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু করতে চাইলে তাকওয়ার কোনো বিকল্প নেই, আল্লাহর কসম, কিছুই নেই। তাকওয়ার পথে চেষ্টা করলে দেখবেন আল্লাহ পাক আপনার জীবনে সবকিছু সহজ করে দেবেন, ইন শা আল্লাহ। সর্বদা নিজের নিয়তকে যাচাই করুন। কেন এবং কী উদ্দেশ্যে আপনি সবকিছু করছেন - তা ভাবুন। তাহলে দেখবেন শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারবে না, ইন শা আল্লাহ।

আশা করি আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় কোনো না কোনো বোন উপকৃত হবেন, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ পাক সবার জীবনকে অনেক বরকতময় করুন, উত্তম এবং সুস্থতার সাথে। আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রব। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে

জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৩২: নজরের হেফাজত: যিনার ধারে কাছেও যেয়ো না

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চোখের যিনা হলো তাকানো, দু'কানের যিনা হলো শোনা, জিহ্বার যিনা হলো কথোপকথন করা, হাতের যিনা হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের যিনা হলো হেঁটে যাওয়া, অন্তরের যিনা হচ্ছে তা ভোগ করার আকাঙ্খা, এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে। (সহিহ বুখারী ৬২৪৩, সহিহ মুসলিম ২৬৫৭, সুনানে আবু দাউদ ২১৫২)

আর যিনার ধারে-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (আল-ইসরা | আয়াত ৩২)

প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের ধারে কাছেও যাবে না। (আল-আন'আম | আয়াত ১৫১)

২) আজকে যেসব বিষয় আল্লাহ পাকের তৌফিক অনুসারে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ সেগুলো আমার এক দ্বীনি বোনের সাথে কথপোকথন এর একটা অংশ। বোনদের সতর্ক করার উদ্দেশ্য বিষয় গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদের সঠিক বুঝার তৌফিক দিন। সেই বোনের কিছু কথা উল্লেখ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

আমি আমার দ্বীনে ফেরার শুরুর কথা বলছি, যখন আমি ঘুম থেকে উঠার পর থেকে শুরু করে কাজ করতে করতে, রান্না করতে করতে, ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন আলেম উলামাদের লেকচার সিরিজ শুনতাম। শুরুতেই আল্লাহ পাক আমাকে মাওলানা তারিক জামিল, ড খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের লেকচার সামনে নিয়ে আসেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক দীর্ঘ একটা সময় ধরে সেগুলো সব/ বেশিরভাগ শুনে শেষ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তখন আমার মনে হতো আমি যদি কোন কিছু না শুনি তাহলে আমার সময়টা নষ্ট করছি। এজন্য কাজ করতে করতেও লেকচার চালু করতে রাখতাম। দিন শুরু হতো লেকচার দিয়ে, ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যতক্ষণ সুযোগ থাকত লেকচার শোনা চলমান থাকত। আমি যখন মাওলানা তারিক জামিল এবং ড খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের বক্তব্য শুনতাম তখন মনে হতো আমার বাবা, চাচা বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ এমন কেন ছিল না। তাহলে আমি ছোট থাকতেই তাদের কাছ থেকে দ্বীন শিখতে পারতাম। দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে আমার এমন ধারনা ছিল যে লেকচার শুনতে হলে বক্তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না হলে কোন কথা কানে ঢুকবে না। ওনাদের লেকচার শুনতে গিয়ে এসব চিন্তা ভাবনা মাথায় ঘুরতো। ওনাদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক অনেক কিছু জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক ওনাদের দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করুন। আমিন।

৩) আল্লাহ পাক আমাকে যখন ওনাদের লেকচার শুনে শেষ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, তখন আমার ভাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ পাক মিজানুর রহমান আজহারীর কিছু লেকচার সামনে নিয়ে আসেন। আমার ভাই নিয়মিতভাবে ওনার লেকচার শুনেন এবং তখন আমাকেও সেগুলো ফরওয়ার্ড করতে থাকেন। আমিও সেগুলো দেখা শুরু করি। আমার লেকচার শোনার ধরন তো শুরুতেই বললাম কেমন ছিল। দিন শুরু হতো লেকচার দিয়ে, শেষ হত লেকচার দিয়ে। শুরুর দিকে আমার অন্তর সম্পূর্ন খালি ছিল। আমি একদম কিছুই জানতাম না। ইলম অর্জন করা/ কোন কিছু জানতে শিখতে পারা মূল উদ্দেশ্য ছিল। শুরুর দিকে আমার অন্তর সম্পূর্ন খালি ছিল, একটা সময় পর সেটা কিন্তু একদম খালি নেই। কিছুটা হলেও আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। শুরুর দিকে আমার মনযোগ ছিল বক্তা যা বলেছেন সেসবের দিকে। এখন মনযোগ বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। তার উপরে বক্তার বয়স তুলনামূলক ভাবে মাওলানা তারিক জামিল এবং ড খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের এর চেয়ে অনেক কম। নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা এখান থেকে শুরু হয়। শুরুতে আমি বিষয়টা বুঝতে পারি নি।

আমি যখন মিজানুর রহমান আজহারীর লেকচার শুনতাম তখন চিন্তা করতাম আমার স্বামীও তো এমন হতে পারতেন। এমন চিন্তা কিন্তু বয়স্ক বক্তাদের ক্ষেত্রে হয় নি। শুরুর দিকে আমার স্বামীর সাথে কিছু সমস্যা থাকলেও ততদিনে আল্লাহ পাক আমার স্বামীর সাথে সম্পর্ক ঠিক করে দিচ্ছিলেন একটু একটু করে আলহামদুলিল্লাহ। আমি নিয়মিতভাবে মিজানুর রহমান আজহারীর লেকচার শুনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে একদিন স্বপ্নে দেখি, ওনি আমাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহ। এই স্বপ্ন দেখার পর আমি নিজেকে ধিক্কার দিতে শুরু করি। ইয়া আল্লাহ! আমি তো দ্বীন শিখতে এসেছিলাম। আমি এসব কি চিন্তা করছি। আমি কি খারাপ হয়ে গেলাম। আমার অন্তর কি নষ্ট হয়ে গেল! তারপর থেকে আমি মিজানুর রহমান আজহারীর নাম শুনলেও আজরাইল এর মত ভয় পাই। এবং ভয় পাওয়া উচিত।

৪) আমার স্বামীকে দেখতাম তিনি আবু ত্বহা আদনান, ওনার লেকচার শুনতে। আমার স্বামী আমাকে বলতেন আমি যেন ওনার লেকচার শুনি। আমার স্বামী একজন আলেম। তিনি তো আমাকে দ্বীন শেখার জন্যই লেকচার শুনতে বলেছেন। তিনি তো আর বুঝতে পারেন নি যে শয়তান আমার সাথে দ্বীন শেখার বিষয় নিয়ে কিভাবে খেলছে। বেদ্বীন কারো কাছে শয়তান যেভাবে ধোঁকা দিতে আসবে, দ্বীন মেনে চলতে চাওয়া কারো কাছে সেভাবে আসবে না। সে তো আসবে নেক সুরতে ধোঁকা দিতে। সেটাই বুঝতে হবে।

আমি যখন আবু ত্বহা আদনান এর লেকচার শোনা শুরু করি খেয়াল করে দেখলাম ওনার আলোচনা ভিন্ন ধরনের। ওনি ছোট ছোট মসজিদে বক্তব্য রাখতেন এমন। ভেবেছিলাম ওনাকে নিয়ে মিজানুর রহমান আজহারীর মত ফিতনায় পড়তে হবে না। আমি আগের মতই দিন রাত লেকচার শুনতে শুরু করলাম। তারপরে একদিন স্বপ্নে দেখি তিনিও আমাকে বিয়ের প্রস্তাবের বিষয়ে বলছেন। আমি খুবই ধাক্কা খেলাম। চিন্তায় পড়ে গেলাম এসব হচ্ছে কেন। শুরুর দিকে তো এমন ছিলো না। দ্বীন শিখতে এসে এসব হবে কেন।

৫) তারপর আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে, বক্তা যখন বয়স্ক ছিলেন তখন চিন্তা ভাবনা ছিল তিনি কেন আমার বাবা, চাচা ছিলেন না। তাহলে আমি তো তার কাছে দ্বীন শিখতে পারতাম। বক্তার বয়স যখন কমতে থাকলো তখন এই চিন্তা প্রকাশ্যে না আসলেও অবচেতন মনে ছিলো যে, এমন তো আমার স্বামীও হতে পারতেন। তাহলে আমার দ্বীনে শেখার যাত্রা কত সুন্দর ও সহজ হতো। আল্লাহ মাফ করুন আমাকে। তারপর আল্লাহ পাক আমাকে আমার ভুল গুলো বুঝতে পারার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি নামাজেও এজন্য দুআ করে যাচ্ছিলাম।

আমি যে সারাদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যখন সুযোগ পেতাম লেকচার শুনতে থাকতাম এটা কিন্তু এমন যে, আমি সারাদিন সেই বান্দার সহবতেই থাকছি। তার কোন কথাবার্তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে উপকৃত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। কেউ যখন কারো উপকার করে তার প্রতি বান্দার অন্তর নরম হয়ে যায়। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। শুরুর দিকে অন্তর টা একদম খালি ছিল। বক্তা যা বলেছেন মনযোগ দিয়ে সেগুলো নিতে চেষ্টা করেছি অন্তরে। অন্য কোনদিকে মনযোগ যায়নি। এখন অন্তরটা শুরুর দিকের মত একদম খালি না। মনযোগ এখন বক্তার কথার ধরন, আশেপাশের পরিবেশ ইত্যাদির দিকেও যাচ্ছে। অবচেতন মনে সেসবের প্রভাব পড়ার কারনে শয়তান সেসব চিন্তা ভাবনাকে অন্য দিকে মোড় ঘুরাতে সক্ষম হয়েছে।

৬) আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কারো লেকচার এভাবে দিনরাত শুনবেন না। এর প্রভাব অন্তরে পড়ে। কারো লেকচার শোনা, নিয়মিত ভাবে তাকে অনুসরণ করা মানে একটা ভাবে তার সাথেই থাকা। সারাক্ষণ থাকতে থাকতে অন্তর অন্য দিকে মোড় নেয়। শয়তান নেক সুরতে ধোঁকা দেয়। যুবক বয়সী যদি কোন বক্তা হয়ে থাকেন চোখ বন্ধ করে তাদের এড়িয়ে যাবেন। যিনার অনেক ধরন আছে। অন্তরে যে বিব্রতকর চিন্তা ভাবনা আসে এটাও এক ধরনের যিনা। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন। আপনারা বলতে পারেন, এই বোনের মনে হয় চারিত্রিক কোন সমস্যা আছে এজন্য এসব কথা বলে। বোনেরা, আমার ঈমান দুর্বল। আমার নিজের ঈমানকে বাচাঁনোর জন্য আল্লাহ পাক আমাকে তাদের লেকচার সেদিনের পর থেকে পরিপূর্ণ ভাবে শোনা থেকে বিরত থাকার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাদের নামও আজরাইল এর মত ভয় পাই। কোন পরপুরুষের নামের উচ্চারণ শোনারও দরকার নেই আমার যার কারনে আমি এমন ফিতনায় পতিত হবো। আমার স্বামী তো জানেন না আমার অন্তরের হালত। তাই বলে আল্লাহও কি জানেন না?

এভাবে কি তিনি আমাদের দ্বীন শিখতে বলেছেন? আল্লাহ পাক আমাকে ততদিনে বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত যতটুকু ইলম আল্লাহ পাক অর্জন করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো আমলে রুপান্তর করতে হবে। সেগুলো সব আমলে

আনাই তো কষ্টকর। নতুন করে আরো শিখার সময় কোথায়। আর শিখতে হলেও ওনাদের কাছে আর না। আগে আমার নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। অন্তরের বিচার হবে।

৭) আমার দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকের আরো কিছু ঘটনা বলি যখন আমি দেশের বাইরের বিভিন্ন আলেম উলামাদের লেকচার শুনতাম। কিছু দিন শোনার পর খেয়াল করে দেখতাম অন্তরে ওয়াসওয়াসা আসতে থাকে। আস্তে আস্তে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে, এমন ওয়াসওয়াসা কেন আসে? যিনি বক্তা তার ব্যক্তিগত জীবনে মেনে চলা তাকওয়ার প্রভাব তার কথাবার্তা কাজের মধ্যে পড়ে। আল্লাহ পাক ওনাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন। তার পরে দেখলাম তাদের কিছু ভিডিও সামনে চলে এসেছে যেখানে তারা নিজের স্ত্রীদের নিয়েও ভিডিও প্রকাশ করছেন। আল্লাহুমাগফিরলি। মসজিদে হারামে, স্ত্রীর সাথে লাইভে এসেছেন। তাদের জীবনে তাকওয়ার অভাব, যার প্রভাব তাদের যারা অনুসরণ করে তাদের উপরও পড়েছে।

কোন ভিডিও লেকচার যদি শেয়ার করা হয় সেখানে শর্ত উল্লেখ করে দেয়া উচিত। কারন সে ভিডিও নারী পুরুষ উভয়েই দেখতে পারে। ভিডিও যদি কোন নারী দেখে তাহলে তার নজর হেফাজত করা সম্ভব হবে না। স্পষ্ট উল্লেখ করে দেয়া উচিত যে, নারীরা যদি লেকচার শুনতেও হয় সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র কথাগুলো শুনবেন। বক্তার দিকে তাকাবেন না। যদি এভাবে শুনতে পারেন তাহলে শুনুন। না হলে শোনার প্রয়োজন নেই। খোলামেলা ভাবে যে ভিডিও গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে এটাও ঠিক না। আল্লাহ পাক আমাদের সঠিক বিষয় বুঝতে পারার তৌফিক দিন।

আবু বকর (রা), উমার (রা) সহ আরো সাহাবী যারা রয়েছেন তাদের নিয়ে সারাদিন জ্ঞান অর্জনের মধ্যে থাকলেও কি তাদের নিয়ে কোন খারাপ চিন্তা ভাবনা অন্তরে আসবে? কারো অন্তরে কি এসেছে? কোনদিনও না। কারন কি? কারন তাদের তাকওয়ার পর্যায় এমন ছিল যেকারনে আল্লাহ পাক তাদের যেভাবে হেফাজত করেছেন, তাদের নিয়ে জ্ঞান অর্জন, চিন্তা ভাবনা করলেও অন্যরাও কোন ধরনের বিব্রতকর চিন্তা ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

এমন অনেকবার হয়েছে আমি অনেক লেকচার শুনতে গিয়েছি, জানতে গিয়েছি কিন্তু সেটা আর শোনার বা দেখার তৌফিক পাইনি। পরে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে, আমার সেই জ্ঞান এর এখন দরকার নেই। যদি দরকার হতো আল্লাহ পাক সেটা শেখার জন্য আমার উপায় উপকরণ সহজ করে দিতেন আলহামদুলিল্লাহ। যতটুকু আল্লাহ পাক শিখার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, এখন ততটুকু আমলে আনার চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ। ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো ইলম অনুযায়ী আমল করা। আমল ছাড়া ইলম অর্জন করে কি ফায়দা? এই ইলম তো কিয়ামতের দিন আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। আল্লাহ হেফাজত করুন এমন বিপদ থেকে আমাদের।

আমি যখন ঘর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কারনেও বের হতাম তখন পরিচিত যারা ছিলেন মুরব্বি ধরনের মানুষজন, আরো পরিচিত কেউ তারা ভাল মন্দ খোঁজ খবর নিতে কথা বলতেন। অতীতে আমার দ্বীনে ফেরার আগে তো তাদের সাথে দেখা হলে ভাল মন্দ খোঁজ খবর নেয়া হত। আল্লাহ মাফ করুন। দ্বীনে ফেরার পর আল্লাহ পাক যখন একটু একটু করে বুঝার তৌফিক দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে আল্লাহ পাক ঘরে থাকার জন্য কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এবং গায়ের মাহরামদের সাথে সম্পূর্নভাবে যোগাযোগ পরিহার করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

তারপরও যদি কোন কারনে ঘর থেকে বের হতে হতো তখন তারা কথা বলে বসত। বাধ্য হয়ে টুকটাক উত্তর দিতে হতো। আমি তো আপাদমস্তক কালো কুচকুচে কাপড়ে আবৃত। তারপরও আমার তাদের কথাবার্তার কারনে মনে হতো, তারা মনে হয় আমাকে আমার এত মোটা পুরু স্তরের কালো কুচকুচে কাপড়ের ভিতর দিয়েও সব দেখতে পাচ্ছে। আমি এতটা অপছন্দ করতাম বিষয়টা। তারপর থেকে আল্লাহ পাক দুআ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক যদি কোন কারনে আমার ঘর থেকে বের হতে হয় তাহলে আপনি সবার চোখে ধুলো পড়ে আছে এমন হালত করে দিন, যেভাবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর আক্রমন করতে আসা মানুষদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছেন কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পায় নি। একই ভাবে আমি ঘর থেকে বের হলেও আমাকে যেন কোন পরপুরুষ দেখতে শুনতে না পায়, আমিও যেন কোন পরপুরুষ দেখতে শুনতে না পাই আপনি গায়েবী সাহায্যের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করে দিন। আমিন।

৮) এতটুকু পর্যন্ত আমার সেই বোনের সাথে কথপোকথন এর কিছু অংশ আল্লাহ পাক তুলে ধরার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের যেন কল্যানকর বিষয় বুঝতে পারার ও আমলে আসার তৌফিক দেন। নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার দায়িত্ব নিজের উপরই বর্তায়। কেউ জানে না অন্তরে কি চলমান কিন্তু আল্লাহ পাক জানেন। আল্লাহ পাক একটু একটু করে আমাদের দ্বীন শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, একটু একটু করে নূরে আলোকিত করছেন আলহামদুলিল্লাহ। এটাকে বাঁচিয়ে কবর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। আমরা শূন্য হাতে কবর পর্যন্ত যেতে পারি না। এইটুকু যদি বরবাদ হয়ে যায় তাহলে কি পরিনতি হবে আমাদের। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন। আল্লাহ পাক আমাদের আল্লাহ পাকের সাহায্য বিজয় ও নূর দান করুন। আমিন।

এবার আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা বলছি। আমার দ্বীনের ফেরার শুরুর দিকে যখন দেখতাম কোন বক্তা আঁটসাঁট পোশাক পরে দ্বীনের কথা বলতে এসেছেন, আমার মনযোগ সেদিকে চলে যেন অনিচ্ছাস্বত্বেও। আমরা আমাদের দুর্বল ঈমান নিয়ে যেখানে সেখানে দ্বীন শিখতে চলে যেতে পারি না। আমার দ্বীনের ফেরার শুরুর দিকের কথা বলছি আমি যখন লেকচার শুনতাম, বক্তার দিকে আমার মনযোগ চলে যেত। একবার, দুইবার। তিনবারের বার আমার অন্তর থেকে বাধা আসত। আমার অন্তর মেনে নিতে পারত না। কারো কথার ধরনের দিকে মনযোগ চলে যেত। সেসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা হতো যে এমন যদি আমার

স্বামীর হত। সাথে সাথেই আল্লাহ পাক তওবা ইস্তিগফার করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। চিন্তা করতাম, আমার অন্তর তো কলুষিত হয়ে গেল। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি কিভাবে এসব চিন্তা করতে পারি।

৯) আমি কখনো ইউটিউব ঘেটে লেকচার দেখতাম না। বিভিন্ন দ্বীনি বোনদের মাধ্যমে, পেইজের মাধ্যমেই সামনে আসত। আমি লেকচার বাদ দিতাম না, বিশেষ করে জুমার খুতবা। একটা সময় যখন খেয়াল করলাম আমার মনযোগ বক্তার কন্ঠ, পোশাকের দিকে চলে যাচ্ছে তখন বুঝতে পারলাম আর তো শোনা যাবে না। দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকেই আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিয়েছিলেন যে, বোনেরা যেন শুধুমাত্র কথাগুলো কান দিয়ে শুনি, অন্তরে যেন কোন বিষয়ে না নেই। আমিও সে চিন্তা করেই শুধু শুনতাম। শুরুর দিকে মুফতি মেনক এর লেকচার শুনতাম। পরবর্তীতে নোমান আলী খান ওনার লেকচার যুক্ত হয়। মুফতি মেনক, ওনাকে যখন দেখতাম মনে হতো ওনার সাথে আমার বাংলাদেশী কোন আত্নীয়র মিল আছে। এই যে অন্তর মিল খোঁজ করা শুরু করল এটার কি কোন দরকার আছে? আমি কোন অন্য কিছু চিন্তা করছি না কিন্তু মিল খোঁজ করা যে শুরু করলাম সেটার কি কোন দরকার আছে? এটাও শয়তানের তরফ থেকে ওয়াসওয়াসা সেটাও তখন বুঝতে পারি নি।

জুমার খুতবা গুলোর ভিডিওতে চেহারার দিকে সেভাবে খেয়াল করার সুযোগ থাকেনা। দূর থেকে ভিডিও। কিন্তু ফেসবুক পেইজে ওনার একদম কাছ থেকে ছবি, ভিডিও দেয়া। হঠাৎ একদিন দেখে মনে হলো আমি আর ওনি কফি শপে বসে কফি খাচ্ছি আর কথা বলছি, সরাসরি দারস নিচ্ছি। কেমন যেন বিব্রতকর অনুভূতি। আল্লাহ পাক যখন বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকে আল্লাহ পাক লেকচার দেখা, শোনা বন্ধ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। একজন পুরুষ মানুষের এত কাছ থেকে করা ভিডিও দেয়া। এটা কিভাবে তাকওয়া শিখার দারস হতে পারে। এরপর থেকে ওনার লেকচার শোনা দেখা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর নোমান আলী খান এর লেকচার শোনা শুরু করেছিলাম। হঠাৎ করে একদিন দেখলাম ওনি আটঁসাঁট পোশাক পরে এসেছেন। স্যুটেট বুটেড হয়ে দ্বীনের কথা বলছেন। তার লেকচার নারীরাও শুনে। তাকে দেখে কি তারা আকৃষ্ট হবে না? এভাবে এসে দ্বীনের দাওয়াহ দেয়ার শিক্ষা কি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন? সাহাবীরা কি আকর্ষনীয় পোশাকে নারীদের সামনে দারস দিতেন? এসব চিন্তা ভাবনা করতে করতে আল্লাহ পাক ওনার লেকচার শোনা দেখা বাদ দেয়ার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

১০) আলেম উলামাগন কেন ভিডিও বা ছবি প্রকাশ করে সামনে আসেন? এসব ছাড়া কি বক্তব্য পেশ করা যায় না? দাওয়াহ দেয়া যায়না? শিক্ষনীয় বিষয় গুলো লিখিত আকারে, বা শুধুমাত্র অডিও আকারে কি প্রকাশ করা যায়না? তাদের প্রকাশিত ছবি বা ভিডিও নারীরাও দেখছেন। তারপরে আল্লাহ পাক বাংলাদেশের কোন একটা পেইজের মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া আলেমের দারস শোনার সুযোগ পাই।

প্রায় এক /দেড় বছর আল্লাহ পাক সেখানে যুক্ত রেখেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। সেখানে পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল লেকচার শুনে শুনে পরীক্ষা দিতে পারবে, মুখস্ত দিতে হবে না। আমার কাছে সে পদ্ধতি বেশ ভাল লাগে। ওনি দারসে কোন বাড়তি কথা বলতেন না, কোনদিন ওনাকে হাসতে শুনি নি। প্রয়োজনীয় কথা বলে ততটুকুই অডিও দিতেন আলহামদুলিল্লাহ। সেখানে নারী পুরুষ একসাথে না, নারীদের ব্যাচ আলাদা ছিল।

আমি আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিলাম। আমি সহজে কোন মজলিস ত্যাগ করি না। আর এখানে তো আমি ভর্তি হয়েছি, ফ্রি কোর্স ছিল। আমি ওয়াদাবদ্ধ যে কোর্স শেষ করতে হবে। কিন্তু আমি দেখলাম ১/দেড় বছর পরে কোনভাবেই আমি দারসে বসতে পারি না। বিভিন্ন পরীক্ষা শুরু হয়ে যায় দারসের সময়। ঘরে আমার ডিভাইস একটাই। এটা দিয়েই ছেলে মেয়েরও ক্লাস হয়। ব্যস্ততা বেড়েছে। আমাকে আল্লাহ পাক মূল বিষয় বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন যে, এখন আল্লাহ পাক চাচ্ছেন না যে আমি কোন পরপুরুষের দারসও শুনি। সেই আলেম তিনিও তো জেনারেল লাইন থেকেই এসেছিলেন। একটা সময় পরে এসে দেখলাম অন্তরে এমন চিন্তা চলে এসেছিলো যে, এসব শিক্ষা আমাদের বাবা ভাইরা কি দিতে পারে না? অন্তরে তুলনা চলে আসছিল। এগুলোই হলো ওয়াসওয়াসা। আল্লাহ পাক সেখান থেকেও ফিরে আসার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

১১) আল্লাহ পাক আমাকে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে করে নিজেকে দূরে রাখার তৌফিক দিচ্ছিলেন কোন ফতোয়ার ভিত্তিতে, কোন শিক্ষার ভিত্তিতে? আমার অন্তরে বারবার করেই সেই নারী ফিতনার হাদীসের কথা মনে হতো। এই হাদীস পড়ার পর আমার মনে হলো, আমি কি সেই নারী যার কারনে অন্য পুরুষেরা ফিতনায় পতিত হবে? তারপর থেকে আল্লাহ পাক আমাকে লিখিত আকারে বিষয় গুলো পড়ার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। পুরুষদের অডিও বা ভিডিও সব ধরনের দারস হতে আল্লাহ পাক ফিরে আমার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার পর [আমার উম্মতের] পুরুষদের জন্য নারী-জাতির ফিতনার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো কিছু রেখে যাই নি।' **[সহিহুল বুখারি, হাদিস : ৫০৯৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭৪০।]**

১২) আরিফ আজাদের একটা লাইভ ছিল, সেখানে আমিও যুক্ত হয়েছিলাম ওনি কি বলেন সেটা জানার জন্য। খেয়াল করে দেখলাম ওনাকে যখন কোন প্রশ্ন করা হচ্ছে ওনি অডিও বা ভিডিও কোনভাবেই সামনে না এসে উত্তর লিখে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি চিন্তা করে দেখলাম, আল্লাহ পাক এই বান্দাকে যে আমল করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, এর মাধ্যমে সে আমাকে ফিতনামুক্ত রেখেছে। ফিতনার জামানায় এ পদ্ধতি সবচেয়ে উত্তম আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে যদি দ্বীনের কাজ করা যায়, আশা করা যায় নারীদের উত্তম দ্বীনও শেখানো যাবে।

ওনার পেইজও আনফলো করে দিয়েছিলাম। অন্তরে যেন এমন চিন্তা না আসে যে, আরিফ আজাদের লেখা আরো একটু পড়ি। অন্তর থেকে যিকিরের মত যেন বের না হয়। যেহেতু ওনি এখনো জীবিত। আমি যদি ওনার লেখা বারবার খুঁজতে থাকি সেটাও একটা ফিতনা। অনেকে অনেক মন্তব্য করে বসতে পারেন। যে আমার মত এত দুর্বল না আপনাদের ঈমান, মনে করতে পারেন। যেভাবে যা চিন্তা করুন না কেন, আল্লাহর জন্য একটা কথা স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে, বিচার হবে অন্তরের। শয়তানের চাল এত সূক্ষ্ম এটা বুঝার জন্য আরো ডিগ্রি নিতে হবে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন।

তাদের একেকটা পেইজে লাইভ বা অন্যান্য কার্যক্রমের কারনে অন্যান্য পুরুষদের ছবি বা ভিডিও চলে আসতো। আমার অন্তরে কোন পরপুরুষের ছায়াও যেন না থাকে। এজন্য সব ধরনের পেইজ থেকে বের হয়ে আসলাম। শুধুমাত্র এমন কিছু পেইজ বা চ্যানেলে যুক্ত ছিলাম যেখানে সাহাবীদের নিয়ে কথাবার্তা লেখা ছিল। সাহাবীদের নিয়ে অন্তরে কখনোই কোন বিব্রতকর চিন্তা আসে নি? কারন তারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। সুবহানাল্লাহ। এছাড়া আর সবাইকে নিয়ে অন্তরে ওয়াসওয়াসা আসতেই থাকে। এসব বিষয় নিয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমাদের সাবধান হতে হবে।

১৩) পরপুরুষের কাছ থেকে নিজেকে যত হেফাজত করতে পারলাম আল্লাহ পাক ততই আমার সম্মান আমার স্বামী, বাবা, ভাই সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বাড়িয়ে দিলেন। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। শেষ জামানায় পিপিলকার পায়ের মত করে ফিতনা কাছে আসতে থাকবে। দ্বীনি বোনেরা এসব ফিতনায় আরো বেশি আক্রান্ত হচ্ছে যদি তারা দেখে যে অপরপক্ষ ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার। তারা ইনবক্স পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে বিয়ে করে হোটেলে গিয়ে রাত যাপন করছে ৭/৮ টাকা মোহরানার বিনিময়ে। বিয়েও কেউ জানতো না। তালাক হয়ে গেলেও কেউ জানতে পারে না। বোনেরা কেন নিজেদেরকে এভাবে অপমানিত করছেন? দেহ ব্যবসায়ীরা প্রতি রাতের জন্য যেভাবে টাকা নেয় এখন দ্বীনি ঘরনায় বিয়ের নামে এটা চলছে। এক রাতের জন্য বিয়ে করে আবার তালাক। আল্লাহুমাগফিরলি।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় কেন একজন নারীও অবিবাহিত থাকতেন না? তাদের অতীতে বিয়ে হলেও, সন্তান থাকলেও তাদের সহজেই পরবর্তীতে বিয়ে হয়ে যেত কারন তাদের অন্তরের তাকওয়া। একটা নারী সমাজে অবিবাহিত থাকা মানেই দুঃশ্চিতার কারন। এখন কারো কোন চিন্তা নেই কারন নারীরা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছে। নারীরা এখন পরপুরুষের ইনবক্স পর্যন্ত চলে যাচ্ছে, ছেলে ডাক্তার ইন্জিনিয়ার এসবের ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। অনেক বছর আগের একটা ঘটনা। একজন ডাক্তার, ওনি অনলাইন দ্বীনি আলোচনা কিছু করতেন। তিনি যখন বিয়ে করেন, বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পরে বোনেরা ইনবক্সে যা করেছেন সেসব নিয়ে তিনি একদিন লাইভ করেছিলেন। খুবই লজ্জাজনক

ছিল কথাগুলো। কিভাবে কোন তাকওয়াবান নারী কোন পরপুরুষের ইনবক্সে বিয়ের বিষয় নিয়ে এসব কথাবার্তা বলতে পারে? নূন্যতম লজ্জা কি বাকী আছে বোনদের মধ্যে? আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। আল্লাহ হেফাজত করুন।

বোনেরা যখন একে অপরের সাথে কথা বলেন, নিজেদের প্রকাশ করেন এভাবে যে আমরা তো এখনো মিসকিন, অর্থাৎ এখনো বিয়ে হয়নি। কথাগুলো কেমন যেন নির্লজ্জ শোনায়। কোন তাকওয়াবান নারীর শব্দচয়ন এমন হবে কেন? এসব নিয়ে ফেসবুকে, সোশাল মিডিয়াতে লেখালেখি বা কমেন্ট চালাচালি করা প্রত্যেকে গায়রতবোধহীন। তাদের মধ্যে হায়া বলতে কিছু নাই। বিয়ের মত একটা বিষয় নিয়ে কিভাবে প্রকাশ্যে ঢোল পিটানোর মত করে বলা যায়? আল্লাহু আকবার।

১৪) বোনদের এমন কার্যকলাপ দেখলে আমি ভীষন লজ্জা লাগে। এই বোনেরা কি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ভুলে গেল? কিভাবে সোশাল মিডিয়ার বাজারে যেখানে নারী পুরুষ সব একত্রে সেখানে এভাবে কথাবার্তা বলা বা লেখা যায়? বোনেরা এখন কারো প্রোফাইল দেখে প্রেমে পড়ে যায়। বিয়ে, এক রাত একসাথে থাকা, তালাক নিত্যদিনের ঘটনা। কবে আমরা সতর্ক হবো? কবে আমাদের লজ্জা হবে? কবে আমরা শুধরাবো? একজন তাকওয়াবান নারী কি নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিতে পারে? যার হিদায়াত নেই, দ্বীনের বুঝ জ্ঞান নেই তারা প্রোফাইল দেখে বিয়ে করে। কিন্তু যাদের দ্বীনের বুঝ জ্ঞান আছে তারা কেন এমন করবে? তাহলে পার্থক্য কোথায় রইল? কুরআন হাদিস কি আমাদের হায়ার শিক্ষা দেয় না?

আমরা যদি সার্টিফিকেট দেখে বিয়ে করি, টাকার চিন্তা করে বিয়ে করি যে সে হজ্জ উমরাহ করাতে পারবে, সাদাকা করতে দিতে পারবে, তার চেহারা সুন্দর ইত্যাদি যেকোন বিষয় তাহলেই বিপদ হবে। আল্লাহ পাক আমাকে উত্তম ভাবে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমার মেয়ের জন্য উত্তম তাকওয়াবান পাত্র, বংশ খান্দান বাছাই করার তৌফিক দিন। আমিন। আমাদের অন্তর যা চায় সেগুলোই সামনে আসে। সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা হয়। কারন আল্লাহ তো জানে আপনার নিয়ত কি। নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন।

আমরা দুআ করব কুরআনের ভাষায়। আল্লাহ আপনি চক্ষুশীতলকারী, তাকওয়াবান বান্দা মিলিয়ে দিন। বোনেরা, আমরা হাদিস গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। নিজেদেরকে পরপুরুষ থেকে আড়াল করি। এমনভাবে দুআ করি যেন, আমাদের যদি কোন কারনে ঘর থেকে বের হতেও হয় তাহলে কোন পরপুরুষ আমাকে যেন না দেখে, আমিও যেন না দেখি। আল্লাহ পাক আমাদের অনলাইন অফলাইন সকল ধরনের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন।

১৫) আমরা এ ধরনের ঘটনাও দেখেছি কম বেশি সবাই, দ্বীনি মহলেও আছে। স্বামী তার স্ত্রীকে দেশের বাইরে পাঠিয়েছেন ডিগ্রি নেয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে অন্য কারো সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে। স্ত্রীও তার নিজের টাকা খরচ করে স্বামীকে পাঠিয়েছে অন্যত্র ডিগ্রির জন্য। সে

অন্য কারো সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই যিনার ধারে কাছে যেতে সহযোগিতা কে করলো? আমরা যেন বিষয় গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। নিজেরা এভাবে নিজেদের ধ্বংস করে না দেই। যে নারীর এক রাতের বিয়ে ছিল, ৮ হাজার টাকা মোহরানা ছিল তারপর তালাক হয়ে গেলো। এসব ঘটনা কেউ কি জানে? কিন্তু আল্লাহ! আল্লাহ কি জানেন না? আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করি। যিনার ধারে কাছে যেও না, এটা খুবই ভারী নির্দেশনা। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন। আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমি, আমার পরিবার পরিজন বংশ খান্দান কেউ যেন এসব ফিতনায় কখনো পতিত না হই। আমরা যেন সেই নারী হতে পারি যাকে বলা হবে, এই ফিতনার যুগে এমন নারী কি আছে নাকি যে অন্ধ বধির এর মত চলাফেরা করে, পরপুরুষ থেকে নিজেকে এভাবে হেফাজত করে। এভাবে চলা ছাড়া নিজেকে ফিতনা থেকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই। পরপুরুষ এর ক্ষেত্রে অন্ধ ও বধির হতে হবে। আমিও যেন পরপুরুষকে দেখতে শুনতে না পাই, পরপুরুষ ও যেন আমাকে দেখতে শুনতে না পায়। আল্লাহ পাক আমাকে আগে আমল করার তৌফিক দিন। উত্তম ভাবে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমাদের সবার জন্য আমল করা সহজ করে দিন। যারা এ বিষয়ে জানার তৌফিক পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তাদের আরো বরকতময় করুন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

নারী ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে সালাফদের কিছু দৃষ্টান্ত

১) মোহাম্মদ বিন সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম! আব্দুল্লাহর আম্মু (তার স্ত্রী) ছাড়া আমি অন্য কোন মহিলার দিকে দৃষ্টি দেইনি। জাগ্রতাবস্থায়ও না আর ঘুমন্তাবস্থায়ও না। স্বপ্নে আমি কোন মহিলাকে দেখলে মনে করছি, এটাতো আমার জন্য হালাল না। অতঃপর তার থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছি। (সাহমু ইবলিস ওয়া কাওছিহ)।

২) রাবী বিন খায়ছাম রাহিমাহুল্লাহ তার দৃষ্টিকে অবনত রাখতেন। আর মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে নিজের চোখকে একদম নীচে নামিয়ে রাখতেন, তখন মহিলারা মনে করতো তিনি অন্ধ। অতঃপর তারা আল্লাহর কাছে অন্ধত্ব থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয়প্রার্থনা করত। (যাম্মুল হাওয়া, ৮০)

৩) আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে যদি বাইতুল মালের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে আমি বিশ্বস্ত হতে পারব। তবে কুৎসিত বিকৃত দাসীর ক্ষেত্রেও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করিনা। ইমাম যাহাবী বলেন তিনি সত্যই বলেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৮৭-৮৮)।

৪) আহনাফ বিন ক্বাইস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা আমাদের বৈঠকগুলোতে খাবার ও নারী সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা থেকে বিরত থাকবে। আমি ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, যে নিজের লজ্জাস্থান ও পেটের বিবরণ দেয়। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৯৪)

৫) সাঈদ বিন মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহুর বয়স ৮৪ বছর, তখন তার এক চোখ নষ্ট, আরেকটির দৃষ্টিশক্তিও একেবারে দুর্বল, এমতাবস্থায় তিনি বললেন, আমার কাছে নারীর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই। (সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৪/২৩৭)।

অন্যত্র তিনি বলেন, আমি নিজের উপর নারীকে ভয়ের মত অন্য কোন কিছুকে এত ভয় পাই না। তাঁরা বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! আপনার মত বুড়ো মানুষ তো আর মহিলাদেরকে চাইবে না, আর না মহিলারা আপনাকে চাইবে। তিনি বললেন, সেটাই আমি তোমাদের বলছি। (কেউ কাউকে চাইবে না, তারপরও আমার এত ভয়)। অথচ সে সময় তিনি ছিলেন ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন বৃদ্ধ এক লোক। (সিয়ারু আলামীন নুবালা, ৪/২৩৭)

৬) আল আলা বিন যিয়াদ (রাহ.) বলেন,কোন মেয়ের উড়নার উপর যেন তোমার দৃষ্টি না পড়ে। কারণ এই দৃষ্টিই অন্তরে কামনা-বাসনা জাগিয়ে তুলে। (আহমাদ, যুহুদ, ৩১১)

৭) আবু হাকীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসসান বিন আবু সিনান একদিন ঈদগাহে গেলেন। অতঃপর ঈদগা থেকে ফিরলে তার স্ত্রী তাকে বললেন, আজ কতইনা সুন্দরী রমণীকে তুমি অবলোকন করেছ। বারবার একই কথা বলার পর তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! বাড়ি থেকে বের হয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার বুড়ো আঙুলের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। (ইবনু আবী দুনইয়া, আল-ওরাআ, ৬)

৮) ওয়াক্বী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা সুফিয়ান সাওরীর সাথে ঈদের দিন বের হলাম। তিনি বললেন, আজ আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো, আমরা আমাদের দৃষ্টি অবনত রাখবো। (ইবনু আবী দুনইয়া, আল-ওরাআ, ৭২)

৯) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন তোমার পাশ দিয়ে কোন মহিলা অতিক্রম করবে তখন তোমার দু'চোখে নিচে নামিয়ে নিবে, যতক্ষণ না সে তোমাকে অতিক্রম করে চলে যায়। (ইবনু আবী দুনইয়া, আল-ওরাআ, ৭২)

১০) হজ্বের সফরে জাহাজে চড়ার আগে টিকা নেয়া বাধ্যতামূলক ছিল সে যুগে। কাফেলার সবাইকে টিকা দেয়া হচ্ছে। টিকা পুশ করছেন একজন নারী। কাফেলার অন্যরা টিকা নিলেও

সবার আদরের রোগা ছিপছিপে মাওলানা সাহেব ব্যাপারটা নিতে পারলেন না। দুঃখে জর্জরিত চেহারা নিয়ে বললেন, বালেগ হওয়ার পর থেকে কোনো বেগানা নারী আমাকে স্পর্শ করেনি! তাঁর দৃঢ়তার সামনে সমস্যা টিকতে পারল না। পুরুষ ডাকতে হলো তাঁর জন্য। মানুষটা ছিল কান্দালাহ পরিবারের তরুণ বুজুর্গ মাওলানা ইলিয়াস রহিমাহুল্লাহ। এমন মানুষদের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা বড় বড় কাজ নেন।

১১) প্রথমে মানুষকে চিন্তা করতে হবে যে, কার কিতাব পড়ছে? কারণ লেখকের প্রভাব পাঠকের উপর সরাসরি পড়ে থাকে। তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ তার মধ্যে স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদিও ওই গ্রন্থে সে কথা পুরোপুরি স্পষ্ট না হয়। আর যদি লেখকের নিয়ত ভালো হয়, ইখলাস থাকে, তাহলে এর প্রভাবও পাঠকের উপর পড়ে। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. [মাজালিসে হাসানাহ : ২/৩৫৭]

১২) একবারের দৃষ্টিতে অন্তরে রোগের জন্ম নেয়: হযরত আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ রহ.-এর সূত্রে হযরত আবদুল ওয়াহহাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনে মিখরাক সর্বদা ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়ার কাছে বসতেন। দুই-তিনদিন ধরে যিয়াদের কোনো সংবাদ ছিল না। সে মজলিসে উপস্থিত হতো না। ইয়াস তখন লোক মারফত জানতে পারেন সে অসুস্থ। একদিন তার সেবায় এসে ইয়াস বললেন, তোমার কী হয়েছে? যিয়াদ বলল, একটি রোগের কথা আমার মনে পড়ছে। তখন ইয়াস বললেন, আমার তো তোমার কোনো রোগের কথা মনে পড়ছে না। তোমার না ছিল কোনো জ্বর, না অন্য কোনো রোগ। তুমি আমাকে আসল ঘটনা খুলে বলো।

যিয়াদ বলল, হে আবু ওয়াসিলাহ, একবার তোমার কাছে জনৈকা নারী আসে। যখন সে তোমার মজলিস থেকে উঠে যায়, তখন আমি তার দিকে তাকাই। এরপর থেকে আমার অন্তরে আসক্তি চলে আসে। এটিই সেই রোগ। [প্রবৃত্তির নিন্দাচার : ২২৫]

১৩) কুদৃষ্টির কুফলগুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, কুদৃষ্টির কারণে মানুষের রিযিক এবং সময় থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। ছোট ছোট কাজ বিশদাকার ধারণ করে। যে কাজের চেষ্টাই করুক তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাহ্যিকভাবে মনে হয় কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু যথাসময়ে গিয়ে হতে হতে কাজ অসম্পন্ন থেকে যায়। এতে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বাড়ে। মানুষেরা মনে করে, কেউ হয়তো (জাদুটোনা) কিছু করেছে। আসলে সে স্বীয় প্রবৃত্তির কুকর্মের কারণে বিপদে পড়ে গেছে। সে নিজেই তা স্বীকার করে বলে, 'একটা সময় ছিল যখন স্পর্শ করলে মাটিও সোনায় পরিণত হতো। আর এখন তো সোনা স্পর্শ করলেও তা মাটি হয়ে যাচ্ছে।' বোঝা গেল, কুদৃষ্টির প্রভাবে মানুষের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। [এখন যৌবন যার : ৬২]

১৪) জাফর বলেন, আমি মালিক ইবনু দিনারকে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার জন্য যত চিন্তা করবে, অন্তর থেকে পরকালের চিন্তা ততো কমে যাবে। আর পরকালের জন্য যে পরিমাণ

চিন্তা করবে, অন্তর থেকে দুনিয়ার চিন্তাই সে পরিমাণ দূর হয়ে যাবে। [শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের দুনিয়াবিমুখতা : ৯৯]

১৫) ইমাম গাযালী রহ. লিখেছেন, স্ত্রীর ওপর স্বামীর অনেক অধিকার রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দুটি : এক. যথাসম্ভব নিজেকে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে হেফাজত করা। দুই. স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে ও প্রয়োজন ছাড়া কিছু দাবি না করা।[ইসলামী জীবনবিধান : মাসায়েল ও নির্দেশনা, পৃষ্ঠা নং : ৫৫৭]

পর্ব ৩৩: মানুষ কি মনে করে তারা ঈমান এনেছে বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে?

১) একদিন খবর আসবে যে আমি আর উপস্থিত হতে পারছিনা। কারন মৃত্যু সত্যি। আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতে হবে। মৃত্যুর প্রস্তুতি স্বরূপ সবসময় হাতের কাছে একটা চাদর রাখবেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই যেন আপনাকে ঢেকে রাখতে পারে। কোনকিছু যেন খুঁজতে না হয়। মাথার নিচের বালিশ সরিয়ে নিচে রাখতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে সেভাবেই রেখে সবাইকে খবর জানানো, ফোন দেয়া এসব যেন না করা হয়। এসব বিষয় পরিবারকে আগে থেকে জানিয়ে যেতে হবে। পরিবারের যদি সেই জ্ঞান না থাকে তাহলে তাদেরকে আগে থেকে এসব বিষয় জানিয়ে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমার কাফনের কাপড় থেকে শুরু থেকে যাবতীয় সব কিছু আল্লাহ পাক গুছিয়ে রাখার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। কাকে কি বলে যাবো, কোথায় লাশ দাফন করা হবে সবকিছু বলে দেয়া আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার মৃত্যুর খবর জানতে পারলে আমার জন্য মাগফিরাতের দুআ করবেন। আমি যদি আপনাদের কারো হক আদায় না করতে পারি, আমার কোন কথায়, আচরনে মনে কষ্ট পেলে মাফ করে দিবেন। কারো মৃত্যুর সংবাদ শুনলে তাকে হারানোর বেদনা যেন অন্তরে না আসে। মূল বিষয় হলো, আমরা রবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছি কিনা। যার সাথে রবের সম্পর্ক নেই সে কখনো অন্য বান্দাকে তার রবের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিতে পারবে না।

২) সবসময় মৃত্যুর চিন্তা থাকতে হবে। মৃত্যুর আবার এমন চিন্তা না যে বাথরুমে যেয়েও ভয় পাই। এসব বিষয় শয়তানের কুমন্ত্রণা। এসব চিন্তা ভাবনা মানসিক সমস্যার কারনে হয়। আমাদের বেশিরভাগ সমস্যা মানসিক কারন আমাদের করার মত কাজ নেই। সারাক্ষণ এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত আমরা। অহেতুক কাজে ব্যস্ত। সারাদিন ফোন ঘাটতে ঘাটতে দিন পার করে দেয়া, দ্বীনের কোন বিষয় বুঝতে পারলেও এই চিন্তা করতে থাকা আমি তো নামাজ, পর্দা করি, নজর হেফাজত করার চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে এটা ওটা কেন দিলেন না, কেন দুআ কবুল করলেন না ইত্যাদি। সবকিছুর উত্তর কুরআনে দেয়া আছে। আমরা এত কুরআন বিমুখ যে প্রশ্ন শুনলেই বুঝতে পারা যায়। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন যে ঈমান আনার পরে আমাদের পরীক্ষা করা হবে।

মানুষ কি মনে করে যে**,** ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে**,** আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না**? (**সূরা আনকাবুত**:** আয়াত ২**)**

৩) আমার মত গুনাহগার বান্দা, এক লোকমা ভাল খেতে গেলেও সেটার মান ভাল কিনা সেটা যাচাই করি, ঘরে কাজ করে দেয়ার জন্য খাদিমা যদি আসেন সে ঘর থেকে যাওয়ার আগে ঘরকে ঝকঝকে তকতকে করে দিয়ে গেল কিনা সেটা যাচাই করি। আর নিজের অন্তরকে এমন কালো কুৎসিত বানিয়ে রেখে দিয়েছি, আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এসব নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি না। আমরা খালি প্রশ্ন

করতে থাকি। আল্লাহ কেন দিলেন না। কেন দিলেন না। আপনি যদি এমন করতে থাকেন তাহলে তো আপনি দ্বীনকে এখনো বুঝতেই পারেন নি। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য কেন এত পরীক্ষা ছিল? তিনি নবুওত প্রাপ্তির আগেও উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তারপরও তাঁর পরীক্ষা কেন এত কঠিন ছিল? সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আমরা কি এমন হয়ে গিয়েছি যে আমরা দ্বীনে ফেরার পর কোন ঈমানী পরীক্ষা থাকতে পারবে না? একটু ঈমানের পরীক্ষা হলে আপনি সেটাকে প্রশ্নে জর্জরিত করবেন যে, আমি তো নামাজ কুরআন পড়ি, পর্দা করি, ঘরে থাকি তাহলে আমার এত বিপদ কেন? আল্লাহু আকবার।

আমাদের চিন্তা ভাবনা যদি এমন হয় তাহলে আমরা কুরআন থেকে বহু দূরে। বোন আমার, কুরআনটা একটু খুলে দেখুন। দেখুন, আল্লাহ পাক কুরআনে কি বলেছেন। আপনি কুরআনে দেখুন আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে কিনা। আপনি যদি আল্লাহর কাছে সময় থাকতেই ফিরে না আসেন তাহলে সারাক্ষণ শুধু এই বান্দা ওই বান্দাকে খুঁজতে থাকবেন। সারাক্ষণ প্রশ্ন করতে থাকবেন। মানুষকে বলতে থাকবেন, আমার এই সেই সমস্যা আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আল্লাহু আকবার। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বোন, সময় থাকতে একটু স্থির হন। কুরআন খুলে দেখুন, পড়ুন। আপনার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ পাক দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এটাও বলেছেন, তাদের সুসংবাদ দেও যারা সবর করেছে। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

৪) আপনি বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে গেলে সব গুন খুঁজতে থাকেন, যেকোন কাজে সর্বোত্তম খুঁজতে থাকেন, বিয়ের পর স্বামীর মধ্যে আরো গুন কেন নেই সেগুলো খুঁজতে থাকেন আর আল্লাহ পাক আপনার শুধু গুনগুলো দেখবেন? তিনি মান যাচাই করবেন না? আল্লাহ পাক যে বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করবেন, যেখানে নবী রাসূলগন থাকবেন, সাহাবীরা থাকবেন, আমরা ঈমানের পথে চলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, আর আমাদের কিছু পরীক্ষা কি হবে না? আমাদের সমস্যার কথা বলতে কি লজ্জা করে না? একটু কি সবর করা যায় না? একটু কুরআন পড়ে কি দেখা যায় না? আমি কি আমার রুহকে স্থির করতে পারছি কিনা। আমার সাথে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের কিছু হলেও মিলে কিনা? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত করে আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিবেন না। কিন্তু দ্বীনে চলার পদ্ধতি এমনই। পরীক্ষা হবেই। এবং কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।

আপনি শুধু কষ্টের কথা বলে বেড়ান, স্বস্তির কথা বলেন না কেন? আল্লাহ কি আপনাকে নিয়ামত দেন নি? ঘুম থেকে উঠার পর থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কোন নিয়ামত কি আপনার জীবনে নেই? বড়ই আফসোস তাদের জন্য যারা নিয়ামতের বর্ননা করতে জানে না, শুধু সমস্যার বর্ননাই করতে থাকে। আমাদের রুহ এত কুৎসিত, আমরা নিজেদের ছোট ছোট একেকটা কাজের জন্য সর্বোত্তম মান খুঁজতে থাকি অথচ আল্লাহ পাক আমাদের আমলের মান যাচাই করে দেখবেন না? আল্লাহর কাছে আমাদের আমল গুলো কি

কবুল হচ্ছে? আমরা কি সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি? আদৌ কবুল হচ্ছে কিনা এই নিয়ে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত। আসমান জমিনের মালিক আমাদের হিদায়াত দিয়ে সম্মানিত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। কিছু ঈমানের পরীক্ষা হচ্ছে, হবেই। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন। ঈমান এনেছি বললেই ছেড়ে দেয়া হবে না, পরীক্ষা করা হবে, যাচাই করা হবে। আমরা আল্লাহর নগন্য সৃষ্টি, আমরাই এত মান যাচাই করি। সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক তিনি কি তাঁর বান্দার আমলের মান যাচাই করবেন না? আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, আমরা আরো আল্লাহকে প্রশ্নবিদ্ধ করি। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৫) রবের আনুগত্য করা খুবই কঠিন। কারন আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাইনা। আল্লাহ পাক একদল সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন যারা ফেরেশতাদের দেখলেও ঈমান আনত না, আমরাও কি তাদের মত?

"আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম**,** আর মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত**,** এবং সব বস্তুকে তাদের সামনে একত্র করে দিতাম**,** তবুও তারা ঈমান আনত না**,** যদি না আল্লাহ চাইতেন**;** কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।**"** **(**সূরা আন**'**আম ৬**:**১১১**)**

এজন্য বেশি করে কুরআন পড়তে হবে। কুরআনে আল্লাহ পাক কি বলেছেন সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত করে জীবন যাপন করতে পারি এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করব। কোনভাবেই ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ না করা ইসলামকে। আমাদের তো প্রশ্ন করার আগে লজ্জা করা উচিত। আমরা আসলে কি চাই? জেনারেল লাইনে থাকাকালীন সময়েও জীবনে শান্তি ছিল না, দ্বীনে ফেরার পরও জীবনে শান্তি নেই। আপনি আরো দশজন মানুষের জীবনের শান্তি নষ্ট করছেন। আমরা নিজেরা যেন এমন না হই, অন্যকে যেন কষ্ট না দেই। আমরা কুরআন থেকে, সীরাহ থেকে নিজেদের জন্য শিক্ষা নিবো, নিজেদের রুহকে শান্ত করা শিখবো। সকল বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিবো। সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবো। এই চিন্তা করব যে, আজকে আমার জীবনের শেষ দিন। যদি সেদিনটা হায়াত পেয়েই যাই, সেটা আল্লাহর তরফ থেকে মহা অনুগ্রহ। আল্লাহ পাক আমাকে আরেকটা দিন নিজেকে আরো উত্তম ভাবে সংশোধন করার জন্য দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন। আমিন।

৬) আমি যখন চাকুরিতে যুক্ত ছিলাম তখন আমার সামনে এমন কোন কথা আসে যে নারীদের চাকরি করা যাবে না। বাইরে বের হওয়া যাবে না। হারাম ইত্যাদি। আমাকে কেউ কোনদিন এসব বলে নি। আমি যখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি, নিজের মত করে চলাফেরা করেছি, কেউ কোনদিন বলে নি। যখন চাকুরিতে যুক্ত হলাম তখন এসব কথা আমাকে বলা হচ্ছে। আমাকে যে একথা বলেছিল তার প্রতি আমার অনেক রাগ হয়েছিল। তখন যে কেন তার উপর রাগ হয়েছিল আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি। আমাকে সময়মত কেউ নিষেধ করে নি। তখন তারা কোথায় ছিল? যখন আমি

পথে ঘাটে বাসে এক ধাক্কা খেয়ে স্কুল কলেজে যেতাম, বাজারে যেতাম তখন তারা কোথায় ছিল? স্কুল কলেজের পড়াশোনা, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন ইত্যাদি করেছি বাবা মার জন্য, চাকরি করেছি নিজের জন্য। এখন এসে আমাকে থামিয়ে দেয়া হচ্ছে যে নারী পুরুষ একসাথে চাকরি করা যাবে না। এটা গুনাহের কাজ।

এতদিন কেন বলা হলো না? আমি বাংলাদেশ থেকে বিদেশেও একা সফর করেছি। মাহরাম ছাড়া চলাফেরা করা যাবে না এই ফতোয়া এখন কে মানে? আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল শ্বশুর বাড়ি, বাবার বাড়ি আমি একাই আসা যাওয়া করতে পারি। আমি একাই আসা যাওয়া করতাম। সব তো একাই করতাম। শুরুতেই এসব বিষয় জানানো উচিত ছিল। ফতোয়া শুধু একটা বিষয় এর জন্য না। এটা সামগ্রিক। সবসময় নারীদের জন্য এসব বিধান ছিল কিন্তু আমার জানা ছিল না, কেউ আমাকে সেই শিক্ষা দেয় নি। এজন্য হঠাৎ করেই আমি যখন জানতে পারি তখন আমার রাগ চলে আসে। আমি যখন বাসে যাতায়াত করতাম, পুরুষেরা গা ঘেষে বসত আমার প্রচন্ড ঘৃনা লাগত। চিন্তা করতাম, আমার মৃত্যু কেন হলো না তখন। এমন চলাফেরা ছিল আমার। আল্লাহ মাফ করুন।

একজন বোরকা নিকাব পরা নারী এভাবে চলতে পারে না। আমি যখন ইন্টারে ছিলাম তখন দেখলাম তালিমের জন্য বোরকা নিকাব পরে কিছু বোন আসতেন। আমি চিন্তা করতাম তারা বোরকা নিকাব পরে বাসে যাতায়াত কিভাবে করতেন? এত ধাক্কাধাক্কি করে? পুরুষদের মাঝে পড়াশোনা করে তারা আমাকে আবার তালিমের জন্যও ডাকছে, এই কেমন দ্বীন? আমার রূহ মেনে নিতে পারত না এসব। আল্লাহ পাক সে বোনদের ক্ষমা করুন। বোরকা নিকাব কোন যেনতেন পোশাক না। এই পোশাকের অনেক ভার। বোরকা নিকাব পরা কোন নারীকে যদি ঘর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কারনে বের হতেও হয় এমন যেন হয়, কোন পরপুরুষ সেই নারীর ছায়া দেখার ও দুঃসাহস না করে। সেখানে গা ঘেষে চলাফেরা করার তো প্রশ্নই উঠে না। বোরকা নিকাব পরা তো সরাসরি কুরআন আয়াতকে বহন করে চলা। আল্লাহু আকবার কাবিরা। কুরআনে পর্দা সম্পর্কিত আয়াত গুলো পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

পর্দার পোশাক গায়ে উঠেছে ঠিকই। কিন্তু এর গভীরতা আমরা এখনো বুঝতে পারি নি। প্রতিনিয়ত পুরুষদের সাথে এভাবে ধাক্কাধাক্কি করে আমরা চলাফেরা করতে পারি না। হঠাৎ করে সফর করা, এয়ারপোর্টে চেকিং করার সময় মুখ খোলা ইত্যাদি এগুলো ওজর। আমাদের নিয়মিত আমল কেমন হবে সেগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব ইনশাআল্লাহ। একটা হচ্ছে পর্দা কেমন হবে। আরেকটা হচ্ছে পর্দার পোশাক ধারন করার পর অন্তরের হালত কেমন হবে। পর্দার পোশাক কি আমাদের অন্তর পরিবর্তন করতে পেরেছে? অন্তর যদি পরিবর্তন হয়েই থাকে তাহলে আগের আমি আর পরের আমি তো একই থাকার কথা না। আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ঘর থেকে বের হতে হলে অবশ্যই মাহরামের সাথে বের হতে হবে। গায়ের রং যেন বুঝতে পারা না যায়, কুচকুচে কালো কাপড়ে নিজেকে আবৃত করতে হবে। যাদের মাহরাম নেই, তারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দুআ করবেন। আল্লাহ পাক যেন উত্তম ব্যবস্থা করে দেন। অন্তরে ঘৃনা থাকতে হবে একা চলাফেরা করার সময়। তওবা ইস্তিগফার করতে হবে। নজরকে এমনভাবে হেফাজত করতে হবে যেন আমি অন্ধ। পরপুরুষ থেকে নিজেকে অন্ধ বধির এর মত হেফাজত করতে হবে। পর্দা করে কিভাবে আগের মতই খোলামেলা চলাফেরা করা যায়, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে আগে গায়ে বোরকা ছিল না, এখন বোরকা আছে। বোরকা পরে তো অনেকে খারাপ কাজও করে। তাহলে আমরা কি তাদের দলভুক্ত? আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমি যেন কুরআন সেই আয়াতকে নিজের মধ্যে ধারন করতে পারি, সেই আয়াতের মান রাখতে পারি। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন। আমিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর**?** আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। **(**সূরা বাকারাহ**:** আয়াত ১৩৮**)**

পর্দা করা একজন নারী অপমানিত হতেই পারে না। যদি এমন কোন ঘটনার স্বীকার হই তাহলে মনে করতে হবে আমি সেই যোগ্যতা অর্জনই করি নি এখনো। রাস্তাঘাটে কোন কুরআনের আয়াত দেখলে আমরা যেমন সেটাকে অপমান করতে পারি না, পায়ের নিচে ফেলে চলে যেতে পারি না। একজন পর্দানশীল নারীও তেমন। আমাদেরকে সেই মর্যাদা রাখতে হবে।

৭) আমাদের উমরার সফরের কিছু অংশ বিগত কোন এক আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। ৩৬ ঘন্টার যাত্রা ছিল। বাস নষ্ট হয়ে যায় পথের মধ্যেই। প্রচন্ড গরম। আমি আর আমার মেয়ে প্রচন্ড গরমে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। তখন কেউ কাউকে কিছু বলি নি। পরবর্তীতে হোটেলে এসে বলেছিলাম একে অপরকে। আল্লাহ পাক আমাদের হারতে দেন নি। আমরা চাই নি যে অন্য কেউ আমাদের স্পর্শ করবে, ধরে নিয়ে যাবে বা সহযোগিতা করবে। আল্লাহ পাক সম্মানের সাথেই রেখেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের যেখানে অপেক্ষা করতে দেয়া হয়েছিল সেখানকার ওয়েটিং রুম, বাথরুম এর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। শুরু থেকেই একই বাসেই আমাদের থাকতে হয়েছে পুরা ৩৬ ঘন্টা। এই ৩৬ ঘন্টা কোন পুরুষ আমাদের গলার আওয়াজ শুনে নি। তারা জানেও না আমরা কথা বলতে পারি কিনা। অথচ এই ৩৬ ঘন্টার সফরে নামাজ, বাথরুমের সময় বাদে সব পুরুষেরাও আমাদের সাথেই ছিল।

আল্লাহ পাক কি আমাদের জন্য সহজ করে দেন নি? আল্লাহু আকবার কাবিরা। বাচ্চাদের সবর করা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল। ওরা এত কষ্ট সহ্য করেছে। বাচ্চারা দেখছে তখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক না। তারা পানির জন্য বা অন্য কোন কিছুর জন্য আমাদের বিরক্ত করে

নি। আল্লাহ পাক তাদের সবর করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যারা এ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব অবশ্যই বরকতের দুআ করে দিবো। নিশ্চয়ই বদনজর সত্য। বদনজর মানুষকে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। আমাদের বদনজর দ্বারা আমরা যেন অন্যের ক্ষতির কারন না হই।

গাড়িতে অন্য যারা ছিলেন তারা গাড়ির চালককে অনেক বকাবকি করেছেন। অথচ আল্লাহ পাক আমার পরিবারকে সে মুহুর্তে সবর করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়াতে বিপদ আপদ থাকবেই। কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে বড় বড় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা। এই সফরে অসংখ্য শিক্ষনীয় বিষয় ছিল। সুবহানাল্লাহ। বাচ্চাদের মধ্যে সবর না থাকলে আমার মধ্যেও সেটা থাকত না। একসময় আমিও হয়ত রেগে যেতাম, সেটার প্রকাশ করে ফেলতাম। সব পুরুষ চায় স্ত্রীর সামনে জিততে। আমি যদি রাগের বহিঃপ্রকাশ করে ওনাকে বলতাম যে কেমন বাস ঠিক করেছেন এটা এমন মুসিবতের কারন হচ্ছে ইত্যাদি। তাহলে আমার স্বামী অপমানিত বোধ করতেন। আমরা এমন পরিস্থিতিতে সবর করব ইনশাআল্লাহ। দুআ করে আল্লাহর কাছে সহজতা চাইবো। আমি আজ পর্যন্ত ওনাকে কোন কিছু বলি নি এ বিষয়ে। যা ঘটেছে সেটা তাকদীরের ফয়সালা ছিল।

এই সফর থেকে আমার স্বামীর জন্যও অনেক বড় শিক্ষা ছিল। তাকে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিয়েছিলেন যে এমন উত্তম পরিবার আর হতে পারে না। এই ৩৬ ঘন্টা সফরে তারা কোন অভিযোগ করে নি, কোন কিছুর আবদারও করে নি, এটা সেটা এনে দিতেও বলে নি। সুবহানাল্লাহ। পরিবারের ৫ জন মানুষ, একদম চুপ। প্রত্যেকে যার যার মত করে শুধু দুআ করে যাচ্ছিলাম। এরপরে আল্লাহ পাক উত্তম ভাবে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। হোটেলে যাওয়ার পরে আর শরীরে কোন শক্তি ছিল না। আমরা সেদিন উমরা করতে যেতে পারি নি।

৮) সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার। পরিস্থিতি যেমনই হোক আমরা এটাই চিন্তা করব যে, আমার আল্লাহ আমার সাথে আছেন। এতদিন হিদায়াত ছিল না, রবের কোন তোয়াক্কা করি নি। আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সারাক্ষণ শুধু অমুক তমুকের দোষ খুঁজেছি। অন্যের দোষ দিতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু এখন আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই আমাদের রবের জিম্মাদারিতে আছি। এজন্য কথা বলব, প্রশ্ন করব খুব সতর্কতার সাথে। আমার রব যেন নারাজ না হন। আমার রব যেন খুশি হয়ে যান। তার বিনিময়ে তিনি যেন আমাদের দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করেন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কুরআনে নারীর পর্দা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত

১) সূরা নূর (২৪), আয়াত ৩১: "আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে। আর তারা যেন তাদের ওড়না তাদের বক্ষদেশের উপর ফেলে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, অথবা তাদের পিতা, অথবা তাদের শ্বশুর, অথবা তাদের পুত্র, অথবা তাদের স্বামীর পুত্র, অথবা তাদের ভাই, অথবা তাদের ভাইয়ের পুত্র, অথবা তাদের বোনের পুত্র, অথবা তাদের নারী, অথবা তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অথবা পুরুষদের মধ্যে যারা যৌনকামনা থেকে মুক্ত, অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক—এদের ব্যতীত অন্য কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের পা জোরে না ফেলে, যার ফলে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

২) সূরা আহযাব (৩৩), আয়াত ৩৩: "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো; প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকো। হে নবীর পরিবার! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"

৩) সূরা আহযাব (৩৩), আয়াত ৫৯: "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে, আপনার কন্যাগণকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

৪) সূরা নূর (২৪), আয়াত ৬০: "আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। আর এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

৫) সূরা আহযাব (৩৩), আয়াত ৫৩: "হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না, যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে তা প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষা না করে। কিন্তু যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় তখন প্রবেশ করো এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও, কথা বলার জন্য বসে থেকো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টকর। আর আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। আর যখন তোমরা তাদের (নবীর স্ত্রীদের) কাছে কিছু চাইবে, তখন পর্দার

আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তর এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আর তোমাদের জন্য জায়েজ নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দাও এবং না তোমাদের জন্য জায়েজ যে, তোমরা তাঁর পরে কখনো তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করো। নিশ্চয় এটা আল্লাহর কাছে এক মহা অপরাধ।"

৬) সূরা নূর (২৪), আয়াত ৩০: "মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় আল্লাহ যা করে সে সম্পর্কে অবহিত।"

৭) সূরা আহযাব (৩৩), আয়াত ৩২: "হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে নরম সুরে কথা বলো না, পাছে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে লোভে পড়ে। আর তোমরা সঙ্গত কথা বলো।"

৮) সূরা বাকারাহ (২), আয়াত ১৩৮:
আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী।

কুরআনের আয়াত গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এখানে সুস্পষ্ট ভাবে নিজেকে আবৃত রাখার কথা বলা হয়েছে। দৃষ্টি হেফাজত করার কথা বলা হয়েছে। পর্দা বিষয়ক আয়াত গুলো যেনতেন আয়াত না। সূরা নূরের ৩১ নাম্বার আয়াতের শুরুতে আছে নারীদের দৃষ্টি সংযত রাখার কথা, আয়াতের শেষে আছে সফলতার কথা। আমরা কোনকিছু কি বুঝতে পারছি? এত সুস্পষ্ট বর্ননা থাকার পরও কেন বুঝি না? কেন কুরআন পড়ি না, কেন চিন্তা করি না?

সূরা আহযাবের ৩৩ নাম্বার আয়াতের শুরুতেই আছে গৃহে অবস্থান করার কথা, আয়াতের শেষে আছে পবিত্রতা অর্জনের কথা। এখানে কোন পবিত্রতা অর্জন করার কথা বলা হলো? ওযু গোসল? গৃহে অবস্থান না করলে নজর হেফাজত সম্ভব না, ঘরের বাইরে গেলে সব কিছুই ছুটে যেতে থাকবে, সাথে অন্তরের পবিত্রতাও নষ্ট হবে। পবিত্রতা বলতে কি এখনো আমরা শুধু ওযু গোসলকেই বুঝি?

সূরা আহযাবের ৫৯ নাম্বার আয়াতে সরাসরি পর্দার ধরন কেমন হবে সেকথা বলা হয়েছে। তারপরে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে চলাফেরা করলে উত্ত্যক্ত করা হবে না। এখন আমরা চারপাশে কি দেখি? নারী ঘটিত কি ঘটনাগুলো দেখি? কেন দেখি? এখনো কি আমরা বুঝতে পারছি না?

সূরা নূর ৬০ নাম্বার আয়াতে একদম বৃদ্ধা যারা তাদের পর্দার শিথিলতার কথা বলা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে তারা যদি শিথিলতার আশ্রয় না নেয় সেটাই বরং উত্তম। আল্লাহ

আকবার কাবিরা। আল্লাহর তরফ থেকে বলে দেয়া হচ্ছে কোনটা উত্তম। তারপরও কি আমরা বুঝবো না?

সূরা আহযাবের ৫৩ নাম্বার আয়াতে নবীর স্ত্রীদের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তারা ছিলেন উম্মতের মা। তাদের বিয়ে করা হারাম। তাদেরকে আল্লাহ পাক যদি বলেন পর্দার আড়াল থেকে যোগাযোগ করতে কোন প্রয়োজনে, যাতে কারো অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত না হয়ে পড়ে তাহলে আমার মত গুনাহগার বান্দার জন্য কেমন হবে বিষয়টা?

সূরা আহযাবের ৩২ নাম্বার আয়াতে নবীর স্ত্রীদের কোমল কন্ঠে কথা বলতে বারন করা হয়েছে যারা ছিলেন উম্মতের মা, যাদের বিয়ে করা হারাম। তাহলে আমরা? তখন যারা ছিলেন তারা ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে থাকা সাহাবীগন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। তাদের জন্য যদি এমন থাকে বিষয় গুলো আমাদের জন্য শেষ জামানায় যখন চারদিকে ফিতনায় ভরপুর অবস্থা তখন কেমন হওয়া উচিত?

আমরা কিভাবে বোরকা নিকাব পরে বের হয়ে যেতে পারি? মুখ খোলা রাখা জায়েজ এসব ফতোয়ার উপর আমল করতে পারি? সরাসরি কুরআন পড়ুন বোনেরা, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করুন। বোরকা নিকাব পরে আমরা পুরুষদের মাঝে চলাফেরা করতে পারি না, না পারি স্কুল কলেজে যেতে, না পারি মাদ্রাসায় যেতে, না বাজারে। আল্লাহ পাক আমাদের সম্মানিত করেছেন। তাহলে আমরা কেন নিজেদের অসম্মানিত করে যাচ্ছি বারবার?

পর্ব ৩৪: দ্বীনে ফেরার গল্প

এক পরিচিত বোনের ঘটনা বলি। বোনটা পুরোপুরি জেনারেল লাইনের ছিল। পড়াশুনায় খুবই ভাল ছিল। মেডিকেল এর কোচিং করার সময় তার পারিবারিক ভাবে ১৯ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ ছিল। সেসব নিয়েই ব্যস্ত। তারপরে মেডিকেল এ ভর্তি পরীক্ষা দেয়া। মাত্র ৭ নাম্বারের জন্য পরীক্ষায় টিকে নি। ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় ভাল একটা সাবজেক্ট এ পেয়ে যায়। ওনার বিয়ে হয় যার সাথে তিনি একজন আলেম ছিলেন। ওনি কখনো তার স্ত্রীকে সরাসরি নিষেধ করেন নি। হিকমাহ অবলম্বন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। বিয়ের কিছুদিন পর সৌদি চলে যেতে হয়। একটা সময় পর সে বোনটা নিজেই বুঝতে পারে। এভাবে সৌদি বাংলাদেশ দৌড়াদৌড়ি করে পড়া হবে না। সেখানে গিয়েই আল্লাহ পাক ওনার জন্য উমরা কবুল করলেন। জীবনের প্রথম উমরা। ওনার কোন প্রস্তুতি ছিল না। প্রথমবার কাবা দেখার পরের যে অনুভূতি সেসব ভাষায় প্রকাশ করার মত না। সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সে বোনটার উমরা আল্লাহ পাক শেষ করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

বিয়ের আগে বোনটা সবসময় পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। বিয়ের পরে সংসার জীবনে এসে বুঝতে পারল সংসারের বিষয় তো আগে থেকে শেখা উচিত ছিল। এখানে অনেক কাজ থাকে, অনেক হিকমাহ অবলম্বন করে চলতে হয়। সংসার সামলে উঠতে বোনটার বেশ কষ্ট হয়। শুরুর দিকে স্বামী মেনে নিতেন, কাজে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু আর কত। সবসময় তো সম্ভব না। আস্তে আস্তে স্বামী স্ত্রীর মনমালিন্য শুরু হয়। সেসব নিয়ে বোনটার মন খারাপ থাকে। এক প্রতিবেশির সাথে যোগাযোগ হতো তাদের। একসাথে চলাফেরা করা, কোথাও গেলে একই গাড়িতে আসা যাওয়া করা। বোরকা নিকাব পরে গেলেও খাওয়ার সময় মুখ খুলে খাওয়া হত। তখন তো সেই বোনের দ্বীনের বুঝ জ্ঞান ছিল না। বাসায় সেই প্রতিবেশি, তার স্বামী সহ আসলে একসাথে খাওয়া হত। সবাই কথা বলত। সে বোনটা তেমন কথা বলত না। তবে মাঝে মধ্যে ২/১ টা কথা বলা হত।। এটা নিয়ে বোনটার স্বামী খুব রাগ করতেন। বোনটা নামাজ শুদ্ধ করে পারতেন না, দ্বীনের অন্য বিষয় জানতেন না এ নিয়ে স্বামীর কোন চিন্তা না থাকলেও পর্দার বিষয় নিয়ে তিনি খুব সতর্ক থাকতে বলতেন। এসব নিয়ে তাদের মধ্যে মনমালিন্য আরো বাড়তে থাকে।

একবার উমরার সময় সে তার সেই প্রতিবেশি বোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই বোন ওযু করছিলেন এজন্য কল রিসিভ করতে পারেন নি। এজন্য তিনি কল রিসিভ করে শুধু বলেছেন, ওনি ওযু করছে এজন্য কল রিসিভ করতে পারবে না। আমরা দ্রুতই আসছি। কেন পরপুরুষের কল রিসিভ করে কথা বলা হলো এসব নিয়ে সেই বোনটার স্বামী অনেক রাগ করেন। এমন অনেক কথা বলেন যাতে সে বোনটা অনেক মনে কষ্ট পান। তারপর একা একাই মদিনায় রওজাতে খুব সম্ভবত নামাজের জন্য চলে যান। সেখানে নামাজ পড়ে কান্না করতে করতে আল্লাহর কাছে দুআ করতে শুরু করেন।

এই বোনের স্বামী একজন আলেম হওয়ার পরও ওনাকে যে দ্বীন শিক্ষা দিচ্ছিলেন সে কারনেই এই বোন আরো বিপদগ্রস্ত হন। ওনার স্বামী যদি সেই প্রতিবেশির স্বামীর সাথে পরিচয় না করাতেন, একসাথে ঘুরতে বের হওয়া, খাওয়া দাওয়া করা, টুকটাক কথা বলার পরিবেশ তৈরি করে না দিতেন তাহলে এমন হতো না। ওনার স্বামীর অনুমতির বাইরে যদি সামান্য কথাও ভুলবশত হয়ে যেত ওনাকে চরিত্র নিয়েও কথা শুনতে। এ কেমন দ্বীনের শিক্ষা দিচ্ছিলেন ওনি? আল্লাহ মাফ করুন। তখনই সেই বোন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে মদীনায় এই দুআ করেন, আমার স্বামী আমাকে কেমন দ্বীন শিখাচ্ছেন। আপনিই আমাকে আপনার দ্বীন শিক্ষা দিন।

"আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার দ্বীন শিক্ষা দিন। আমার কোন ভুল যেন আমার স্বামী দেখতে না পান। আমাকে আপনি এমন ভাবে গড়ে দিন আমার স্বামী যেন মাশাআল্লাহ বলতে বলতে না থামেন। আমি তো দ্বীনের কিছুই জানি না, কোথা থেকে শিখব কিছুই জানি না। আপনিই শিক্ষা দিন আমাকে।"

অনেকক্ষণ কান্না করতে করতে সে বোনটা এই দুআই করছিলেন। আর সেদিকে ওনাকে খুঁজে পাচ্ছে না তারা। নামাজের জায়গায় এসে খোঁজ মিলল ওনার আলহামদুলিল্লাহ। এটা নিয়ে স্বামী অনেক রাগ। না বলে চলে আসলো কেন এজন্য। এ ঘটনার পর থেকে সে বোনটা আর কোনদিন সেই প্রতিবেশির স্বামীর কথা বলা দূরে থাকুক তার ছায়া পর্যন্ত দেখেন নি। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিকুম।

এরমধ্যে বোনটার সন্তানও হয়ে যায়। উমরা থেকে ফেরার পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্তমানে বোনটার ৩ সন্তান আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিকুম। সে সময়ে বোনটা নামাজের সময় যখন হত আউয়াল ওয়াক্তে সব নামাজ পড়তেন। তিনি তো তখন ইউটিউব কি, কার লেকচার শুনবেন কিছুই তেমন বুঝতে পারতেন না। প্রথমেই আল্লাহ পাক ওনাকে ড খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের লেকচার মিলিয়ে দেন। সে বোনটা ওনার সব লেকচার শুনে শেষ করেন আলহামদুলিল্লাহ। তারপর মাওলানা তারিক জামিল ওনার লেকচার শুনে শেষ করেন আলহামদুলিল্লাহ। ততদিনে বোনটার অনেক কিছুই মোটামুটি জানার সুযোগ হয় আলহামদুলিল্লাহ যা তিনি আগে জানতেন না।

নামাজের ওয়াক্তের আগে থেকেই তৈরি থাকা, ঘর পরিষ্কার করে, নামাজের জায়গা পরিষ্কার করে নামাজের জন্য একদম তৈরি। আস্তে আস্তে সে বোনটা ইশরাক, চাশত এসব নফল ইবাদতও শুরু করার তৌফিক পান আলহামদুলিল্লাহ। সাথে আল্লাহ পাক ওনাকে তাহাজ্জুদ এ নিয়মিত হওয়ার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এরমধ্যেই বোনটা নিজের মধ্যে পরিবর্তন দেখতে পেলেন আলহামদুলিল্লাহ। এখন আর তার কাজগুলো অগোছালো না। আল্লাহ তরফ থেকেই কিভাবে যেন অগোছালো ঘরটা গোছালো হতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ। স্বামী সন্তান ঘরের কাজ এসবের কষ্ট তার কাছে আর কষ্ট মনে হয়না। আল্লাহ পাক তাকে নামাজে, আল্লাহর ইবাদতে শান্তি খুঁজে নেয়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। বোনটার এখন দুআ কবুল হতে শুরু করেছে

আলহামদুলিল্লাহ। বোনটার স্বামী এখন বোনটার প্রশংসা করেন। কোনকিছু হলে বোনটার কাছে এসে বলেন দুআ করতে।

বোনটার কিছু দুআ কবুলের গল্প আছে। একবার ৫ হাজার টাকা কোথায় রেখেছে খুঁজে পাচ্ছে না। বোনটা নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজে দাঁড়ানোর পর তিনি যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলেন আয়রন করার মেশিনের নিচে টাকাটা। নামাজ শেষ করে সেখানেই টাকা পেলেন সুবহানাল্লাহ।

আরেকবার ওনার স্বামীর যেখানে দোকান সেখানে অন্যরা ঝগড়া করেছে। ঝগড়া করে এক পর্যায়ে বলেছে দোকান বন্ধ করে দিবে। অন্যদের ঝগড়ার কারণে নির্দোষ তার স্বামীর দোকানও বন্ধ হবে এমন অবস্থা। তার স্বামী বাসায় এসে বললেন দুআ করতে। পরের দিন সকালেই তার স্বামী জানালেন আল্লাহ পাক তার দুআ কবুলের কারনে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করেছেন। তাদের দোকানের কোন ক্ষতি হয় নি আলহামদুলিল্লাহ।

আরেকবার এমন হয়েছে ওনি কুরআন ১০ কপি হাদিয়া দিয়েছেন প্রতিবেশিদের। তাদের বাসায় ওনার নিজের ব্যক্তিগত কুরআন ও চলে যায়। সেটা কার বাসায় গিয়েছে সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না। অনেক খোঁজ করার পর তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখনই কলিং বেল এর শব্দ। বোনটা বুঝতে পারলেন অবশ্যই তার কুরআন নিয়ে কেউ এসেছে ফেরত দিতে। সুবহানাল্লাহ। নামাজ শেষে দরজা খুলে আসলেই সেটাই দেখতে পেলেন। প্রতিবেশির বাচ্চা ওনার ব্যক্তিগত কুরআন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুবহানাল্লাহ।

এই বোনটার যখন এ বয়সেই মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম ৩ সন্তান, আলহামদুলিল্লাহ। সেখানে ওনার বান্ধবীদের তখনও বিয়ে হয়নি। তারা বিয়ে চাকরি এসব নিয়ে হতাশ। তার বান্ধবীরা তাকে বলে তাদের জন্য দুআ করতে। এই বোনটা পরিচিত বোনদের বেশি করে সন্তান নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। একজন নারীর জন্য এটা অনেক সম্মানের এবং অনেক নেকি কামাই করার সুযোগ। এই সুযোগ কেন হাতছাড়া করে বোনেরা। ওনার বুঝানোর কারনে ওনার পরিচিতদের মধ্য থেকে অনেকেই পরবর্তীতে সন্তান নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক সন্তান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

🔶রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত নারী সাহাবি উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছিলেন, তোমাদের কেউ কি এতে খুশি নয় যে সে যখন স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকে, তখন (এই গর্ভকালীন) সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারা রাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে। তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয়, তখন তার জন্য নয়ন শীতলকারী কী কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান-জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে, তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার পরিবর্তে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (অসুখ ইত্যাদির কারণে বিরক্ত করে মাকে ঘুমাতে না দেয়) তাহলে সে আল্লাহর পথে নিখুঁত ৭০টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে। (তাবরানি, হাদিস : ৬৯০৮)

🔶মায়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মায়েদের পদতলেই সন্তানদের জান্নাত।' (নাসায়ি, হাদিস: ৩১০৪)

🔶এক হাদিসে এসেছে, 'যে নারী গর্ভাবস্থায় মারা যান, তিনি শহীদ।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৩১১১)

এই বোনটা কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে পারতেন না। তারপরও কাজের ফাঁকে ফাঁকে কুরআন শুনে শুনে পড়ে আম্মাপারা মুখস্ত করে ফেলেন। ওনি যখন ওনার স্বামীকে পড়া শোনাতে যান ওনার স্বামী ওনাকে বলেন যে ওনার পড়ায় অনেক ভুল আছে। তারপর ওনি দুআ করতে থাকেন আল্লাহ পাক যেন ওনাকে শুদ্ধ করে কুরআন শেখার তৌফিক দেন। তার কিছু দিনের মধ্যেই ওনার এক পরিচিত বোন ওনাকে কুরআন শেখার গ্রুপের লিংক শেয়ার করেন। আলহামদুলিল্লাহ তারপর থেকে ওনার কুরআন শেখা শুরু।

ওনার স্বামীর পরিকল্পনা ছিল নারীদের জন্য মাদ্রাসা করার। এখন আল্লাহ পাক যখন বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন যে নারীদের ঘরে অবস্থান করে ইলম অর্জন করার মাধ্যমেই তাকওয়ার অর্জন করা সম্ভব, এজন্য মাদ্রাসা করার পরিকল্পনা বাদ হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আগে বোনটার আগে আগ্রহ থাকলেও এখন আর নেই। এ বিষয়ে তার স্বামী এখনও জানে না। পরবর্তীতে বাচ্চারা বড় হলে সময় সুযোগ করে এ বিষয় আল্লাহ পাক যখন কল্যানকর সামনে আনবেন ইনশাআল্লাহ।

ওনার বাচ্চারা যখন বাইরে খেলতে যান তাদেরকে বাসায় ফেরার জন্য তো ডাক দিতে হতো। এ কারনে যে ওনার কন্ঠস্বরে পরিবর্তন হবে সেটা ওনি বুঝতে পারেন নি। একদিন ওনি পড়া শোনাচ্ছিলেন, ওনার উস্তাযা বললেন ওনার কন্ঠস্বর কেমন যেন শোনাচ্ছে। কোমলতা হারিয়েছে। ওনি বিষয় টা বুঝতে পারলেন না। পরে নামাজ পড়ে দুআ করে বিষয় টা নিয়ে যখন খোঁজ করলেন বুঝতে পারলেন যে ওনি যখন ওনার বাচ্চাদের ডাক দেন তখন আশেপাশের বিল্ডিং এ মিস্ত্রি কাজ করেন তারা তার কন্ঠ শোনেন। সুবহানাল্লাহ। সে কারনে

বোনটার কন্ঠ কোমলতা হারিয়েছে। বোনটা এরপর থেকে বাচ্চাদের ডাকার জন্য স্টিলের প্লেটে চামচ দিয়ে বাড়ি দিয়ে শব্দ করতে থাকেন। সুবহানাল্লাহ, বাচ্চারা এত দূর থেকে কিভাবে যেন সে শব্দ শুনে বাসায় ফিরে আসে। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

জেনারেল লাইনের একটা মানুষ থেকে এই অবস্থানে আল্লাহ পাক কিভাবে নিয়ে আসলেন? এই প্রশ্নের উত্তর একটাই। আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করা। নামাজে মনযোগী হওয়া। আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলার চেষ্টা করা। সুবহানাল্লাহ। যে কাজগুলো আগে বোনটার জন্য পরীক্ষার কারন হতো সেগুলোই আল্লাহ পাক তার জন্য সহজ করে দিলেন। আল্লাহ পাক তার ছোট বড় দুআ কবুল করতে লাগলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমরা যেন জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে একমাত্র আল্লাহকেই আঁকড়ে ধরি। যে একমাত্র আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন ইনশাআল্লাহ।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দ্বীনে ফেরার গল্প ২

"আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।" (সূরা আনকাবুত - ৬৯)

আমি যদিও একজন মুসলিম ঘরের মেয়ে, আমার পরিবার, সমাজ সবকিছুই মুসলিম ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর এটা একটা বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদের মুসলিম ঘরেই পাঠিয়েছেন এবং মুসলিম হিসেবে তৈরি করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমার পরিবার, আমরা কখনো ইসলাম মেনে চলতাম না। বা ইসলাম যে সম্মানিত ধর্ম, সেই বুঝতে পারার মত বুদ্ধি বা বিবেক কোনোটাই আমাদের ছিল না। বিভিন্ন কুসংস্কার, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি—মানে একটা বেদ্বীন পরিবার যেমন হয়, আমরাও ছিলাম ঠিক তেমন। নামাজ ছিল না, রোজা রাখতে দিত না বলে রাখা হয়নি কখনো। কিন্তু অনেক ধরনের বেদআত দিয়ে আমাদের পরিবার, গোষ্ঠীসহ জর্জরিত ছিলাম আমরা। আমার মা যেহেতু শিক্ষিত ছিলেন না, উনার স্বপ্ন ছিল ওনার সন্তান সবাই শিক্ষিত হবে, তাদের ক্যারিয়ার হবে, নিজ পায়ে দাঁড়াবে, চাকরি করবে। যেহেতু আমরা একটু মধ্যবিত্ত পরিবার ছিলাম, আবার ছিলাম আত্মীয়দের থেকে বঞ্চিত।

আম্মু অশিক্ষিত ছিলেন বলে সবাই অনেক কথা শোনাতেন, কারো বাসায় কেউ যেতে দিত না বা কারো ছেলেমেয়েদের মিশতে দিত না। ছোট থেকে আমরা এভাবেই বড় হই যে পড়াশোনা করে বাবা-মার কষ্ট দূর করব, আত্মীয়দের দেখিয়ে দেব ইত্যাদি যেটা আসলে হয়। আমার একটা স্বপ্ন ছিল অনেক পড়াশোনা করে একটা ভালো সরকারি চাকরি করে নিজের জীবনকে সফল করার। বড় আপুকে দেখে দেখে নকল করতাম—কীভাবে পড়তে হবে, কীভাবে পড়লে ভালো রেজাল্ট করতে হবে ইত্যাদি। এভাবে স্কুল, কলেজ পার করলাম। আমাদের পাশেই একটা নামীদামি বিধর্মী প্রতিষ্ঠান আছে, যেটাকে হয়তো জেনারেল পড়ুয়ারা নিজেদের স্বপ্ন ভাবে। আপু সেখানেই পড়তেন। আমাদের বেশি সময় কাটত সেখানেই। কখনো এমনও হতো আড্ডা দিতাম, সাইকেল চালাতাম, আপুর বান্ধবীরা, বন্ধুরা, আমার বান্ধবীরা, বন্ধুরা মিলে বসে আমরা কনসার্ট দেখতাম।

কোনো অনুষ্ঠান হলে শাড়ি কাপড় পরে আগে আগে হাজির হয়ে যেতাম। আমাদের নাফসগুলো ছিল অপূর্ণ, আমাদের রুহগুলো ছিল খালি। আমরা ছিলাম একটা জাহেলিয়াতের অন্ধকারে। আমি তো আপুর অনেক ছোট ছিলাম, প্রায় ৫/৬ বছর বয়সের পার্থক্য। সবার ছোট হওয়ার কারনে আমাকে সবাই নয়নমণি করে রাখত। আমি খুব অনুসরণপ্রিয় ছিলাম। আপুর ভার্সিটির আর আমাদের কলেজে ফাইনাল পরীক্ষার সময়, হঠাৎ একদিন আমাদের পুরো পরিবারটা কেমন যেন একটা ভিন্ন রকম মুসিবতে পড়ে গেল। আমাদের এক আত্মীয় মিথ্যা একটা হত্যা মামলা করে দেন আমাদের বিরুদ্ধে। এবং আপনারা জানেনই এই সব

মামলা চালানো কেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। সে সময়টায় আমাদের ঘরবাড়ি ভাঙা হলো, যদিও আমরা অনেক ধনী ছিলাম সেটা না।

আমাদের বাসাটা ছিল টিনসেট, আমাদের মুদি দোকান ছিল, বাবা সেখানে বসতেন, ভাই বসতেন মাঝে মাঝে। সেটা দিয়েই আমাদের পরিবারের হয়ে যেত, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সবকিছু ডাকাতি হলো—বাসা, দোকান সব, এমনকি একটা রাতের ব্যবধানে আমরা সবকিছু হারিয়ে ফেলি। তখন কেমন যেন মনে হলো আল্লাহ আমাদের রশিটা ঢিলে করে রাখেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, এরপর সে ঠিকই রশিটা টান দেন। এবং এই টানটা ছিল সেই টান। সেদিন রাতেই আমরা আমাদের নানার বাসায় গিয়ে উঠি। পরিবারের একজন সদস্যকে (আমার ভাইকে) পুলিশ নিয়ে গেলেন। বাবা এটা মেনে নিতে না পেরে একটা স্ট্রোক করেন। হাতে কিছু ক্যাশ ছিল, সেটা দিয়ে রিমান্ড আটকানো হতো। এভাবে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আমাদের চলে গেল। আমাদের এখন পুঁজি বলতে কিছুই নেই। আমাদের দায়িত্বগুলো ভাগাভাগি করে নিতেন মামা-খালারা। আল্লাহ বলেন, "তোমরাও পরিকল্পনা করো এবং আমিও পরিকল্পনা করি।" তখন বড় আপু একজন বাবার ভূমিকা পালন করতেন। রোজ জেলে যাওয়া আসা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা।

এভাবে নারী ঘরের বাইরে যাওয়ার আরও একটা ধাপ শুরু হলো আমাদের জীবনে। জীবনটা আসলে কী? কীভাবে শেষ করলাম? আত্মীয়দেরও একটা সময় অন্যরকম আচরণ। এদিকে ৩ মাস পর বাসার সে জেল থেকে বাসায় ফিরে, কিন্তু বাসায় থাকার মতো তখনো আমাদের পরিবেশ ছিল না। সে জামাতে যেত, সে সূত্রে আবারও সেই সফরসঙ্গীদের সাথে ৩ চিল্লায় চলে গেল। এদিকে এলাকা বা পরিবেশ শীতল হলো। ৫/৬ মাসে আমরা বাসায় আসি। ভাঙা চকি, ভাঙা বাসা, কাটা টিন, এবং ময়লা আবর্জনা—কিছু বাসন, জামাকাপড় বলতে নানার বাসা থেকে যা দেওয়া হয় সেগুলো। তখন আমাদের নামাজ কালাম এবং বোরকা পড়া শুরু।

কিন্তু তখনও আমাদের বুঝ হয়নি যে, আল্লাহ যখন সব কেড়ে নেন, তখন তিনি চান আমরা যেন তাঁর কাছেই ফিরে আসি, তাঁকেই আঁকড়ে ধরি। আমরা উল্টো তখন ভাবলাম আমাদের সাথে যে অন্যায় করা হলো, আমরা তাদের দেখিয়ে দেব—ভালো চাকরি করে। মানে জিদ অন্য দিকে মোড় নিল। এভাবে আমার ইডেনের যাত্রা শুরু হলো, বড় আপু আমার পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন। ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু এই সময়টাতে কেউ আমাদের সাথে মিশত না—খুনির পরিবার, খুনির বোন, খুনির বাবা, ইত্যাদি নানান পরীক্ষার সম্মুখীন হতাম। নামাজে প্রচুর কান্না করতাম, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতাম। ঠিক এই সময়টাতে বড় আপুর একটা হারাম সম্পর্ক ছিল, যেটা আল্লাহ পাক আমাদের পরিবারের কোনো এক সদস্যের মাধ্যমে ভেঙে দেন। সব মিলিয়ে আপু মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এবং আমাদের এলাকার এক হিন্দু ভাই, যে জানতেন আমাদের, যে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে—সে যেহেতু হিন্দু ছিলেন এবং পড়াশোনার তাগিদে এখানে ভাড়া থাকতেন একা, সেজন্য সব দেখেও তিনি মুখ খোলার সাহস পেতেন না। সেই ভাই আমাদের

পরিবারের এমন নাজুক হালত দেখে বড় আপুকে একটা স্কুলে জব নিয়ে দেন। যেহেতু আমরা তখন একদম শূন্য হাত, এবং বাসায় সাপ, বিচ্ছুর আনাগোনা, পরিবারের অবস্থা করুণ। এই লোকটা হিন্দু হলেও, একজন মুসলিমও আমাদের যে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসে নি, এই লোকটা সেটা করেছে। আমাদের মুসলিমদেরও তার কাছ থেকে কতকিছু শেখার আছে, চিন্তা করার আছে। আমরা কেমন মুসলিম, যারা অন্যের বিপদে সহযোগিতা করি না? এড়িয়ে যাই, শুধু নিজেকে নিয়েই চিন্তা করি? কেমন মুসলিম আমরা?

আব্বু আর আম্মু দা, বটি যে এলাকায় যা বলেন, আমরা তিন বোন সেই ভাঙা খাটের সব ফেলে দিয়ে মাটিতে কোনো রকম ছিঁড়ে যাওয়া কাঁথা জড়িয়ে শুতাম, আর আব্বু আম্মু সেগুলো নিয়ে বসে থেকে আমাদের পাহারা দিতেন, কোনো শত্রু যেন আক্রমণ করতে না পারে তাঁর কলিজার টুকরোদের। ঐভাবেই আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করতেন। আমাদের হালচাল যেটাকে বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

এভাবে আমি আর আমার মেঝো বোন ভার্সিটি জীবন শুরু করি। মাথায় ঋণের ভার। ভালো জব করতে হবে। মেঝো আপু ভর্তি হলেন এদিকেই, আমি চলে গেলাম ইডেনে। আপু নিজে বাচ্চা পড়াতেন, সেটাতেই আপুর হয়ে যেত। এদিকে আমি যেহেতু দূরে যেতাম, তাও তখন আমাকে আসা যাওয়ার জন্য ৫০ টাকা করে দেওয়া হতো। সাভার থেকে আমি ২০ টাকা দিয়ে আসতাম যেতাম, ১০ টাকা বেঁচে গেলে ক্যান্টিনে রুটি কিনে খেতাম। এভাবে ১/২ মাস পর আমাদের একটু একটু হালত আল্লাহ পাক ভালো করতে থাকেন। এদিকে আপু স্কুলে গিয়ে আপুর পরিচয় হয় এক দ্বীনি বোনের সাথে। আপুকে সব রকম সাপোর্ট দিতেন সেই বোন—নামাজটা আরও এভাবে করো, দ্বীন এমন হয়—মানে টুকটাক বিষয়গুলো আপু তাঁর থেকেই শেখেন। আপু বোরকা, হাত-পা মোজা ধীরে ধীরে পড়া শুরু করেন। এদিকে মাস্টার্সেও ভর্তি হন বায়োকেমিস্ট্রিতে।

এদিকে আমি বিএনসিসি শুরু করি এবং আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। আমাদের প্লাটুন থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পে আসা যাওয়া শুরু করি। একটা সময় ক্লাসে, টিচারের নয়নমণিতে পরিণত হতে থাকি। আবার রেজাল্টও থাকত সব সময় ফার্স্ট ক্লাস, আমাদের ডিপার্টমেন্ট সব সময়ই ফার্স্ট হতো। এভাবে একটা র‍্যাঙ্কের পাশাপাশি একটা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যাই। যেহেতু সে আর্মিতে এবং আমারও পরিকল্পনা ছিল আর্মিতে একটা ভালো কিছুতে চলে যাব। তো এভাবে দিনকাল কাটছিল। বড় আপু নামাজের জন্য অনেক চাপ দিতেন। আমি একরকম চাপে পড়ে নামাজ পড়তাম। মন থেকে অনুভূতিহীন ছিলাম। এভাবে ৪/৫ মাস আমাদের কথা হতো, দেখা হতো না, যেহেতু তার পোস্টিং ছিল অনেক দূর। তার আগে উনার মা আর খালা এসে আমাকে মার্কেট থেকে দেখে যান। উনি বললেন বাসায় এসে বিয়ের আলোচনা পাকা করবেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখি উনার বাবা অন্য কোথাও উনার বিয়ে ঠিক করে মেয়েকে কাবিনের পুরো টাকা দিয়ে রেখে আসছেন। এদিকে উনার বাসা থেকে চাপ, ঐদিকে

আমারও বাসা থেকে চাপ। এভাবে একটা পর্যায়ে আমি সরে আসি। আল্লাহ পাক আমাকে কেন এমন দিন দেখতে হলো, ইত্যাদি যা মনে আসত আল্লাহকে বলেই যেতাম। একটা সময় আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা করি। ঐ সময়টাতে আমার মা, আপুরা আমাকে মানসিকভাবে সাপোর্ট দিতে থাকেন, যেন আমি বাজে কিছু করে না বসি।

একটা সময় আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে বসে স্মোকিং করতে থাকি। তখন এমন কোনো ব্র্যান্ড ছিল না যেটার নাম আমি জানতাম না। আমার কাছে মনে হতো অন্তর যেন পুড়ে গেছে। হাত কাটাকাটি করতে থাকি। এটা আমার আগেও ছিল। বাসায় কিছু বললেও আমি এটা করতাম। আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি জাহেলিয়াতে ছিলাম, আমি তাতেই ডুবে ছিলাম। আমি কোথাও সুকুন পেতাম না। নিজেকে নিজের ঘিন্না লাগতে শুরু করে। মানে আমার মাঝে আমি নেই। একটা পর্যায়ে আমি বিএনসিসি পদ থেকে অব্যাহতি নেই, বাস্কেটবল টিম ছেড়ে দেই। আমার তো শান্তি নাই, আমার ভেতরে শান্তির দরকার। পড়াশোনা করেও সুকুন পাই না। পরীক্ষার আগের রাতগুলোতে পড়ে পরীক্ষা দিতাম। একটা সময় আমি কারো সাথে কথা বলতাম না, সব বাদ দিলাম।

<u>একদিন রাতে নামাজে গিয়ে আল্লাহকে বললাম, "আল্লাহ, আমি আর পারছি না। আপনি আমাকে রাস্তা দেখান। আমাকে আপনার করে নেন। আমার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন। আমাকে সঠিক পথ দেখান। আমি তো আর পারছি না আল্লাহ। আমি এখান থেকে বাঁচতে চাই। আমার জীবনকে আমি নতুনভাবে গড়তে চাই।"</u>

আমার এক দ্বীনি বোন আছেন, উনি সবসময় একটা দুআ করতেন, কথার প্রসঙ্গেও বলতেন, "আল্লাহ আপনি একটা ধাক্কা দেন যেটা উত্তম এবং কল্যাণকর। একটা বড়োসড়ো ধাক্কা দেন, অন্তত একটা ধাক্কা খেয়ে হলেও যেন এরা আপনার রাস্তা পেয়ে যায়, আপনাকে চিনতে পারে। একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরে আসে", আমার হালতও ছিল ঠিক সেটাই।

এভাবে আমার ফার্স্ট ইয়ার শেষ করে সেকেন্ড ইয়ার শুরু করি, তখনও আমি বোরকা পরি, কিন্তু ঐগুলো পেঁচানো টাইপের ছিল। হঠাৎ একদিন আবারও জায়নামাজে বসে আল্লাহকে বললাম, "আল্লাহ, আমাকে আরও একটু এগোতে হবে, আমার তো বোরকা নাই, টাকা পয়সাও নাই। আল্লাহ, আমার যদি একটা কালো বোরকা হয়, হাত পা মোজা হয়, আপনি একটা ব্যবস্থা করে দেন না আল্লাহ।" আমি শুধু নামাজটা শেষ করি, সাথে সাথে বড় আপু বলছেন, "আজকে একটা স্টুডেন্ট টাকা দিয়েছে, তোর জন্য বোরকা আর হাত পা মোজা কিনা যাবে।" আল্লাহু আকবার! যেন আল্লাহ আমার কথা শুনে নিলেন সাথে সাথেই। আমি কিন্তু তখনো সেই বোরকা পরেই নেকাব, হাত পা মোজা পরেই ফ্রেন্ডদের সাথে মিশতাম টুকটাক। বই মেলা, ঢাকা কলেজে বসে আড্ডা, কখনো হাজী চত্বরে বসে খিচুড়ি খাওয়া, আবার নামাজের সময় হলে সাথে সাথেই নামাজও পড়ে ফেলা। তো এভাবে করেও দেখি আস্তে আস্তে ভালো লাগে না। একটা সময় দেখি আগে যে টিচাররা আমাকে জানতেন

চিনতেন, বোরকাতে মোড়ানোর পরে কেউ আমাকে চিনতে পারছে না। আমার খোঁজ খবরও গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

তখন একটা বিষয় ফিকির হতে লাগল যে, আমি যখন খোলামেলা ছিলাম, আমাকে সবাই চিনত, এখন কেন কেউ চিনছে না, এখানে রহস্যটা কী? তার মধ্যে আমি পর্দায় মোড়ানো নতুন ফেতনায় জড়িয়ে পড়লাম। পর্দা করে ক্লাস, আড্ডা, ঘোরাঘুরি এইগুলো করা শুরু করলাম। একদিন আমি ভাবতে বসলাম, যেদিন থেকে পর্দা বা বোরকা এভাবে শুরু করলাম, আমাদের যে মামলা ছিল বা সবাই আড় চোখে দেখছিল, আস্তে আস্তেই সবাই দেখি আমাদের সাথে মেশা শুরু করতেছে, আনাগোনা বাড়ছে, সম্মান দিচ্ছে।

তখনও বুঝিনি হয়তো কিছু একটা হতে চলেছে। তখন আমার ছোট খালা আমাদের বাসায় আমরা থাকতে পারছিলাম না বলে, উনি কিছু টাকা দিয়ে বলেন বাসায় হাত দেও। এভাবে এত বড়ো মেয়েগুলো নিয়ে এমন বাড়িতে থাকা, যদি কিছু হয়ে যায়। তারপর আমাদের সেই টিনের বাসাটা ভাঙা হয়। মানে বিষয়গুলো গায়েবিভাবে সাহায্য ছাড়া কিছুই না। যেখানে আমাদের হাতে তখনো ক্যাশ নাই, একদম বিনা টাকায় বাড়িতে হাত দেওয়া। আল্লাহু আকবার! পাশেই একটা ২ তলা বাসার নিচতলায় আমরা ভাড়া নিয়ে চলে যাই।

এই বাসায় যাবার পর মেঝেতে আমরা কোনো রকম একটা পাটি বিছিয়ে সেটাতে একটা ছেঁড়া জড়োসড়ো তোশক ফেলে শুয়ে থাকতাম। আর এদিকে অন্তর যেন কাকে খুঁজছে। তখন বুঝতে পারছিলাম না। স্কুলে তো আমি ছিলাম চঞ্চল একটা মেয়ে, বান্ধবীও ছিল যারা সব চঞ্চল। সেখানে ২/৩ জন মেয়েরা ছিল একটু শালীনভাবে চলত। দ্বীন বিষয়টা ঐভাবে না জানলেও তারা বোরকা পরে আসত। আমার তখন ওদের ভালো লাগত না। সেখান থেকে এক ফ্রেন্ড আমাকে এমন দেখে আমার সাথে যোগাযোগ শুরু করলো। একটা পর্যায়ে আমাকে আমার ঐ বান্ধবী কায়দা পড়ানো শুরু করে, আমার সাথে একরকম ছেলে ফ্রেন্ডও পড়ত। তো আমার বান্ধবী ওকে ও পড়ায়, আমাকেও পড়ায়। কোনোভাবেই একটা পড়াও আমার হত না। আমি তো উল্টো আরও বিরক্ত হতাম, বলতাম এইগুলো পড়ে কিভাবে, আমার দ্বারা সম্ভব না। <u>আমি তখনও বুঝতে পারতাম না যে সবই তো হচ্ছে ভুল পদ্ধতিতে। নারী কিভাবে ঘরের বাইরে যায়, নারী কিভাবে পরপুরুষের সাথে খোলামেলা চলাফেরা করতে পারে। এমতাবস্থায় কুরআন পড়ার তৌফিক কিভাবে হবে। তখন তো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভুল করতেই থাকলাম একের পর এক। হোঁচট খেতে খেতেই আল্লাহ পাক সঠিক বিষয় আস্তে আস্তে শেখার দিকে অগ্রসর করছিলেন সেটা অনেক পরে গিয়ে বুঝতে পারি আলহামদুলিল্লাহ।</u>

আমি আমার বান্ধবীকে বলেছিলাম, আমাকে তুই বাসায় এসে পড়া। ওমা, ও যখন বাসায় আসা শুরু করে, পড়া বাদ দিয়ে আমরা ঘুরাঘুরি করতাম। পরে জানতে পারলাম আমার বান্ধবীও খাস পর্দা কী বোঝে না, দ্বীনের বিষয়গুলোকে ও আমার মতোই বোরকা, হাত পা মোজা পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে নিয়েছিল। এখন আরও খারাপ লাগা শুরু। ক্লাসেও যাই, বান্ধবীর সাথে ঘুরতেও যাই। তখন আল্লাহ পাক বুঝে দিলেন ছেলেদের থেকে দূরে সরে

আসতে হবে, না হলে নাকি পর্দা হয় না। এদিকে আপুও এমন ভাবেই পর্দা করে যাচ্ছিল—ফ্রেন্ডের সাথে চলা, ঘুরতে যাওয়া, আবার স্কুলে পড়ানো। কিন্তু আমি স্থিরতা পাচ্ছিলাম না। আমার অন্তরে সুখ নাই।

শেষে আমার সব ছেলে বন্ধুদের নক করে বললাম, "আমার অতীতের সব ছবি ডিলিট করে দিস তোরা। আজকে থেকে তোদের সাথে আমি আর কথা বলব না, ঐভাবে পর্দা হয় না, এইগুলো গুনাহ।" আমার ছেলে ফ্রেন্ডরা আমার এই মেসেজ পেয়ে অনেক খুশি হয় এবং সব ডিলিট করে দিবে বলে আমাকে সাপোর্ট করে। ছেলে বন্ধুদের সাথে আর কখনো যোগযোগ হয় নি আলহামদুলিল্লাহ। একই বিষয় বিষয় যখন আমি আমার বান্ধবীদের বললাম, ওরা মেনে নিতে পারছিল না। ছবি ডিলিট করবে না সোজা জানিয়ে দিলো। একটা সময় ওদের সাথে আমার কথা কাটাকাটি শুরু হতে থাকে এবং আমি আরও বেশি একাকিত্ব অনুভব করতে থাকি। তাদের সাথেও আমার দুরত্ব তৈরি হলো। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, আল্লাহ পাক আমাকে বিপদজনক সঙ্গ থেকে দূর করে এনে উত্তম এর দিকে নেয়ার পরিকল্পনা করছেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

এদিকে বাসায়ও উলটপালট। একদিন আমার বান্ধবী আমাকে বলে, "দোস্ত মাদ্রাসায় পড়বি? আমি তোকে টাকা দেব, তুই শিখে আমাকে শিখাবি?" আমি বললাম, "এই বয়সে কেউ মাদ্রাসায় যাবে? কিভাবে সম্ভব?" পরে ও বলে আমার পরিচিত আছে, তুই পড়া শুরু করে দে। তখন খুব সম্ভবত আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি। আমি রাজি হলে ও আমাকে একটা মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়। সেখানে যেতাম ঠিকই, কিন্তু সবাই আমার গল্প শুনতে চাইত—কিভাবে ফিরে আসলাম, কিভাবে এমন সিদ্ধান্তে আসলাম, কেন মাদ্রাসায় আসলাম।

এভাবে দেখলাম পড়া তো হয়, কিন্তু গল্প বেশি হত। ভোরে নামাজ পড়ে ক্যাম্পাসে যেতাম, সন্ধ্যায় দিকে ফিরে এসে মাদ্রাসায় বসতাম, রাতে ৭/৮ টায় বাসায় আসতাম। ওখানে সবাই ছিল আমার ছোট। আমি ঐখানে বিশেষ জামাতে ভর্তি হই। একটা সময় দেখি ওদের পরিবেশে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছি না। আমি যা খুঁজছি বা আমার রুহ যা তালাশ করে, ওরা আমাকে সেটা দিতে পারছে না। এদিকে আমিও নাছোড়বান্দা। ৩ মাস পড়ার পর ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলে মাদ্রাসা বাদ দিলাম। অনলাইনে আল্লাহ পাক কিছু গ্রুপ মিলিয়ে দিলেন। সেখানেও টিকতে পারলাম না, ঝরে গেলাম। কারন বুঝতে পারছিলাম না।

এভাবে একটার পর একটা গ্রুপে যুক্ত হতে থাকলাম। আমি আল্লাহকে খুঁজতে লাগলাম। আল্লাহ তো বলছেন তিনি বান্দার অনেক নিকটে থাকেন, তাহলে আমি কেন তাকে খুঁজে পাচ্ছি না? কত শত গ্রুপে যে আল্লাহকে তালাশ করলাম, কেউ সন্ধান দিতে পারলো না। এর মাঝে দেখলাম আমার দ্বীনের পথে টিকে থাকাটা একা একা আগুনের ভেতর হাঁটার মতো কঠিন লাগছে। আমার বড় আপুও বুঝতে পারছিল না যে আমার রুহ শুধুই হাত, পা মোজা না, ভিন্ন কিছু তালাশ করছে।

মাঝে আবারও ভিন্ন দিকে সরে গেলাম। মাথায় চেপে বসলো বিয়ে করলে দ্বীন সহজ হবে। হঠাৎ করে জামাতের তাবলীগের সাথে চলে এমন এক ভাই আমার সেই বড় আপুর সেই বান্ধবী, যে আপুকে দ্বীনের বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, তার বাচ্চা হবে, সেই ভাই রক্ত দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। একটা সময় আমার তাকে ভালো লাগে। আমি তার খোঁজ নিতে থাকি। শেষে বাসায় বলি আমার পছন্দ আছে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। ২ মাস কথা বলে সে তার পরিবারে বিয়ের কথা বলে। আমাদের পরিবার থেকে জানানো হয় আমাদের সময় লাগবে, তোমরা কথা বলতে থাক, সমস্যা কী। এমন প্রস্তাব আমি মানিনি। আমি বলেছি আমার দ্বীনে টিকা একা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু তারা এখনো মডার্নভাবেই ছিল। আপুকে বিষয়টা বললে উনি বললেন ওদের আসতে বল, আমি বিষয়টা দেখছি। কিন্তু তার পরের দিন মা হাসির ছলে বললেন, "তোরা বিয়ে করে ফেল, আমরা তো জানি।"

ঐদিকে তার পরিবারের সদস্যরা দ্বীনের বিষয়ে আরো বেখেয়াল। তিনি ই যা শেখার মেহনতে আছেন। তারা বলেছেন বড়ো অনুষ্ঠান করে নিবেন। যেহেতু ছেলে একা, তার বাবা মৃত। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন, আমিন। ঐদিকে আমার পরিবারের সদস্যদের কথা হলো অনুষ্ঠান ছোট খাটো ভাবে সাধারন ভাবে করবে। এভাবে তারা আগাতে পিছাতে থাকে। একটা পর্যায়ে তারা উভয় পরিবার বলতে থাকে আমরা যেন হারাম সম্পর্কে থাকি বা বিয়ের বিষয়গুলো পরে ভাবলেও হবে। সব মিলিয়ে তাদের এই ধরনের কথাবার্তা থেকে নিজেদের হেফাজত করার জন্য আমরা কয়েকজন আলেমের লেকচার শুনে বিয়ে করে বাসায় এসে জানাই যে আমরা বিয়ে করে ফেলেছি।

আমার পরিবারের কেউ কিছু বলেনি, উনার পরিবার থেকেও কিছু বলেনি। বিয়ে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা তাদের আগের মতোই অনুষ্ঠান করবো, করবো না, এখন দেব, দেব না। আল্লাহ পাক ক্ষমা করুন। এখান থেকে কোনো বোন ভুল কোনো শিক্ষা নিবেন না। কারণ আমাদের বিষয় উভয় পরিবারই জানত, বিয়ের কথা শুরুও করেন, কিন্তু তারা বিয়ে না দিয়ে হারাম সম্পর্ক রাখতে বলেন এবং আমাদের কাছে ২/৩ বছর সময় চান, যেটা স্পষ্ট নিষেধ করে দিয়ে আমরা বিয়ে করে ফেলি। এবং উনি একজন জেনারেল থেকে সদ্য দ্বীনে ফেরা, আমিও তেমনই এবং শুধু তাবলীগ জামাত মানেই যে সে ১০০% দ্বীনদার, সেটাও কিন্তু না। এখানে তাকওয়ার বিষয় আছে। তখন আমরা এসবের কিছুই জানতাম না। শুধু এতটুকু জানতাম যে হারাম সম্পর্কে থাকা যাবে না। এজন্য শুরুতেই যখন একে অপরকে পছন্দ হয়েছে পরিবারে জানিয়ে সরাসরি বিয়ের কথা বলা হয়েছে।

আমাদের অনেক কমতি ছিল। রুহগুলো শূন্য ছিল। এদিকে পরিবার তখনো মডার্ন। আমার বড় বোন পর্দা করেন, কিন্তু তার নিজের রুহটাও শূন্য। যেহেতু এখনো মাহরাম মেইনটেইন হয় না, স্কুলে পড়ান। আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন। আমরা একটার পর একটা গুনাহ করতেই থাকি। পর্দার নাম নিয়ে পর্দাকে শুধু পোশাক হিসেবে নিয়েছি। যেহেতু তাকওয়ার বুঝ আমাদের ভেতর ছিল না। সেজন্য আবারও বলছি, কোনো বোন এখান থেকে ভুল শিক্ষা নিবেন না। আল্লাহ পাক হেফাজত করুন।

আমাদের বিয়ের ২/৩ মাস পর হুজুরের (স্বামী) বিকাশে একটা ভালো মানের স্যালারির জব হয়। যখন উনি দেখেন এটা হারাম, তখন তিনি ফোন করে নিষেধ করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। উনি যেহেতু সিএসসি নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন, মাঝে মাঝে অনলাইনে টুকটাক কাজ করতেন আর পাশাপাশি জব খুঁজতেন। তার মাঝেই আমরা একদিন কথা বলছিলাম, আমি যেহেতু চতুর্থ বর্ষে, আবার ফিল্ড ওয়ার্ক থাকে। রোজ রোজ যাওয়া আসা—একবার মিরপুর যাওয়া, একবার ইডেনে যাওয়া। তো আমার রুহ আর পারছিল না। পড়াশোনা ভালো লাগছিল না। আমি তাকে বললাম এসব ছেড়ে দেই, একটা মাদ্রাসায় ভর্তি হই। উনি বললেন, "ফাইনাল পরীক্ষাটা তোমার ২/৩ মাস পরেই, দিয়ে নাও। পরে ভর্তি করে দেব।" আমাদের ইলম শেখা কিন্তু তখনও অনলাইনেই। রুহ কিন্তু তখনও স্থির না। আমিও দিন দিন অসুস্থ হতে থাকি।

আমার স্বামী রোজ বাইকে করে দিয়ে আসতেন, নিয়ে আসতেন। এভাবে আমার টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়। বাসায় কারো সাথে কারো মতের মিল নেই। এটা-ওটা সমস্যার কোনো সমাধান তখনও নেই। একদিকে পোশাকের নামে পর্দা, একদিকে কোরিয়ান সিরিজ যার যার মোবাইলে। একদিকে আমার রুহ এই সব কাজকর্ম নিতে পারছিল না আর। শেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি ফাইনাল পরীক্ষা দিব না।

আমি রবকে আঁকড়ে ধরতে চাই। রব তো বলছেন, **"তুমি যদি সাগর পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।"** আমি তখন রবের কাছে ক্ষমা চাওয়া শুরু করলাম। মাহরাম মেনে শুরু করলাম। হাজার হাজার গ্রুপে বসে বসে দ্বীন, তাজবিদ, এগুলো শোনা, পড়া ইত্যাদি শুরু করলাম, কিন্তু তবুও কেন যেন আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। স্বামীর সাথে প্রায় জুমাবার আসলেই বের হয়ে যেতাম ঘুরতে, যেহেতু এখনও তারা সময় চাচ্ছেন, তুলে নেওয়া হয়নি আমাকে। সেজন্য আমরা এভাবে প্রতি জুমাবারে ঘুরতে বের হতাম। বাসায় কেমন যেন দম বন্ধ লাগত। আস্তে আস্তে অনেক কিছুই ছেড়ে দিতে থাকি।

বোনেরা এতটুকু পর্যন্ত জানার পরে কিছু বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করার অনুরোধ। একদম যখন সব ছেড়ে দিলাম, দেখেন সম্মান দেওয়ার মালিক কে—আল্লাহ। তিনি যদি আপনাকে সম্মান দেন, এমন কেউ নেই যে আপনাকে অপমান করবে। আর তিনি যদি আপনাকে অপমানিত করেন, এমন কেউ নেই যে আপনাকে সম্মানিত করবে। বাসায় কিন্তু একটু হলেও দ্বীনের পরিবেশ আসতে শুরু করেছে। হয়তো মূল কারণ ছিল ঘরের একজন নারী তো জেনারেল বাদ দিয়ে দিয়েছে। এবং আল্লাহর কাছে অনেক করে আমরা ক্ষমা চেয়েছিলাম, যেন আল্লাহ আমাদের কবুল করে নেন, পেছনের গুনাহ ক্ষমা করে দেন, একটা সহজ রাস্তা করে দেন। এই হাদিসটা অন্তরে সাহস দিত।

◆ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যত দিন পর্যন্ত আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি তত দিন তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকব, তুমি যা-ই করে থাকো আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করে থাকো, তাহলে আমিও সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসব।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৪০)

কিছুদিন পর আমার স্বামীর একটা জব অফার আসে। উনি ইন্টারভিউ দিতে যান। আল্লাহ পাক সেখানেই উনাকে কবুল করেন। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। উনার কবুলের পর পর আমাদের বাড়িওয়ালা বলেন, "আমরা বাসায় হাত দেব, আপনারা রুম ছেড়ে দিলে একটু সুবিধা হয়।" শেষে আমরা বাসা পরিবর্তন করি। যে বাসায় উঠি, সেটা ৪ তলা। এই বাসায় উঠার সময়ও আমাদের তেমন কিছুই ছিল না, আমরা মেঝেতেই ঘুমাতাম। বিয়ের পর থেকে আমার জন্য কিছু খরচ আমার স্বামী আমার বাসায় দেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাককে যে আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহ পাক তাদের গায়েব থেকে সাহায্য পাঠান—এটা আমি বিশ্বাস করি। আলহামদুলিল্লাহ।

শূন্য ঘর এবং সেই বেদ্বীন পরিবেশ থেকে দূরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা। কিছুদিনের মাথায় বড় আপুর পরীক্ষার হলে পর্দা করা মুখ খোলা নিয়ে সমস্যা হয়, আপু পরীক্ষা না দিয়ে বের হয়ে আসেন। এভাবে তারও শিক্ষা জীবনের অবসান হয়। আল্লাহ হয়তো আমাদের জন্য সহজ রাস্তাই তুলে ধরছিলেন। আমরা ছিলাম অন্ধ। একটা পর্যায়ে আল্লাহ পাক রিজিকে এত এত বারাকাহ দেওয়া শুরু করলেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহ পাক সম্মানিতও করা শুরু করলেন। বাসায় আস্তে আস্তে যা যা লাগে সবকিছুর ব্যবস্থা হতে থাকে, আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। কিছুদিন পর হুজুরের অফিস থেকে তাকে তার কাজকে ভালোবেসে ২/৩ মাসের মাথায় ওমরার অফার করা হয়। আল্লাহ পাক হুজুরকে এভাবে সম্মানিত করেন, তাঁর ঘরের মেহমান করেন। উনি সবসময়ই বলতেন, "এত অল্প বয়সে আল্লাহ পাক আমাকে কবুল করবেন, এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।"

মাঝে একটা গ্রুপে জয়েন হয়েছিলাম। সেখানে অডিও সিরিজের জন্য বোনদের নেওয়া হত, শুধুমাত্র বোনেরা যেন শুনতে পারেন সে সিরিজ গুলো। দ্বীনি একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল, খুব সম্ভবত তাফসির মারেফুল কুরআন, তাফসীর ইবনে কাসিরের জন্য। আমি গ্রুপটাতে জয়েন হবার পর দেখতাম সেই গ্রুপের এডমিন বোন মাঝে মাঝে গ্রুপে আসতেন, সকলের থেকে নিতেন—কার কতটুক শেষ হল এইগুলো।

একদিন আমি হুজুরকে বলি, "মাদ্রাসায় যাই, অনলাইন পড়া হচ্ছে না।" হুজুর বাসার পাশে একটা মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। আল্লাহুম্মাগফিরলি। আল্লাহ মাফ করুন, সে পরিবেশেও আমার রুহ টিকতে পারল না। মাদ্রাসায় জ্বীন আসে, বাচ্চাদের উপর প্রভাব পড়ে, তারা ছুটি দিয়ে দেয়, কোনো চিকিৎসা নাই। আবার বাচ্চাদের শেখানো হয়নি কিভাবে শক্তভাবে নিজেরাই নিজেকে হেফাজত করবে। তাহলে মাদ্রাসায় পড়ে কী ফায়দা? এদিকে বাচ্চা কয়েকটা মেয়ে সেখানে পড়া শেষ করেছে, তারাই ঐখানে পড়ায়, যারা নিজেরাই পর্দা মানছেন না। উস্তাদ দারস দিচ্ছেন খোলামেলা, পর্দা নাই সামনে কোনো, মেয়েরা হাঁটু গেড়ে উস্তাদদের চার পাশে বসে আছে। যে যার মতো, কেউ জোরে হাসে, কেউ গল্প করে, কেউ গান গাইছে, তো কেউ কার কয়টা ছেলে বন্ধু মেয়ে বন্ধু এসব আলোচনা করছে। এটা যদি হয় মাদ্রাসার ভেতরের পরিবেশ, তাহলে সেখান থেকে একটা তাকওয়াবান মানুষ কিভাবে আশা করা যাবে?

প্রতিটা বাচ্চারই শুধু পুঁথিগত বিদ্যা। একটা বাচ্চাও জানে না আসলে কী পড়ছে, কিভাবে জীবনে এইগুলো বাস্তবায়ন করবে। সবাই গল্প নিয়ে ব্যস্ত। আমার রুহ তো অন্য কিছু খুঁজে, আমি এখন কী করবো। আবার যখন কুরআন তিলাওয়াত করতাম, আমাকে কোনো নিয়ম না শিখিয়েই বলত, "তুমি তো পড়তে পারো, রিডিং পড়তে থাকো, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।" কিন্তু আমি দেখতাম আমার সুস্পষ্ট সব ভুল। ওখানে তারা আমাকে মিযান জামাতে নেন।

তারা আমাকে বলতেন যেহেতু আমি জেনারেল থেকে এসেছি, তাই আমি সবকিছু পারবো। আমার নাকি সব বিষয় পড়তে হবে না, শুধু মীযান এবং এসো আরবি শিখি ভালোভাবে পড়লেই যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বাস করুন, দুটো মাস আমি গাধার মতো মুখস্থ করেছি, আমার কোনো উন্নতি হয়নি। না কোনো জ্ঞান বেড়েছে, না কোনো দ্বীন শিখেছি। উল্টো পরিবেশের প্রভাবে আমি দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। ভোরে বের হতাম আর রাতে ফিরতাম। মাদ্রাসার ভেতরে দ্বীনের কোনো পরিবেশ ছিল না, দ্বীনের চর্চা ছিল না, তাকওয়া ছিল না। শুধু উঁকি দিয়ে উস্তাদদের দেখা, দুষ্টু মিষ্টি কথা বলা চলতো। এমনকি মহিলা শিক্ষিকারাও মাদ্রাসায় লুকিয়ে লুকিয়ে ফোন ব্যবহার করতেন। আমার কাছে মনে হতো এর চেয়ে জেনারেল শিক্ষা হাজার গুণ ভালো ছিল, কারণ সেখানে তো দ্বীন শেখানো হতো না, তাই শিখিনি। কিন্তু এখানে তো দ্বীনের নামে ব্যবসা করা হচ্ছে, তাকওয়া কোথায়? সবকিছু নিজের চোখে দেখা। শিক্ষিকারা বাইরে পড়াতে যান, বাচ্চাদের নিয়ে খেতে যান – ওমা, এটা কেমন দ্বীন শেখানো হচ্ছে? মাহরাম ছাড়া একজন মহিলা কিভাবে ঘরের বাইরে যান? তার মানে এখানে শিক্ষা কিছুই না, সবই কি শুধু সার্টিফিকেট? সেটা তো আমি টাকা দিয়েও কিনে নিতে পারতাম।

একদিন সেই অডিও গ্রুপের এডমিন বোন আমার খোঁজ নিলেন – আমি কোথায় আছি, কী করছি, কেমন পরিবেশে আছি। যখন তিনি শুনেছিলেন আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছি, তখন তিনি 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে বেশ বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। সেই বোন প্রায়ই

আমাকে ম্যাসেজ দিতেন, পড়াশোনা কেমন চলছে, কিছু শিখতে পারছি কিনা – এই ধরনের খোঁজখবর তিনি আগের চেয়েও বেশি নিতে শুরু করলেন।

একটা পর্যায়ে আমি তাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করলাম। ভাবলাম এই বোনের কি আর কোনো কাজ নেই? কেন আমার পেছনে লেগে আছে? অথবা সে আমার কাছে কী চায়, এটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগতো। তাকে আমার একদম সহ্য হতো না। আমি চাইলে তাকে ব্লক করে দিতে পারতাম, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে করিনি। তিনি আমাকে অনেকভাবে নসিহত করতেন এবং বলতেন, 'স্থির হও আপু, সময় থাকতে ফিরে এসো। ঘরে অবস্থান করো, দৃষ্টির হেফাজত করো।' এমন অনেক বিষয়ে তিনি আমাকে নসিহত করতেন।

এভাবে তিন-চার মাস মাদ্রাসায় পড়ার পর আমি ওখান থেকে ঝরে পড়ি। শেষে মাদ্রাসার নাম শুনলেও আমার মেজাজ বিগড়ে যেতো। যা দেখেছি আর যা শুনেছি, দুটো যেন দুই মেরুর জিনিস।

আবার অনলাইনে সময় দেওয়া শুরু করি, এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজতে থাকি যেখানে আমি কিছু শিখতে পারবো। এমন কেউ কি আছে যে আমাকে শেখাবে? এমন কেউ কি আছে যে আমাকে এমন কিছু নসিহত করবে যাতে আমার অন্তর শান্তিতে ভরে যাবে? যে আমাকে জানাবে আল্লাহ কোথায় আছেন, কোথায় আমি তাঁকে পাবো? আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বোঝাতে পারলেন না যে আল্লাহ সেজদাতে আছেন, আল্লাহ জায়নামাজে আছেন। উল্টো সবাই বলে ৩০% কোর্স করো, ৫০% কোর্স করো, ৭০% কোর্স করো। এসো আরবি শিখো, আকিদা শিখো, এটা করো, ওটা করো। একটা পর্যায়ে আমার মনে হলো দুনিয়াতে দ্বীন শেখা খুব কঠিন। সেই যে একটা বোন আমার পেছনে লেগেছিল, তার কথা আবার আমার তেতো লাগতো, তাকে আমার সহ্য হতো না, কারণ সে অনেক শক্ত কথা বলতেন। সেই বোনের সত্যি কথাগুলো আমার তিক্ত লাগতো। ওনি যাই বলতেন আমার অসহ্য লাগত। আর সেই বোন কখনো পিছু হটে যান নি। সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিকুম। আল্লাহর তরফ থেকেই যে আল্লাহ পাক এই বোনকে আমাকে পথ দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন সেটা আমি তখনও বুঝতে পারি নি।

শেষে একটা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে আমি আলেমা কোর্সে ভর্তি হলাম। আমার স্বামী আমাকে শুরু থেকেই ১০০% সমর্থন করতেন। আমার কী লাগবে, কোন কিতাব লাগবে, কোথায় পড়বো – আমি যা বলতাম তিনি সেটাই করতেন। কিন্তু আমাদের রুহ তখনও খালি ছিল, তাকওয়ার বোধটা তখনও আমাদের মধ্যে আসেনি, সেদিকে আমাদের তোলাও হয়নি (বিয়ের ৪ বছর চলমান, আমাদের একসাথে সংসার করা হয়নি, আমাকে তুলে নেয়া হয়নি।) আমি অনেক শূন্য অনুভব করতাম। তখন বুঝতাম না আমার রুহ স্থির না থাকার কারণেই আমার এই পরীক্ষাগুলো চলছে। আমি ভেবেছিলাম একটা দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে ভর্তি হলে একসাথে অনেক কিছু শেখা যাবে এবং একাকীত্বও দূর হবে। সে প্রতিষ্ঠান অনেকের জন্য স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান ছিল, অনেকের জন্য এটা একটা নিয়ামত ছিল, আলহামদুলিল্লাহ। আমি যুক্ত

হয়ে গেলাম এবং খুব সক্রিয় থাকতে শুরু করলাম। দুই-তিন মাস পর গ্রুপে লিডার নির্বাচনের সময় আমার নাম সেখানে ছিল।

আমি এত বেশি সক্রিয় ছিলাম যে, একদিন আমার আম্মা চুলোতে কিছু সেদ্ধ করতে দিয়ে আমাকে বলেছিলেন তিনি নিচ থেকে আসছেন, আমি যেন খেয়াল রাখি অথবা চুলো কমিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পুরো পাতিল পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, নিচ থেকে মনে হচ্ছিল পাশের কোনো বাসায় আগুন লেগেছে। এদিকে আমার তখনো হুঁশ ছিল না। এরপর বাসায় আগের চেয়েও বেশি অশান্তি শুরু হলো। আমি কারো কথা হজম করতে পারতাম না, বাসায় একটা কাজও করতাম না, সারাক্ষণ ক্লাস আর ক্লাস। লিডার হওয়ার কারণে আরও এক্সট্রা ক্লাস নিতে হতো, আপুদের মাশক করাতে হতো।

এদিকে সেই এডমিন বোন আবার আমাকে ম্যাসেজ দেওয়া শুরু করলেন – কেমন আছি, কোথায় আছি, পড়াশোনা কেমন চলছে ইত্যাদি। আমি এতো বিরক্ত হতাম তার ম্যাসেজ পেলেই। আগের মতোই একই কথা – 'স্থির হও বোন, তুমি বিপদে আছো, তোমার সামনে ঘোর অন্ধকার, তুমি নিজেও বিপদে, পরিবারকেও বিপদে ফেলছো, আর তুমি এসেছো অনলাইনে বোনদের খেদমত করতে? আগে নিজে বাঁচো, নিজের পরিবারকে বাঁচাও।'

হে ঈমানদারগণ**,** তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার**-**পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর**;** যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল**,** আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা**-**ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। **(**সূরা আত তাহরীম**:** ৬**)**

মানে সূরা আত-তাহরিমের ৬ নম্বর আয়াত নিয়ে তিনি যেন আমার সাথে লেগে থাকতেন। আমি মনে মনে বলতাম এই মহিলার কিসের এত জ্বালা! আমি দ্বীনের খেদমতে আছি, আলেমা কোর্স করছি, দ্বীন শিখছি – এটা কি অন্যায় বা খারাপ কাজ নাকি? আমাকে তিনি এও বলতেন, 'তোমার তো নিজেরই মাখরাজ, তাজবিদ ঠিক নেই, তুমি লিডারশিপে কিভাবে থাকো? তুমি কিভাবে অন্যদের শিখাতে পারো বোন।' আমি তার কথায় পাত্তা দিতাম না, আগের মতো পড়াশোনা আর ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

কিছুদিন পরপর আমার বাসায় যেন আগুন লাগতো। আর স্বামী সঙ্গের অভাবের কারণে স্বামীর সাথে বাইরে ঘুরতে যেতাম, বাসাটা ভালো লাগতো না। আলেমা কোর্সে তাজবিদ মাশক, কখনো তাজবিদ মুকরিরাহ আপুদের ক্লাস, কখনো উস্তাদদের মূল ক্লাস, কখনো এসো আরবি শিখি ক্লাস, কখনো তাকরার ক্লাস চলমান থাকতো। ক্লাসগুলোও এত দীর্ঘ হতো যে তিন-চার ঘন্টা লেগে যেতো, মাঝে শুধু নামাজের বিরতি দেয়া হতো। এত দীর্ঘ বিষয়গুলোতে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন ছিল, খাওয়ার সময়ও পেতাম না অনেক সময়। এদিকে জনপ্রিয়তা এত বেড়েছিল যে এমন কোনো বোন ছিল না যে আমাকে চিনতো না। আর এদিকে আমার ঘরে অশান্তির শেষ ছিল না। ঘর শূন্য রেখে বাইরে আমার দাওয়াহর

কাজ চলছিল। আসলে কি এভাবে দ্বীনের কাজ করে? আর আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছিল।

সবই কি শুধু বদনজর? রোজ সবাই মিলে গ্রুপে প্রচুর আড্ডা দিতো, একে অন্যের ঘরের কথা, কার কী হলো, কার কী হলো না, কে কী পেলো, কে কী পেলো না – গ্রুপে সবাই মিলে এসব আলোচনা করতো, কিন্তু আমার রুহ এগুলো মেনে নিতে পারতো না। ঘুমানোর আগে দেখতাম তাদের আড্ডা, ভোর রাতে উঠেও দেখতাম তারা তখনও আড্ডা নিয়েই ব্যস্ত। এডমিন বোনেরা কিছুই বলতেন না, সিআর আপুদেরও কিছু বলতে দেখতাম না। যেখানে দ্বীন শেখা হবে সেখানে তো এগুলো অহেতুক কথা। এত সময় ধরে কথা কিভাবে সম্ভব যদি আসলেই সে নামাজী হয়, যদি আসলেই সে হিকমা সম্পন্ন হয়, যদি আসলেই সে আল্লাহর হক আদায় করে, পরিবারের হক আদায় করে, তাহলে সারা দিন সারা রাত ধরে অনর্থক আলাপ কিভাবে সম্ভব? বিষয়গুলো আবারও খারাপ লাগা শুরু করলো, পড়াশোনায় মনোযোগ রাখতে পারতাম না।

এদিকে এমনও হতো ঈদের চাঁদ রাতে আপুরা রাত একটা, দুটো, তিনটা পর্যন্ত ম্যাসেজ করেই যাচ্ছে গ্রুপে। সবাই যার যার ছবি আদান-প্রদান করছে, নিজেদের অনুভূতি শেয়ার করছে, অথবা একটা সেমিস্টার শেষে বিদায় বেলাতেও একই কাজ করে বেড়াচ্ছে। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সব গ্রুপেই এমন হতো কিনা আমার জানা নেই, আমাদের আলেমা কোর্সের অনেকগুলো গ্রুপ ছিল, প্রায় ১৬-১৭টা। এই দ্বীন শেখার জন্যই আমরা আলেমা কোর্স করতে এসেছিলাম, এবং এসব কারনেই আমার একের পর এক অশান্তি হচ্ছিল। মনে হতো যেন অশান্তি সব গ্রুপগুলো থেকে ধেয়ে আসছে। আমি তো ভাবতাম আমি দ্বীনের দায়ী, এখন দেখি আমি নিজেই আমার নিজের ক্ষতির জন্য দায়ী। ছয়-সাত মাস টানা এভাবেই ক্লাস করলাম। আবার দেখা গেছে কেউ আকিদা বা ফিকহের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলে কিছুই বলতে পারতাম না। তাহলে এতদিন ধরে কি নিয়ে সময় পার করলাম?

তাহলে এখানে পড়ে আমার কী লাভ হলো বা আমি কী শিখলাম? সবাই এখান থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারছে, আমি কেন পারছি না? আমার কেমন যেন কোনো কাজেই কোনো ভালো ফলাফল আমি নিজে দেখছিলাম না। আর সেই অডিও সিরিজের বোন এই বিষয়গুলোই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইতেন, বোঝাতে চাইতেন। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, তাকে দেখাতে চেয়েছিলাম আমি পারবো, এটা আমার দ্বারা সম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিজের ক্ষতি যেন বেড়েই চলেছিল। পর্দা বলতে আমি মনে করতাম আমার আশেপাশে কেউ তো এটা করে না যতটুকু আমি করি, তার মানে আমি ভালো অবস্থানে আছি। আবার আমি ভাবতাম আমাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বোঝানো হতো কোর্স না করলে দ্বীনের পূর্ণতা আসবে না, দ্বীন শিখতে হলে অনেক অনেক কোর্স করতে হবে, জানতে হবে।

কিন্তু একমাত্র আমার সেই বোন শুধু বলতেন তুমি সব ছেড়ে দাও, স্থির হও। আমি উল্টো ভাবতাম যদি সে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হতো তাহলে তো আমাকে বলতো এইটা এইটা বা এই এই জায়গাতে ভালো পড়ানো হয়, তুমি এই এই জায়গাতে ভর্তি হয়ে যাও বা এমন কিছু। আমি ভাবতাম উনি অবান্তর কথা বলেন, একা একাই যদি সব শেখা যায় তাহলে এত এত প্রতিষ্ঠান কেন আছে? আমার তখনকার হালতটা যদি একটা মানুষ বুঝতো যে আমি কিভাবে নিজের সাথে যুদ্ধে লেগে ছিলাম। একদিকে জেনারেল শিক্ষার বাইরে কোনো সাধারণ বিষয় ছিল না, দীর্ঘ ২০-২২টা বছর আমি ছিলাম জাহিলিয়াতের মধ্যে, সেই বান্দার জন্য কিভাবে সবকিছু এত দ্রুত সহজ হবে? প্রতিটা মানুষই পরীক্ষার মধ্যে আছে – হয় নিয়ামতের পরীক্ষা, যেটা দিয়ে যাচাই করা হচ্ছে ব্যক্তি কতটা কৃতজ্ঞ, অথবা দুঃখ-দুর্দশার পরীক্ষা, যেটা দিয়ে যাচাই করা হচ্ছে ব্যক্তি কতটা ধৈর্যশীল। আমার মনে শুধু এই কথাগুলো বাজতো। আমি তখনও আমার নিজের ভুল, এই বিষয়গুলো বা তাকওয়ার যে স্তর আছে সেগুলো জানতাম না।

একটা সময় আমি বাইরে যাওয়া-আসা কমিয়ে দেই, মাহরাম ছাড়া কোথাও যেতাম না, কোনো বিয়েতে যেতাম না, বান্ধবীদের সাথেও যেতাম না, এমনকি আপুরা বললেও বের হতাম না। আমার কাছে এগুলো অসহ্য লাগতো, স্বামী শুধু বললে বের হতাম। এত কিছুর ভেতরে আল্লাহ পাক আমাকে হেফাজত করছিলেন, আমার নিজের চেষ্টায় কিন্তু না, হয় আপুরা এনে দিতেন না হয় স্বামী। তো এভাবে আল্লাহ পাক আমাকে ঘরমুখী করতে থাকলেন। ঐদিকে আমার বান্ধবী যে আমার সফরে আমাকে সাহায্য করতো, সে আর সঠিক পথে নেই। আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করুন। একটা পর্যায়ে ওর সাথেও যোগাযোগ কমে যায়। কথা যে হয়নি তা না, খোঁজ খবর নেওয়া হতো।

এদিকে আল্লাহ পাক তো অবাক করা কান্ড দেখাতে লাগলেন, আমার আত্মীয়-স্বজনরাও আমাদের চিনতে পারছিলেন না, আর আমাদের প্রতিবেশী বা যাদের সাথে বড়ো হয়েছি তারা আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা, আল্লাহ পাক গায়েব থেকে সবকিছু সহজ করছেন, কারণ তিনি 'কুন' বললেই 'ফায়াকুন' হয়ে যায়। একটা গ্রুপ ছিল, সেখান থেকে আল্লাহ পাক একটা কোর্স করার তাওফিক দেন এবং সেটা আমার একটা জেদ ছিল, যেখানে আমি ধৈর্য নিয়ে টিকে ছিলাম। ওটা ছিল এরাবিক হ্যান্ড রাইটিং কোর্স। স্কুলে আমার আরও একটা বান্ধবী ছিল, ও আমার মতো নতুন দ্বীনের পথে ফিরেছিল। ওর বিষয় আর আমার বিষয় বা কথায় কেমন যেন অমিল ছিল। আমি যাই করতাম ও শুধু বিদআত বিদআত বলতো। মনে মনে বললাম, আরে আজব! দু'জন একই সাথে দ্বীনের পথে ফিরেছি, তাহলে আমাদের মিল হচ্ছে না কেন? একদিন ও আমাকে বললো, 'দোস্ত, তোর স্বামী যে জামাতে যান, চিল্লায় যান এগুলো কিন্তু বিদআত। এভাবে দাওয়াত দেওয়া বা মেহনত নাকি বিদআত।' আমাকে পরামর্শ দেওয়া শুরু করলো, 'উনাকে নজরে রাখিস, জায়গায় জায়গায় কিন্তু বিয়ে করবে, পরে পস্তাবি তুই।' বিষয়টা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না।

আমি ওর সব কথা শুনলেও এটা শুনে একটা ধাক্কা খাই। ওকে বললাম, ‘তুই ভুল জানিস কোথাও। আমি তো জানি আল্লাহ পাক জামাতবদ্ধ হয়ে থাকতে বলেছেন। কুরআনে বা হাদিস পড়ে, আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর জীবনী পরেও তো আমি এটাই শিখলাম। আমার হুজুর তো কোনো দলাদলি করেন না, শুধু এই মেহনতে আছেন। এবং এখান থেকেই তো তিনি কুরআন সহীহ করে পড়া, সালাহ, হালাল হারামের শিক্ষাগুলো পেলেন। তাহলে এগুলো কিভাবে বিদআত হয়? তাবলীগের কর্ম পদ্ধতিতে ভুল থাকতে পারে। ভুল সবকিছুতেই আছে। আল্লাহ মাফ করুন, শুধরানোর তৌফিক দিন।

হঠাৎ করে সেই অডিও সিরিজের আপু আমাদের দু’জনকে, আমি সহ আরো একজন বোন। আমরা দু’জন বোনকে আল্লাহ পাক সেই আপুর সহবতে রেখেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তিনি আমাদের প্রায় তিন বছর ধরে ধৈর্য, হিকমা, স্থির হও, কুরআনে সময় দাও – এইগুলো নিয়ে বোঝাতেই থাকলেন। আমরা দু’জন মিলে একই কাজ বারবার করতাম, আমরা পথ হারিয়ে ফেলতাম, বিপদে পড়তাম, এত এত গ্রুপের ভিড়ে অশান্ত হতাম। তখনও আমরা একটা অজানা রাস্তায়। আপু আমাদের টেনে টেনে আনতেন, শাসন করতেন, ‘এখন এটা না ওটা করো’ – এভাবে রোজ আমাদের পেছনে লেগে থাকতেন, আমরা তখন তার সম্মান বা তার কথাগুলো বুঝতাম না। আল্লাহুম্মাগফিরলি, আল্লাহ আমাকে এবং সেই বোনকে ক্ষমা করুন। একটা সময় আপু আমাদের অডিও সিরিজে সময় দেওয়া বা লাইভে টুকটাক দ্বীনি বই পড়া, সাহাবীদের জীবনী পড়া – এইগুলো ছোট ছোট কাজ দিতেন, যেন আমরা স্থির হই, যেন দ্বীনের রাস্তাটা হারিয়ে না ফেলি, যেন আমরা উত্তম সঙ্গী ও সহবত পাই। এভাবে আমাদের জন্য সেই বোন বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকেন। আল্লাহ পাক তাফসীরে ইবনে কাসীরের বেশ কিছু অংশ, সাহাবীদের জীবনীর কিছু অংশ পড়ার সাথে সাথে বোনদের জন্য রেকর্ড করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। খুব সামান্য হলেও আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। রেকর্ড করতে গিয়ে একটু হলেও পড়ার তৌফিক হয়েছে, না হলে সেটাও মনে হয় হতো না।

আল্লাহর পক্ষ থেকেই সেই বোন আমাদের জীবনে নিয়ামত হিসেবে এসেছিলেন, এটা আল্লাহ পাকের ফায়সালা। আল্লাহ পাক তার ইলমে, আমলে বারাকাহ দান করুন, তাকে আফিয়া এবং কল্যাণের সাথে রাখুন। সকল প্রকার বদ নজর, নামীমাহ থেকে তাকে এবং তার বংশধরদের হেফাজত করুন। তাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রহিমিন। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একটা নতুন দিগন্তের দিকে কিছু যেন আমাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছিল, আমি তখনও নিরুপায়। বাসায় একদিকে ঝগড়া, সবার চালচলন আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কেউ বুঝতে পারছিল না যে আমি এখন আগের আমি নেই। আমার পর্দা যে এখন শুধু একটা পোশাক সেটা আমার কাছে মনে হতো না। নারী ঘরের বাইরে চাকরি করবে এটা আমি আর মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার যে বোন নামাজ নিয়ে কথা শোনাতেন, সেই বোনের

বাইরের যাওয়া-আসার কারণে তার রুহের অবস্থাও করুণ ছিল। তখন আমার মনে হতে থাকে, স্বামীর বাড়ি যেতে পারলেই বাঁচি। আমার কথা যেহেতু তারা শোনে না বা আমার গুরুত্ব দেয় না, বিষয়টা হজম করতে একটা সময় আমি মনে করতাম তারা দুই পরিবার আমাকে স্বামীর সাথে মিশতে দিচ্ছেন না, স্বামীর হাতে তুলে দিচ্ছেন না। আমি মনে মনে তাদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম। সবকিছু মিলে আমি আরও বেশি ভেঙে পড়তে শুরু করলাম।

এভাবে আলেম কোর্সের দ্বিতীয় সেমিস্টারে উঠি। সেই বোন বললেন, 'তুমি যদি স্থির হতে পারো তাহলে যা তালাশ করছো সেটা পেয়ে যাবে।' সব গ্রুপ ডিলিট করে দিলাম, পুরুষ মানুষ রিলেটেড সবকিছু বাদ দিলাম। মাশাআল্লাহ লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, বারাকাল্লাহু ফিক। ইউটিউব, ফেসবুক তো আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম, আল্লাহ পাক সহজ না করলে কিছুই সম্ভব হতো না। এবার টেলিগ্রামে যে নিউজ পেজগুলো ছিল সেগুলোও ডিলিট করতে থাকি। তখন আপু বলছিলেন দরুদের এই এই ফজিলত এবং দরুদ দোয়া কবুল হওয়ার হাতিয়ার, 'এসো আমরা টার্গেট করে দরুদ পড়ি, আল্লাহর সাহায্য আসবেই ইনশাআল্লাহ।'

তখন আমি দরুদ পড়তেই থাকতাম। একটা পর্যায়ে দেখলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমার দোয়া কবুল করে নিতে থাকলেন। এরপর থেকে দরুদকে জীবনের সঙ্গী করে নিলাম। তখন আমার মক্কা মদিনা ও নবীজিকে ﷺ দেখার আশা এবং সাহাবীদের জীবনীগুলো ভালোবাসায় পরিণত হতে শুরু করলো, মাশাআল্লাহ। আমি আলেম কোর্সে তখন শুধুমাত্র তাজবিদ পড়তাম, তাও মুকরিরাহ আপুর কাছে। যখন ঐ ক্লাস থাকতো শুধু সেটাই করতাম।

'হিদায়াতের পথে যাত্রা' একটা সিরিজ খুব বেশি অনুপ্রাণিত করতো। যারা স্বামী বিষয়ক সমস্যা বা আমার মতো অবস্থানে আছেন বা যে যেই সমস্যাতে আছেন তাদের জন্য বলা – 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।' (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

মানুষের অন্তর পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই, যদি না আল্লাহ চান। ফয়সালা আসবে আসমান থেকে, আসমান থেকে ফয়সালা না হলে কিছুই হবে না। আমাদের পক্ষ থেকে যা করার তা হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং কুরআনের সাথে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে মজবুত করা। আল্লাহ সেভাবেই সুযোগ করে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, যদিও আমি প্রাথমিক পর্যায়ে আছি, তবুও আমি আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট। হয়তো আমার সব মিটমাট হয়ে গেলে অর্থাৎ স্বামীর সাথে আমার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেলে, আমাকে তুলে দেয়া হলে, সংসার স্বাভাবিক হয়ে গেলে আমি আল্লাহর এই নূর থেকে ছিটকে যেতে পারতাম কারন আমি এখনো কুরআনকে আঁকড়ে ধরা শিখি নি, আমার মধ্যে এখনো তাকওয়ার সেই বুঝ জ্ঞান আসে নি।

সেজন্য হয়ত আল্লাহ আমাকে একা করে রেখেছেন, যেন আমি আল্লাহকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারি। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমি প্রায়ই নিজেকে বলি, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাঁর বান্দা সাহায্য চাইবে আর তিনি সাহায্য করবেন না? এটা কখনোই হতে পারে না।" আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিচ্ছেন আমি যেন আমার আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক করি, মজবুত করি। আর আমি কি নিয়ে পড়ে আছি?

একসময় আমি আমার স্বামীকে বলি, আমি আলেমা কোর্স ছেড়ে দিতে চাই, আপনি কি বলেন? তিনি তখনও জানেন না যে আমি ভিন্নভাবে আল্লাহকে পেতে চলেছি এবং সেটা শুধুই কুরআন, কোনো কোর্সের মাধ্যমে নয়। উনি আমাকে বললেন, "তুমি আর আমি তো আল্লাহর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাদের যদি আল্লাহর তরফ থেকে সন্তান হাদিয়া আসে আমরা তাকে বাইরের জগতে দেবো না, আমরা নিজেরাই হবো মাদ্রাসা। তাহলে এখন ঝরে পড়লে তাদের কী শেখাবে তুমি?" আমি তাকে বোঝাতে থাকলাম, আগে তো নিজেরা তো বাঁচি। আমরা নিজেরা তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে তাকওয়া নেই। আমরা শুধু সার্টিফিকেটের দিকে দৌড়াচ্ছি। সন্তানকে তাকওয়ার শিক্ষা দিতে পারাই কি যথেষ্ট না? আগে নিজে তো শিখতে হবে।

কিন্তু তিনি বিষয়টাকে ভিন্নভাবে দেখলেন, যেহেতু আমি একা অনুভব করতাম এজন্য তিনি ভাবছিলেন এখানে লেগে থেকে কিছু শিখলে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবো এবং দ্বীনের উপর টিকে থাকতেও সহজ হবে, যেহেতু জামাতবদ্ধ থাকার ভেতরেই কল্যাণ আছে। যাই হোক, আমি আর এ বিষয়ে তাকে কিছু বলিনি। আল্লাহ নিজ হিকমতে তাকে সেই বুঝ দিয়ে দেবেন, এটা আমার রবের উপর আমার বিশ্বাস। কারণ আমার রব আমাকে বলছেন তিনি আমার কন্ঠনালীর থেকেও আমার অনেক নিকটে, আল্লাহু আকবার।

আমার স্বামী আলেমা কোর্সের বেতন দেন, আমার আপডেট নেন, আমার অনলাইন ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন আমি ক্লাস করি কিনা, পরীক্ষা দেই কিনা। তো আমিও কি করতাম, কোনো গ্রুপে তো নেই, পড়িও না। ক্যাম্পাসে গিয়ে গিয়ে পরীক্ষার সময়গুলোতে শুধু আন্দাজে পরীক্ষা দিয়ে চলে আসতাম। আল্লাহ মাফ করুন, এভাবেই চলছে। আমার পক্ষে আর সম্ভব না ১৭/১৮ টা গ্রুপে থেকে সারাদিন ভর ক্লাস করতে থাকা, অন্য শ খানেক বোনদের প্র্যাকটিস করাতে থাকা। গ্রুপে সারাদিন ধরে গল্প শুনতে থাকা, হাজার হাজার নোটিফিকেশন চেক করতে থাকা। এমনভাবে দ্বীন শিখতে আমি কখনো চাই নি। আল্লাহ এখান থেকে আমাকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে ফিরে আসার ব্যবস্থা করে দিন। আমিন।

এদিকে বাসায় হুলস্থুল কাণ্ড হতো, আগে কারো হক আদায় করতে পারতাম না, অনেক কথা শুনতে হতো। এখন সেই গ্রুপ, ক্লাসগুলো সব বাদ দেওয়ায় আল্লাহ পাক একটু হলেও বাসায় সবার সাথে সময় দেয়ার, তাদের হক আদায় করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বর্তমানে শুধুমাত্র এক জায়গায় একজন উস্তাযার কাছে আল্লাহ পাক কুরআন শেখার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

একটা সময় বাসায় মা আর মেঝো বোনের সাথে কুরআনের প্র্যাকটিসে বসার তাওফিক দিলেন রব। একটু একটু করে বসা হতো, কিন্তু নিয়মিত হতো না, তারা স্বাদ পেতো না। আমিও যেহেতু মাত্র শিখছি, আমার শেখা হয়নি, যতটুকু পারি আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন সেটা দিয়েই কোনো রকমে চলি। বড় আপুর পড়া একটু সহীহ আছে, উনাকে নিয়ে সমস্যা নেই, বরং উনি আমার ভুল ধরতেন, যদিও আমাকে সময় দেওয়ার মতো সময় তার হয়ে ওঠে না। সে বাইরে যাওয়া-আসার পরীক্ষায় চলমান, আল্লাহ তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবেনই ইনশাআল্লাহ। সে দুআ করে যাচ্ছি। এবং সেও অনেক অনেক চেষ্টা করছে স্থির হতে, পারিবারিক কিছু ইস্যুতে সে সাহস হারিয়ে ফেলছে বারবার। মূলত আমাদের তাকওয়ার বুঝটা পর্যাপ্ত না থাকায় আমরা বিপদে পড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে আমরা নিজেকে আগে না বাঁচিয়ে অন্যের কথা ভাবতে বসে পড়ি।

নিজেই যদি না বাঁচি অন্যকে কিভাবে বাঁচানো সম্ভব? এই হিকমত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার অন্তরে ঢেলে দিন, আমিন। এবং আমার বোনদের জন্য এখন বিয়ের কথা চলে কিন্তু বিয়ে হয় না, তো তারা হতাশ ও ভেঙে পড়ে। যেদিন থেকে আমি জানতে পারলাম তাকওয়া না থাকলে নিজেকে বাঁচানোই সম্ভব না, সেদিন থেকে আমি উল্টো দোয়া করতাম। এবং আমার দোয়ার কথা শুনে ও বাসায় এক যুদ্ধ, যে হয়তো আমি তাদের কষ্ট বুঝি না, ভালো বুঝি না। আল্লাহ পাক আসান করুন। আমি শুধু আল্লাহকে বলতাম, 'আল্লাহ দুনিয়ার এই হালত, আমাদের তাকওয়ার এত অভাব, আমরা আছি অহেতুক জিনিস নিয়ে পড়ে, আমরা নিজেরাই স্থির না, আমরা একটুতেই ভেঙে পড়ি। এই হালতে তো তাদের বিয়ে হলে আরও বিপদ, কারণ তারা এখনও আপনাকে অভাবে আঁকড়ে ধরতে পারছে না।' আমি তখন জোরে জোরে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে দোয়া করতে লাগতাম, 'আল্লাহ আমার বোনদের তাকওয়ার বুঝ পুরোপুরি না আসা পর্যন্ত যেন তাদের বিয়ে না হয়।' জানিনা আপনারা বিষয়গুলো কিভাবে নেবেন, আল্লাহ সহজ করুন। সত্যি এটাই। আল্লাহ পাক আগে যেন তাকওয়ার বুঝ জ্ঞান দান করেন, তারপরে বিয়ের ব্যবস্থা যেন করে দেন। একই বিষয় আমার নিজের জন্যও প্রযোজ্য। আমার তাকওয়ার বিষয় ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামীর সাথে সংসারও স্বাভাবিক হবে না, আল্লাহ পাক দেরীতে হলেও আমাকে এটা বুঝতে পারার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই যাত্রা অনেক কষ্টের, অনেক অপমানের, অনেক চোখের পানিতে বালিশ ভিজে একাকার করার। কিন্তু আমার রব তো বলেছেন, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি। আল্লাহ পাক অনেক পরীক্ষার ৪ বছর পরে স্বামীর ঘরে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সেখানেও পরীক্ষা আছে। দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষা থাকবেই। স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে আল্লাহ পাক আমার মা'কে আমার কুরআন শেখার উস্তাযার কাছে পড়া শুরু করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আরো একটু সময় পেলে হয়ত আমার মেঝো বোনকেও আল্লাহ পাক কবুল করতেন। সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।

এভাবে আল্লাহ পাক বুঝিয়ে দিলেন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকেই আমাদের ফিরে আসতে হবে। বাসায় কারো জ্বর-ঠাণ্ডা হলেই সবাই ওষুধ খুঁজতে ব্যস্ত, আমি সোজা দরুদ, ফাতিহা, দরুদ দিয়ে কাজ সেরে নিতাম। আগে বুঝতাম না, আল্লাহ মাফ করুন। আমাদের এখন কিছু হতে না হতেই আমরা ডাক্তার খুঁজে বেড়াই। দ্বীনি মহলেও অনেক বোনকে দেখতাম তারাও যেতো। সবাই ডাক্তারের কাছে যায়। আল্লাহর কাছে কেউ যায়না। কি আশ্চর্য। দ্বীনের বিষয়গুলো যখন শেখা বা সেই আপুর সাথে মেশা শুরু হয়, তিনি সবসময়ই রুকইয়াহর কথা বলতেন, তখনও বিষয়টা ধরতে পারিনি। অবশেষে হিদায়াতের পথে যাত্রা সিরিজ থেকে আল্লাহ পাক বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ কুরআনই যে সব কিছুর সমাধান। তাহলে আমরা এদিক ওদিক কেন ছুটবো?

আগে তো আল্লাহকে ডাকতে হবে এবং তিনি কী ফলাফল দেন সেটা দেখতে হবে। সে অপেক্ষা বা সবর আমাদের ভেতরে নেই। একটা বাস্তব ঘটনা বলি, মাঝে আমার একদিন যেমন ব্যথা, তেমন সর্দি, তেমন শরীর ভার। আমি দুই হাত মুনাজাতের মতো করে আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে দরুদ, ফাতিহা, দরুদ পড়তাম আর ফুঁ দিয়ে বাতাসটা ভেতরে নিতাম, আর আল্লাহকে বলতাম, 'আল্লাহ এই বাতাস যেখানে যেখানে যাবে তুমি সেখানেই সেখানেই শেফা দান করে দিও আমাকে।' পড়া শেষ করেছি, আল্লাহু আকবার, সাথে সাথেই আমার সমস্ত ব্যথা কাশি চলে গেল। এবং এরপর থেকে আমরা যাই হোক আমি এটাই করি, এবং আমার আল্লাহ আমাকে নিরাশ করেন না। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তবে আমি যদি গুনাহ করে ফেলতাম বা গুনাহে জড়িয়ে যেতাম, তখন দেখতাম আমার পুরো পরিবারসহ স্বামীর উপরেও সেই প্রভাব পড়তো, এবং সেই সময়গুলোতে আমি একদম ভেঙে পড়তাম, আবারও অশান্তি শুরু হতো। আপনাদের মনে আছে হয়তো একবার এক সালাফ বলেছিলেন, "যদি আমি মহান রবের অবাধ্যতা করি, তাহলে সে গুনাহের প্রভাব আমার স্ত্রী ও ঘোড়ার আচরণে প্রতিফলিত হয়।" এবং আমি বুঝতাম যে আমার দ্বারা ক্ষতি হচ্ছে, আল্লাহ হেফাজত করুন। গুনাহের প্রভাব আমাদের অন্তর আর দেহকে ধ্বংস করে ফেলে। যদি নূর হয় আল্লাহর আলো, তাহলে গুনাহ সেই আলোকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলে।

যে পরিবেশে বা যে গ্রুপে বোনেরা এমন আড্ডাবাজিতে মেতে থেকে দ্বীন শেখে, সেখানে আসলে পারিনি এগোতে। হয়তো এখানেই আমার ব্যর্থতা, তবে ব্যর্থতা যদি আমাকে আমার রবের দিকে আসতে শেখায়, সেটাকে আমি ব্যর্থতার নাম দিয়ে কেটে পড়তে পারি না। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ভুলগুলো মাফ করুন, আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন।

<u>এবং আমি এই কথাগুলোকে আমার জন্য রিমাইন্ডার করে রেখেছি, **"হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার কাছ থেকে দুনিয়ার অনেক উপভোগ্য বস্তুকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, যাতে করে আপনাকে তিনি ইলমের স্বাদ প্রদান করতে পারেন।" -** ইবনুল জাওযী **(**রহ**)**।</u>

সাত-আট মাস আগের কথা। আমার আম্মু কেমন যেন করছিলেন। এত রাত এখন কী করবে সবাই, পেরেশান। পুরো বাড়িতে কান্নাকাটি চলমান, আমরা ভেবেছি আজকে রাতে আমরা আম্মাকে বিদায় জানাবো। নিজেও স্থির হতে পারছিলাম না। সারা রাত সবাই দোয়া, নামাজে কান্নাকাটি, দরুদ, ফাতিহা, রুকইয়াহ – স্তব্ধ একটা পরিবেশ। কোনোভাবেই কিছু ঠিক হয় না, মার অসহ্য কান্না। সকালে হাতে তেমন ক্যাশ নেই, মা'র ও অবস্থা ভালো না, যেহেতু উনি ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন, আরো অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

আমরা সকালে আগেই সালাত শেষ করে একদম হাতে যা ছিল সেটাই, বড়ো অ্যামাউন্ট সাদাকা করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিলেন। আমরা শুধু নিয়ত করেছিলাম, আল্লাহ পাকই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এবং আমার মা সাদাকার বদৌলতে সুস্থ হয়ে ফেরেন। একই রকম ঘটনা রোজার আগেও ঘটেছিল। সেবারও আমরা সাদাকার নিয়ত করি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাদাকা করতে পারিনি, কারণ তখন আমাদের হাতে একদম টাকা-পয়সা ছিল না। এদিকে মায়ের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক; তাঁকে দ্রুত নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (ICU) রাখা হয়। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যে, এক হাসপাতাল থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে বার্ডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ডাক্তার তাৎক্ষণিকভাবে জানান যে, তাঁর অপারেশন করতে হবে।

আমরা দুই বোন তখন বাসায়—কে কাকে সান্ত্বনা দেব? কিন্তু তখনও আমরা ভুলে যাইনি যে সাদাকা বিপদ দূর করে। এর আগেও বেশ কয়েকবার আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি—আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আম্মার এমন করুণ পরিস্থিতিতে হঠাৎ আমার সূরা রুমের ৪১ নম্বর আয়াতটির কথা মনে পড়ে গেলো। সেখানে বলা হয়েছে:

"মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে; তিনি তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে।"

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আমাদের রোগ দেন গুনাহ মাফ করার জন্য। আমরা আশা রাখি, আল্লাহ এই রোগের কারণে এবং এই তীব্র কষ্টের মাধ্যমে আম্মুর সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আমরা আল্লাহর উপর সুধারণা রাখব, ইনশাআল্লাহ। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তা আরও বাড়িয়ে দেন। আলহামদুলিল্লাহ! এবারও আল্লাহপাক সাদাকার মাধ্যমে আমাদের বিপদকে সহজ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

দ্বিতীয়বারও আল্লাহ পাক আমাদের সাদাকার মাধ্যমে এই বিপদকে আসান করে দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদের সবার হালাল সম্মানজনক রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন, রিজিকের বারাকাহ দেন, তাঁর দেওয়া সম্পদ থেকে

তাঁর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করার তৌফিক দেন, আমাদের যেন সর্বদা উপরের হাত বানান, নিচের হাত থেকে রক্ষা করেন, আমিন।

এবং সেই সময়টাতেও আমাদের হাতে ক্যাশ বলতে ছিল ২০-৩০ হাজার। মা-কে বাসা থেকে শিফট করা হয়, সেখানে তাকে রাখা হয় না, কারণ তার হালত আরও খারাপ হতে থাকে। অবশেষে বারডেমে নেওয়া হয়। আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। আম্মার অপারেশন হলে আমাদের প্রয়োজন পড়ে লাখের উপরে। এবং সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা। আল্লাহ আমার পরিবারের এক সদস্যের মাধ্যমে সেটা কবুল করেন, গায়েব থেকে আবারও সাহায্য আসে। এবং ভাইয়ের একটা কাজ ঠিক সেই সময়টাতেই কবুল হয় এবং বেশ বড়ো একটা অ্যামাউন্ট তাকেও দেওয়া হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সম্মান রেখেছেন, আম্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের রব আমাদের কাছেই থাকেন, আমরা শুধু ডাকার মতো ডাকতে পারি না। এত কিছুর পরও আমরা তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি না, আমরা গাফেল হই, আমরা গুনাহ করি, আমরা ঝরে পড়ি, কিন্তু তিনি ছেড়ে যান না, রোজ রাতেই (তাহাজ্জুদ এর সময়) তো আমাদের ডাকতে আসেন, আর আমরা?

আমি যখনই হতাশ হই আমার মনে পড়ে একটা দোয়া, যা মুসা (আঃ) করেছিলেন এবং তাঁর রব সেটা কবুল করেছিলেন সাথে সাথেই। আমিও সেই দোয়াটাই আল্লাহর কাছে করি, "ইয়া রব, আপনি মুসা (আঃ)-কে যেভাবে সাহায্যকারী হিসেবে হারুন (আঃ)-কে দিয়েছেন, আমার জন্যও আপনি সেভাবে সাহায্যকারী মিলিয়ে দিন আমার পরিবারের মধ্যে থেকেই। আমিন।"

আমি এখনও বিগিনার, আল্লাহ আমাকে, আমার পরিবারকে, বংশ খান্দানকে হেফাজত করুন, আমাদের হেদায়েতের নূর দান করুন, আমাদের পূর্বের জানা-অজানা, বর্তমানের জানা-অজানা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন, আমাদের ভালো ও নেক কাজগুলো সকল কবরবাসীর কাছে পৌঁছে দিন, আমাদের পরিবারকে, আমাকে সকল প্রকার বদ নজর থেকে হেফাজত করুন। যে যে জায়গা বা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বীনের পথে হাঁটতে শিখেছি, আল্লাহ তাদের কবুল করে দিন। আল্লাহ আমার সকল সহবত বোন, উস্তাজা/উস্তাজদের কবুল করে নিন, আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত করুন এবং সাবিকুনদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া রব, আপনি আমাদের আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মত কুরআন তিলাওয়াত করার তৌফিক দিন। কুরআন অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৩৫: বান্দা যখনই আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তখনই তার ডাকে সাড়া দেন

১) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেখানো দুআগুলো অতীব সুন্দর। আমরা যদি দুআগুলোর অর্থ মনোযোগ দিয়ে পড়ি, তবে প্রতিটি দুআ থেকেই চিন্তার অনেক খোরাক পাবো, ইনশাআল্লাহ। একটি দুআ হলো বাড়ি থেকে বের হওয়ার দুআ। যদিও এটি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার জন্য, এর অর্থ ও আবেদন শুধু সেই মুহূর্তের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। এই যেমন আল্লাহ তায়ালা আমাকে আলোচনা শুরু করার তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছি যে, "আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই যেন নিজেকে বা অন্যকে পথভ্রষ্ট না করি, অথবা অন্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট না হই; আমার নিজের বা অন্যের পদস্খলন না করি, অথবা আমায় যেন পদস্খলন করানো না হয়।" এই দুআর অংশটুকু নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিখিয়ে যাওয়া দুআ। দুআটি হিসনুল মুসলিম অ্যাপে পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ের যিক্‌র:

اَللّٰـهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ، اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ، اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ، اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই যেন নিজেকে বা অন্যকে পথভ্রষ্ট না করি, অথবা অন্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট না হই; আমার নিজের বা অন্যের পদস্খলন না করি, অথবা আমায় যেন পদস্খলন করানো না হয়; আমি যেন নিজের বা অন্যের উপর যুলম না করি অথবা আমার প্রতি যুলম না করা হয়; আমি যেন নিজে মুর্খতা না করি, অথবা আমার উপর মূর্খতা করা না হয়।

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা আন আদ্বিল্লা, আও উদ্বাল্লা, আও আযিল্লা, আও উযাল্লা, আও আযলিমা, আও উযলামা, আও আজহালা, আও ইয়ুজহালা 'আলাইয়্যা। (সুনান গ্রন্থকারগণ: আবূ দাউদ, নং ৫০৯৪; তিরমিযী, নং ৩৪২৭; নাসাঈ, নং ৫৫০১; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৮৪ আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী ৩/১৫২; সহীহ ইবন মাজাহ্ ২/৩৩৬।)

২) আল্লাহ পাক আবারও আলোচনার জন্য নিয়ে এসেছেন, এটা অনেক বড় নিয়ামত আলহামদুলিল্লাহ। সব কাজকর্ম গুছিয়ে শেষ করে তারপরেই তো এই কাজের জন্য সময় দিতে হয়। আল্লাহ পাক যদি সে সুযোগ না করে দিতেন এটা কখনোই সম্ভব হতো না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের হিদায়াতকে বাড়িয়ে দিন। যারা হিদায়াত থেকে বহু দূরে আছেন তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাক হিদায়াত এর নূর দান করুন। যাদের আল্লাহ পাক এখনো বিয়ের ব্যবস্থা করেন নি, তাদের জন্য আল্লাহ পাক উত্তম চক্ষুশীতলকারী, অন্তর প্রশান্তকারী বান্দা মিলিয়ে দিন। যারা অসুস্থ, রোগে কষ্টে জর্জরিত আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম শিফা দান করুন।

আমি নিজে সহ, আমরা সবাই যেন নিজের ওযু, গোসল, নামাজ সব শেষ করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, আমাদের মৃত্যুর সফরের জন্য তৈরি থাকতে পারি। যারা বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন আমরা যেন তাদের প্রতি ইহসানকারী হই। তাদের অনেকেরই হয়ত দ্বীনের পরিপূর্ণ বুঝ জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা যেন আমাদের জায়গা থেকে তাদের হক আদায় করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের যেন সে তৌফিক দান করেন। যারা হাসাপাতালে আছেন, আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে সুস্থ করে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। যারা ঈমান নিয়ে কবরে চলে গিয়েছেন, তাদের কবর গুলোকে আল্লাহ পাক যেন নূরে পরিপূর্ণ করে দেন। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করুন। মুসলিম উম্মাহকে তাকওয়াবান বানিয়ে দিন। আমরা যেন আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের যেন দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করেন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারণঃ রব্বানাগফিরলি ওয়ালি ওয়া লিদাইয়্যা ওয়া- লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসা-ব্।

অর্থ: হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা ইবরাহিম- আয়াত ৪১)

৩) আল্লাহ পাক শুরুতেই বেশকিছু দুআ উল্লেখ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইনশাআল্লাহ দুআ নিয়ে কিছু বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক আমাকে যেন সঠিক বিষয় উপস্থাপন করার তৌফিক দেন, ভুল বিষয় থেকে হেফাজত করেন।

অনেকেই জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হিসেবে কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কোন এক বোন বিভিন্ন মাধ্যমে খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছ পর্যন্ত একটা বার্তা পৌঁছে দেন, তার জন্য যেন দুআ করি। তার যেন মদীনার সাইয়্যেদ বংশের কারো সাথে বিয়ে হয়। এই ধরনের দুআর কি ফজীলত আমার জানা নেই। সেই বোনটা যে মেহনত করে আমার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে পৌঁছানো এর চেয়ে অনেক সহজ। এই বোনের এই দুআর বিষয় নিয়ে আমার আপত্তি আছে। মদীনায় থাকার বিষয় নিয়ে অনেক ফজীলত আছে। আল্লাহ পাক আমি নিজে সহ, আমাদের সবাইকে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে মদীনার স্থায়ী অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদের জন্য উপায় উপকরণ সহজ করুন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মদিনায় মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম, সে যেন তা করে। কেননা যে মদিনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য শাফায়াত করব।' [মুসনাদে আহমাদ: ৫৮১৮]

৪) সাইয়্যেদ বংশের ছেলে কেন লাগবে? এর ফজীলত কি? তার মানে আমার ঘরে যে ছেলে আছে তাদের বিয়ের বয়স হলে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাকওয়ার জ্ঞান দান করলে তারা কি বিয়ের উপযুক্ত না? আমি কি তাদের জন্য তাকওয়াবান নারী পাবো না? সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে খাদিজা (রা.)-কে সালাম পাঠিয়েছেন। খাদিজা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী। নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ। খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পরও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলতে পারেননি। আমরা কি তাঁর মতো স্ত্রী হতে চাই না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে একাধিক স্ত্রী এসেছিলেন। আমরাও আমাদের জীবনে সেই অনুমতি দিবো, সুযোগ দিবো আমাদের স্বামীকে।

আমরা চাইবো তাকওয়াবান বান্দা। সে ব্যক্তি যে কেউ হতে পারে। আমাদের জীবনে যেকোন দুআর আগে তাকওয়ার জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, হিদায়াত তার জন্য যে মুত্তাকী বান্দা। আমাদের কি হিদায়াত প্রাপ্ত বান্দা লাগবে না? আমাদের নিজের জন্য, নিজের পরিবার পরিজন, সন্তানদের জন্য মুত্তাকী বান্দা লাগবে। যারা অবিবাহিত তারা আল্লাহর কাছে একজন মুত্তাকী বান্দার জন্য দুআ করব। তাকওয়ার ভাষা, কর্মকান্ড সবই এক। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

৫) রুটিওয়ালার গল্পটা সবাই জানেন আলহামদুলিল্লাহ। ওনার কোন ডিগ্রি সার্টিফিকেট ছিল না। তাহলে ওনি কিভাবে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হলেন? যার শুধুমাত্র নামাজ,হালাল ইনকাম এতটুকুই ছিল। এরচেয়ে বেশি কিছু ছিল বলে আর কোন তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাহলে আমি কেন আমার জায়গা থেকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ হতে পারি না? আমি কেন বলতে পারি না যে আমার সকল হালাল দুআ কবুল হয়? সেই রুটিওয়ালার সাথে আমার কি পার্থক্য? সেই রুটিওয়ালার কোন দিক থেকে এত পবিত্র হতে পারল যে তার সকল দুআ আল্লাহ পাক কবুল করেছেন? ওনার দুআ এতই শক্তিশালী ছিল যার কারনে একজন নামীদামী আলেমকে ওনার দরজায় আসতে হলো। আল্লাহু আকবার!

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) একবার এক শহরে যাচ্ছিলেন। এশার নামাজের সময় হলে তিনি এক মসজিদে ঢুকলেন। ফজর পর্যন্ত সেখানেই থাকার ইচ্ছা ছিল তাঁর। নামাজ শেষে বসে থাকতে দেখে মসজিদের প্রহরী তাঁকে বের করে দিলেন, কারণ রাতে মসজিদে থাকা নিষেধ। মসজিদের পাশেই এক রুটিওয়ালার দোকান ছিল। ইমাম আহমাদ (রহ.) সেখানে

গিয়ে অনুমতি চাইলেন, রাতের বাকি অংশটুকু আগুন পোহাতে পোহাতে কাটানোর জন্য। রুটিওয়ালা সানন্দে রাজি হলেন।

ইমাম আহমাদ (রহ.) খেয়াল করলেন, যুবক রুটিওয়ালা প্রতিটি কাজে, যেমন আটা মাখতে, রুটি বেলতে, ক্রেতার হাতে রুটি দিতে, এমনকি টাকা নেওয়ার সময়ও শুধু 'আসতাগফিরুল্লাহ' পড়ছেন। আশ্চর্যান্বিত হয়ে ইমাম আহমাদ (রহ.) যুবককে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুবক উত্তরে বললেন, তিনি সবসময় ইস্তিগফার করেন। এই আমলের বরকতে আল্লাহ তাকে 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ' (যার দোয়া কবুল হয়) বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি যখনই আল্লাহর কাছে কিছু চেয়েছেন, আল্লাহ তা কবুল করেছেন। সুবহানাল্লাহ।

৬) এই ঘটনা থেকে আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষা নেয়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে নেককার হতে হবে। আমাকে এমন হতে হবে যেন, আমার দুআ কবুল হয়। আমি যদি তওবা করি, আমি যদি নিজেকে শুধরানোর মেহনত করি, আল্লাহ পাক আমার দুআ কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। আমি যদি নেককার স্ত্রী, মা, সন্তান হয়ে থাকি আমার দুআ স্বামী সন্তান এর জন্য, আমার মা বাবার জন্য কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি নেককার কিনা আমি জানি না, তবে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি তওবা করার, নিজেকে শুধরানোর। আল্লাহ পাক আমার মত গুনাহগার বান্দার দুআ কবুল করেন আলহামদুলিল্লাহ।

নিজেকে গুনাহগার মনে করাটাই হলো নেককার হওয়ার প্রথম ধাপ। যে ব্যক্তি নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন, সেই পারে নিজেকে শুধরে নিতে এবং আল্লাহর পথে চলতে। কারণ, নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করাটাই হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার এবং তাঁর নৈকট্য লাভের সোপান। ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়টা আপনাদের জায়গা থেকে কেন নিশ্চিত করছেন না? আমরা কেন অন্যের কাছে ছুটে যাবো দুআর জন্য, কেন আমার নিজের দুআ কবুল হয়না? আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, আল্লাহ আপনি আমাকে শিক্ষা দিন, কোন বিষয় আমার দুআ কবুলে বাধা। আমি কোন পথ কোন মত গ্রহন করে শান্তি পাচ্ছি না। আপনিই আমাকে পথ দেখান। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন যে, তিনি তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দেন। আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে দুআ করব। আমি অন্য কাউকে খুঁজবো না আমার জন্য দুআ করতে। আমি নিজেই আল্লাহর কাছে দুআ করব ইনশাআল্লাহ। কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তিনি তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দেন।

সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৬: "আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদের বলে দাও— নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটবর্তী। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে, তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়।"

আল্লাহর ওলিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারা সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। কোনো বান্দা যখন এই উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে যায়, <u>আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর ওলির শত্রুদের</u>

বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আল্লাহর ওলি হলে — আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করবেন, আপনার শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। কেউই আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কোনো বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে?

আল্লাহর ওলি হতে চান? আল্লাহর ওলি হতে হলে মাত্র ২ টা জিনিস প্রয়োজন। ঈমান ও তাকওয়া। কোন ব্যক্তি যদি ঈমান ও তাকওয়া নিজের সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ঠিক রাখার সে আল্লাহর ওলি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর ওলির কাছে না গিয়ে নিজেই আল্লাহর ওলি হয়ে যান।

৭) আমি যদি কুরআন, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে পারি সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। যার জন্য আল্লাহ পাক আছেন তার আর কেউ কি লাগে নাকি? আসমান জমিনের মালিক যার জন্য আছেন, তার আর কারো দরকার নেই। আমি নিজে তাকওয়াবান বান্দা হওয়ার জন্য মেহনত করব, নিজের সন্তানদের তাকওয়াবান বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার মেহনত করব। এবং তাদের জন্য তাকওয়াবান বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিবো। আমি যদি এমন হই যে, যার নিজের তাকওয়ার অবস্থা খারাপ তাহলে কিভাবে হবে। তাহলে কিভাবে দুআ কবুল হবে? আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী হবো না। মানুষের স্বভাব হলো কেউ যদি তার জন্য ভাল করে তাকে যে সম্মান করে, যদি সামান্য একটু এদিক সেদিক হয় তাহলে তার ছায়াও দেখতে পারে না। আপনি আমি সবাই এমন। কিন্তু আমাদের রব এমন নন। আমাদের আসমান জমিনের মালিককে আমরা যেন নগন্য কোন মানুষের মত মনে না করি। তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে।

আমরা কোন মানুষের মুখাপেক্ষী হবো না। তার এত প্রশংসা করব না। আপনারা যদি আমার এত প্রশংসা করতে থাকেন তাহলে শয়তানের কুমন্ত্রণার কারনে আমার অন্তরে এমন চিন্তা ভাবনা চলে আসতে পারে যে কারনে আমি বিপদগ্রস্ত হবো। আল্লাহ পাক আমার ঈমানকে হেফাজত করুন। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমরা নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলার মেহনত করব যে কারনে অন্যরাও তাদের উপকারের জন্য আমাদের কাছে আসতে চাইবে। আমরা যেন অন্যের কাছে ছুটে না যাই। এজন্য আমাদের করনীয় কি। বিগত আলোচনায় এসব বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। নিজের সাথে সরাসরি আল্লাহর সম্পর্ক মজবুত করে নিতে হবে। দুনিয়ার স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরন করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমরা আল্লাহর কাছে কল্যানের দুআ করব। সুস্থতা ও আফিয়াহর জন্য দুআ করব। আল্লাহ আমি জানি না কিসে আমার জন্য কল্যান। আপনি আমার জন্য কল্যানকর বিষয় সহজ করে দিন।

আমি সবার কাছে দুআ চাইনা। আমি আমার মা বাবা, শ্বশুর বাড়ি, আমার উস্তাদ, এবং যারা আমার কথা সহ্য করতে পারে না তাদের কাছে দুআ চাই। আমার জন্য দুআ করবেন,

আল্লাহ যেন আমাকে হিদায়াত দেন, হিদায়াত বাড়িয়ে দেন। আমার হিদায়াত নাই দেখেই তো সে আমার কথা বুঝতে পারছে না, আমি তাকে বুঝাতে পারছিনা। আমি মুখ খুললেই যেন সে কথার প্রভাব অন্তরে পড়ে। বাহ্যিক প্রভাবের চেয়ে অন্তরে প্রভাব পড়া সেটাই আসল। তার কাছে দুআ চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো সে যেন চিন্তা করে নিজের বিষয় নিয়ে। আমরা ছোট থেকে দেখে এসেছি সবার কাছে দুআ চাইতে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়েও দুআ চাওয়া, কারো একটু উপকার করে দিয়েও দুআ চাওয়া এগুলো আমাদের বন্ধ করতে হবে। আমরা সামান্য ভাল একটু কাজ করলাম, সেটার ঋন শোধ করানোর জন্য সে ব্যক্তিকে দুআ করার দায়িত্ব দিয়ে দিলাম। আল্লাহু আকবার। আমরা বরং তাদের জন্য দুআ করে আসবো। নিজেরা যত্রতত্র দুআ চাওয়া বন্ধ করতে হবে। দুআ করতে বলার মত গুরুদায়িত্ব আর হয় না। আপনি আমাকে দুআ করতে বললেন, আমি যদি দুআ করতে ভুলে যাই, আল্লাহু আকবার। এর চেয়ে গুরুদায়িত্ব আর হয়না। আমি এত গুরু দায়িত্ব কাউকে দিতে চাইনা। প্রতিদিন যাদের সাথে আল্লাহ পাক যোগাযোগ করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ, তাদের জন্য দুআ করা সহজ।

আমাদের কথার প্রভাব যেন অন্তরে পড়ে, তাছির পড়ে। এটা কখন হবে? যখন আমাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হবে। সালাতে দাঁড়ালাম আর অন্তর ছটফট করছে কারো কোন ম্যাসেজ দেখতে হবে, অন্য কোন কাজ করতে হবে। এমন অস্থির রুহ নিয়ে সালাত কি কবুল হবে? সুন্দর করে আস্তে ধীরে সালাত শেষ করব। তারপরে অন্য কোন কাজ থাকলে করব। সুন্নাত পড়ে বা ফরজ পড়ে ম্যাসেজ টা দিলাম, অন্য কোন কাজ করলাম এগুলো শয়তানের কুমন্ত্রণা। এগুলো বাদ দিতে হবে।

৮) বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০ দিন হলো জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন। আল্লাহ পাক কুরআনে শপথ করেছেন এই ১০ দিনের। এই হলো সেই ১০ দিন। আল্লাহু আকবার কাবিরা। এই ১০ দিন অন্তত মোবাইল কম ব্যবহার করার চেষ্টা করি। হয় আপনি ইতিকাফে বসেন, না হয় মুরাকবায় বসেন। অন্তত ১ দিন হলেও। যে যেভাবে পারেন সময়টাকে কাজে লাগান। মোবাইল থেকে যথাসম্ভব নিজেকে দূরে রাখুন। এ কারনে নিজেই বুঝতে পারবেন সময়ে কি পরিমাণ বরকত রহমত। সুবহানাল্লাহ। যদি আপনি ঘরে থাকার তৌফিক পান তাহলে মোবাইল ব্যবহার বাদ দিন, অন্তত এই ১০ দিন। যদি আপনি নারী হয়ে ঘরের বাইরে যান তাহলে আর কিছু বলার নেই। আল্লাহ পাক নারীদের ঘরে থাকার তৌফিক দান করুন। যে নারীকে আল্লাহ পাক ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, সে মোবাইল ছাড়া দিন পার করার লক্ষ্য নির্ধারন করুন। আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে ইনশাআল্লাহ আমি আমার মোবাইল আমার স্বামীর কাছে জমা দিয়ে দিবো। আল্লাহ পাক আমাকে সহ আমাদের সবাইকে যেন সম্পূর্ন ডিভাইস মুক্ত ভাবে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০ দিন পার করার তৌফিক দেন। আমিন।

উস্তাদ বা ত্বলিবুল ইলম সবারই এই ১০ দিনের জন্য নিজেদের সবকিছু থেকে দূরে রেখে একমাত্র আল্লাহর জন্য সময় দেয়া উচিত। আমরা জানি না এমন সুযোগ আর জীবনে

কোনদিন পাবো কিনা। এই ১০ টা দিন আল্লাহর জন্যই নিজেকে সব ধরনের ডিভাইস থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এতদিন ধরে অর্জন করা ইলম আমরা যেন এই বিশেষ সময়গুলোতে আমলে পরিনত করতে পারি, আল্লাহ পাক আমাদের যেন সে তৌফিক দান করেন। আমিন।

প্রতি ওয়াক্ত নামাজের আগে পরে কুরআন খুলে বসুন। নামাজের আগে পরে আমরা মোবাইল চেক করে বসি কারো কোন ম্যাসেজ আছে কিনা। সেই মোবাইলের জায়গা আমরা কুরআনকে দিবো ইনশাআল্লাহ। কুরআনকে হাতে ধরি, বুকের সাথে লাগিয়ে রাখি। অনেকেই শারীরিক মানসিক ভাবে অসুস্থ। তার একটা বড় কারন হলো, কুরআনের সাথে দুরত্ব। যেভাবে আল্লাহ পাক চাচ্ছেন সেভাবে আমরা এই কুরআনের হক আদায় করতে পারছি না। যে জ্বীন, যাদু দ্বারা আক্রান্ত তার জন্যও একই বিষয়। আল্লাহ পাক কুরআনেই বলেছেন, আমরা যদি শয়তান থেকে বাঁচতে চাই আমাদেরকে কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে। নবীদের দুআ খেয়াল করে দেখবেন। হযরত আইয়ুব (আ.) এর একটি দোয়া কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি তাঁর কষ্টের কথা আল্লাহর কাছে তুলে ধরেছেন। এই দোয়াটি সূরা সা’দ (৩৮) এর ৪১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে।

আয়াতটি হলো:
وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ
উচ্চারণ: "ওয়াযকুর আ'বদানা আইয়ূবা ইয নাদা রাব্বাহু আননি মাসসানিয়াশ শাইত্বা-নু বিনুসবিওঁ ওয়া আ'যা-ব।"

অর্থ: "আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে'।" (সূরা সা’দ: ৪১)

এখানে "মাসসানিয়াশ শাইত্বা-নু" (مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ) অর্থ হলো, "শয়তান আমাকে স্পর্শ করেছে"। এর দ্বারা শয়তানের প্ররোচনা, কুচিন্তা অথবা তার দ্বারা সৃষ্ট মানসিক কষ্ট ও শারীরিক যন্ত্রণা উভয়ই বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমে হযরত আইয়ুব (আ.) আল্লাহর কাছে তাঁর চরম দুঃখ-কষ্টের কথা বিনয়ের সাথে তুলে ধরেছেন, কিন্তু কোনো অভিযোগ করেননি। তিনি কেবল নিজের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন।

হযরত আইয়ুব (আ.) এর দুআ
আরবি:
أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারন: "আন্নী মাস্সানিয়াদ দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন।"

অর্থ: "আমি তো কষ্টে পড়েছি, আর আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

তাৎপর্য: এই দুআটি সূরা আম্বিয়ার ৮৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আইয়ুব (আ.) যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি এই বাক্যগুলো দ্বারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন। এই দুআয় তিনি তাঁর কষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে কোনো অভিযোগ করেননি। বরং, তিনি আল্লাহর অসীম দয়া ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। এটি চরম রোগ-ব্যাধি ও বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য একটি শক্তিশালী দুআ।

৯) আইয়ুব (আ:) এর দুআর শব্দচয়ন লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন। ঈমানের পরীক্ষা আসে আল্লাহর তরফ থেকেই। কিন্তু শয়তান কেন সুযোগ পায় আমাদের ক্ষতি করার? আমাদের এত এত রোগ বালাই, জ্বীন যাদু টোনার সমস্যা, প্রেশার বেশি, মানসিকভাবে অস্থির। এর কারন কুরআন থেকে আমরা বহু দূরে। আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। যেদিন কুরআনের সাথে বেশি সময় পার করার সুযোগ হয় সেদিনটা কেমন কাটে নিজেই যাচাই করে দেখুন। আর যখন দৌড়ের ওপরে থাকেন, সামান্য একটু কুরআনে সময় দিয়ে সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সে দিন বা সপ্তাহ কেমন কাটে। আপনি যদি মানসিকভাবে সুস্থ না থাকেন, অন্তরে প্রশান্তি না থাকে, জ্বীন যাদু টোনা দ্বারা আক্রান্ত থাকেন কাজ কিভাবে করবেন? যে সময় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন, সে সময় যদি কুরআনের সাথে পার করতেন তাহলে কেমন হতো দিনগুলো?

আমাকে যদি এমন কোন সুযোগ দেয়া হয় যে, আমি যদি এত ঘন্টা কুরআন পড়ি তার বিনিময়ে কোন রোগ বালাই বা জ্বীন যাদু টোনার আক্রমনের স্বীকার হতে হবে না। আমি কি এই সুযোগ গ্রহন করব না? আমরা যত বেশি কুরআনের জন্য সময় দিবো, ততবেশি জীবনে রহমত বরকত প্রাপ্ত হবো। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন কুরআনের জন্য ততটুকু সময় দেয়ার যতটুকু সময় দিলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আমি নিজেও যখন কুরআন বা সুন্নাহ পালনে একটু গাফেল হয়ে যাই সাথে সাথেই আমি বিপদে পড়ি। হয় অসুস্থ হই না হয় মানসিক কষ্ট অনুভব করি। সাথে সাথেই আল্লাহ পাক আমাকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ঝুঁকে যাওয়ার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান**!** আমি তোমাদের মাঝে দু'টো ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তন্মধ্য থেকে একটি আল্লাহর কিতাব এটি আল্লাহর রশি**,** যে এর অনুসরণ করবে হিদায়াতের উপর থাকবে আর যে একে ছেড়ে দেবে সে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। **(**সহীহ মুসলিম **|** ৬১২২**,** আন্তর্জাতিক নাম্বার ২৪০৮**)**

১০) আমাদের কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে ভালো লাগে না। তারচেয়ে আমাদের বিছানায় পড়ে থাকতে, হাসপাতালে দৌড়াতে, পরীক্ষা নিরীক্ষার পিছনে সময় দিতে ভালো লাগে। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমরা কি একবারও চিন্তা করি, যে সময়টা আমরা এসবের পিছনে ব্যয় করেছি সে সময়টা আল্লাহর ইবাদতের

জন্য দিয়েছি কিনা, সেই সময়টা বাড়াচ্ছি কিনা? উত্তর হলো না। আমরা এমন কিছুই করছি না। তাহলে আমরা কেন বিপদগ্রস্ত হবো না? আমরা বিপদে আল্লাহকে স্মরন করি, বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আল্লাহকে ভুলে যাই।

সূরা ইউনুস (১০), আয়াত ১২: "যখন মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি তার থেকে কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে যায় যেন তাকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে ডাকেনি। এভাবেই সীমা লংঘনকারীদের জন্য তাদের কৃতকর্ম শোভন করে দেওয়া হয়েছে।"

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহকে বিভিন্ন অবস্থায় ডাকে। কিন্তু বিপদ কেটে গেলে সে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে কখনো আল্লাহকে ডাকেনি। এটি মানুষের এক ধরনের দুর্বলতা এবং কৃতঘ্নতা, যা কুরআন বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা অহংকারী হয়ে উঠি, এজন্যই কুরআনকে সময় দেই না। সুন্নাহ পালন করতে এজন্যই গাফেল। আল্লাহর দেয়া নির্দেশনা থেকে যখনই আমি দূরে থাকি তখনই আমি অহংকারী আল্লাহর কাছে। আর অহংকার একমাত্র আল্লাহর চাদর। আল্লাহর চাদর নিয়ে আমরা যেন টানাটানি না করি। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহ পাক যখন শয়তানকে বললেন আদম (আ:) কে সিজদাহ্ দেয়ার জন্য, শয়তান তখন এই আদেশ মানলো না। সে বলল, আমি আগুনের তৈরি আর সে মাটির তৈরি। আমি তাকে সিজদাহ্ করব না। সে আল্লাহর দেয়া একটা আদেশের পিছনে যুক্তি খুঁজতে গেলো। আল্লাহ কি তাকে অহেতুক কাজটা করতে বলেছেন? আল্লাহর আদেশের পিছনে যুক্তি তর্ক খোঁজ করার কোন দরকার নেই। বুঝে আসুক বা না আসুক। আমরা যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করি। শয়তান অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো আর নিজের ধ্বংস ডেকে আনল। এই আয়াত পড়ার পড়ে আমার অন্তরের উপলব্ধি ছিল, আমিও তো অহংকারী। আমি যদি আল্লাহর দেয়া কোন বিধানকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমিও অহংকারী। আপনার কি এটা কখনো মনে হয় নি?

১১) স্কিনে যদি সমস্যা হয় তাহলে করনীয় কি? ডাক্তার দেখানো? অনেক নামী দামি পন্য ব্যবহার করা? সমস্যার সমাধান হলো, ৫ ওয়াক্ত নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে পড়া, তাহাজ্জুদ নামাজে নিয়মিত হওয়া, নিয়মিত ওযু অবস্থায় থাকা। যারা পন্যের দিকে ঝুঁকতে বলে, ডাক্তারের দারস্থ হতে বলে আমরা তাদের এড়িয়ে যাবো। আমরা বরং এক টানা এক মাস আউয়াল ওয়াক্তে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পাশাপাশি তাহাজ্জুদ নিয়মিত পড়ে দেখবো যে আমাদের স্কিনের সমস্যা দূর হচ্ছে কিনা।

ইসলাম এমন সুন্দর সমাধান দেয় সবকিছুর জন্য যা সবার জন্যই এক। একজন দরিদ্র ব্যক্তির স্কিনে সমস্যা হলে তাকে কি ডাক্তার দেখানোর কথা বা নামী দামি পন্য ব্যবহার

করার কথা বলা যাবে? সমস্যার সমাধান সবার জন্য একই। যারা স্কিনের সমস্যার জন্য ডাক্তার দেখাতে যায়, নামী দামি পন্য ব্যবহার করেন তারা বিলাসিতায় লিপ্ত। আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আপনার যদি মানসিক সমস্যা থাকে, আপনি যদি ডাক্তারের কাছে দৌড়ান, তাহলে আপনি বিলাসিতায় লিপ্ত। আল্লাহর দেয়া সম্পদ আপনি অহেতুক খাতে ব্যয় করে যাচ্ছেন। আপনি কুরআন থেকে শিফা কেন নিতে পারছেন না? যে মানসিক ডাক্তারের কাছে যেতে বলে এবং যে যায় উভয়ই বিলাসিতায় লিপ্ত। আপনি যদি দ্বীনের সঠিক দায়ী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি কখনোই মানসিক ডাক্তারের পরামর্শ দিতে পারেন না। আপনি বরং বলবেন, কুরআনে আঁকড়ে ধরুন। কুরআনের অর্থ পড়ুন।

আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। মানসিক ডাক্তার দেখিয়ে, দামী দামী ওষুধ, পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পিছনে সময় সম্পদ, শ্রম আমরা এভাবে ব্যয় করতে পারি না। বোনেরা, আল্লাহকে ভয় করুন। ভয় করার মত ভয় করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন। আপনি এত ডাক্তারের কাছে না দৌড়ে, নামি দামি পন্যের পিছনে টাকা খরচ না করে এই টাকা গুলো সাদাকা করে দিন। আপনার কোন নিকটাত্মীয় হয়ত মুসিবতে আছে সেদিকে কোন খবরই নেই আপনার অথচ আপনি স্কিন নিয়ে চিন্তিত, মানসিক রোগ নিয়ে চিন্তিত, ডাক্তার দেখাতে হবে সে নিয়ে চিন্তিত। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমাদের এত সমস্যা কারন আমরা আমাদের জিন্দেগী কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী গড়ে তুলি নি। তাকওয়ার শিক্ষা নেই আমাদের মধ্যে। একদল আছে যারা ডায়েটেশিয়ান এর কাছে যায়। এগুলো সুস্পষ্ট বিলাসিতা। সুন্নাহভিত্তিক খাদ্যাভাস কি আমাদের জন্য যথেষ্ট না? যারা এসব আমলের কথা বলবে বা করবে আল্লাহ জানেন তাদের অবস্থা কি হবে। আল্লাহু আকবার। কিভাবে আপনি ডায়েটেশিয়ান এর কাছে যেতে পারেন?

আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে ডায়েট অর্থাৎ খাদ্যাভ্যাস ছিল তার চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? সারাদিনে ২ বেলা খাবার খাওয়া, এর মাঝে আর কোন খাবার না খাওয়া। কালিজিরা, মধু খাবো। এগুলোকে রুকইয়াহ করে খাবো। প্রতিটা খাবারে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে ফু দিয়ে খাবো। আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ আপনি আমার শরীরকে সুস্থ রাখুন, আমি যেন আপনার ইবাদত করতে পারি।

খাবার বিলাসিতার জিনিস না। ইবাদত করার জন্য শরীরে শক্তি প্রয়োজন, এজন্য খাবার প্রয়োজন। একজন মুসলিমের জীবনে সবকিছুই হলো ইবাদত। দ্বীনি বোনেরা কিভাবে এসব বিষয়ের জন্য পরামর্শ দিতে পারেন, আর আমরাও কিভাবে এসবের দিকে ছুটে যেতে পারি? আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এমন ঘটনা অহরহ ঘটে যে, দ্বীনি বোনেরা তাদের সন্তানদের স্কুল, মাদ্রাসা থেকে নিয়ে বাসায় ফিরে আসার সময় রেস্টুরেন্টে বসে খাবার খেয়ে তারপর বাসায় ফিরে। এসবের বিজ্ঞাপন ও দেয়া হয়। অমুক জায়গা পর্দার পরিবেশে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এগুলো কখনোই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। আপনি কি রেস্টুরেন্টে যাওয়ার জন্য বাজারে গেলেন না? বাজার কি নিকৃষ্ট জায়গা এটা কি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যান নি? কিভাবে আপনি একটা পর্দার পরিবেশে খাওয়ার জন্য এতগুলো বিল্ডিং, বাজার সবকিছু পার হয়ে সেখানে গেলেন? আবার এগুলোর দাওয়াত ও তাবলীগ করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আপনার বোরকা নিকাব পরা ভিডিও যে তারা রেখে দিয়ে সেগুলোর প্রচার প্রসার করছে এসব নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা করেন বোনেরা? নারীদেরকে ঘরে ফিরিয়ে আনার মেহনত করতে হবে। পর্দার পরিবেশে কিভাবে বাইরে গিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে সেই দাওয়াত দেয়া যাবে না। আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দিন।

বোনেরা, আমাদের হায়া কোথায় গেলো? আমাদের কি লজ্জা করে না এভাবে চলাফেরা করতে? আমরা কি জান্নাতের খাবার খাবো না? নাকি দুনিয়ায় হাজারটা বাজার হাট পার হয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়েই খাবো? সেটাই জীবনের লক্ষ্য? আস্তাগফিরুল্লাহ। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আজকে থাকতেন তিনি কি আমাদের এমন কাজ করতে উৎসাহিত করতেন? আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন। আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দিন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে আমল করার তৌফিক দিন। আমিন।

১২) আমরা নারীরাও বুঝি না, পুরুষেরাও বুঝে না। আপনার স্ত্রীকে বোরকা নিকাব পরা অবস্থায় যে কক্সবাজার, অমুক তমুক জায়গায় ঘুরতে নিয়ে গেলেন তার নজর কতগুলো পরপুরুষ দেখলো, কতগুলো পরপুরুষের চেহারা/ কন্ঠ তার ভাল লাগলো, এগুলোর দায়ভার কে নিবে? এমন পুরুষ অবশ্যই দাইয়্যুস। আমাকে যখন আমার স্বামী বাইরে যাওয়ার কথা বলেন, আমি তখন নিষেধ করি। আমি বোরকা নিকাব পরে থাকলেও বাইরে গেলে পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি চলে যেতে পারে। তখনই সেই পরপুরুষের সাথে তুলনা চলে আসে মনের অজান্তেই। সে আমার স্বামীর চেয়ে লম্বা বা খাটো ইত্যাদি। এসব চিন্তা ভাবনা করলে কিভাবে নিজের রুহকে পবিত্র রাখা সম্ভব? ঘর থেকে বের হলে আমি আমার ঈমানকে ভেঙে চুরে তারপর ঘরে ফেরত আসি। ঘর থেকে বের হলে অন্ধের মত চলাচল আমরা করতে পারি না। চোখ বারবার উপরের দিকে উঠে যায়। কোন সুন্দর কন্ঠ শুনলে বারবার তার কন্ঠ শুনতে মন চায়। এসব বিপদজনক। দৃষ্টি সংযত রাখার আমল করতে হলে, অন্তর পবিত্র রাখার চেষ্টা করতে হলে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। নিজের অন্তরের হিসাব নিকাশ নিজেরই করতে হবে। মনে রাখবেন, অন্তরের বিচার হবে।

নিজের সাথে আত্নপ্রতারনা করা বন্ধ করুন বোনেরা। ঘরের পুরুষগুলোকে দাইয়্যুস হওয়া থেকে বাঁচান। ঘরের পুরুষেরা ঘর থেকে বাইরে বের হতে হলে বলবেন, ঘরের বাইরে বের হলে আমার দৃষ্টি উপরে উঠে যায়। পরপুরুষ দেখে ফেলি। আমি এই গুনাহের দায়িত্ব নিতে

পারব না। আমি তওবা করার মেহনত করে যাচ্ছি। আমি আর গুনাহ করতে চাইনা। আমি ঘরে থেকে চার দেয়ালের ভিতরে যদি মারাও যাই, শহীদী মৃত্যু আমার, ইনশাআল্লাহ। আমাদের দরকার উত্তম মৃত্যু, শহীদী মৃত্যু। আমরা সবকিছুর স্বাদ নিবো জান্নাতে। জান্নাতে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবো, যা খুশি করব। কেউ বাধা দিবে না। যা যা অন্তর চায়, সব চক্ষুশীতলকারী বিষয় আছে জান্নাতে। জান্নাতে এমন কোন কিছু থাকবে না যা থেকে আমাদের বারন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাতে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য সেখানে সকল নিয়ামত হালাল করে দেওয়া হয়েছিল, শুধুমাত্র একটি গাছের ফল খাওয়া থেকে তাঁদেরকে বারণ করা হয়েছিল। এই গাছটিই গন্ধম গাছ নামে পরিচিত। আল্লাহ তাঁদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই গাছের নিকটবর্তীও না হতে এবং এর ফল ভক্ষণ না করতে। এই নিষেধাজ্ঞা ছিল তাঁদের জন্য একটি পরীক্ষা, যার মাধ্যমে তাঁদের আনুগত্য যাচাই করা হয়েছিল। আমাদের ক্ষেত্রে এমন কোন কিছু থাকবে না। সেই জান্নাতে আমরা কি যেতে চাই না? এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য মেহনত কি করতে হবে না? এত সহজ না জান্নাতুল ফেরদৌসে যাওয়া। আমরা নিজেরা যেন বিষয় গুলো বুঝতে চেষ্টা করি, অন্যকে শিক্ষা দেই। আল্লাহ পাক আমাকে আগে আমল করার তৌফিক দিন। আমিন। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ আপনি আমাকে ঘরে থাকার তৌফিক দিন। আমার ঘরটাকে জান্নাতের একটা টুকরা বানিয়ে দিন।

১৩) আমি যখন আমার স্বামীর সাথে বাইরে বের হতাম, ঘরে ফেরার পর তুমুল ঝগড়া হতো। তখন তো আমি বুঝতে পারতাম না ঝগড়া হতো কি কারনে। পরে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, নজর হেফাজত না করার কারনেই এসব ঝগড়াঝাটি, অশান্তি। বাইরে ঘুরতে বের হলে, রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে বেশ খরচ হয়। সবকিছু মিলিয়ে ঘরে ফেরার পরে ঝামেলা হতো, যদিও বোরকা নিকাব পরা থাকতাম। তখন তো বিষয় গুলো বুঝতে পারতাম না। আল্লাহ পাক ক্ষমা করুন। এখন আমার বিষয়টা হলো, আমি এমন কিছু হওয়ার সুযোগই দিবো না আমার স্বামীকে। আমার ঘরই জান্নাত। দুনিয়ায় আমার কোথাও ঘুরতে যেতে হবে না। আমি জান্নাতে স্বাধীনমত ঘুরে বেড়াবো ইনশাআল্লাহ। দুনিয়ায় আমার এত ভারী পর্দার পোশাক পরে বাইরে যাওয়ার কোন দরকার নেই। আমার চেয়েও মনে হয় আমার বোরকার ওজন বেশি। সুবহানাল্লাহ। এটা এত ভারী। রাস্তার পুরো জায়গায় কেউ আমার জন্য এসির ব্যবস্থা করে দেয়না। এমন অবস্থায় ঘর থেকে বের হওয়া আমার জন্য আযাব গজব। এতকিছুর মধ্যেও আমরা ঘর থেকে বের হই। ঘরে ফিরে লাশের মত পরে থাকি বিছানায়, নামাজও ঠিকমত পড়ার তৌফিক পাইনা। এমন পর্দার কি লাভ হলো? এসব বিষয়ে স্বামীর কথা শুনতে হবে কে বলেছে? স্বামীকে কি বুঝানো যায়না?

স্বামীকে বলবেন, এসব জায়গায় খরচ না করে উত্তম কোথাও খরচ করি। শ্বশুর বাড়ি খরচ করি বা এমন কোন জায়গায় খরচ করি যেখানে খরচ করলে আল্লাহ পাক খুশি হবেন। কোথায় খরচ করলে আল্লাহ পাক খুশি হবেন সেটা দুআ করে, মুরাকবা করে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিন। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব। আল্লাহ ইনকামের দায়িত্ব ঘরের

পুরুষদের দিন। যাকাত, কুরবানী সহ আল্লাহ পাকের যাবতীয় সব বিধান পরিপূর্ণ ভাবে যেন মেনে চলতে পারে। এমন খাতে খরচ করার তৌফিক দিন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তারা যেন পরিপূর্ণ ভাবে আপনার পথে খরচ করতে পারে সে তৌফিক দিন। আপনি কবুল করুন আল্লাহ। আমরা যেন বিপদআপদ দেখে ভয় না পাই। কুরআনকে আঁকড়ে ধরি। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করলেই আল্লাহ পাক কবুল করেন। কুরআনের সাথে আমাদের এমনভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যেন আমরা প্রত্যেকেই একেকজন জীবন্ত নূর হতে পারি। যাকে দেখলেই মনে হবে এ তো সাহাবীওয়ালা জীবনযাপন করছে।

আমার ঘরে কোন নতুন আসবাবপত্র নেই। একেকটা জিনিস ভেঙেছে, আর ঘর থেকে বের করে দিয়েছি। নতুন আসবাবপত্র কিনতে দেইনা। আমার বাচ্চারা ছোট। ওরা খেলাধুলা করে। আসবাবপত্রে দাগ দেয়, খুঁচা খুঁচি করে, এটা সেটা করতে থাকে। নতুন আসবাবপত্র কিনলে নিজের জীবন দিয়ে হলেও সেসবের যত্ন করতে হবে। এগুলো সম্ভব না। প্রতিদিন নিজের অন্তর ঘষামাজা করতে করতে আমি ক্লান্ত, এসব আসবাবপত্রের দায়িত্ব কে নিবে? ভাঙাচুরা জিনিসপত্র, বাচ্চারা সেসবে আঁকাআকি করে, ইচ্ছামত যা খুশি করে কেউ কিছু বলে না। কারন সেগুলো এমনিতেই ভাঙাচুরা। আল্লাহু আকবার। নতুন আসবাবপত্র মানেই নতুন ঈমানের পরীক্ষা যদি বাচ্চারা ছোট থাকে। সুবহানাল্লাহ। বাচ্চারা যেন সেসব ধরতে না পারে, কিছু করতে না পারে। বাচ্চাদের হাত থেকে আসবাবপত্রকে বাঁচাতে হবে। আমরা নিজেদের জীবনকে কতভাবে কঠিন করি। আল্লাহু আকবার।

যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবে, তাকে কেউ কথা শোনাতেও পারবে না। শুরুর দিকে আমাকে আমার স্বামী বলতেন। আমি কোন উত্তর দিতাম না। দুআ করতাম। দুআ করার পরে অনেকদিন পরে আল্লাহ পাক উত্তর দেয়ার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনি সারাদিন পরে ঘরে আসেন, ঘরে এসেই যদি এসব বলেন যে এটা কে করেছে, কে নষ্ট করেছে তাহলে কিভাবে হবে। আমরা এতটা বছর ধরে এই চার দেয়ালের মাঝে আছি। বাচ্চারা কোথাও যায়না। ঘরের মধ্যেই। ওরা তো বাচ্চা, তাও ছোট ছোট। ওরা তো টুকটাক কিছু করবেই। আপনার কি একটু মায়া হয়না? আমি তো জানালা দিয়ে একটু বাইরে উঁকিও দেই না। বাচ্চারা খেতে বসলে টুকটাক খাবার এদিক সেদিক ছড়িয়ে রাখে। ছোট বাচ্চা ঘরে থাকলে যা হয় সাধারনত। আমি দুআ করতাম, আল্লাহ আমার স্বামী যেন এমন কোন বিষয় নিয়ে কোন কথা না বলেন যা আমার কষ্টের কারন হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক ওনার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

নারী যদি সত্যিই একজন নারীর ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে প্রতিটা পুরুষ হালাল যাদুর মাধ্যমে অবশ্যই বশে চলে আসতে বাধ্য ইনশাআল্লাহ। নারীরা তাদের স্বামীদের যাদু করে। হালাল যাদু, না হয় হারাম যাদু। হারাম যাদু করলে জাহান্নাম নিশ্চিত। হালাল যাদু কোনটা? নারী ঘরে অবস্থান করবে, পর্দায় থাকবে। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়বে। দৃষ্টি সংযত রাখবে। সব খাবার পানিতে দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়ে ফু দিবে। আল্লাহ পাক যেন

স্বামীকে দ্বীনের কল্যানকর বিষয় বুঝতে পারার তৌফিক দেন। ঘরে যতক্ষণ থাকবে, দুআ পড়ে ফু দেয়া ছাড়া ওনাকে কোন কিছু খেতে দেই না। সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা, যেমন মিসওয়াক ২ জনে ব্যবহার করা, এক হাড্ডি দুজনে খাওয়া, একই প্লেটে খাওয়া ইত্যাদি এসবই তো হালাল যাদু। সূরা ফাতিহা সব রোগের শিফা। মানুষের আচরনগত সমস্যা, সেটারও শিফা সূরা ফাতিহা। এসব পরীক্ষিত আমল। আলহামদুলিল্লাহ।

স্বামীর বিষয়ে যে যা বলে সব কথা, সবার পরামর্শ কখনোই শুনবেন না। অনেকেই কুফুরি কালামের কথা বলে স্বামীকে বশ করার কথা বলে। আস্তাগফিরুল্লাহ। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমরা যেন আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখি। নিজে আগে আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে চলার চেষ্টা করব। দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে ভাগ্য পরিবর্তন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

বাচ্চারা কর্নফ্লেক্স দুধ দিয়ে ভিজিয়ে খেতে পারে আলহামদুলিল্লাহ। খাওয়া নিয়ে অত ঝামেলা করি না। আমরা যেহেতু বাজারে যাই না, অনলাইনে আমার স্বামী অর্ডার করেন। একবারের ঘটনা। বাচ্চারা অনেকদিন কর্নফ্লেক্স খায় না। আল্লাহর কাছে দুআ করে তারপর বাবাকে বলেছে কর্নফ্লেক্স অর্ডার করার কথা। বাচ্চাদের কর্নফ্লেক্স অর্ডার করার কথা বলায় ওনি বলেছিলেন আর অর্ডার করবেন না, কারন বাচ্চারা খাবার নষ্ট করে। বাচ্চারা এগুলো দিয়ে খেলে। বাচ্চারা খাওয়ার সময় টুকটাক এদিক সেদিক ফেলে, খায়, খেলে। বাচ্চাদের যেমন কাজকর্ম। আমি ওনাকে কিছু বলি নি। বাচ্চারা আমার সাথেই সারাদিন ঘরে, বছরের পর বছর ধরে। ঘরেই তাদের পড়াশোনা করানোর তৌফিক আল্লাহ দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ অনলাইনের মাধ্যমে। ওরা খাবার খেতে গিয়ে একটু এদিক সেদিক ফেলেছে সেটা নিয়েও আমি কথা বলব? এত শাসন করলে কি বাচ্চা টিকতে পারবে? ওরা তো বাচ্চা?

বাচ্চাদের তো বড়দের মত সবকিছু করানো যায়না। বাচ্চাকে কোন বিষয় নিয়ে শাসন করব কি করব না এসব বিষয়ও একজন মায়ের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকেই সেই জ্ঞান আসবে ইনশাআল্লাহ যখন আমাদের রুহ স্থির থাকে। ডিভাইস আমাদের রুহগুলোকে অস্থির করে দিচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, সামনেই বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০ দিন (জিলহজ্ব মাসের ১-১০ তারিখ) আসছে। এই সময়টাকে যেন আমরা সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে পারি, সেজন্য আমরা সবাই ডিভাইসের ব্যবহার কমিয়ে দিতে চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে আমল করার তৌফিক দিন। যারা জানতে পেরেছেন তাদেরকে আরো উত্তমভাবে আমলের তৌফিক দিন। আমরা কার কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা নিবো এ বিষয়ে সতর্ক হবো। সেই বান্দা মুত্তাকী কিনা, তাদের পরিবারের হাল কেমন, নারীর পর্দা কেমন এসব বিষয় জানার সুযোগ থাকলে জেনে বুঝে তারপর শিক্ষা নিতে বসবেন। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য উপায় উপকরণ সহজ করে দিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে

জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সাড়া দেন, এ বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আয়াত হলো:

১. সূরা মু'মিন (গাফির), আয়াত ৬০:
"আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।"

২. সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৬:
"আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদের বলে দাও— নিশ্চয়ই আমি অতিনিকটবর্তী। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে, তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়।"

৩. সূরা নামল, আয়াত ৬২:
বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে ? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

মদিনায় বসবাস করার জন্য নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুরোধ এবং অসিয়ত ও ফযিলত

(১) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি মদিনায় মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম, সে যেন তা করে। কেননা যে মদিনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য শাফায়াত করব।' [মুসনাদে আহমাদ: ৫৮১৮]

(২) 'হে আল্লাহ! মক্কায় যতটুকু বরকত রয়েছে, মদিনায় তার দ্বিগুণ বরকত দাও।' [মুসলিম: ৩৩৯২]

(৩) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ হন্যে হয়ে ইলম অনুসন্ধান করবে, তবে মদিনার আলেমের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ কোনো আলেম তারা খুঁজে পাবে না।' [সুনানে নাসাঈ : ৪২৭৭]

(৪) 'হে আল্লাহ! আপনি মদিনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন, যেমনি ভাবে প্রিয় করেছেন মক্কাকে, বরং তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন।' [বুখারী: ১৮৮৯]

(৫) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মদিনার পথে-প্রান্তরে রয়েছে প্রহরী ফেরেশতারা, তাই এখানে মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।' [বুখারী: ১৮৮০]

(৬) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদে নববী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) নামাজ আদায় মক্কার মাসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যেকোনো মসজিদে নামাজ আদায় অপেক্ষা এক হাজার গুণ উত্তম।' [বুখারী: ১১৯০]

(৭) 'ঈমান মদিনার দিকে ফিরে আসবে, যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে।' [বুখারী: ১৮৭৬]

(৮) মিম্বার ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরের মাঝখানের অংশটুকু জান্নাতের বাগিচাগুলোর একটি (রিয়াজুল জান্নাহ নামে পরিচিত)।' [বুখারী: ১১৯৫]

(৯) 'যে ব্যক্তি এই মদীনা নগরীর অধিবাসীদের কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে নিশ্চিহ্ন করে মিশিয়ে দেবেন, যেভাবে লবণ পানির মধ্যে মিশে যায়।' [মুসলিম: ৩২২৮]

(১০) 'যে ব্যক্তি মদিনায় কোনো পাপ করে, অথবা পাপাচারীকে আশ্রয় দেয়, তাঁর ওপর আল্লাহ তা'য়ালা, ফেরেশতাগণ ও মানুষের লা'নত পড়বে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তার কোনো ইবাদত ও দান গ্রহণ করবেন না।' [বুখারী-১৮৭০]

(১১) মদিনায় বসবাসের প্রতি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দিয়েছেন। এমনকি এখানে বসবাসের ফলে কেউ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হলেও ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন এবং মদিনা ছেড়ে যেতে নিরুৎসাহ করেছেন। [মুসলিম: ৩২২২]

পর্ব ৩৬: সুন্নাহর পথে শান্তি ও বরকত

'বান্দার কাছে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত যতো উপরে থাকে, আল্লহ'র কাছে বান্দার মর্যাদাও সেই হারে বাড়তে থাকে'! _শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহি:)

১) আমরা সুন্নাহ পালনে অভ্যস্ত না হওয়ার কারনে নিজেদের জীবনকে নিজেরাই কঠিন করে ফেলেছি। সেটা আবার বুঝতেও পারি না। ঘুম থেকে উঠার পরই চোখের আশেপাশে যা ময়লা থাকবে সেসব পরিষ্কার করে নিতে হবে। এটা একটা সুন্নাহ। কিন্তু অতীতে আমি সরাসরি ওযু করে মুখ ধোয়ার সময় তখন চোখ পরিষ্কার করতাম। সে কারনে চোখের চারপাশের জায়গা আরো বেশি স্পর্শকাতর হয়ে গেলো। বাসায় যদি একটু কাজল ও দিতে চাই সেটাও কষ্টকর হয়ে গেল। চোখ পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে গেলো। পানি দিয়ে ধোয়ার পরও ময়লা লেগে থাকে এমন অবস্থা। এমন কেন হলো? কারন সুন্নাহ অনুযায়ী না চলে অন্য কিছু করতে গেলেই মুসিবত হবে সেটা যত ছোটই হোক না কেন।

বাচ্চাকে নিয়ে পড়তে বসার আগে ওযু করে আসতে বলেছি। ছোট বাচ্চা কখনো হয়ত তার ভাইকে দেখেছে তাইয়ুম কিভাবে করে সেটা দেখাতে, কারন বাচ্চাদের হোমস্কুলিং এর সিলেবাস এর মধ্যে তাইয়্যুম কিভাবে কখন করে সেটাও ছিল। ছোট বাচ্চা তো সেটা বুঝে না। সে তাইয়্যুম করে বসে গেলো। ছোট বাচ্চার সাথে তর্ক করার সুযোগ নেই। ওর সাথে হিকমাহ অনুযায়ী চলতে হবে। মা'কে বাচ্চার চেয়ে বেশি হিকমাহ সম্পন্ন হতে হবে। ও যখন পড়ছে, খেয়াল করলাম উচ্চারণ ভুল। আমার ও রাগ চলে আসছে। তখন বাচ্চাকে বললাম, তুমি যদি ওযু করে আসতে তাহলে বিষয় গুলো সহজ হয়ে যেতো ইনশাআল্লাহ। আচরনগত পরিবর্তন বা সাধারন কোন কাজ যা অন্য সময় সহজ হয় সেগুলো কঠিন হওয়া এসব বদনজর এর কারনে হতে পারে। কে কিভাবে সেসব চিন্তা না করে সাথে সাথে দুআ করা শুরু করে দিবো ইনশাআল্লাহ।

বাচ্চা মাথায় টুপিও দিবে না। ওকে তো জোর করা যাবে না। বাচ্চাকে বললাম, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করে বসতেন, টুপি পরতেন। তুমি যদি টুপি পরে বসো, ওযু করে বসো তাহলে আমার আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মনে হবে। যাকে দেখে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মনে হবে তার সাথে কি রাগ করা যায়? এই কথা শুনে বাচ্চা ওঠে গিয়ে ওযু করে, টুপি পরে আসলো আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ওযুর ফরজ ৪ টা। ও তো এখনো ছোট। ওকে আরো অনেকগুলো ধাপ একসাথে বললে মনে রাখতে, পালন করতে কষ্ট এজন্য শুধুমাত্র ফরজ ৪ টা কথা বলা হয়েছে। সে ততটুকুই করে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ।

মা যত বেশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে ভয় করবে, আল্লাহ পাক সেই মা'কে এমন সব হিকমাহ দান করবেন, সেই হিকমাহর সাথে পরিবার পরিজন স্বামী সন্তান প্রতিবেশি

ইত্যাদি কেউ পেরে উঠতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। এই জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত। কিভাবে অন্যরা এই জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যাবে? আল্লাহু আকবার কাবিরা। এই জ্ঞান আমাকে সবসময় বিনয়ী করবে। এই জ্ঞান আমাকে যেন কখনো অহংকারী না করে। আমি আমার রবের প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ থাকবো। যখনই দেখবো আমরা কারো সাথে পেরে উঠছি না, তখন সাথে সাথে চুপ হয়ে যাবো। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবো। আল্লাহর পক্ষ থেকেই সহজতা আসবে। দ্বীনে চলার পথে বিষয় গুলো এত সুন্দর যার কারনে প্রতিটা সম্পর্কের বরকত রহমত অনেক গুনে বেড়ে যাবে। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত হওয়ার সাথে সাথে আশেপাশের সবকিছুর মধ্যেও সেই পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ।

সবার আগেই নিজের পরিবারে মনযোগী হতে হবে। যারা পরিবার বাদ দিয়ে বাইরে মেহনত করে তারা এখনো সফল হতে পারে নি। অনলাইনে দাওয়াত দেয়া খুবই সহজ। এখানে তো সবাই খুব ভাল জানে, ভালো দিক দেখে। কিন্তু পরিবারে দাওয়াত দেয়া অনেক কঠিন। এখানে সময় দিতে হবে। যে পরিবারে সন্তান মা বাবার খেদমত করে, উফ পর্যন্ত করে না, সে সন্তানের প্রতি পরিবারের সদস্যদের অন্তরও নরম থাকে। সন্তানের কোন কাজে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা থাকে। এটা তার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। যে যত বেশি কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে পারে তার আত্মবিশ্বাস তত বেশি। এটা আল্লাহ প্রদত্ত। আমার মেয়ে যখন ঘরের কাজ গুলো করে তখন আত্মবিশ্বাসের সাথে করে আলহামদুলিল্লাহ। সে বিসমিল্লাহ বলে কাজ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। এখানে দোষ ধরার কেউ নেই। এজন্য পেরেশান হওয়ারও কিছু নেই।

আমরা বড়রা ছোটদের স্নেহ করতে পারি না। দায়িত্ব টা প্রথমেই বড়দের। তারপরে ছোটরা সম্মান করবে। আমার মেয়ে আমার কথা শুনবে সেটা পরের বিষয়। প্রথমে আমাকে তার কথা শুনতে হবে। আমরা ছোটদের দুর্বল মনে করে তাদের সাথে খারাপ আচরন করি, রাগ করি। এমন করা যাবে না। যখনই দেখব বাচ্চা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাথে সাথে দুআ করব। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ পালন করব। সমাধান এখানেই আলহামদুলিল্লাহ। আমাদেরকে সুন্নাহ পালনে অভ্যস্ত হতে হবে প্রতিটা বিষয়ে। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন। আমিন।

২) আমাদের বাসায় যখন বাজার আসে, অনলাইনে হোম ডেলিভারিতে দিয়ে যায়। সবসময় বাচ্চারা সেসব গ্রহন করে। বাসায় পৌঁছে দেয় ওরা যদি নিচে থাকে। কখনো আমাকে বা আমার মেয়েকে করতে হয় না, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কিন্তু কিছুদিন আগে বাচ্চাদের বাবা এসে দেখেছেন বাচ্চারা সেগুলো কিছু করে নি। এটা দেখে বাচ্চাদের বাবা খুব রাগ করেছেন। আমি কিছু বলিনি। আমি আয়াতুল কুরসী, দুআ, দুরদ পড়ছিলাম। সামনাসামনি ফু দিতে যাই নি। লক্ষ্য করলাম ওনি আস্তে আস্তে চুপ হয়ে আসলেন, আলহামদুলিল্লাহ। ওনি অনেকক্ষণ রাগারাগি করার পরে যখন থামলেন, ততক্ষণ আমি একদম চুপ। আমি তখনও দুআ পড়ে যাচ্ছি, রুকইয়াহ করে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ওনি শান্ত হওয়ার পরে বলেছি। বাচ্চারা অন্য দিন সাহায্য করে

আলহামদুলিল্লাহ। আজকে সাহায্য করে নি, তার মানে সেটা তাকদীরে নেই। তাকদীরের ফয়সালা মেনে নিতে হবে।

বাচ্চা পালন করা কঠিন কাজ। বাচ্চারা নিষ্পাপ। আমরা গুনাহগার। নিষ্পাপ বাচ্চাদের সাথে আমরা গুনাহগারের চেয়েও অধম আচরন করি। বাচ্চারা কোন বিষয়ে কথা না শুনলে বা আচরনগত সমস্যা থাকলে আমরা দুআ, রুকইয়াহ করব। হিকমাহ অবলম্বন করব। এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ পাক যেন সহজ করে দেন।

একজন মেয়ে হিসেবে মায়ের কাজের সহযোগিতা, বাবার খেদমত যদি না করা হয় তাহলে তাদের অন্তরে সেই আন্তরিকতা তৈরি হবে না। আমরা সারাদিন যদি অনলাইনে ব্যস্তই থাকি, অনলাইনে সাদাকায়ে জারিয়া নিয়ে ব্যস্ত তাহলে কিভাবে হবে। মা বাবার খেদমত করতেও বেশ সময় শক্তি প্রয়োজন হয়। যাদের বাসায় কাজের জন্য বাড়তি কোন খাদেমা নেই, তাদের তো সব কাজও করতে হয়। যারা অবিবাহিত তারা মা বাবার খেদমতে সময় দিবে। মা কি কাজ কখন করেন সেসবে খেয়াল করা, সেসব কাজ গুছিয়ে দেয়া, করে দেয়া। সে মেয়ে যদি জেনারেল লাইনের ও হয়ে থাকে, তার খেদমতের কারনে মা'র অন্তর নরম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। মা'র অন্তর নরম করতে মা'র কাজে সহযোগিতা করা, বাবার পছন্দের খাবার সামনে পরিবেশন করা। এ বিষয় গুলো একজন মেয়ে যদি নিশ্চিত করতে পারে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ।

মা বাবা যদি খিটখিটে হয়ে যায়, সাথে সাথে রুকইয়াহ করা শুরু করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার কারনে এসব হয়। একটা পরিবার যখন পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সুন্নাহ পালনে অভ্যস্ত হবে তখন সেটা চক্ষুশীতলকারী পরিবার হবে। আল্লাহ পাক আমাদের কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আগে যখন বাচ্চা কথা শুনত না বা আচরণগত পরিবর্তন হতো, আমি রেগে একটা কথা যদি বাচ্চাকে বলতাম বাচ্চা ভাঙচুর শুরু করতো। আমি তার আচরন দেখে বুঝতে পারতাম না কেন এমন হচ্ছে। তাকে কিছু বলাই যায় না। আল্লাহ পাক পরে বুঝতে পারার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, বাচ্চারা বা পরিবারের যেকোন সদস্যদের আচরনগত সমস্যার সাথে সাথেই রুকইয়াহ করতে হবে। দুআ করতে হবে। রাগান্বিত হয়ে, বকা দিয়ে কখনোই কাউকে সুন্নাহ পালনে অভ্যস্ত করা সম্ভব না। দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। দুআর মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয়।

৩) আমরা যেন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরি। রুকইয়াহ করার সাথে সাথে হিজামা করানোর নিয়ত করব ইনশাআল্লাহ। দীর্ঘদিন রুকইয়াহ্ করার পরেও প্রয়োজন অনুযায়ী হিজামা করার দরকার হয়ে থাকে। রুকইয়াহ ছাড়াও শারীরিক সুস্থতার জন্য হিজামা গ্রহণ করা যায়।

রুকইয়াহ মূলত জ্বিন, যাদু, বদনজর, ওয়াসওয়াসা এসব সমস্যার জন্য ইসলাম সম্মত উপায়ে কুরাআন হাদিসের আয়াত, দুয়া পড়ে ঝাড়ফুক করার নাম।

হিজামা মুলত মানুষের সকল প্রকার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য নববী এক চিকিৎসার ব্যবস্থার নাম। আর জ্বীনযাদু/যাদুর/সিহরের চিকিৎসার জন্য রুকইয়াহ এর সাথে সাথে হিজামা ও খুব গুরত্বপূর্ণ কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই রুকইয়াহ এর সাথে সাথে হিজামার সম্পর্কও খুবই গুরত্বপূর্ণ। হিজামার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজামাকে বলেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ব্যবস্থা।

- হিজামা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদীস:

ক) হযরত জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় হিজামায় শেফা রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নম্বর: ২২০৫)

খ) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হিজামাকারী কতইনা উত্তম লোক। সে দূষিত রক্ত বের করে মেরুদন্ড শক্ত করে ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে।" (সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নম্বর: ২০৫৩)

গ) হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জিবরীল আমাকে জানিয়েছেন যে, মানুষ চিকিৎসার জন্য যতসব উপায় অবলম্বন করে, তম্মধ্যে হিজামাই হল সর্বোত্তম।" (আল-হাকিম, হাদীছ নম্বর: ৭৪৭০)

ঘ) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম বলেছেন, খালি পেটে হিজামাই সর্বোত্তম। এতে শেফা ও বরকত রয়েছে এবং এর মাধ্যমে বোধ ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।" (সুনানে ইবনে মাজা, হাদীছ নম্বর: ৩৪৮৭)

ঙ) হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লাম বলেছেন, কেউ হিজামা করতে চাইলে সে যেন আরবী মাসের ১৭, ১৯ কিংবা ২১ তম দিনকে নির্বাচিত করে। রক্তচাপের কারণে যেন তোমাদের কারো মৃত্যু না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।" (সুনানে ইবনে মাজা, হাদীছ নম্বর: ৩৪৮৬)

চ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে নবী (সাঃ) থেকে বর্নিত, "তিনি বলেন রোগমুক্তি তিন জিনিসের মধ্যে রয়েছে। হিজামা লাগানো, মধু পান করা এবং আগুন দিয়ে দাগ দেয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করি"।

ছ) কালো যাদু বা কুফুরী বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যেঃ ইবনুল কাইয়্যুম (রহঃ) মন্তব্য করেন, রাসুলুল্লাহ রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যাদু দ্বারা পীড়িত হন তখন তিনি মাথায়

সিঙ্গা লাগান এবং এটাই সবচেয়ে উত্তম ঔষধ যদি সঠিকভাবে করা হয়। (যাদ আল মাআদঃ ৪/১২৫-১২৬)

৪) হিজামা কিভাবে কাজ করে**?**

বদ-রক্ত, রোগের জন্য দায়ী জীবাণু প্লাজমা বা ফ্লুইডের সাথে বের করে নিয়ে আসা হয়। যা শরীর থেকে রোগের জন্য দায়ী জীবাণু সরিয়ে ফেলে। এর মাধ্যমে বর্তমানে সংক্রামক সকল রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে। এছাড়া অসংক্রামক অনেক রোগও ভালো হয় নিয়মিত হিজামা করালে। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে ও রক্ত পরিষ্কার রাখে, শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত জৈব-রাসায়নিক বর্জ্য নিষ্কাশন করে।
হিজামা একটি চিকিৎসা যাতে অন্যান্য মেডিক্যাল ড্রাগসের মত কোন সাইড ইফেক্ট নেই। কেবল নিরাময় আছে (সুবহানাল্লাহ)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের জন্য এ চিকিৎসাটি করিয়েছিলেন।

- হিজামাতে যে সকল সমস্যায় উপকার হয়**:**

(১) রক্তদূষণ, উচ্চরক্তচাপ, (২) ঘুমের ব্যাঘাত, স্মৃতিভ্রষ্টতা, মানসিক সমস্যা, (৩) মাইগ্রেন জনিত দীর্ঘমেয়াদী মাথা ব্যাথা, অস্থি সন্ধির ব্যাথা, পিঠে ব্যাথা, হাঁটু ব্যাথা, দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ মাথা ব্যাথা, ঘাড়ে ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, পায়ে ব্যাথা, মাংসপেশীর ব্যাথা, দীর্ঘমেয়াদী পেট ব্যথা, হাড়ের স্থানচ্যুতি জনিত ব্যাথা।

(৪) সাইনুসাইটিস (৫) ব্রণ (৬) কোলেস্টেরল (৭) হাঁপানি (৮) গ্যাস্ট্রিক পেইন, গ্যাস্ট্রিক আলসার (৯) বিষক্রিয়া (১০) দীর্ঘমেয়াদী চর্মরোগ (১১) ত্বকের নিম্নস্থিত বর্জ্য নিষ্কাশন (১২) ফোঁড়া-পাঁচড়া (১৩) চুল পড়া (১৪) স্পোর্টস ইঞ্জুরি (১৫) হরমোনাল সমস্যা (১৬) ইরেক্টিল ডিসফাংশন [ই.ডি], (১৭) মাদকাসক্ত এবং আরও অনেক সমস্যার জন্য হিজামা কার্যকরী ইনশাআল্লাহ।

হিজামা নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারেন এখান থেকে ইনশাআল্লাহ https://ruqyahbd.org/blog/2912/all-about-hijama-bangladesh

হিজামা করানোর সময় দুআ, দুরূদ, ইস্তেগফার করতে থাকলে ব্যথা কম অনুভূত হয়। এই সামান্য একটু ব্যথা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হিজামাতে যে কত বরকত রয়েছে, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন। আমিন।

৫) বাচ্চার সাথে পড়তে বসার সময় বা এমনিতেও বাচ্চা যদি বলে এখানে ওখানে ব্যথা করছে, বাচ্চার এ বিষয় টা গুরুত্ব দিতে হবে। তার জন্য দুআ করতে হবে, আল্লাহ পাক এমনভাবে ব্যথা দূর করে দিন যেন কোন ব্যথাই নেই। এবং সে যেন ভুলেও যায়।

সুবহানাল্লাহ। এই দুআ খুবই শক্তিশালী। আমার বাচ্চাকে এই দুআ করার পরে দেখা যায় সে সেই ব্যথার কথাও ভুলেও যায়। আলহামদুলিল্লাহ। বড়রা তো ভুলে যায়। কিন্তু ছোট বাচ্চারা তো কান্না করে। আমার বাচ্চার একদিন হাত কেটে গিয়েছিল, অনেক ব্যথা। ওকে রুকইয়াহ করে দিচ্ছিলাম। ঘুম থেকে ওঠার পরে ওর ব্যথার কথা ও ভুলে যায়। সুবহানাল্লাহ।

🔸 অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দুআ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (তার স্ত্রীদের) কাউকে ঝাড়ার সময় ডান হাত দিয়ে মাসাহ্ করতেন এবং বলতেন,

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ, হে মানুষের প্রতিপালক, অসুবিধা দূর করুন, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা বা সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা প্রদান বা রোগ নিরাময়) ছাড়া আর কোনো শিফা নেই, এমনভাবে শিফা দান করুন যার পরে আর কোনো অসুস্থতা-রোগব্যাধি অবশিষ্ট থাকবে না।

আযহিবিল বা-'স রাব্বান না-স, ওয়াশফি , আনতাশ শা-ফী, লা- শিফা- আ ইল্লা- শিফা-উকা, শিফা-আন লা- ইউগা-দিরু সাক্বামান।

[১] বুখারী (৭৯-কিতাবুত তিব্ব, ৩৭-বাব রুকইয়াতিন নাবিয়্যি) ৫/২১৬৮ (ভারতীয় ২/৮৫৫); মুসলিম (৩৯-কিতাবুস সালাম, ১৯-বাব ইসতিহবাবি রুকইয়াতিল মারীদ) ৪/১৭২১-১৭২২ (ভারতীয় ২/২২২)।

দোআ ও যিকির (হিসনুল মুসলিম) অ্যাপটি পেতেঃ https://gtaf.org/apps/hisnulbn

রুকইয়াহ ও হিজামার মাধ্যমে চিকিৎসা করা। হিজামার ব্যবস্থা না হলে দুআ করতে থাকা এজন্য। রুকইয়াহ নিয়মিত করা। অনেক সময় ঔষধ খেতে হতে পারে। পরিবারের মানুষ অনেক সময় হাসাপাতালে নিয়ে যেতে পারে। তখন দুআ করতে থাকা। আল্লাহ এই ওষুধ যেন আমার কোন ক্ষতি না করতে পারে।

৭) নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন সন্তানের বিয়ের আলোচনা হবে তখন তার সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। তার মতামত নিতে হবে। বিয়ের সময় যখন ঘনিয়ে আসবে তখন আরো বেশি সালাত বেড়ে যাবে, দুআ বেড়ে যাবে। আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা আরো বেড়ে যাবে। বিয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা আল্লাহর কাছ থেকে কত উত্তম ভাবে নিতে হবে এজন্য আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করতে হবে। স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা থাকলেও পরীক্ষা বাড়বে। অতিরিক্ত কোন কিছু থাকা

যাবে না। আল্লাহর কাছে দুআ করা, আল্লাহ আপনি আমাদের মধ্যে ততটুকু ভালোবাসা দান করুন যাতে আপনি সন্তুষ্ট। তাকওয়াবান নারী সব কিছুতেই ভারসাম্যপূর্ন থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমাদের সবাইকে আমলে আসার তৌফিক দিন। আমিন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ক্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১: অনলাইনে বা পরিচিতজনদের দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যা, আর্থিক দায়িত্ব নিজের উপর চলে আসে সেগুলো কিভাবে সামলানো উচিত?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আমার নিজের অনেক সংশোধন বাকী। একজন একজন করে সবার সমস্যা সমাধান করার জন্য আমি দুনিয়ায় আসি নি। আমার নিজের জায়গা ঠিক রাখার পাশাপাশি, আমি পরিপূর্ণভাবে ঈমান তাকওয়া বুঝার পাশাপাশি যদি সম্ভব হয় আমি দ্বীনের কাজ করব। আগে আমার নিকট আত্নীয়, প্রতিবেশী, নিজের পরিচিতজনেরা। যেখানে আমার ডিভাইস এর দরকার নেই। ডিভাইস এর প্রয়োজন থাকলেও আমি যেকোন মুহূর্তে যেন যখন তখন ছুটি নিতে পারি। নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারি।

আমরা যদি সব কাজকর্ম এদিক সেদিক ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রেখে দেই, আমাদের মৃত্যুর পর এ কাজগুলো কে করবে? দ্বীনের খেদমত এমন চিন্তা ভাবনা নিয়ে করতে হবে যে, আমি যখন তখন দুনিয়া থেকে ফারেগ হতে পারি। কারন মৃত্যু আসতে পারে যে কোন মুহুর্তেই। তখন দুনিয়া থেকে ফারেগ হতেই হবে। মৃত্যু চলে আসলে আমরা কি সময় পাবো কাজ গুছানোর জন্য? আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের আমলকে এমনভাবে গুছাতে হবে, এমনভাবে সাদাকায়ে জারিয়ার আমল করতে হবে যাতে আমরা যে কোন সময় চাইলেই এসব থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মৃত্যুর বিষয় আমরা কি অনেক দূরের মনে করেছি? মৃত্যু তো সবচেয়ে নিকটে। আমাদের কাজকর্মের হালত কেমন? আমরা কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত? এভাবে ছড়ানো ছিটানো ভাবে কাজ করার মানে হলো মৃত্যুর জন্য প্রস্তত না। আল্লাহুমাগফিরলি, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মৃত্যুর জন্য অপ্রস্তুত থাকার সবচেয়ে বড় কারন হলো আল্লাহ থেকে দূরে থাকা, তাকওয়া থেকে দূরে থাকা।

আমাদের চিন্তার মূল বিষয় হলো আমার সাথে আমার রবের সম্পর্ক। এই জায়গা ঠিক হয়ে গেলে, দুআ করার মাধ্যমে বহু মানুষের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা কত মিনিট ডিভাইসে সময় দেই, আর কত মিনিট কুরআনের জন্য সময় দেই এটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আমাদের নোট করে রাখা উচিত। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

যেখানে আমরা নিজেরা ঠিক নাই, এভাবে একজন একজন করে কয়জনের সমস্যা সমাধান করব আমরা? আপনার ঘরের মা বোন, পরিবারের সদস্যদের দ্বীন মেনে চলার হালত কেমন? তাদের হালত যদি ভাল না থাকে এর অন্যতম মূল কারন আপনি তাদের পিছনে যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন না। আগে নিজে পা কে দৃঢ় করুন। নিজের সাথে নিজের রবের সম্পর্ক ঠিক করুন। নিজের ঘরকে আগে ঠিক করার মেহনত করুন। আল্লাহ পাক আমাদের সেই কুরবানীওয়ালা অন্তর দিন। আল্লাহ পাক আমাদের ডিভাইস থেকে দূরে থাকার তৌফিক দিন।

প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করুন, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি কিভাবে নিবো? যে বাঁচতে চায়, তাকে আল্লাহ রাস্তা দেখান। যে আত্ম প্রতারনা করে তাকে আল্লাহ রাস্তা দেখান না। আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি যে, আমরা কি সজাগ থেকেই ঘুমের ভান করছি কিনা। আমরা কোনটা বাদ দিবো, করব কি করব না সেটা আল্লাহর কাছ থেকে দুআ করে চেয়ে নিতে হবে। দ্বীন আমরা প্রচার প্রসার করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সবার আগে নিজে ও নিজের ঘর। সবাই দেখবে আমার ঘরের কি অবস্থা। আল্লাহ পাক আমাদের ঘরের অবস্থা কি সেটা আগে দেখবেন। তাহলে এখানে কি পরিমাণ সময় দিতে হবে সেটা চিন্তা করি। পরিবার পরিজনের সাথে সাথে থাকতে হবে, ডিভাইস থেকে দূরে থাকতে হবে। তাদের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহ পাক যেন তাদের অন্তর পরিবর্তন করে দেন পরিপূর্ণভাবে। আমরা যেন আত্মপ্রতারণা না করি। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন।

সাদাকায়ে জারিয়ার জন্য অনলাইনে দ্বীন প্রচার প্রসার করা খুব সহজ। আমরা সহজ কাজকে যেন বেছে না নেই। ঘরে মেহনত করা অনেক কঠিন। অনলাইনে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে কেউ আমার কাছে আর্থিক সাহায্য চায় নি। আমি বরং আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি, আল্লাহ পাক আমাকে যদি আপনি কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দেন আমি যেন আপনার বান্দাদের সাহায্য করতে পারি। শুরু থেকেই আল্লাহ পাক আমাকে অনেক ভাবে সাহায্য করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী না। আমাদের দরকার ঈমান ও তাকওয়ার শিক্ষা দিয়ে ঘর ঠিক

করা। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক ঠিক করা। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আল্লাহ পাক সহজ করুন। আমিন।

প্রশ্ন ২: সর্বোত্তম নারী কে?

একবার সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে আলোচনা উঠল, সর্বোত্তম নারী কে? সে মজলিসে হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -কে জিজ্ঞেস করলেন, আলী বলো তো সর্বোত্তম নারী কে?

হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এখনই আসছি। হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু ঘরে গিয়ে হযরত ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম নারী কে? তিনি উত্তর দিলেন, সর্বোত্তম নারী সে যে নিজে কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষকে দেখে না এবং কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষও তাকে দেখে না। হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু মজলিসে এসে এ উত্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শোনালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে বললেন, ফাতেমা তো আমার কলিজার টুকরা।

- কানযুল উম্মাল : ২৬/১৬৯, হাদীস নং : ২৬০১২

তো সর্বোত্তম নারী সে যে না নিজে কোনো পরপুরুষকে দেখে আর না তাকে কোনো পরপুরুষ দেখতে পায়। খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা তো মৃত্যুর সময় এ অসিয়ত করেছিলেন, আমার জানাযা যেন দিনের আলোয় বের করা না হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন? লাশ তো কাপড়ে মোড়ানো থাকে।

তিনি বললেন, কাপড়ে মোড়ানো থাকলেও দেহের উচ্চতা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়। আমি চাই না, কোনো পরপুরুষ আমার ব্যাপারে এতটুকুও জানতে পারুক। তাই আমি চাই, রাতের আঁধারে আমার জানাযা বের করা হবে এবং অতি দ্রুত দাফন করা হবে। -ফাতহুল বারী : ২২/২৪৯

প্রশ্ন ৩: ইবাদতের সময় মন অস্থির লাগা বা স্বাদ হারিয়ে ফেলা কি স্বাভাবিক?

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। হ্যাঁ, এটা খুবই স্বাভাবিক। যখন ইবাদতের মজা বা স্বাদ একবার পাওয়া যায়, তখন সেই প্রশান্তি হারিয়ে গেলে রুহ অস্থির হয়ে ওঠে এবং ছটফট করে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, "আল্লাহর স্মরণেই রুহ প্রশান্ত হয়।" তাই এই অস্থিরতা রুহের প্রশান্তি হারানোরই একটি লক্ষণ।

ইবাদতে মনোযোগ না এলে বা স্বাদ না পেলে করণীয় কী?

যখন ইবাদতে মনোযোগ না আসে বা মনে হয় স্বাদ পাচ্ছি না, তখন বুঝতে হবে এটা একটি পরীক্ষা। এই অবস্থায়ও আপনি ইবাদত চালিয়ে যাচ্ছেন কিনা, সেটাই এখানে যাচাই করা হয়। যেমনটা বলা হয়, "কান্না না এলেও কান্নার ভান করা।" এই আমলটির দ্বারা বোঝা যায় যে আপনি আমলকে কখনো ছেড়ে দেবেন না, বরং ধরে রাখবেন এবং ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

মনোযোগ না আসা সত্ত্বেও ইবাদত চালিয়ে গেলে কী লাভ হয়?

লাভ হওয়া শুরু হয় তখনই যখন স্বাদ না পেলেও চলমান আমলটি চালিয়ে যাওয়া যায়। এতে নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব হয়। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অনেক টিপস শেখাবেন এবং হিদায়াতের পথে টিকে থাকার কৌশলগুলো বুঝিয়ে দেবেন। যেমন গণিত অনুশীলন করতে গিয়ে প্রথমে অনেক ভুল হয়, কিন্তু চেষ্টা করতে করতে ভুলগুলো ধরা পড়ে এবং সমাধানের পথ বোঝা যায়। তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রেও চেষ্টা করতে করতে ভুলগুলো শুধরে যায় এবং হিদায়াতের পথে টিকে থাকার উপায় বোঝা যায়।

ইবাদতে মন না বসলে বা স্বাদ না পেলে আল্লাহর কাছে কীভাবে দোয়া করা উচিত?

এমন অবস্থায় আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত। বলা উচিত, "হে আল্লাহ, আমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেছে। ইবাদত করতে মন চাচ্ছে না বা মজা পাচ্ছি না। আপনি একটু দিলটা লাগিয়ে দিন। আপনি তৌফিক না দিলে তো কিছুই পারব না।" এই দোয়া আল্লাহর কাছে আপনার দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং তাঁর সাহায্য কামনা করে, যা ইবাদতকে পুনরায় সহজ করে তুলতে পারে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে দ্বীনের বুঝ তৈরি করার জন্য কী করা যেতে পারে?

পরিবারের সংশোধনের জন্য প্রথমে নিজের সংশোধনের মেহনত করা জরুরি। তবে নিজের সংশোধনের অর্থ এই নয় যে দীর্ঘ নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকবেন, আর এদিকে মা কাজের জন্য ডাকলে বা যখনই আপনাকে প্রয়োজন হবে, তখন আপনি বই পড়তে বা কুরআন পড়তে ব্যস্ত থাকবেন। বরং সবর, হিকমাহ ও চেষ্টার সাথে লেগে থাকতে হবে। এজন্য কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো:

* ছোট বিষয়ে কৃতজ্ঞতা: পরিবারের অল্প দ্বীনের বুঝেও দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করুন, সেটা দেখতে যতই তুচ্ছ মনে হোক না কেন।

* সালাত ও দোয়ার গুরুত্ব বোঝানো: পরিবারের মাঝে সালাত ও দোয়া করার আমল বেশি প্রয়োগ করুন। তাদের বোঝান যে সালাত আদায় করলে জীবনের সব সমস্যার সমাধান হবে।

* প্রকাশ্যভাবে দোয়া করা: তাদের সামনে ছোট থেকে ছোট বিষয়ে প্রকাশ্যে দোয়া করুন। যখন তারা দোয়ার কবুল হতে দেখবেন, তখন তাদের মধ্যে দোয়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে।

* রুকইয়ার প্রভাব দেখানো: রুকইয়া করে আপনি নিজে কী ফল পাচ্ছেন, সেগুলো তাদের সামনে বলুন। রুকইয়ার মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকতা দেখান। এতে তারা কুরআনের প্রতি ও আল্লাহর কাছে দোয়া করার প্রতি ঝুঁকবে ইনশাআল্লাহ।

হিদায়াতের পথে টিকে থাকার জন্য রুহকে স্থির রাখা কেন জরুরি?

উত্তর: এই যাত্রায় রুহ স্থির রাখা খুব দরকার। রুহ স্থির না থাকলে ভারসাম্য বজায় রাখতে কষ্ট হয়। তাই ঘরে অবস্থান এবং অন্ধের মতো নজরের হেফাজত করা (অর্থাৎ কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা) গুরুত্বপূর্ণ। এতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ও সবর ধরে রাখা সহজ হয়। মোবাইলের প্রতি আসক্তিও রুহকে অস্থির করে তোলে, তাই এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল ভুল-ত্রুটি ঢেকে রাখুন এবং উত্তম ও কল্যাণকর বিষয়গুলো আমলে আনার তৌফিক দান করুন। সর্বপ্রথম আপনাকে এবং আমাকে মেহনতে লেগে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

প্রশ্ন ৪: দাম্পত্য জীবন ভালো রাখার কৌশল কি কি?

উত্তর: নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

দাম্পত্য জীবন সুন্দর করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৌশল নিচে দেওয়া হলো। এই বিষয়গুলো ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ, মা শা আল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

দাম্পত্য জীবন ভালো রাখার কৌশল:

১. স্বামীর আনুগত্য: আল্লাহ পাক এবং রাসূল (সা.)-এর পর স্বামীর আনুগত্য করা অত্যন্ত জরুরি। আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, তার আনুগত্য করা দাম্পত্য জীবনে বরকত নিয়ে আসে।

২. প্রচুর দোয়া করা: আল্লাহ তা'আলার কাছে সবসময় সাহায্য চাওয়া উচিত। এই দোয়া করা যেতে পারে, "হে আমার রব, তাকে আমার চোখে চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দিন এবং আমাকে তার চোখে চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দিন।" নিজের জন্যেও একই দোয়া করা উচিত, যেন একে অপরের গুণাবলী দেখার তাওফিক হয়। তাকওয়ার পথে মেহনত করলে এই দোয়ার বরকত অবশ্যই দেখা যাবে, ইন শা আল্লাহ।

৩. স্বামীর প্রশংসা: স্বামীর প্রতি আপনার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করুন। তাকে বলুন যে আপনি আল্লাহ্‌র জন্য তাকে ভালোবাসেন এবং সে আপনার জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অনুভূতি আন্তরিকভাবে প্রকাশ করুন।

৪. তুলনা পরিহার: অন্য কারো সাথে আপনার জীবনসঙ্গীর তুলনা করা থেকে বিরত থাকুন। যেমন, "অমুকের স্বামী তার স্ত্রীকে এটা দিয়েছে" অথবা "অমুক দম্পতির মধ্যে এমন ভালোবাসা" – এই ধরনের তুলনা সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বরং নিজেদের ভালোবাসার প্রশংসা করুন।

৫. দ্বীনি আলোচনা: দ্বীনের পথে কিভাবে মেহনত বাড়ানো যায় বা আপনার কী কী দ্বীনি ফিকির আছে, তা নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আলোচনা করুন। এতে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীনি পরিবেশে দাম্পত্য জীবন আরও সুন্দর হবে।

৬. শাশুড়ির খেদমত: স্বামীর বাবা-মায়ের খেদমত করার চেষ্টা করুন। অনেক সময় পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকলেও দোয়ার মাধ্যমে সবকিছু সহজ করে নেওয়া যায়। যেকোনো ছেলে তার বাবা-মা সম্পর্কে অভিযোগ শুনতে পছন্দ করেন না। সামান্য খেদমতের চেষ্টা করলেও তারা খুশি হন। এটি দাম্পত্য জীবন সুন্দর করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টিপস।

৭. আল্লাহর উপর ভরসা: সবসময় স্বামীর কাছে কিছু চাইবেন না। বরং আপনার যা প্রয়োজন, তা আল্লাহর কাছে চান এবং আল্লাহর কাছে বলুন। দেখবেন আল্লাহ তা'আলা স্বামীর মনে সেই জিনিস কেনার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেবেন। তখন সে নিজ থেকেই কিছু কেনার জন্য উদ্যোগী হবে, ইন শা আল্লাহ।

৮. সুন্নাহর উপর আমল: সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করার চেষ্টা করুন। যেমন, একসাথে খাওয়া, একই মিসওয়াক ব্যবহার করা। স্বামীকে রেখে আগে খাওয়া বা তার আগে সব খাবার শেষ করে দেওয়া উচিত নয়। স্বামীর জন্য অপেক্ষা করুন, এতে আল্লাহ আপনার দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ও বরকত দান করবেন, ইন শা আল্লাহ। তবে যাদের স্বামী চাকরির জন্য বা অন্য কোনো কারণে বাইরে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। কিন্তু অনুভূতি প্রকাশ করা যেতে পারে, যেমন "আপনাকে ছাড়া খেতে ভালো লাগে না" অথবা "একসাথে খাওয়ার বরকতই আলাদা।" অবশ্যই সবকিছুর আগে দোয়া করে নিবেন।

৯. একসাথে তালিম: সম্ভব হলে প্রতিদিন একসাথে বসে দ্বীনি তালিম করার চেষ্টা করুন। এতে পারিবারিক পরিবেশ দ্বীনমুখী হবে।

১০. নেককার স্ত্রীর প্রভাব: একজন পুরুষ যতই রাগী হোক না কেন, একজন নেককার স্ত্রীর দ্বারা তার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, ওয়াল্লহি সম্ভব। যে নারী ঘরে অবস্থান করে, তাকওয়ার পথে চলার মেহনত করে, তওবাকারী এবং কুরআন তেলাওয়াতকারী হয়, তার দোয়া আল্লাহ পাক অবশ্যই কবুল করেন। আল্লাহ পাক এমন নারীর দোয়া উত্তমভাবে এবং আফিয়াতের সাথে কবুল করবেন, ইন শা আল্লাহ। তখন আপনি স্বামীর পরিবর্তনের মোজেজা দেখতে পাবেন।

১১. সর্বাবস্থায় শুকরিয়া: আপনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। দেখবেন আল্লাহ পাক সবকিছুর মধ্যে অনেক বরকত দেবেন, ইন শা আল্লাহ।

১২. স্বামীকে ব্যস্ততা না দেখানো: দাম্পত্য জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্বামীর কাছে নিজের ব্যস্ততা প্রকাশ না করা। কখনোই এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয় যে আপনার অনেক কোর্স আছে, কাজ আছে বা অন্য কোনো ব্যস্ততা আছে যা তাকে সময় দেওয়ার পথে বাধা। কোনো পুরুষই তার স্ত্রীর কাছ থেকে এই ধরনের ব্যস্ততা দেখতে পছন্দ করেন না। একইভাবে, আমরা স্ত্রীরাও পছন্দ করি না যখন আমাদের স্বামীরা ব্যস্ততা দেখান।

আপনার স্বামীকে এই অনুভূতি দিন যে আপনার জন্য তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কেউ নেই। তাকে অনুভব করান যে, আপনি হাজার ব্যস্ততার মাঝেও তার জন্য ফ্রি আছেন, রবের সন্তুষ্টির জন্য, আলহামদুলিল্লাহ। এটি তার মনে আপনার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে, যা দাম্পত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য।

এই সকল কাজ তখনই সহজ হবে যখন আপনি একজন নেককার স্ত্রী হবেন, তাকওয়ার পথে মেহনতকারী হবেন এবং তওবাকারী হবেন। তখন আল্লাহ পাক সবকিছু সহজ করে দেবেন, ওয়াল্লহি দেবেনই। তখন আপনার স্বামী আপনাকে চোখে হারাবে এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সেও তার অনুভূতি প্রকাশ করবে। তখন সে বলবে, "তোমাকে দেখলেই আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।" একজন স্ত্রীকে যখন তার স্বামী এই কথা বলবে, তখন সেই স্ত্রী নিজেকে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী মনে করবে, ওয়াল্লহি করবেই।

তাই বোন, প্রথমে আপনি আপনার দিক থেকে মেহনত করুন এবং চেষ্টা করুন। তাহলে দেখবেন অপর দিকের মানুষটিকে আল্লাহ পাক অদ্ভুতভাবে পরিবর্তন করে দেবেন, ইন শা আল্লাহ। তখন দেখবেন যে বিষয়গুলো থেকে আপনি কষ্ট পেতেন, সেই বিষয়গুলো সে নিজেই লজ্জায় পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে। তখন আপনার জীবনসঙ্গী কিছু বলার আগেও ভাববে।

এটা কি অনেক বড় নেয়ামত নয় বোন? এই নেয়ামত কোন বোন না চায়? আমি জানি সবাই চায়। আল্লাহ পাক সহজ করুন। আমিন ইয়া রব। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রশ্ন ৫: একজন বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন। সে বোন বাইরে গিয়ে অন্য বোনদের কুরআন শেখান। দ্বীনের দাওয়াত দেন। তার মতে নারীদের সবসময় ঘরে থাকা উচিত এ কথা ভুল। এমতাবস্থায় তাকে কিভাবে বুঝাতে পারি**?**

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। নারীরা যদি ঘর থেকে বের হয়ে যায়, বাইরে খেদমত করার জন্য যায় তাহলে ঘরে দাওয়াত দেয়ার মেহনত কে করবে? নিজের মা, বোন, খালা, প্রতিবেশি তাদের দ্বীনের দাওয়াত কে দিবে? বাইরে কাজ করা সহজ কিন্তু পরিচিত এসব খাতে খুবই কঠিন। আল্লাহ পাক আমাকে ঘরে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। ঘরে থাকার মাধ্যমে নিজের মা, বোন, খালা, চাচী, মামী, প্রতিবেশির সাথে কুরআন নিয়ে বসা, তাদের সাথে মাখরাজ সহীহ করার মেহনত আল্লাহ পাক করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের দাওয়াত দেয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমার পরিবারের সদস্যদের কে দেখবে? তারাই কি বেশি হকদার না? বাইরের জন্য অনেকেই আছে কিন্তু পরিবারের সদস্যদের জন্য কে আছে?

আর কুরআন থেকে স্পষ্ট দলিল আছে, নারীদের ঘরে থাকতেই বলা হয়েছে। আগের পর্ব গুলো পড়লে অবশ্যই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। যে বোনেরা ঘরের বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনাদের মা, বোন, খালা, প্রতিবেশি অর্থাৎ নারীদের মধ্যে থেকে যারা নিকটজন তাদের কি হালত? তাদের জন্য আপনি কি করেছেন? কুরআনে বলা হয়েছে আগে নিজে ও নিজের পরিবার পরিজনকে বাঁচাও। আমরা এখানে গুরুত্ব দেই না। সবাই বাইরের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বাইরে কাজ করা সহজ, অনলাইনে কাজ করা সহজ। কিন্তু পরিচিতদের সাথে, আত্নীয়দের মাঝে কাজ করতে অনেক সবর লাগে। আমরা সবাই সহজ পথ বেছে নেই দাওয়াত দেয়ার জন্য। যেটা কঠিন সেটার কাছেও যেতে চাইনা আমরা।

নারী ঘরে থাকবে মানে এই না সে চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। একজন নেককার নারীর নূর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বেই। নিজেকে পবিত্র করার মেহনত জারি রাখতে হবে। একজন নারীর সাথে প্রথমেই যুক্ত কে? নিজের মা। মায়ের সাথে কারা যুক্ত? বাবার দিকের নারী আত্নীয়রা। নিজের পরিচিতদের মধ্যে নারী সদস্যদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। তাদের জন্য সময় দিতে হবে।

🔸 আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন: 'আমি অমুককে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরীল (আঃ) তাকে ভালোবাসেন।

অতঃপর জিবরীল (আঃ) আকাশের অধিবাসীদের (ফেরেশতাদের) মধ্যে ঘোষণা করে দেন: 'আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আকাশের সকল অধিবাসী (ফেরেশতা) তাকে ভালোবাসেন। এরপর জমিনেও তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে দেওয়া হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষও তাকে ভালোবাসে)।" [সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭৪৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৩৭]

এখানে যে বলা হলো জমিনে গ্রহনযোগ্যতা ছড়িয়ে পড়বে। এটা কোন জমিন? আমার আশেপাশে কারা আছে? পরিবার না?

মানুষ আপনাকে বিভিন্ন ভাবে টেনে নিচে নামাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আপনি যদি হকের পথ বুঝতে পারেন তাহলে কোন কিছুই আপনাকে আটকাতে পারবে না। আগে নিজে বুঝতে চেষ্টা করুন। কুরআন আমাদের কি করতে বলেছে, কিভাবে করতে বলেছে এসব স্পষ্ট ভাবেই আছে। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট এসব বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। হকের পথ স্পষ্ট। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হকের উপর থাকার তৌফিক দিন। আমিন।

প্রশ্ন ৬**:** বিয়ের সময় দ্বীনদার দেখেই বিয়ে করা হয়। বিয়ের সময় কথা হয়েছিল স্বামীর কাছে নিয়ে রাখবে স্ত্রীকে। কিন্তু বিয়ের পরে দেখা গেল স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়িতে ফেলে রাখা হয়েছে। স্বামীর ইলম অনুযায়ী আমল তেমন নেই। স্ত্রী নফল নামাজ পড়তে গেলেও স্বামী বাঁধা দিয়ে বলে ঘরের কাজ করতে সেগুলো করলে বেশি সওয়াব। মাযহাব মানার বিষয় নিয়ে তর্ক করে**,** স্ত্রীর আমল ইবাদতকে বাঁধা দিতে চেষ্টা করে। স্ত্রী আগে কয়েকজন বোনকে তাজওইদ শিখাতো। বিয়ের পর স্বামীর এমন আচরনের কারনে এখন সবই বন্ধ। আগে সে অনেক আমল করত। এখন আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ ও ছুটে যাচ্ছে। সে তো এমন বিয়ে চায় নি। এমতাবস্থায় করনীয় কি**?**

উত্তর: সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আল্লাহ পাক এই বোনকে ঈমান ও তাকওয়ার জীবন দান করুন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা (রা) এর মত সাংসারিক জীবন দান করুন।

আমি কখনোই এমন কোন আলোচনা করতে পারব না যা পুরুষদের বিরুদ্ধে যায়। তাহলেই এটা নারীবাদী আলোচনা হয়ে যাবে। আমার কুরআন সুন্নাহ আমাকে যে শিক্ষা দেয় সে শিক্ষার আলোকে আমাকে কখনোই নারীবাদী বলার কোন অবকাশ নেই। আমি সববিষয়ের শিক্ষা কুরআন হাদিস থেকেই গ্রহন করব। কুরআন হাদিস আমাকে শিখাচ্ছে দোষ সব আমার। প্রশ্নে যে বোনের কথা বলা হয়েছে, সে এখনো স্বামীর হক আদায় করা শিখে নি। সে আগের জীবনে যে স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে বিয়ের পরও সেটা চাচ্ছে। এখন তো সেভাবে

চললে হবে না। এখন স্বামীর কি পছন্দ সে অনুযায়ী চলতে হবে। আমি যখন এ বিষয়ে সবর করা শিখবো তখন আমি স্বামীকে কিনে ফেলতে পারব। আমি যদি আমার স্বামীর গুরুত্বকে এখন প্রাধান্য দেই, আমার স্বামী আমাকে বাকী সারাজীবন আমার মত চলার সুযোগ করে দিবে।

একজন নারী চারটা পয়েন্ট খেয়াল করবে তাহলে তারজন্য জান্নাতের দরজা খোলা। চারটা পয়েন্টের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য করা। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর নারাজ থাকে আল্লাহ পাক স্ত্রীর ফরজ ইবাদত সময় মত করার তৌফিক ছিনিয়ে নিবেন। আমার স্বামী আমাকে বলল বিয়ের পর স্বামীর কাছে নিয়ে যাবে। এই রিযিকের ফয়সালার মালিক কি আমার আল্লাহ নাকি আমার স্বামী? আমার স্বামী কি রিযিকের মালিক? সেও তো আমার মত নগন্য একজন বান্দা। সে কি চাইলেই আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? আমার তখন নতুন বিয়ে। দ্বীনের কোন বুঝ জ্ঞান নেই। আমি আল্লাহর কাছে তখন নিয়মিত দুআ করতে লাগলাম, আল্লাহ আপনি আমাকে আমার স্বামীর সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। তখনও আল্লাহ পাক আমার মত গুনাহগার বান্দার দুআ কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক কাফেরদের দুআও কবুল করেন। তাহলে আমাদের দুআ কেন কবুল হয় না?

আল্লাহ তো বলেছেন নেককার স্ত্রীর দুআ তিনি কবুল করেন। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা নেককার স্ত্রী জমা করো। তারা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভোগের বস্তু। আমি যদি সত্যিকার অর্থেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগের বস্তু হই তাহলে তো আমার স্বামী আমাকে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই। বরং সে আফসোস করে বলতে বাধ্য হবে যে, আমি তোমার যোগ্য নই। আমি ঠিকমত তোমার হক আদায় করতে পারি না। হাদীসের সাথে কি আমি আমার মিল খুঁজে পাচ্ছি? আমি কি সেই নেককার স্ত্রী হতে পেরেছি? একজন নারী সেই পর্যায়ের পবিত্র কিনা, সে আল্লাহকে ভয় পায় কিনা এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকওয়া হলো যোগ্যতার মাপকাঠি। হাদীসের ভাষ্যমতে একজন তাকওয়াবান নারী হলো সবচেয়ে লোভনীয় জিনিস। তাহলে সে কেন তার স্বামীর কাছে লোভনীয়, আকর্ষনীয় না? আপনি বলতে পারেন আইসক্রিম চকলেট অনেক লোভনীয় জিনিস। অবশ্যই লোভনীয়। সবার মত আমিও পছন্দ করি। স্বাভাবিক বিষয়। হাদিসে বলা হচ্ছে তাকওয়াবান নারী হলো টাকা পয়সা, সম্পদ, বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও লোভনীয় বস্তু। নিজেকে প্রশ্ন করি আমি কি সেই নেককার স্ত্রী হতে পেরেছি? আমার প্রতি কেন আমার স্বামীর সেই আকর্ষন নেই? আমি যদি এমন নেককার স্ত্রী হতে পারি তাহলে আমার স্বামী আমাকে মাথায় করে রাখবে না কোথায় রাখবে সেটার জায়গা খুঁজে পাবে না। মাথায় রাখলে উঁকুন খেয়ে ফেলবে, মাটিতে রাখলে পোকায় খেয়ে ফেলবে সেই চিন্তায় থাকবে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমরা যেভাবে স্বামীদের বিরুদ্ধে কথা বলি বোনেরা একত্রিত হলে বিষয় টা এমন মনে হয় যে আমরা পুরুষদের বিরুদ্ধে একটা দল গঠন করেছি। আমি আমার স্বামীর দোষ অন্যের সামনে তুলে ধরব এটাকে আমি গীবত হিসেবে দেখি। আমার স্বামী আমার ভুল ধরছে,

আমাকে নিয়ে বিরক্ত তার মানে সে আমার কাছ থেকে যে প্রশান্তি পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে না। দোষ তো আমার। স্বামীর মত আপন, তার মত উত্তম বন্ধু দুনিয়ায় আর কেউ নেই। প্রত্যেক নারীর জীবনেও সেটাই।

আমার মা বাবার কি কোন ভুল ছিল না? সেসব কি আমি মানুষকে বলে বেড়াই? তাহলে স্বামীর দোষ অন্যকে বলে বেড়াই কেন? অন্যের কাছ থেকে এর বিনিময়ে সহমর্মিতা আশা করি কেন? আমার দ্বীন আমাকে কি শিখায়? তুমি তোমার দু:খ কষ্ট অন্যকে বলে বেড়িও না। তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে নিয়ামতে পূর্ন জীবন দান করবেন। আমি আমার দু:খ কষ্ট

মানুষের সামনে বলতেও লজ্জাবোধ করি। আল্লাহ পাক আমাকে এত নিয়ামতে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সুস্থ শরীর, কুরআন তিলাওয়াত করার তৌফিক, নিরাপত্তা ইত্যাদি কত নিয়ামতে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

এত নিয়ামতের মাঝে থেকেও আমরা কিভাবে দুঃখ কষ্টের বর্ণনা করি? আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করুন। প্রশ্নে যে সকল সমস্যার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মূল কারণ সম্ভবত স্বামীর অতৃপ্তি। যদি স্বামী তার স্ত্রীর কাছে তৃপ্ত হন, তাহলে তিনি এমন কথা বা আচরণ তার সাথে করতেন না। এই বোনকে সেই প্রজ্ঞা (হিকমাহ) অবলম্বন করে চলতে হবে। স্বামী যা অপছন্দ করেন, তা তার সামনে করা উচিত না; বরং তা আগে বা পরে করা যেতে পারে। একজন প্রজ্ঞাবান স্ত্রী হবেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কৌশলী, যেখানে স্বামী তার কাছে হার মানতে বাধ্য হবেন।

স্বামীর নামে গীবত তো অনেকেই করতে পারে, কিন্তু কজন স্ত্রী এটা বলতে পারবে যে তার মাধ্যমে একজন স্বামী তাকওয়াবান হতে পেরেছে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে, এবং আগে যা ছিল না তার চেয়েও কঠোরভাবে দৃষ্টি সংযত রাখার তাওফিক লাভ করেছে? নারী হিসেবে আমরা দুর্বল। সম্ভবত এ কারণেই আমাদের পুরুষদের এমন করুণ দশা। স্বামী যদি তার স্ত্রীর কাছে শান্তি না পায়, তবে তার আত্মবিশ্বাস থাকে না। নারীদেরকে নিজেদের সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায়, যেসব নারী এমন কথা বলে, তারা উম্মতের ক্ষতির কারণ এবং সমাজের ধ্বংসের কারণ। নারীদের এমন হওয়া উচিত যে উত্তম বিষয় তাদের কাছ থেকেই আসবে এবং অন্যরা তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করবে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

প্রশ্ন ৭: গর্ভকালীন সময়ে কি করনীয়?

উত্তর: সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহ পাক ভাল জানেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিখ্যাত নারী সাহাবি উম্মে সালামা **(রা.)-**কে বলেছিলেন**,** তোমাদের কেউ কি এতে খুশি নয় যে সে যখন স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকে**,** তখন

(এই গর্ভকালীন**)** সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারা রাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে।

তার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয়**,** তখন তার জন্য নয়ন শীতলকারী কী কী নিয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়**,** তা আসমান**-**জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে**,** তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার পরিবর্তে একটি করে নেকি দেওয়া হয়।

এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে **(**অসুখ ইত্যাদির কারণে বিরক্ত করে মাকে ঘুমাতে না দেয়**)** তাহলে সে আল্লাহর পথে নিখুঁত ৭০টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে। **(**তাবরানি**,** হাদিস **:** ৬৯০৮**)**

গর্ভকালীন সময়ে নিজে কখনো এই চিন্তা মাথায় আনা যাবে না যে, আমি গর্ভবতী। এই চিন্তা করতে গেলেই মাথায় গেঁথে যাবে যে, আমি অসুস্থ। এ সময়কে সুযোগ এর মত কাজে লাগাতে হবে। ১ টা মাস শেষ হয়ে গেলো মানে নেকি হাসিল করার জন্য সুযোগ ও শেষ হয়ে গেলো। এ সময়ের একটা যিকিরের ও এত এত নেকী, সুবহানাল্লাহ। সারা রাত নফল ইবাদত করার নেকী, সর্বদা রোজা রাখার নেকী এ সময় ছাড়া আর কখনোই সম্ভব না। সবসময় মাথায় এই চিন্তা রাখতে হবে যে, আমার রব আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন আখিরাতে আরো সমৃদ্ধশালী হওয়ার জন্য। আমি এ সুযোগ কোন ভাবেই হাতছাড়া করতে পারি না।

রাতে ঘুম না আসতেই পারে। কিন্তু সারারাত জেগে থাকার অভ্যাস করা যাবে না। ঘুম না আসলেও রাতে বিছানায় শুয়ে থাকা। শুয়ে দুআ দুরদ পড়তে পড়তে ঘুম চলে আসবে। কিন্তু একেবারে না ঘুমানোর অভ্যাস, সারারাত সজাগ থেকে সারাদিন ঘুমানোর অভ্যাস করে ফেললে বাচ্চারও এমন অভ্যাস হবে। এজন্য একজন মা'কে সতর্ক থাকতে হবে যে সে কি কাজকর্ম, কথায় নিজেকে ব্যস্ত রাখছে। মা যত আল্লাহর কাছাকাছি থাকতে পারবে, সন্তানের উপরও সে প্রভাব পড়বে ইনশাআল্লাহ।

সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে আমলে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা জানতে পেরেছেন তাদের আরো বরকতময় করুন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৩৭ : একজন ত্বলিবুল ইলমের আত্মকথা

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। **(সূরা আলে ইমরান: ১০২)**

১) আল্লাহ পাক আমাদের যাকে যেখানে রেখেছেন আমাদের ঈমান আমল, তাকওয়াকে বৃদ্ধি করুন। যারা অবিবাহিত তাদের আল্লাহ পাক চক্ষুশীতলকারী নেককার দম্পতি হিসেবে কবুল করুন। যাদের একে অপরকে দেখা মাত্রই অন্তর প্রশান্ত হয়ে আসে। যাদেরকে আল্লাহ পাক বিয়ের তৌফিক দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাদিজা (রা) এর মত সংসার করার তৌফিক দান করুন। যাদেরকে আল্লাহ পাক সন্তান দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক চক্ষুশীতলকারী সন্তান দান করুন। আল্লাহর পথে আমরা যেন আমাদের জান, মাল, সময়, শ্রম কুরবান করতে পারি, সন্তানদের যেন সে শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি। আমি যেন আমার মা বাবার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হই, আমার সন্তানও যেন আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হয়। যারা রোগাক্রান্ত তাদেরকে আল্লাহ পাক উত্তমভাবে শিফা দান করুন। তাদেরকে আল্লাহ পাক সুস্থ করে ঘরে ফিরিয়ে আনুন এবং এই নেক হায়াতকে আল্লাহর দ্বীনের কাজের জন্য কবুল করুন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২) বিগত আলোচনার সময় আমার প্রচন্ড জ্বর ছিল। আমি বারবার জ্ঞানহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময়ে আল্লাহ পাক আমাকে মিসওয়াকরত অবস্থায় এবং বারবার পানি দিয়ে মুখ মুছার তৌফিক দিচ্ছিলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো যেভাবে জীবন পার করেছেন ঠিক সেভাবেই যেন আমার দিনগুলো পার হচ্ছিল। সুবহানাল্লাহ। আমার মনে হচ্ছিল আমারও সময় যেন ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহু আকবার। সেই অবস্থাতেও আল্লাহ পাক আমাকে এখানে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। এত অসুস্থ থাকার পরও কেউ কোন কিছু বুঝতে পারে নি। আল্লাহু আকবার। অথচ আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন। সুবহানাল্লাহ। দ্বীনের পথে চলার রাস্তাটাই এমন যে, আপনি যতই বিপদে থাকুন না কেন আল্লাহ পাক দুনিয়াকে বুঝতে দিবে না। আল্লাহ পাক আবারও আমাকে নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লাহ পাকের খাস রহমত। আল্লাহু আকবার।

আমার বিপদের কথা আমি কাউকে জানাই না। এমনকি আমার মা'কে কল দিয়েও জানাই না। আল্লাহ পাক আমার দুআ, আমার রুকইয়াহ আমাকে নিজেই করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার সন্তানদের কাছেও সাহায্য চাইনি। তখন আমার ঘরে থেকে চিকিৎসার জন্য যা করনীয় ঘরোয়াভাবে সেগুলো রুকইয়াহ করে করেছি আলহামদুলিল্লাহ। নিজের তরল খাবার নিজেই তৈরি করেছি। আমার অসুস্থতা আমার ঘরের কারো পেরেশানির কারন না। আলহামদুলিল্লাহ। আমার কি হালত ছিল তারা টেরও পায় নি। আমি কোন চিৎকার চেচামেচি করি নি। আমি নীরবে ছিলাম। আল্লাহ পাক আমাকে যিকিরে

থাকার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনে হচ্ছিল আমি শেষ সময় পার করছি, আমি সে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। যেদিন সত্যিকারের বিদায় আসবে, সেদিন যেন সত্যিকারের প্রস্তুতি নিয়ে যেতে পারি।

আমার আল্লাহর প্রতি সুধারনা ছিল, তিনি আমার প্রতি রহমত বর্ষন করছেন। তিনি যদি আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যান উত্তম ভাবেই নিয়ে যাবেন, জীবিত রাখলেও উত্তম ভাবে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি আমাকে জীবিত রাখলে গাজী, দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলে শহীদি হালতেই নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। বিপদ আপদ আসবেই। তবে মনে রাখতে হবে, আমার আল্লাহ আমার প্রতি রহমত বর্ষন করছেন। তিনি আমার সর্বোত্তম অভিভাবক। আমি অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে আমার অনেক দুআ কবুল হচ্ছিল। এটা আমি টের পাচ্ছিলাম। বিপদকালীন সময়ে প্রচুর দুআ কবুল হয়। আল্লাহু আকবার। বিপদে পড়লে আমরা অস্থির হয়ে যাই। আমরা স্থির হয়ে যদি দুআ করি, দুআ কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। সে সময়ে আল্লাহ পাক আমাকে নিজের জন্য আগে, তারপর উম্মতের সকল নারী পুরুষের জন্য দুআ করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার বিশ্বাস আল্লাহ পাক আমার জবান থেকে যে দুআ বের করেন, সেটা জমিনে ফলবেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক কিছু হয়ত সবরের পরীক্ষা নেন, কিন্তু দুআ কবুল অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ।

৩) আগে বিপদ আসলেই মনে করতাম কেন হলো এত সাবধানে থাকার পরও। মেনে নিতে পারতাম না। মেনে নিতে পারতাম না মানেই আমি নাফরমান বান্দা। এখন বিপদ আপদ হলে আগে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দেন, তাই বলে আমি সবাইকে বলে বেড়াই না। তখন প্রস্তুতি নেয়া। দুআ করা। বিপদ থেকে তত দ্রুত মুক্তি মিলবে যত আপনি বিপদমুক্ত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরন করবেন। আমরা অধিকাংশ সময় পেরেশানি মুক্ত অবস্থায় পার করি আলহামদুলিল্লাহ। বিপদ থাকে খুব কম সময়। তখন কি আমরা আল্লাহকে স্মরন করি? নিয়ামতের সময়ে যত বেশি তওবা, ইস্তিগফার, দুরূদ, দুআ, আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থাকা হবে বিপদের সময় আল্লাহ পাক সেটা সহজতার সাথে কাটিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। এর মাধ্যমে আপনার আত্মবিশ্বাস আরো বাড়বে। সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাকে কোন চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে নেন নি। ঘরে থেকেই দুআ ও রুকইয়াহর মাধ্যমে সুস্থ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এ অসুস্থতার মধ্যে আমার কোন সালাত কাযা/ আউয়াল ওয়াক্ত বাদ হয়নি। আমি দাঁড়িয়ে সব সালাত আদায় করেছি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমি কেন চিকিৎসক বা ওষুধের সাহায্য নিবো? আল্লাহ পাক আমাকে সবসময় ওযু অবস্থায় রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমি নিজেই রুকইয়াহ করি। কোনদিন আমি রাক্বীর কাছে যাইনি। আমি নিজে আল্লাহর কাছে দুআ করে আমার যা প্রয়োজন চেয়ে নিবো। আমি তো জানি আমার কি সমস্যা। বাইরে থেকে দেখে কি বুঝা সম্ভব কার অন্তরের পরিচ্ছন্নতা কেমন? এটা একমাত্র আমার রবই জানেন। যার অন্তর যত পবিত্র তার দুআ তত দ্রুত কবুল হয়। নিজের অন্তরকে সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখার মেহনত করা। আমার কোন শত্রু নেই। আমার শত্রু আমি নিজে।

আমি নিজেই আমাকে ক্ষতি করার জন্য দরজা খুলে দেই। আমি এদিক সেদিক দোষ দিয়ে নিজের আমলে গাফেল হচ্ছি। সুস্থ অবস্থায় যদি আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ না হয় তাহলে আপনি কিভাবে আশা করেন অসুস্থ অবস্থায় আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ হবে?

আমার জ্ঞান ফিরেছে তখন শুনি আযান হচ্ছে। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ার জন্য আল্লাহ পাক আমার জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। এগুলো কত বড় নিয়ামত। সুবহানাল্লাহ। আমার এত অসুস্থতা, সেটা সুস্থ হওয়ার পরে বলেছি। আমি তাদের কেন বলব? আমি আমার রবকেই বলব। আমি তো সারাক্ষণ আমার রবকেই বলেছি। আমি আমার রবের বন্ধুত্ব পেয়ে গিয়েছি। আমার দুনিয়ার পরোয়া করি না। আমার রব আমার দুআর উত্তর দিচ্ছেন, তিনি সারাক্ষণ আমার সাথে আছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর চেয়ে বড় রিযিকদাতা, শিফা দান কারী আর কে আছেন? আল্লাহু আকবার কাবিরা। আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।

৪) আমার দ্বীনে ফেরার শুরু থেকে দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়ে পানিতে ফু দিয়ে খেতাম। তখন তো আমার মাখরাজও সহীহ ছিলনা। তখনও আমি এই দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়া পানির মধ্যে বরকত রহমত বুঝতে পারতাম আলহামদুলিল্লাহ। যার অন্তর যত বেশি পরিচ্ছন্ন তার তত দ্রুত রুকইয়াহ কাজ করে। আমি সারাক্ষণ আল্লাহকে বলতাম, আমার কারো প্রতি কোন ক্ষোভ নেই। আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি। আমি প্রতিটা আত্মীয়স্বজনকে ফোন দিয়ে খবর নিতাম অথচ তাদের আচরনে আমার অন্তর ছিন্নভিন্ন। এই ছিন্নভিন্ন অন্তরে মানুষকে মাফ করতে পারা খুবই কঠিন। যাকে আল্লাহ পাক সাহায্য করেন তার জন্য কঠিন না। আমার মৃত্যুর পর যেন কেউ আমার বিরুদ্ধে কিছু না বলতে পারে। সবাই যেন আমাকে মাফ করে দেয়।

আমি দুনিয়ার কারো কাছে দুআ চাই না। একমাত্র আল্লাহর জন্য আমি আল্লাহর দেয়া তৌফিক অনুসারে এমন কর্ম করে যাবো ইনশাআল্লাহ যে আপনি আমার জন্য দুআ করা ছাড়া থাকতেই পারবেন না। আমার কথা মনে হলে আপনার চোখে পানি আসবেই। এগুলোই সাহাবীওয়ালা তরিকা। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমার কর্মের কারনেই দুআ আসবে ইনশাআল্লাহ। আমার দুআ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি সবাইকে ক্ষমা করে দেই আল্লাহ পাক আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন, আল্লাহর বান্দারাও যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। কাফিরদের জন্য কোন ক্ষমা নাই। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বিচারই চাই।

🔸 আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইল (আলাইহিস সালাম)-কে ডাকেন (এবং বলেন): 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। অতঃপর জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন

আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর সেই বান্দার জন্য যমীনেও (মানুষের অন্তরে) গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা স্থাপন করা হয়।

আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন/ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরাইল (আলাইহিস সালাম)-কে ডাকেন (এবং বলেন): 'আমি অমুককে অপছন্দ করি, সুতরাং তুমিও তাকে অপছন্দ করো।' তখন জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) তাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে অপছন্দ করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে অপছন্দ করো।' তখন আসমানবাসীরাও তাকে অপছন্দ করতে শুরু করে। অতঃপর তার জন্য যমীনেও (মানুষের অন্তরে) অপছন্দ/ঘৃণা স্থাপন করে দেওয়া হয়।"

সহীহ বুখারী: কিতাবুত তাওহীদ, বাব: কাওলুল্লাহি তা'আলা: 'আল্লাহুম্মা রব্বন নাবিয়্যি...' (আল্লাহর বাণী: হে আল্লাহ, নবীর প্রতিপালক...), হাদিস নম্বর: ৭৪৮৫

🔸 এই হাদিস অনুযায়ী যমীনেও বান্দার জন্য ভালবাসা স্থাপন করা হয় যে কথাটা বলা হয়েছে। এটা নিয়ে একটু চিন্তা করি। আমাদের আশেপাশে কারা আছেন? পরিবার পরিজন। তাদের মধ্যে আমরা নিজেদের জন্য কি ভালবাসা দেখতে পাই? দ্বীনের ফেরার পরে তারা বরং দেখতেই পারে না। তখনই আপনার দ্বীনের পথে চলা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আসলেই কি আপনি সঠিক পথে আছেন? আপনি কি পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর দেখানো পথ অনুসরণ করতে পারছেন? টিকে থাকতে পারছেন? আমার তো দরকার নিজের আশেপাশে যারা আছেন তাদের অন্তরে জায়গা করে নেয়া। অনলাইনে, অপরিচিত মানুষের মধ্যে ভালো থাকা বা না থাকা কি আসে যায়? আপনি কি আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া কিনা সেটা নিয়েও আমার কোন পেরেশানি নেই। কিন্তু আমার পরিবার, সন্তান, পরিচিতরা, প্রতিবেশি, আত্নীয়রা? তাদের সাথেই আমাদের উঠা বসা, লাভ ক্ষতি। অনলাইনে তেমন ক্ষতি নেই তবে বদনজর ও হিংসার বিষয় আছে। কারো অন্তরে যদি এমন চিন্তা আসে যে এমন উপস্থাপনা কিভাবে আসা সম্ভব, কারো কথা সবাই কেন পছন্দ করছে। সে মনে হয় একটু বেশিই বলে। দ্বীন এত কঠিন না। সবাই তার কথা কেন বলে ইত্যাদি। সাথে সাথে নিজের গায়ে ফালাক নাস পড়ে ফু দিবো, ডান দিকে থু থু ছিটানো বা পায়ের নিচে থু থু ছিটানো। শয়তানের কুমন্ত্রণার কারনে এমন চিন্তা অন্তরে আসতে পারে। আল্লাহ পাক হেফাজত করুন।

৫) তাওবা - ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا وَلِاِخۡوَانِنَا الَّذِیۡنَ سَبَقُوۡنَا بِالۡاِیۡمَانِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِیۡ قُلُوۡبِنَا غِلًّا لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ

হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।

রব্বানাগ্ ফিরলানা অলিইখ্ওয়া-নিনাল লাযীনা সাবাক্ব ক্রনা বিল্ ঈমা-নি অলা- তাজ্ব ‘আল্ ফী কুলূবিনা-গিল্লাল্লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা য় ইন্নাকা রায়ূফুর রহীম্।

দোয়ার প্রেক্ষাপট: অনুজ মুসলমানদের উচিত তাদের অগ্রজ মুসলমান ভাইদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যাতে বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয় সে জন্য আল্লাহর দরবারে এরূপ প্রার্থনা করা। (সূরা আল-হাশর - ৫৯:১০)

◆ কুরআনে আল্লাহ পাক আমাদের এই দুআর মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছেন আমরা যেন একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ না রাখি। অন্তরে চিন্তা আসলে সাথে সাথে দুআ করে নিবো। দুআ না করে বিদ্বেষ পোষন করতে থাকলে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এর মাধ্যমে নিজের আমল বরবাদ হবে। অন্তরে একে অপরের প্রতি অনেক কুমন্ত্রণা আসতে থাকে। যারা বিগত হয়েছেন তাদের প্রতিও এমন চিন্তা আসতে পারে। এগুলো চিহ্নিত করে দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে আশ্রয় চাইতে হবে। আল্লাহ পাক যেন আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন। আমিন।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ পাক আপনি আমাদের আমলে আসার তৌফিক দিন, টিকে থাকার তৌফিক দিন, এবং এগুলো ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিন। আমরা যদি আমল করতে পারি তাহলে দ্বীনের গভীরের জ্ঞান অর্জন করব। ইলম অনুযায়ী আমল করতে হবে। শুধু ইলম অর্জন করে গেলেই হবে না। অনেক ইলমওয়ালা মানুষ আছে কিন্তু আপনি তাদের পছন্দ করেন না। কারন হতে পারে তাদের মধ্যে হয়ত আমল নেই, দ্বীনের গভীরের জ্ঞান নেই। দ্বীনের গভীরের জ্ঞান তার থাকবে যে জানা বিষয়ের উপর আমল করবে। আল্লাহ পাক আমল করতে করতে গভীরের জ্ঞান দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আপনি যদি আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া, কুরআন শুদ্ধ করা, নজর হেফাজত, পরপুরুষ থেকে হেফাজত, আল্লাহর প্রতি সুধারনা, আল্লাহর বান্দার প্রতি সুধারনা রাখা, কারো প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ না রাখা এ নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন আপনার কাছে দ্বীনের বিষয় গুলো আল্লাহ পাক সহজে বুঝার তৌফিক দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন।

৬) দ্বীনে ফেরার পর থেকেই আল্লাহ পাকের তৌফিক অনুসারে আমরা দ্বীন শেখার জন্য পুরুষরা উস্তাদের, নারীরা উস্তাযার শরণাপন্ন হই। একজন ত্বলিবুল ইলম হিসেবে আমাকে আল্লাহ পাক যা শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে যেন পরিপূর্ণ হক আদায় করার তৌফিক দান করেন।

উস্তাযের কথা স্মরণ হলেই আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা স্মরন করতে হবে। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম শিক্ষক। উস্তাদরা হলেন সেই ইলমের ধারক ও বাহক। আল্লাহু আকবার কাবিরা। তাহলে ওনাদের সাথে আদব কেমন হবে? এ বিষয়ে কথা বলার মত অবস্থাও আমার নেই। তারপরও কিছু বিষয় আল্লাহ পাকের দেয়া তৌফিক অনুসারে বলার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন।

আমাদের যাদেরকে আল্লাহ পাক জেনারেল লাইন থেকে দ্বীনে ফেরার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের এমন একটা মনমানসিকতা থাকে যে টাকা দিয়ে পড়ছি, কয় ঘন্টা পড়াবে কত মিনিট পড়াবে। এ ধরনের ধ্যান ধারনা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের। কুরআনের ক্লাস, দ্বীন শেখার ক্লাস গুলো হলো নেকীর ক্লাস, জান্নাত কামাই করার ক্লাস। একেকটা হরফ আল্লাহ পাক সহীহ করে উচ্চারণ করার তৌফিক দিবেন মানে সেটার কারনে জান্নাতে আমার মর্যাদা বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। জেনারেলের লাইনের বিষয় গুলো তে তো এসব ছিল না। জেনারেল লাইনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে দ্বীন শিখতে আসা যাবে না। এখানে পড়তে বসতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পড়তে বসার আগে প্রচুর দুআ করে নিয়ে দ্বীনি মজলিসে আসা উচিত।

আল্লাহর পক্ষ থেকে উস্তাযা যদি আমাকে ২ মিনিট সময়ও দেন পড়া ঠিক করার জন্য আর আমি যদি উস্তাযার সম্পূর্ন দারস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসে শুনি, অন্যদের পড়া দেয়া এবং তাদের পড়া শুধরে দেয়ার পদ্ধতি এতে অনেক খায়ের বরকত রয়েছে। যে এভাবে পরিপূর্ণ ভাবে ক্লাস করে একমাত্র সে এ বিষয় বুঝতে পারবে। অনলাইন এ যেহেতু সুবিধা আছে যে আমি আমার পড়া দিয়ে চলে যেতে পারব, উস্তাযারাও এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে থাকেন সুযোগ সুবিধামত পড়া দিয়ে চলে যেতে পারবেন। একজন স্টুডেন্ট হিসেবে আমার নিজের সুবিধা তো নিজের বুঝতে হবে। সেই হাদিসের উপর আমল করা যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায় সে সর্বোত্তম। আমাকে সর্বোত্তম হওয়ার জন্য অন্যকে কিভাবে শিখাবো সেটাও তো শিখতে হবে।

জীবনে আমার বহু আপু আছে কিন্তু উস্তাযা নেই। আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষা দিলেন যে, আমি উস্তাযাকে উস্তাযাই ডাকব সম্মান, ভক্তি, আদবের সাথে। আপু বলে ডাকব না। আল্লাহ পাক যেন আমাদের অন্তরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখেন।

আমার নিজের মাখরাজ যদি দুর্বল হয়ে যায় সেটা আবার সংশোধন করে নিতে হবে। এজন্য আমি বারবার এই মাখরাজের কোর্স করতে থাকি আলহামদুলিল্লাহ। বিষয়টা যেন এমন না হয় যে সবাই ভাল বলেছে, একবার শিখেছি আর কখনোই শিখবো না। এমনকি উস্তাযা অন্যকে পড়ানোর অনুমতিও যদি দিয়ে দেন তার মানে এই না যে আমার সারাজীবনই পড়া ভাল থাকবে। আমাকে আমৃত্যু এই মাখরাজ শেখার যাত্রায় লেগে থাকতে হবে। আল্লাহ পাক

যেন সে তৌফিক দেন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের ঘরগুলোকে স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজন একে অপরের জন্য উস্তাদ উস্তাযা হিসেবে কল্যান ও আফিয়াহর সাথে কবুল করে নিন। আমিন ইয়া রব্বুল আলামীন।

একটা মাখরাজ শিখবো এর সাথে কত টাকা দিবো সে হিসাব করা যাবে না। এটা হিসাব করার মত জিনিসই না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর কালাম শিখতে এসব হিসাব নিকাশ আসে কিভাবে? আমি যদি সম্পূর্ন একটা ক্লাসে উপস্থিত থেকে শুনতে পারি এবং আমাকে যদি উস্তাযা ২ মিনিট সময়ও দেন সেখানেও অনেক খায়ের বরকত আছে। সম্পূর্ন এক দেড় ঘন্টার ক্লাসেই আল্লাহ পাক আমাকে সংশোধন এবং অন্যকে সাহায্য করার সুযোগ দিবে। উস্তাযাকে নিয়ে কোন বিষয়ে মন্তব্য না করা। কোন বিষয়ে সমস্যা মনে হলে ওনার জন্য প্রচুর দুআ করা। উস্তাযার সাথে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে হলে আল্লাহর কাছে দুআ করে নিয়ে তারপর ওনার সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি চাওয়া, মাশওয়ারা করা।

উস্তাযাকে "আপু" বলে সম্বোধন করব না। উস্তাযাকে পরিপূর্ণ সালাম দিবো। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদব হলো তিনি পরিপূর্ণ সালাম দিতেন। কথা বলার আগে পরে পরিপূর্ণ সালাম দিয়ে, জাযা দিয়ে কথা বলব। আমাদের উচ্চারণে অনেক সমস্যা থাকতে পারে তারপরও বলবো। বলতে বলতে এক সময় সহীহ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ইলম অর্জন করা এখন অনেক সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক আলহামদুলিল্লাহ। যদি কোন কারনে নেট কানেকশন নেই বা কোন অসুবিধা তাহলে সেটা উস্তাযাকে আগে থেকে জানানোর চেষ্টা করব। আমি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সেরা নাও হতে পারি, কিন্তু আদব-কায়দা ও নৈতিক গুণাবলীতে যেন শ্রেষ্ঠ হতে পারি।

আমরা যারাই উস্তাযার কাছে পড়ার তৌফিক পেয়েছি আমরা কেউ ওনার ধারে কাছেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারি নি। যখন থেকেই আল্লাহ পাক উস্তাযার কাছে পড়া শুরু করার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন থেকেই নিয়ত ছিল আল্লাহ পাক শুদ্ধ করে শেখার তৌফিক দিলে আল্লাহর জন্যই উস্তাযার শিক্ষার্থীদের খিদমত করে দিবো ইনশাআল্লাহ। আমি এবং আমার মেয়ে দুজনকেই আল্লাহ পাক এজন্য কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। দ্বীনে ফেরার শুরু থেকেই আল্লাহ পাক আমাকে কুরআন শিক্ষার সাথে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার মাখরাজের বিষয় যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন আমি আবার মাখরাজের কোর্স করি আলহামদুলিল্লাহ।

উস্তাযার জন্য যেন আমরা খরচ করতে পারি সেই নিয়ত থাকতে হবে। আমি যেদিন প্রথম ক্লাসে বসি আমার মনে হয়েছিল আমি আমার চোখ, কিডনী, অঙ্গ প্রতঙ্গ সব বিক্রি করে দিয়ে হলেও যদি উস্তাযার কাছে হাদিয়া পাঠাতে পারতাম। সুবহানাল্লাহ। সব কিছুর বিনিময়ে হলেও যেন উস্তাযার হক আদায় করতে পারি। ইহসানকারী হিসেবে আল্লাহ পাক যেন আমাকে সবসময় উপরে থাকার তৌফিক দেন।

যারা আগেও কোথাও পড়েছি তাদের হয়ত কোন মতের অমিল কিছু বিষয় নিয়ে থাকতে পারে। যারা নতুন তাদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ। উস্তাযা যখন যেভাবে পড়াবেন আমরা সেভাবেই মেনে নিবো। তর্ক করতে যাবো না। আদবের দিকে লক্ষ্য করব। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দান করুন। আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। আমিন।

আমি যখন যে উস্তাদের কাছে পড়ব তখন তিনি যা বলবেন আমি সেটাই প্রয়োগ করব। আগে কি জেনেছি শিখেছি এসব নিয়ে বিভ্রান্ত হবো না। তারপরও যদি উস্তাযার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে হয় তাহলে দুআ করে আদবের সাথে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, উস্তাযা এই বিষয় টা আমার কোথাও ভুল হচ্ছে কিনা। এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে উস্তাযা কোন বিষয়ে কষ্ট না পান।

অনলাইনে ক্লাস করার সময় পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ক্লাসে থাকাকালীন অন্য কোনো ইনবক্স চেক করা বা অপ্রয়োজনীয় স্ক্রলিং করা থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র যে প্ল্যাটফর্মে ক্লাস হচ্ছে (যেমন: ক্লাসের ইনবক্স বা নির্দিষ্ট গ্রুপ), সেখানেই আপনার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখুন।

ক্লাসের সময় মনযোগ বিক্ষিপ্ত করলে কুরআন শিক্ষার বরকত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, কারণ এতে শিক্ষার হক আদায় হয় না। আপনার নিজের পড়া দেওয়া শেষ হলে অন্যদের পড়া মনোযোগ দিয়ে শুনুন। লক্ষ্য করুন কীভাবে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণভাবে ক্লাসের আলোচনাতেই নিবদ্ধ থাকুন। এই ধরনের অমনোযোগিতার কারণে নূর হাসিল করা সম্ভব হয় না। সর্বোপরি, প্রতিটি বিষয়ে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এই বিষয়গুলো মেনে চলার তৌফিক দান করুন।

আজানের সময়, নামাজের সময়, কুরআন পড়ার সময় মনযোগী থাকতে হবে। আমরা আজানের সময় কথা বলতে থাকি, উত্তর দেই না আজানের, কুরআন পড়ার সময় ও এমন করি। নামাজের সময় একটু পরপর এটা সেটা করি। এসব করা যাবে না। এসব কাজ আমাদের দুআ কবুলের জন্য বাধা, অথচ আমরা বুঝতে পারি না।

৭) গোপন গুনাহের কারনে ইলম অর্জনের তৌফিক ছিনিয়ে নেয়া হয়। আমি শুরু থেকেই দুআ করতাম আল্লাহ পাক আমি যেন এর অন্তর্ভুক্ত না হই। আল্লাহ আপনি আমার কোন গুনাহ আপনার এবং আপনার বান্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন। আপনার কোন সৃষ্টিকে এর সাক্ষ্য হিসেবে রাখবেন না। কেউ যেন এটা বলতে না পারে যে, এই ব্যক্তি গুনাহের কারনে ইলমের মজলিসে উপস্থিত থাকতে পারে নি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে সবসময় সময়মত উস্তাযার ক্লাসে উপস্থিত থাকার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বেশি বেশি দান সাদাকা করে আল্লাহর কাছে তৌফিক চেয়ে দুআ করা। আমি সবসময় চেষ্টা করি উস্তাযার ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকার আলহামদুলিল্লাহ। ফ্রি বা পেইড যেকোন কোর্সেই আল্লাহ পাক আমাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাঝপথে ছেড়ে চলে যাই নি, ক্লাসের মাঝে উঠে চলে যাই নি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমি অন্ধের মত উস্তাযার কাছে হাঁটু গেঁড়ে ইলম গ্রহন করছি, আমি সে ভাবেই ক্লাসে বসি আলহামদুলিল্লাহ। উস্তাযা তো আমাদের দেখছেন না কিন্তু আল্লাহ পাক তো সবসময় দেখছেন। সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাকে সবসময় ওযু মিসওয়াক, হিজাব সহ ক্লাসে বসার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে সবসময় দেখছেন, ফেরেশতারা আমার কার্যকলাপ সবসময় লিখছেন। আমার উস্তাযা আমাকে না দেখলেও আমাকে তো আমার আল্লাহর চোখে সর্বোত্তম হতে হবে। মাখরাজ শিখার ক্লাসকে আমরা যেন জেনারেল শিক্ষার কোন ক্লাসের মত মনে না করি। আমি আল্লাহ পাকের কালাম শিখতে এসেছি। জান্নাতের পথে হাঁটতে এসেছি। এই মজলিসকে রহমতের সব ফেরেশতারা ঘিরে রাখছেন সবসময়। আল্লাহু আকবার কাবিরা। এসব বিষয় অন্তরে গেঁথে নিয়ে যেন কুরআন শিখতে আসি ইনশাআল্লাহ। আমাদের যার যে দক্ষতা আছে সেটা দিয়েই যেন উস্তাযাকে সাহায্য করি। কাছে দূরে যেভাবে সম্ভব উস্তাযার খেদমত যেন করে দিতে পারি আমরা সে সুযোগ খুঁজতে হবে, সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করুন।

যেখানেই যাই আমরা সেখানকার দোষ খোঁজ করা শুরু করি আমরা। এটা এমন না হয়ে এমন হলে ভাল হত। ইত্যাদি। দ্বীনি মজলিসে এসব বিষয় নিয়ে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আল্লাহ পাক সহজ করুন। ভুল ত্রুটির উর্দ্ধে কেউ না। একজন উস্তাযা তিনিও একজন আল্লাহর বান্দা। ওনার ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা। তাঁর ভুল ত্রুটির জন্য অনেক দুআ করা। আল্লাহ পাক ওনার মধ্যে নূর বাড়িয়ে দিন, সেই নূরের মাধ্যমে আমাদের অন্তরেও নূর বৃদ্ধি করে দিন।

৮) উস্তাযের হাদিয়া যদি নির্দিষ্ট করা থাকে তাহলেও চেষ্টা করবেন বাড়িয়ে দিতে। যদি উস্তাদ বলেন সামর্থ্য অনুযায়ী দিতে তাহলে এখানে চিন্তার বিষয় আছে। আসলে আমাদের সামর্থ্য কতটুকু একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন। আমরা যখন পোষাক পরি, ১০০০ টাকার নিচে না। ভাল মানের খাবার খাই, চলাফেরা করি। তাহলে উস্তাদকে কিভাবে কম হাদিয়া দেই? অনেকে বলতে পারেন সংসার খরচ তো পুরুষরা করেন। নারীরা কিভাবে টাকা জমাতে পারেন, কি হিকমাহ অবলম্বন করতে পারেন সেটা নিজেরাই বুঝতে পারবেন। টাকা জমিয়ে জিনিস কেনার পরিবর্তে উস্তাদের পিছনে খরচ করুন। তারা আমাদেরকে আখিরাত কিনতে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আর আমরা কি তাদের দুনিয়ার কাজ সহজ করতে হাদিয়া দিয়েও সহযোগিতা করতে পারব না?

দ্বীন শিখতে বসে কেন আমরা নাই নাই করব? দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে তৌফিক চেয়ে নেই। উস্তাদের হক আদায় করি। আপনার জীবনযাপন এর মান এত বেশি কিন্তু উস্তাদকে দেয়ার সময় ১০০/২০০/৫০০ টাকা দিতে কার্পন্য বোধ করেন। আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমি যখন কোন উস্তাযার কাছে পড়ি, আমি বেতন দিয়ে পড়ার কথা বলি। ফ্রি তে আমি পড়ব না। আমি কিন্তু জানি না আমি কোথা থেকে দিবো। আমার হাতে কোন টাকা থাকে না। আমি একজন গৃহিণী। আমি দুআ করতে থাকি। আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমি কখনো আমার উস্তাযাকে কোনদিন এভাবে বলি নি, যে উস্তাযা আপনার তো অনেক স্টুডেন্ট। আমার একজনের কাছ থেকে হাদিয়া না নিলে কি হয়। ওনার কতজন স্টুডেন্ট কে কত হাদিয়া দিচ্ছেন কিনা, আদৌ কত দেন সেসব আমি জানি না, জানার প্রয়োজনও নেই। আমি কিভাবে এসব চিন্তাও করতে পারি? এসব আচরন করে আমরা কিভাবে আল্লাহর কাছ থেকে নূর নিতে পারব? আমার উদ্দেশ্য থাকবে ইনশাআল্লাহ আমি যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সব জায়গায় সর্বোত্তম হতে পারি। আল্লাহ পাক শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তোমরা হাদিয়া বিনিময় করো, তাহলে মুহাব্বত তৈরি হবে। তাহলে এই হাদিয়া আমি কাকে দিবো? নিশ্চয়ই আমার উস্তাযাকে আগে। আমার উস্তাযার জন্য খরচ করার জন্য আমি, আমরা যারা স্টুডেন্ট তারাই আছি। ওনার জন্য অন্য কোন সহযোগিতার মাধ্যম নেই। আমি, আমরা যেহেতু উস্তাদের কাছে পড়ি তাহলে তারা হকদার।

আমরা খরচ করব কোথায়? উস্তাদের জন্য, মা বাবার জন্য, আত্নীয় স্বজনের জন্য যারা অসহায় গরীব আছেন তাদের জন্য আগে। নারীরা প্রচুর খরচ করে। নারীদের হাতে প্রচুর টাকা আসে। কুরআন শিখতে বসলে নারীদের তরফ থেকে এমন আচরন প্রকাশ পায় যে তারা সবচেয়ে গরীব। আল্লাহুমাগফিরলি। আপনি যেমন আল্লাহর প্রতি ধারনা রাখবেন তিনি তেমনই দেখাবেন। আমি সবসময় চিন্তা করি যে, আমি ধনী। আর রজ্জাক, তিনি আমার বন্ধু। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমার সৃষ্টিকর্তা হলেন ধনী, আমি তাঁর সৃষ্টি হয়ে কিভাবে গরীবের মত আচরন করি? আমি আমার অন্তরের দিক থেকে সবসময় নিজেকে ধনী মনে করি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আমি আমার অন্তরকে যেমন রাখি, বাস্তবেও তেমন দেখতে পাই। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

একমাস আপনি উস্তাযার কাছে পড়বেন। উস্তাযাকে হাদিয়া দেয়ার জন্য সারামাস দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে একটা উৎস চেয়ে নিতে পারবেন না? আল্লাহ পাক বললেই সেটা হয়ে যায়। আপনি যদি দুআ করেন, আল্লাহ পাক আপনি ব্যবস্থা করে দেন, আমি যেন আমার উস্তাযাকে হাদিয়া দিতে পারি। আমি ফ্রি তে পড়তে চাইনা। আল্লাহ পাক কি ব্যবস্থা করে

দিবেন না? বোনেরা শুরুতেই এবং বেশিরভাগ সময় দ্বীন শেখার সময় ফ্রি তে কেন শিখতে চান? খরচ কেন করতে চান না? এসব ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ পাক কিন্তু জানেন, কার সত্যিকার অর্থেই আর্থিক কষ্ট আছে। আল্লাহর কাছে দুআ করতেও কি কষ্ট লাগে আমাদের? আমরা দুআ কেন করি না? আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দেন। সহজ আমল সহজে করার তৌফিক দেন। আমিন।

আমরা কি করি এদিক সেদিক এর কথা বলে বাড়তি টাকা নেই, টাকা জমাই, এটা সেটা কিনি। কিন্তু সে টাকা উস্তাদকে দিতে চাই না। এসব করে আপনি কিন্তু উস্তাদের হক মেরে খাচ্ছেন। উস্তাদ যদি একটা হরফ ও সহিহ করে দিতে পারেন, তার মাধ্যমে কুরআনের কতটুকু শব্দ সহিহ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এত লাভজনক ব্যবসা আর কোথায় পাবো আমরা? আমরা এত কল্যানকর খাতে কেন খরচ করতে চাই না? আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। উস্তাদকে বেশি দিলে আমাদের কি ক্ষতি? তাদের জীবনটা একটু হয়ত সহজ হবে। আমরা যেন এমন চিন্তা না করি যে, উস্তাদরা টাকা খাওয়ার ব্যবসা খুলে বসেছে। আবার এমন চিন্তাও যেন না করি যে তাদেরকে কত কম দেয়া যায়। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমরা বরং নিয়ত করব, আল্লাহ পাক আমাকে আপনি এমন ব্যবস্থা করে দিন কল্যান ও আফিয়াহর সাথে আমি যেন আমার উস্তাদকে সবার চেয়ে বেশি হাদিয়া দিতে পারি।

আল্লাহ পাক আমাকে যেদিন এটা পড়ার তৌফিক দিয়েছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীরা খুবই কৃপন। তারপর থেকে আমি খুঁজতে থাকি আমার কোথাও কি আছে সেসব খরচ করতে হবে। কিছু টাকা আমরা হজ্ব উমরাহ করার জন্য জমাতে পারি। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ পাক আপনি আপনার ঘরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। কিভাবে সেটা আমি জানি না। আল্লাহ পাক উমরাহর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমার বাচ্চাদের উস্তাদ যখন ২ মাসের জন্য দেশের বাইরে যান, আমার স্বামীর সাথে কথা বলে ওনার ২ মাসের হাদিয়া আগেই আল্লাহ পাক দেয়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। সে ২ মাসের টাকা আমি যদি উস্তাদকে না দেই, তাহলে কি আমার সংসার চলবে না? আমার বাচ্চাদের উস্তাদ হাদিয়া নিতে চাইতেন না। কারন একসময় আমি ওনার সন্তানদের স্কুলের শিক্ষিকা ছিলাম। আমার তো ফ্রি তে নিজের বাচ্চাদের পড়ানোর সুযোগ ছিল। যেহেতু তিনি হাদিয়া নিতেই চাইতেন না। কিন্তু আমরা এমন সুযোগ গ্রহন করি নি। এমন টাকা বাঁচানোর চিন্তা আমরা করব না। আমরা যেন আল্লাহর পছন্দের রাস্তায় ব্যয় করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দিন।

আদবের মাধ্যমে নূর আসবে। আদব রক্ষা করা সম্ভব দুআর মাধ্যমে। এজন্য অনেক দুআ করা। আমরা আলেম না হতে পারি কিন্তু আলেমদের, উস্তাদদের সম্মান যেন করি। দুআ ও আদবের সংমিশ্রণে পড়া হয়। আদবের কারনেই উস্তাদের অন্তর থেকে দুআ আসে।

সবসময় সাদাকা করার সুযোগ নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিবেশিদের হাদিয়া দেয়ার সুযোগ থাকলে, কোন খাবার পাঠানো বা কোন কিছু দেয়ার বিনিময়ে নিয়ত করা আল্লাহ পাক আপনি এর উসিলায় আমার কুরআন শুদ্ধ করে দিন। আপনার ঘরে যদি খাদেমা আসেন তাহলে ওনাকেও দিতে পারেন।

আমরা উস্তাযাকে পরিপূর্ণ সালাম দিবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পরিপূর্ণ সালাম দেয়া সুন্নাহ। সবাইকে পরিপূর্ণ সালাম দিবো। উস্তাযার কাছে পড়ার পরে উস্তাযার একটা ব্যাচে অন্তত পড়িয়ে যেন যেতে পারি। উস্তাযার খেদমত করে যাওয়া। অনেকেই কোর্স করেই চলে যান। এটা ঠিক না। ইলমের হক হলো অন্যকে শেখানো। তাহলে কাকে শিখাবো? উস্তাযা কি সহযোগিতা পাওয়ার হকদার সবচেয়ে বেশি না? উস্তাযার স্টুডেন্টদের পড়ানোর বা প্র্যাকটিসের দায়িত্ব নিলে ওনার জন্য কিছুটা হলেও আসান হয়।

উস্তাযার কোন বিপদাপদ এর কথা জানতে পারলে নামাজে দুআ করব, সাদাকা করে দুআ করব। এগুলো উস্তাযা ঘরে এসে এসে দেখবেন না। কিন্তু আল্লাহ পাক দেখবেন। এসবের বিনিময়ে আমরা আল্লাহর তরফ থেকে নূর হাসিল করব ইনশাআল্লাহ।

আমি নারী হয়ে পুরুষের কাছে পড়ার বিষয় মেনে নিতে পারতাম না। নারী বান্ধব পরিবেশে পড়তে চাইতাম। আল্লাহ পাক উস্তাযার কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমি যদি গুনাহের সাথে জড়িত থাকি তাহলে তো ইলম অর্জনের জন্য আসতে পারছিনা। ঘরের পরিবেশ ঠিক রাখা আদবের অন্তর্ভুক্ত। ঘরে যেন কোন শোপিস, চোখ মুখ নাক সহ পুতুল ইত্যাদি এগুলা না থাকা। ঘরে অত্যধিক কুরআন তিলাওয়াত যিকির চালু রাখা। নিজে না পারলেও ডিভাইসের মাধ্যমে তিলাওয়াত চালু করে রাখা। ঘরে টিভি থাকলে ফেলে দেয়া, না হলে কখনো চালু না করা। এগুলো আদবের অন্তর্ভুক্ত। আদব শুধু পড়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না। পড়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় বান্দা পড়ার বাইরেও কেমন।

গুনাহগার বান্দা এমন মজলিসে বসতে পারে না। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম। আল্লাহ পাক আমি তো গুনাহগার। আপনি এটা উস্তাযা বা অন্য সহপাঠীদের মধ্যে প্রকাশ করে দিয়েন না। কেউ যেন বলতে না পারে সে তো গুনাহের কারনে আসতে পারে নি। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এর মাধ্যমে কি হয়? আমি যেকোন সমস্যার কারনে শুধুমাত্র দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে পানি তে ফু দিয়ে খেলেও সমস্যা দূর হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। নিজের রুকইয়াহ, পরিবার পরিজন, পরিচিতজনের সবার জন্য রুকইয়াহ করলে সেটা আল্লাহ পাক ফলপ্রসূ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

দুআর মধ্যে বরকত তখন থাকবে যখন বান্দা আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়বে, কঠোর ভাবে নজর হেফাজত করবে। কোন পরপুরুষ জানে না আমরা মা মেয়ে দেখতে শুনতে কেমন। আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এয়ারপোর্টে যদি কোন প্রশ্ন করে সেটা ভিন্ন বিষয়। সেটা ওজর। কিন্তু সবসময় আল্লাহ পাক এভাবে থাকার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক কুরআন থেকে নিরাপত্তা, শিফা, সমাধান সবকিছু দিচ্ছেন। কুরআন শিখার মাধ্যমে উস্তাযার কাছ থেকে অন্যকে পড়ানোর অনুমতি পাওয়ার পর নিজের পরিবার পরিজন, প্রতিবেশিদের ও শেখানোর তৌফিক হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।

যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়, সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহ পাক আমাকে এই হাদিসের উপর আমল করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। সবকিছুর মূল হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা। কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। আমার ঘরে রাত ১০ টার পরে লাইট জ্বলে না। ফজরের আগে লাইট জ্বলে আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা না করে, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আদব রক্ষা না করে আর কোথাও আদব রক্ষা করা সম্ভব না। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারপরও ছোটখাটো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে মাফ চেয়ে নেয়া। আল্লাহ আমাদের মেনে চলার তৌফিক দিন। আমিন।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য আমার চাকরি, মেয়ের স্কুল—সবকিছু ছেড়ে দ্বীনি ইলম শেখার জন্য আখিরাতের পথে নিজেকে সম্পূর্ণ যুক্ত করে নিতে চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার সময়, শ্রম ও সম্পদ এখন শুধু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হচ্ছে। নিজেদের অবসর সময়টুকুও আল্লাহর জন্য বের করে নিতে পেরেছি। আল্লাহর রাস্তায় পূর্ণাঙ্গভাবে নিজের সময়, শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করার জন্য আমি বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে এনেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

কুরআনকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আখিরাতের জন্য সময় দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছি এবং তিনি আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। এখন আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে কুরআনকে সময় দেই না, বরং কুরআনকে সময় দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলি।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা। আল্লাহপাক ফজরের পরেই বাসার কাজগুলো শেষ করার তৌফিক দেন। আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিন আমার এবং আমার মেয়ের ঘরে আর কোনো কাজ থাকে না। আমাদের একমাত্র কাজ হলো কুরআন শিক্ষা করা এবং অন্যকে তা শেখানো। আলহামদুলিল্লাহ, এভাবেই আল্লাহপাক আমাকে নিজের পরিবার, প্রতিবেশী, বাবার বাড়ি, দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, বান্ধবী—ইত্যাদি সবার হক আদায় করার তৌফিক দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ। কুরআন থেকে পরিপূর্ণ শিফা ও আত্মীয়স্বজনের হক আদায়ের তৌফিক দিচ্ছেন আল্লাহ পাক। আলহামদুলিল্লাহ।

৯) একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করো, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে ভরে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করে দেবো। আর যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করবো না।"

এই হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/৩১৮), ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে (হা/৪১০৭), তিরমিযী তাঁর সুনানে (হা/২৬৫৬) এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে (২/১০৮) বর্ণনা করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যা ইবাদতে একাগ্রতা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসার গুরুত্ব তুলে ধরে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আমি কখনো আমার উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমানের ঘরের দিকে পা প্রলম্বিত করিনি। যদিও আমার ও তার ঘরের মাঝে সাতটা গলির দূরত্ব ছিল।

ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে ইমাম মালিকের অতুলনীয় ইলমি মর্যাদা দেখে আমার অন্তর তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে গেল। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, তার মজলিসে কিতাবের পাতা উল্টানোর প্রয়োজন হলে খুবই সতর্কতার সাথে ওল্টাতাম, যাতে কোনো শব্দ না হয়।

ইমাম শাফিয়ীর বিশিষ্ট শিষ্য রবী বিন সুলাইমান বলেন, আমি আদবের কারণে ইমাম শাফিয়ীর সামনে পানি পান করতাম না। [শিক্ষার্থীর অমূল্য পাথেয় : ৮৫]

একজন আল্লাহর ওলী' কে চিনি। যিনি তার কন্যাদেরকে কোন প্রতিষ্ঠানে পড়ান না। খাস পর্দায় রাখেন এবং তিনি নিজে বাসায় তাদের আরবি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত,এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। তাকে একবার বলেছিলাম, " দুনিয়াতে অনেক মেয়ে ডাক্তার প্রয়োজন। আপনার কন্যাদেরকে ডাক্তার বানান। যাতে ভবিষ্যতে নারী রোগীদের জন্য সুবিধা হয়।"

জবাবে তিনি খুব দামী একটা উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভাইয়া আপনি ১৫-২০ বছর পরে দেশে হাজার হাজার মেয়ে ডাক্তার দেখতে পাবেন কিন্তু ঐ সময়ে খুব করে

খুঁজে ও দুই একজন ধার্মিক ,পরিপূর্ন পর্দানশীল মেয়ে খুঁজে পাওয়া বেশি কষ্টকর হবে।" তাই আমি এমন হীরে তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, যা ১৫-২০ বছর পরে খুব দুষ্প্রাপ্য হবে। (সংগৃহীত)

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

জ্ঞান অর্জনের আদব

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহভীতি ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞান অন্বেষণ জান্নাতে পৌঁছার পথকে সুগম করে দেয়। আলিমগণ হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। এই জ্ঞান চর্চা পরিপূর্ণতা পায় যখন তা আদবের সাথে করা হয়। জ্ঞানচর্চার এই আদব ফরজ হোক কিংবা মুস্তাহাব, একজন ত্বলিবুলইলমের (অর্থাৎ দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারীর) জন্য এই সকল প্রকার আদব রক্ষা করে জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক। জ্ঞান অন্বেষণের এই পবিত্র সফরে আদবের অনুপস্থিতি একেবারেই পরিত্যাজ্য।

আদব সম্পর্কে জানার আগে জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জেনে নিতে হবে। মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, সেই সন্তুষ্টি অর্জনের পথ চেনার জন্য, নিজেদের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং নিজের ও সমাজের মানুষগুলোর অজ্ঞতা দূর করার জন্য মানুষের জ্ঞান চর্চার প্রয়াস। উপরন্তু মহান রবের মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলামের স্বপক্ষে শক্তিশালী ও দৃঢ় আওয়াজ তোলা এবং ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তির অসাড় যুক্তি খণ্ডন করাও আলিম বা জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির কর্তব্য। প্রকৃত জ্ঞান আমলের দিকে আহ্বান করে, অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি করে, যার আলো ব্যক্তির আচার-আচরণে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। অর্জিত এ জ্ঞান সংরক্ষণ করাও একজন ত্বলিবুল ইলমের জন্য অতীব জরুরি। একজন ত্বলিবুল ইলমের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:

ক. ইখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত)

একজন ত্বলিবুলইলমের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা হলো – নিয়ত। দুনিয়াবি কোনো অর্জন— অর্থ, সম্মান, মানুষের প্রশংসা কিংবা মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ অন্তরে দ্বীনের জ্ঞান চর্চা করতে হবে।

খ. জ্ঞান চর্চার পদ্ধতি

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসরণ করা।
২. সালাফগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের দেখানো পথ ও পদ্ধতিতে জ্ঞান চর্চা করার চেষ্টা করা।
৩. অন্তরে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) বৃদ্ধির চেষ্টা করা এবং জ্ঞানকে আমলে পরিণত করা।
৪. একজন ত্বলিবুল ইলমের দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে অন্যান্য পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিকভাবে কুরআন পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা।
৫. কোনো পাঠ আয়ত্ব করার পর বারবার রিভিশন দেওয়া, যাতে তা অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়।
৬. সঠিক দিকনির্দেশনা পাবার জন্য সবসময় শিক্ষকের সরাসরি তত্বাবধানে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা।

গ. আখলাক (নৈতিকতা)

১. বিনয়ী, নম্র ও সহনশীল হওয়া।
২. জ্ঞান বা অন্য কিছু নিয়ে অহংকারী বা দাম্ভিক না হওয়া।
৩. মানুষের কাছে দুনিয়াবি যা কিছু আছে তার আকাঙ্ক্ষা না করা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত থাকা।
৪. অর্জিত জ্ঞান নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা ও এর মাধ্যমে চরিত্রকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা। অতিরিক্ত হাস্যরস, অনর্থক কথা ও কাজ, অযথা তর্ক-বিতর্ক, অপ্রীতিকর ও চটুল কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। কেননা এগুলোতে অভ্যস্ত হওয়া ব্যক্তির চিন্তাশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং যথাযথ ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
৫. মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ, সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় আগ্রহ এবং সমালোচনা করা থেকে দূরে থাকা।
৬. কাউকে দ্বীনের কোনো বিষয়ে আদেশ, নিষেধ করার ক্ষেত্রে হিকমাহ (প্রজ্ঞা) অবলম্বন করা।

ঘ. ব্যক্তিগত আমল

১. ফরয ও সুন্নাহ আমল ছাড়াও নিয়মিত কিয়ামুল লাইল, সালাতুদ দুহা, এবং দৈনন্দিন আযকার সমূহ আদায় করার বিষয়ে যত্নশীল হওয়া।
২. বেশি বেশি তাওবা, ইস্তিগফার করা এবং যিকিরে মশগুল থাকাকে নিয়মিত আমলে পরিণত করা।

৩. দা'ঈ হিসেবে ইসলামের কোনো হুকুম আহকামের প্রতি আপোষ না করে দক্ষতার সাথে সুকৌশলে মানুষকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করা।
৪. বাতিল শক্তির প্ররোচনায় দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে হীনমন্যতায় আক্রান্ত না হয়ে প্রকৃত দ্বীনশিক্ষা করার ব্যাপারে দৃঢ় ও অবিচল থাকা।

ঙ. গুনাহমুক্ত জীবন যাপন

১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সর্বদা স্মরণে রাখা। আল্লাহ আমাদের সর্বক্ষণ দেখছেন— এ বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে প্রকাশ্যে ও গোপনে গুনাহমুক্ত থাকার চেষ্টা করা।
২. হারাম, সুন্নাহ পরিপন্থী ও সন্দেহজনক বিষয় হতে দূরে থাকা। যেকোনো বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করা থেকেও বিরত থাকা।

চ. অধ্যবসায় ও সততা

১. নিজের লক্ষ্য ও কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া। লক্ষ্যের পথে বাধা, বিলম্ব, বিফলতা সত্ত্বেও ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হওয়া এবং কোনো ভাবেই হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সাহায্য চাওয়া।
২. নিজের সামর্থ্য ও প্রয়োজন বুঝে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করা।

৩. জ্ঞান চর্চার আগে সততা শিক্ষা নেওয়া। যে তার নিজ জীবনে সৎ, সে নিজের জ্ঞান চর্চায় সৎ এবং অন্যের কাছেও সৎ।
৪. শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শোনার ক্ষেত্রে আদব রক্ষা করা। মনোযোগ দিয়ে বুঝার চেষ্টা করা। এবং সেটাকে আত্মস্থ করা।
৫. দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত পাঠ সম্পন্ন করে পরীক্ষার জন্য সাধ্যমত প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।
৬. শিক্ষকের পাঠদান কালে বিস্তারিতভাবে নোট লিখে রাখার অভ্যাস রাখা, যাতে পরবর্তীতে সহজেই তা বোধগম্য হয়।

ছ. জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া

১. কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করা। কুরআন-সুন্নাহ হচ্ছে একজন ত্বলিবুলইলমের দুইটা ডানা। লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো ডানাই যেন অবহেলিত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
২. জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। আগে মৌলিক বিষয় শিখে তারপর বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়া। যেমন, তাজউইদ শিক্ষা করে কুরআন মুখস্থ

করা, তারপর হাদিস শিক্ষা করা। হাদিস শেখার আগে উসুলুল হাদিস, ফিক্বহ শেখার আগে উসুলুল ফিক্বহ শেখা।
৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর যোগ্যতা সম্পন্ন শাইখের তত্ত্বাবধানে জ্ঞান চর্চা করা।
৪. বই পড়ার পর রেফারেন্সসহ সুস্পষ্ট করে নোট রাখা, যাতে পরবর্তীতে কোনো রকম বিভ্রান্তি তৈরি না হয়।

ক্লাসের প্রতি আদব

১. সময়মত ক্লাসে উপস্থিত হওয়া।
২. মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে ক্লাস করা। ক্লাস চলাকালীন অথবা শিক্ষকের উপস্থিতিতে অন্য কোনো কাজ করা আদবের খিলাফ/পরিপন্থী।
৩. শিক্ষকের আগে ক্লাস ছেড়ে চলে না যাওয়া। বিশেষ জরুরি অবস্থায় শিক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে ক্লাস ত্যাগ করা।
৪. সাধ্যের বাইরে যেয়ে একই সাথে একাধিক কোর্সে জড়িত না থাকা। কারণ এতে ক্লাসের ও শিক্ষকের হক্ব আদায় করা কষ্টকর হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে মাঝপথে কোর্স ছেড়ে দিয়ে সময়-সুযোগের অপচয় হয়।
৫. প্রত্যেকটা ক্লাসের/ শিক্ষকের/ কোর্সের/ প্রতিষ্ঠানের আলাদা নিয়ম রীতি থাকে। সেগুলো মেনে নেওয়ার মানসিকতা না থাকলে সেই ক্লাসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকা। জেনে শুনে কোনো কোর্সে অংশগ্রহণ করে আবার সেই কোর্স সংশ্লিষ্ট নিয়ম নীতি নিয়ে কটাক্ষ না করা।
৬. প্রত্যেকের জীবনেই ব্যক্তিগত নানান দায়-দায়িত্ব ও বিবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সেগুলোকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মেনে নিয়েই জ্ঞান সাধনায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

শিক্ষকের প্রতি আদব

১. বয়স ও সম্পর্ক নির্বিশেষে শিক্ষককে শায়খ, উস্তায, উস্তাযা, মুআল্লিম ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা।
২. শিক্ষকের কোনো ঘাটতি নিয়ে পরিহাস না করে তাঁর ব্যাপারে সুধারণা রাখা।
৩. শিক্ষকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নিয়ম, আদেশ, উপদেশ প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণ করা।
৪. ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে শিক্ষককে ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা।
৫. অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে, অকারণে গ্রুপের বাইরে আলাদা করে শিক্ষককে বার্তা না দেওয়া।
৬. শিক্ষকের কথার উপর কথা না বলা, এবং শিক্ষকের কথার মাঝে নিজে কথা না বলা। শিক্ষকের কথা শেষে কিছু বলার থাকলে আদবের সাথে পেশ করা।

৭. শিক্ষককে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আদব রক্ষা করা। কোনো কারণে যদি শিক্ষককে প্রশ্ন করতে হয় তাহলে তাঁর সময়ের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সংক্ষেপে মূল বক্তব্য তুলে ধরা এবং শিক্ষককে ভয়েস এ মেসেজ না পাঠানো।
৮. শিক্ষক যদি কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যান, তাহলে তাকে বার বার সেই প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা।
৯. শিক্ষক যদি কোনো একটা পড়া বারবার তাঁর সাথে অনুশীলন করতে বলেন তাহলে ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে সেটা শিক্ষকের সাথে অনুশীলন করা।
১০. ক্লাস থেকে বের হতে হলে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বের হওয়া।
১১. কোর্স চলাকালীন সময়ে কোনো কারণে কোর্স চালিয়ে যেতে অপারগ হলে, শিক্ষককে অবহিত করা। না জানিয়ে কোর্স ত্যাগ করা শিক্ষকের জন্য অসম্মানজনক এবং কষ্টদায়ক। আর শিক্ষকের জন্য কষ্টদায়ক, এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকা।
১২. প্রত্যেক শিক্ষকের পড়ানোর পদ্ধতি, শিখানোর কৌশল, সংশোধন করার কৌশল ভিন্ন। এক্ষেত্রে অন্য শিক্ষকের সাথে তুলনা করা, নেতিবাচক চিন্তা/মন্তব্য করা অনুচিত।
১৩. নিজ প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষক নির্বাচন করা যেন শিক্ষকের যোগ্যতা ও সময়ের অপচয় না ঘটে। যেমন: প্রাথমিক স্তরের তিলাওয়াতকারী শিক্ষার্থীর নাজেরার জন্য সনদ-প্রদানকারী উস্তাদের কাছে সময় না চাওয়া।
১৪. শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি পরখ করা বা তার কোনো ভুলের কারণে তাকে অযোগ্য মনে করা যেমন অনুচিত তেমনি তিনি কুরআন হাদিসের পরিপন্থী কিছু বললে তাকে সবসময় ভুলের উর্ধ্বে স্থান দেওয়াও ন্যায়সঙ্গত/সমীচীন নয়।

সহপাঠীদের প্রতি আদব

১. মানুষের উপর তার সহচর/সঙ্গীর প্রভাব গভীর। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য সঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক থাকা।

২. সহপাঠীর/সঙ্গীর সাথে ইলম, আমল ও ঈমানের উন্নয়ন সাধনে একে অপরের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় থাকা।
৩. সহপাঠীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। তাঁদের সাথে উত্তম ও সহনশীল আচরণ করা।
৪. একে অপরের জন্য দু'আ করা ও কল্যাণ কামনা করা।
৫. সহপাঠীদের থেকে নিজের প্রশংসা শুনলে তা এড়িয়ে যাওয়া ও আত্মতৃপ্তিতে না ভোগা। অন্যের প্রশংসা করার সময় ও সীমালঙ্ঘন না করা।
৬. সব সময় নিজের সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য না দিয়ে সহপাঠীদের সুবিধা-অসুবিধার কথাও বিবেচনা করা।

জ্ঞান অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা ও নির্বাচন

১. শিক্ষকরা হচ্ছেন ছাত্রের আয়না স্বরূপ। তাই যে কোনো বিষয়েই এমন শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যার থেকে আমল, আদব, আখলাকেরও অনেক কিছু শেখা যায়।
২. বিদ'আতি, মিথ্যাবাদী, খারেজী, রাফেদী, মুরজিয়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের থেকে জ্ঞান নেওয়া যাবে না। এমনকি যারা সহিহভাবে দ্বীনচর্চায় নিয়োজিত, কিন্তু এখনো সেই জ্ঞান তার আয়ত্বে আসে নি, তাহলে তার থেকে জ্ঞান নেওয়ার ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

জ্ঞান অর্জন ও প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন

১. জ্ঞানের যাকাত হল অন্যকে শিখানো। এটি অন্যতম সাদাকায় জারিয়া। তাই ভালোভাবে কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পর কাউকে শিখানোর চেষ্টা করা।
২. নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রতি সম্মান বজায় রাখা।
৩. শুধুমাত্র তর্ক-বিতর্কে জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন না করা। মতভেদপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে অন্তর প্রসারিত করে দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করা।
৪. নিশ্চিতভাবে না জেনে কোনো জ্ঞান প্রচার না করা। কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে 'জানা নেই' বলে নিজের অপারগতা অকপটে স্বীকার করা হচ্ছে জ্ঞানের পরিচয়।
৫. কোনো বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন না করে বা স্বচ্ছ ধারণা না হলে নিজের কোনো মতবাদ প্রচার না করা কিংবা সেই বিষয়ের উপর মৌলিক কিছু লেখালেখি না করা।

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আদবের খিলাফ হয় এমন বিষয় থেকে দূরে থাকা

১. জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকে স্বল্প জ্ঞান অর্জন করেই উদ্ধত বা অহংকারী হয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান অন্বেষণের যাত্রা অব্যহত থাকলে ধীরে ধীরে মানুষ বিনয়ী হয়। ব্যক্তি যতই জ্ঞান অর্জন করতে থাকে, ততই জ্ঞান সমুদ্রের বিশালতা দেখে সে উপলব্ধি করে যে, সে আসলে কিছুই জানে না। তাই কোনোভাবেই নিজেকে যথেষ্ট জ্ঞানী মনে করে সর্বত্র নিজ জ্ঞান জাহির না করা।
২. কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে একদল মানুষের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা অন্য দলের কানে না পৌঁছানো কিংবা কারও গোপন বিষয় প্রকাশ না করা।
৩. মানুষের কথা বলার মাঝে কথা না বলা।

৪. মুনাফিকি আচরণ বা মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা প্রশংসার আশ্রয় না নেওয়া। দলিলবিহীন উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন করা ও এর প্রচার ও প্রসার করা থেকে বিরত থাকা।
৫. জ্ঞানের বড়ত্ব প্রদর্শন করে কাউকে কষ্ট দেওয়া, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা থেকে বিরত থাকা।
৬. ইসলামের আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্যহীন স্থানে/মজলিসে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা। হারাম/বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে উঠাবসা না করা।
৭. পূর্ববর্তীদের বা বড় দা'ঈ বা আলেমদের ভুল নিয়ে উপহাস না করে তাঁদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া ও তাঁদের মাগফিরাতের/হিদায়াতের জন্য দু'আ করা।
৮. নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সুনিশ্চিত না হয়ে যে কোনো বিষয়েই দায়িত্বহীন আচরণ কিংবা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা।

কিতাব সংশ্লিষ্ট আদব

১. হক্কপন্থী আলেমদের লেখা বইসমূহ যা ঈমান ও আমল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সেগুলো সংগ্রহে রাখা ও নিয়মিত অধ্যয়ন করা।
২. অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে বই সংগ্রহ করা এবং বই ক্রয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য না করা।
৩. এক একটি কিতাব অধ্যয়ন করে তার উল্লেখযোগ্য অংশগুলো গুরুত্বের সাথে স্মরণে রাখা। ("জ্ঞান অর্জনের আদব" এই সম্পূর্ন লেখাটি একটি কোর্সের নোট থেকে সংগ্রহ করে এখানে যুক্ত করা হয়েছে)

পর্ব ৩৮: একটি সাহাবীওয়ালা মাদ্রাসা

১) এই কথাগুলো প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করা না। বরং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন পরিবর্তন করা হয় সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার দিকে মনযোগী হওয়া মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের উপরে যেন এমন কোন চাপ না থাকে যার কারনে তাদের ভাল রেজাল্ট এর জন্য নকল করতে হয়, নকল করার চিন্তা করতে হয়। চাপমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। উস্তাদ যতই নাসীহা করুক সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি পরিবর্তন না আনা হয় এসব চলমান থাকবে। এজন্য এই বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন একজন শিক্ষার্থীও এমন কাজ না করতে পারে। সাহাবীদের জীবনী থেকে আমরা কি দেখতে পাই? একজনও যদি বিপদগ্রস্ত হতো সেটার জন্য তারা নিজেদের দায়ী মনে করতেন। নিজেদের গুনাহের জন্য কান্নাকাটি করতেন, আল্লাহর কাছে মাফ চাইতেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা যেন সময় থাকতে চিন্তা ভাবনা করি। আল্লাহ পাক আমাদের মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমিন।

অভিভাবকদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, দয়া করে আপনাদের সন্তানদের এমন কঠিন চাপের মধ্যে ফেলবেন না যে তাদের ভালো নম্বর পেতেই হবে, অন্যথায় তাদের কোনো মূল্য নেই। এই ধরনের মানসিক চাপ আমরা সাধারণত জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখতে পাই। যদি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাতেও একই ধরনের চাপ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জনের স্থান কোথায় থাকবে?

মাদ্রাসা শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো, যেখানে তাকওয়া একটি অপরিহার্য উপাদান। যদি শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে তারা জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাবে। অভিভাবকদের কাছে আমার আকুল আবেদন, আপনারা আপনাদের সন্তানদের ভালোবাসুন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। তাদের আগ্রহ এবং সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিন। তাদের শেখার পথে উৎসাহিত করুন, তাদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবেন না।

বাচ্চার সাথে মাটির সম্পর্ক তৈরি করে দেয়া। তারা যেন শারীরিক ভাবে সবল থাকে। বাচ্চাদের সহজাত যে প্রবৃত্তি সে ট্রেনিং পাওয়া। ভাল বিষয় গুলো দিয়ে যেন তাদের ব্যস্ত রাখা যায়। শুধুমাত্র পড়া নিয়েই যেন দিন না কাটে। পড়ার পাশাপাশি যেন এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। বাচ্চা যেন আনন্দের সাথে আল্লাহর কালামকে অন্তরে ধারন করে। নবীর সুন্নাহ পালনের উপরে যোগ্যতা দক্ষতা অর্জন করে। পড়াশোনা সারাজীবন থাকবে কিন্তু এসব শেখার জন্য তো সময় সেই শৈশবকালই। বয়স ৩০/৪০ এর পরে এসব শেখা খুবই কঠিন। আল্লাহ পাক সহজ করুন।

কোন বাচ্চা যেন মাদ্রাসায় থেকে নকল করে লেখার সাহস না করে। সে যা পারে সেটাই যেন লিখে। মেধাতালিকা ভিত্তিক বিষয় এমন যেন না থাকে। সাহাবীদের মধ্যে কি এমন বিষয়

ছিল? প্রতিযোগীতা থাকতে পারে তবে এমন ভাবে না যে কারনে নকল করে মেধা তালিকায় আসতে হবে। সাহাবীদের মধ্যে একেকজনের একেক দক্ষতা ছিল। আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রেও সেটা বের করে আনার চেষ্টা করা।

বাচ্চাদের পিটানোর কোন দলিল নেই। ঘরের পুরুষদের যদি ফজরের নামাজ ছুটে যায়, পুরুষদের যদি ভুড়ি থাকে তাহলে তাদেরকে পিটানোর দলিল আছে। তাওয়াফ করতে গেলে কোন নারীর গায়ে স্পর্শ লেগে গেলে পিটানোর বিধান আছে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২ বেলা খাবার খেতেন। দীর্ঘদিন ওনার ঘরে চুলা জ্বলতো না। আমরা কিভাবে সারাদিনই খেতে থাকি? এটা কিভাবে নববী তরিকা হয়?

২) তাকওয়াপূর্ণ মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ চেনার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

১) নারীমুক্ত পরিবেশ: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে নারীদের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে না এবং সম্পূর্ণভাবে নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

২) শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগ: শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা ও আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, যেমন - ক্যারাটে শিক্ষা, সাঁতার, সাইকেল চালানো, বৃক্ষরোপণ, স্কেটিং এবং হালকা শারীরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি। খেলাধুলা ও সুস্থ বিনোদনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন, তবে তা যেন শরিয়াহসম্মত হয়।

৩) কার্যকর চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা: শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য রুকইয়াহ সেন্টার ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। অসুস্থ হলে বা কোনো সমস্যা হলে তারা যেন মাদ্রাসাতেই প্রয়োজনীয় সহায়তা পায় এবং বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়। মাদ্রাসার পরিবেশ আনন্দমুখর ও শিক্ষার্থীবান্ধব হতে হবে, যেখানে মারধরের কোনো স্থান থাকবে না।

৪) সংশোধনের শরিয়াহসম্মত পদ্ধতি: শিক্ষার্থীদের ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। তওবা ও ইস্তেগফারের গুরুত্ব বোঝানো হবে এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ভুল শুধরানোর সুযোগ দেওয়া হবে। কোনো প্রকার শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করা হবে না।

৫) বদনজর ও জ্বিনের প্রভাব থেকে সুরক্ষা: শিক্ষার্থীদের বদনজর ও জ্বিনের প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য রুকইয়াহ করার প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থা থাকতে হবে। মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্য থেকেই যারা ভালো তিলাওয়াত করতে পারে, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে, যাতে

তারা নিজেরাই নিজেদের বন্ধুদের সহযোগিতা করতে পারে। উস্তাদগণ এ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেবেন।

৬) আমলের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ: শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন আমল (যেমন - সালাত ও অন্যান্য সুন্নতসমূহ) নিয়মিতভাবে পালন করার জন্য একটি চেকলিস্টের ব্যবস্থা থাকবে এবং তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। কোনো আমল ছুটে গেলে তা পূরণের জন্য উৎসাহিত করা হবে।

৭) আধ্যাত্মিক পরিবেশের গুরুত্ব: নতুন আধুনিক ভবন, টাইলস বা সিসি ক্যামেরা তাকওয়ার পরিচায়ক নয়। বরং একটি রুহানি ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করতে কুরআন ও হাদিসের প্রচার-প্রসার এবং নিয়মিত আমলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে। রুকইয়াহ এবং রুকইয়াহর গোসলের মতো বিষয়গুলো নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করার জন্য একে অপরকে সাহায্য করা হবে।

৮) বৈষম্যহীন পরিবেশ: মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থী সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। ভিআইপি বা বিশেষ কোনো ব্যবস্থা থাকবে না যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য ও সাম্যের নীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

৯) পারস্পরিক সহযোগিতা ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ: যেসব শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে তুলনামূলক ভালো বোঝে, তাদেরকে অন্যদের সাহায্য করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। পালাক্রমে বিভিন্ন দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে, যা তাদের মধ্যে নেতৃত্বদানের গুণাবলী বিকাশে সহায়ক হবে।

১০) হিজামার গুরুত্ব ও প্রশিক্ষণ: হিজামার গুরুত্ব বিবেচনা করে মাদ্রাসাতেই এর প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা উচিত।

১১) শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন: ছোট বাচ্চাদের মায়েদের মাদ্রাসায় এসে খাবার খাওয়ানোর কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, যা অন্যদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। সকলের জন্য একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে এবং নারীদের থেকে পরিবেশকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা হবে।

১২) ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ: মাদ্রাসার অভ্যন্তরে কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী ব্যক্তিগত টাচ মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না।

১৩) আইডি কার্ডে ছবি না রাখার একটি বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। সারাক্ষণ যদি ছবিযুক্ত আইডি কার্ড আমাদের সাথে থাকে, তাহলে রহমতের ফেরেশতাদের আগমন কিভাবে সম্ভব হবে? আল্লাহু আকবার কাবিরা। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে একটি ছবিবিহীন বিকল্প পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪) মেষ পালন করা আমাদের নবীগণ আলাইহিমুস সালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কাজের মাধ্যমে বিনয়, ধৈর্য ও জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধের শিক্ষা লাভ করা যায়। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মেষ পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। এর মাধ্যমে তারা নবীদের সুন্নত পালনের পাশাপাশি একটি উৎপাদনমুখী ও উপকারী কাজ শিখতে পারবে।

১৫) মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হতে শেখানো উচিত। গাছ লাগানো ও চাষাবাদের শিক্ষা, হাস মুরগী পালন করার শিক্ষা প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন প্রকৃতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে, তেমনি হালাল রুজি অর্জনের একটি বাস্তবসম্মত উপায় সম্পর্কেও জানতে পারবে। এটি তাদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও আত্মনির্ভরশীলতার গুণাবলী বিকাশে সহায়ক হবে।

১৬)আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি করা, যা তাদের সকল প্রকার অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। শুধু ক্যামেরার ভয় দেখিয়ে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ আনা যায়, কিন্তু স্থায়ী পরিবর্তন আনতে হলে আল্লাহভীতির শিক্ষাই অপরিহার্য। যখন একজন শিক্ষার্থী সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করতে শিখবে, তখন সে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার মন্দ কাজে লিপ্ত হতে দ্বিধা করবে। তাই, মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহর ভয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১৭) মাদ্রাসার শিক্ষকগন পান যেন না খান। বারবার পান খেতে থাকা একটা আসক্তির মত। মানুষ যখন দুশ্চিন্তায় থাকে তখন কোন আসক্তিকে জড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরপর খাওয়া, সারাদিন পান চিবাতে থাকা এগুলো কখনোই সুন্নাহভিত্তিক অভ্যাস না। খেয়াল রাখতে হবে মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে সুন্নাহভিত্তিক অভ্যাস গুলো থাকতে হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সারাদিন খেতেন? কয়বেলা খেতেন? তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সারাদিন পান চিবাতেন? তাহলে দ্বীনের ধারক ও বাহকগন এমন অভ্যাস কিভাবে ধারন করতে পারে নিজেদের মধ্যে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন আমাদের এমন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নসিব করেন। আমিন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সন্তানের সাথে কখনোই যেগুলো করা উচিত নয় — ১০টি নিষেধ

১. চিৎকার করা: অনেকে বলেন, চিৎকার মারধরের থেকেও খারাপ এবং এটি দীর্ঘমেয়াদী মানসিক ও আবেগগত ক্ষতের কারণ হতে পারে। মনে রাখবেন, রাসূল ﷺ কখনোই কোনো শিশু, নারী, বন্ধু বা অন্য কারো ওপর কন্ঠ উচ্চস্বরে তোলেননি।

২. দোষারোপ করা: দোষারোপ করা সম্পর্ককে দুর্বল করে, আত্মসম্মান হ্রাস করে এবং শিশুকে আত্মরক্ষামূলক থাকতে প্ররোচিত করে তোলে, এমনকি তারা ভুল না করলেও।

১০ বছরের শিশু আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)বলেন: "আমি ৯ বছর রাসূল ﷺ এর খেদমত করেছি। তিনি কখনো বলেননি, 'তুমি এটা কেন করলে?' বা 'তুমি এটা কেন করোনি?"

৩. একটানা আদেশ করা: পরামর্শ বা বোঝানোর চেষ্টা না করে একটার পর একটা আদেশ দিলে, শিশুটি রোবটের মতো হয়ে যায় — যা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। বড় হয়ে তারা অন্ধভাবে যেকোনো কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করে, তা সঠিক হোক বা না হোক।

৪. হুমকি দেওয়া: হুমকি একটি দ্রুত সমাধানের মত মনে হলেও, এটি দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর নয়। ভয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কোনো আচরণ সত্যিকারের পরিবর্তনের পরিচয় নয় — বরং তা ভণ্ডামি।

৫. ঠাট্টা-বিদ্রূপ (ব্যঙ্গ) করা: শিশুকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা-কটাক্ষ করা, ইসলামে একটি অগ্রহণযোগ্য আচরণ। আল্লাহ বলেন: "হে ঈমানদারগণ, কেউ যেন অন্য কাউকে উপহাস না করে…" (সূরা হুজরাত ৪৯:১১)। এটি শিশুর আত্মসম্মান ও আত্মমূল্যবোধে আঘাত করে।

৬. অপশব্দ বা গালাগালি করা: আপনি যদি গাল দেন, তাহলে শিশুও তা শিখে নেবে এবং অন্যদের ওপর — এমনকি আত্মীয়, বন্ধু, পিতামাতার ওপরও — তা প্রয়োগ করবে। হাদীসে এসেছে: "একজন মুমিন অপবাদ দানকারী, গালাগালি কারী, অশ্লীল বা কর্কশ ভাষার ব্যবহারকারী হয় না।"

৭. তুলনা করা: আপনার শিশুকে কারো সাথেই তুলনা করবেন না — এমনকি ভাইবোনের সাথেও নয়। তুলনা করা ঈর্ষা, রাগ এবং আত্মরক্ষার মনোভাব তৈরি করে।

৮. একনাগাড়ে উপদেশ দেওয়া: শিশুর মনোযোগের স্বাভাবিক সময়কাল তার বয়স অনুযায়ী ৩ থেকে ৫ মিনিট বছর প্রতি। অর্থাৎ, ২ বছর বয়সী শিশু ৬ মিনিট মনোযোগ ধরে রাখতে পারে, এবং একটি কিন্ডারগার্টেন-পড়ুয়া শিশু কমপক্ষে ১৫ মিনিট মনোযোগ দিতে সক্ষম। হাদীসে এসেছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দিতেন বিরতিতে, যেন আমরা বিরক্ত না হয়ে যাই।"

৯. অবিশ্বাস (সন্দেহ) করা: সন্দেহ প্রকাশ করা পারস্পরিক বিশ্বাস দুর্বল করে, খোলামেলা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং আত্মবিশ্বাসে আঘাত করে।

১০. মারধর করা: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুকে মারধর করা মানে হলো বাবা-মায়ের রাগের বহিঃপ্রকাশ — বুদ্ধিমানের সাথে এবং শান্তভাবে, আচরণ উন্নত করার চেষ্টা নয়। এটি ব্যথানাশকের মতো সাময়িক সমাধান — স্থায়ী কোন নিরাময় নয়। এর ফলে ভীতু-কাপুরুষ চরিত্র গড়ে ওঠে, যা "কেউ দেখছে না" পর্যন্ত খারাপ কাজ করতেই থাকবে-এই মনোভাব তৈরী করে।

আপনার সন্তানকে ভালোবাসা, ধৈর্য, ও বোঝাপড়ার মাধ্যমেই সঠিক পথ দেখানো উচিত। (হিশাম আল-আওয়াধি রচিত ; নবীজির চারপাশে শিশুরা: মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তরুন সাহাবীদের লালন-পালন করেছিলেন বই থেকে নেয়া হয়েছে।)

🔸 এমন ব্যবস্থা আসলেই ছিল একসময় সুবহানাল্লাহ। এমন দুনিয়া না চোখে দেখেছি, না গড়ার তৌফিক পাচ্ছি। চোখে না দেখেও আপনি এমন দুনিয়া গড়ার তৌফিক দিন আল্লাহ। আপনি তো সব পারেন।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৩৯: বিবাহিত জীবনের জান্নাতি সুখের রসায়ন

সূরা রুম (৩০), আয়াত ২১: "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৭: "তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।"

১) দুনিয়ার জীবনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত সম্পর্কে একমাত্র জান্নাতি সুখের সাথে তুলনা করা হয়েছে সুবহানাল্লাহ। এই সুখ, শান্তি, প্রশান্তি, সাকিনাহ প্রাপ্তির কিছু শর্ত অবশ্যই আছে। সেগুলো কি? আল্লাহ পাকের তৌফিক অনুসারে সেগুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

১) এমন ভাবে নজর হেফাজত করা যে, আমি গায়ের মাহরামের বিষয়ে অন্ধ, বধির, বোবা এমনভাবে চলাফেরা করি।

২) আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া। পুরুষের জন্য তাকবীরে উলার সাথে নামাজ পড়া।

৩) পরিপূর্ণভাবে সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপন করা। রাতে জলদি ঘুমানো। ফজরের পরে না ঘুমানো।

৪) কুরআনের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা। সহীহ মাখরাজের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

৫) সর্বোপরি, একমাত্র আল্লাহকে ভয় পাওয়া। ভয় পাওয়ার মত ভয় করা। একে অপরের জন্য প্রচুর দুআ, রুকইয়াহ, হিজামা করা। মূল বিষয় হলো আল্লাহর সাথে যার স্মরণ যত বেশি থাকে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক তত বেশি সহজ ও মধুর হবে। আল্লাহর সাথে যত দূরত্ব থাকবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে তত বেশি ফাটল থাকবে।

এই শর্তগুলো যদি নারী পুরুষের মধ্যে থাকে তাহলেই সম্ভব এই জান্নাতি সুখ আস্বাদন করা। সেটা না হলে যত পরামর্শ দেয়া হোক না কেন কোনদিনই সেগুলো কোন কাজে আসবে না। কোন নারী বা পুরুষ নিজেকে সংশোধন এর মেহনত না করে, একজন তাকওয়াবান বান্দা হওয়ার মেহনত না করে শুধুমাত্র এসব পড়ে পড়ে কোনদিনই উপকৃত হতে পারবে না। নজর হেফাজত করার কারনে সালাত ঠিক হয়ে যাবে। সালাত ঠিক হয়ে গেলে সুন্নাহ পালনে অভ্যস্ত

হওয়া সহজ হয়ে যাবে। সবমিলিয়ে সে বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকওয়া অর্জন করার সবকিছু নিয়ে নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তালিকা আকারে আবারো বিষয় গুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

- দ্বীনে অটল থাকার জন্য ছোট কর্মতালিকা:

১. আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ
২. নামাজ কি শুদ্ধ হচ্ছে/ নামাজে কি মনযোগী হতে পেরেছি?
৩. কুরআন শুদ্ধ করা
৪. নজরের হেফাজত
৫. পর্দা নিয়ে সচেতনতা (এমনভাবে পর্দা করা যেন আমি অন্ধ, বধির পরপুরুষ এর ক্ষেত্রে)
৬. ফরজ ইবাদত আদায় নিয়ে সচেতনতা
৭. তওবা, ইস্তেগফার, দুরূদ
৮. দুআ, দুআ, দুআ
৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা
১০. আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর বান্দার প্রতি সুধারনা রাখা।

উল্লেখিত বিষয় গুলো নিয়ে নিজেদের মেহনত করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবার জন্য সহজ করুন, সে তৌফিক দান করুন। আমিন।

শুরুতেই এ বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমরা স্বামী স্ত্রী একে অপরের কাছে এসেছি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই। এই সম্পর্কের প্রতি যেন ঝুঁকে না পড়ি। প্রতি কদমে যেন চিন্তা করি, আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের দুজনকে একে অপরের দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। এমনটা কখনোই হওয়া যাবে না যে, আমি আমার স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছি। এ অতিরিক্ত দুর্বলতা তৈরি হয়ে গেলেই তওবা, ইস্তিগফার, আউযুবিল্লাহিমিনাশ শাইত্বনির রাজীম পড়া, দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়ে নিজের রুকইয়াহ করা। স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়লেই তার কোন ভুল চোখে পড়লেই আর সহ্য হবে না। এজন্য বেশি বেশি দুআ করা, আল্লাহ পাক আপনি আমাদের স্বামী স্ত্রী একে অপরের অন্তরে ঠিক ততটুকুই ভালবাসা, আন্তরিকতা, যা যা প্রয়োজন সব তৈরি করে দিন যতটুকু তে একমাত্র আপনি সন্তুষ্ট। তার বেশি বা কম একটুও দরকার নেই। এ থেকে আপনি আমাদের হেফাজত করুন।

এসব বিষয় নিয়ে সতর্ক থাকার পরও যদি এমন হয় যে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সহ্য করতে পারছে না তাহলে সিহরের রুকইয়াহ করা। সিহরের রুকইয়াহ অডিও সেটা শুনলেই হবে ইনশাআল্লাহ।

- রুকইয়াহ.অডিও.প্লেয়ার:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ruqyahbd.player

এই এ্যাপ ইন্সটল করে সিহরের রুকইয়াহ আছে। সেটা শুনতে হবে ইনশাআল্লাহ। অডিও শোনার আগে ও পরে দুরদ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করে নিবে। শুধুমাত্র যদি স্ত্রী এটা করেন সেটাও হবে ইনশাআল্লাহ। অডিও টা শোনার পরে গায়ে ফু দেয়া। যে সময় পাবে সেই করে নিবে।

অসুস্থ অবস্থায় একে অপরকে রুকইয়াহ করে দেয়া। এর অভ্যস্ততা থাকতে হবে। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন। আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন। সহজ করুন। আমিন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ এর বিষয়ে কিছু কথা মাথায় রাখা জরুরি। আপনি যদি তাকওয়ার বিষয় বুঝতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক যদি কোন রুহকে দুনিয়ায় আনতে চান তাহলে কোনকিছু তাকে দুনিয়ায় আসা থেকে আটকাতে পারবে না। আল্লাহ পাক যদি কোন রুহ দুনিয়ায় পাঠানোর ফয়সালা না করে থাকেন তাহলে সেই রুহকে কেউ দুনিয়ায় আনতেও পারবে না। আল্লাহ পাক তো ফয়সালা আগেই করে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন আসতো যে কোন দাসীর সাথে যদি মেলামেশার কারনে গর্ভবস্থা তৈরি হয়ে যায় তাহলে করনীয় কি। তিনি আযল করতে বলেছিলেন। আযল কী? আযল হলো সহবাসের সময় বীর্যকে জরায়ুর বাইরে নির্গত করা, যাতে গর্ভসঞ্চার না হয়। এটি এক প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ইসলামী শরিয়াতে আযলের বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত আছে। তবে অধিকাংশ ফকিহগণ স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযলকে জায়েজ মনে করেন। তবে এ বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন কিছু হয়না।

তাহলে আমাদের তরফ থেকে করনীয় কি? আমরা আমাদের তরফ থেকে এ নিয়ে কোন চেষ্টা মেহনত করব না। স্বামী যদি ভিতরেও ফেলে তাহলেও আলহামদুলিল্লাহ। বাইরে ফেললেও আলহামদুলিল্লাহ। কোন সমস্যা নেই। কারন গর্ভধারন একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই হয়। আমরা এসব নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করব না। বাইরে ফেললে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসলে আসে না। ভিতরে ফেললেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে আলহামদুলিল্লাহ। সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন।

তাকওয়াবান হওয়ার মেহনত করলে কোনকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। কোন জেল ব্যবহার করতে হয় না। একে অপরের কাছাকাছি আসার সাথে সাথেই কামরস বের হতে থাকে। সেটা একে অপরকে পরিতৃপ্ত হতে সাহায্য করে। আমাদের দু হাতের তালু

একসাথে ঘর্ষনের ফলে গরম হয়ে যায়। একইভাবে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের পর সেটা গরম অনুভূত হয়। সেটাকে ঠান্ডা করে নারীর কাম রস। এসব বিষয় আল্লাহ পাক স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এসবের জন্য কোন ডাক্তার, ওষুধ, কাউন্সিলং ইত্যাদি কোন কাজে আসে না। রুকইয়াহ, হিজামা, নজর হেফাজত করবে। আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় সব কাজে কথায় চিন্তায়। সকল ধরনের খারাপ অভ্যাস, অন্তরের ব্যাধি মুক্ত থাকার চেষ্টা করা, মানুষকে দোষারোপ না করা, ক্ষমা করার নীতি অবলম্বন করা। আল্লাহ পাক সহজ করুন। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

বিবাহিত জীবনের সকল কর্মস্পৃহা আসে স্বামী স্ত্রীর উত্তম দৈহিক মিলনের মাধ্যমে। সর্বপ্রথম যে জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে তা হলো, দ্বীনের জ্ঞান, আল্লাহকে ভয় পাওয়া। যার তাক্বওয়া যত বেশি তার শান্তি তত বেশি সুবহানাল্লাহ।

২) X Factor হলো স্বামী স্ত্রীর একান্ত মুহূর্তের পছন্দের বিষয় গুলো একে অপরকে খোলামেলা ভাবে বলা। এ বিষয়ে লজ্জাবোধ না করা।

শারীরিক সম্পর্কের আগে ফোর প্লে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে আমাদের কিছু বিষয় শেখানো হয়েছে। যেমন; একসাথে পানি পান করা, স্বামীর মাথায় তেল দেওয়া, দাড়ি ও চুল আঁচড়ে দেওয়া, একই মিসওয়াক ব্যবহার করা, একসাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করা, একসাথে গোসল করা, একে অপরের মুখে লোকমা তুলে দেওয়া, একসাথে চা-কফি শেয়ার করে পান করা, হাত স্পর্শে রাখা, হাড্ডি শেয়ার করে খাওয়া, একে অপরের কোলে মাথা রাখা ইত্যাদি।

এর মাধ্যমে আসলে কি হয়? বিয়ের পর একজন নারীর জন্য তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার কথা বারবার স্মরনে আসা। আর কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কোন নির্দেশনা দেয়া নেই যেভাবে স্বামীর সাথে সম্পর্কের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত এসেছে।

বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই স্বামী স্ত্রী একই মিসওয়াক ব্যবহার করবে, একই সাথে নামাজ পড়বে, স্বামী ইমাম হবে, স্ত্রী পিছনে দাঁড়াবে, একই সাথে গোসল করবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক আসলে কি চাচ্ছেন? একে অপরের অন্তরে যেন বারবার স্মরনে আসে। সুন্নাহ পালন করার মাধ্যমেই একে অপরের অন্তরে ভালবাসা তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। এগুলো কেন করতে হবে? আল্লাহর তরফ থেকে আসা মোহাব্বত যেন আল্লাহর দেখানো পদ্ধতিতেই হয়। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কাজগুলো করে গিয়েছেন সেভাবেই যেন আমরা অনুসরণ করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের সে তৌফিক দিন। যখনই এ জ্ঞান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ তখনই এ অনুযায়ী আমল করবেন। আল্লাহ পাক আমাকে সহ আমাদের সবাইকে আমৃত্যু আমল করার তৌফিক দিন। আমিন।

এই ছোট ছোট কাজগুলোর মাধ্যমে অন্তরে মোহাব্বত তৈরি হয়, আরো মজবুত হয়। দৈহিক মিলনের সময় সেটা আরো ভাল ভাবে করা যায় আল্লাহ পাকের তৌফিক অনুসারে

আলহামদুলিল্লাহ। দৈহিক মিলনের সময় সবকিছু ঠিকভাবে না হলে একে অপরের প্রতি অন্তরে রাগ, ক্ষোভ তৈরি হয়। সেটা প্রকাশও করা যায় না। আমরা শুরুতেই কোন রাগের বহিঃপ্রকাশ করতে যাবো না। সীরাহ থেকে আল্লাহ পাক আমাদের জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর কোলে মাথা রাখতেন। আমাদের সময় আমরা দেখতে পাই স্বামীরা তো এসব কিছু করে না। তাহলে আমরা করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের বিষয় টা এমন হবে যে, আল্লাহ পাক আমাকে আগে জানার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমি আগে প্রয়োগ করব। ওনার সাথে জোরজবরদস্তি করার প্রয়োজন নেই যে ওনি কেন করে না, ইত্যাদি।

ঘরে অবস্থান করলে একটু পরপর স্বামী স্ত্রী একে অপরের কাছে থাকা, স্পর্শে থাকা। তেল দিয়ে দেয়া, চুল আঁচড়ে দেয়া এগুলো সুন্নাহ। একজন মানুষের দোষ ত্রুটি মেনে নিয়ে তাকে অন্তরে জায়গা দেয়া খুবই কঠিন কাজ। এজন্যই সুন্নাহ পালন করতে হবে। বিয়ের পরে একজন পুরুষ কিভাবে দাঁত ব্রাশ করে, ঠান্ডা কাশি হলে কিভাবে নাক ঝাড়ে সবকিছুই সামনে আসতে থাকে। খারাপ লাগা গুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্তরে একে অপরের প্রতি মোহাব্বত তৈরি করতেই সুন্নাহ পালন করতে হবে। সেটা একে অপরের জন্য তৈরি করতে সাহায্য করে।

একে অপরের জন্য যত উত্তম ভাবে অন্তরে চাহিদা তৈরি হবে, যৌন মিলন তত উত্তম ভাবে সম্পন্ন হবে। আল্লাহু আকবার।

৩) একজন নারীকে যে তার স্বামীকে চুম্বন করবে, আলিঙ্গন করবে এগুলোর যে পদ্ধতি গুলো এগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলামেলা কথা বলা। সে যদি তার স্বামীর চুম্বনের অংশ পছন্দ করে তাহলে সেটা তাকে জানানো। এটা যেন আরো দীর্ঘায়িত করা হয়। যার যে অংশ ভাল লাগে তার মাধ্যমে নিজেদের পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত করা।

একে অপরের সুন্নাহ পালন এর কিছু অংশ ঘরে বাচ্চারাও দেখে বড় হচ্ছে। যেমন: মা বাবার একই মিসওয়াক ব্যবহার করা, মসজিদে যাওয়ার আগে কপালে চুম্বন করে যাওয়া, একই হাড্ডি দুজনে খাওয়া। সবার সামনে এক ধরনের বিষয়।

আর সবার আড়ালে যাওয়ার সময় তখনকার প্রস্তুতি ভিন্ন ধরনের। স্বামী স্ত্রী যখন আড়ালে থাকবে, আসা যাওয়ার মধ্যকার সময়ে একে অপরের স্পর্শকাতর জায়গায় স্পর্শ করা। এর মাধ্যমে একে অপরকে ইশারা দেয়া, বুঝানো যে আমি বিষয়টা চাচ্ছি। অন্তরে বারবার আসতে থাকে সে যদি আমাকে আলিঙ্গন করতো, চুম্বন করত কিন্তু নিজে সাহস করে যাচ্ছি না। নিজের লজ্জা লাগছে, অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ওনি কি এটা চাচ্ছে, কি মনে করবে ইত্যাদি। এমন কোন চিন্তা অন্তরে রাখবেন না। আপনার জন্য এটা ১০০% জায়েজ। এসব কাজে আল্লাহ পাক খুশি হন। আসমান থেকে সাকিনা নাযিল হয়। সুবহানাল্লাহ।

স্বামীরা তো নিজে থেকে আসে না ইত্যাদি এমন চিন্তা করা যাবে না। স্বামী না আসলে নারী নিজে থেকেই যাবে। এসব বিষয়ে লজ্জাবোধ করা যাবে না। একজন স্বামী বিয়ের পরও তার কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক। বিবাহিত জীবনের শুধুমাত্র একটা রাতই না, প্রতিটা সকাল সন্ধ্যা যেন ব্যতিক্রম থাকে। কেউ যদি নতুন বিবাহিত নাও হন, সে যখন থেকে জেনেছেন তখন থেকেই শুরু করবেন।

আপনার কোন শারীরিক চাহিদা নেই, সেটা দরকার ও নেই। আপনার দরকার স্বামীর আনুগত্য করা। আপনার দরকার আপনার প্রতি স্বামীর আকর্ষন ধরে রাখা। আপনার দরকার আপনার স্বামী যেন অন্য নারীর দিকে তাকাতেও ভয় পায়। ভয় পাবে কিভাবে? স্বামী তো ঘরে ফিরে দেখেন স্ত্রী কাজে ব্যস্ত, বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত, রান্নাঘরে ব্যস্ত। ইসলামে বলা হচ্ছে স্বামী স্ত্রী একে অপরের কাছে থাকতে। কাছে আসার বাহানা খুঁজতে। এত মানুষের মাঝে থেকে কিভাবে স্বামী স্ত্রী একে অপরের কাছে আসার বাহানা খুঁজবো? নিয়তের উপরেই বরকত নির্ভরশীল। দুআ করতে থাকলে আল্লাহ পাক সুযোগ মিলিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

৪) একান্ত মুহূর্তের পরে অনেক সময় মনে হতে পারে আরো একটু সময় বেশি থাকলে ভালো হতো। এ জন্যও আল্লাহর কাছে দুআ করা। যে আল্লাহকে যতবেশি ভয় করে তার জন্য স্বামী স্ত্রীর একান্ত যে মুহুর্ত, সেই মুহুর্তে উপভোগ করার সময় বেশি। আল্লাহু আকবার। সকল কাজকে আল্লাহ পাক নিয়ামতে পরিপূর্ণ করে দেন যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় যত বেশি। যে সুন্নাহ পালনে যত বেশি কঠোর, পর্দা নিয়ে যত বেশি সচেতন, নামাজের বিষয়ে যত যত্নশীল তাকে আল্লাহ পাক সকল রিযিক বেহিসাবে দিবেন। বাস্তবিক জীবনের পরিপূর্ণতা আসবে দুআর বিনিময়ে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের বিনিময়ে।

স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে মিসওয়াক করে, ২ রাকাত নামাজ পড়ে, সুগন্ধি লাগিয়ে সামনে যাওয়া। ২ রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ পাক আপনি বলেছেন স্বামী স্ত্রীর একান্ত যে মুহুর্ত এটা জান্নাতী নিয়ামত। এটার স্বাদ কেমন সেটা আমি জানিনা। আপনার তরফ থেকে আপনি আমাকে ও আমার স্বামীকে বেহিসাবে দান করুন। এর মাধ্যমে শারীরিক মানসিক আত্মিক ভাবে যে শক্তি অর্জন করা, সতেজ হওয়া, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দান, মুসলিম উম্মাহর নেককার সন্তানের মা হওয়ার তৌফিক আপনি আমাকে দান করুন।

সবসময় নামাজ পড়ার সুযোগ নাও হতে পারে। স্বামীর যদি আগে থেকে এই জ্ঞান থাকে তাহলে সে করবে। না হলে তার অনিহা থাকতে পারে। তাহলে আপনি একাই নামাজ পড়ে দুআ করুন।

🔶আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী থেকে আল্লাহ পাক যতটুকু জানার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ যে, তিনি রাত ৩ টার পরে স্বামী স্ত্রী একান্তে মিলিত হতেন। তারপর গোসল সেরে ফজরের আগে ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। তার

আগে স্ত্রীর সাথে একান্ত সময় পার করার জন্য রাখতেন। অন্য যে কোন সময় অবশ্যই জায়েজ। সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন।

৫) যখন দুজনে একান্তে কাছে চলে আসবেন তখন অতিরিক্ত কথা বলবেন না। জবানে জিকিরে দুআতে মশগুল থাকা। একজন নারী হিসেবে নিজে সক্রিয় থাকা। এমন ভাব করা যাবে না যে, যা করার স্বামী করবে আমার কিছু করার নেই। একজন নারীকে সক্রিয় থাকতে হবে। বলা আছে যে, তুমি তার দাসী হয়ে যাও তাহলে সে তোমার দাসে পরিনত হবে। এটা হলো দাসীতে পরিনত হওয়ার জায়গা। আপনি তার দাসীতে পরিনত হয়ে যান। আপনার মনোভাব থাকবে যে, আল্লাহ পাক স্বামীর আনুগত্য করার জন্যই পাঠিয়েছেন। আপনি আপনার স্বামীকে কপাল থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত যেভাবে পারেন আনন্দ দিতে চেষ্টা করবেন। সেটা চুম্বন দ্বারা হোক বা অন্য কোন ভাবে।

স্বামী স্ত্রীর একান্ত মুহূর্তে কোন কথা বলব না। স্বামী কিভাবে যৌন মিলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সেটা আপনি জানেন না। সে সময়ে তার অন্তরের হালত আপনি জানেন না। আপনার অন্তরের হালতও সে জানে না। এজন্য মুখ বন্ধ রাখা। আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ পাক যেন একে অপরের জন্য সহজ করে দেন। একে অপরকে জান্নাতি আনন্দ দেয়ার তৌফিক দেন। দ্বীনে অটল থাকার তৌফিক দেন। আমিন।

একজন স্ত্রী হিসাবে আপনি যতটুকু সম্ভব আপনার স্বামীকে আনন্দ দিতে চেষ্টা করবেন, বুকে পিঠে ইত্যাদি। যতটুকু সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে অনেক ধরনের গবেষণা রয়েছে। এসবের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ একটা বিষয় জানার তৌফিক দিলেন যে, স্বামীর নিপলের কাজ সম্পর্কে। আল্লাহ পাক প্রতিটা অঙ্গ প্রতঙ্গ তৈরি করেছেন যার কোন কাজ অবশ্যই আছে। একজন স্ত্রীকে তার স্বামী যেভাবে করে আদর করে, একজন স্ত্রী তার স্বামীর নিপলে সেভাবেই আদর করবে। সুবহানাল্লাহ। এ বিষয় আমার নিজেরও জানা ছিল না। আল্লাহ পাক জানার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, সেটা আপনাদেরও আল্লাহর জন্যই জানিয়ে গেলাম।

যাদের স্বামীর সে বিশেষ অঙ্গ হঠাৎ করে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, কোন ভাবেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকছে না তারা স্বামীর নিপলে আদর করার জন্য সময় দিন। এটা স্বামীর সাথে বিষয়টা ঠিক হতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ। এটা একটা অস্বস্তিকর বিষয় মনে হতে পারে কারন অধিকাংশ নারীরাই এ বিষয়ে জানেন না। যারা জানার তৌফিক পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক যেন আমল করার তৌফিক দেন। আল্লাহ পাক সহজ করুন।

৬) সে সময় পরিপূর্ণ ভাবে মুখ বন্ধ রাখা যেন পরিপূর্ণ মনযোগ দেয়া যায়। কথাবার্তা না বলা। স্বামী স্ত্রী একে অপরের দৈহিক গঠন ভিন্ন। উভয়ের মানসিক চিন্তাও আলাদা। উভয়েই উভয়ের জায়গা থেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিতে চাইবে। পুরুষাঙ্গ শক্ত হয় রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে।

সুবহানাল্লাহ। এটা যদি হাড় হতো তাহলে কত কষ্ট হতো সুবহানাল্লাহ। রক্তের প্রবাহের মাধ্যমে একটা অঙ্গ শক্ত হয়। এটা যে আল্লাহর কত বড় কুদরত। সুবহানাল্লাহ।

তাহলে এটা চিন্তা করুন, এজন্য কি পরিমান দুআ দরকার। আল্লাহ পাক এ সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের স্বামী স্ত্রীকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিতৃপ্ত করে দিন এবং সতেজ রাখুন। স্বামী দেখা যায় এমন সময় ঘুমাচ্ছে। এমনটা কেন? আমার আকর্ষন করার ক্ষমতা নাই দেখেই ঘুমাচ্ছে। এমন অভিজ্ঞতা বোনদের থাকার কথা। যখন একান্ত সময় আসে স্বামী ঘুমিয়ে যায়। স্বামী কোন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ গেলে কি ঘুমায়? তাহলে এখানে কেন ঘুমায়? এখানে একজন নারীর কাজ। তাহলে একজন নারীকে এখানে কি পরিমান সক্রিয় থাকতে হবে সুবহানাল্লাহ। স্বামী যেন ঘুমের কথা চিন্তাও না করতে পারে এমন সময়।

একজন নারীর এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমি একজন সক্রিয় নারী, কর্মক্ষম নারী। আমি অলস নারী না। এই যে বলা হলো স্বামীকে সারা শরীরে আদর করা। তাহলে পুরুষাঙ্গ কিভাবে আদর করবে? মুখে নিবে? স্বামী স্ত্রী একে অপরের গোপন অঙ্গ মুখে নিবে না। এটা অনুত্তম কাজ। স্ত্রী তার স্বামীর গোপন অঙ্গ হাত দিয়ে স্পর্শ করবে। তেল মালিশ করে দিতে পারে। সবসময় যে দীর্ঘ সময় নিয়ে বসা সম্ভব হবে এমন না। সময় কম বেশি হতে পারে। আমরা খেয়াল করব যে, অবশ্যই গোপন অঙ্গ মুখে নেয়া যাবে না। এটা ১০০% পরীক্ষিত আমল। যে যত ফতোয়া দিক না কেন। স্বামী এতে যত আপত্তি করুক, এ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া। আল্লাহর কাছে এজন্য দুআ করতে থাকা। যে জবান দিয়ে জিকির হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে সে জবান দিয়ে কিভাবে এ কাজ করা সম্ভব? এ জবান আল্লাহর জিকির, কুরআন, দুআ, কালাম, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। সুবহানাল্লাহ। স্বামীরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। এটা অনেক রোগ ব্যাধীর কারন। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন। যা আল্লাহর অপছন্দের তা আমারও অপছন্দের আমল। আমাদের মন মানসিকতা এমনই হওয়া উচিত। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দিন। আমিন।

স্বামী যদি বেশি জোর করতে থাকে তাহলে দুআ করতে থাকা, আল্লাহ পাক আপনি তার জ্ঞানে দিয়ে দিন। এসবে কখনোই সম্মতি দেয়া যাবে না। হায়েজের সময় শারীরিক সম্পর্ক হারাম। হায়েজের সময় স্বামীকে পুরুষাঙ্গে রুকইয়াহ করে, দুআ করে তেল মালিশ করে দেয়া, এমনতে অন্যান্য বিষয় করা। তখন বেশি করে দুআ করা, আল্লাহ পাক যেন তাকে তৃপ্ত করে দেন। হায়েজের সময় যেহেতু স্বামীকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিতৃপ্ত করা সম্ভব না। তাহলে এর মাধ্যমেই যেন সে তৃপ্ত হয়। হায়েজের সময় নারীদের শারীরিক কষ্ট থাকে। তারপরও স্বামীকে তৃপ্ত করার জন্য এতটুকু কষ্ট করতে হবে। স্বামীকে শরীরে আদর করে দেয়া, মালিশ ইত্যাদি। এসব করা কষ্টকর। কষ্ট করতে হবে। জান্নাতের পথে চলা কষ্টের। জান্নাতে কোন কষ্ট নেই। জান্নাতে কোন হায়েজ নেই, ঘাম, থু থু কোন কিছুই নেই। জান্নাতের যে নয়নাভিরাম বর্ননা। আল্লাহু আকবার কাবিরা। জান্নাতের জন্য এতটুকু কষ্ট করা যাবে না?

হায়েজের সময় এই ৫/৭ দিন অসুস্থতার বাহানা দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে দূরে পড়ে থাকবেন না। যা নিষেধ ততটুকু বাদ দিয়ে বাকী যতটুকু সম্ভব ততটুকই করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। স্বামীর অন্তরে এমন বিশ্বাস তৈরি করানো যে, আমার চেয়ে উত্তম বন্ধু, বিশ্বস্ত সঙ্গী আর কেউ নেই আপনার জীবনে।

🔴যেগুলো বর্জনীয় (স্বামী জোর করলেও করা যাবে না)

১)একে অপরের লজ্জা স্থানে কোনো ভাবেই মুখ দেওয়া যাবে না। (অনুত্তম)
২)হায়েজের সময় যাওয়া যাবে না। (হারাম)
৩)মলদ্বারেও কোনো ভাবে দেওয়া যাবে না। (হারাম)

সপ্তাহে কমপক্ষে ৩/৪ বার মিলন করা কিংবা আরও বেশি। যার তাক্বওয়া যত বেশি তার শান্তি তত বেশি সুবহানাল্লাহ।

৭) এতক্ষন যা বলা হলো সবই মূল কাজের আগের প্রস্তুতি। মূল পর্বের আগে ফোর প্লে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বামী স্ত্রী উভয়ে পরিপূর্ণ ভাবে বস্ত্রহীন থাকা। নিজেদের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা যাতে শয়তানের বদনজর না পড়ে। শুরুতেই সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস পড়ে ফু দেয়া নিজের এবং স্বামীর শরীরে। আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ পাক, আমাদের এই অন্তরঙ্গ মুহুর্তের সাক্ষী যেন দুনিয়ার কোন সৃষ্টি না থাকে। আমাদের অন্তরঙ্গ মুহুর্তের কোন শব্দ যেন দরজার বাইরে না যায়, কোন কানে না যায়। আপনি ছাড়া এবং আপনার রহমতের ফেরেশতারা ছাড়া যেন কোন সাক্ষী না থাকে। মূল বিষয় হলো সার্বক্ষনিক আল্লাহর সাথে অন্তর জুড়ে রাখা। সবকিছুই আমরা একমাত্র আল্লাহর জন্যই করি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর জন্য কোন ভাল কাজ করলে আল্লাহ পাক সেটার উত্তম বিনিময় দান করেন। আর স্বামী স্ত্রীর এই অন্তরঙ্গ মুহুর্ত, এটা যে কোন পর্যায়ের ভাল কাজ এটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার।

একজন নারীর জন্য ঘরের কাজ থেকে শুরু করে সব বিষয়ে ছাড় দেয়া আছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর একান্ত মুহুর্তে যে পরিমান সময়, শ্রম দিতে হয়। সুবহানাল্লাহ। যে পরিমান কষ্ট, এটা তো সারাজীবনের জন্যই। মা হওয়া সেটা যদি কয়েকবার হয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কষ্ট। কিন্তু স্বামীর স্ত্রীর বিষয় টা? এটা তো নূন্যতম সপ্তাহে ৩/৪ বার করতেই হবে। শীতকাল, গোসলের কষ্ট। ভালো লাগছে না, নিজের কষ্ট ইত্যাদি এসব চিন্তা করে স্বামীর কাছ থেকে নিজেকে দূরে না রাখা। স্বামীকে অসহায় মনে করা। কারন, আল্লাহ পাক একমাত্র স্ত্রীর কাছেই স্বামীর জন্য প্রশান্তির জায়গা রেখেছেন। স্ত্রী ছাড়া একজন স্বামীর আর কোন যাওয়ার জায়গা নেই। একজন স্ত্রীকে তার স্বামীর এ বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা করতে হবে।

ঘরে যখন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে পরিপূর্ণ ভাবে তৃপ্ত করতে পারে, তখন তার স্বামী যখন বাইরে যায়, বাইরের ফিতনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে। ঘরে যদি সেই পরিতৃপ্তি না

থাকে তাহলে বাইরে সে অন্য নারীর প্রতি আকর্ষন খোঁজে। নিজেকে হেফাজতে রাখতে পারে না। গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। এখানে একজন স্ত্রীর অনেক দায়িত্ব আছে। সুবহানাল্লাহ। একজন নারীকে কোন পর্যায়ের হিকমাহ অবলম্বন করে চলতে হবে, চিন্তা ভাবনা করি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সহজ করুন। আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। আল্লাহর কাছে এজন্য বেশি বেশি দুআ করা। আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তারপর স্বামীর কাছে যাওয়া।

৮) স্ত্রী-সহবাসের পুর্বের দো'আ
بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যা রিযক দিবেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন।

"বিসমিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা, জান্নিবনাশ্ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা- রাযাক্তানা-।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাম্পত্য মিলনের পূর্বে যদি কেউ এ কথা বলে তবে তাদের মিলনে সন্তান জন্ম নিলে তাকে শয়তান ক্ষতি করবে না।

বুখারী (৪-কিতাবুল ওয়াদূ, ৮-বাবুত তাসমিয়াতি..) ১/৬৫ (ভারতীয় ২/৭৭৬); মুসলিম (১৬-কিতাবুন নিকাহ, ১৮-বাব মা ইউসতাহাব্বু আন ইয়াকূলাহু) ২/১০৫৮ (ভারতীয় ১/৪৬৩)

🔸 স্বামীর পুরুষাঙ্গ শক্ত হওয়ার পরপর খুব বেশি সময় নেয় না। তখন দুআ মনে করিয়ে দেয়া। দুআ করে তারপর শুরু করা। একজন নারীর শারীরিক পরিবর্তন তখন শুরু হয়। যোনী ভিজে যাবে। একজন নেককার নারী স্বামীর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই ভিজে যাবে। যার যত বেশি তরল নির্গত হয়, সে ততবেশি স্বামী সঙ্গ অনুভব করে। মিসওয়াক ব্যবহার করা, একসাথে খাওয়া, পান করা ইত্যাদি এসব সুন্নাহ পালন করার প্রতিটা পদক্ষেপেই একজন নারী তার শারীরিক অনুভূতি বুঝতে পারে। যৌনাঙ্গে অনুভুতি তৈরি হয়। ভিজে যায়। যে যত নেককার তার স্বামীর প্রতি এমন অনুভূতি তত বেশি। দৈহিক মিলনের সময় যোনীপথ ভিজা না থাকলে কষ্ট হয়। বিয়ের পরেই বোনদের তরফ থেকে এমন বিষয় সামনে এসেছে যে তারা স্বামী সঙ্গ উপভোগ করেন না। প্রচন্ড ব্যাথা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা তার এত ভয়ংকর থাকে যে কারনে সে স্বামীর কাছে যেতে ভয় পায়, ঘৃনা করে।

এটা কেন? যার তাকওয়া যত বেশি তার এই কাম রস বেশি। যে কারনে দৈহিক মিলন সহজ হয়। এগুলো পরীক্ষিত আমল।

আল্লাহ পাক আমাকে যখন এ বিষয় বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি সব বোনদের বিষয় টা জানাই, বুঝাই। কেন বোনেরা এ নিয়ামত পাচ্ছেন না। কেন আল্লাহকে ভয় করতে হবে। কেন তাকওয়াবান হওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে। প্রতিটা বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে নেয়ার পদ্ধতি একই। আর এই বিষয়টা আল্লাহর কাছ থেকে নেয়ার কত উত্তম বিষয়। আল্লাহু আকবার।

শারীরিক তৃপ্তির মাধ্যমে একজন নারী কর্মক্ষম হয়ে উঠে। প্রশান্তি লাভ করে। একজন নারীর যে স্বামীর কাছে আসলে বারবার করে যোনী ভিজে যাবে যাওয়া এটা কোন নারীর জন্য সহজ? যার তাকওয়া যত বেশি। যে পরপুরুষ থেকে নজর হেফাজত করে।

আল্লাহ পাক কুরআনে নিজেকে পবিত্র করার কথা বলেছেন। আমরা নিজেকে কিভাবে পবিত্র করব? এটা শুধুমাত্র ওযু গোসলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। নিজেকে পবিত্র করার মেহনত করলে এর পুরষ্কার অগণিত। আমি যদি নিজেকে পবিত্র করার মেহনত করি তাহলে লাভ কি? এই যে অসংখ্য জেল, ক্রিম বাজারে আছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে উপভোগ্য করার জন্য। কেন কাজ করে না? নিজে তাকওয়াবান হওয়ার মেহনত করলে আল্লাহর তরফ থেকেই সম্পর্ক উপভোগ্য হবে। কোন জেল, ক্রিম কিছু লাগবে না।

একজন নারীর কাম রস বেশি তৈরি হবে তার নিজের শরীরের ভিতর থেকেই। এটা তার নিজের আমলের উপর নির্ভর করবে। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করা, সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে আসে। জীবনের অন্য সব বিষয় এর মত এটাও আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্কের সাথে যুক্ত। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

একজন নারীর কাম রস যত বেশি হবে দৈহিক মিলন তত ব্যথামুক্ত হবে। তত উপভোগ করার বিষয় হবে। ব্যথা পেলেই আর স্বামীর কাছে যেতে ইচ্ছা করবে না। এখানে আঘাত সহ্য করা যায় না। এটা অসহনীয়। কাম রসের কাজ হলো দৈহিক মিলনের প্রক্রিয়ায় স্বামীর কাজকে সহজ করা। শরীরের ভিতরে সবকিছু গরম। স্বামী যখন পুরুষাঙ্গ ভিতরে চালনা করতে থাকে তখন ঘর্ষনের ফলে সেটা গরম হতে থাকে। নারীর কাম রস এর মাধ্যমে সেই গরম অনুভূতির বিষয় টা ঠান্ডা হয়। সুবহানাল্লাহ।

কোন মাযহাবে আছে নামাজে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করা যাবে না। তখন আমি বিষয় টা বুঝতে পারতাম না। এরপরে আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক দিলেন যে, আমি সেই পরিমাণ পবিত্র হই নি যে কারনে স্বামী স্পর্শ করা মাত্রই যোনী ভিজে যাবে। যে নারী যত বেশি পবিত্র সে তত দ্রুত স্বামীর কথা চিন্তা করা মাত্রই ভিজে যাবে। স্বামীর সাথে কাটানো মুহূর্ত গুলোর কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে আরো মুহুর্ত কাটানোর জন্য অগ্রসর হবে, প্রস্তুতি নিবে।

এজন্য বলা হয়েছে স্বামী মসজিদে যাওয়ার আগে, ইতিকাফ বসলে, নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে আসলে স্ত্রীর সাথে দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। মসজিদে যাওয়ার আগে কপালে চুম্বন করে দ্রুত চলে গেলে সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এটা দীর্ঘায়িত করলে, ঠোঁট পর্যন্ত চলে গেলে, যোনী ভিজে গেলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। নামাজের জন্য আবার ওযু করতে হবে।

৯) পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য কতটুকু? এটা যদি নূন্যতম ৩ ইঞ্চি পরিমাণ হয় তবুও একজন নারী পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাবে। দৈর্ঘ্য না বরং পুরুষাঙ্গের প্রস্থ এর উপরে তৃপ্তির বিষয় সম্পর্কিত। পুরুত্ব বেশি থাকলে নারী পরিতৃপ্ত হয় বেশি। দৈহিক মিলনের প্রক্রিয়ায় একজন নারীর শরীরে কম্পন তৈরি হবে, শরীর শক্ত হয়ে যাবে আবার ছেড়ে দিবে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় অর্গাজম। এটা হলো আসল তৃপ্তির জায়গা। একজন নারীর এ পর্যায়ে আরো বেশি তরল নির্গত হয়। একজন নারীর এ অবস্থা ২/৩ বার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

এটা পুরুষের কখন হয়? যখন বীর্যপাত হয়। পুরুষের একবারই হয়। তারপর শেষ। স্বামীর উদ্দেশ্য থাকবে তার স্ত্রীকে আগেই চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এজন্য করনীয় কি?

১) একদম চুপ থাকা।
২) দুআ করতে থাকা।
৩) স্বামীকে আগে আদর করে দেয়া।

একজন নারী যদি পরিপূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হতে পারে তাহলে তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক কত উত্তম হবে পরবর্তী দিনগুলো। সুবহানাল্লাহ। আমি চিন্তা করতাম এ পরিতৃপ্ত বিষয় টা এত বছর ছিলো না। এখন কিভাবে সম্ভব হলো সুবহানাল্লাহ। এখন আমার বয়সও বেড়ে চলছে। এর সাথে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক শুধুমাত্র তাকওয়ার। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করার মেহনত করা। এছাড়া আর কোন কিছুর সম্পর্ক নেই। প্রথম যখন আল্লাহ পাক আমাকে এই সুকুন অনুভব করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ, আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া সিজদাহেত লুটিয়ে পড়ি। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা।

আল্লাহ পাক এই নিয়ামত রেখেছেন দাম্পত্য সম্পর্কে সুবহানাল্লাহ। দুআ করতে লাগলাম, আল্লাহ পাক আপনি প্রতিটা বোনকে এ নিয়ামত দান করুন, পরিতৃপ্ত করুন। আমি এ সম্পর্কের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য অনুভব করছিলাম সুবহানাল্লাহ।

এতদিন এটা আমি করতে চাইতাম, চেষ্টা করতাম। সবকিছু কেমন যেন মনে হতো আমার নিয়ন্ত্রণে। ততদিন কিছু হতো না। কিন্তু যখন আসমানের মালিক ফয়সালা করলেন, আল্লাহু আকবার কাবিরা। জান্নাতি সুখ আল্লাহ পাক একমাত্র এখানে রেখেছেন। অনেকে ১০/১২ টা সন্তানের মা হওয়ার পরও এ সুখ লাভ করবে না। একজন বিবাহিত নারীর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে তার যৌন মিলনের সময়ের উপলব্ধি। একজন পুরুষের যদি আগে বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে একজন নারী পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করতে পারে না। নারীর

অর্গাজম আগে হতে হবে। আল্লাহ পাক সকল মুমিন নর নারীদের এই নিয়ামত দান করুন। আমিন।

১০) শুরুতে মিলনের সময় কয়েক মিনিট হতে পারে। আস্তে আস্তে এ সময়টা বাড়বে। ১০/১৫/২০ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। যদি আপনি তাকওয়াবান হয়ে থাকেন, আপনার দুআর কারনে আল্লাহ পাক আপনার জন্য বিষয় গুলো সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। একজন স্ত্রী যখন তার স্বামীর কাছ থেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ হবে, সে স্বামীর আনুগত্য করা শুরু করবে ইনশাআল্লাহ। আনুগত্য থাকা, একে অপরের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা এগুলো নির্ভর করবে তাদের দৈহিক মিলনের উপর। দৈহিক মিলনের সব বিষয় ঠিক ঠিক বরকতময় হবে যখন স্বামী স্ত্রী তাকওয়াবান হবে। একমাত্র তখনই তৃপ্তি আসবে। সুবহানাল্লাহ। প্রতিটা বিষয় আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সাথে জড়িত।

স্বামী স্ত্রী একে অপরের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করবে কিভাবে? এটা সম্ভব হবে এই তৃপ্তির কারনে। স্বামীর মাধ্যমে যদি স্ত্রী তৃপ্তি পায় তাহলে সে স্বামীর অন্য কোন দোষ উপেক্ষা করতে পারবে। চিন্তা করবে, তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে এই নিয়ামত দান করেছেন, তার সাথে আমাকে সবর করতে হবে। এই পর্যায়ে গিয়ে বিনয়ীতা আসবে। আনুগত্য আসবে।

একটা কথা শুনে থাকবেন। বিয়ের রাতে বিড়াল মারতে হয়। এর মানে কি। এর মানে হলো, স্বামীর বীর্যপাত এর আগে স্ত্রীর অর্গাজম হতে হবে। যতবার স্ত্রী তৃপ্ত হবে ততবার স্ত্রীর শরীর কেপে উঠবে, শরীর নিস্তেজ হয়ে উঠবে। স্ত্রীর এটা কয়েকবার হয়। অতিরিক্ত হলে সেটা ক্ষতিকর। এজন্য সবকিছুই যেন যথাযথ ভাবে হয় এজন্য আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। কোন বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে পরিতৃপ্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে এটা তার তৃপ্তির কারন। সে যে তার স্ত্রীকে তৃপ্ত করতে পেরেছে এটা তার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। সুবহানাল্লাহ।

স্বামীর একবার বীর্যপাত হয়ে যাওয়ার পরে সে আবারও দৈহিক মিলনের জন্য সক্ষম থাকে না, বেশিরভাগ সময়েই। তখন আবার শুরু থেকে সব ধাপ অতিক্রম করে আসতে হয়। একবার বীর্যপাতের পরে সাথে সাথে আবার সম্ভব হয়না। স্বামী স্ত্রী যদি একে অপরকে পরিতৃপ্ত না করতে পারে তখন একে অপরের প্রতি রাগ ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা এসব বেড়ে চলে। শারীরিক মানসিক দুর্বলতা, নিস্তেজ থাকা, মন মেজাজ খিটখিটে থাকা ইত্যাদি হতে থাকে।

ক্লিটোরিস (Clitoris) নারীদেহের চরম যৌন সুখের জন্য সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গ। স্বামী এখানে যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করে, সেটা নারীকে উত্তেজিত করে। এটা যদি আপনার ভাল লাগে আপনি বলতে পারেন আপনার স্বামীকে। কিন্তু সতর্ক থাকার বিষয় হলো চরম মুহূর্তে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। নখ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে। এজন্য ছোট বড় সব বিষয়ের জন্যই আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ যেন সহজ করে দেন।

কতবার কতক্ষণ সময় কি কিভাবে এসব কখনোই মুখ্য বিষয় না। মুখ্য বিষয় হলো, আপনি একজন তাকওয়াবান নারী হওয়ার মেহনত করুন। একজন স্বামীর জন্য তাকওয়াবান নারীই হলো সর্বোত্তম ভোগের বস্তু - এই উক্তিটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ হলো, একজন ধার্মিক ও আল্লাহভীরু স্ত্রী তার স্বামীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

স্বামীর পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে গেলে তখন চাইলে রোমান্টিক কিছু কথা বলতে পারেন। স্বামীর পুরুষাঙ্গ যতক্ষণ না শক্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তো শুরু করা যায় না। এর আগে পর্যন্ত প্রস্তুতি পর্ব চলমান থাকে। একে অপরের সাথে ফোর প্লে করার সময় পুরুষাঙ্গ শক্ত হয় আবার নরম হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে নারীকে তার স্বামীর নিপলে সময় দিতে হবে। এটা তাকে উত্তেজিত করবে। এসব বিষয় গুলো পরীক্ষিত। সকল বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন।

একজন নারীর সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা হলো স্তন। আপনার স্বামীকে আপনার সারা শরীর উপভোগ করতে দিন কিন্তু সরাসরি যেন স্তনের জায়গায় না আসে। শেষে এখানে আসবে। কারো যদি হাতে সময় কম থাকে তাহলে সরাসরি স্তন, লজ্জাস্থানে হাত দিয়ে শুরু করতে পারে। খুব বেশি সময় না পেলেও এই কম সময়টাই, একে অপরের সান্নিধ্যে থাকা এটাই প্রশান্তি হিসাবে, গুনাহ থেকে বাঁচাতে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

১১) শারীরিক সম্পর্ক এটা যেহেতু একটা আমল। উত্তম ভাবে যেন হয় সেটা আল্লাহর কাছ থেকে দুআর মাধ্যমে চেয়ে নিবো ইনশাআল্লাহ। যতটুকু যেভাবে যা কল্যানকর সেভাবে আমাদের সম্পর্ক উপভোগ করার তৌফিক দিন। নিজের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ঠিক করুন। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে আপনি নিজে মেহনত করুন। স্বামীর উপর নির্ভর করে বসে থাকবেন না।

প্রতিদিন দৈহিক মিলন না করতে পারলেও প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় একে অপরের একান্ত কাছে থাকা, পরিপূর্ণ ভাবে একে অপরের সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকা চাদর দ্বারা নিজেদের আবৃত করে এটা উত্তম। একে অপরের শরীরের সাথে শরীর যেন স্পর্শ করে, Skin to Skin Touch যাকে বলে।

দৈহিক মিলনের সময় সবচেয়ে উত্তম পজিশন হলো মুখোমুখি। এ অবস্থায় একে অপরের চেহারা দেখতে পারে, নিজেদের সবচেয়ে বেশি স্পর্শে থাকতে পারে। পজিশন বা অন্য কোন বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ না। মনে রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক। এটা ঠিক থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য আসবে, পরিতৃপ্তি আসবে ইনশাআল্লাহ।

নিজেরা কিভাবে অগ্রসর হবে, কি করবে ইত্যাদি এসবের জন্য কখনোই কোন অশ্লীল ভিডিও দেখা যাবে না। তাকওয়াবান নারী পুরুষ কখনো এসব করবে না। আস্তাগফিরুল্লাহ। লা

হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বেশি বেশি দুআ করবেন, আল্লাহ পাক যেন স্বামী স্ত্রী উভয়কে এ থেকে হেফাজত করেন।

স্বামী স্ত্রী একান্তে অন্তরঙ্গ ভাবে সপ্তাহে নূন্যতম ৩/৪ দিন থাকার চেষ্টা করবেন। না হলে শারীরিক মানসিক ভাবে পরিতৃপ্তি আসবে না। রাগ ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। সবকিছুর জন্যই আল্লাহর কাছে দুআ করলে। আল্লাহ আজকে দিনে হবে কিনা, হলেও কিভাবে, কখন। সবকিছু ঠিক থাকার পরও যদি চাহিদা অনুযায়ী না হয় সেটাকে তাকদীরের ফয়সালা হিসেবে মেনে নেয়া।

আপনি যদি না জানেন তাহলে আপনি তো সঠিক কোনটা ভুল কোনটা সেটাও জানবেন না। আপনি জানার চেষ্টা করবেন না, আমলে আসার চেষ্টা করবেন না, একে অপরের প্রতি রাগ ক্ষোভ দেখাবেন আর তাকদীরের উপর ছেড়ে দিবেন। এমন করলে হবে না।

১২) স্বামীকে আদর করার সময় ঠোঁটের সাথে মাঝে মধ্যে দাঁতের ব্যবহার করা যেতে পারে। কারনে শরীরের একেক অংশের অনুভূতি একেক ধরনের। খেয়াল রাখতে হবে যেন ব্যথার কারন না হয়।

দৈহিক মিলনের সময় নিজেদের কোন শব্দ যেন দরজার বাইরে না যায়। সে সময় কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে রাখতে পারেন। সে সময় কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন না কিন্তু শুনতে পারবেন। তিলাওয়াত ছেড়ে রাখবেন এ কারনে যাতে আপনাদের একান্ত মুহূর্তের শব্দ যেন বাইরে না যায়। আমার যেহেতু বাচ্চারা ছোট। রুমের বাইরে শব্দ গেলেও বাচ্চারা তিলাওয়াত শুনে। জানি না এখানে কি আমল করা উচিত। তবে আল্লাহ পাক আমাকে এ আমল করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। বিষয় টা এমন যেন না হয় যে আপনি অন্য সময় কুরআন তিলাওয়াত শুনেন না শুধুমাত্র এ সময়ে শুনেন। এটা বিব্রতকর। যেকোন সময়, সকালে রাতে আপনার তিলাওয়াত শোনার যদি অভ্যাস থাকে তাহলে এটা আপনার নিয়মিত আমল। ভুল কিছু বলে থাকলে আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করুন।

স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি মুগ্ধতার কারনে নিজেদের বদনজরে আক্রান্ত হতে পারে। এজন্য তিন কুল পড়া। তিন কুল সবসময় পড়ার অনুমতি আছে পবিত্র বা অপবিত্র উভয় অবস্থাতেই। একে অপরের প্রতি বদনজরের কারনে ঠিকমত কোনকিছু করতে পারে না এমনও হয়। এ অপবিত্র হালতে দুরূদ পড়া যায় না, যতটুকু আমি জানি। দুরূদ গোসল করে এসে পড়া। কিন্তু নামাজ বন্ধের অবস্থায় তখন পড়া যাবে ইনশাআল্লাহ। সেটা ইচ্ছাকৃত অপবিত্র হালত না। শারীরিক সম্পর্ক শুরুর আগে স্বামী স্ত্রী ৩ কুল পড়ে শরীর বন্ধ করে নেয়া।

স্ত্রীর নিতম্বে ছোট বালিশ ব্যবহার করা। নতুন বাচ্চাকে যে বালিশ দেয়া হয়, এত ছোট বালিশ সেটা স্ত্রীর নিতম্বে ব্যবহার করা। এটা সুন্নাহ পদ্ধতি। শারীরিক সম্পর্ক শুরুর আগে

প্রসাব, পায়খানার বেগ থাকলে সেটা সেরে আসা। উভয়ের গায়ে দুর্গন্ধ যেন না থাকে। উত্তম পোশাক পরে, সুগন্ধি ব্যবহার করে কাছে আসা।

হাতের কাছে বাড়তি কোন ছোট কাপড় রাখা। যেন বিছানার চাদর পবিত্র থাকে। সবসময় সব প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। ভরা পেট, খালি পেট উভয় হালতেই করা যাবে না। কিন্তু যখন আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন তখন ভরা পেট, খালি পেট কোনটাই কোন সমস্যা না।

স্বামী তার লিঙ্গ পুরোপুরি বের না করে কিছুটা ভিতরে রেখে তারপর বের করবে। শুরুতে আস্তে আস্তে গতি বাড়ানো। শুরুতেই অনেক বেশি গতি না বাড়ানো উত্তম। স্বামীর লক্ষ্য থাকবে স্ত্রীর যেন আগে অর্গাজম হয়। নিজের বীর্যপাত হয়ে গেলেই কাজ শেষ এমন চিন্তা করা যাবে না। স্ত্রী হলো জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ। এ বিষয়ে স্বামীকে সচেতন হতে হবে। এজন্য বেশি করে আল্লাহর কাছে দুআ করা।

১৩) স্বামী স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ভালোবাসা অতিরিক্ত হবে না। নিয়ত থাকবে, আল্লাহ পাক স্বামীর কাছে যাচ্ছি আপনার সন্তুষ্টির জন্য। সকল কিছু আল্লাহর জন্যই।

স্বামী স্ত্রী মিলনের সময়, ঘর্ষনের পর্যায়ে লিঙ্গ গরম হয়ে যায়। সেটাকে ঠান্ডা করার জন্য বের করা হয়। এই যে বলা হয় নারীরা Hot, এটার মানে কিন্তু ৩৬-২৪-৩৬ না। এর মানে হলো স্বামী স্ত্রীর একান্ত মুহূর্তে নারীর ভিতরে গরম থাকে। সেটা স্বামীর ভাল লাগে। নারীর কম রস সেটাকে ঠান্ডা করে। বিবাহিত জীবনের মূল উদ্দেশ্য এটা না। তবে এটা ঠিক থাকলে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। জীবনের উদ্দেশ্য হলো জান্নাত। জান্নাতে চলবে বিরতিহীন ভাবে।

আপনি হয়ত চাচ্ছেন সময়টা আরো একটু দীর্ঘ হোক কিন্তু আমার হার্ট সেটার জন্য প্রস্তুত না। দুনিয়ার জীবনে সবকিছুর সীমাবদ্ধতা থাকে। চরম পর্যায়ের সুখানুভূতি, সেটার ও সীমাবদ্ধতা আছে। আরো কয়েক সেকেন্ড বেশি হলে হয়ত আপনি মৃত্যু বরন করবেন। এজন্য আল্লাহর তরফ থেকে যতটুকু নির্ধারিত ততটুকুতেই খায়ের বরকত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ।

যার এই জ্ঞান আছে, যার নেই তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। বিবাহিত জীবনের মূল সুখ কোথায় এটাই তো বোনেরা জানেন না। সবকিছু তাকওয়ার জিন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত। সুবহানাল্লাহ। তাকওয়াপূর্ন জীবনের যে স্বাদ, ঈমানের যে স্বাদ। আল্লাহু আকবার। আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর রাস্তায় আত্নসমর্পণ করবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি এই স্বাদ পাবেন না। বছরের পর বছর ধরে যে সুখ আমরা পাচ্ছি না, এজন্য আমরা দায়ী। আল্লাহর অবাধ্যতা, সুন্নাহর প্রতি আমাদের বিমুখীতা দায়ী।

কিসের কারনে আমরা পবিত্র হওয়ার মেহনত করি না? আল্লাহর সাথে নিজেদের সম্পর্ক মজবুত করার মেহনত করি না? কিসের পিছনে দৌড়াচ্ছি আমরা? কেন তাকওয়া অর্জন করব? বিবাহিত বোনদের জন্য উত্তর হলো দাম্পত্য সম্পর্কে পরিতৃপ্তি লাভ আর অবিবাহিত বোনদের জন্য উত্তর হলো তাকওয়াবান নেককার স্বামী প্রাপ্তি। একজন অবিবাহিত তাকওয়াবান নারী বিয়ের প্রথম রাত থেকেই এই নিয়ামত পাবে ইনশাআল্লাহ। এটা তার অবিবাহিত অবস্থায় পবিত্র থাকার পুরষ্কার। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

যারা নিজেরা পরিতৃপ্ত না থাকার পরও একে অপরকে আশ্বস্ত করে সেটা অবশ্যই মিথ্যা আশ্বাস। একে অপরের ভুল গুলোকে সহ্য করতে না পারা, একে অপরের পরিবারকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি। খেয়াল করে দেখবেন দ্বীনি পরিবার গুলোতেও এসব পরীক্ষা চলমান। কেন? কারন তারা তাকওয়ার জীবন যাপন করতে পারছে না। সবকিছুর উত্তর একটাই। বান্দা তাকওয়াবান না। সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করে না।

একজন নারী যদি বিয়ের আগের জীবনে সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত না থাকে তার নরমাল ডেলিভারি হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম। এখনকার যুগে নরমাল ডেলিভারি কেন হচ্ছে না? আমরা মনে করি সুন্নাহ পালন না করলে কি হবে। এটা তো ফরজ না। গুনাহ তো হবে না। এ কারনে আমরা যে কত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।

১৪) স্বামী স্ত্রী বিয়ের আগে যদি হারাম সম্পর্কে লিপ্ত থাকে, বিয়ে যদি হারাম ভাবে হয়ে থাকে সে সম্পর্কে কোন বরকত রহমত থাকবে না। যদি কেউ হারাম সম্পর্কে লিপ্ত থাকে তাহলে সেটাকে হালাল করে ফেলুন এমন উপদেশ দেয়ারও সুযোগ নেই। বরং হারাম সম্পর্ক সেখানেই শেষ করতে হবে।

বিয়ের পরে অনেকেই অভিযোগ করে স্বামী একদম স্ত্রীর উল্টা। একে অপরের কোন বিষয় মেনে নিতে পারে না। খারাপ আচরন, অবহেলা ইত্যাদি সবকিছু বিদ্যমান। কারন খুঁজে দেখা গেলো, হারাম সম্পর্ক। হারাম সম্পর্ক যদি না থাকে তাহলে বিয়ে হয়েছে হারামে লিপ্ত এমন সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কারো মধ্যে কোন তাকওয়া নেই। এমতাবস্থায় বনিবনা না হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহকে ভয় করব না, আল্লাহর বিধানকে অবমূল্যায়ন করব, তারপরে জীবনে শান্তি কিভাবে আশা করি আমরা? আল্লাহকে নারাজ করে যে সম্পর্ক শুরু হয় সেখানে কিভাবে রহমত বরকত থাকতে পারে? আল্লাহুম্মাগফিরলি, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

দাম্পত্য জীবনের নির্দেশনা

দাম্পত্য জীবনে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে অনুসরণ করলে সম্পর্ক আরও মধুর হয় এবং দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হলো, যা একটি ফলপ্রসূ ও তৃপ্তিময় দাম্পত্য জীবনের জন্য সহায়ক হতে পারে:

১. ইবাদত ও তাকওয়া

আল্লাহর ভয় ও দোয়া: আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে প্রতিটি কাজ করা উচিত। আল্লাহর কাছে দোয়া করা যে, তিনি যেন এই সম্পর্ককে বরকতময় করেন এবং সমস্ত পেরেশানি দূর করেন।

নিয়ত: মিলনের সময় এই নিয়ত করা যে, যা করা হচ্ছে তা পুরোটাই আল্লাহর জন্য।

তাকওয়া: আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার প্রক্রিয়ায় তাকওয়া (আল্লাহভীতি) থাকা জরুরি।

২. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও আকর্ষণ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ প্রতি পাঁচ দিন পর পর পরিষ্কার করা উচিত। এতে স্বামী বেশি আকৃষ্ট হবেন।

মিসওয়াক ও সুগন্ধি: স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে মিসওয়াক করা, ওযু করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা। ২ রাকাত সালাত আদায় করে নেয়া যদি সম্ভব হয়।

আকর্ষণীয় থাকা: স্বামী যেন পরনারীর দিকে তাকাতে ভয় পায়, সেভাবে নিজের আচরণ ও আদব তৈরি করা।

৩. শারীরিক মিলন সম্পর্কিত নির্দেশনা

সহবাসের সময় ও প্রস্তুতি:

* সুন্নাহসম্মত সময় হলো আনুমানিক রাত ৩টা।
* মিলনের সময় একটি কাপড় পাশে রাখা।
* ওযু করে নেয়া।
* স্ত্রীর নিতম্বের নিচে পাতলা বালিশ ব্যবহার করলে আরাম বেশি আসে।

* যৌন মিলনের আগে পর্যাপ্ত ফোর প্লে করা জরুরি।

আরো কিছু জরুরি বিষয়:

* একসাথে পানি পান করা।
* স্বামীর মাথায় তেল দেওয়া, দাড়ি ও চুল আঁচড়ে দেওয়া।
* একই মিসওয়াক ব্যবহার করা।
*একসাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করা।
* একসাথে গোসল করা।
* একে অপরের মুখে লোকমা তুলে দেওয়া।
* একসাথে চা-কফি শেয়ার করে পান করা, হাত স্পর্শে রাখা।
* হাড্ডি শেয়ার করে খাওয়া।
* একে অপরের কোলে মাথা রাখা।
* ঘরের বাইরে মসজিদে যাবার সময় কপালে চুম্বন করে যাওয়া।

* পজিশন: সবচেয়ে উত্তম পজিশন হলো মুখোমুখি পজিশন, তবে আগের বর্ণিত বিষয়গুলো ঠিক থাকলে পজিশন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

* চরম তৃপ্তি:

স্বামীর চরম পর্যায়ে যাওয়ার আগেই স্ত্রীর চরম পর্যায়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

মেয়েদের শরীর কয়েক সেকেন্ড পর পর কেঁপে উঠবে এবং যোনি থেকে বেশি রস নিঃসৃত হবে, এটাই চরম প্রশান্তির মুহূর্ত।

স্ত্রীর যোনি থেকে বেশি পানি আসা পবিত্রতার লক্ষণ এবং এটি মিলনকে সহজ ও উপভোগ্য করে তোলে।

স্ত্রীর স্পর্শকাতর স্থান: নারীর সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা হলো স্তন। তাই সবার আগে স্তনে না এসে সহবাসের শেষে এখানে আসা উচিত।

পুরুষের স্পর্শকাতরতা বাড়াবে : মেয়েদের যেভাবে তার বুকের নিপল কে স্পর্শ করা হয়, একই ভাবে পুরুষের নিপল কে স্পর্শ করা। এটা উত্তেজক হিসেবে কাজ করে।

মুখ দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ: স্ত্রীর মুখ পুরুষের বিশেষ অঙ্গকে স্পর্শ করা হারাম।

৪. মানসিক ও আত্মিক প্রস্তুতি

প্রশান্তি ও আল্লাহর ফয়সালা: আল্লাহর ভয় অন্তরে নিয়ে দোয়া করে কাজ করলে যে প্রশান্তি আসে, তা দুনিয়ার আর কিছুতেই নেই। আল্লাহর ফয়সালাকে উত্তম মনে করে হতাশ না হওয়া।

একান্ত সময়: স্বামীকে পরনারী থেকে নিরাপদ রাখতে এবং নিজেদের চোখের হেফাজতের জন্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামী-স্ত্রী দুজনের একান্তে কিছু বস্ত্রহীন অবস্থায় চাদরের নিচে সময় কাটানো উচিত।

প্রশংসা ও ভালোবাসা: একে অপরের প্রশংসা করা এবং ইশারায় আলিঙ্গন করতে চাওয়া উচিত।

রাগ, ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা: মেয়েদের রাগ, ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা, দুর্বলতা যথাযথ যৌন মিলনের অভাবে বেড়ে যায়।

৫. কিছু নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়

হারাম কাজ: নারীদের সালাত বর্জনের সময়গুলো যৌন সম্পর্কের জন্য হারাম করা হয়েছে। নারীর পেছন দিক থেকে প্রবেশ করাও হারাম।

অহেতুক আওয়াজ: তিলাওয়াত ছেড়ে রাখা যেতে পারে যাতে বাইরে শব্দ না যায়। একান্ত সময় এ মুখে জিকির আযকার চালু রাখা।

মনোভাব : এখানে এমন মনোভাব রাখবো যে,আমি তার দাসী আমাকে শুধু তার সেবার জন্যই পাঠানো হয়েছে।

দাঁতের ব্যবহার: ঠোঁট ও জিহ্বা দিয়ে স্বামীকে আদর করার সময় কিছু সময় দাঁতের ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে স্বামী যেন কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

⛔ নিষিদ্ধ কাজ : নামাজের প্রস্তুতির আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করা নিষেধ করা হয়েছে। কারণ স্ত্রী উত্তেজিত হলে যৌনী থেকে যে রস বের হয় তা বের হলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যায় ।

🔶 গুরুত্বপূর্ণ কথা:

১/ স্বামীর উছিলায় কোন স্ত্রী যখন পরিপূর্ন তৃপ্তি পায় ঐ স্ত্রী এমন ভাবে স্বামীর অনুগত্য করবে যেভাবে আল্লাহ পছন্দ করেন।

২/ কোনো স্ত্রী যখন পরিপূর্ণ তৃপ্ত হবে সেই স্বামীর প্রতি উক্ত স্ত্রী সমস্ত বিষয়ে স্বামীর অনুগত্য করবে, স্বামীর সমস্ত কথা মেনে চলবে এবং কখনো স্বামীর প্রতি বেখেয়াল হবে না।

৩/ প্রসাব -পায়খানার বেগ থাকলে সেরে আসা।

৪/ সপ্তাহে মিনিমাম ৩/৪ দিন মিলনে অভ্যাস করা

এই নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে দাম্পত্য জীবনকে আরও সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলা সম্ভব।

বি:দ্র: এইটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ না হওয়া। আমাদের লক্ষ জান্নাত। তবে দুনিয়ার জীবনের সমস্ত কিছু এটার উপর নির্ভর করে।

আমার স্বামী, আমার দায়িত্ব

১)একই মিসওয়াক ব্যবহার করা
২)একই পানির পাত্র থেকে পানি পান করা
৩)হাড্ডি শেয়ার করে খাওয়া
৪)একে অপরের মুখে লোকমা তুলে দেওয়া
৫)তার কোলে মাথা রাখা
৬)যতক্ষণ ঘরে থাকা, একে অপরের স্পর্শে থাকা
৭)যখনই মনে হবে স্বামী জড়িয়ে ধরলে বা চুম্বন করলে আমার ভালো লাগতো, তখনই আমি সেটা করবো।
৮)স্বামীর আকর্ষণ আমার প্রতি ধরে রাখা
৯)একে অপরের কাছে যাওয়ার জন্য বারবার বাহানা খোঁজা।

১০)মুহাব্বাত থাকলে শারীরিক সম্পর্ক আরও সুন্দর হবে।

১১)যত উত্তমভাবে একে অপরের জন্য চাহিদা তৈরি হবে, তত উত্তমভাবে যৌন মিলনের কাজ টা সম্পন্ন হবে।

১২)আল্লাহকে যত বেশি ভয় করা যাবে, যত বেশি সুন্নাহ পালন করা হবে শারীরিক সম্পর্ক তত বেশি মধুর হবে, স্থায়িত্ব হবে।

১৩)আমি কোনো অলস নারী না, আমি একজন একটিভ কর্মক্ষম নারী

১৪)স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে আমার দায়িত্ব (ইন শা আল্লাহ অবশ্যই করবো)

*মিসওয়াক করে যাওয়া
*অযু করে যাওয়া
*সুগন্ধি লাগিয়ে সামনে যাওয়া
*সুযোগ থাকলে ২ রাকাত নামায পড়া
*আল্লাহর কাছে দু'আ করা
*ভোর ৩ টার পরে মিলিত হওয়া
*অন্তরঙ্গ অবস্থায় যাওয়ার পরে অতিরিক্ত কথা না বলে জিকির করা

🔴যেগুলো বর্জনীয়

১)লজ্জা স্থানে কোনো ভাবেই মুখ দেওয়া যাবে না। (অনুত্তম)
২)হায়েজের সময় যাওয়া যাবে না। (হারাম)
৩)মলদ্বারেও কোনো ভাবে দেওয়া যাবে না। (হারাম)

(স্বামী জোর করলেও না, বেশি জোর করলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে)

সপ্তাহে কমপক্ষে ৩/৪ বার মিলন করা কিংবা আরও বেশি।

যার তাক্বওয়া যত বেশি তার শান্তি তত বেশি সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের যাকে যেখানে রেখেছেন আমাদের ঈমান আমল, তাকওয়াকে বৃদ্ধি করুন। যারা অবিবাহিত তাদের আল্লাহ পাক চক্ষুশীতলকারী নেককার দম্পতি হিসেবে কবুল করুন। যাদের একে অপরকে দেখা মাত্রই অন্তর প্রশান্ত হয়ে আসে। যাদেরকে আল্লাহ পাক বিয়ের তৌফিক দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাদিজা (রা) এর মত সংসার করার তৌফিক দান করুন। যাদেরকে আল্লাহ পাক সন্তান দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ পাক চক্ষুশীতলকারী সন্তান দান করুন। আল্লাহর পথে আমরা যেন আমাদের জান, মাল, সময়, শ্রম কুরবান করতে পারি, সন্তানদের যেন সে শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি। আমি যেন আমার মা বাবার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হই, আমার সন্তানও যেন আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হয়। যারা রোগাক্রান্ত তাদেরকে আল্লাহ পাক উত্তমভাবে শিফা দান করুন। তাদেরকে আল্লাহ পাক সুস্থ করে ঘরে ফিরিয়ে আনুন এবং এই নেক হায়াতকে আল্লাহর দ্বীনের কাজের জন্য কবুল করুন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে

জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৪০: আখিরাতের প্রস্তুতি অন্তরের প্রাচুর্যতা

একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করো, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে ভরে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করে দেবো। আর যদি তা না করো, তাহলে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করবো না।"

এই হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/৩১৮), ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে (হা/৪১০৭), তিরমিযী তাঁর সুনানে (হা/২৬৫৬) এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহতে (২/১০৮) বর্ণনা করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যা ইবাদতে একাগ্রতা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসার গুরুত্ব তুলে ধরে।

১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য সকল প্রশংসা। বান্দা কোন কল্যানকর কিছু করার সামর্থ্য রাখে না। সকল কিছু একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই আলহামদুলিল্লাহ। মানুষ আমাদের কে কি বলল, কত ভাল বা খারাপ বলল সেটার কোন মূল্য নেই। আল্লাহর কাছে আমরা কেমন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দা যখন তাকওয়ার বিষয় বুঝতে পারবে তখন সে নিজের প্রশংসা মেনে নিতে পারবেই না। বরং নিজের প্রশংসা শোনার সাথে সাথেই অতিষ্ট লাগবে কারন প্রশংসা তো একমাত্র আল্লাহর জন্যই। উপকারী জ্ঞান যে কার কাছে আছে সেটা একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন। যত প্রশংসাই আপনাকে করা হোক না কেন মনে রাখবেন সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। প্রশংসার জোয়ারে ভেসে নফসের কুমন্ত্রণায় পড়ে ভুল করা যাবে না। এমন চিন্তা করা যাবে না যে, আমি অন্য সবার চেয়ে উত্তম। আমার আশেপাশে সবাই নিকৃষ্ট।

- উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমলের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ‘ইলমান না-ফি‘আন্ ওয়া রিয্কান ত্বায়্যিবান ওয়া ‘আমালান মুতাক্বাব্বালান।

ইবন মাজাহ্, নং ৯২৫; নাসাঈ, তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ গ্রন্থে, হাদীস নং ১০২ আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ১/১৫২; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১১১ তাছাড়া অচিরেই ৯৫ নং হাদীসেও আসবে।

২) আপনারা যদি আমার ডিগ্রি, সার্টিফিকেট সম্পর্কে জানতে চান তাহলে কোন কিছুই পাবেন না। আল্লাহ পাক কোন ডিগ্রি, সার্টিফিকেট ছাড়াই এতদিন নিয়ে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন মান সম্মানের সাথে বিদায় নেয়ারও তৌফিক দেন। জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ পাক আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখিয়েছেন আল কুরআনের মাধ্যমে। তাহলে আমরা কেন বারবার কোন বান্দার দিকে ছুটি? আমাকে আল্লাহ পাক শুরু থেকেই কোন বক্তার কথার মাধ্যমে প্রভাবিত করেন নি। কুরআন পড়া এবং লেখনীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে প্রভাবিত করত আলহামদুলিল্লাহ। কোন বান্দা যখন আমার প্রশংসা করে তখন আমার কান্না পায়। প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। সবকিছু একমাত্র আল্লাহ দিচ্ছেন। বান্দা হলো নিকৃষ্ট। বান্দা কোন ভাল কিছু করার যোগ্যতা রাখে না। তৌফিক একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই আসে আলহামদুলিল্লাহ।

🔸 আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে। এরপর নফল ইবাদতের মাধ্যমে সে আমার অধিক নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দান করি। যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দিই।" (বুখারী, হাদিস নং: ৬৫০২)

হাদিসের ব্যাখ্যা:

এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সকল কাজে সাহায্য করেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তারা যা কিছু শোনেন, দেখেন, করেন বা চলেন, সবই আল্লাহর নির্দেশ ও সন্তুষ্টির পরিপন্থী হয় না। আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পাপ কাজ থেকে রক্ষা করেন। তার কান অন্যায় কিছু শোনে না, চোখ মন্দ কিছু দেখে না, হাত অবৈধ কিছু ধরে না এবং পা খারাপ কোনো দিকে যায় না।

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে এমন তাওফীক দেন, যার ফলে তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর আনুগত্যে পরিণত হয় এবং সে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয়। এই হাদিসটি আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য, বিশেষ করে নফল ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের গুরুত্ব তুলে ধরে। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয় এবং আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষ মর্যাদা দান করেন।

সুতরাং, এই হাদিসটি বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক, আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্যের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি অসীম রহমত ও সাহায্যের প্রতীকী বর্ণনা। এটি কোনো দৈহিক রূপান্তরের কথা বলছে না, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির এক উচ্চ স্তরকে নির্দেশ করছে।

৩) আল্লাহ পাক আমাকে যা করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটা একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই আলহামদুলিল্লাহ। এখানে দুনিয়ার আর কারো কোন ভূমিকা নেই। শুধুমাত্র আল কুরআন, আল্লাহর দেয়ার কিতাবের ভূমিকা আছে। আমি অন্যান্য লেখার মধ্যে খুব ছোট কয়েক পৃষ্ঠা এমন কিছু পড়েছি এর বেশি না। এখন আল্লাহ পাক কিছু বই পড়ার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু দ্বীনের শুরু থেকে আমার সাথে কুরআন ছিল আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, আল্লাহ পাক আপনি সর্বোত্তম শিক্ষক, আপনি আমাকে শিক্ষা দান করুন। বুঝান তৌফিক দিন। আল্লাহ পাক এভাবেই আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়ার কোন কিছু স্থায়ী না, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ছাড়া। আমরা থাকবো না, কিন্তু আল্লাহ পাক থাকবেন। তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নি।

তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অসন্তুষ্টও হননি। (সূরা আদ দোহা: ৩)

আমরা কখনো কোন বান্দাকে আঁকড়ে ধরতে চাইবো না। আমরা একমাত্র আল্লাহকে আঁকড়ে ধরতে চাইবো। আমরা দুআ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার দুনিয়ায় কারো দরকার নাই, আমার শুধুমাত্র আপনাকে দরকার আল্লাহ। আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি অনলাইনে বা পাবলিকভাবে দ্বীন প্রচার করতে আগ্রহী না। আমার নিজের বংশ খান্দানের মধ্যেই এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের এখনো হিদায়াত হয়নি। আমাকে তাদের জন্য কাজ করতে হবে, সময় দিতে হবে। অন্য সবার জন্য আমার দুআই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ। আগে নিজে এবং নিজের পরিবার পরিজন। কুরআন থেকেই আমরা শিক্ষা নিবো।

🔸 হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (সূরা আত তাহরীম: ৬)

আমি যখন আমার পরিবারে, আমার স্বামীকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সময় দেই তখন আমি বুঝতে অন্য রকম একটা রহমত বরকতের বিষয় টের পাই আলহামদুলিল্লাহ। আমি যখন ওনার কাছে জানতে চাই যে ওনি কি আমার জন্য বিশেষ ভাবে দুআ করেছিলেন কিনা, ওনি উত্তরে না বলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে যা বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ, ওনাকে সময় দেয়ার কারনে, ওনি অফিসে যাওয়ার পর থেকে সারাদিন আমার অন্য রকম কেটেছে। আমার কাজগুলো আল্লাহর তরফ থেকে সহজ হয়েছে, আমার দুআ দ্রুত কবুল

হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। স্বামীর সাথে সময় দেয়ার বিষয়টা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পছন্দের কাজের জন্য আল্লাহর তরফ থেকেই বরকত রহমত থাকে। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

যারা বিবাহিত তারা স্বামীর সাথে নিজের দুরত্ব মিটিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন। এখানে মেহনত করবেন। স্বামীর সাথে দুরত্ব তৈরি হলে সে জায়গা অন্য নারী দখল করবে। স্বামীরা সবাই এই কথা খুব ভাল করে জানে যে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি আমি কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদাহ করার নির্দেশ দিতাম।" (তিরমিযী, হাদিস নং: ১১৫৯; ইবনু মাজাহ, হাদিস নং: ১৮৫৩; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং: ৪১৫০)

পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের কাছে এই সম্মানের জায়গা, আনুগত্যের জায়গা আশা করে। এখন নারী হিসেবে আপনি বলতে পারেন তারা কি স্ত্রীদের বিষয় করনীয় বুঝে না? সে চিন্তা আমরা করব না। আমরা কুরআন কি শিখাচ্ছে সেটা চিন্তা করব।

নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে (নিজ আত্নাকে) পরিশুদ্ধ করেছে। (সূরা আশ শামস: আয়াত ৯)

আমার দরকার নিজের সংশোধন। অন্যের ভুল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই। নিজের সংশোধন করার সাথে সাথে বাকী সব বিষয় ঠিক হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে কোন মতের মিল না থাকলে দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করে নেয়া ছাড়া আর কোন সহজ পদ্ধতি নেই। আমরা সর্বত্র শুধু দলিল দেখি। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বাস্তবসম্মত জ্ঞান নিতে হবে।

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে চলতে গেলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হবে। আল্লাহকে ভয় করে চলার মেহনত করলে আল্লাহ পাক তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে আত্নসমর্পণের জিন্দেগী যে কত অলৌকিক সাহায্যে ভরপুর সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। ছোট একটা উদাহরণ দেই। আমার বাচ্চাদের সাথে নিয়ে পড়াতে বসেছি। তাদের এ মুহুর্তে ইরেজার লাগবে। আশেপাশে খুঁজেও পেলাম না। বাচ্চাদের যখন বললাম লেখা যেটা ভুল হয়েছে সেটা কেটে পাশে আবার লিখে দিতে। এটা বলে পাশে তাকাতেই দেখি ইরেজার সেখানে। অথচ একটু আগেও সেখানে ছিল না। এটা কেন হলো? দুআ করার কারনে। আল্লাহ পাক জানতেন আমার সেটা প্রয়োজন সেটা আমি খোঁজ করছি। আন্তরিক দুআ এমন যার কারনে আল্লাহ এভাবে সাহায্য করেন প্রতিটা ছোট বড় বিষয়ে।

দুআর কারনে যে কাজ সহজ হয় এটা আমি শুরুতে বুঝতে পারি নি। কারন সারাজীবন তো কোন কিছু প্রয়োজন হলেই মানুষের কাছে ছুটেছি। দুআ করার চেয়ে কারো কাছে সাহায্য চাওয়া সহজ মনে হতো। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমার যে দুআ কবুল হয় সেটা বুঝতেই অনেক সময় লেগেছে। আল্লাহু আকবার। আপনি আল্লাহর কাছে যখন যা দুআ করেন সেটার উত্তর তৈরি হচ্ছে। উত্তর পৌঁছাতে একটু সময় লাগছে এতটুকুই। সাথে সাথে উত্তর পাচ্ছেন না তার মানে এই না যে দুআ করে কোন লাভ নেই। আপনি দুআ করা ছেড়ে দিয়েন না।

৪) আমাদের বেশিরভাগ ক্ষতির কারন বদনজর। বদনজর সত্য। বদনজর নিয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য হাদিস আছে। একটি হাদিসে এসেছে, "আমার উম্মতের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আল্লাহর নির্দেশ ও ফায়সালার পর বদনজরের কারণেই মারা যাবে।" (মুসনাদে আবি দাউদ আত-তায়ালিসি ১৮৬৮, আলবানি হাসান বলেছেন)

আমার ঘরে অনেক পোকামাকড়, মেয়ের মাথায় উকুন, আরো বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমার মেয়ের জন্মের পর চুল অনেক পাতলা ছিল। পরে দুআ কালাম পড়ে ফেলে দেই। পরপর ৩ বার ৩ সপ্তাহ বিরতি দিয়ে। এরপরে অনেক ঘন করে চুল গজায় আলহামদুলিল্লাহ। আমার মেয়ে তখন হাঁটা শিখেছে, তার চুল কোমড় ছাড়িয়েছে। আমার নিজেরই দেখতে এত সুন্দর লাগতো। সুবহানাল্লাহ। তখন তো বুঝতে পারতাম না যে, মা'র ও বদনজর লাগে। সবচেয়ে বেশি বদনজর মায়েরই লাগে। সুবহানাল্লাহ। আমার মেয়ের বয়স ৬/৭ বছর বয়স। তার মাথায় এত উকুন হলো, সে কারনে তার চুল আবার সব ফেলে দিতে হলো। তখন ওকে দেখতে খুব খারাপ লাগতো। তখন অনেক শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়েছিল। কোন কাজ হচ্ছিল না। আমি যদি নরমাল শ্যাম্পুতেও দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়ে ফু দিয়ে ব্যবহার করতাম কাজে দিতো। কিন্তু তখন এত নামী দামী শ্যাম্পুও কোন কাজে আসলো না। তখন ওর চুল ফেলে দিতে হয়েছিল। তারপরে ওর চুল কান পর্যন্ত বড় হওয়ার পরে আর বড় হয়না। তখন রুকইয়াহ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম রুকইয়াহ কোর্স থেকে আলহামদুলিল্লাহ। তারপর থেকে আল্লাহ পাক রুকইয়াহ করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা যে সাধারন তেল ব্যবহার করি সেই তেলের মধ্যে দুরূদ ফাতিহা দুরূদ, দুআ কালাম পড়ে ফু দিয়ে দুআ করে ব্যবহার করেছি নিজে সহ নিজের মেয়ের। আল্লাহ পাক আপনি তার চুল বড় করে দিন। এ সমস্যা দূর করে দিন। তারপর আলহামদুলিল্লাহ উকুনের সমস্যা আর হয়নি। তেলে রুকইয়াহ করার সাথে, মেয়েকে রুকইয়াহ গোসল করতে দিয়েছিলাম উকুন দূর করার নিয়তে টানা ৭ দিন।

এমন সমস্যা যদি আমাদের হয় আমরা কি চুল ফেলে দিবো? চুল কাটার বিষয়ে স্বামীর অনুমতি নিতে হয়। সুবহানাল্লাহ। নারীদের জন্য চুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ আপনি ততটুকু পর্যন্ত রাখুন যতটুকু আমার জন্য সামলানো সহজ। সবকিছুর জন্যই দুআ করা।

চুলে উকুনের সমস্যার একটা কারন আমরা চুলে তেল দেয়া ও চুল আঁচড়ানোর সুন্নাহ বাদ দিয়ে দিয়েছি। রুকইয়াহ করে তেল দেয়া, চুল আঁচড়ানো, রুকইয়াহ করা। এগুলো যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ। আমার এত চুল পড়তো যে কারনে মাথা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ডাক্তার বলেছিলেন থাইরয়েড এর সমস্যা। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম এগুলো বদনজরের সমস্যার কারনে ছিল। আমি অন্য কোন রোগের চিকিৎসার জন্য দৌড়াই না। আমার সব সমস্যার কারন বদনজর ও হিংসা। দুআ ও রুকইয়াহ এসব থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ।

আমার ঘরভর্তি তেলাপোকা, বিভিন্ন পোকামাকড় বাড়তে থাকে। জামাকাপড়, খাবার সবকিছুতে। ঈমানী পরীক্ষা দেশে বিদেশে সর্বত্রই থাকে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। পাঞ্জাবির পকেট। বাচ্চার জামা, খাবার, ঘর, বিছানা এমন কোন জায়গা বাদ ছিল না যেখানে পোকামাকড় নেই। কি যে ভয়ংকর অবস্থা। তখন বুঝতে পারি নি যে এসব বদনজর। পরে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে এগুলো বদনজরের কারনে হয়। কেউ যদি বলে যে, আপনার বাসা সুন্দর। সেটা বদনজরের কারন।

বিপদ বেড়ে গেলে আমি নিয়মিত ২ রাকাত নামাজ পড়ি। মেয়ের উকুনের সমস্যার জন্য, পোকামাকড় এর জন্যও পড়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। তখন আল্লাহ পাক শিক্ষা দিলেন যে, ঘরের কোনায় কোনায় রুকইয়াহ করা পানি ছিটানো। বছর খানেক ধরে আল্লাহ পাক নিয়মিতভাবে পানি ছিটানোর তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তারপর থেকে এ সমস্যা থেকে আল্লাহ পাক মুক্তি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, আল্লাহ পাক আমি এ পোকামাকড় ঘরে প্রবেশ করতে দেখি নি, বের হয়ে যেতেও যেন না দেখি। এরা মরে পড়ে থাকবে, আমার যেন পরিষ্কার ও না করতে হয়। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

স্কিনে সমস্যা বা অন্য যেকোন সমস্যা রুকইয়াহ করবেন। দুরদ ফাতিহা দুরদ, ৪ কুল পড়ে রুকইয়াহ পানি তৈরি করে গোসল করা। সহজ আমল। কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে যে গুনাহ যেন না হয়, আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ, নজর হেফাজত। অলিভ অয়েল এ রুকইয়াহ করে ব্যবহার করার মাধ্যমে আল্লাহ পাক স্কিনের সমস্যা দূর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সকল বিষয় আল্লাহ পাক ভাল জানেন।

ঘরে তেলাপোকা, পোকামাকড় এসব দেখে বিরক্ত হয়ে "উফ আল্লাহ এসব কি, কেন" এমন শব্দচয়ন ব্যবহার করি নি। আল্লাহর কাছে দুআ করেছি। আল্লাহ পাক এসব আপনার সৃষ্টি, আপনার হুকুমে এসেছে। আপনি দূর করে দিন। আমি অন্তরকে স্থির রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনি আমার জন্য সহজ করুন। আল্লাহ আপনি সুন্দর, সুন্দর জিনিস পছন্দ করেন। পোকামাকড় যেখানে থাকে সে জায়গা সুন্দর থাকে না। আপনি এসব দূর করে দিন।

৫) বিপদ ও ক্ষতি থেকে সুরক্ষার দোয়া

৩ বার, ফজর ও মাগরিবের পর
* আরবি: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
* উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।

* অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

* ফজিলত: সকল প্রকার বিপদাপদ ও অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা লাভ।

🔸 আল্লাহ পাক এই দুআ পড়ে খাবারে ফু দেয়ার তৌফিক দেন, নিজেদের সুরক্ষার জন্য পড়ার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। এমন হয়েছে খাবারে পোকা পড়েছে সেটা ফেলে দিয়ে খাবারে দুআ পড়ে ফু দিয়ে খেয়েছি। কোন খাবারের মেয়াদ শেষ হয়েছে সেটাতেও দুআ পড়ে ফু দিয়ে খেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, কোন সমস্যা হয়নি। এমন হয়েছে আমাদের কার্টুন ভর্তি খাবার হাদিয়া দেয়া হয়েছে যার মেয়াদ শেষ সেদিনই। আমরা খাবারগুলো ফেলে দেই নি। দুআ পড়ে ফু দিয়ে খেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। যতদিন ধরে শেষ না হয়েছে, খেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। কোনকিছুই ক্ষতির কারন না। আপনি আল্লাহর প্রতি যেমন ধারনা রাখবেন তিনি তেমনই। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

কোন পোকামাকড় বা অপছন্দের জিনিস দেখলেও আমরা যেন আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট না হই। আইয়ুব (আ) এর পরীক্ষার কথা চিন্তা করি। তিনি যে অবস্থাতেও কত বিনয়ী ছিলেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমাদের ঘরে পোকামাকড়ের পরীক্ষার জন্য আমার স্বামী অনেক টাকা খরচ করেছেন কোন কিছুতেই কোন কাজ হয়নি। আল্লাহ পাক শুধুমাত্র দুআ ও চোখের পানির বিনিময়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার স্বামী যখন ওষুধ, স্প্রে ইত্যাদির পিছনে টাকা খরচ করত আমি দুআ করতাম, আল্লাহ পাক এই টাকা কোন উত্তম খাতে খরচ করা যেত, কোন আত্নীয়ের খাতে খরচ করা যেত অথচ এসব ওষুধের পিছনে খরচ হচ্ছে। আল্লাহ মাফ করুন। এসব খাতে টাকা খরচ করতে দেখলে আমার কান্না পেত। আমি দুআ করতাম, আল্লাহ আপনি সাধারন জিনিস দিয়েই সমস্যার সমাধান করে দিন। সব কিছুতেই আমাকে যুহদ গ্রহন করার তৌফিক দিন। আমরা হতাশ হবো না, আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখবো ইনশাআল্লাহ। আমরা দুআ করব, তিনি অবশ্যই আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। আমরা কোন বান্দাকে পাওয়ার মেহনত করব না। একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার মেহনত করব। এজন্যই আল্লাহর কাছে আমরা দুআ করব।

আল্লাহ পাক আপনি আমাকে সারাদুনিয়ার খবর ভুলিয়ে দিন। একমাত্র আপনার খবর রাখার তৌফিক দিন।

৬) সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক মহা আমানত। এই আমানতের সঠিক হেফাজত এবং পরিচর্যা করা পিতামাতার ওপর ফরয। তরবিয়ত শুধু পড়ালেখা শেখানো নয়, বরং একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সাহায্য করা। সন্তানের তরবিয়ত এর বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা:

১. চোখের পানি ফেলে দোয়া করা। সন্তানের জন্য মা'র দুআ অবশ্যই কবুল হবে।

২. গর্ভকালীন সময় থেকে রবের সাথে মজবুত ভাবে সম্পর্ক তৈরি করা। যে আজকেই এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ, সে আল্লাহর কাছে তওবা ইস্তিগফার করবেন। দুআ করবেন। আল্লাহ পাক আপনি আমাকে আমলে আসার তৌফিক দিন। আগে আপনি নিজেকে গড়ে তুলুন। সন্তানকে আল্লাহ পাক সহজেই গড়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি নিজেকে গড়ে তোলার মেহনত করতে পারলেই আপনার দুআ কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. বাচ্চার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেয়া,ছোট বয়স থেকেই। কুরআন থেকে শিক্ষা দেয়া ২ বছর বয়স থেকে। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কুরআন নিয়ে বসেছি। কুরআন নিয়ে ওর সাথে খেলেছি। বাচ্চা ধরবে, ছিড়বে, ফেলে দিবে এসব চিন্তা করা যাবে না। বাচ্চাকে অন্য সব বই ধরতে দেয়, কুরআন ধরতে দেয়না। এটা ভুল শিক্ষা। বাচ্চাকে নিয়ে বসবেন যখন ওকে আলিফ হরফ টা দেখাবেন কুরআন থেকে। কয়েক মাসের মধ্যেই ও নিজেই কুরআন থেকে আলিফ বের করা শিখে যাবে। আলিফ খুঁজে বের করার খেলা খেলবেন বাচ্চার সাথে।

আরো একটু বড় হলে, ৩+ বছর হলে কুরআন থেকে আল্লাহ নাম বের করা শিখানো। যেই আল্লাহ আমার রব, আমি যার দাসত্ব করি, সেই আল্লাহকে চিনাতে হবে। বিসমিল্লাহ, এখানে আল্লাহ শব্দ আছে। এভাবে খুঁজে খুঁজে দেখাতাম কোথায় কোথায় আল্লাহ শব্দ আছে। প্রতিবার বিসমিল্লাহ আসলে সেখানে খুঁজে দেখাতাম। এমনও হয়েছে আমি পেইজের মধ্যে আল্লাহ শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু বাচ্চা নিজে থেকে খুঁজে দেখাচ্ছে, আম্মু এই যে দেখো আল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বাচ্চাকে বিভিন্ন এক্টিভিটির নামে জিনিসপত্র কিনে দিয়ে টাকা নষ্ট করবেন না। ঘরে যেসব জিনিসপত্র আছে সেসব দিয়ে কাজ করুন। স্বামীকে এসবের জন্য চাপ দিবেন না।

৪. বাবা মার পায়ের ভ্যাসলিন লাগানো শিখানো। একদম ছোট থেকেই। বাচ্চা এগুলোকে খেলা মনে করে। ভ্যাসলিন এর সম্পূর্ন কৌটা খালি করে ফেলেছে। সুবহানাল্লাহ। সবর করে যান। ও এভাবেই শিখবে। অনেকে বলবে এগুলো অপচয়। এসব কথায় পাত্তা দিবেন না।

৫. বয়স ৪+ বছর হলে মা বাবার মাথায় তেল দেয়া শিখানো। মেহেদী দেয়া শিখানো। আঁকিবুঁকি করবে করুক। তেলের কৌটা খালি করে দিবে দিন। সবর করুন। এর মাধ্যমে ও

শিখবে। ও মনযোগ ধরে রাখা শিখবে, সবর করা শিখবে এসবের মাধ্যমে। প্রথমেই শিখাতে হবে সবর। সবর শিখে গেলেই আলহামদুলিল্লাহ।

বাচ্চা যদি সবর করা শিখতে পারে তারপরে হরফে আসবেন। বয়স ৫ বছর হলে প্রথমে আরবি হরফ শিখানো, পরে বাংলার হরফ শিখানো। আরবি, বাংলা, ইংরেজি বর্নমালা অনেক গুলো। সবকিছু বাচ্চার জন্য নতুন। তাকে সময় দিন। চাপ দিবেন না।

আপনি যদি তাকে ৫ বছরের আগেই অনেক কিছু শিখিয়ে ফেলেন তাহলে দেখবেন ৫ বছর বয়স থেকে তার আগ্রহ কমে যেতে শুরু করবে। কিন্তু ছোট থাকতে যদি তাকে খেলার মধ্যে থাকতে দিন। খেলার সময় ওরা কিছু জিনিসপত্র নষ্ট করবে। সেগুলো অপচয় যদি মনে করেন তাহলে তাদের শেখার সুযোগ নেই। এসবের মাধ্যমে তারা অনেক কিছু শিখে। ওরা কি নষ্ট করেছে সেদিকে তাকাবো না। কল্যানকর বিষয় দেখার চেষ্টা করব।খেলার সময় আস্তে আস্তে কমবে।ওকে খেলতে দেয়া, খেলায় জিনিস নষ্ট করলে তাকে নিয়ে মা সহ পরিষ্কার করতে বসে যাওয়া।

দ্বীনি পরিবারের বাচ্চারা আরো বেশি চঞ্চল হয়ে থাকে, কারন তারা বদনজরে আক্রান্ত হয় বেশি। এজন্য তাদের বেশি বেশি রুকইয়াহ করা। বাচ্চাকে অভিশাপ দিবেন না। ওর জন্য বেশি করে হিদায়াত এর, আফিয়াহর দুআ করুন।

৭) আমার সন্তানদের কেউ পুরাতন জামাকাপড় দিলে আমি তাদের সেটা পরতে দেই। শুরুর দিকে আমার বাচ্চার কাপড়গুলো আমার প্রতিবেশিরা নিয়ে যেতেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে এমন গ্রুপ থাকা উচিত যারা একে অপরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অব্যবহৃত বা পুরাতন জিনিস থাকলে যেন অন্যকে দিতে পারি যার প্রয়োজন। আমরা কারো প্রয়োজনে যেন এগিয়ে আসি। নিজের কিছু থাকলে, নিজের পরিচিত কারো কিছু থাকলে সেসব দিয়ে সাহায্য করুন। বিষয়টা এমন না যে আমি ফান্ড কালেকশন করা শুরু করে দিলাম। একজনকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিন, মাছ প্রতিবার ধরে দিয়ে তাকে পঙ্গু বানাবেন না। কেউ বিপদে থাকলে তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার পদ্ধতি জানিয়ে সাহায্য করতে পারি। আল্লাহর কাছে দুআ করলে তিনি কবুল করেন। তিনি হও বললেই হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা সহজ। আমরা যেন জীবনকে কঠিন না করি। আমি আমার বাচ্চাদেরকে অন্যের ব্যবহৃত পুরাতন জামা পরাকে খারাপ মনে করি না। বরং এগুলো উত্তম অভ্যাস। ধোয়া, পরিষ্কার কাপড় তো আলহামদুলিল্লাহ। সব সময় যে মানুষ নতুন কাপড় হাদিয়া দিবে এমন না, পুরাতন হতে পারে। সব বিষয়ে আল্লাহ পাক যেন আমাদের অন্তরটা যুহদ গ্রহনকারী অন্তর হিসেবে দেখেন।

সন্তানের তরবিয়ত একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা জন্ম থেকে শুরু হয়ে বড় হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার রহমত ও তৌফিক ছাড়া এই মহৎ কাজ সফল করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের উচিত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা এবং আল্লাহর কাছে সবসময়

সাহায্য কামনা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল সন্তানকে নেক ও সালেহ হিসেবে কবুল করুন, আমিন।

যারা অবিবাহিত আল্লাহ পাক যেন তাদের চক্ষুশীতলকারী জীবনসঙ্গী ও পরিবার দান করেন। কার কি ব্যক্তিগত খুঁত দেখতে কেমন এসব কোন বিষয় না। আল্লাহ পাক যেন সব কিছু তাকওয়ার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। এসব কোন কিছু যেন চোখে না পড়ে। যারা বিবাহিত তাদের যেন আল্লাহ পাক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা (রা) এর মত সংসার করার তৌফিক দেন। যাদের আল্লাহ পাক হিদায়াত দিয়েছেন তাদের যেন আল্লাহ পাক আরো হিদায়াত বৃদ্ধি করে দেন। যারা হিদায়াত থেকে দূরে তাদের যেন আল্লাহ পাক হিদায়াত দান করেন। আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার তৌফিক দিন। আল্লাহ পাক আপনাকে ভয় করার মত ভয় করার তৌফিক দিন। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ পালন করার তৌফিক দিন যা আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৪১: দৃঢ় হোক দ্বীনের পথে যাত্রা

১) দ্বীনে ফেরার পরপরই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় সবাইকেই সে বিবাহিত অবিবাহিত যেই হোক না কেন। একটার পর একটা পরীক্ষা হতে থাকে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো সে সময় কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ থাকা উচিত যে একটু বুঝাবে যে, রবের সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করার এই যাত্রা মধুর, খুব শীঘ্রই সুদিন আসবে ইনশাআল্লাহ। এ বিশ্বাস থাকলেও আমরা অনেকেই ছিটকে পড়ি। এমন কোন পরিবেশ থেকে দ্বীনে ফেরা যার আশেপাশে কারো মধ্যে দ্বীন মেনে চলার ছিটেফোঁটাও নেই। এমতাবস্থায় দ্বীন নিয়ে কিভাবে টিকে থাকবো? নিজেকে নিয়ে আশংকা তৈরি হয়, আমি কি হিদায়াত এর যোগ্য? সাহাবীদের বিষয় খেয়াল করে দেখবেন তারা মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের ছিলেন না। তারা পরিপূর্ণ ভাবে আইয়ামে জাহেলিয়াত এর যুগে ছিল। আল্লাহু আকবার কাবিরা। সে অবস্থান থেকে তারা এমন মহামানব এ পরিনত হয়েছেন যাদের কথা স্মরণ হলেই অন্তর বিগলিত হয়ে চোখে পানি চলে আসে। আমাদের জন্যও হিদায়াত এর দরজা খোলা আছে। আমরা যেকোন ব্যাকগ্রাউন্ডের হই না কেন এই মুহূর্ত থেকেই আমরা ফিরে আসতে পারি। আল্লাহ অতীতের কোন কিছু মনে রাখবেন না। আমাদের জন্য আল্লাহ পাক এত বড় নিয়ামত রেখেছেন, এত ছাড় দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

◆ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যত দিন পর্যন্ত আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি তত দিন তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকব, তুমি যা-ই করে থাকো আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করব না।

হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করে থাকো, তাহলে আমিও সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসব।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৪০)

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়।

আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার

দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।” (বুখারী ও মুসলিম) (সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭)

২) নবী রাসুলদের আল্লাহ পাক গুনাহ থেকে হেফাজত করেন আলহামদুলিল্লাহ। সাহাবীদের বিষয় নিয়ে চিন্তা করুন। তাদেরকে আল্লাহ পাক কোন অবস্থা থেকে এত সম্মানিত করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আমাদের জন্য একই সুযোগের দরজা খোলা রয়েছে। আল্লাহু আকবার কাবিরা। মানুষকে এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে তারা গুনাহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমাদের অন্তর যেন গুনাহের দিকে ধাবিত না হয়, গুনাহ থেকে নিজেদের সার্বক্ষনিক বেঁচে থাকার চেষ্টা, আল্লাহর কাছে আমরা যেন একটা প্রশান্ত আত্মা নিয়ে যেতে পারি আমৃত্যু আমাদের এ প্রচেষ্টা থাকবে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দের প্রতি প্রবণতা বিদ্যমান। মানুষ সহজাতভাবে ভুল করে বা পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তাদের মধ্যে অনুশোচনা এবং ভালো কাজের দিকে ফিরে আসার প্রবণতাও রয়েছে।

কুরআন ও হাদিসে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়: হাদিসে আছে যে, "আদম সন্তান সকলেই ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা তওবা করে।" (তিরমিযী)। এটি ইঙ্গিত করে যে ভুল করা মানুষের প্রকৃতিগত। দুনিয়ার জীবনকে একটি পরীক্ষা হিসেবে দেখা হয়, যেখানে মানুষকে শয়তানের প্ররোচনা এবং নিজেদের নফসের কুপ্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করতে হয়। একই সাথে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য তওবা ও ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ রেখেছেন। এটি প্রমাণ করে যে মানুষের ভুল করার প্রবণতা থাকলেও তারা সে ভুল থেকে ফিরে আসার ক্ষমতাও রাখে।

সুতরাং, মানুষকে এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে যে তারা গুনাহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারণ এটি মানুষের দুর্বলতা এবং পরীক্ষার অংশ। তবে এর সাথে এটাও মনে রাখা উচিত যে, মানুষের মধ্যে সঠিক পথে চলার এবং পাপ থেকে ফিরে আসার ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে।

🔸 আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো এবং কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, তাদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন।" (সূরা বাক্কারাহ ২:৮৫)

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর প্রতিটি নির্দেশই মেনে চলা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। নিজের সুবিধা অনুযায়ী কিছু মানা আর কিছু না মানা আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের শামিল। কুরআন পড়ে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে আমি পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীনে দাখিল হতে পারি নি। কিছু অংশ মেনে নিচ্ছি

আর কিছু অংশ ছেড়ে দিচ্ছি। এখানে কোন ছাড় নেই। দ্বীন মেনে চলতে হলে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলতে হবে। আংশিক ভাবে মেনে চলার কোন সুযোগ নেই। আমাদের নিজেদের ভুল গুলো খুঁজে বের করতে হবে। সেগুলো সংশোধন করার জন্য কাজ করতে হবে। নিজের সংশোধন হলো মূল উদ্দেশ্য। অন্যের ভুল ধরা আমাদের উদ্দেশ্য না।

৩) পর্দার বিষয়ে আল্লাহ পাক কেন কিভাবে বলেছেন। নজর হেফাজত করা, জবান সংযত করা ইত্যাদি এসব বিষয় নিয়ে কোন ছাড় নেই। পরিপূর্ণ ভাবে মেনে নিতেই হবে। আমি যখন দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে ছিলাম যখন আমি নিকাব পরতাম না তখন আমার দুআ এত দ্রুত কবুল হতো না। আমার সমস্যার সমাধান হতো না। আমাদের আমলের সাথে আমাদের সমস্যার সমাধানের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। আমরা যত দ্রুত বিষয় গুলো বুঝতে পারব তত দ্রুত বেঁচে যাবো দুনিয়া ও আখিরাতে ইনশাআল্লাহ।

আমি একই সাথে দ্বীনের কিছু অংশ মেনে চলার সাথে সাথে শয়তানকেও খুশি করে চলতে পারি না। দু নৌকায় পা দিয়ে চলা যাবে না। পরিবারে, আশেপাশে পরীক্ষা থাকবেই কিন্তু তারা কিন্তু সবসময় আমাদের দ্বীন মেনে চলার বিষয় গুলো দেখে যাচ্ছে। আমরা কেমন দ্বীন মেনে চলি, কিভাবে কি বুঝতে পারছি, কেমন চিন্তা ভাবনা পোষন করি। আমাদের মাধ্যমে তারা কিন্তু দাওয়াহ পাচ্ছে। আমরা হয়ত দেখতে পাচ্ছি তারা তো আমাদের পরীক্ষার কারন, তাদের কোন পরিবর্তন নেই ইত্যাদি। কিন্তু এটা বুঝতে পারি না যে আমাদের কাজগুলোই তাদের জন্য দাওয়াহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমাদের করনীয় হলো নিজের সংশোধন। আমরা যদি নিজেরা গাফেলতি করি তাহলে আমরা অপমানিত হবো। আল্লাহ পাক যাকে অপমানিত করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যাকে সম্মানিত করেন দুনিয়ার কেউ তাকে অপমানিত করতে পারে না। আল্লাহু আকবার।

৪) কিভাবে আমরা দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত হতে পারব? উল্লেখিত বিষয়গুলো অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন। আমরা বুঝতে পারি না কেন আমরা অপমানিত হই। আমাদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলে যে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায় সেটা ধরতেই পারি না। অথচ কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে এ বিষয়ে, সূরা রুম ৪১ নং আয়াতে। সুবহানাল্লাহ। এগুলো মেনে চলা অসম্ভব না। কারন, আল্লাহ পাক বান্দার উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না এ বিষয়ে সূরা বাকারাহ তে উল্লেখ করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

ক) প্রথমেই ৫ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক করতে হবে। আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়তেই হবে।

খ) সকাল সন্ধ্যার মাসনুন আমল করতেই হবে। এর মাধ্যমে আসমান থেকে সুরক্ষা দেয়া হয়। এর চেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? সুবহানাল্লাহ।

গ) যেকোন সমস্যার সমাধানের জন্য ২ রাকাত নফল নামাজ পড়া। যেমন ধরেন, আপনি নিকাব পরা শুরু করতে চাচ্ছেন, সহশিক্ষা ছাড়তে চাচ্ছেন, কুরআন শিখতে চাচ্ছেন বা অন্য যেকোন কিছু বিভিন্ন পরীক্ষার কারনে পেরে উঠছেন না। সমস্যার সমাধান হওয়ার আগ পর্যন্ত ২ রাকাত নামাজ নিয়মিত পড়ুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন সালাত ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে। সুবহানাল্লাহ। আপনি দ্বীন শিখতে চাচ্ছেন, সেটা দু একটা লেখা পড়ে, লেকচার শুনে শেখা যায় না। এজন্য যা প্রয়োজন, যে পরিবেশ প্রয়োজন আল্লাহর কাছ থেকে দুআ করে চেয়ে নিন।

ঘ) যেকোন সমস্যার সমাধান করার পথ ২টা। কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনকে অন্তরে ধারন করতে হবে, সুন্নাহকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করতে হবে আমলের মাধ্যমে। এখানে কোন ছাড় দেয়া যাবে না। এমন যেন না হয় যে, মানুষ দেখলো সে তো একদিন নিকাব পরে আরেকদিন পরে না। এমনিতে পরে কিন্তু অনুষ্ঠানে ছেড়ে দেয়। আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আপনি দ্বীনের পথে চলা শুরু করার কারনে আপনি এখন রেফারেন্স হয়ে গিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আশেপাশের মানুষ নিজেরা দ্বীন মেনে না চললেও আপনার বিষয় গুলো ধরতে পারে। সুবহানাল্লাহ।

ঙ) যতবার পানি খাবেন ততবার আপনি সূরা ফাতিহা পড়ে ফু দিয়ে পানি খান। দুরদ, ফাতিহা, দুরদ। যতবার পারেন ততবার পড়ুন। বেশি না পারলে অন্তত ১ বার পড়ুন। নিজেও এ পানি খাবেন, পরিবারেও খেতে দিবেন। নিয়ত তো আল্লাহ জানেন। আপনি নিজে যেন দ্বীনে টিকে থাকতে পারেন, পরিবার যেন সেখানে বাধার কারন না হয়। প্রতিটা রুহ একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আমরা সবাই যেন একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারি এজন্যই নিয়মিত দুরদ, ফাতিহা, দুরদ পড়ে পানি দিতে হবে ইনশাআল্লাহ। এ পদ্ধতিতে রুকইয়াহ বলে।

চ) দ্বীনের পথে হাঁটার জন্য প্রথম সঙ্গী হবে কুরআন। আমি কি কুরআনের অর্থসহ পড়ার চেষ্টা করেছি? কুরআন আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা চিঠি। যে চিঠিতে আছে দুনিয়া আখিরাতের সব বিষয়ের সমাধান। আমরা কি সমগ্র বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে সেই চিঠি টা একবারও সম্পূর্ন পড়েছি? আমরা দ্বীন শেখার জন্য এদিক সেদিকের অনেক কিছুর দিকে ছুটে যাই কিন্তু কুরআনের দিকে কি ছুটে আসি? কুরআনের বাংলা অর্থটা অন্তত পড়ার চেষ্টা করি, বুঝার চেষ্টা করি? করেছি? আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়ত এর শুরু হয় হেরা গুহায় কুরআন নাযিলের মাধ্যমে। প্রথম ওহী (সূরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত) নাযিলের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। এটি ছিল তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম ধাপ। আমাদের দ্বীনের পথচলা শুরু হয় কি দিয়ে? কুরআনের জন্য আমাদের সময় কি আছে? আমরা এদিক সেদিকের অনেক বই, কোর্স করি কিন্তু কুরআন?

ছ) সারাক্ষণ জবানে জিকিরে ব্যস্ত থাকা। আল্লাহ পাক যেভাবে যে বিধান নাযিল করেছেন হুবহু সেগুলো সেভাবেই করার চেষ্টা করা। কোন কারন জানার দরকার নেই। করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ বলেছেন এজন্য করতে হবে। আপনি করেই দেখুন। আপনি প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছেন কিনা সেটা নিজেই মিলিয়ে দেখুন।

জ) পরিবারে সময় দিন। দ্বীনে ফেরার আগে, এমনকি দ্বীনে ফেরার শুরুর দিকে মনে হত অবসর সময় কিভাবে কাজে লাগবো। সময়ের সাথে সাথে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে, আসলে তো কোন অবসর সময় নেই। সুবহানাল্লাহ। আপনি সারাক্ষণ একটা প্রতিযোগীতার মধ্যে আছেন, আখিরাতে অগ্রসর হওয়ার প্রতিযোগীতার মধ্যে। আখিরাতে ধনী হওয়ার প্রতিযোগীতা। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এখানে অবসর কোথায়? একটু সময় থাকবে তখন আমল, ইবাদত, দুআ, যিকির, ভাল কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। কুরআনে আল্লাহ পাক বলেই দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ। মানুষ যখন সময় পাবে তখন যেন কঠোর ইবাদতে লিপ্ত হয়। আল্লাহু আকবার কাবিরা। আমরা কি কুরআন পড়ি না? সব প্রশ্নের উত্তর তো কুরআনেই আছে। সুবহানাল্লাহ।

ঝ) চুপ থাকার অভ্যাস করা। পরিবারে অনেকেই অনেক কিছু বুঝতে পারবে না, সেগুলোর উত্তর না দেয়া। চুপ থেকে দুআ করে যাওয়া। আল্লাহর তরফ থেকেই সেগুলোর উত্তরও আসবে। পরিস্থিতি সহজ হবেই ইনশাআল্লাহ। বান্দা চুপ হয়ে গেলে ফেরেশতারা জবাব দিতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। চুপ যদি না থাকি তাহলে ফেরেশতাদের জবাব দেয়ার সুযোগ কোথায় দিচ্ছি আমরা? আমার হিদায়াত হয় বিয়ের পরে, তাহলে আমার পরিবারের মধ্যে থেকেই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। চুপ থাকতে হয়েছে। স্বামী যখন আক্রমনাত্নক আচরন করে বসতেন আমি চুপ থাকতাম। চুপ থাকার কারনে যখন চোখের পানি পড়ত তখন দেখতাম ওনি নিজেকে দোষী ভাবা শুরু করতেন, ওনার পরিবর্তন বুঝতে পারতাম। সেটাই ছিল ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে উত্তর। সুবহানাল্লাহ। অথচ একটু আগেও যেমন পরিস্থিতি ছিল সে পরিস্থিতিতে আমার উপর হয়ত গায়ে হাত তোলা হতো। অথচ চুপ থাকার কারনে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেলো সুবহানাল্লাহ। জীবনে আমি সর্বাধিক পরিমান অপমানিত হয়েছি মুখ খুলে। আমি মুখ বন্ধ রাখতে পারতাম না।

অথচ মুখ বন্ধ রাখার কারনে পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসে আল্লাহর তরফ থেকেই সুবহানাল্লাহ। হক কথা বলার মত সময় যখন আসবে সেটাও আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহ বুঝার তৌফিক দিবেন ইনশাআল্লাহ। ততদিন পর্যন্ত চুপ থাকতে হবে। এটা একটা ঈমানের পরীক্ষা। চুপ থাকা ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী, সেটা আমি করতে পারছি কিনা। স্বামী স্ত্রী একে অপরকে কোন বিষয় এখনই বুঝাতে চান। এটা করতে যাবেন না। চুপ হয়ে যান। চুপ থাকার কারনে অন্তরে নূর তৈরি হবে। চুপ থাকার কারনে অপরপক্ষ চিন্তা করার সুযোগ পাবে।

◆ একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবু বকর (রা.)-এর সাথে বসেছিলেন। একজন লোক এসে আবু বকর (রা.)-কে গালিগালাজ করতে শুরু করল। আবু বকর (রা.) চুপ করে শুনছিলেন। লোকটি বারবার গালি দিতে থাকল, কিন্তু আবু বকর (রা.) ধৈর্য ধরে নীরব রইলেন। একপর্যায়ে লোকটি যখন তৃতীয়বারের মতো গালি দিল, তখন আবু বকর (রা.) নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না এবং তার কথার জবাব দিলেন।
আবু বকর (রা.) জবাব দেওয়া শুরু করতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে সেখান থেকে চলে গেলেন। আবু বকর (রা.) আশ্চর্যান্বিত হয়ে রাসূল (সা.)-এর পেছনে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি যখন আমাকে গালি দিচ্ছিল, তখন আপনি বসেছিলেন। কিন্তু যখন আমি জবাব দিতে শুরু করলাম, তখন আপনি উঠে চলে গেলেন। এর কারণ কী?"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন: "যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে তার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যখন তুমি নিজে জবাব দিতে শুরু করলে, তখন ফেরেশতা চলে গেল এবং শয়তান এসে উপস্থিত হলো। আর আমি এমন জায়গায় বসি না যেখানে শয়তান থাকে।"

এই হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইমাম আবু দাউদ (হাদিস নং: ৪৮৯৬) এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এটি বর্ণনা করেছেন।

ঞ) দ্বীনের বিষয় গুলো নিজে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলার আগেই প্রচার প্রসার করা শুরু করলে কল্যানের চেয়ে অকল্যান হবে বেশি। আমল নিয়মিত করার মেহনত করতে করতে আল্লাহ পাক আমার জন্য এমন ভাবে সুযোগ করে দিলেন সুবহানাল্লাহ যেসব বিষয় নিয়ে আগে কথা বলার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না। অথচ আল্লাহ পাক সেসব বিষয় নিয়ে স্বামীর সাথে আলোচনা করার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য আবার শুরুর দিক থেকে বিষয় গুলো নিশ্চিত করে আসতে হবে। নিয়মিত নামাজ ৫ ওয়াক্ত আউয়াল ওয়াক্তে হচ্ছে কিনা, নজর হেফাজত, জবান হেফাজত, পানিতে নিয়মিত দুরূদ ফাতিহা দুরূদ পড়ে ফু দেয়া, চুপ হয়ে দুআ করে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া, সবর করা। দুআ কবুলের সময়গুলোতে দুআ করতে পারছি কিনা। এগুলো নিশ্চিত করতেই হবে। বোনেরা, ঘরের জীবনকে বেছে নিন। ঘরে থাকার মেহনত করুন। এজন্য দুআ করুন।

যিনি আর রজ্জাক, তাঁর কাছ থেকে চাইতে হলেও আপনার ফ্রি সময় দরকার। আর রজ্জাক যদি আপনার ঘরেই সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেন সেটাই কি উত্তম না? আমরা যদি ঘরে থাকার নিয়ত করি, পর্দার মত ফরজ বিধানকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক আমলে আসার তৌফিক দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। দ্বীনে ফেরার পরে আগে নিজের বিষয় গুলোর হিসাব নেয়া। আমি কি এসব বিষয় নিশ্চিত করতে পেরেছি কিনা।

ট) দুনিয়ার কাউকে শত্রু মনে করা যাবে না। শয়তান এবং নিজের নাফস হলো শত্রু। আমাদের জীবনে তো দেখি সবাই শত্রু। অমুক তমুক তাবিজ করে, ক্ষতি করে। সারাদিন আমাদের মাথায় শুধু এসবই ঘুরে। তাহলে আমরা কিভাবে এ সম্পর্ক গুলোর হক আদায় করব? হক আদায় না করলে কিভাবে রহমত বরকত নূর প্রাপ্ত হবো আল্লাহর তরফ থেকে? মুমিন ব্যক্তি তো রহমত বরকতে ভরপুর হওয়ার কথা ছিল। আমাদের এমন করুন দশা কারন আমরা আমল ধরি আর ছাড়ি।

ঠ) যে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়, দুনিয়া তার কাছে ধরা দেয়। যা কিছু করব একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা। শ্বশুর বাড়ির লোকে ভাল বলবে, তাদের কাছে ভাল হওয়ার জন্য করে কোন ফায়দা নেই। নিয়ত ঠিক না থাকার কারনে বরং দিনের পর দিন ক্ষতির সম্মুখীন, অপমানিত হচ্ছিলাম। প্রতিটা ভাল কাজ বান্দার নিজের জন্য। প্রতিটা কাজের সময় আগে পরে দুআ করে নেয়া। আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে আপনার তরফ থেকে আমার ও আমার পরিবারের উপর রহমত বরকত বর্ষন করুন। আমাদের মাবরুর হজ্ব নসীব করুন, ইত্যাদি। এক বাটি নুডুলস প্রতিবেশিতে দিতে হলেও দুআ করে দেয়া, একটা চকোলেট হলেও। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় চেয়ে নিবো। আল্লাহর চাইতে কে আছে উত্তম প্রতিদান দানকারী? আল্লাহু আকবার কাবিরা। প্রতিটা ছোট ছোট কাজও যখন আল্লাহর কথা স্মরন করে করা হবে সেখানে অনেক বেশি বরকত রহমত থাকবে। সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ কর। আমি তোমার হৃদয়কে প্রাচুর্য দিয়ে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করে দেব। আর যদি তুমি তা না করো, তবে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করব না।" (তিরমিযী)

এই হাদিসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করে, তার দুনিয়ার প্রয়োজন আল্লাহই পূরণ করে দেন।

- রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তা হয় আখিরাত, আল্লাহ তার বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্রিত করে দেন এবং তার অন্তরকে প্রাচুর্য দান করেন। আর দুনিয়া তার কাছে বাধ্যগত হয়ে আসে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তা হয় দুনিয়া, আল্লাহ তার বিষয়গুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেন এবং তার চোখের সামনে দারিদ্র্য স্থাপন করেন, আর দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই পায় যা তার জন্য নির্ধারিত ছিল।" (তিরমিযী)

ড) আমার হিদায়াত হয় বিয়ের পরে। দ্বীনে ফেরার আগে সন্তান নিয়ে পরিকল্পনা অন্য ধরনের ছিল। মেয়েকে অক্সফোর্ড এ পড়াবো ইত্যাদি। সেখান থেকে এত পরিবর্তন এর বিষয় পরিবারে কিভাবে জানাবো এ নিয়ে বেশ ইতস্তত করতাম। অথচ দ্বীনি কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা উচিত ছিল। পরীক্ষার কারন হয়ত ছিল আমার নিজের তখন দ্বীনের প্রতি এত দৃঢ়তা ছিল না। প্রতিটা বিষয় একটার সাথে একটা সংযুক্ত। সুবহানাল্লাহ। আপনি হয় এখন

পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন না হয় আপনার জন্য সামনে পরীক্ষা আসতে যাচ্ছে। পরীক্ষার সময়ও আপনার জন্য সহজে পার হবে ইনশাআল্লাহ যদি আপনি আগে উল্লেখিত পদক্ষেপ গুলো মেনে চলার পরিপূর্ণ চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ।

মুমিনের জীবন গুরুগম্ভীর একটা জীবন। নিশ্চিন্তে পার করার সুযোগ নেই। যখন আপনি পরীক্ষা ছাড়া স্বাভাবিক ভাবে দিন পার করার তৌফিক পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, তখন আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করুন। তাহলে বিপদের সময়টা আপনার সহজেই কেটে যাবে। বিপদের সময় আপনার অন্তর সেভাবে স্থির থাকবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনে ফেরার আগে আমি তো আমার কোন গুনাহ দেখতামই না। চাকরি করা, বাচ্চার যত্ন নেয়া, স্বামীর সাথে সময় পার করা ইত্যাদি আমি তো কোথাও কোন গুনাহ দেখতামই না। দ্বীনের ফেরার প্রতিটা পদক্ষেপে আল্লাহ পাক আমার ভুল গুলো চোখের সামনে এনে দিচ্ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। দ্বীনে ফেরার মানেই হলো নিজের সংশোধন। নিজের সংশোধন না হলে দ্বীনে কিভাবে টিকে থাকা সম্ভব?

দ্বীনে ফেরার শুরুতে সবার আচরনের কারনে কষ্টে চোখ ভিজে আসবে। কিন্তু আপনার নিজের দ্বীনে অটল থাকার দৃঢ়তা বাড়তে বাড়তে এ কষ্ট গুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো কষ্টের, এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনেই বলেছেন। নিজের সংশোধন করার মেহনত করতে করতে আল্লাহর তরফ থেকেই সাহায্য আসবে এ পথ সহজ করার জন্য। সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ নিজেই বলেছেন: "আর যারা আমার পথে সাধনা করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।" (সূরা আনকাবুত, ২৯:৬৯)

যখন একজন বান্দা আল্লাহর পথে নিজের সংশোধনের জন্য মেহনত করতে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার জন্য সেই পথকে সহজ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। এটি আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। প্রথমদিকে হয়তো দ্বীনের পথে চলা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু যখন বান্দা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যায়, তখন আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি কদম সহজ করে দেন।

৬) যখন আমরা পরীক্ষা ছাড়া দিনগুলো পার করব তখন আমাদের আমলের অবস্থা কেমন হবে? সারাজীবন তো দৌড়ের ওপরে নামাজ পড়ে গেলাম। একটু স্থির হয়ে, সুন্দর করে, আস্তে ধীরে নামাজ পড়ি। একটু সময় নিয়ে রুকু সিজদাহ্ দেই। রুকু সিজদাহ্ র তাসবীহ গুলো স্থিরতার সাথে একটু পড়ি। সেগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আমরা পরীক্ষা ছাড়া দিনগুলো কিভাবে কাটাই? যে বান্দার নিজের শেষ সময়ের আগেই কাজগুলোকে গুছিয়ে নিবে সেই আল্লাহর পছন্দের বান্দা। আমরা কি সে তালিকায় আছি? আল্লাহ পাক

মানসম্মত আমল পছন্দ করেন। আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক তিনি কেন মানসম্মত আমল দেখবেন না? আমরা আল্লাহর নগন্য সৃষ্টি, আমরা কি মানহীন কোন জিনিস গ্রহন করতে চাই? তাহলে আমরা আল্লাহকে কেমন আমল দিচ্ছি? সেগুলো কি আদৌ গ্রহন করার মত? আমরা আমল করেই দেখি না আমাদের দুআগুলো কবুল হয় কিনা। আল্লাহর কাছে কোন কিছু হতে দেরী হয়না। তিনি হও বললেই হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ।

দুআ হলো সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। অথচ আমরা দুআকে কোন গুরুত্ব দেই না। আমরা যখন নিজেকে শুধরানোর মেহনত করব তখন আমাদের দুআ কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। পরীক্ষা করেই দেখুন না। আপনারা পরীক্ষা করে কেন দেখেন না? দ্বীনে ফেরার আগের দুআ কবুলের ঘটনাগুলো আর দ্বীনে ফেরার পরে দুআ কবুলের ঘটনার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত সুবহানাল্লাহ। যার আল্লাহর প্রতি ভরসা, ইখলাস যত বেশি তার দুআ কবুলের ঘটনা তত বেশি অলৌকিক। সুবহানাল্লাহ। তাকওয়াপূর্ণ জীবন যাপন করাই হলো মূল বিষয়। তাকওয়া মনে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে চলা, আল্লাহকে ভয় করে চলা। নিজেকে প্রশ্ন করা, আমি কি এই কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি নাকি এখানে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? আমার কাজের মান কি আল্লাহ পছন্দ করবেন?

দ্বীনি শিক্ষার সাথে আমৃত্যু পর্যন্ত লেগে থাকতে হবে। ইলম অর্জন করতে হবে ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য। ইলম অর্জন কখনো লোক দেখানো বা সার্টিফিকেট অর্জন করার জন্য হতে পারে না। আপনি যদি ইলম অর্জনের পথে না থাকেন তাহলে আমল করবেন কিভাবে? আমরা ঈমানের পরীক্ষা ধরতে পারি না, শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে পারি না। যখন আমরা আমল থেকে ছিটকে যাবো, তখন দুশ্চিন্তা বাড়বে। শয়তান আক্রমন করার জন্য তত বেশি সুযোগ পাবে। এবার চিন্তা করি তো, আমরা নিজেরাই কি শয়তানকে সুযোগ করে দিচ্ছি না আমাদের আক্রমন করার? নিজেদের আমলের কি হালত? একটু চিন্তা করি।

যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমি অশান্ত অস্থির সেখানে শয়তানের উপস্থিতি থাকে। এমন অবস্থায় আপনি প্রশান্তি অনুভব করবেন না। দ্বীনের পথের পথচলা সম্পূর্নটাই প্রশান্তিকর যদি আমি নিজে আগে বিষয় গুলো বুঝতে পারি। পরিবার, পরিবেশ ইত্যাদি বুঝতে পারলো কিনা সেটা দেখার বিষয় না। আগে আমার নিজের জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। আমি নিজে কি বুঝতে পেরেছি? আশেপাশের ফিকির আমার না। কবরে আমার নিজেরই যেতে হবে। আখিরাতের পথের পথচলা আমার সম্পূর্ন একার। তাহলে আমার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেকে কেন্দ্র করে। কেউ কারো কষ্ট বুঝতে পারে না, পারবেও না। একমাত্র রব আছেন যিনি বুঝবেন। আমাদের করনীয় হলো একমাত্র আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করে নেয়া। এর চেয়ে সহজ পদ্ধতি আর নেই।

৭) দ্বীনি পরিবারগুলোতেও কেন তালাকের মত ঘটনা? কেন এত অশান্তি? কারন, আমরা দ্বীন এখনো মেনে চলা শিখি নি। সে অনুযায়ী চলতে পারছি না। স্ত্রীরা হয়ত বলতে পারেন, স্বামী কেন বুঝে না। সে তো বুঝাতে পারত। এখানে কে আপনার জন্য কি করেছে না করেছে

সেসব বাদ দিন। আপনি একটা প্রতিযোগীতার মধ্যে আছেন। এখানে টিকে থাকার জন্য আপনাকেই লড়াই করে যেতে হবে। একদিকে শয়তান চাচ্ছে যেকোন মূল্যে আপনার সংসার ভেঙে দিতে আর আরেক দিকে আপনার নাফস। আপনার করনীয় কি? দুআ করে সবর করে চোখের পানি দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করা। আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থেকে কিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা সম্ভব? সারাক্ষণ কোন না কোন ভাবে আমরা কি সেটাই করে যাচ্ছি না? সবকিছুর সমাধান একমাত্র এটাই, আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। নিজের তরফ থেকে ছাড় দেয়া, নিজের তরফ থেকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নত হওয়া।

একজন আরেকজনের মনে কি চলে সেটা কোনদিনই বুঝতে পারে না। এসব বিষয় খুবই কঠিন। সহজ কিভাবে হবে? আসমানের মালিকের সাহায্য লাগবে। এই সাহায্য কখন আসবে? যখন আমরা দুনিয়ার উপরে আখিরাতকে প্রাধান্য দিবো তখন। আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগীতা না করে আখিরাতের বিষয় নিয়ে প্রতিযোগীতা করব ইনশাআল্লাহ।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন ব্যক্তিকে দেখে, যাকে ধন-সম্পদ ও দৈহিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তাহলে সে যেন এমন ব্যক্তিকে দেখে, যাকে তার চেয়ে কম দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ, নিচের দিকে দেখে)।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৯৬৩)

৮) যেকোন আমল ফরজ, সুন্নাহ, নফল যাই হোক গুরুত্বের সাথে করা। আমার একটা ঘটনা বলি। দেশে থাকাকালীন আমার কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন ছিল। পরিবারের সদস্যরা আমাকে আমার নিকট আত্নীয়ের দোকানে যেতে বলেছিলেন, যেখানে আমার প্রয়োজনীয় সবকিছু এক জায়গায় পাওয়া যেত এবং মাহরামের উপস্থিতিতে কেনাকাটা করা সহজ হতো। কিন্তু আমি সেখানেও যাইনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমার জন্য আমি সেখানে না গিয়েও জিনিসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি চাইলে মাহরামের উপস্থিতিতে দোকানে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করিনি। শয়তান হয়তো আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারত যে, দোকানে গেলে আমার কেনাকাটা সহজ হবে বা আমি আরও ভালো জিনিস কিনতে পারব। কিন্তু আমি আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছি এবং নিজেকে সেই প্রলোভন থেকে দূরে রেখেছি আল্লাহর দেয়া তৌফিক অনুসারে আলহামদুলিল্লাহ। শয়তানের ফাঁদগুলো প্রায়ই খুব সূক্ষ্ম হয়। আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে, যাতে আমরা শয়তানের প্রলোভন থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন।

৯) সুন্নাহভিত্তিক জীবন যাপন করতে হবে। রাতে জলদি ঘুমানোর মত সুন্নাহকে আমরা অবহেলা করি। ফরজের পরে জেগে থাকতে পারি না। আমাদের জীবনে কিভাবে বরকত থাকবে? রাতে ৯ টার মধ্যে ঘুমালে আপনি মধ্য রাতে উঠে ইবাদত, পড়াশোনার/ ইলম

অর্জনের জন্য সময় দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ঘুমের রুটিন ঠিক না করতে পারার কারনে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। সুবহানাল্লাহ। এত দ্রুত সময় চলে যাচ্ছে সুবহানাল্লাহ। সেই সময় আমরা কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি? প্রতি মুহুর্তে চিন্তায় ফিকিরে থাকতে হবে যে, আখিরাতে ধনী হওয়ার সুযোগের দরজা গুলো খুব দ্রুতই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে ছুটে চলতে হবে। বিশ্রাম নেয়ার কোন সুযোগ নেই। বিশ্রাম নেয়ার জায়গা একমাত্র কবর। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আমার জীবনে রুটিন কোথায়? মুমিন ব্যক্তি রুটিন ছাড়া কিভাবে দিন পার করতে পারে? বরকতের সময়গুলো কিভাবে ঘুমিয়ে কাটানো সম্ভব? সারাদিনে কি কি কাজ কখন করা হচ্ছে? যেভাবে আমরা দিন পার করে যাচ্ছি এভাবে কি আমরা আখিরাতের প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পারব? আমাদের জন্য কি এভাবে চলতে থাকা যথেষ্ট?

১০) তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক। (সূরা আরাফ: ১৯৯)

সূরা আল-আরাফের ১৯৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করার কথা বলেছেন। আমি যখন থেকে আমার স্বামীর ভুলগুলো এবং আমাদের পরিবারের একে অপরের ভুলগুলো উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করা শুরু করলাম, আলহামদুলিল্লাহ, তখন থেকে তাদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলো, তাদের হাসি এবং একসঙ্গে সময় কাটানো আমি উপভোগ করতে পারছি। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাদের ভুলগুলো মনে গেঁথে ছিল এবং আমি তাদের ক্ষমা করতে বা ভুলতে পারিনি, ততদিন পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারিনি। এজন্য ক্ষমা করার নীতি অবলম্বন করার কোন বিকল্প নেই।

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, এমনকি দ্বীনি মজলিসগুলোতেও, কেউ যদি আমাদের কোনো ভুল ধরিয়ে দেয়, অথবা আমরা যদি কারও কোনো ভুল বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের উচিত সেই মানুষটি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ না করা। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হয়তো আমরা মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না, কিন্তু আমাদের অন্তরের চিন্তা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন। তাই আমাদের উচিত সবসময় ইতিবাচক থাকা এবং কারও ভুল নিয়ে খারাপ চিন্তা করা থেকে বিরত থাকা। এবং তার জন্য দুআ করা। আল্লাহ পাক যেন তাকে সেই ভুল সংশোধন করার তৌফিক দেন এবং আমাদের সে ভুল থেকে হেফাজত করেন। আমরা যদি একে অপরের সমালোচনা করি, অন্তরে চিন্তাও পোষন করি এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে অহংকারী হয়ে গেলাম। আমরা যেন নিজেদের কথাবার্তা, কাজকর্ম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। আল্লাহর কাছ থেকে পথ নির্দেশনা চেয়ে নিই।

শয়তান কিন্তু আমলের মাধ্যমেই আমাদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যার ঈমানের পর্যায় যেমন তার সাথে শয়তানের ধোঁকা সে পর্যায়ের। এগুলো বুঝতে পারার জন্য নিজেকে নিয়ে একটু বসুন। চিন্তা করুন। আমরা যেন অহংকারী না হয়ে যাই। আমরা সব ভাল, অন্যরা সব খারাপ, তারা কোন আমলই করে না ইত্যাদি এমন চিন্তা ভাবনা অন্তরে আসে কিনা। কোন কাজে কেমন আচরণে আমার অন্তরের হালত কি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে সময় দিন। জবান সংযত করুন। দ্বীনে ফেরার মানেই এই না যে আমরা জান্নাতের ঘোষণা প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই ইনশাআল্লাহ। এজন্য নিজেদের অন্তর পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করি। নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ রাখা খুবই কঠিন কাজ। আল্লাহ পাক আমাদের প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করেন। আমরা কেমন আচরন করি, কেমন চিন্তা করি তিনি সেসব পর্যবেক্ষন করেন।

এজন্যই অন্তরে উল্টা পাল্টা চিন্তা আনার আগেই দুআ করি। এই দুআ খুবই শক্তিশালী। সুবহানাল্লাহ। কারো ভুল চোখে পড়লে তার জন্য দুআ করা। আল্লাহ পাক আপনি তার ভুল শুধরানোর তৌফিক দিন। তাকে দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করুন। তাকে সাহাবীওয়ালা সিফাত দান করুন। আমাকেও আপনি তেমন বানিয়ে দিন। আমরা কি অন্যের জন্য দুআ করি? অন্যের জন্য দুআ করলে ফেরেশতারাও সে ব্যক্তির জন্য অনুরূপ দুআ করে। সুবহানাল্লাহ। সবাইকে আমার শত্রু মনে করি কেন? আমি যদি তাদের জন্য দুআ না করতে পারি তাহলে আমার অন্তরে অহংকার রয়ে গিয়েছে। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমি যদি আজকে অন্যকে ক্ষমা না করতে পারি, অন্যরাও আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। আমি যদি অন্যের জন্য দুআ না করতে পারি, আমার মৃত্যুর পর অন্যদের তরফ থেকে আমার বিরুদ্ধে এমন বিষয় সামনে আসবে যে কারনে আমি আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। আল্লাহ হেফাজত করুর। আমরা কি নিজের জন্য এমন পরিনতি চাই?

১১) আপনার সাথে যদি কারো সমস্যা থাকে, আপনি ঘরে বসেই সে সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিন। কিভাবে? আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করতে থাকুন। সেই দুআর কারনে আল্লাহ পাক সে অন্তর গুলো পরিবর্তন করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। প্রতিটা অন্তর একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আপনি যত বিনয়ী হতে পারবেন আল্লাহর জন্যই, আল্লাহ পাক আপনার সম্পর্ক গুলোকেও সেভাবে পরিবর্তন করে দিবেন। এজন্য সবসময় চিন্তার জায়গা আগে নিজে এবং নিজের সংশোধন।

আপনি নিজে দ্বীন মেনে চলার কারনে নিজের জীবনকে যদি পরিবর্তন করতে পারেন তাহলে সেটা যখন অন্যকে বলবেন সেই দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে ইনশাআল্লাহ। আপনি নিজেই যদি শক্ত ভাবে দ্বীনে দাখিল না হয়ে থাকেন আপনি নিজের এবং অন্যের কারো কোন উপকার করতে পারবেন না। আমি সারাজীবন ধরে যেসব সমস্যা দেখে বড় হয়েছি সেগুলোর কারন ছিল

দ্বীনের জ্ঞানের অভাব, জ্ঞান অনুযায়ী আমলের অভাব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর সাথে দূরত্ব। অথচ আগে এত মুসিবতের কারনই বুঝতে পারতাম না।

একমাত্র আল্লাহর কিতাব কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন কুরআনকে কুরআনের ভাষাতেই বুঝার তৌফিক দান করেন। আমিন।

১২) প্রশ্ন: একজন মা সারাক্ষণ বাচ্চাদের দোষ খুঁজে বেড়ান। বাচ্চারা চঞ্চল, দুষ্টু ইত্যাদি। মা হিসেবে সন্তানেরা যেন সাহাবীদের মত হয় সে দুআ করেন। একজন মা হিসেবে সন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি/ আদব কেমন থাকা উচিত?

উত্তর: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আল্লাহু আকবার কাবীরা! সকল বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ পাক আমাকে এই জ্ঞান দিয়েছেন যে, আপনি নিজের জন্য দু'আ করতে ভুলে গেছেন। অথচ আমাদের নবী পাক صلى الله عليه وسلم যেকোনো উত্তম বিষয়ে দু'আ করার আগে নিজের জন্য দু'আ করতেন। আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমি মা খাদিজা رضي الله تعالى عنها-এর মতো হতে পারি। এরপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ, আমার মেয়ে ফাতিমা رضي الله تعالى عنها-এর মতোই হবে।

আল্লাহ পাক মুমিনের দোষ গোপন রাখতে বলেছেন। তিনি আমাকে আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে আমার সন্তান নিষ্পাপ, সে অবশ্যই মুমিন। সুবহানাল্লাহ! আমি নিশ্চিত যে আমি একজন গুনাহগার। আমার সন্তানের ভুলগুলো নিঃসন্দেহে আমার কোনো ভুলের কারণেই হচ্ছে! তাই আমার সন্তানের দোষ যেন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে না বলি। বরং, দু'আ করে আমি যেন আমার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি। মায়ের দু'আ এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজীম।

সাহাবায়ে কেরাম رضي الله تعالى عنهم যখন দেখতেন যে তাদের অধীনস্থরা কথা শুনছে না, তখন তারা তওবা, ইস্তেগফার, দরুদ এবং অন্যান্য আমল বাড়িয়ে দিতেন এবং চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। আল্লাহ পাক আমাদের কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন। তাহলে আমরা নিজেদের ভুল দেখতে পারবো এবং আমাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

নিঃসন্তান পরিবারগুলোর কথা আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত। আল্লাহ তায়ালা দান করার পরেও যেকোনো সময় তা ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহুম্মাগফিরলি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদের সন্তানদেরকে আফিয়াতের সাথে নেক হায়াত দান করুন। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ পাক নেয়ামত বাড়িয়ে দেন। এগুলো

আল্লাহর ওয়াদা, আর আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহ পাক সকল বিষয়ে ভালো জানেন। এই সকল চিন্তা দিয়ে আল্লাহ আমার চরিত্রকে সংশোধন করে দিচ্ছেন এবং আমাকে সবর করার তৌফিক দিচ্ছেন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে দ্বীনের ওপর টিকে থাকার তৌফিক দান করুন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ফিদ-দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। صلى الله عليه وسلم

আল্লাহ পাক আপনাদের সামনে যে জ্ঞান তুলে ধরেছেন, তা আমার প্রতি রবের অশেষ অনুগ্রহ। এই জ্ঞান হলো একটি সুইকে পানিতে ডুবালে যেটুকু পানি ধারণ করে তার মতো ক্ষুদ্র। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জ্ঞান হলো এমন যে, সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়, তবুও তা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহু আকবার কাবীরা! ওয়া যিদনি নুরা। হে আল্লাহ, আমার নূর আরও বাড়িয়ে দিন। صلى الله عليه وسلم

১৩) আল্লাহর কাছে দুআ করা, আল্লাহ পাক আপনি আমাকে আমলে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমার আমলকে গোপন রাখুন। আমি আমার পরিবারে কার সাথে সময় দিবো, কার সাথে যোগাযোগ করে দ্বীনের দাওয়াত দিবো আল্লাহ আপনি সহজ করে দিন। সুযোগ মিলিয়ে দিন। আমার আমল যদি প্রকাশ হয়ে যায় সেগুলো যেন দাওয়াহ হিসেবে হয়, সেগুলোতে যেন রিয়া না থাকে। আমার বাচ্চাকে আল্লাহ পাক ৫ বছর বয়স থেকে মসজিদে যাওয়ার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। সেটা অন্য সবার জন্য দাওয়াহ হচ্ছে। আল্লাহ পাক আপনি বদনজর থেকে হেফাজত করুন। বাচ্চাদের সাথে কথা বলার সময় বাচ্চারা হাজারটা প্রশ্ন করে। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমি যেন আল্লাহর কথা, আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা স্মরণে রেখে, সেসব বিষয়ের সাথে সংযোগ করে উত্তর দিতে পারি এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে হিকমাহ চেয়ে নেয়া। আমার কাছে যা আছে অন্য সবার কাছেও একই জিনিস আছে। আল কুরআন এবং সুন্নাহ। তাহলে আমরা কেন এমন নিয়ামত প্রাপ্ত হচ্ছি না? কেন আমল করে পরীক্ষা করি না? আমলের মাধ্যমেই দাওয়াত হবে। জবান থেকে না। আগে নিজে আমলে টিকে থাকতে হবে। আগে নিজে এবং নিজের পরিবার। আমরা আগেই যেন বাইরের জগত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়ি।

কোন কথা বা প্রশ্ন শোনার পর সাথে সাথে উত্তর না দেয়া। চুপ হয়ে যাওয়া। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ হয়ে যেতেন। আমি অনেকদিন ধরে এই চুপ হয়ে যাওয়ার কারন খুঁজছিলাম। আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে, যে ব্যক্তি উত্তর জানতে চাইবে সময় থাকলে ২ রাকাত নামাজ পড়া। উত্তর যদি সাথে সাথে দিতে হয় তাহলে একটু থেমে দুআ করা। আল্লাহ পাক আমি এখানে কি উত্তর দিবো আমাকে বুঝার তৌফিক দিন। এর মাধ্যমে যেন তাকে দাওয়াহ দেয়া হয়ে যায়। আমার বাচ্চাকে যখন খেলনা দেয়া হয়েছে, আমি শুধু এতটুকু বলেছিলাম যে, খেলনা আল্লাহ দিয়েছেন। আমরা যদি বেশি বেশি "সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" বলি তাহলে আল্লাহ খুব খুশি হন। আমি শুধু একটুকু বলেছি। বাচ্চা সেটাই অন্যদের বলেছে সুবহানাল্লাহ। খেলনা বাবাও দেয় নি, ডেলিভারি ম্যানও দেয় নি। আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার কাবিরা। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বাচ্চারা অনেক প্রশ্ন করে, স্বামী শ্বশুর বাড়ি, আত্মীয় ইত্যাদি অনেকেই অনেক কথা বলে। তখন মনে হতে পারে যে জবাব দিয়ে দেই। এমন করা যাবে না। চুপ হয়ে যান। চুপ থাকার কারনে আল্লাহ পাক নূর দান করবেন। সেই নূর তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ। আপনি সবর করুন। জবানে বরকত কিভাবে আসবে? চুপ হয়ে একটু থেমে দুআ করুন। এর মাধ্যমেই বরকত রহমত প্রাপ্ত হবেন ইনশাআল্লাহ। যদি আপনি চুপ থাকতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার নীরবতার বরকতে অন্যরা এতটাই উপকৃত হবে যে, তারা আরও ভালোভাবে আমলে টিকে থাকতে পারবে। চুপ থাকারও সময় আছে, জবান ব্যবহার করারও সময় আছে। দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া যথাযথ সময় কোনটা।

দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। আমাদের আগেও যারা বিগত হয়েছেন তাদেরও পরীক্ষা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সাকিনাহ ছিল। যখনই অন্তরে অস্থিরতার অনুভুতি চলে আসবে যিকির বাড়িয়ে দিন। কুরআন তিলাওয়াত করুন, কুরআন তিলাওয়াত শুনুন। এগুলোর মধ্যেই সমাধান। বিপদের কথা একমাত্র আল্লাহর কাছেই বলতে থাকুন। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বলবেন না। এর মাধ্যমে আপনি যে শক্তি সামর্থ্য অর্জন করবেন সুবহানাল্লাহ, যার মাধ্যমে আপনার দাওয়াত আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের যদি কোন বিষয় জানার তৌফিক দেন, সেটা অন্যদের জানাতে হবে। সেটার জন্যও আল্লাহর কাছে দুআ করা, সেটা কখন কোথায় কিভাবে হবে। আল্লাহ পাক যেন কল্যান ও আফিয়াহর সাথে সে হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহপাক যেন হক আদায়ের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে এটি কবুল করে নেন।

🔸 সূরা শু'আরা (২৬:১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০): এই সূরায় নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), লুত (আ.) এবং শু'আইব (আ.) তাঁদের কওমকে একই কথা বলেছেন: "আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল সৃষ্টিকুলের রবের কাছেই।"

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করে যে, মুমিন ব্যক্তি যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কাজ করে, তখন সে মানুষের কাছে কোনো প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদান আশা করে না। তার সমস্ত আশা ও চাওয়া কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই নিবদ্ধ থাকে।

যখন কেউ আমার কোন কাজের প্রশংসা করে আমি চিন্তা করি, আল্লাহ কি আমার আমল পছন্দ করেন? আমি সহ আমরা সবাই যেন আরশে আজিমের মালিকের কাছে পছন্দনীয় হয়ে যাই। আল্লাহ পাক যেন নাজাতের উসিলা হিসেবে কাজগুলো কবুল করে নেন।

আমি আল্লাহর এক নগণ্য, গুনাহগার বান্দা। আমার কোনো কাজের বিনিময়ে আমি কারো কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না। আমি কারো কাছ থেকে কোন জাযা বা শোকর কোন কিছু চাইনা। আমি চাই প্রতিটা ঘর যেন দ্বীনের সত্যিকার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে।

প্রতিটা সংসার যেন জান্নাতের একটা টুকরো হয়ে যায়। আমরা যেন প্রত্যেকেই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে পারি এবং দ্বীনে অটল থাকতে পারি। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আমি প্রতিদান আশা করি। আর আল্লাহর চাইতেও উত্তম প্রতিদানকারী আর কে আছে? আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের কবরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দেন। আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। দুনিয়ায় আমরা যদি কারো স্মরনে আসি তাহলে তারা যেন আমাদের কল্যানকর কাজের জন্য স্মরন করতে পারে। আমরা যেন আসমানে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। সবার আগে আমাদের পরিবার যেন আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহর কাছে, যে আমরা তাদের হক আদায় করার জন্য যথাযথ মেহনত করেছি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের পরিবারগুলোকে চক্ষুশীতলকারী করে দেন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৪২: আমার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর সাথে

"তারপর সেদিন (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে অবশ্যই নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সূরা আত-তাকাসুর, আয়াত ৮)

১) আমি এক সময়ে একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম। সেই কোর্সের শেষে আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আমাদের যদি কিছু বলার থাকে বা নিজেদের চিন্তার খোরাক আমরা বলতে পারি। তখন আল্লাহ পাক আমাকে কিছু বলার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তারপর থেকে সেই প্রতিষ্ঠানের বোনেরা আমার সাথে যোগাযোগ করা শুরু করেন আমি যেন নিয়মিতভাবে বোনদের সাথে আলোচনা করি। আমি তখন খুব ভয় পেয়ে যাই। আমার কি যোগ্যতা আছে, আমি কি নিয়ে বোনদের সাথে কথা বলতে যাবো? আমি কোন কিতাব পড়ি নি, কোন কোর্সও না। তখনই মাত্র সেই একটা কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম, সেটারও ক্লাস ছিল ২ দিন। আমার দ্বীনে ফেরার শুরু থেকে আল্লাহ পাক আমাকে শুধুমাত্র কুরআনের অর্থ সম্পূর্ন পড়ার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। এই কুরআন ছিল শুরু থেকেই আমার পথ প্রদর্শক, আলহামদুলিল্লাহ। ততদিনে কুরআনের সম্পূর্ন অর্থটা আমার পড়ার তৌফিক হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। এতটুকুই, আর কিছু না। প্রথমবার যখন আমাকে পাবলিকভাবে লাইভে কথা বলার জন্য অনলাইনে আসতে হয় খেয়াল করে দেখলাম বোনদের সংখ্যা হঠাৎ করেই ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার হয়ে গেলো। আমার অন্তরে ভয় লাগা শুরু করল। বোনেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নক করে যোগাযোগ করা শুরু করেছিলেন। আমার ফ্রেন্ড লিস্টে বোনদের যুক্ত করতে করতেই অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। আমি যেদিন লাইভে বসেছিলাম প্রথমবারের মত তখন আমি জুম কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এতদিন জানতামও না।

সেই সময়ে আমার স্বামী আমার অনলাইনে সময় দেয়া বা আমার দ্বীনে ফেরার বিষয়ে সহযোগী মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন না। অথচ সেদিন আমার জুমে সমস্যা হচ্ছিল যখন তখন আমার স্বামী বাসায় ছিলেন। আল্লাহর কি অশেষ রহমত, তিনি নিজে থেকে এসে আমাকে বিষয় গুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। তখনও বুঝতে পারি নি এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে সহযোগিতা ছিল আমার জন্য। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। বোনদের এত উৎসাহ, মুহুর্তের মধ্যেই আমি সেলিব্রিটি হয়ে গেলাম এমন একটা অবস্থা। আমি অনবরত কান্না করে যাচ্ছিলাম। সিজদাহ্‌ তে লুটিয়ে পড়ে কান্না। আমাকে দেখে আমার স্বামী বেশ চিন্তিত হয়ে যায়, ওনি বুঝতে পারছিলেন না যে আমি এত কেন কান্না করছি। আমাকে তখন কেউ দেখলে মনে করত আমার কোন আপন জন হয়ত মারা গিয়েছে যে কারনে আমি এভাবে কাঁদছি। সুবহানাল্লাহ।

তখন যে এত বোনদের সামনে কথা বলতে হয়েছিল আমার বদনজরের কোন সমস্যা হয় নি। অথচ তখন তো আমার বদনজরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার কথা ছিল হয়ত। হঠাৎ করেই এত বেশি পরিচিত লাভ করা। বোনেরা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে নক করে পে করে

কাউন্সিলিং করার কথাও বলতে শুরু করলেন। একই সাথে নিজের পরিচিতি, টাকা ইনকামের বিষয় সবকিছু। আমি কখনোই টাকা নিয়ে কাউন্সিলিং করার জন্য রাজি হই নি। যার সাথে যতটুকু আল্লাহ পাক যোগাযোগ করার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছু একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমি আগে চিন্তা করতাম সেই শুরুর সময়ে আমি বদনজরে কেন আক্রান্ত হলাম না? আসলে তখন আল্লাহ পাক আমার অন্তরের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। আল্লাহ পাক আমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন যে, এত বান্দারা আমাকে পছন্দ করছে, আমাকে খুঁজছে, আমার সাথে একটু যোগাযোগ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে, সবাই আমার প্রশংসা করছে, আবার আমাকে কাউন্সিলিং করার জন্যও সুযোগ দেয়া হলো। অর্থাৎ একই সাথে টাকা ইনকাম করার একটা বিষয় যুক্ত হয়ে গেলো। এসবের কারনে আমার অন্তরের হালত কেমন হয়, আল্লাহ পাক সেটা দেখতে চাচ্ছিলেন। আমি এসবের কারনে কখনো খুশি হতে পারি নি। আমার অন্তরে ভয় কাজ করত। আমি ভয়ে কান্না করতাম। আমি যদি সেই স্রোতে ভেসে যেতাম তাহলে আমি বিপদগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আল্লাহ পাক আমাকে হেফাজত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

২) আমার জীবন কোন ব্যক্তিগত জীবন না। আমার সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ আপনি যেভাবে পছন্দ করেন আমাকে হুবহু সেভাবেই সবকিছু চেষ্টা করার তৌফিক দিন। আমার সবসময় চিন্তা করতে হবে যে, আমাকে আল্লাহর সাথে দেখা করতে হবে। আমাকে সবসময় এ নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার কবর, কিয়ামতের মাঠ, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমার ফিকির থাকতে হবে আমার আখিরাত নিয়ে। বান্দার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। দ্বীনে ফেরার শুরু থেকেই মনে রাখতে হবে যে, কোন বান্দার সাথে আমার লাভ ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক একমাত্র আরশের আজিমের মালিকের সাথে। তিনিই উপস্থাপন করবেন আপনি কেমন, কতটুকু কল্যানকর, কতটুকু চেষ্টা করেছেন। আমি নিজে সারাজীবন মানুষের কাছে কত ভাল হওয়ার মেহনত করে এসেছি অথচ আমার দোষের শেষ ছিল না। কিন্তু এখন যখন আল্লাহ পাক আমাকে সারাক্ষণ নিজের গুনাহ, নিজেকে সংশোধন করার ফিকির করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ, এখন মানুষ বলে আমি নাকি খুব ভাল। সুবহানাল্লাহ। এগুলো শুনলেও আমার ভয় লাগে। আমি কোন দিক থেকে ভাল হতে পারলাম। আমার তো চিন্তা করলেও ভয় লাগে। আল্লাহ পাক আমাকে শুধু চেষ্টা করার তৌফিক দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা চাই নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে সম্মানিত হতে। অথচ এর মাধ্যমে নিজেরা আরো ডুবে যাই। আল্লাহ পাক যখন সম্মানিত করতে চান, তখন সাধারণ একটা শব্দের মাধ্যমেও বান্দাকে অসাধারণ বানিয়ে দিতে পারেন। সুবহানাল্লাহ।

আমাদের ফিকির থাকতে হবে যে, কেউ কি আমার চেয়েও আমলে এগিয়ে গেলো কিনা। অন্য কেউ কিভাবে এগিয়ে যেতে পারলো, অন্য কেউ কিভাবে ঈমান তাকওয়া শিখে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে আর আমি কিভাবে পিছিয়ে গেলাম? আল্লাহ পাক, আপনি আমাকে অগ্রগামীদের দলভুক্ত করুন। কেউ যেন আমার আগে যেতে না পারে। আমাকেই আপনি সবচেয়ে প্রথমে রাখুন। আমরা দুআ করে আল্লাহর কাছে কম কেন চাইবো। আল্লাহর কাছে চাইবো আল্লাহর

শান অনুযায়ী। আমি অগ্রগামী থাকতে চাইলে আল্লাহ পাক আমাকে কি সে তৌফিক দিবেন না, পথ প্রদর্শন করবেন না, সহজ করে দিবেন না?

৩) কি আমাকে আপনার সামনে আল্লাহর কুদরতি ইশারায় তাকওয়াবান বান্দা হিসেবে উপস্থাপন করেছে? আমি বলব খুব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। আমি জীবনে অনেকবার অনেক ম্যাসেজ লেখার পরে, রেকর্ড করার পরে ডিলিট করে দিয়েছি। শুধুমাত্র এ কারনে যে, আমি সেটার শুরুতেই আল্লাহর যিকির করি নি। সালাম দেয়ার পরপরই আমি সরাসরি কথায় চলে গিয়েছিলাম। সালাম তো আমরা দিবোই। সাথে আল্লাহর স্মরন থাকতে হবে শুরুতেই। আমরা "আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ" এসব শব্দগুলো ব্যবহার করি বাক্যের শেষে। কিন্তু এগুলোকে শুরুতে আনতে হবে। ম্যাসেজ লিখতে, রেকর্ড দিতে প্রথমেই আল্লাহর স্মরন আগে করতে হবে। কেন? কারন মৃত্যু। যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে। সেই সময়ে যদি মৃত্যু হয়, সুবহানাল্লাহ। যেখানে আল্লাহর স্মরণ আগে। কতই না উত্তম মৃত্যু হবে সেটা। আল্লাহু আকবার। বান্দাকে সবার আগে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আমি কেউ না, আমার কোন ক্ষমতা নেই। যা করার একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন।

৪) মোবাইলের ব্যবহার কতটুকু কিভাবে করব? সবকিছুর ক্ষেত্রেই আল্লাহকে ভয় করি। ভয় করার মত ভয় করি। টিকটক, ইস্ট্রাগ্রাম এসব থাকবেই না। ফেসবুক কতটুকু থাকা দরকার সেটাও আপনি নিজে চিন্তা ভাবনা করবেন। ম্যাসেন্জার, What's App, টেলিগ্রাম যোগাযোগ করার জন্য যেটা সহজ, যদি সবকিছু একটা এ্যাপের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা সবচেয়ে ভাল। যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা। সবার কাছে আমি খুব বুজুর্গ হয়ে যেতে পারি। সবাই ভাববে আমি হাতে মোবাইল নিয়েছি, নিশ্চয়ই কোন ভাল কাজ করছি, দ্বীনি ইলম অর্জন করছি। কারো কিন্তু এটা বুঝতে পারার কোন সুযোগ নেই আমি কোথাও কতটুকু সময় নষ্ট করি, কোনটা আসলে দরকার, দরকার নেই। কিন্তু আল্লাহ? আমরা কি আল্লাহ কে ধোঁকা দিতে পারব? এটা কি সম্ভব? আমি নিজেই তো ভাল জানি যে কোথায় আমি কতটুকু সময় নষ্ট করি। সে সময়ের হকদার আসলে কারা। এজন্যই আমাকে অনলাইন থেকে বিদায় নিতে হবে ইনশাআল্লাহ।

বিবাহিত অবিবাহিত প্রত্যেকের জন্যই নিজের সময় আগে দিতে হবে নিজের জন্য, নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য। আমাদের সময় আমরা কোথায় দিবো, কারা অগ্রাধিকার পাবে এ বিষয় সরাসরি কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (সূরা আত তাহরীম: ৬)

পরিবার পরিজনের পিছনে সময়, শ্রম, সম্পদ ব্যয় করতে হয় বেশি। এখানে পরীক্ষাও বেশি। আমার জবাবদিহিতা একমাত্র আল্লাহর কাছে। আমি যেন গা বাঁচানোর জন্য ফতোয়া না খুঁজি। আমি যেন আত্মপ্রতারনা না করি। এই ডিভাইস যেন আমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার জারিয়া হয়। গুনাহের জারিয়া না হয়, জাহান্নামে যাওয়ার জারিয়া না হয়। এই ডিভাইসের জন্য আমি যেন কিয়ামতের মাঠে আটকে না যাই। তখন যেন আমি আমার আমলনামা দেখে কান্না না করি। আফসোস না করি, হায় আল্লাহ আমি কত সময় নষ্ট করেছি? সময় নষ্ট করা কবিরা গুনাহ। আমরা একই ম্যাসেজ বারবার পড়তেই থাকি। এতেও প্রচুর সময় নষ্ট হয়। এসব ছোট ছোট বিষয় বুঝতেও অনেক সময় লাগে। বেশি বেশি করে দুআ করা আল্লাহর কাছে। আল্লাহ আপনি আমাকে সময় নষ্টের হাত থেকে বাঁচান। গুনাহ থেকে বাঁচান।

অবিবাহিত যারা তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের ঘরে, পরিবার পরিজনদের সময় দেয়া। যথাসম্ভব ডিভাইস থেকে দূরে থাকা। বিবাহিত হলে যদি সম্ভব হয় ডিভাইসের ব্যবহার বাদ দেয়া বা আরো কমিয়ে আনা। আল্লাহর কাছে দুআ করে চাওয়া আল্লাহ পাক ঘরেই যেন দ্বীন শিক্ষা, যা কিছু প্রয়োজন সবকিছু মিলিয়ে দেন। যাদের ঘরে দ্বীনি পরিবেশ নেই তারা যদি অনলাইনে দ্বীন শিখতে আসতে হয় তাহলে যতটুকু দ্বীন শিখতে অনলাইনে আসা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু সময়ের জন্য অনলাইনে আসা। এছাড়া বেশিরভাগ সময় নামাজ ও কুরআনের সাথে পার করা।

৫) দ্বীন শিখতে এসে আমরা খেয়াল রাখবো আমরা যেন আমানতের খিয়ানতকারী না হই। অনলাইনের যুগে সবকিছু এখন সহজলভ্য। কোন ক্লাস রেকর্ডিং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শেয়ার করা হলো। সেটা সংরক্ষণ করার অনুমতি না থাকার পরও যদি সেটা কেউ করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিয়ম ভঙ্গ করে ইলমের নূর হাসিল করা যায়না। কোন প্রতিষ্ঠানে যেমন নিয়মকানুন আছে আপনি যদি সেগুলো সেভাবে মেনে চলার চেষ্টা করেন, এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর প্রিয় বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ইলম অর্জন আসে আদব থেকে। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। সবারই কোন না কোন কারন থাকতে পারে। যত কারনই থাকুক নিয়ম ভঙ্গ করা যাবে না। তাহলে কখনোই সে ইলমের বরকত আমরা হাসিল করতে পারব না।

৬) দ্বীনে ফেরার পরই কি কোর্স করা উচিত? নারীবান্ধব পরিবেশে ফরজে আইন শেখার কোর্স, এর মধ্যে কুরআন শেখা অন্তর্ভুক্ত। কুরআন সহীহ শুদ্ধ করে শেখা, তিলাওয়াত শোনানো অর্থাৎ নাজেরা করা, হিফয, রুকইয়াহ কোর্স, সীরাহ, আরবি ভাষা শিক্ষা, একাধিক ভাষা শিক্ষা। বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু এভাবে একটা একটা করে ভাষা শিক্ষা করা, লিখতে পড়তে ও বলতে পারা। শেষ জামানায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা দুআ করব, আল্লাহ আপনি শিক্ষকদের মধ্যে থেকে কল্যানকর বিষয় দান করুন, তাদের মধ্যকার অকল্যান থেকে হেফাজত করুন। আমরা হয়ত মনে করি যে বাচ্চারা তাকওয়া কি বিষয় সেটা বুঝতে পারে না, আসলে ওরা বুঝতে পারে। আমরা আশেপাশের মানুষের দোষ

না খুঁজে আমি নিজে যেন আগে পরিপূর্ণ মুসলিম হতে পারি সে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দান করুন। আমিন।

আমরা আলেমা কোর্স বা এত দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে যুক্ত হয়ে যেন আত্মপ্রতারণার আশ্রয় না নিই। ইলম অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সারাদিন কোর্সের পিছনে ব্যস্ত, ক্লাস নেয়া করা এসবেই থাকলে পরিবারের হক আদায় করা সম্ভব হবে না। এসবের চাপে থাকার কারনে ব্যক্তিগত আমল থেকে শুরু করে পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে বিরক্তি চলে আসে। শেষে আমরা বুঝতে পারি না এসব কেন হচ্ছে। আমরা যেন ডিগ্রির পিছনে না ছুটি। মৌলিকভাবে যতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন, ফরজ পরিমান ইলম অর্জন করে সেটা আমলে আনার চেষ্টা করি এবং সেটা পরিবার পরিজন পরিচিতদের জানানোর জন্য মেহনত করি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন।

৭) কারো প্রশংসা করলে সীমার মধ্যে রেখে করা। অতিরিক্ত প্রশংসা বান্দার ক্ষতির কারন হয়। আল্লাহ পাক এসব পছন্দ করেন না। এসব জবাবদিহির কারন হয়। বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা যে তোমার নামে যা প্রশংসা করেছে আসলেই কি তুমি এমন? সকল বিষয়ে সতর্ক থাকি। আল্লাহকে ভয় করি। সবসময় একা চলার মেহনত করা। নিজের আনন্দ, বেদনা গুলো একমাত্র আল্লাহর কাছেই বলা। দুনিয়ার কারো উপর নির্ভরশীল না হওয়া। নিজের কষ্ট অন্যকে বলতে গেলে সেগুলো এক সময় খোঁচার কারন হতে পারে। আমরা কেন অন্যকে সে সুযোগ দিবো? নিজেরা সুযোগসন্ধানী হবো না। আল্লাহর জন্যই মেহনত করে যাবো। আপনার প্রয়োজনে সাহায্য আল্লাহর তরফ থেকেই আসবে ইনশাআল্লাহ। তৌফিক আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহর কাছে দুআ করা। আল্লাহ আপনি আমাকে আমার কাজগুলো করার তৌফিক দিন, আমার জন্য সহজ করুন।

৮) আপনি যদি পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীনে দাখিল না হতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন না যে, কিসে আপনার শান্তি ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর আপনি যদি পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীনে দাখিল হওয়ার চেষ্টা মেহনত করেন তাহলে আপনি খুঁজেও পাবেন না যে কিভাবে আপনি সম্মানিত হচ্ছেন, রহমত বরকত প্রাপ্ত হচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। শুধুমাত্র আপনিই না, আপনার সাথে যারা জড়িত তাদের সবাই রহমত বরকতের বর্ষন অনুভব করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটা ধর্মের জন্যই, মানবজাতির সকলের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথ অনুযায়ী চলতে গিয়ে আপনি ছিটকে যাবেন, বাহানা দিবেন এভাবে চলবে না। পারি না, পারতে হবে। আমরা চেষ্টা কেন করি না? আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। (সূরা আন নাজম: ৩৯)

৯) চক্ষুশীতলকারী জীবন: যেখানেই থাকবেন, সেখানেই যেন আপনার উপস্থিতি সকলের জন্য চক্ষুশীতলকারী হয়, সেভাবে মেহনত করুন।

* সাহাবাওয়ালা জিন্দেগী: রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকায় সাহাবাদের মতো জীবন যাপন করার চেষ্টা করুন।
* সুন্দর সমাপ্তি: শেষটা যেন গ্রহণযোগ্য ও সুন্দর হয়, সেজন্য সর্বদা মেহনতে লেগে থাকুন।
* গোপনীয়তা রক্ষা: গুনাহের কথা প্রকাশ করবেন না, সবসময় গোপন রাখুন এবং কাউকে সাক্ষী রাখবেন না। যা বলার, তা শুধু আপনার রবকেই বলুন।
* ইস্তেগফারের গুরুত্ব: বেশি বেশি ইস্তেগফার করুন, কারণ এতে আল্লাহ খুশি হন এবং শয়তান কষ্ট পায়।
* দীর্ঘ রুকু সিজদা: রুকু সিজদায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করার চেষ্টা করুন।
* আল্লাহর উপর ভরসা: সব কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহর কাছেই কল্যাণ কামনা করুন এবং সাহায্য চান।
* কুরআনের শিফা: আল্লাহর কালামের আয়াতে শিফা আছে। কুরআন মুমিনের জন্য শিফা। সূরা ফাতিহা সব রোগের শিফা।
* একান্ত সম্পর্ক রবের সাথে: দোয়া করুন, ঘরে থাকুন, রবের সাথে মুরাকাবা করুন, রবের উপর তাওয়াক্কুল রাখুন, সর্বদা রবের কাছে সাহায্য চান। আল্লাহর জন্য চুপ হয়ে যান। আল্লাহর কাছে রাস্তা দেখানোর জন্য বলুন। কারো কাছে যেতে বা তাকাতে না চেয়ে শুধু আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। ঈমান চান এবং আল্লাহ যেন এই তাওফিক দেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন।
* মায়ের জীবনের প্রভাব: বাচ্চার তরবিয়ত মায়ের জীবনের উপর নির্ভর করে।
* ঈমান শেখা ও আমল: ঈমান শিখুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন, তাহলেই রবের নিকটবর্তী হতে পারবেন।
* আমল ও আখলাকের উন্নতি: আমল ও আখলাক উন্নতির জন্য মেহনত করুন।
* দুই রাকাত সালাতের গুরুত্ব: সবসময় দুই রাকাত সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেকোন সময় দুই রাকাত সালাত পড়তেন।
* নেয়ামত গোপন রাখা: আপনার নিয়ামত সম্পর্কে কারো কাছে বর্ণনা করবেন না। স্বামীর কাজ সম্পর্কেও কাউকে কিছু বলবেন না।
* প্রতিবেশীর খেয়াল: সবসময় প্রতিবেশীর খেয়াল রাখুন, এতে আল্লাহ বরকত দেন।
* হিম্মত না হারানো: কোনোভাবেই হিম্মত হারাবেন না। সবসময় রবের হকের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, যেন কোন ঘাটতি না থাকে। সর্বদা রবের সম্মুখীন হওয়ার মেহনত করুন।
* পর্দা, যিকির, তাকওয়া: পর্দা, যিকির, তাকওয়া ইত্যাদি ঠিক রাখার জন্য মেহনত করুন।
* রুকইয়াহ ও খাওয়া: দরুদ, ফাতিহা, রুকইয়াহ করে ফুঁ দিয়ে খান।
* তাকওয়ার জীবন: তাকওয়ার জীবন জায়েজের উর্ধ্বে, যেমন সফট ড্রিংকস পরিহার করা।

১০) ইলম অনুযায়ী আমল করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এখন কোর্সের পর কোর্স করি, অনেক বই কেনার পিছনে, পড়ার পিছনে সময় ব্যয় করি। কিন্তু আমল করি কতটুকু? দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইলম অনুযায়ী আমল করা। আমরা যদি আমল না করি, এই ইলম কিয়ামতের দিন আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অল্প আমল যদি সেটা কবুল হয়, তা কখনো কম হতে পারে

না। আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে আমলের মান কেমন সেটার উপরে। আল্লাহ পাক যেন আমাদের আমল কবুল করে নেন। এজন্য আমলের মান, ইখলাস যেন উৎকৃষ্ট হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। একাকীত্বে, অবসরে, আল্লাহর সামনে চুপচাপ বসে আত্মস্থ করা জ্ঞানটা নিয়ে ভাবা, কী শিখেছিলাম, তার কতটা মনে আছে। কোন কিতাব পড়লে সেটা ধীরস্থির ভাবে পড়া, চিন্তা ভাবনা করা যে এখান থেকে আল্লাহ পাক আমাকে কি শিখার তৌফিক দিচ্ছেন এবং কিভাবে আমি সেটাকে আমলে রূপান্তর করতে পারি। সবচেয়ে বেশি কুরআনে সময় দেয়া। পড়েই চলে গেলাম। এভাবে ইলম অর্জন, ইলমের হক আদায় করা সম্ভব হয়না। আল্লাহ পাক আমাকে আগে বিষয় গুলো মেনে চলার তৌফিক দিন। আমিন।

◆ "দশটি আয়াতের উচ্চারণ, তিলাওয়াত, ভাষা, অর্থ, ইলম ও আমল শিক্ষা করার পর নতুন দশ আয়াত শুরু করাই সুন্নাত পদ্ধতি"। ~ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর [রাহ.] [রাহে বেলায়াত, পৃ: ৬২৪, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০১৩ ঈ.]

১১) আমার বাচ্চা একটা হরফ শিখতে পারলে আমি যেমন খুশি হই সুবহানাল্লাহ। আমি যদি এক ওয়াক্ত নামাজ আউয়াল ওয়াক্তে পড়তে পারি, একটা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে পারি তাহলে আমার রব কত খুশি হবেন? আমাদের রব অবশ্যই খুশি হন। সে কারনে আমরা রহমত বরকত প্রাপ্ত হই, কিন্তু আমরা সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি না। আপনি নিজে একটু মিলিয়ে দেখুন। যেদিন আপনার নামাজ সবগুলো আউয়াল ওয়াক্তে পড়ার তৌফিক পেয়েছেন, নজরের হেফাজত, জবানের হেফাজত করতে পেরেছেন, কুরআনের সাথে সময় পার করতে পেরেছেন, পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে পেরেছেন সেদিনটা আপনার কেমন কাটে? আপনার অন্তরে কি প্রশান্তি থাকে না? আর যেদিন আপনার নামাজ শেষ সময়ে গিয়ে টানাটানি করে পড়া হচ্ছে সেদিন টা কেমন কাটে? চিন্তা করুন। আমি আমার রবকে খুশি করা বাদ দিয়ে কেন নফসকে খুশি করব? ভুল হয়ে যাচ্ছে, তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন।

◆ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যত দিন পর্যন্ত আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি তত দিন তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকব, তুমি যা-ই করে থাকো আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের উচ্চতা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করে থাকো, তাহলে আমিও সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসব।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৪০)

১০) মুমিনের জীবন হবে ভারসাম্যপূর্ন। আমরাও আল্লাহর, আমাদের সন্তান, সম্পদ সবকিছুর আল্লাহর। আল্লাহ পাক জীবন থেকে যখন কাউকে নিয়ে যাবেন, হোক সেটা সন্তান,

মা বাবা, কোন দ্বীনি বোন ইত্যাদি এমন যেন না হয় যে আমরা এমনভাবে ভেঙে পড়লাম যে নিজেদের কোন হুশ থাকলো না। এমন আচরন করলেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন। অনেকের সন্তান মারা যায় জন্মের পরে, গর্ভে থাকতেই। পরীক্ষা যেমনই হোক, আমাদের স্মরনে রাখতে হবে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহ পাক আমাদের জীবন থেকে এমন কিছু ছিনিয়ে নেন না যার বিনিময়ে তিনি আমাদের উত্তম দেন না। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। স্বামী সন্তান, পরিবার পরিজন, বিয়ে ইত্যাদি যতকিছু নিয়েই পরীক্ষা থাকুক না কেন আপনি কুরআন দিয়ে নিজেকে শান্ত করুন।

আপনি হতাশ হবেন না। যা খুশি হয়ে যাক আপনি একমাত্র আপনার রব সন্তুষ্ট আছেন কিনা সে চিন্তা করুন। দুনিয়ার আর কারো পরোয়া করবেন না। উফ পর্যন্ত করবেন না। মুসিবত হয়েছে, আমাদের অবস্থা যেন এমন হয়, গায়ে ধুলা লেগেছে এজন্য সেগুলো ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। আবার আগের মতই নামাজ, রোজা, দুআ, যিকির, কুরআনে ব্যস্ত। বিবাহিত অবিবাহিত যে যেই পর্যায়ে থাকুন না কেন, পরীক্ষা আসবেই। কিন্তু দ্বীন এমন এক শিক্ষা দেয় যা আপনাকে ভেঙে চুরে যেতে দেয় না। জাপানীদের জিনিসগুলো দেখবেন কত অত্যাধুনিক। কিন্তু তাদের জীবনগুলো? তারা কেন আত্নহত্যা করে মারা যাচ্ছে? এখানেই দ্বীন বুঝতে পারা আর না পারার বিশাল এক পার্থক্য। যাদের দ্বীন নেই তাদের দুনিয়ায় কিছু না হলে তারা হতাশ। কিন্তু যারা দ্বীন বুঝতে পারে? দুনিয়া তাদের জন্য কিছুই না। তাদের জন্য আখিরাতের অংশ অবশ্যই আছে ইনশাআল্লাহ। প্রকৃত মুমিন কখনোই হতাশ হতে পারে না। দুনিয়ার কোন কিছু যেন আমাদের ধোঁকায় না ফেলতে পারে। আমাদের ঈমানের পরীক্ষা হয় আমাদের ঈমানকে আরো শক্ত করার জন্য। আমাদের অন্তরকে শক্ত করতে হবে। আমাদের পারতেই হবে। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন। আমিন।

অন্য যেকোন বই পড়ার আগে সবার আগেই অর্থসহ কুরআন পড়ুন। এই কুরআন হলো দুনিয়া আখিরাতের সর্বোত্তম সঙ্গী।

উবাদাহ ইবনে সামিত (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, যখন কোনো মুমিন যে কুরআনের প্রতি নিবেদিত ছিল, তার মৃত্যুশয্যায় থাকে, তখন কুরআন এসে তার মাথার পাশে দাঁড়ায় যখন তাকে গোসল করানো হয়। আর যখন গোসল শেষ হয়, তখন এটি তার বুক ও কাফনের মধ্যে প্রবেশ করে। আর যখন তাকে কবরে রাখা হয় এবং মুনকার ও নাকির তাকে প্রশ্ন করতে আসে, তখন কুরআন তার ও ফেরেশতাদের মধ্যে চলে আসে। ফেরেশতারা কুরআনকে বলে, সরে যাও, যাতে আমরা তাকে প্রশ্ন করতে পারি। কিন্তু কুরআন উত্তর দেয়, আল্লাহর কসম, আমি তাকে কখনো ছেড়ে যাব না। যদি আপনাকে তাকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে যান এবং আপনার ইচ্ছা মতো করুন। কুরআন তখন লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? লোকটি বলে, না।

কুরআন বলে, আমি আপনার সঙ্গী, কুরআন, যা আপনাকে রাতে জাগিয়ে রাখত এবং যা আপনাকে দিনে তৃষ্ণার্ত করত এবং আপনাকে কামনা-বাসনা এবং নিষিদ্ধ জিনিস শোনা থেকে বিরত রাখত। আর আজ আপনি আমাকে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে পাবেন। কুরআন তারপর বলতে থাকে, আনন্দ করুন! কারণ মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের পর আপনার আর কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না।

ফেরেশতারা তাকে ছেড়ে চলে যায়, এবং কুরআন উপরে উঠে, তার জন্য জান্নাত থেকে একটি বিছানা এবং একটি আচ্ছাদন চায়। মুমিনকে জান্নাত থেকে একটি বিছানা, একটি আচ্ছাদন এবং একটি প্রদীপ দেওয়া হয়, সাথে কিছু সুগন্ধী গাছপালা, যা নিকটতম আসমান থেকে এক হাজার ফেরেশতা বহন করে আনে। কুরআন তাদের কবরের দিকে নিয়ে যায় এবং লোকটিকে বলে, আমি চলে যাওয়ার পর কি আপনি আমাকে মিস করেছেন? আমি আমার প্রভুর সাথে ছিলাম যতক্ষণ না তিনি আপনার জন্য জান্নাত থেকে একটি বিছানা এবং আচ্ছাদনের নির্দেশ দেন।

ফেরেশতারা কবরে প্রবেশ করে। তারা লোকটির পায়ের নিচে বিছানা রাখে, তার মাথার নিচে আচ্ছাদন রাখে এবং তার বুকের পাশে সুগন্ধী গাছপালা রাখে। তারা তাকে তার ডান দিকে রাখে এবং তারা চলে যায়। আর লোকটি ফেরেশতাদের দিকে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না তারা আসমানে উঠে যায়। অবশেষে, কুরআনকে লোকটির মাথার কাছে কিবলার দিকে রাখা হবে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তার কবরের স্থান প্রসারিত করতে থাকবে।

আপনার কুরআন তিলাওয়াত এবং আপনার হৃদয়ে এর উপস্থিতি হলো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যা আপনি বারজাখে নিয়ে যান। যখন আপনি আপনার ঘরে একা থাকেন, তখন এটি আপনার সঙ্গী, এবং এখন যখন আপনি আপনার কবরে একা থাকেন, তখনও এটি আপনার সঙ্গী।

আল্লাহ পাক আমাদের কুরআন ওয়ালা বানিয়ে দিন। কুরআন অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমরা এই দুনিয়ার জন্য নই। আমরা এই দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি হইনি। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আখিরাতের জন্য, এক অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে। এই দুনিয়া তো নিছকই একটি ক্ষণস্থায়ী সরাইখানা, একটি কর্মক্ষেত্র এবং বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার জায়গা। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য একটি সুযোগ, আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের।

হে মুসলিমরা! আর কত ঘুমিয়ে থাকবেন? আখিরাতের অর্জন করার জন্য জেগে উঠুন! নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব ছেড়ে দিন, দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করুন। জানুন, দুনিয়ার চাকচিক্য

ক্ষণিকের মরীচিকা মাত্র। আখিরাতের সফলতা হচ্ছে প্রকৃত সফলতা, যা কখনও শেষ হবে না।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহে আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদের মূল গন্তব্য। আমাদের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি পদক্ষেপ যেন হয় আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের মাধ্যম। একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন। কারণ, তাঁরই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে, এবং তাঁরই সামনে দাঁড়াতে হবে আমাদের সকল কর্মের হিসাব দিতে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর আখিরাতের জীবনই তো উত্তম ও স্থায়ী।" (সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৭)

আসুন, এই সত্যকে বুকে ধারণ করে আমরা নিজেদের জীবনকে আখিরাতমুখী করি।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

পর্ব ৪৩ : ঈমানের পরীক্ষা যখন নিয়ামত

১) যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (দুনিয়ায়) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশী অবস্থান করেনি। (সূরা নাযিআত: ৪৬)

সূরা নাযিআত এর সর্বশেষ আয়াত পড়লে বারবার মনে হতে থাকে এখানে তো এই দুনিয়ার জীবনের কথাই বলা হয়েছে যার সময়কাল ব্যক্তিভেদে ৬০/৭০ বছর। এই জীবনটাকেই সেদিন মনে হবে একটা সন্ধ্যা বা একটা সকাল। সুবহানাল্লাহ!

এই একটা সন্ধ্যার সমান দুনিয়ার জীবনের জন্যই কি আমরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই হারামের পিছনে? এই এক সন্ধ্যার জীবনের জন্য?

আল্লাহ পাক আমাদের এই এক সন্ধ্যার জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে উৎসর্গ করার তৌফিক দান করুন। যারা কষ্টে আছেন আল্লাহ পাক তাদের কষ্ট দূর করে দিন। যারা অবিবাহিত আল্লাহ পাক তাদের যেন চক্ষুশীতলকারী, অন্তর প্রশান্তকারী দাম্পত্য সম্পর্ক দান করুন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খাদিজা (রা:) এর মত। যারা বিবাহিত তাদেরকে আল্লাহ পাক অটল অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। আমাদের প্রতিটা সম্পর্ক আল্লাহ পাক যেন সেভাবেই অটল অবিচল রাখেন যেভাবে তিনি আমাদের কুরআনে নির্দেশ করেছেন। পরিবারগুলো যেন ভাঙনের দিকে না যায়, আল্লাহ পাক যেন হেফাজত করেন। আমাদের জান মাল সবকিছু আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যয় করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের যেন যে তৌফিক দান করেন। আমরা যেভাবে চললে আল্লাহ পাক আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন আমাদের সেভাবে চলার মত হিকমাহ, প্রজ্ঞা, জ্ঞান যা যা আল্লাহ পাক কুরআনে বর্ননা করেছেন তা আল্লাহ পাক দান করুন। আমরা যেন আল্লাহর প্রকৃত খলিফার দায়িত্ব দুনিয়ায় পালন করে যেতে পারি যে উদ্দেশ্য তিনি আমাদের দুনিয়ায় প্রেরন করেছেন। আমরা যেখানেই থাকব আমরা যেন চক্ষুশীতলকারী, নূরে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হই। আল্লাহ পাক আপনি আমার মধ্যে নূরকে বৃদ্ধি করে দিন। ওয়া জিদনী নূরা। ওয়া জিদনী নূরা। ওয়া জিদনী নূরা। وزدني نورا

আল্লাহ পাক যে জ্ঞান আপনার সামনে তুলে ধরছেন তা আমার প্রতি রবের অশেষ অনুগ্রহ। আমাকে দেয়া এই জ্ঞান হলো সুঁই কে পানিতে ডুবালে যতটুকু পানি ধারন করে ততটুকু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জ্ঞান হলো সমুদ্রের পানি যদি কালি হয় তাও লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।
الله أكبر كبيرا
وزدني نورا

আল্লাহর অশেষ রহমতে আল্লাহ পাক আবারও উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা পূর্ন করতে পারা, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কত বড়

নিয়ামত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। শুরুতে আল্লাহ পাক আমাকে যখন এই দায়িত্ব দান করেন, আমি তখন অনেক ভয় পেয়ে যাই। আমি চাচ্ছিলাম না আমার কোন খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়ে যাক। আমার প্রচার প্রসার হোক। সাহাবীরা যখন দেখতেন নিজেদের অনেক বেশি প্রশংসা ছড়িয়ে যাচ্ছে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন সেখান থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে। তারা গুরাবা হয়ে থাকতে চাইতেন। আল্লাহ পাক আমাদের যেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী সাহাবীদের মত করে নিজেদের জীবনযাপন করার তৌফিক দান করেন। আমিন ইয়া রব্বুল আলামিন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২) আমরা যেন কখনো কোন বান্দার মুখাপেক্ষী না হই। একমাত্র আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে যাই। কোন বান্দাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা না করি। একমাত্র আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি। রামাদান মাসের কথা চিন্তা করি। রামাদান শেষ হয়ে যাওয়ার সময় মনে হয় অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর কি পাবো রামাদান? নাকি এটাই শেষ? আল্লাহর ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময়ের অনুভূতি? মক্কা মদিনা থেকে বিদায় নেয়ার অনুভূতি? এগুলো কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? এই যে বিচ্ছিন্ন হওয়া, এগুলো সব আল্লাহর হুকুমেই।

আল্লাহ পাক প্রতি মুহূর্তে এসবের মাধ্যমে আমাদের স্মরন করিয়ে দিচ্ছেন, "বান্দা, দুনিয়ার কোন কিছু স্থায়ী না। সবকিছু একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই তোমার জীবনে আছে। কিন্তু "আমি আল্লাহ" তোমার সাথে তখনও আছি যখন কেউ নেই, তখনও থাকবো যখন কেউ থাকবে না। তুমি অন্য কোন কিছুর জন্য অন্তর ছোট করো না, তুমি কেবল আমার দিকেই মনোনিবেশ করো। তোমার পূর্ন মনযোগ কেবল আমার দিকেই দেও। আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। সবাই চলে যাবে, কিন্তু আমি তোমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবো না।" সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

- আল্লাহর চিরন্তনতা ও ক্ষমতা বিষয়ক আয়াত

১) সূরা আর-রহমান (৫৫:২৬-২৭): "পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব নশ্বর। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।"

২) সূরা কাসাস (২৮:৮৮): "আর আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাঁর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

৩) সূরা বাকারা (২:২৫৫) - আয়াতুল কুরসি: আয়াতুল কুরসির একটি অংশ হলো: "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।"

এই কথাগুলো রামাদানের শেষ মুহূর্তে আমার মাথায় ঘুরতে থাকে। মনে হত, অদৃশ্য থেকেই আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কথাগুলো অন্তরে ঢেলে দেয়া হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। রামাদানের শেষের দিন ছিন্নভিন্ন অন্তরকে এই কথাগুলো যেন জোড়া লাগাতে সাহায্য করেছিল, আল্লাহর হুকুমেই, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই কথাগুলো হয়ত আপনাদেরও সান্ত্বনা দিবে ইনশাআল্লাহ। সবকিছুর শেষ আছে। একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত, তাঁর কোন শেষ নেই।

৩)আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারকে কখনো জিজ্ঞেস করবেন না যে মৃত্যুর সময় কি হয়েছিল ইত্যাদি। প্রতিটা রূহকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। মৃত্যুর খবর জানতে পারলে অবশ্যই রূহের মাগফিরাতের দুআর দরখাস্ত। মৃত্যুর সময় হালত কেমন ছিল সেটা জানতে পারি। নেককার মানুষদের মৃত্যুর হালত আর বদকার মানুষদের মৃত্যুর হালত একই না। আল্লাহ পাক আমাকে সহ আমাদের প্রত্যেককে যেন নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেককারদের মত মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ পাক আমাদের যেন কালিমার তাইবা পড়ে শহীদী মৃত্যু দান করেন। আমিন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহিমীন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমাদের জীবনের শেষ কখন সেটা আমরা জানি না। শেষটাই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে শেষের। মৃত্যু চলে আসার পরে আমি আর সুযোগ পাবো না। সুযোগ এখনই। ভুল হওয়ার সাথে সাথেই নিজেকে সংশোধন করে নেয়া। নিশ্চয়ই ভাল কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। তওবা ইস্তিগফার, দান সাদাকা, প্রতিবেশীর জন্য ব্যয় করা যা যা কল্যানকর কাজের সুযোগ যখন যেভাবে আসে সেসব সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। চোখের পানি ফেলে নিজের গুনাহের জন্য মাফ চাইতে থাকা, আল্লাহ পাক যেন গুনাহ মাফ করে দেন। নিজের গুনাহের কথা কারো কাছে স্বীকার করা যাবে না। অন্যের কাছে গুনাহের কথা স্বীকার করার মানে সে কাজের জন্য সাক্ষী রেখে দেয়া, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে সাক্ষী দিবে। আল্লাহুম্মাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

কিছু ভুলের কথা দাওয়াত দেয়ার কারনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আমার, আমাদের কি আর কোন গুনাহ হয় না। সেগুলো আমরা কোনদিন কাউকে বলব না। দাওয়াত দেয়ার সময় নিজেদের ভুল স্বীকার করার শিক্ষা আমরা সীরাহ থেকে পাই। খেয়াল করে দেখবেন, জাফর (রা) বাদশাহ নাজ্জাশীকে কি বলেছিলেন। কথাগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি।

- জাফর ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজ্জাশীর সামনে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। এটি ছিল মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি যা বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ দেওয়া হলো।

জাফর (রাঃ) নাজ্জাশীকে যা বলেছিলেন: "হে বাদশাহ! আমরা ছিলাম অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত একটি জাতি। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত জন্তু খেতাম, অশ্লীল কাজ করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম এবং আমাদের মধ্যে শক্তিশালীরা দুর্বলদের গ্রাস করত।

এই অবস্থায় আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠালেন, যাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানালেন এবং পাথর ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বললেন, যা আমাদের পূর্বপুরুষরা করত।

তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, আমানত রক্ষা করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে অশ্লীল কাজ, মিথ্যা সাক্ষ্য, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ এবং সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া থেকে নিষেধ করলেন।
তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করতে, সালাত কায়েম করতে, যাকাত দিতে এবং রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন।" (এরপর তিনি ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলো উল্লেখ করেন)।

জাফর (রাঃ) আরও বলেন: "আমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছি। আমরা তাঁর আনীত বিধান মেনে নিয়েছি এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল মনে করেছি এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করেছি। এর ফলে আমাদের কওমের লোকেরা আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করল। তারা আমাদেরকে নির্যাতন করল, যাতে আমরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে আবার মূর্তিপূজায় ফিরে যাই এবং সেই সব অশ্লীল কাজ করি যা আমরা আগে করতাম।

যখন তারা আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চরম পর্যায়ে নিয়ে গেল এবং আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল, তখন আমরা আপনার দেশে চলে এসেছি। আমরা অন্য কারো উপর নয়, আপনার উপর ভরসা করেছি। আমরা আপনার আশ্রয় চেয়েছি এবং আশা করি আপনার এখানে আমাদের উপর কোনো জুলুম হবে না।"

এই ভাষণের পর নাজ্জাশী মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন এবং কুরাইশদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মুসলিমদেরকে তার দেশে নিরাপদে থাকতে দেন এবং তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা মুসলিমদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল তৈরি করেছিল।

৪) ছোট বড় ভুল ত্রুটি যা কিছু হয়ে যাবে দুনিয়ার কাউকে বলবেন না। একমাত্র আল্লাহকে বলবেন। সেটার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন। কখনো ভুলবশত নামাজ যদি এক

ওয়াক্ত কাযা হয়ে যায় সেটাও কাউকে বলবেন না। একটা গুনাহ যদি হয়ে যায় আপনি ভাল কাজের পরিমান বাড়িয়ে দিন। সেদিন রোজা রাখার নিয়ত করুন।

তওবা, ইস্তিগফার বাড়িয়ে দিন। সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার পড়ুন। বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির করুন।

- ইস্তেগফার

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

"আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁরই দিকে তাওবা করছি।"

হাদিসে এই ইসতিগফারের অনেক গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই দু'আটি পড়বে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারী হয় (যা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত)। এটি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্যগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ইস্তিগফার করলে আল্লাহ পাক খুশি হন। শয়তান নারাজ হয়। ভুল হয়ে গেলেই ৫০০/১০০০ বার যতটুকু সম্ভব একটা লক্ষ্য নির্ধারন করে দুরদ, ইস্তেগফার করতে থাকুন। শয়তানকে জিততে দেয়া যাবে না। আমাদের ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে আমরা এভাবে আমলের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারি ইনশাআল্লাহ। ভুল কেন হলো এই নিয়ে হতাশ হয়ে দিন পার করা যাবে না। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন, মানুষ ভুল করবেই। কিন্তু সেই সফলকাম যে নিজেকে শুধরানোর মেহনত করে। আমাদের করনীয় সেটাই। নিজের সংশোধন।

আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা আশ শূরা: ৩০)

কোন বিপদ আপদ হলে চিন্তা করতে হবে আমার কোন ভুল আছে যা আমাকে সংশোধন করতে হবে। আমি হয়ত সেগুলো ধরতে পারছি না। হতে পারে আমি দীর্ঘ সময় রুকু সিজদাহ্ দেই না। কুরআন তিলাওয়াতে বেশি সময় দেই না। বিপদ আপদ আসে আমরা যেন নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহর আরো নিকটবর্তী হতে পারি এজন্য।

৫) আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে এবার সন্তানের তরবিয়ত এর বিষয়ে কিছু বিষয় উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বাচ্চা যখন ছোট থাকে, সে মায়ের কোলে থাকলেও মা

কখন কি করে, কোন কাজ করে কোন জিনিস কোথায় রাখে ইত্যাদি সবকিছু খেয়াল করে। বাচ্চা বড় হয়ে সেসব জিনিস ধরতে চায়। বাচ্চা বটি, ছুরি, কাচের জিনিস ধরে, রান্নাঘরে যায়। কারন আমাকে ও সেসব করতে দেখেছে। ওর এখন সেসব দরকার। ও যখন চাইবে ওকে আমরা দুআ দুরদ পড়ে দিবো জিনিসগুলো, আবার কোথায় রাখতে হয় সেসবও দেখিয়ে দিবো। বাচ্চা অনেক সময় জিদ করবে, দিতে চাইবে না। বাচ্চার কাছ থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিবেন না। দুআ দুরদ পড়তে থাকবেন। সে কারনে আল্লাহ পাক অন্তর পরিবর্তন করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। বাচ্চা সাধারন ভাবেও দিবে। আপনি যদি কোন জিনিস বাচ্চার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে মেরে ফেলে দেন, বাচ্চাও সেটাই শিখবে। বাচ্চা যখন ছোট ছিল ও জিনিসপত্র ছুড়ে মারত। আমি নিজে তো এমন করতাম না, সে কিভাবে শিখলো। পরে আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিলেন যে, আমি ওর কাছ থেকে কোন জিনিস নিয়ে সেই জিনিস যে মনের অজান্তেই অন্য জায়গায় ছুড়ে ফেলতাম সেটাই ও শিখেছে। আল্লাহুমাগফিরলি। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বাচ্চার ভুল দেখলে সেটা অন্যদের বলব না। আল্লাহ পাক বলেছেন, মুমিনের দোষ ত্রুটি গোপন করো। আমাদের সন্তানেরা নিষ্পাপ। ওদের দ্বারা ভুল ত্রুটি হলে সেগুলো গোপন রেখে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে আল্লাহ পাক যেন সেসব সংশোধন করে দেন, তাদের ভুল ত্রুটি অন্যদের সামনে যেন প্রকাশিত না করে দেন। আমরা সারাজীবন বাচ্চাদের মারধর করে শাসন দেখে এসেছি। এবার আমরা নবীওয়ালা, সাহাবীওয়ালা তরিকা মেনে চলার চেষ্টা করি। দুআ করে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে নিয়ে সন্তান লালন পালন করার চেষ্টা করি। এ পদ্ধতিতে চলতে গেলে অনেকেই অনেক কথা বলবে, সেসবকে গুরুত্ব দেয়া যাবে না। দুআ করে, দুআর শক্তি উপলব্ধি করুন। আপনার যদি বিয়ের আগে, সন্তান জন্মের আগে হিদায়ত না হয়ে থাকে যখনই আল্লাহ পাক বুঝে দিবেন তখন থেকেই শুরু করুন। মায়ের দুআ আল্লাহ পাক কবুল করেন।

৬) বাচ্চার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিবেন। সেটা কিভাবে? বাচ্চা যখন কোন কাজ করতে চাইবে সেটা করতে দিবেন। বাচ্চাদের দিয়ে কাজ শিখানো কষ্টের। বাচ্চাদের যদি ছোট থেকেই কাজ করতে দেন, সেগুলো করতে গিয়ে কিছু জিনিসপত্র নষ্ট হবে সেগুলোর চিন্তা করবেন না। এই বাচ্চা বড় হলে অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি বুঝ জ্ঞান সম্পন্ন হবে, অপচয় করা উচিত না ইত্যাদি বিষয় গুলো আল্লাহর দেয়া তৌফিক অনুসারে বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ছোট বাচ্চাদের সাথে নিয়ে পড়তে বসলে দেখবেন, ঘরের অন্য কেউ যদি সবজি কাটতে যায় সেও উঠে যাবে। তখন তাকে যেতে দিবেন।

পড়ার মধ্যে একটু বিরতি হবে। কিন্তু মাঝে দিয়ে সে অন্যের সাথে টুকটাক সবজি কেটে দিয়ে খেলাচ্ছলেই কাজটা করে আসলো। সেটা যতই সামান্য হোক না কেন। এর মাধ্যমে সে সাহায্য করা শিখে গেলো। সবজি কাটা শিখে গেলো। বাচ্চা যেটাই করতে যায়, তাকে শুধু "করা যাবে না, করো না, না না" করবেন না। এতে বাচ্চারা খুব বিরক্ত হয়। অনেক সময় দেখেছি বাচ্চা হাতের তালুতে নিয়ে সবজি কাটছে এবং আমি যে ধারালো ছুরি ব্যবহার করি

সেটা দিয়েই সে করেছে। আমি শুধু দুআ দরুদ পড়েছি। আল্লাহর কাছে বলেছি, আল্লাহ এই ছুরির কোন ক্ষমতা নেই হাত কাটা বা কোন ক্ষতি করার। আপনিই সকল ক্ষমতার মালিক। তার তাকদীরে যতটুকু কল্যান অকল্যান ততটুকুই হবে। আপনি এই জিনিসের অকল্যান থেকে তাকে হেফাজত করুন। আমি শুধু সূরা ফালাক নাস পড়েছি আর দুআ করেছি।

আমি বাচ্চাকে একবারও বলি নি, ছুরি এভাবে ধরো ওভাবে ধরো, হাতে যেন না লাগে। আপনি যত কথা বলবেন বাচ্চারা তত আগ্রহ হারাবে, বিরক্ত হবে। তার চেয়ে আপনি বরং রুকইয়াহ করুন, দুআ করুন। আল্লাহ পাক কি করনীয় তাদের জ্ঞানে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। বাচ্চারা কোন কাজ করার সময় তাদের ভুল ধরা ছাড়া আপনি মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিকুম, এসব বলতে থাকবেন।

- সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহ পবিত্র, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এই চারটি বাক্য ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আল্লাহর মহত্বের প্রকাশ। এদের সম্মিলিতভাবে অনেক ফযীলত রয়েছে:

* সুবহানাল্লাহ (সুবহানাল্লাহি): এর অর্থ হলো আল্লাহ সকল প্রকার ত্রুটি, দুর্বলতা ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। এটি আল্লাহর পরিপূর্ণতা ও তাঁর মহিমা প্রকাশ করে।

* আলহামদুলিল্লাহ (ওয়ালহামদুলিল্লাহি): এর অর্থ হলো সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এটি আল্লাহর সমস্ত নিয়ামত, তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর গুণাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

* লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু): এটি ইসলামের মূল ভিত্তি "তাওহীদ" বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা। এর অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

* আল্লাহু আকবার (ওয়াল্লাহু আকবার): এর অর্থ হলো আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা এবং সকল কিছুর উপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপারত্যকে বোঝায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়াতে যা কিছুর উপর সূর্য উদিত হয়, তার সবকিছুর চাইতে আমার কাছে 'সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার' বলা অধিক প্রিয়।" (মুসলিম)

এই দুআ নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ বৃদ্ধি পায়, বান্দার অন্তর প্রশান্ত হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

আমি যখন বাচ্চাদের নিয়ে রান্নাঘরে যেতাম এই যিকির জোরে জোরে পড়তাম। বাচ্চারাও সেটা শুনে শুনে পড়ত। আমি নিজে নিজে পড়তাম, বাচ্চাদের তখন পড়তে বলতাম না। পড়তে পড়তে বলতাম, যিকির করতে থাকলে রহমতের ফেরেশতারা আশেপাশে থাকেন, অন্তর প্রশান্ত হয়, কাজ সহজ হয়। বাচ্চারা শুনে শুনে নিজেরা বলতো আলহামদুলিল্লাহ। রুহ গুলো একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণেই আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চারা নিষ্পাপ, আল্লাহর কথা দ্রুতই বুঝতে পারে। আমি নিজে মুখ খুলে যতই উপদেশ দেই কোন ফায়দা নেই। এজন্য আমাদের আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা, দুআ বাড়াতে হবে।

৭) আল্লাহ পাক আমাকে আমার ২ বছরের বাচ্চাকে ১ ঘন্টা ধরে বাথরুমে গোসল করতে দেয়ার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে। শুধু দুআ করেছি। আল্লাহ পানির কোন ক্ষমতা নেই তাকে সুস্থ অসুস্থ করার। আপনি তাকে পানির অকল্যান থেকে হেফাজত করুন। সে ওদিকে পানি দিয়ে খেলা করেছে গোসল করতে করতে, এদিকে সেই এক ঘন্টায় আমার কিছু কাজ করার সুযোগ হয়েছে ঘরের আলহামদুলিল্লাহ। এভাবেই দিন পার করেছি আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চা ছোট, বাচ্চা বিরক্ত করে, বাসায় কেউ নেই তাকে দেখার মত। সবসময় পরিস্থিতি এক ধরনের থাকে না। এসব বলে বেড়ানোর কিছু নেই। কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে আল্লাহ পাক হিকমাহ দিয়ে দিবেন। সারাক্ষণ বাচ্চার বিরক্ত নিয়ে যে বলে বেড়ান, বাচ্চাকে যদি আল্লাহ পাক নিয়ে যান আপনি কি খুশি হবেন? আল্লাহুম্মাগফিরলি, লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমরা বরং দুআ করব। আল্লাহ পাক সবকিছু আপনার পক্ষ থেকেই। আপনি সহজ করে দিন।

বাচ্চা আঁকিবুঁকি করার জন্য খাতা পেন্সিল দিন। মনে রাখবেন, বাচ্চার হাতের হাড় গঠন হতে সময় লাগে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত। অথচ আমরা ছোট বাচ্চাদের একটু লিখতে পারলেই এরপরে আরো চাপ দিতে থাকি আরো বেশি কেন লিখে না। আমরা এসব করব না। বাচ্চাকে হোম স্কুলিং করানোর সময় বিষয় গুলো আমরা মনে রাখবো ইনশাআল্লাহ।

আপনি যখন রুটি বানাবেন, ঘরের কাজ করবেন বাচ্চা আসুক। আটা নিয়ে সে খেলার জন্য ক্লে ডো এর মত বানাক। এগুলো অপচয় না। সে এখন এসব দিয়ে খেলে খেলে শিখবে। অন্যরা কে কি বলেছে এসব শুনবেন না।

৮) আল্লাহ পাক আমার সেলাই শিখার আগেই আমার ঘরে মেশিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি শুধু দুআ করে যাচ্ছিলাম তখন, আল্লাহ আমি মেশিন দিয়ে কি করব, আমি তো কাজ জানি না। পরে আল্লাহ পাক সেলাই শেখার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এমন হয়েছে আমি সেলাই

প্র্যাকটিস করার সময় বাচ্চা তখন কোলে ছিল, ওর হাতে সুঁই ঢুকে রক্ত বের হয়েছে অনেক। আমি শুধু ওর আঙুল চেপে ধরে সূরা ফাতিহা পড়ে ফু দিচ্ছিলাম আর দুআ করে যাচ্ছিলাম। কোন ডাক্তার, ওষুধ দুনিয়ার কোন কিছু শিফা দিতে পারে না। শিফা দান কারী একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা। আল্লাহর উপর বিশ্বাস নিয়ে দুআ করা, সূরা ফাতিহার বরকতে আল্লাহ পাক আমার চোখের সামনেই আমার সন্তানের হাতের রক্ত পড়া বন্ধ করে দেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

যে দুআ কালাম দিয়ে আল্লাহ পাক নামাজ পড়ার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ, সে দুআ কালাম কেন শিফা হবে না? আমরা কি করি ভয় পেয়ে ডাক্তার হাসপাতালে দৌড় দেই। আল্লাহ পাক আমাকে এসব করতে দেন নি। আল্লাহ পাক আমাকে আল্লাহর কালামের উপর ঈমান ও আমল করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এসব বিষয়ে নিজেদের ঈমানকে দুর্বল করব না। আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে নিবো। অবশ্যই কুরআন শিফা দানকারী। একটা ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে দিচ্ছি, চিন্তা ভাবনা করে পড়ার অনুরোধ। আমরা কেন এ জায়গায় যেতে পারি না?

- আমি যদি এই কুরআনকে একটি পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম, তবে পাহাড়টিকে আপনি আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হতে দেখতেন। আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি,যাতে তারা ফিকির করে। (সূরা হাশর : ৫৯-২১)

নামকরা একজন আলিম বলেন, 'আমার পরিচিত এক বৃদ্ধা ছিলেন। তার শরীরে বেশ কয়েকটি টিউমার হয়েছিল। ডাক্তার অপারেশন করাতে বললে সে রাজি হয়নি। অনেক দিন পর যখন সে পুনরায় ডাক্তারের কাছে আসে, তিনি দেখেন টিউমারগুলো গায়েব। শরীরের কোথাও টিউমারের চিহ্নমাত্রও নেই।

ডাক্তার জানতে চান, "আপনার টিউমারগুলো ভালো হয়ে গেলো কীভাবে?"

-আমি সেগুলোর ওপর কুরআন তিলাওয়াত করে ফুঁ দিয়েছি। যে কুরআন পাহাড়কে পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে, সেই কুরআনের সামনে আমার শরীরের এই ছোট ছোট টিউমারগুলো কীভাবে টিকবে?

বিশ্বাস যত গভীরে, আল্লাহ সাহায্য তত নিকটে।

৯) আমার বাচ্চা খেলতে গিয়ে মাথা ফাটানো অবস্থায় বাসায় ফেরত এসেছে, আমি শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে ফু দিতাম। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক সুস্থ করে দিতেন। আমার অন্তরে আল্লাহ পাক গেঁথে দিয়েছেন যে, সূরা আল ফাতিহা হলো সর্ব রোগের শিফা। আমি আর ডাক্তার ওষুধ এসবের জন্য দৌড়াবো না। কোন কিছু হলে স্বামীকেও ফোন দিয়ে বলি না এসে হাসপাতাল নিয়ে যেতে কারন বাচ্চার মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। আমার বিপদ আপদ হলে

আমি সেগুলোকে ঈমানের পরীক্ষা মনে করি। আমার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরো বেশি দৃঢ় হয় আলহামদুলিল্লাহ।

আমার গর্ভকালীন সময়ের কিছু বিষয় উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে সাহায্য করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আপনাদের এর চেয়েও উত্তম ভাবে সাহায্য করতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

আমার ছোট বাচ্চার জন্মের পরে তার মাথার স্কিনে খুবই জটিল একটা রোগ হয়। মানুষজন যেহেতু বাচ্চা দেখতে বাসায় আসতেন, তারা মন্তব্য করে বসতেন। ডাক্তার কেন দেখাই না ইত্যাদি। আমি বাচ্চার মাথা ঢেকে রাখতাম। এবং এ বিষয়ে কথাবলা সম্পূর্ন বন্ধ রেখে এসব এড়িয়ে যেতে থাকি। যার কথা শুনলে আপনার রুহ অস্থির হয়, সেখানে আর কথা বাড়াবেন না। কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করুন। আমাদের কখন এড়িয়ে যেতে হবে, সেটা যেন আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দেন। আমিন।

- তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক। (সূরা আরাফ: ১৯৯)

এর মানে কি আমি, আমরা জ্ঞানী? আমরা মুর্খ না জ্ঞানী সেটা একমাত্র আল্লাহ পাক ভাল জানেন। আমরা আল্লাহর কাছে মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই, এ দুআ করব। আল্লাহর দেয়া জ্ঞান হলো নূর। যার মধ্যে সেটা নেই, সে জবান খুললেই আমাদের রুহ অস্থির হয়ে যায়। এমন অবস্থায় কথা বাড়ানো যাবে না। চুপ থাকতে হবে। এড়িয়ে যেতে হবে।

যাকে আল্লাহ পাক ঈমান তাকওয়ার বুঝ জ্ঞান দান করবেন, সে দুনিয়াকে যে চোখে দেখবে তার সাথে অন্যদের চিন্তা ভাবনার তফাৎ থাকবে। এজন্য যারা এসব বিষয় বুঝতে পারবে না তাদের সাথে তর্ক করতে যাবো না। আমরা নিজেরা কোন বিষয় জানতে পারলে আল্লাহর কাছে দুআ করব, আল্লাহ পাক আপনি কল্যানকর বিষয় মেনে চলা সহজ করে দিন আমাদের জন্য। আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম, এমন যেন হতে পারি। আপনি আমাদের সে তৌফিক দান করুন। আমিন।

বিপদের বিষয়ে বেশি কথা না বলা। আমি তখন মানুষের বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দেই। আপনার কোন বিপদ আপদ হলে আপনি একা হয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে যান। আল্লাহ পাক হয়ত আপনাকে একা করতেই চাচ্ছেন। আপনি ঘরে থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করার মাধ্যমে আল্লাহর ফয়সালা জেনে নিন। অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে উত্তম ফয়সালা আপনার জন্য আসবে।

আমি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছি সূরা ফাতিহা শিফা, কুরআনের আয়াত সত্য কিনা। যত সময়ই লাগুক না কেন। মায়ের দুআ অবশ্যই কবুল হয়। আল্লাহ পাক আমার বাচ্চাকে সুস্থ

করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, এর জন্য আমাকে এক বছরের বেশি সময় ধরে ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আপনি বলতে পারেন, আমি ডাক্তারের কাছে গেলে দ্রুত হয়ে যেতো। কিন্তু আপনি আমার দুআ, ঈমানের দৃঢ়তা, তখন যে পরিমান দুআ কবুল হচ্ছিল সুবহানাল্লাহ সেগুলো বুঝতে পারেন নি। সেই ঈমান তাকওয়া, ঘরে থাকার মেহনত, এই সফরের গল্প বলার জন্যই আল্লাহ পাক এখানে এনেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ পাক ঈমানের পরীক্ষা নেন আপনার ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন না। বিপদে পড়লে আপনি কারো কাছে সাহায্য চাইবেন না। একমাত্র আপনার রবের মুখাপেক্ষী হয়ে যান। তিনিই যথেষ্ট। তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক। প্রতিটা সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই আসবে। আপনি যখন দৃঢ়ভাবে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে চাইবেন তখন চারপাশের মানুষ আপনাকে বলবে, এমন দ্বীন কোথায় পেয়েছো? চরমপন্থীও বলে বসতে পারে। কিন্তু সাহাবীওয়ালা ঈমান তাকওয়া আসলে এমনই ছিল। কুরআন সুন্নাহ তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহ পাক যাদের স্বামী স্ত্রী হিসেবে কবুল করেছেন, যারা দুনিয়ায় একজন নেককার সন্তান আনতে বারবার ব্যর্থ একমাত্র তারাই জানেন এর কষ্ট কোন পর্যায়ের। দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষা থাকবেই। মূসা (আ) এর সময়ের একটা ঘটনা ছিল।

🔸 হযরত মুসা (আ.), যিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারতেন, তাঁর সময়ে এক নিঃসন্তান মহিলা তাঁর কাছে এসে আল্লাহর কাছে সন্তান চাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করেন। মহিলাটির বিয়ের অনেক দিন হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি মনেপ্রাণে মা হতে চাচ্ছিলেন। মুসা (আ.) যখন আল্লাহর কাছে এই বিষয়ে দোয়া করেন, তখন আল্লাহ জানান যে, সেই মহিলা বন্ধ্যা এবং সন্তান জন্মদানে অক্ষম। মুসা (আ.) মহিলাকে আল্লাহর এই জবাব জানালে তিনি সেখান থেকে চলে যান।

আমাদের অনেকেই হয়তো এমন হতাশাজনক খবর পেলে আল্লাহর ওপর অভিযোগ শুরু করে দিতাম, কিন্তু এই মহিলা ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এমন উত্তর পাওয়ার পরও হতাশ হননি, বরং অবিরাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন বিনীত ও বিনম্রভাবে। তিনি কখনোই দোয়া করা বাদ দেননি।

কিছুদিন পর তিনি দ্বিতীয়বার মুসা (আ.)-এর কাছে এসে আবারও সন্তান লাভের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে বলেন। মুসা (আ.) আবারও আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ একই জবাব দেন: মহিলাটি বন্ধ্যা। তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটে – মহিলাটি মুসা (আ.)-এর কাছে আসেন, মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, এবং একই উত্তর পান।

এভাবে পরপর তিনবার আল্লাহর পক্ষ থেকে একই জবাব পাওয়ার পরও মহিলাটি তাঁর দোয়া ছাড়েননি। আল্লাহর অসীম দয়া এবং তাঁর নিজের ধৈর্যের ওপর ভরসা রেখে তিনি দোয়া চালিয়ে যান। এরপর একদিন তিনি চতুর্থবার মুসা (আ.)-এর সাথে দেখা করতে আসেন, কিন্তু এবার এক অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। তাঁর কোলে একটি ফুটফুটে শিশু ছিল এবং আরেকটি শিশু তাঁর হাত ধরেছিল! মহিলাটি মুসা (আ.)-কে বললেন, "দেখুন মুসা! আল্লাহ আমাকে দুটো সন্তান দান করেছেন।"

মুসা (আ.) এই ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি তিনবার আমাকে জানালেন যে, সে বন্ধ্যা, তার সন্তান হবে না। কিন্তু তারপর আপনি তাকে সন্তান দান করলেন!"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর জবাবে বলেন, "প্রত্যেকবার যখন আমি লিখে রাখি যে সে বন্ধ্যা, তখনই সে দোয়া করছিল আর বলছিল: 'হে দয়াময়! হে দয়াময়! হে দয়াময়!' হে মুসা! আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।"

এই ঘটনাটি দোয়ার অতুলনীয় শক্তি, আল্লাহর অসীম দয়া এবং ধৈর্যের গুরুত্বের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। এটি আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় এবং আমাদের যেকোনো পরিস্থিতিতেই তাঁর ওপর ভরসা রেখে অবিরাম দোয়া করে যাওয়া উচিত।

অনেকের মাতৃত্বকালীন সময়ে সহযোগিতা করার জন্য কেউ থাকে না। একা সব সামলাতে হয়, এসব চিন্তা করে হতাশ হয়ে যান। তারা মারইয়াম (আ:) এর কথা চিন্তা করতে পারেন। ওনার পাশে কেউ ছিল না। একমাত্র আল্লাহ ছিলেন। আমাদের জন্যও একমাত্র আল্লাহ আছেন। ইব্রাহিম (আ:), যাকারিয়া (আ:) এর ঘটনা আল্লাহ পাক কেন উল্লেখ করেছেন? অনেকের দেরিতে সন্তান হয়, অনেকে বন্ধ্যা তারপরেও সন্তান হয়। এসব বিষয় আমাদের পরীক্ষার মধ্যে থাকবেই। আল্লাহ পাক সবকিছুকে আবার নিয়ামতে পরিপূর্ণ করে দিতে পারেন। এই বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

১০) আমি কোন তরবিয়ত এর কোর্স করি নি, লেকচার শুনি নি। আমি তো কুরআন পড়ে, চিন্তা ভাবনা করেই শেষ করতে পারছি না। আমরা একমাত্র যেন আল্লাহকে ভয় করি। ভয় করার মত ভয় করি। আল্লাহ পাক আমাকে আগে তৌফিক দিন। কল্যানকর কোন বিষয় যখন জানতে পারবেন তখন দুআ করবেন আল্লাহ পাক যেন সে কল্যান দান করেন। অহেতুক মন্তব্য করে বসবেন না। অহেতুক মন্তব্য করার কারনে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন।

আমার সন্তানের সঠিক তরবিয়ত বা প্রতিপালন সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব জীবনযাপনের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। এর জন্য আমার বিশুদ্ধ জীবনযাপন, আল্লাহর প্রতি আল্লাহমুখীতা

বাড়ানো, এবং ঘরে অবস্থানের মতো বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে, পর্দায় থাকা, কুরআনের সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করা, এবং নজরের হেফাজত করা — এই বিষয়গুলো আমার সন্তানের জন্য একটি সুস্থ ও ইসলামী পরিবেশ তৈরিতে অপরিহার্য। তবে, এই সবকিছুর মধ্যে নিজের সালাত ঠিক করার মেহনত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বরকত আনবে এবং আমার সন্তানের প্রতিপালনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ইনশাআল্লাহ।

সূরা ফাতিহা যেকোন কারনে পড়তেই থাকুন। আপনি পরীক্ষা করেই দেখুন না আপনার সমস্যার সমাধান হয় কিনা। আপনি ডাক্তারের কাছে না গিয়ে সূরা ফাতিহা পড়ে দেখুন না। আপনার মনে হতে পারে ডাক্তারের কাছে গেলে জলদি হবে। আসলে জলদি হয়না। আমাদের ঈমানকে শক্ত মজবুত করতে হবে। তাহলেই অল্প আমল নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

১১) আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করব, তখন গভীরভাবে চিন্তা করব যে কুরআনে কাফেরদের সম্পর্কে যেসব আয়াত রয়েছে, সেগুলো পাঠ করার সময় কাফেরদের দুনিয়া ও আখিরাতের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, নেককারদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। এভাবে কুরআন পাঠ করার কারণে আমরা ইনশাআল্লাহ আরও বেশি বরকত ও রহমত লাভ করব।

আমার তৃতীয় বাচ্চার সময়, আমার অনেক ঈমানের পরীক্ষা চলমান ছিল। শুরুর দিকে আমার রিপোর্ট বারবার নেগেটিভ আসতে থাকে। গর্ভকালীন সময়ের শুরুর দিকে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেলো বাচ্চার হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছে না। এর মাধ্যমে আমার তখনকার ঈমানের পরীক্ষা শুরু হয়। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝার তৌফিক দিলেন যে, আমি যেন দুআর বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেই। আমি যেন পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে যাই। আমি এজন্য দুআ করতে থাকি। দুআর বিনিময়ে আল্লাহ পাক আমাকে সম্মানিত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমার বিশ্বাস ছিল আল্লাহ পাক যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, সেটা যেকোন ভাবেই করতে সক্ষম। সেটা কোন বাধাই মানতে পারে না। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকি। আল্লাহ পাক আপনি কল্যানকর বিষয় সহজ করে দিন। আপনি নেককার সন্তান দান করুন। একজন নেককার সন্তান মা বাবার জন্য বিশাল নিয়ামত স্বরুপ। আল্লাহ পাক আমাদের যেন আমাদের মা বাবার জন্য নেককার সন্তান হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

শুরুতেই আমার গর্ভধারন নিয়ে পরীক্ষা ছিল। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, আল্লাহ পাক আগের দুই বাচ্চার সময় আমার বুঝ জ্ঞান ছিল না। আমাকে আপনি দয়ামায়া করে আরেকবার এই নেকী হাসিল করার সুযোগ দিন। নেককার সন্তান দুনিয়ায় আনার তৌফিক

দিন। আমি দুআ করে যাচ্ছিলাম। স্বামীর সাথে এ বিষয়ে কথা বলার পরে ওনি আমাকে হাসপাতালে যেতে বললেন। তখন বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছিল।

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে তারপর বের হয়েছিলাম। যখনই কোথাও যেতে হবে, কোন কাজের আগে ২ রাকাত নামাজ পড়ে নেয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দেন আলহামদুলিল্লাহ। ডাক্তার আমার সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে জানালেন আমার জটিল এক রোগ হয়েছে যে কারনে আমি আবার মা হলে সেটা মা ও সন্তান উভয়ের জন্য বিপদজনক হবে। আমি ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে হাসপাতালেই একটা রুম খুঁজে নিয়ে ২ রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, আল্লাহ আমি দুনিয়ার কোন কিছু বিশ্বাস করি না। কোন রোগ বা কোন কিছুর কারনে সন্তান হতে পারে না ইত্যাদি। সবকিছু একমাত্র আপনার নিয়ন্ত্রণে। আপনি হও বললেই হয়ে যায়। আমি তো আগে বুঝতেই পারি নি। এখন আপনি আমাকে একজন নেক বান্দা দান করুন। আমার জন্য এ সফর সহজ করুন।

ডাক্তার আমাদের সন্তানের জন্য নিষেধ করেছেন অথচ তার এক মাসের মধ্যেই আল্লাহ পাক আমার গর্ভে সন্তান দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ওষুধ দিলেন। আমার যে জটিল রোগ ছিল, সে রোগের কারনে আমি জীবনে কোন কাজ কর্ম করতে পারবো না। এমনকি বিছানা থেকে নামতেও পারব না। এসবও বলে দিলেন ডাক্তার। আমি তখন বিভিন্ন দুআ কবুলের গল্প গুলো পড়ার তৌফিক পেয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক সে দুআ কবুলের গল্পগুলোর মাধ্যমে আমার ঈমানকে দৃঢ় করেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি ডাক্তারের কোন কথায় ভয় পাই না। একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি আলহামদুলিল্লাহ।

গর্ভকালীন সময়ে আমার অনেকবার ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছিল। যতবার বের হয়েছি ঘর থেকে ২ রাকাত নামাজ পড়ে বের হয়েছি। তখন আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। অনেকবার ডায়াবেটিস মেপে সেটার ডাটা ডাক্তারকে দেখাতে হয়েছিল। রামাদান মাস চলমান ছিল তখন। আমি আল্লাহ রহমতে সবগুলো রোজা রেখেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে আমার স্বামী ফতোয়া, দলিল সহ এনে সামনে দিয়েছিলেন। এ সময়ের রোজা পরে রাখা যায়। আমি কোন রোজা কাযা করি নি। আমার আল্লাহর উপর বিশ্বাস ছিল তিনি আমাকে ও আমার সন্তানকে কিছুই হতে দিবেন না। রামাদানের রোজা আমি রামাদানেই রাখবো। আমি কি রামাদান ছাড়া অন্য কোন মাসে এই বরকত রহমত, লাইলাতুল কদর পাবো? তাহলে রোজা কেন বাদ দিবো? প্রশ্নই উঠে না।

আমার হঠাৎ করে ডায়াবেটিস বেড়ে যায়। তখন খেয়াল করে দেখলাম আমি লেবু শরবত খেতাম চিনি দিয়ে। সেটা খাওয়া বন্ধ করলাম আলহামদুলিল্লাহ। তারপর ডায়াবেটিস মেপে কয়েকদিন দেখলাম ডায়াবেটিস ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে বাইরে হাঁটার কথা বলা হয়েছিল। আমি একটুও বাইরে যাই নি। ঘরেই হাঁটাচলা যা করার করেছি

আলহামদুলিল্লাহ। ডায়াবেটিস এর যে ডাটা ডাক্তারকে জমা দেয়ার কথা ছিল সেগুলো প্রথম কয়েকদিনের টা বসিয়ে দেখিয়েছি।

ডাক্তারের সাথে পরবর্তী সাক্ষাৎ করার পরে ডাক্তার ডায়াবেটিস এর ওষুধ আর দিলেন না। সে রিপোর্ট দেখেও খুশি। আল্লাহ পাক আমাকে বুঝে দিচ্ছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমি সুস্থ। আমি কেন প্রতি বেলায় ডায়াবেটিস মাপার জন্য সুঁইয়ের খোঁচা খাবো। সেই বার এভাবে হিকমাহ খাটিয়ে আল্লাহ পাক পার হওয়ার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ।

১২) আমরা তখন যে বাসায় ছিলাম সে বাসায় একজন প্রতিবেশি ছিলেন। ওনার সাথে আমার যখন পরিচয় হয়, ওনি ওনার স্বামীর কাজকর্ম সম্পর্কে, নিজেদের আর্থিক বিষয় সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছিলেন। এখান থেকে আমাদের জন্য একটা শিক্ষনীয় বিষয় হলো, বাবা বা স্বামীর ইনকাম বা কাজ নিয়ে কখনো কোন কথা না বলা। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলি, আলহামদুলিল্লাহ ওনি হালাল চাকুরি করেন। আমি নিজেও কাউকে জিজ্ঞেস করি না। আমার বাচ্চাদেরও এ বিষয়ে বলা আছে আলহামদুলিল্লাহ।

এর মধ্যে অনেকদিন পার হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন আমার আরেক প্রতিবেশি আমার বাসায় এসে বলে গেলেন, আমার সেই প্রতিবেশির স্বামীর ব্যবসায় কোন সমস্যা হয়েছে যে কারনে ওনি এখন জেলে। ওনার ঘরে বাজার ও নেই। তারা খুব কষ্টে আছে। আমি যেন তাদের খোঁজ খবর নেই। এ কথা শুনে আমার যে কেমন অনুভূতি ছিল আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তার জায়গা আমিও থাকতে পারতাম। তাদের এখন কত পরীক্ষা কত কষ্ট। তাদের খবর শোনা মাত্রই নিয়ত করে ফেললাম, এখন থেকে আমার বাসায় যত বাজার, খাবার ইত্যাদি যাই আসবে ৫০% আমার প্রতিবেশির ঘরে যেভাবেই হোক দিতেই হবে। আমার শাশুড়ী তখন চিকিৎসার জন্য আমাদের বাসায় ছিলেন। ওনাকে তখন হিজামার চিকিৎসা, আয়ুর্বেদিক থেরাপি করানো হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। আমার শাশুড়ী যখন নামাজে, বাথরুমে বা ঘুমে তখন আমি এদিক সেদিক করে বাসা থেকে বিভিন্ন খাবার, বাজার বাচ্চাদের মাধ্যমে আমার সেই প্রতিবেশিদের বাসায় পাঠাতে থাকি আলহামদুলিল্লাহ। আমার বাচ্চাদের বলে দিয়েছিলেন সেই প্রতিবেশির বাচ্চাদের যেন আমাদের বাসায় নিয়ে আসে। ওরা আমাদের বাসা থেকে খেয়ে গেলে, ওদের মার জন্য খাবার দিয়ে দেয়া হতো আলহামদুলিল্লাহ।

এরমধ্যে আল্লাহ পাক আমাকে পোলাও গোশত ইত্যাদি বিভিন্ন পদের খাবার রান্না করার তৌফিক দেন আলহামদুলিল্লাহ। সেগুলোর অর্ধেক আমি প্যাক করে আমার প্রতিবেশির বাসায় নিজেই নিয়ে যাই আলহামদুলিল্লাহ।

ওনার বাসায় আসা যাওয়ার সময় আমাকে কোন পুরুষ দেখে নি আলহামদুলিল্লাহ। আর ওনার বাসায় তো পুরুষ সদস্য নেই। স্বামী তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে কিন্তু বাসায় নেই। আল্লাহ পাক যতটুকু খাবার নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ,

ততটুকু ওনাদের ৩ দিন হয়ে যাওয়ার কথা আলহামদুলিল্লাহ। ওনি তো প্রথমে খাবার নিতেই চায় নি। জোর করেই দিয়ে আসতে হয়েছে। ওনি ওনার কোন সমস্যার কথা আমার কাছে বা কারো কাছে বলতে চান নি। সুবহানাল্লাহ। আমরা যে বাসায় আরো ২/৩ মাসের মত ছিলাম। তারপরে আমরা বাসা পরিবর্তন করে চলে আসি সেখান থেকে কারন সেখানকার বাসা ভাড়া বেশি ছিল। যতদিন ছিলাম ততদিন আল্লাহ পাক আমার প্রতিবেশির বাসায় এভাবে খাবার, বাজার পাঠানোর তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আমার প্রতিবেশিকে কোন টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি নি। কারন আমার কাছে কোন টাকা থাকে না।

এরমধ্যেই আমার আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। আমি যখন ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন আমার যে জটিল রোগ ছিল সে রোগের কোন চিহ্ন ও নেই। রোগ কোথায় গেলো? আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমি একথা জানার পর থেকে অঝোরে কান্না করেই যাচ্ছি। আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দিচ্ছিলেন যে, আমার সেই প্রতিবেশির জন্য আল্লাহ পাক আমাকে সে সামান্য কিছু খাবার নিয়মিত পাঠানোর তৌফিক দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ সেই বরকতে আল্লাহ পাক আমার শরীর পরিপূর্ণ ভাবে রোগ মুক্ত করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা। ডাক্তার আমাকে আর একটাও ওষুধ দেন নি তখন, সুবহানাল্লাহ।

আমি ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে ২ রাকাত নামাজ পড়েছি হাসপাতালের আরেকটা রুমে আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আর সিজদাহ্ থেকে না উঠি। আমি আল্লাহর প্রতি এত কৃতজ্ঞ ছিলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

আমরা নারীরা খরচ করতে চাই না। আমি তখন বুঝতে পারি নি এজন্য আমার ঈমানে পরীক্ষা হয়েছিল। আমার বাসায় যখন যা কিছু ছিল আমি সবকিছু সেটা চাল, ডাল, দুধ, ডিম ইত্যাদি সবকিছু আমি ৫০% আমার প্রতিবেশির বাসায় দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার সেই ৯ মাসের গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল যা আমার ঈমানকে আরো দৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা যখন বাসা পরিবর্তন করে চলে আসি আমার সেই প্রতিবেশি আমাকে জড়িয়ে ধরে এত কান্না করেছেন, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমার সেই প্রতিবেশিকে দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করুন। যেখানেই থাকুক আফিয়াহর সাথে রাখুন। আমিন।

১৩) আমার গর্ভকালীন সময়ে ডাক্তাররা আমাকে বলেছিলেন যে আমার সন্তান বিকলাঙ্গ হবে ইত্যাদি। এ শুনে আমার স্বামী অনেক ভেঙে পড়েন। আমার আল্লাহর প্রতি সুধারনা ছিল, আমার রব এ সন্তানকে কিছুই হতে দিবেন না। আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম, রবের প্রতি সুধারনা রাখুন। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক চাচ্ছেন আমি যেন আমার ভুল গুলো শুধরে নেই,

আল্লাহ যেন সে তৌফিক দান করেন। আপনার ভুল থাকলে আপনি সেগুলো শুধরে নিন। আমি তখনও আমার স্বামীর ভুল গুলো দেখতে পাচ্ছিলাম নারীদের সাথে কথা বলা, নজর হেফাজত ইত্যাদি। আমি তাকে কিছু বলতে যাই নি। দুআ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক তখন আমাকে আরো বেশি ঘরে থাকার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ, পুরুষদের সাথে সম্পূর্ন ভাবে কথাবার্তা যোগাযোগ বন্ধ। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি আমার গর্ভকালীন অবস্থায় যা কিছু খেয়েছি, পান করেছি সবকিছুতে দুরদ ফাতিহা দুরদ পড়ে ফু দিয়ে খেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে কোন কিছুই সম্ভব না।

এরপরে যখন ডাক্তারের কাছে আবার আমরা গেলাম তখন বলল, বাচ্চা পরিপূর্ণ সুগঠিত আছে। আল্লাহু আকবার। প্রতিটা মুহুর্তে আল্লাহ পাক এমন অলৌকিক বিষয়ের সম্মুখীন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি প্রতিবারই রবের প্রতি শুকরিয়ায় লুটিয়ে পড়ছিলাম সুবহানাল্লাহ। আমার এই গর্ভকালীন সময়টা আমার আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা বাড়িয়ে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া বান্দার আর কারো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর মত সাহায্যকারী আর কেউ হতেই পারে না।

বর্তমানে গর্ভকালীন সময়ে বোনদের অনেক জটিলতা, গর্ভপাত ইত্যাদি অনেক কিছু হয়। এসব নিয়ে ভয় পাবেন না। আপনি নামাজ ঠিক করার মেহনত করুন, ঘরে থাকুন, পরিপূর্ণ পর্দার আসুন, নজর হেফাজত করুন, দুআ যিকির, কুরআনের সাথে সম্পর্ক মজবুত করুন। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত করুন। আল্লাহ পাক আপনার মাতৃত্বকালীন সফর সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

নজর হেফাজত, ঘরে থাকার বিষয় গুলো যারা এসব করার তৌফিক পাচ্ছি না, তারা চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দুআ করব। মাহরাম নেই, বাধ্য হয়ে বের হতে হয় ইত্যাদি কোন ধরনের বাহানা দিবো না। এই আমলের সাথে অন্যান্য সব বিষয় যুক্ত। অন্তর থেকে এটাকে ঘৃনা করতে হবে। আল্লাহর কাছে এটা দেখাতে হবে, যে আল্লাহ আমি এই বিষয় ঘৃনা করি। আমরা যেন মেনে না নেই, এতে অভ্যস্ত হয়ে না যাই। ওজর নিয়ে নিজেদের ঈমান দুর্বল করব না। বরং দুআ করে ভাগ্য পরিবর্তন করব। ঘর থেকে প্রয়োজনে বের হতে হলেও চোখের পানি ফেলে বের হবো। বোরকা নিকাব পরলেও সেটাকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করতে হবে। ঈমান তাকওয়ার বিষয় এক জায়গায় থেমে থাকে না। ধাপে ধাপে নিজেকে আগাতে হবে।

আমাকে আমার গর্ভকালীন সময়ে বলা হয়েছিল যে রুকু সিজদাহ্ দিয়ে নামাজ পড়তে পারব না, ঘরের কাজ করতে পারব না। আমি সব করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাজ করতে পারবো না, রুকু সিজদাহ্ দিয়ে নামাজ পড়তে পারব না এটা কেমন কথা। আমার সবার আগে আল্লাহকে দরকার। আমার বাসা পরিবর্তন করা হয়েছিল তখন। আমি বাসার

আসবাবপত্র এক রুম থেকে অন্য রুমে আনা নেয়া সবই করেছি আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমার স্বামী বাসায় এসে যখন জিজ্ঞেস করেছেন আমি বলেছি, "আমার আল্লাহ আমাকে আসমান থেকে বাহিনি পাঠিয়েছেন সাহায্য করতে।" এ কথা শোনার পর ওনি আর কিছু বলতেও পারেন নি। সুবহানাল্লাহ। কারন তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন আমার হিম্মত, আল্লাহ পাক আমাকে কিভাবে রহমতের চাদরে ফিরে রেখেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক কোন কিছুই ছিনিয়ে নেন নি। আর আল্লাহ পাক যদি আল্লাহর দেয়া আমানত নিয়ে নেন তাতেও বান্দার কিছু করার নেই। আলহামদুলিল্লাহ সবকিছুর জন্যই।

গর্ভকালীন সময়ে এমন অনেক কিছু ডাক্তার বলতে পারে যে, আপনার প্লাসেন্টা নিচে, বয়স বেশি হলে সন্তান ধারনে জটিলতা বেশি, ঘরের কোন কাজ করতে পারবেন না ইত্যাদি এসবে ঈমান আনা যাবে না। ঈমান আনতে হবে এক আল্লাহর উপরে। আল্লাহ পাক আপনি কি চান, আপনি আমাকে কিভাবে দেখতে চান। সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে দুআ করা, সাহায্য চাওয়া। এ সময়ে স্বামীর পছন্দ অপছন্দের বিষয়ে খেয়াল রাখা।

এসব বললে অনেকে বলতে পারেন এসব আগের যুগের মানুষের ছিল। তাহলে আমাদের নেই কেন? আমাদের নেই আমাদের গুনাহের কারনে। নারীর গুনাহের কারনেই হয় নারীর নিজের বিপদ, পরিবারের বিপদ ইত্যাদি। একজন নারী নিজেকে শুধরানোর মেহনত করা খুবই জরুরী। একজন নারী যদি কুরআন হাদিসের আলোকে চলতে পারে, কোন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করা যাবে না। নারীদের ঘরে ফিরতে হবে। এজন্য তাদের বুঝাতে হবে। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। আমিন।

তাকওয়ার জিন্দেগী জায়েজ নাজায়েজ আমলের অনেক উর্দ্ধে। আল্লাহ পাক যখন যে বিষয় বুঝতে পারার তৌফিক দিবেন যে, এটা বন্ধ করা উচিত। সে কাজ তখনই বন্ধ করে দিবেন। রামাদানের সময় আমার লেবু চিনির শরবত আমার জন্য ক্ষতিকর ছিল। আল্লাহ পাক যখন বুঝার তৌফিক দিলেন আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথেই বন্ধ। আমি অতীতে অনেক কোল্ড ড্রিংকস পান করেছি। আল্লাহ মাফ করুন। এখন এসব বন্ধ আলহামদুলিল্লাহ। আমার সন্তানেরাও কোক, স্প্রাইট ইত্যাদি এসব পান করে না। জায়েজ এর ফতোয়া নিয়ে আসবেন না। কাফেররা যারা এসব বানায় তারা নিজেরা এসব খায় না। আমার দরকার সুস্থ শরীর নিয়ে আমৃত্যু টিকে থাকা, আমার দরকার সুস্থ দুটো চোখ যা দিয়ে আমি মৃত্যু পর্যন্ত চশমা ছাড়া কুরআন পড়তে পারবো। আমি যেন আমৃত্যু রুকু সিজদাহ্ দিয়ে নামাজ পড়তে পারি। আমার ওষুধ ডাক্তার হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি মুক্ত একটা জীবন দরকার। এজন্য জীবন থেকে যা বের করে দিতে হবে আমি দিবো ইনশাআল্লাহ। যত কুরবানী দরকার আমি করব ইনশাআল্লাহ।

আপনি যদি বোঝার চেষ্টা করেন এই সফরে, এই নোটে আল্লাহর তরফ থেকেই অনেক কিছু পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি যদি একমাত্র আল্লাহকে আঁকড়ে ধরতে পারেন দেখবেন

আপনার জীবন এত সুন্দর, এত চক্ষুশীতলকারী। আল্লাহু আকবার কাবিরা। লা হাওয়া লা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সবাইকে একমাত্র আল্লাহর হাতেই সঁপে দিয়ে গেলাম।

হে আমার প্রভু, আপনি এমন জিহ্বাকে শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার বিষয়ে মানুষদের খবর দিয়ে বেড়ায়। এমন চোখকেও শাস্তি দিয়েন না, যা এমনসব ইলমের দিকে তাকায়, যা আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এমন দুটি পা-কেও শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার ইবাদতের জন্য হাঁটে। এমন হাতকে শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস লেখে। এবং হে রহমশীল, আপনার মর্যাদার ওয়াস্তে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। কারণ, লোকেরা তো জানে আমি আপনার দ্বীনের সংরক্ষণেরই কাজ করতাম! -ইমাম ইবনুল জাওযি (রহঃ)

আমি কারো কাছ থেকে কোন জাযা, পারিশ্রমিক কোন কিছুই চাই না। সবকিছু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের জন্যই আলহামদুলিল্লাহ।

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

উচ্চারণ: "ওয়া মা আসআলুকুম আলাইহি মিন আজরিন, ইন আজরিয়া ইল্লা আলা রাব্বিল আলামীন।"

অর্থ: ‘আর এর উপর আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান শুধু সৃষ্টিকুলের রবের নিকট’। সূরা শু'আরা (২৬:১০৯)

🔸 আমার আম্মা এমন কুরআনের আশেক ছিলেন যে বসে বসে কুরআন পড়ায় ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তেন। আম্মাকে জিজ্ঞেস করতাম - না বুঝে কী এতো পড়ো!

আব্বার কথা বলি। যখন ক্লাস টেনে ছিলাম তখন আব্বাকে দেখতাম খুব কুরআন পড়তে। তিনি অনেক সুন্দর করে কুরআন পড়তেন। সকালে অফিসে যাওয়ার আগে পড়তেন। অফিস থেকে আসরের পর বাসায় এসেই কুরআন পড়তেন। মাগরিবের পর পড়তেন,ইশার পর পড়তেন। আমার এক শিক্ষক আমাকে ডায়েরি লিখতে বলেছেন। আমি ডায়েরি তে একদিন লিখেছি- আব্বা এতো কুরআন পড়ে!

রোজ সকালে আমার ডিউটি ছিলো আমাকে কুরআন তিলওয়াত করতে হবে। তো আব্বা আবার তদারকি করতেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন- হামিদ, কুরআন শরীফ পড়োস না?
আমি বলে উঠলাম না বুঝে কুরআন পড়ে লাভ কী! আমার আব্বাজান কোনো প্রত্যুত্তর করেন নি! আজকে সেই আমি এতো বদলে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ! এখন উত্তরায় নিজের বাড়িতে হিফজখানা খুলেছি, মক্তব খুলেছি।

হাফেজ্জি হুজুরে সংস্পর্শে এসে বদলে গেলাম। তিনি বলতেন- দুনিয়াতে এমন ভাবে থাকো, একটা শ্বাস ও যেনো আল্লাহর যিকির থেকে খালি না যায়। আর এ কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি নিজেই। একবার আমার বাসায় তিনি আসলেন।আমার তিন বছরের মেয়েটি তখন হুযুরের কাছে গিয়ে বলে উঠলো- আপনার ঠোঁট এতো নড়ে কেন? হুযুর তখন হাসলেন।চিন্তা করুন ঠোঁটটা কী পরিমাণ নড়লে (নিরবে যিকির করলে) একটা শিশুর চোখে ধরা পড়ে!

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বার বার বলতেন, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত বড় দামী জিনিস। হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ব্যাপারে প্রায়ই বলতেন যে, মসজিদে যাওয়ার পর যদি দেখা যায় নামাযের এখনো এক মিনিট সময় বাকী আছে, তবু একটি কুরআন শরীফ নিয়ে তিলাওয়াত করা উচিত। এক মিনিট যেতে না যেতেও যদি মুয়াযযিন সাহেব ইকামত দেয়া শুরু করেন তবু কিছু আসে যায় না। কারণ এই এক মিনিটেই যদি কমপক্ষে এক লাইনও পড়া হয় তাহলে এক লাইনে পঁয়ত্রিশটি হরফ ধরে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী হিসেবে তিনশ পঞ্চাশ নেকী হবে। আখিরাতে একটি নেকীর জন্য মানুষ আফসোস করবে। তাই দুনিয়ায় একটি নেকী অর্জন আসলে মস্ত বড় উপার্জন। ~ প্রফেসর হামিদুর রহমান (রহ:)

- বদনজর**-** অসুস্থতা। মৃত্যু।

বদনজর**-** অশান্তি **।** বিচ্ছেদ।

বদনজর**-** অলস হওয়া। বেকার।

বদনজর**-** লস হওয়া। নিঃস্ব।

বদনজর**-** ইবাদতে অনীহা। ফাসেক বা মুরতাদ।

বদনজরের হাদীসগুলো যদি আমরা উপলব্ধি না করতে পারি, তবে এ বিষয়ে আমরা কোনভাবেই কনসার্ণ হতে পারব না। এটাকে খুব নরমাল বিষয় মনে হবে। অথচ হাদীসগুলোতে বদনজরকে উপস্থাপন করা হয়েছে মারাত্মকভাবে।

বদনজর বড় ভয়ংকর বিষয়। প্রতিদিনের সকাল-সন্ধ্যার আমল তাই নিয়ম করে করা চাই। পাশাপাশি কেউ প্রশংসা করলে শুধু মা শা আল্লাহ না বলে লা হাওলা ওয়ালা কু আতা ইল্লাহ বিল্লাহ ও বলা। প্রতি মাসে অন্তত একবার সেল্ফ রুকইয়া করা। (সংগৃহীত)

◆ যারা কুরআন কারীমকে অস্বীকার করে, কুরআন কারীমকে অবহেলা করে, তারা নানা মানসিক সমস্যায় ভোগে, চিত্তবৈকল্যের শিকার হয়, তাদের জীবনে সুখ থাকে না।

"আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়।" (সূরা ত্বহা ১২৪)

প্রকৃত সুখী জীবন ঈমানদাররাই যাপন করতে পারে। ঈমান বিহীন জীবনে সুখপাখি এসে ধরা দেয় না।

"যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, যে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাবো।" (সূরা নাহল ৯৭)

-বই: আই লাভ কুরআন ; শাইখ আতিক উল্লাহ

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কিছু কথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার তৌফিক অনুসারে আলহামদুলিল্লাহ এ সিরিজ এখনো চলমান। সিরিজের ফাইনাল প্রিন্ট করার মত কোন পিডিএফ এখনো প্রকাশ করা হয়নি। অনেকেই সব পর্ব গুলো যেভাবেই প্রকাশ করা হয়েছিল সেভাবেই প্রিন্ট করিয়ে নিচ্ছেন। আলাদা পিডিএফ প্রিন্ট করতে গিয়ে অনেকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন ও হচ্ছেন। সেসব বিষয় বিবেচনা করে ১-৪৩ পর্ব পর্যন্ত লেখাগুলো একসাথে করে পিডিএফ দেয়া হয়েছে। এই পিডিএফ কোন ফাইনাল কপি না। এখানে অনেক পরিবর্তন করতে হবে। কাজ বাকী আছে। শুধুমাত্র যারা পড়ার সুবিধার জন্য এখনোই প্রিন্ট করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এ পিডিএফ। যারা ফাইনাল পিডিএফ পাবলিশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তারা এ পিডিএফ প্রিন্ট না করলেও হবে। এ পিডিএফ প্রিন্ট করতে হলে এসব বিষয় বিবেচনা করে নিজ দায়িত্বে প্রিন্ট করে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিকুম। জাযাকুমুল্লাহু খাইরন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।